

আবু মুহাম্মদ আল কাসিম ইবনে আলী আল হারীরী আল বসরী

১০৪

المقامات الحاررية মাকামাতে হারীরী



● অনুবাদ ও বিশ্লেষণ ●

মাওলানা আহমদ মায়মুন
সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা ১২১৭

ইসলামিয়া সম্পাদনা পর্ষদ কর্তৃক সম্পাদিত

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৩৫২

● প্রকাশনায় ●

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বালোবাজার, ঢাকা ১১০০

বাংলা মাকামাতে হারীরী

অনুবাদ ও বিশ্লেষণ ❖ মাওলানা আহমদ মায়মুন

সম্পাদনার ❖ ইসলামিয়া সম্পাদনা পর্ষদ

প্রকাশক ❖ মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা

সৌন্দর্য বর্ধনে ❖ মাহমুদ হাসান কাসেমী

শব্দবিন্যাস ❖ আল মাহমুদ কম্পিউটার হোম, ৩০/৩২ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মুদ্রণে ❖ ইসলামিয়া অফসেট প্রেস, প্যারীদাস রোড, ঢাকা ১১০০

হাদিয়া ❖ ৩০০.০০ [তিনশত টাকা মাত্র]

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পর্কে অনুবাদক ও বিশ্লেষকের কথা

আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম অনুগ্রহ যে, তিনি আমার অনুবাদ ও বিশ্লেষণকৃত মাকামাতে হারীরীকে বাংলাদেশের কওমী মাদরাসার ছাত্র শিক্ষকদের মহলে বিপুল সমাদৃতি দান করেছেন। এর শুকরিয়া আদায় করার ভাষা বা ক্ষমতা আমার নেই। আমার অনুবাদ ও বিশ্লেষণটির সমাদৃতি দেখে কেউ কেউ আমার হুবহু অনুবাদটিকে এদিক-সেদিক করে এবং সামান্য কিছু সংযোজন-বিয়োজন করে প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তারা উদ্ধৃতি দেওয়া বা ঋণ স্বীকারের সৌজন্যবোধটুকু প্রকাশের প্রয়োজনীয়তাবোধ করেননি। সাথে সাথে এমন কিছু ভুল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটির জ্ঞানের পরিধির পরিচয় বহন করার পাশাপাশি গ্রন্থটির মানও ক্ষুণ্ণ করেছে। ফলে আমি আমার পূর্বের কাজটিতে বেশ কিছু তথ্য ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সংযোজন করে অধিকতর বিশুদ্ধ ও সমৃদ্ধ আকারে নতুন সংস্করণ প্রস্তুত করতে প্রয়াসী হয়েছি। এতে পূর্ণ দশটি মাকামারই শাব্দিক অনুবাদ সংযোজন করা হয়েছে এবং প্রথম পাঁচ মাকামায় শব্দবিশ্লেষণ আগের চেয়ে দ্বিগুণ হয়েছে। প্রত্যেক মাকামার শুরুতে তার সারসংক্ষেপ সংযোজন করা হয়েছে। বেফাকুল মাদানিসের প্রশ্নাবলির আলোকে শব্দবিশ্লেষণে মাওয়াদ বা উৎস সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রথম পাঁচটি মাকামার প্রত্যেকটির শেষে প্রশ্নাকারে অনুশীলনী যোগ করা হয়েছে। মোটকথা, এ নতুন সংস্করণটি আগের তুলনায় অনেক বেশি সমৃদ্ধ, পরিমার্জিত ও সুন্দর করার চেষ্টা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার কাছে আশা করি, এ সংস্করণটিও পূর্বের ন্যায় সমাদৃত হবে। আমীন!

আরজ শুজার

আইহমদ মায়মুন

জামিয়া শারইয়্যা মালিবাগ, ঢাকা ১২১৭

০১. ১০. ২০০৯ ইং

প্রথম সংস্করণ সম্পর্কে অনুবাদক ও বিশ্লেষকের কথা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه
أجمعين، أما بعد :

প্রাচীন আরবি গদ্য সাহিত্যের স্বীকৃত সাহিত্যমানসম্পন্ন একটি অনবদ্য গ্রন্থ মাকামাতে হারীরী। আধুনিক আরবি সাহিত্যের অনুপ্রাণসহীন স্বচ্ছন্দ গতির রীতি-ধারা প্রবর্তিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হারীরী আরবি সাহিত্যের লেখক ও পাঠক সমাজকে শুধু প্রভাবান্বিতই করেননি; বরং এক রকম মন্ত্রমুগ্ধ ও মোহাবিষ্ট করে রেখেছিলেন বহু শতাব্দীকাল যাবৎ। এ সময় তাঁর অনুকরণবিহীন সাহিত্যের পক্ষে স্বীকৃতির সনদ পাওয়া ছিল খুবই কঠিন। হারীরী আরবি সাহিত্যের এ অনুপ্রাণসময় রীতির প্রবর্তক বা পথিকৃত না হলেও তিনি যে অগ্রণী অনুসৃত এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর মাকামাতের অনুকরণে বহু মাকামাত রচিত হয়েছে, কিন্তু কোনোটিই হারীরীর মাকামাতের মানে উত্তীর্ণ ও স্বীকৃত হয়নি।

হারীরীর মাকামাত গ্রন্থখানি রচিত হওয়ার পর থেকে নয়শ' বছরের অধিককাল যাবৎ এটি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। এ দীর্ঘ সময়ে লাখে আরবি শিক্ষার্থীর সাহিত্য-প্রতিভা বিনির্মাণে এ গ্রন্থখানি বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে এবং অজস্র মনীষার জন্ম দিয়েছে, যারা পরবর্তীতে আরবি রচনা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে কালজয়ী অবদান রেখেছেন। এ কারণে গুরুত্বের সাথে গ্রন্থখানির পাঠদান ও পাঠগ্রহণ করা হয়ে থাকে।

মাকামাতের গদ্যরীতি ও রচনাকৌশলী বর্তমান আরবি সাহিত্যে অনেকটা অপ্রচলিত হলেও তার শব্দমালা তো আর অপ্রচলিত হয়ে যায়নি। কাজেই গ্রন্থখানির আবেদন এবং অবদান-ক্ষমতাও ফুরিয়ে যায়নি। আর কোনো কালে এর আবেদন একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যাবে বলেও মনে হয় না। কারণ মাকামাতে হারীরীতে আনুমানিক ৯০% এরূপ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যেগুলো অবিকলভাবে অথবা তার শব্দমূল পবিত্র কুরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং কুরআন ও হাদীসের অর্থ ভাষাগতভাবে যথাযথ অনুধাবন করার জন্যও গ্রন্থখানির গুরুত্ব অপরিসীম। অধিকন্তু গ্রন্থখানি আরবি ভাষার অসংখ্য কঠিন শব্দ আয়ত্ত করা ছাড়াও ইলমুন নাহব ও ইলমুল বালাগাতের অগণিত নিয়মাবলি চর্চার একটি সমন্বিত সহজ অবলম্বন।

মাকামাত গ্রন্থখানি পড়ানোর সুযোগ হয়েছে কয়েক বছর ধরে। শব্দে শব্দে অনুবাদ ধরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনে ক্লাসে যে আক্ষরিক ও শব্দানুগ তরজমা করতাম, ছাত্ররা ক্লাসে বসেই স্বেচ্ছায় তা লিখে ফেলত এবং সংরক্ষণ করত। পরে অনেকের কাছে আমার সেই ভাষাচুরা তরজমাটি সমাদৃত হয়েছে। এজন্য আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে কৃতজ্ঞ। উল্লেখ্য যে, আমার এ তরজমা যারা প্রথম লিপিবদ্ধ করেছেন তাদের অন্যতম আমার মাকামাতের দরসের প্রথম বর্ষের ছাত্র অছিউর রহমান। তার খাতা থেকে আমাকে অনুলিপি তৈরি করে দিয়েছেন পরবর্তী বছরের দরসে মাকামাতের ছাত্র মাহবুবুর রহমান ও রেজাউল করিম। তারা এখন অনেক বড় বড় আলেম ও মুহাদ্দিস এবং আপন আপন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলা তাদের উত্তম জাযা দান করুন। তারা লিপিবদ্ধ করে না রাখলে আমাকে হয়তো তরজমাটি নতুন করে লিখতে হতো। তরজমাটি মাতৃভাষায় আরবি সাহিত্যচর্চায় অনুরাগী মাকামাত-পাঠক ছাত্রদের কিছুটা কাজে আসতে পারে, এ আশায় অনেকে তরজমাটি মুদ্রিত আকারে দেখতে চেয়েছেন। এটি মূলত সেই তরজমারই উন্মুক্ত অবয়ব।

অনেকে অনুরোধ করেছেন, ক্লাসে যে অঙ্গিকে পড়াভ্যাস, শব্দবিশ্লেষণ করভ্যাস, সেভাবে উপস্থাপন করতে। তাদের অনুরোধে আমারও অগ্রহ জাগ্রত হয়। ফলে আমি নতিদীর্ঘ শব্দবিশ্লেষণ সহকারে কাজটিতে হাত দেই। এতে যথেষ্ট কালক্ষেপণ হচ্ছে দেখে কেউ কেউ আবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তরজমাটি ছাপিয়ে দেওয়ার আবদার করেন। তাই কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর পুনরায় শব্দবিশ্লেষণের পরিসর সংকুচিত করে কাজ শুরু করি এবং এভাবেই আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানিতে কাজটি সমাপ্ত হয়।

এভাবে কাজটি কম্পোজের জন্য পাঠ্যাবার পর আবার অনেকে পরামর্শ দেন, প্রথমে বিস্তারিত আকারে কিতাবের যে অংশের শব্দবিশ্লেষণ তৈরি করা হয়েছে তা থেকে মূল কিতাবের ভূমিকা অংশটুকু এর সাথে যোগ করে দিতে। এসব অনুরোধ ও পরামর্শ রক্ষা করতে গিয়ে আমার রচনার মুখশ্রী দুধরনের হয়ে গেছে। একপন করার জন্য আমি কিছুটা বাধ্য হয়েছি।

কিতাবের ভূমিকায় শব্দবিশ্লেষণ যেহেতু কিছুটা বিস্তারিত আকারে করা হয়েছে তাই যে সকল শব্দ একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোর বিশ্লেষণ প্রথম ব্যবহারস্থলে একবার দেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তী জায়গাগুলোতে পূর্ববর্তী স্থানের বরাত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মাকামা অংশে শব্দবিশ্লেষণ সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপিত করার কারণে যেখানে কোনো শব্দের পুনর্ব্যবহার হয়েছে সেখানে বিশ্লেষণও পুনরায় দেওয়া হয়েছে। কেবল কোনো শব্দ কাছাকাছি জায়গায় একাধিকবার ব্যবহৃত হয়ে থাকলে সে ক্ষেত্রে শব্দবিশ্লেষণ শুধু প্রথমটার দেওয়া হয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এ তরজমাটি যেহেতু ছাত্রদেরকে ক্লাসে শব্দে শব্দে তরজমা ধরিয়ে দেওয়ার জন্য শব্দানুগ ও আক্ষরিকভাবে করা হয়েছে, তাই এতে বাংলা ভাষার সাবলীলতা ও স্বাচ্ছন্দ্যভাব অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হয়েছে। তরজমা ছাত্রদের কাছে শব্দে শব্দে বোধগম্য করে তোলার জন্য আমি একপন তরজমা করার পক্ষপাতী। কারণ ভাবানুবাদ ও সাবলীল তরজমা হৃদয়গ্রাহী ও সুখপাঠ্য হয় বটে, তবে এতে শব্দের প্রকৃত অর্থ অনুধাবনে ছাত্রদের অসুবিধা হয়। তাই তাদের সুবিধার্থে আমার একপন তরজমা করা। তবু যেখানে তরজমা একেবারে বিরস মনে হয়েছে সেখানে বন্ধনীর মধ্যে সোজা-সাবলীল ভাবার্থটাও দিয়ে দিয়েছি।

শব্দবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমি প্রধানত আরবি থেকে আরবি অভিধানসমূহের উপর চূড়ান্ত নির্ভর করেছি। প্রয়োজনে আরবি-উর্দু অভিধানসমূহেরও সাহায্য নিয়েছি। আমি শব্দ বিশ্লেষণ কমবেশি যাই করেছি, অভিধানসমূহে যেঁতে পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে লেখার চেষ্টা করেছি। তবু নিজের অযোগ্যতা ও অসতর্কতা হেতু এতে অবশ্যই ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে এটা আমি অকপটে স্বীকার করছি। এ ধরনের কোনো ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে কোনো সুহৃদ বন্ধু আমাকে অবহিত করলে অথবা কোনোভাবে আমার দৃষ্টিগোচরে আসলে তা সংশোধন করে দেওয়ার ব্যাপারে আমি আন্তরিক রয়েছি। অভিধানের বর্ণনার বিভিন্নতার ক্ষেত্রে লিসানুল আরব ও আল মু'জামুল ওয়াসীতসহ আরবি ভাষার অন্যান্য মৌলিক প্রামাণ্য অভিধানসমূহ ছিল আমার শেষ অবলম্বন।

অনুবাদের ভাষা ছাত্রদের কারো কারো কাছে হয়তো কিছুটা কঠিন মনে হতে পারে, তবে মূল গ্রন্থের শব্দের ওজ্জ্বলতার প্রতি লক্ষ্য করে এবং মূল গ্রন্থের অনুরূপ আরবি শব্দ সম্বন্ধের পাশাপাশি ছাত্রদের মাতৃভাষারও কিছুটা শব্দ সম্বন্ধের সহযোগিতা হবে, এ বিবেচনা করে একেবারে আটপৌরে শব্দ ব্যবহার করতে যাইনি। তবু যথাসাধ্য মাকামাত গ্রন্থখানির কঠিনা দূরীভূত করে সহজবোধ্য করে তোলার চেষ্টা করেছি, যাতে তারা মাকামাত পাঠের মাধ্যমে আরবির অসংখ্য কঠিন শব্দ সম্বন্ধের প্রতি ব্রতী হয়।

আরবি সাহিত্যের প্রারম্ভিক বিষয়াদি, মাকামা সাহিত্য, মাকামাত ও হারীরী সম্পর্কে বাংলা ভাষায় একটি নতিদীর্ঘ ভূমিকা জুড়ে দিয়েছি। হয়তো উৎসাহী পাঠকের তাতে কিছুটা প্রাণি থাকতে পারে।

বালাগাত আলোচনা মাকামাত পাঠদানের একটি অবিচ্ছেদ্য প্রসঙ্গ। অনেক বিজ্ঞ শিক্ষক অন্তত শিক্ষাবর্ষের শুরুতে হলেও এ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করে থাকেন। আমার ইচ্ছা ছিল, পুরো দশ মাকামায় যা আমাদের অধিকাংশ কওমী মাদরাসার নিসাব) বালাগাতের আলোচনা করব। কিন্তু কাজটি ছিল সময় সাপেক্ষ। তাই সময় স্বল্পতার কারণে পাঁচ মাকামায় বালাগাত সম্পর্কে যথাক্রিষ্ণ আলোচনা করা হয়েছে।

এমনিভাবে কুরআন, হাদীস, জাহিলি যুগের কবি ও আরবি সাহিত্যের স্বীকৃত ভাষাবিদ পণ্ডিতদের উক্তি থেকে মাকামাতের প্রতিটি শব্দের যথাযথ ব্যবহার ও প্রয়োগস্থল (الاستخدام) উপস্থাপন করাও মাকামাত পাঠদানের ক্ষেত্রে একটি জরুরি বিষয়। এ কাজটিও প্রথম পাঁচ মাকামায় কিছুটা করতে প্রয়াস পেয়েছি।

মূলগ্রন্থের ভূমিকার পর মাকামা অংশে বাহ্যত শব্দবিশ্লেষণ কম দেখালেও কমপক্ষে ইসমের ক্ষেত্রে প্রতিটি শব্দের একবচন-বহুবচন এবং ফেরের ক্ষেত্রে বাব, মাসদার, মান্দাহ, মুরাদিফ ও বিপরীত শব্দ ইত্যাদি বিষয় ছাড়াও আরো অন্যান্য জরুরি কিছু তথ্য সংকেতের মাধ্যমে পেশ করা হয়েছে। তাতে কলেবর সংক্ষিপ্ত হলেও আশা করি প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ একেবারে কম হবে না।

যারা আমার এ কাজটুকু সর্বাস্বীন সুন্দর করার জন্য আন্তরিক পরামর্শ দিয়েছেন, যারা আমাকে ভালোবাসেন বলে কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে অনুরোধ-উপরোধের ডালি নিয়ে হাজির হয়েছেন, কাজে বিলম্ব হচ্ছে দেখে ভালোবাসাপূর্ণ তিরস্কারের কথাঘাতে আমার কাজে গতি সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন সেসব বন্ধুদের নাম উচ্চারণ করে চিহ্নিত না করলেও আজ তাদেরকে বিনীতভাবে স্মরণ করছি। তাদের আন্তরিক পরামর্শ ও ভালোবাসার জন্য সকলকে আমার অকুণ্ঠ ধন্যবাদ। ভূমিকাটি লেখার পর মালিবাগ জামিয়ার অন্যতম মুহাদ্দিস, গবেষক ও লেখক বন্ধুর মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সাহেব তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করে তা দেখে দিয়েছেন এবং জরুরি কিছু পরামর্শ দিয়েছেন, এজন্য তাঁকে জানাই আন্তরিক শুকরিয়া। অশেষ মুবারকবাদ জানাই ইসলামিয়া কুতুবখানার স্বত্বাধিকারী আলহাজ মাওলানা মোস্তফা সাহেবকে, আমার রচনা কাজে বিলম্ব হওয়া সত্ত্বেও তিনি ধৈর্য ও আন্তরিকতা সহকারে গ্রন্থখানি ছাপানোর জন্য এগিয়ে এসেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর আন্তরিকতা ও ইখলাসটুকু কবুল করুন। পরিশেষে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, হে আল্লাহ! আপনি নিজ অনুগ্রহে এ বান্দার শ্রমটুকু কবুল করুন! তার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিন এবং এ কাজটুকু দ্বারা ছাত্রদের যথাযথ উপকৃত করুন! হে আল্লাহ! আপনি যদি এই মিনতি কবুল করেন, সেটাই হবে আমার বড় সফলতা।

আরজ ওজার

আহমদ মায়মুন

জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা ১২১৭

বিষয়-সূচি

বিষয়

পৃষ্ঠা

ভূমিকা

অব-এর আভিধানিক অর্থ	১১
علم الادب-এর প্রকারভেদ	১১
علم الادب-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা [প্রাচীন ভাষাবিদদের দৃষ্টিতে]	১২
অব-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা	১২
শিষ্টাচার অর্থে অব-এর পারিভাষিক অর্থ	১৩
অব-এর নামকরণ	১৩
علم الادب-এর আলোচ্য বিষয়	১৩
علم الادب-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১৪
সর্বপ্রথম ভাষা	১৫
আরবি ভাষার মর্যাদা	১৬
অব-এর মর্যাদা	১৭
অব শব্দটি ব্যবহারের ঐতিহাসিক সমীক্ষা	১৮

আরবি সাহিত্যের ইতিহাস

জাহিলী যুগ ও জাহিলী যুগের গদ্য সাহিত্য	২০
জাহিলী যুগের কবিতা	২০
ইসলামের বিস্তার যুগ ও বনু উমায়্যার শাসনামলে গদ্য সাহিত্য	২১
ইসলামের বিস্তার যুগে কবিতা	২১
সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা কাব্য চর্চা করেছেন	২২
কাফিরদের মধ্যে কাব্য চর্চাকারী	২২
বনু উমায়্যার শাসনামলে কবিতা	২২
বনু আব্বাসিয়ার যুগ	২২
বনু আব্বাসিয়ার যুগে গদ্য লেখকগণের স্তরভেদ	২২
প্রথম স্তর	২২
দ্বিতীয় স্তর	২২

তৃতীয় স্তর	২২
চতুর্থ স্তর	২২
আব্বাসী যুগে কবিতা	২২
আব্বাসী যুগে যারা শামে কাব্যচর্চা করেছেন	২৩
আব্বাসী যুগে যারা আব্দালুসে কাব্যচর্চা করেছেন	২৩
ফাতেমী শাসনামলে মিসরে কাব্যচর্চা	২৩
তুর্কী যুগ	২৩
তুর্কী যুগে যারা কাব্যচর্চা করেছেন	২৩
আধুনিক যুগ	২৩
আধুনিক যুগে গদ্য সাহিত্য	২৩
আধুনিক যুগে কাব্য	২৩
আরবি সাহিত্যের রুকন চতুষ্টয়	২৪
কবিদের স্তরভেদ	২৪
কবিদের স্তরভেদ বর্ণনায় আহমদ হাসান যায়্যাভের অভিমত	২৪
লেখক পরিচিতি	২৫
বদীউয যামান হামাদানীর পরিচিতি	২৯
মাকামা সাহিত্য ও মাকামাতে হারীরী	
মাকামা'র সংজ্ঞা	৩৩
মাকামা রচনার ইতিহাস	৩৩
মাকামাতে হারীরীর রচনাকাল	৩৬
মাকামা রচনার ধরন	৩৬
মাকামাতে হারীরীতে ধাঁধা সাহিত্য	৩৮
মাকামাতে হারীরী রচনার প্রেক্ষাপট	৩৮
আল্লামা ইবনুল জাওয়ীর বর্ণনা	৩৮
ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকানের অভিমত	৩৮
হারীরীর মাকামাত রচনা সম্পর্কে ভিন্ন রকম বর্ণনা	৩৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
পর্যালোচনা	৩৯
অপবাদ	৪০
মাকামাতে হারীরীর রেওয়ায়েত	৪০
আবু যায়েদ সাদজীর পরিচয়	৪১
সাহিত্যিকদের দৃষ্টিতে মাকামাতে হারীরী	৪৪
মাকামাতে হারীরীর সাহিত্য সমালোচনা	৪৫
মাকামাতে হারীরীর দরস	৪৬
মাকামাতে হারীরী : যত্ন ও কর্ম	৪৭
মূল গ্রন্থ	
গ্রন্থকারের ভূমিকা	৫৯
প্রথম মাকামা : সান'আর গল্প	১৬৯
দ্বিতীয় মাকামা : হলওয়ানের গল্প	২১৫
তৃতীয় মাকামা : স্বর্ণমুদার গল্প	২৬৭
চতুর্থ মাকামা : দিময়্যাতের গল্প	৩০৫
পঞ্চম মাকামা : কুফার গল্প	৩৫৫
ষষ্ঠ মাকামা : মারাগার গল্প	৪০৫
সপ্তম মাকামা : বারকা'ইদের গল্প	৪৫৫
অষ্টম মাকামা : মা'আররার গল্প	৪৮৭
নবম মাকামা : ইসকান্দারিয়ার গল্প	৫১৭
দশম মাকামা : রাহবার গল্প	৫৫৩

যে সকল অভিধান ও গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে

১. শিসানুল আরব	- ইবনে মানজুর
২. আল মু'জামুল ওয়াসীত	- লাজনাভুম মিনাল লুগাবিয়ীন
৩. আল মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন	- ইমাম রাগিব আল আসফাহানী
৪. আকরাবুল মাওয়ারিদ	- সাঈদ শারতুনী ইয়াসূয়ী
৫. আন নিহায়া ফী গারীবিল হাদীস	- ইবনুল আছীর
৬. আল মুন্জিদ [আরবি-আরবি]	- লুওয়াইস মা'লুফ ইয়াসূয়ী
৭. আর রায়েদ	- জুবরান মাসউদ
৮. আল মু'জামুল ওয়াজীয	- লাজনাভুম মিনাল লুগাবিয়ীন
৯. মু'জামী আল হাই	- সুহাইল হাসীব সামাহ
১০. লুগাতুল কুরআন	- মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ নু'মানী
১১. আল মুন্জিদ [আরবি-উর্দু]	- উলামা কমিটি
১২. মিসবাহুল লুগাত	- মাওলানা আব্দুল হাফিজ বলিয়াবী
১৩. শারহুল মাকামাত	- আহমদ ইবনে আব্দুল মু'মিন শারীশী
১৪. আত তা'লীকাতুল আরাবিয়াহ	- মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস কাক্বলবী
১৫. আল মু'জামুল মুফাহরাস [কুরআন মাজীদ]	- মুহাম্মদ ফুওয়াদ আব্দুল বাকী
১৬. আল মু'জামুল মুফাহরাস [হাদীস শরীফ]	- এ. জে. উইনসিংক সম্পাদিত

এ ছাড়াও মাকামাতের অন্যান্য উর্দু শরাহসমূহ

শব্দবিশেষে ব্যবহৃত সংকেতাবলি

(ن) نصر ينصر	(و) واحد
(ض) ضرب يضرب	(ث) ثنية
(س) سمع يسمع	(ج) جمع
(ف) فتح يفتح	(ج) جمع الجمع
(ك) كرم يكرم	(م) مصدر
(ح) حسب يحسب	(ف) اسم فاعل
জ. জমা	(م) اسم مفعول
জ. জ. জমউল জমা	(ص) اسم صفت
ও. ওয়াহেদ	(م) اسم مبالغة
	(م) مجهول
	(م) مذكر
	(م) مؤنث

[illegible]

الْأَدَبُ চার প্রকার : ১. رَسْمُ الْخَطِّ [লিপি-জ্ঞান], ২. قَرَضُ الشِّعْرِ [কাব্য রচনা], ৩. إِنْسَاءُ النَّثْرِ [গদ্য রচনা], ৪. التَّمَاَصُّرَاتُ [ভাষণ বক্তৃতা উপস্থাপনা]।

প্রাচীন ভাষাবিদদের দৃষ্টিতে-

(التَّعْرِيفُ الْأَصْطِلَاحِيُّ) : عِلْمُ الْأَدَبِ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. হাজী খলীফা লিখেন : عِلْمُ الْأَدَبِ : هُوَ عِلْمٌ يَحْتَرِزُ بِهِ عَنِ الْخَطَا فِي كَلَامِ الْعَرَبِ لَفْظًا وَحَقًّا .

“ইলমে আদব এরূপ জ্ঞানকে বলা হয়, যার সাহায্যে আরবি ভাষার ভাষাগত ও লিপিগত ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।” -[কাশফু’জ-জুনুন, ১খ, ক : ৪৪]

২. শরীফ জুরজানী লিখেন- عِلْمُ الْأَدَبِ : عِبَارَةٌ عَنْ مَعْرِفَةٍ مَا يَحْتَرِزُ بِهِ عَنْ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْخَطَا

“যে জ্ঞানের সাহায্যে [ভাষা সংক্রান্ত] সর্বপ্রকার ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তাকে ‘আদব’ বলা হয়।

-[আত তারীফাত, পৃ. ১১]

৩. কোনো কোনো ভাষাবিদ এরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন-

عِلْمُ الْأَدَبِ : هُوَ عِلْمٌ يَصُونُ الْمُشْتَقِيلَ مِنْ الْخَطَا اللَّفْظِيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ وَالْخَطَا فِي كَلَامِ الْعَرَبِ .

“আদব’ এরূপ জ্ঞানকে বলা হয়, যা সেই জ্ঞানচর্চাকারীকে আরবি ভাষাগত, অর্থগত ও লিপিগত ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে।”

৪. আল মুনজ্জিদ প্রণেতা বলেন- عِلْمُ الْأَدَبِ : هُوَ عِلْمٌ يَحْتَرِزُ بِهِ عَنِ الْخَلَلِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ لَفْظًا وَكِتَابَةً

“ইলমে আদব এমন ইলমকে বলা হয়, যার দ্বারা আরবি ভাষা বলা ও লেখার ভুল-ভ্রান্তি থেকে বাঁচা যায়। [আল মুনজ্জিদ, পৃ. ৫]

স্বত্বব্য : বলা বাহুল্য যে, উপরিউক্ত চারটি সংজ্ঞা عِلْمُ الْأَدَبِ বা عِلْمُ الْأَدَبِ সম্পর্কিত। নিম্নে عِلْمُ الْأَدَبِ -এর কতিপয় সংজ্ঞা পেশ করা হচ্ছে :

أَدَبٌ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. প্রখ্যাত আরবি ভাষাবিদ আহমদ হাসান যায়্যাভ লিখেন,

أَدَبُ اللَّغَةِ : مَا أُثِرَ عَنْ شُعْرَانِهَا وَكِتَابَتِهَا مِنْ بَدَائِعِ الْقَوْلِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى تَصَوُّرِ الْأَخْيَالِ الدَّقِيقَةِ , وَتَصَوُّرِ الْمَعَانِي الرَّيْفَةِ , مِمَّا يَهْدِي النَّفْسَ وَيَرْفِقُ الْحَسَّ وَيُثَقِّفُ الْبَشَرَ .

“কোনো ভাষার সাহিত্য মানে, সেই ভাষার কবি ও লেখকদের থেকে বর্ণিত অনুপম বক্তব্য, যাতে রয়েছে সুস্বাদু ভাব-কল্পনা ও সাবলীল বিষয়ের চিত্রায়ন, যা আত্মাকে মার্জিত করে, অনুভূতিকে শাণিত করে এবং ভাষাকে সমৃদ্ধ করে।”

-[তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃ. ৭]

২. তিনি আরও লিখেন-

وَقَدْ يُطْلَقُ الْأَدَبُ عَلَى جَمِيعِ مَا صَنَعَ فِي كُلِّ لَفْظٍ مِنَ الْبَعُوثِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْفُنُونِ الْأَدَبِيَّةِ فَيَشْمِلُ كُلَّ مَا أَنْتَجَتْهُ خَوَاطِرُ الْعُلَمَاءِ وَقَرَأَتْهُ الْكُتُبُ وَالشُّعْرَاءُ .

“কখনো সাহিত্য বলতে, প্রত্যেক ভাষায় রচিত যাবতীয় জ্ঞানগর্ভ গবেষণা ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাকে বুঝানো হয়। সুতরাং এতে পণ্ডিত, লেখক ও কবিদের মনন ও প্রতিভা-প্রসূত সব কিছুই शामिल রয়েছে।” -[প্রাণ্ডু]

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে খালদুন (র.) বলেন- الْأَدَبُ : هُوَ جَمْعُ أَشْعَارِ الْعَرَبِ وَأَخْبَارِهَا وَالْأَخْذُ مِنْ كُلِّ عِلْمٍ يَطْرُقُ

“আরবি ভাষার কাব্য ও ইতিহাসকে মুখস্থ করা এবং অন্যান্য জ্ঞানের প্রয়োজনীয় অংশ আহরণ করাকে ‘আদব’ বলা হয়।”

-[মুকাদ্দিমা তারীখে ইবনে খালদুন, পৃ. ৫৫৩]

৪. الْأَدَبُ : كُلُّ مَا أَنْتَجَتْهُ الْعَقْلُ الْإِنْسَانِيُّ مِنْ ضُرُوبِ الْمَعْرِفَةِ -এ বলা হয়েছে-

“মানুষের মেধাপ্রসূত নানারকম জ্ঞানকে সাহিত্য বলা হয়।”

“এই ইলম [অর্থাৎ, ইলমে আদব ওথা সাহিত্য শাস্ত্র]-এর এমন নির্দিষ্ট কোনো আলোচ্য বিষয় নেই, যার প্রাসঙ্গিক বিষয়াদির ইতিবাচক বা নেতিবাচক দিক নিয়ে সাহিত্যে আলোচনা করা হয়।” -[তারীখে ইবনে খালদুন, মুকাম্দিমা, পৃ. ৫৫৩]

২. কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে, **مَوْضُوعٌ : أَنَّ لَا مَوْضُوعَ لَهُ**

“ইলমে আদব তথা সাহিত্যের কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকাই হলো সাহিত্যের আলোচ্য বিষয়।”

৩. কেউ কেউ বলেছেন- **إِنَّ مَوْضُوعَهُ : الْأَلْفَاظُ وَالْعِبَارَاتُ وَالْأَشْعَارُ وَالْأَخْبَارُ** -

“ইলমে আদব অর্থাৎ, সাহিত্যের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, ভাষার শব্দ, বাক্য, কবিতা ও ইতিহাস।”

৪. কেউ কেউ বলেছেন- **مَوْضُوعُهُ النِّظْمُ وَالشَّرْ** “সাহিত্যের আলোচ্য বিষয় গদ্য ও পদ্য।”

৫. কারও মতে,

مَوْضُوعُهُ : الطَّبَعُ وَالْفِطْرَةُ ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ تَخْطُرُ فِي قَلْبِهِ أَنْوَاعٌ مِنَ الْأَخْيَالِ الذِّهْنِيَّةِ كَمَا تَوَكَّرَ فِيهِ الْحَقَائِقُ الْخَارِجِيَّةُ الَّتِي يَتَصَادَفُهَا الْإِنْسَانُ فِي صَبَاحِ الْيَوْمِ وَمَسَائِلِهَا ، فَالطَّبَعُ الْإِنْسَانِيُّ يَبْعَثُ عَنْهَا رِسْقِدَهَا ، وَهَذَا الْبَحْثُ وَالتَّقْدُّ بِسَمَى طَبْعًا وَفِطْرَةً لِلْإِنْسَانِ وَهُوَ مَوْضُوعٌ عِلْمُ الْأَدَبِ .

“ইলমে আদব-এর আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি। কেননা মানুষের মানসপটে যেমন নানা রকম ভাবের উদয় হয়, তেমনি বিশ্বচরাচরের এমন বহুবিধ বাস্তবতাও তার মনে রেখাপাত করে, যেগুলোর সে প্রতিনিয়ত মুখোমুখি হয়ে থাকে। মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি এসব নিয়ে গবেষণা ও পর্যালোচনা করে। এরূপ গবেষণা ও পর্যালোচনাকে মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি বলা হয়। তাই এ স্বভাব ও প্রকৃতিকে ‘আদব’-এর আলোচ্য বিষয় সাব্যস্ত করা হয়েছে।”

যেহেতু **عِلْمُ الْأَدَبِ** ১২টি ইলমের সমন্বয়ে গঠিত এবং প্রত্যেক ইলমের ভিন্ন ভিন্ন আলোচ্য বিষয় রয়েছে, তাই সকল ইলমের আলোচ্য বিষয়কে একটি আলোচ্য বিষয়ে সমন্বিত করা সম্ভব নয়। এ জন্যই বিশেষজ্ঞদের অতিমত এই যে, তার নির্দিষ্ট কোনো আলোচ্য বিষয় নেই।

(الْفَرْصُ وَالْغَايَةُ) : -এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. আল্লামা ইবনে খালদুন বলেন-

إِنَّمَا الْمَقْصِدُ مِنْهُ عِنْدَ أَهْلِ الْبَلَسَانِ تَعَرُّفَهُ ، وَهِيَ الْإِجَادَةُ فِي قَتَرِ الْمَنْظُومِ وَالْمَنْشُورِ عَلَى أَسَانِيْبِ الْعَرَبِ وَمَنَاجِيْهِمْ (كَمْ قَالَ :) وَالْمَقْصِدُ يَذَلِكُ كَلِمَ أَنْ لَا يَغْنَى عَلَى السَّاطِرِ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ وَأَسَانِيْهِمْ وَمَنَاجِيْ بَلَاغِيْهِمْ إِذَا تَصَلَّحَ .

“ভাষাবিদগণ সাহিত্যের উদ্দেশ্য দ্বারা তার ফলাফলকে বুঝিয়ে থাকেন। আর তা হলো, আরবদের ভাষার ধরন ও পদ্ধতি অনুযায়ী আরবি ভাষার গদ্য ও পদ্য উভয় শাখায় উৎকর্ষ লাভ করা। [তিনি আরও বলেন :] এসব কিছুই উদ্দেশ্য এই যে, আরবি সাহিত্যের গবেষক যখন আরবি ভাষা নিয়ে গবেষণা করবেন তখন যাতে আরবদের ভাষা, ভাষার ধরন ও তাদের সাহিত্যালঙ্কারের নানা রকম ব্যবহার পদ্ধতি কোনো কিছুই তার নিকট অশ্পষ্ট না থাকে।”

-[তারীখে ইবনে খালদুন, মুকাদ্দিমা, পৃ. ৫৫৩]

২. কারও মতে,

وَالْفَرْصُ مِنْهُ : مَعْرِفَةُ عُلُومِ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ مِنَ الْبَلَاغَةِ وَالْفَصَاحَةِ وَالْإِعْجَازِ اللَّفْظِيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ .

“কুরআন ও হাদীসের ভাষাগত জ্ঞান তথা বালাগত, ফাসাহাত ও এতদুভয়ের ভাষাগত ও অর্থগত অনুপমতার জ্ঞান লাভ করা।”

৩. কারও মতে, **بَيَّانٌ مَا يَخْطُرُ فِي الْقَلْبِ عَلَى أَسْلُوبٍ وَائِقٍ وَطَرِيقٍ يُعْجِبُ كُلَّ مَنْ نَظَرَ فِيهِ أَوْ سَمِعَهُ**

“মনের ভাবকে এরূপ আকর্ষণীয় পদ্ধতি ও পন্থায় উপস্থাপন করা, যা পাঠক, পর্যালোচক ও শ্রোতাকে বিমুগ্ধ করে।”

সর্বপ্রথম ভাষা

এটা অনস্বীকার্য যে, সর্বপ্রাচীন ও সর্বপ্রথম ভাষা হলো আরবি। হযরত আদম (আ.)-কে জান্নাতে পরীক্ষার জন্য সর্বপ্রথম যে শব্দ-জ্ঞান ও ভাষা শেখানো হয়েছিল তা যে আরবি ছিল, এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। সমস্ত রেওয়াজাতের ভাষা এক ও অভিন্ন। তবে তার সাথে অন্যান্য ভাষাও শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল কি না, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে একটি রেওয়াজাত আছে যে, জান্নাতে হযরত আদম (আ.)-এর ভাষা আরবিই ছিল। কিন্তু জুলবশত নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার পর তাঁর থেকে আরবি ভাষা তুলে নেওয়া হয়। পরে তিনি সুরযানী ভাষা বলতে শুরু করেন। তারপর যখন তাঁর তওবা কবুল হয় তখন পুনরায় তাঁকে আরবি ভাষার জ্ঞান ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং তিনি পরবর্তীতে দুনিয়ায় আরবি ভাষায়ই কথা বলতেন।

জালালুদ্দীন সয়ুতী [মৃত্যু : ৯১১ হি.] তাঁর আল-ইতকান গ্রন্থে একটি রেওয়াজাত উল্লেখ করেছেন, যার সারকথা হলো এই যে, সকল আসমানি গ্রন্থ ও সহীফা আরবি ভাষায়ই অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু নবীগণ তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ভাষায় তার তরজমা করে তাদেরকে সেই গ্রন্থের বাণী ও শিক্ষা পৌঁছান। আসমানি কিতাবসমূহের মধ্যে কেবল পবিত্র কুরআনই তার মূল ভাষা আরবিতে বহাল রয়েছে।

ইমাম আবু মনসুর মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-আযহারী [মৃত্যু : ৩৭০ হি.] বলেন, মানুষের দুনিয়াতে আগমনের পূর্বেই আব্দাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে আরবি ভাষা শিক্ষাদানের মাধ্যমে এ ভাষার সূচনা করেন। আর আরবি ছাড়া অন্যান্য ভাষা হযরত নূহ (আ.)-এর যুগে সংঘটিত সয়লাবের পর হযরত নূহ (আ.)-এর সন্তানরা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে আবাস গড়ে তোলার পর থেকে সৃষ্টি হয়। আরবি ভাষা যে সবচেয়ে প্রাচীন ভাষা তার বড় প্রমাণ হল, কুরআনের ভাষা আরবি। কুরআন যেহেতু অনাদি গ্রন্থ তাই তার ভাষাও অনাদি।

এখানে উল্লেখ্য যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে একটি রেওয়াজাত আছে যে, সর্বপ্রথম হযরত ইসমাইল (আ.) থেকে আরবি ভাষার সূচনা হয়েছিল। ইতিহাস ও অন্যান্য রেওয়াজাতের আলোকে উক্ত রেওয়াজাতের মানে এই যে, কুরায়শ গোত্রের ভাষা, যে ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তার চর্চা ও প্রচার-প্রসার হযরত ইসমাইল (আ.)-এর মাধ্যমে হয়েছে। নচেৎ মূল আরবি ভাষা তাঁর পূর্বেই হযরত আদম (আ.)-কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, যা নিয়ে তিনি দুনিয়ায় আগমন করেন এবং পরবর্তীতে তাঁর সন্তানদের মধ্যেও তার প্রচলন থাকে।

নওয়াব সিন্ধীক হাসান খান [মৃত্যু : ১৩০৭ হি.] তাঁর "আল-বুলগা ফী উসূলিল লুগাহ" নামক গ্রন্থে আব্দুল মালিক ইবনে হাবীব [মৃত্যু : ২২৮ হি.]-এর বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ.) যে ভাষা নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেন সেটি ছিল আরবি। দীর্ঘ কালাবর্তনের পর তা পরিবর্তিত হয়ে সুরযানী ভাষার সৃষ্টি হয়। এ কারণে সুরযানী ভাষা আরবি ভাষার অনেকটা কাছাকাছি। সয়লাবের সময় হযরত নূহ (আ.)-এর সাথে যে সকল মানুষ নৌযানে আরোহণ করেছিল তাদের মধ্যে জুরহুম নামক এক ব্যক্তি ব্যতীত অন্য সকলের ভাষা ছিল সুরযানী। কেবল সেই জুরহূমের ভাষা ছিল খাতি আরবি। হযরত নূহ (আ.)-এর নৌযান থেকে অবতরণের পর হযরত নূহ (আ.)-এর পৌত্র ইয়াম জুরহূমের কন্যাকে বিবাহ করেন। সেই কন্যার ভাষা ছিল খাতি আরবি। সেই সূত্রে তাঁর বংশধরদের মধ্যে পুনরায় আরবি ভাষার প্রচলন হয়।

আধুনিক কালের আরবি ভাষাবিদগণ যেমন আহমদ হাসান যায়্যাতি প্রমুখ বলেন যে, আরবি ভাষা সাম্যি ভাষা [হযরত নূহ (আ.)-এর পুত্র সাম-এর বংশধরদের মধ্যে প্রচলিত ভাষা] থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এ অভিমতের সরল অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আরবি ভাষা সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রাচীন ভাষা নয়। তাঁরা তাঁদের অভিমতের সপক্ষে বিভিন্ন রকমের ঐতিহাসিক ও গ্রন্থতাত্ত্বিক প্রমাণাদি উপস্থাপন করেন। তাঁদের অভিমত ও প্রমাণাদি আপাতত দৃষ্টিতে মনে নিলেও আরবি ভাষা যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রাচীন ভাষা নয়, তা প্রমাণিত হয় না। কেননা প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাক গ্রন্থতাত্ত্বিক যুগে পৃথিবীর প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ.)-এর ভাষা যে আরবি ছিল না এবং তার কোনো না কোনো সন্তানের বংশধরদের মধ্যে যে আরবি ভাষার প্রচলন লাভ করে নি তা কি করে প্রমাণিত হবে? আর এটাও জানা কথা যে, গ্রন্থতত্ত্ব ভিত্তিক তথ্যসমূহ অনুমান নির্ভর। এ কারণে একই বিষয়ের গবেষণায় গ্রন্থতাত্ত্বিকদের নানা রকম মতভেদ দেখা যায়। অতএব ঐতিহাসিক সত্য প্রমাণ করার জন্য অনুমান ভিত্তিক তথ্য যথেষ্ট নয়।

ক্ষেত্র বিশেষে তা কেবল সমর্থনের কাজ দেয় মাত্র। আর সে অনুমান ভিত্তিক তথ্যাবলি যদি কোনো সহীহ রেওয়াদ্বায়েতের মোকাবিলায় আসে তবে সে সকল তথ্য অবশ্যই অগ্রহণযোগ্য হওয়ার কিংবা বিশ্লেষণের অবকাশ রাখে। তা ছাড়া আত্মাহুত তা'আলার পবিত্র কলাম কুরআন মজীদ আরবি ভাষায় হওয়াই সবচেয়ে বড় দলিল যে, আরবি ভাষাই সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রাচীন ভাষা; অতএব আধুনিক কালের ভাষাবিদ ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকদের গবেষণার এ ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে যে, আরবি ভাষা প্রথমে হয়রত আদম (আ.) ও তাঁর কোনো কোনো সন্তানদের মাধ্যমে প্রচলন লাভ করার পর দীর্ঘ কালাবর্তনের ফলে ক্রমশ বিকৃত হয়ে এক পর্যায়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। পরবর্তীতে তা আবার সেমেটিক ভাষা অর্থাৎ সাম্যীদের ভাষা থেকে পুনর্জন্ম লাভ করে। তাছাড়া এও বলা যেতে পারে যে, নতুন আরবি লিপি ও ভাষার জন্ম হয়ত সেমেটিক ভাষা থেকে হয়েছে, কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগে সম্ভবত আরবী লিপি ভিন্ন রকম ছিল, যা ইতিহাসে রক্ষিত হয়নি এবং সে লিপি ভিন্ন রকম হওয়ার কারণে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায়ও তা উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি।

সুতরাং কুরআন-হাদীসের বর্ণনার প্রেক্ষিতে এ অভিমত অকাট্যই থেকে যায় যে, আরবি ভাষাই হলো সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রাচীন ভাষা। এখানে উল্লেখ্য যে, এ উপমহাদেশীয় কোনো কোনো ভাষাবিদ গবেষক বলে থাকেন যে, সংস্কৃত হলো সকল ভাষার মূল ও আদিভাষা। তাঁদের এ উক্তিটি এ ব্যাখ্যা সহকারে মেনে নেওয়া যেতে পারে যে, সংস্কৃত পাক-ভারত উপমহাদেশের আঞ্চলিক অনেকগুলো ভাষার জননী, এটা হয়তো ঠিক। তবে সংস্কৃতিকে পৃথিবীর সকল ভাষার জননী আখ্যাত করা সম্পূর্ণ ভুল এবং ঐতিহাসিক প্রমাণাদির পরিপন্থী। এমনকি একালের অনেক বিজ্ঞ ভাষাবিদ, পণ্ডিত ও গবেষকের মতে, বাংলা ভাষাটিও সংস্কৃত উদ্ভূত নয়; বরং এটি প্রাচীন আর্য ভাষা থেকে প্রাকৃত হয়ে আধুনিক বাংলায় রূপ লাভ করেছে।

আরবি ভাষার মর্যাদা

আরবি ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব পবিত্র কুরআন নাজিল করার জন্য ভাষা হিসাবে আরবি ভাষাকে নির্বাচন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ . (يوسف : ২)

“আমি এ গ্রন্থকে আরবি কুরআনরূপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার।” —[সূরা ইউসুফ : ২]

ইবনুল আসীর লিখেন—

أَنْزَلَ أَسْرَفَ الْكِتَابِ بِأَسْرَفِ اللُّغَاتِ عَلَى أَسْرَفِ الرُّسُلِ بِسِفَارَةِ أَشْرَفِ الْمَلَائِكَةِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَسْرَفِ بَقَاعِ الْأَرْضِ ، بِأَبْتَدَأَ تَرْوِيهِ فِي أَسْرَفِ شَهْوَى السَّنَةِ وَهُوَ رَمَضَانُ ، فَكَمَّلَ مِنْ كُلِّ الْوَجْهِ .

“সর্বাপেক্ষা সম্মানিত গ্রন্থ সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ভাষায়, সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুলের নিকট সর্বাধিক মর্যাদাবান ফেরেশতার দূতালির মাধ্যমে নাজিল করা হয়েছে। তাও আবার হয়েছে ভূপৃষ্ঠের সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ভূখণ্ডে। আর সেই গ্রন্থের অবতরণের সূচনা হয়েছে বছরের সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ মাস তথা রমজান মাসে। সুতরাং সর্বাধিক থেকে পূর্ণতা হাসিল হয়েছে।”

হয়রত ইবনে আক্বাস (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

أَجْمَعُوا الْعَرَبَ لِثَلَاثِ لَأْتِيَّ عَرَبِيَّ وَالْقُرْآنَ عَرَبِيَّ . وَكَلَامَ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيَّ .

তোমরা তিনটি কারণে আরবদের ভালবাস। কেননা আমি আরবি ভাষাভাষী, কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং জন্মান্তরীদের ভাষা হবে আরবি। —[বায়হাকী, শুআবুল ঈমান]

হয়রত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

مَنْ يُحْسِنَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَلَا يَتَكَلَّمَ بِالْمَجْمِيَّةِ فَإِنَّهُ يُوْرَثُ الْبَقَاءَ .

“যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে আরবি ভাষায় কথা বলতে পারে সে যেন অনারবি ভাষায় কথা না বলে। কেননা তা নিফাক সৃষ্টি করে।” —[সিলাফী]

হয়রত ওমর (রা.) বলেন— تَفَقَّهُوا فِي السُّنَّةِ ، وَتَفَقَّهُوا فِي الْعَرَبِيَّةِ —

“তোমরা হাদীসের জ্ঞান হাসিল কর ও আরবি ভাষার জ্ঞান হাসিল কর।” —[ইবনে আদী শায়বা]

অপর এক রেওয়াজতে তিনি বলেন- **تَعَلَّمُوا الْعَرَبِيَّةَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ**

“তোমরা আরবি ভাষা শেখ। কেননা এটা তোমাদের দীনের অংশ।” [ইবনে আবি শায়বা]

হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াহ্বাস (রা.) এক সম্প্রদায়কে ফারসি ভাষায় কথা বলতে তখন বললেন-

مَا بَالُ النُّجُورِيَّةِ بَعْدَ الْعَرَبِيَّةِ .

“দীনে হানীফ অর্থাৎ ইসলামের অবির্তাবের পর আবার অগ্নিপূজকদের ভাবধারা, এর ব্যাপার কি? [ইবনে আবি শায়বা]

উপরে উল্লিখিত হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের বাণীসমূহ থেকে আরবি ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। তাছাড়া এও লক্ষণীয় যে, কুরআন, হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রের সমস্ত মৌলিক জ্ঞান রয়েছে আরবি ভাষায়। সুতরাং এ সকল ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে হলেও আরবি ভাষা শেখার বিকল্প নেই। এ একটি বিষয়ও আরবি ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

আদব - এর মর্যাদা

আকসাম ইবনে সাইফী বলেন- **الرَّجُلُ يَلَا أَدَبَ شَخْصٍ يَغَيِّرُ آلَهُ وَجَسَدَ يَلَا رُوحَ**

“সাহিত্য শক্তিহীন মানুষ বা শিষ্টাচার বিহীন মানুষ অস্ত্রহীন ব্যক্তির মতো এবং গ্রাণহীন দেহ স্বরূপ।”

আদব সম্পর্কে এক অবিস্মরণীয় বাণী-

الْأَدَبُ أَكْرَمُ الْحَوَائِرِ طَيِّبَةً، وَأَنْفُسَهَا قَيْمَةً، فَاطْلُبُوهُ فَإِنَّهُ زِيَادَةٌ فِي الْفَضْلِ وَالنَّبَاةِ، وَمَا دَرَّ لِلْعَقْلِ، وَوَدَّيْلُ عَلَى السُّرُورِ، وَمَنْبِئُهُ لِلرَّأْيِ وَلِلْقُرَابِ، وَصَاحِبٌ فِي الْعُرْيَةِ، وَأَنْبَسُ فِي الْوَحْدَةِ، وَجَمَالٌ فِي الْمَخَافِ، وَإِذَا أَكْرَمَكَ النَّاسُ لِمَا لَوْ سُلْطَانٌ فَلَا يَنْجِيكَ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْكِرَامَةَ تَزُولُ بِزَوَالِهَا، وَلَيَنْجِيكَ إِذَا أَكْرَمَكَ لِدِينٍ أَوْ أَدَبٍ .

“আদব স্বভাবের এক মহা সম্মানিত রত্ন, মূল্যমানের দিক থেকে উৎকৃষ্ট। সুতরাং তোমরা তা আহরণ কর। কেননা তা গুণ-গরিমার ক্ষেত্রে এক বিশেষ সংযোজন, বুদ্ধিমত্তার ভিত্তি, শিষ্টাচারের প্রমাণ, মতের স্বাতন্ত্র্য ও সঠিকতা বজায় রাখার এক চালিকা শক্তি। সাহিত্য প্রবাসের বন্ধু, নির্জনের সাথী ও মজলিসের সৌন্দর্য। মানুষ যদি তোমাকে তোমার সম্পদ ও ক্ষমতার কারণে সম্মান করে তবে তুমি তাতে যেন বিমুগ্ধ না হও। কেননা তোমার সম্পদ ও ক্ষমতার অবর্তমানে তোমার প্রতি সম্মানবোধও ডিরোহিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে মানুষ যদি তোমাকে তোমার দীন ও জ্ঞান-গরিমার জন্য সম্মান করে তবে তাতে যেন তুমি আনন্দিত হও।”

আব্দুল মালিক তার সন্তানদের বলেছিলেন,

تَأَدَّبُوا فَإِنَّ كُنْتُمْ مُلُوكًا كَرَّرْتُمْ، وَإِنْ كُنْتُمْ أَوْسَاطًا قُتِّعْتُمْ، وَإِنْ أَعَزَّكُمْ الْمَعَاشُ عَشْتُمْ .

“তোমরা সাহিত্য তথা জ্ঞান-গরিমা শেখ। কেননা তোমরা যদি রাজা-বাদশাহ হও তবে তোমরা [অন্যদের তুলনায়] আরও অগ্রসর হবে, আর যদি মধ্যবিত্ত হও তবে সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে এবং যদি জীবিকার সংকটে পতিত হও তবে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা হবে।”

বুহুর্গমেহের বলেন,

مَنْ كَثُرَ أَدَبُهُ كَثُرَ شَرَفُهُ وَإِنْ كَانَ وَحِيدًا، وَبَعْدَ صِبْيَتِهِ وَإِنْ كَانَ خَائِلًا، وَسَادَ وَإِنْ كَانَ غَرِيبًا، وَكَثُرَتْ حَوَائِجُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ قَفِيرًا .

“যার সাহিত্য-শক্তি তথা জ্ঞান-গরিমা বেশি সে বেশি সম্মানপ্রাপ্ত হয়, যদিও সে নীচ হয়। তার সুনাম-সুখাতি ছড়িয়ে পড়ে, যদিও সে অখ্যাত হয়। সে নেতৃত্ব লাভ করে, যদিও সে ভিনদেশী হয়। মানুষ তার প্রতি অধিক হারে মুখাপেক্ষী হয়, যদিও সে দরিদ্র হয়।”

কবি বলেন- **لَيْسَ الْجَمَالُ بِأَثْوَابٍ تَزِينُنَا * إِنَّ الْجَمَالَ جَمَالُ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ**

“কাপড়ের শোভায় সৌন্দর্য হওয়া সুন্দর নয়। ইলম ও আদবের সৌন্দর্যই একমাত্র সুন্দর।

اَدَبٌ শব্দটি ব্যবহারের ঐতিহাসিক সমীক্ষা

আরবি ভাষায় اَدَبٌ শব্দটির ব্যবহার কখন থেকে শুরু হয়েছে সে সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট বর্ণনা বা অকাট্য কোনো দলিল-প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে জাহেলী যুগের ইতিহাসে এ সম্পর্কে সাহায্য নেওয়ার মতো কিছু উক্তি পাওয়া যায়। যেমন : ইরাকের রাজা নু'মান ইবনে মুনযির খুসরু কিসরা। সম্রাটের নামে লিখিত একটি পত্রে লিখেন :

وَقَدْ أَوْفَدْتُ إِلَيْكَ إِلَهَا الْمَلِكِ رَمَطًا مِنَ الْعَرَبِ، لَمْ يَفْضَلْ فِي أَحْسَابِهِمْ وَأَنْسَابِهِمْ وَعُقُلِهِمْ وَأَدَابِهِمْ.

“হে সম্রাট, আমি আপনার নিকট একটি আরব প্রতিনিধি দল পাঠালাম, তারা জ্ঞাত, বংশ বুদ্ধি ও শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে মর্যাদা সম্পন্ন।”
এমনিভাবে আলকামা ইবনে উলাসা (রা.) রোমক সম্রাট কায়সার-এর সামনে বলেছিলেন :

فَلَيْسَ مِنْ حَضْرِكَ مِمَّا يَفْضَلُ مِمَّنْ غَرَبَ عَنْكَ، بَلْ لَوْ قَسَمْتَ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَعَلِمْتَ مِنْهُمْ مَا عَلِمْنَا، لَوَجَدْتَ لَهُ فِي أَبَائِهِ أَنْدَادًا وَأَكْفَاءَ، كُلُّهُمْ إِلَى الْفَضْلِ مَنُوسُوبٌ، وَيَالِ الشَّرَفِ وَالسَّؤْدُدِ مَوْصُوفٌ، وَيَا لَرَأْيِ الْفَائِضِ وَالْأَدَبِ مَعْرُوفٌ.

“আমাদের মধ্যে যারা আপনার সামনে উপস্থিত হয়েছে তারা তাদের অপেক্ষা অধিক মর্যাদাশীল নয়, যারা আপনার দরবারে অনুপস্থিত রয়েছে। আপনি যদি তাদের পারস্পরিক তুলনা করেন এবং আমরা তাদের সম্পর্কে যতটুকু জানি ততটুকু আপনিও অবগত হন, তবে আপনি তাদের প্রতিোককে পূর্ববর্তী বংশ পরিক্রমায় সমরক্ষ ও সমান মর্যাদার অধিকারী দেখতে পাবেন। তারা সবাই গুণ-গরিমার অধিকারী। তারা আজিজাত ও নেতৃত্বের গুণে গুণান্বিত এবং উন্নত অভিরুচি ও শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে খ্যাত।”

উল্লিখিত উক্তিসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, ‘আদব’ শব্দটি জাহিলী যুগ থেকে আরবি ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে কোনো কোনো গবেষকের মতে, এ শব্দটি দক্ষিণ ইরাকের অধিবাসীদের প্রাচীন ভাষা থেকে আরবি ও অন্যান্য সামীয় ভাষাসমূহে প্রবেশ করেছে। তাদের ভাষায় এর অর্থ ছিল মানুষ। সেই সূত্রে সামীয়দের ভাষায় ‘আদব’ শব্দ থেকে ‘উদম’ এবং ‘উদম’ থেকে আদম শব্দ গঠিত হয়। কিন্তু আরবি ভাষায় শব্দটি অবিকল থেকে যায় এবং শিষ্টাচার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বহু হাদীসেও ‘আদব’ শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়। এক হাদীসে আছে,

مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَادَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ.

“যে ব্যক্তি তিনটি কন্যাকে লালন-পালন করে, তাদের আদব-ভরবিত্ত শিক্ষা দেয়, তাদেরকে বিবাহ দেয়, তাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করে তার জন্য জান্নাত অবধারিত রয়েছে।”-[মুসনাদে আহমদ, ৩খ., পৃ. ৯৭]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত এক রেওয়াযাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدِبَةٌ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ فَتَعَلَّمُوا مِنْ مَأْدِبِهِ.

“নিশ্চয়ই এ কুরআন পৃথিবীতে আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক পরিবেশিত একটি খাঞ্চা। সুতরাং তোমরা তার খাঞ্চা থেকে জ্ঞান আহরণ কর।”-[সুনানে দারেমী, ২খ., পৃ. ৪৩১]

এসব হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, এ শব্দটি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের যুগে, এমন কি জাহেলী যুগেও বহুল প্রচলিত ছিল।

প্রথম শতাব্দী : বনু উমাইয়্যার শাসনামল থেকে ‘আদব’ শব্দটি অধিক প্রচলন লাভ করে। এ শব্দটি প্রথমে শিক্ষা-দীক্ষা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যারা বনু উমাইয়্যার শাসনামলে রাজা-বাদশাহ ও আমীর অমাত্যদের সন্তানদেরকে শিক্ষা-দীক্ষা দিতেন, কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বর্ণনা করতেন তাদেরকে ‘মুআদিব’ বলা হতো। তখনকার আমলে যারা মুআদিব ছিলেন তাদের কয়েকজনের নাম এখানে প্রদত্ত হলো :

১. মা'বাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-জুহামী [মৃত্যু : ৮০ হি.]

২. আমির ইবনে শারাইল আশ-শারী [মৃত্যু : ১০৩ হি.]

এ দু'জন আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের সন্তানদের শিক্ষক ছিলেন।

৩. সালিহ ইবনে কায়সান [মৃত্যু : ১৪০ হি.]

ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের সন্তানদের শিক্ষক ছিলেন।

চতুর্থ শতাব্দী : চতুর্থ শতাব্দীতে লুগাত, নাহব ও সরফ আদব থেকে পৃথক হয়ে যায়। সমালোচনা শাস্ত্র ও অলংকার শাস্ত্র আদবের অন্তর্ভুক্ত থাকে। এ সময় সমালোচনা শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। বুহত্বী ও আবু তাহ্মামের কাব্যের তুলনীয় বিচার-বিশ্লেষণ এবং পরবর্তীতে মুতানাক্কীর ভক্ত ও বিরোধীদের আলোচনা-পৰবেশায় সমালোচনা সাহিত্য বেশ উৎকর্ষ লাভ করে। এ সময় আমেদী (মৃত্যু : ৩৭১ হি. মতান্তরে ৩৭০ হি.) তার *الْمُرَازَنَةُ بَيْنَ الطَّائِفَيْنِ* ও আবুল হাসান জুরজানী (মৃত্যু : ৩৯২ হি.) তার *الرِّسَالَةُ بَيْنَ النَّسَبِيِّ وَخَصْمِهِ* রচনা করেন। তখন থেকে সমালোচনাশাস্ত্র এক স্বতন্ত্র শাস্ত্রের রূপ লাভ করে। এ শাস্ত্রে প্রাচীনতম নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলি এই : কুদমা ইবনে জা'ফর (মৃত্যু : ৩৩৭ হি.) *كُتِبَ نَقْدُ النَّفَرِ* আবু হিলাল আল-আসকরী (মৃত্যু : ৩৯৫ হিজরির পরে) *الْمَصْنَعَاتَيْنِ*। আবুল ফারাজ আল-আসবাহানী (মৃত্যু : ৩৫৬ হি.) *كُتِبَ الْأَعَانِي*। ইবনু আশ্বি রাব্বিহ (মৃত্যু : ৩২৮ হি.) *كُتِبَ الْقَرِيدُ*।

পঞ্চম শতাব্দী : হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর সমাপ্তিকাল পর্যন্ত আরবি সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রসমূহ স্বতন্ত্র শাস্ত্রের রূপ লাভ করে। তবে আরবি ভাষার নিয়ম-নীতি সংক্রান্ত বিষয়াদি, যেমন : মা'আনী, বায়ান, সরফ, নাহব ইত্যাদি শামিল থাকে। কাশফু'জ-জুন্নের লেখক বলেন, কোন কোন শাস্ত্র আদবের অন্তর্ভুক্ত তা নিয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে অনেক মতানৈক্য রয়েছে। ইবনুল আনবারী আদবকে আট প্রকারে ভাগ করেছেন। কিন্তু যামাখশারী ও জুরজানীর মতে ১২টি শাস্ত্র আদব -এর অন্তর্ভুক্ত। তন্মধ্যে ৮টি মূল-নীতিমালা সংক্রান্ত এবং অপর ৪টি শাখাগত। এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

সাক্কানী [মৃত্যু : ৬২৬ হি.] তাঁর **مِفْتَاحُ الْمَعْلُومِ** গ্রন্থে, ইয়াকূত হামাবী [মৃত্যু : ৬২৬ হি.] তাঁর **مَنْجَمُ الْأَدَبِ** গ্রন্থে এবং শরীফ জুরজানী [মৃত্যু : ৮১৬ হি.] **مَنْجَمُ شَرْحِ الْمِفْتَاحِ** গ্রন্থে এসব সাহিত্যশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন।

আরবি সাহিত্যের ইতিহাস

প্রখ্যাত ভাষাবিদ আহমদ হাসান যায়্যাতি আরবি সাহিত্যের ইতিহাসকালকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন :

১. জাহিলী যুগ :

খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় যখন ইয়ামানীদের থেকে আদনানীরা পৃথক হয়ে যায় তখন থেকে এ যুগের সূচনা এবং ইসলামের বিস্তার কালের শুরু তথা ৬২১ খ্রিস্টাব্দে এর সমাপ্তি।

জাহিলী যুগের গদ্য সাহিত্য :

বলা বাহুল্য যে, সব কালেই সব দেশের মানুষের মনের ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম হলো গদ্য। আরবরাও তার ব্যতিক্রম ছিল না, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু জাহিলী যুগের আরবদের সামাজিক জীবনে মনের ভাব আদান-প্রদানে যে সাহিত্য-শক্তির ক্ষুরগ ঘটেছিল তা থেকে যথাক্রমেই ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত হয়েছে। লেখা ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অনুপস্থিতির কারণে তাদের গদ্য সাহিত্য পুরোপুরি সংরক্ষিত হয় নি। তবু কারও কারও বক্তৃতা, উপদেশ, গল্প, দার্শনিক বাক্য ও গুণগাঁথার যাদুবৎ সাহিত্য-শক্তির আকর্ষণে তা থেকে যতটুকু তৎকালীন সাহিত্য-প্রিয় লোকদের স্মৃতিতে গেঁথে ছিল তা পরবর্তীকালে রচিত ইতিহাসের পাতায় বর্ণনাকারীদের দ্বারা-পরম্পরায় বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো জাহিলী যুগের অনুপম গদ্য সাহিত্যের স্বাক্ষর। সে যুগের যে সকল অনলবধী বক্তার বক্তৃতা তখনকার সাহিত্যমোদীরা দীর্ঘকাল যাবৎ স্মৃতিতে ধারণ করে রাখার আগ্রহ বোধ করত তাদের মধ্যে সর্বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম :

১. কুস্ ইবনে সায়দা আল-ইয়াদী [মৃত্যু : আনু. ২৩ হি. পৃ.]
২. আমর ইবনে কুলসুম আত-তাগলিবী [মৃত্যু : আনু. ৪০ হি. পৃ.]
৩. আকসাম ইবনে সায়ফী আত-তামীমী [মৃত্যু : ৯ হি.]
৪. আল-হারিস ইবনে 'উবাদ আল-বাকরী [মৃত্যু : আনু. ৫০ হি. পৃ.]
৫. কায়স ইবনে মুহাম্মদ আল-আবসী [মৃত্যু : ১০ হি.]
৬. আম্র ইবনে মা'দী কারিব আয-যুবায়দী [মৃত্যু : ২১ হি.]

জাহিলী যুগের কবিতা :

আরবের জাহিলী যুগের গদ্য সাহিত্য পুরোপুরি সংরক্ষণ করা না গেলেও কবিতার প্রতি আরবদের স্বভাবগত ঝোঁক ও তাদের স্মৃতিশক্তির প্রখরতার কারণে সে যুগের কাব্য সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সংরক্ষিত হয়েছে এবং তা বর্তমানেও সংকলিত আকারে পাওয়া যায়। সেকালের যে সকল খ্যাতনামা কবির কবিতায় সে যুগের কাব্য-সাহিত্যের ভাগ্য সমৃদ্ধ হয়ে আছে তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম :

১. ইমরাউল কায়স হুদুজ ইবনে হুজর আল-কিনদী [মৃত্যু : ৮০ হি. পৃ.]
২. যুহায়র ইবনে আবী সুলমা আল-মুযানী [মৃত্যু : ১৩ হি. পৃ.]
৩. তারাফা ইবনুল আদ্ আল-বাকরী [মৃত্যু : ৬০ হি. পৃ.]
৪. আন-নাবিগা যিয়াদ ইবনে মু'আবিয়া আয-যুবায়দী [মৃত্যু : আনু. ১৮ হি. পৃ.]
৫. আল-আ'শা মায়মুন ইবনে কায়স আল-ওয়ায়েলী [মৃত্যু : ৭ হি.]
৬. 'আনতারা ইবনে 'আমর ইবনে শাদাদ আল-আবসী [মৃত্যু : আনু. ২২ হি. পৃ.]

৭. আমর ইবনে কুলসুম আত-তাগলিবী [মৃত্যু : আনু. ৪০ হি. পৃ.]
৮. আল-হারিস ইবনে হিল্লিয়াহ আল-ইয়াশকুরী [মৃত্যু : আনু. ৫০ হি. পৃ.]
৯. লাবীদ ইবনে রাবী'আ আল-আমিরী [মৃত্যু : ৪১ হি.]
১০. হাতেম ইবনে আব্দুল্লাহ আত-তাঈ [মৃত্যু : ৪৬ হি. পৃ.]
১১. উমায়্যা ইবনে আবিস-সালত আস-সাকাতী [মৃত্যু : ৫ হি.]

২. ইসলামের বিস্তার যুগ ও বনু উমায়্যার শাসনামল :

ইসলামের বিস্তারকাল তথা ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ মুভাবিক প্রথম হিজরি থেকে এ যুগের সূচনা এবং আব্বাসী শাসনামল প্রতিষ্ঠার সময় অর্থাৎ ১৩২ হিজরির পূর্বে এর সমাপ্তি।

ইসলামের বিস্তার যুগে গদ্য সাহিত্য :

প্রথম হিজরি থেকে ইসলামের বিস্তার যখন ব্যাপক আকারে শুরু হয় তখন থেকে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের প্রচার মাধ্যম হিসাবে আরবি ভাষা ব্যবহৃত হওয়ার কারণে খোদ আরবি ভাষার প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রেও এক মহা বিপ্লব সূচিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনই আরবি ভাষার সর্ব প্রথম গ্রন্থ, যা একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসাবে রূপ লাভ করে। যেহেতু ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের উৎস গ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম আরবি ভাষায় লিপিবদ্ধ, তাই স্বাভাবিক কারণে কুরআন পাকের জ্ঞান চর্চার অগ্রহে মুসলমানদের আরবি ভাষা চর্চার প্রতি অগ্রহ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং একটি আদর্শিক ও বৈপ্লবিক শিক্ষার উৎস গ্রন্থ তথা আল্লাহ তা'আলার বাণী হিসাবে যেমন পবিত্র কুরআন এক অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে, তেমনি গ্রন্থাকারে রূপ লাভ করা আরবি ভাষার প্রথম গ্রন্থ হিসাবেও আরবি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে তার অবস্থান সর্বগ্রাে। আল-কুরআনের আদর্শিক ও দার্শনিক শিক্ষা ছাড়াও কেবল মহান আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ বাণী হিসাবে তার সাহিত্য মানের দৃষ্টিতেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মু'জিয়া স্বরূপ পবিত্র কুরআনের প্রকাশ ঘটেছিল। সুতরাং পবিত্র কুরআন হলো ইসলামি আরবী সাহিত্যেরও প্রথম গ্রন্থ।

পবিত্র কুরআনের পর ইসলামি আরবি সাহিত্যের দ্বিতীয় আকর বা উৎস হলো হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার। হাদীস শরীফ পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ স্বরূপ। এদিক থেকে মানুষের জীবনে আকায়েদ, ইবাদত, লেন-দেন, সামাজিকতা, নৈতিকতা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন হাদীস শরীফ দিক-নির্দেশক হিসাবে কাজ করে, তেমনি হাদীসের এ বিশাল ভাণ্ডার যে ইসলামি আরবি সাহিত্যেরও এক অমূল্য সম্পদ, তা অনস্বীকার্য।

ইসলামের বিস্তার যুগে কবিতা :

জাহিলী যুগে কবিতা ছিল গোত্রীয় গর্বগাঁথা, বীরত্ব, যুদ্ধ, নিন্দা, প্রশংসা, শিকার, বাহনজন্তু, মদ ও নারীর রূপ-যৌবন ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। যেহেতু মানুষের পরকালীন মুক্তি এবং পৃথিবীকে একটি সুস্থ, সুন্দর, উন্নত ও আদর্শ সমাজ উপহার দেওয়া ও আল্লাহর দীনকে সমস্ত মতাদর্শের মোকাবিলায় বিজয়ী করে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ইসলামের আবির্ভাব, তাই ইসলাম আরবদের অযথা ও অহেতুক গর্ব-অহংকার, অন্যায়, অবিচার ও অশ্লীলতা রোধ করলে বিভিন্ন প্রাঙ্গণ গ্রহণ করে। তারই অংশ হিসাবে জাহিলী যুগের অসংখ্য অপরাধের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত 'কাব্যচর্চা'-কে নানাভাবে অনুৎসাহিত করে। এ ব্যাপারে মানুষের মানসিক পরিবর্তন আনয়ন ও তাদেরকে ভাল কাজে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উপমা-উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে কাব্যচর্চায় অধিক মনোনিবেশ করার এবং মন্দ কবিতাচর্চার অপকারিতা তুলে ধরে। যার ফলে জাহিলী যুগের অন্যতম প্রধান কবি হিসাবে খ্যাত হযরত লাবীদ (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর কাব্যচর্চা ছেড়ে দেন। তখন তাঁকে কাব্যচর্চা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে কবিতার পরিবর্তে সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান দান করেছেন। তিনি ব্যতীত সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আরও যারা কাব্যচর্চার প্রতিভা রাখতেন তারাও জাহিলী যুগের ন্যায় কাব্যচর্চাকে জীবনের ব্রত বা অপরিহার্য কর্ম হিসাবে গ্রহণ করার প্রতি বেশি উৎসাহ বোধ করেন নি। তবুও সাহাবায়ে কেরামের যুগে যে কাব্যচর্চা বা রচনা হয় নি, এমন নয়। তার কারণ এই যে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এক দিকে যেমন কাব্যের প্রতি অধিক মনোনিবেশকে অনুৎসাহিত করেছেন এবং মন্দ কবিতাচর্চা অপছন্দ করেছেন, তেমনি ভালো কবিতাকে সমর্থনও করেছেন। বলেছেন, "কবিতার ভালটা ভালো, মন্দটা মন্দ।" আরও বলেছেন, "কোনো কোনো কবিতা প্রজ্ঞাদীপ্ত হয়ে থাকে।" এছাড়া কায়ির কবিদের অযথা গর্ব, কুৎসা ও নিন্দা রটনার জবাবে হযরত হাসান ইবনে সাহিত (রা.)-কে মসজিদে নববীর ঘিষের উপর দাঁড় করিয়ে কবিতার জবাব দিতে উৎসাহিত করেন। কোনো কোনো সময় কোনো কবির যথার্থ ও প্রজ্ঞাদীপ্ত শ্লোক বা কবিতা শুনে আনন্দবোধও করেছেন। এ সময় যারা কাব্য চর্চা করেছেন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন :

সাহাবারে কেরামের মধ্যে :

১. কা'ব ইবনে মুহায়র (রা.) [মৃত্যু : ২৬ হি.]
২. হাসসান ইবনে সাবিত (রা.) [মৃত্যু : ৫৪ হি.]
৩. আলী ইবনে আবী তালিব (রা.) [মৃত্যু : ৪০ হি.]
৪. আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) [মৃত্যু : ৮ হি.]
৫. আল-খানসা কুমাযির বিনতে আমর (রা.) [মৃত্যু : ২৪ হি.]

কাকিরদের মধ্যে :

৬. আল-হুতায়রা জারওয়াল ইবনে আওস আল-আবসী [মৃত : আনু. ৪৫ হি.]

বনু উমায়্যারা শাসনামলে কবিতা :

বনু উমায়্যারা শাসনামলে কাব্য চর্চা বৃদ্ধি পায়। এ সময় বেশ কিছু খ্যাতনামা কবির আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের মধ্য থেকে কয়েকজনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. আমর ইবনে আবী রাবী'আ [মৃত্যু : ৯৩ হি.]
২. আল-আখতাল শিয়াস ইবনে গাওস [মৃত্যু : ৯৫ হি.]
৩. আল-ফারায়দাক হাযাম ইবনে গালিব [মৃত্যু : ১১০ হি.]
৪. জারীর ইবনে 'আতিয়া আত-তামীমী [মৃত্যু : ১১০ হি.]
৫. আত-তিরিহাহ ইবনে হাকীম আত-তাঈ [মৃত্যু : ১০০ হি.]

৩. বনু আক্বাসিয়ার যুগ :

হযরত রাসূলুলাহ (সা.)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা.)-এর বংশধররা আক্বাসী শাসনামলের প্রতিষ্ঠাতা। এ কারণে তাদের শাসনামলকে আক্বাসী যুগ বলা হয়। আক্বাসীয়ারা সুদীর্ঘ ৫২৫ বছর যাবৎ ইসলামি খেলাফতের নেতৃত্ব দেন। এ দীর্ঘ শাসনামলে তাদের ৩৭ জন খলীফা গদীনসীন হন। এ যুগটি মুসলিম খিলাফত বিস্তারের পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের উন্নয়নের জন্যও 'সোনালী যুগ' হিসাবে আখ্যাত হয়ে থাকে। এ সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বিভিন্নমুখী উন্নয়ন সাধিত হয়। যেমন- গদ্য, কবিতা, গল্প-কাহিনী, নাহব, হাদীস, ফিকহ, দর্শন ইত্যাদি।

কালক্রমের হিসাবে এ যুগের গদ্য লেখকগণ চারটি স্তরে বিভক্ত :

প্রথম স্তরের ইমাম তথা প্রধান হলেন : আব্দুল্লাহ ইবনুল মুকাফফা [মৃত্যু : ১৪২ হি.]। এ স্তরে তাঁর সাথে আরও যারা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে ইয়াকুব ইবনে দাউদ [মৃত্যু : ১৮৭ হি.] , জা'ফর ইবনে ইয়াহইয়া [মৃত্যু : ১৮৭ হি.] , আল-হাসান ইবনে সাহল [মৃত্যু : ২৩৬ হি.] , আমর ইবনে মাসআদা [মৃত্যু : ২১১ হি.] , সাহল ইবনে হাজ্জান [মৃত্যু : ২৫৫ হি.] , আল-হাসান ইবনে ওয়াহাব [মৃত্যু : ২৫০ হি.] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় স্তরের ইমাম হলেন : আবু উসমান 'আমর ইবনে জাহিয় [মৃত্যু : ৫৫ হি.]। এ স্তরে তাঁর সাথে যারা রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম আব্দুল্লাহ ইবনে মুসলিম ইবনে কুতায়বা [মৃত্যু : ২৭৬ হি.] , আবুল আক্বাস মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ আল-মুবাররিদ [মৃত্যু : ২৮৫ হি.] , ইব্রাহীম ইবনুল আক্বাস আস-সুলী [মৃত্যু : ২৪৩ হি.]।

তৃতীয় স্তরের ইমাম হলেন : আবুল ফযল মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন ওরফে ইবনুল 'আমীদ [মৃত্যু : ৩৬০ হি.]। এ স্তরে তাঁর সাথে আরও যারা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন : আস-সাহিব [মৃত্যু : ৫১৫ হি.] ইবনে ইবনে আব্বাদ [মৃত্যু : ৩৮৫ হি.] , আল-ওয়াযীর আল-হাসান ইবনে মুহাম্মদ আল-মুহাজ্জাবী [মৃত্যু : ৩৫২ হি.] , আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আক্বাস আল-খুওয়ারিযমী [মৃত্যু : ৩৮৩ হি.] , আবুল ফযল আহমদ ইবনুল হুসাইন ওরফে বদীউয-যামান হামাযানী [মৃত্যু : ৩৯৮ হি.] , ইব্রাহীম ইবনে হিলাল আস-সাবি' [মৃত্যু : ৩৮৪ হি.] , আবু মানসুর আব্দুল মালিক ইবনে মুহাম্মদ আস-সা'আলিবী [মৃত্যু : ৪২৯, মতান্তরে ৪৩০ হি.] আল-কাসিম ইবনে আলী আল-হারীরী [মৃত্যু : ৫১৬ হি.]।

চতুর্থস্তরের ইমাম হলেন : আবু আলী আব্দুর রহীম আল-বায়সানী ওরফে আল কাযী আল-ফাযিল [মৃত্যু : ৬৯৫ হি.]। এ স্তরে তাঁর সাথে আরও যারা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন নাসরুদ্দাহ ইবনে মুহাম্মদ ওরফে ইবনুল আসীর আল কাতিব [মৃত্যু : ৬৩৭ হি.] , আবু আব্দুল্লাহ ইমাদুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-কাতিব আল-আসবাহানী [মৃত্যু : ৫৯৭ হি.]।

আক্বাসী যুগে কবিতা :

আক্বাসী যুগে যারা বাগদাদে কবিতা রচনা করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন : মুতী ইবনে ইয়াস [মৃত্যু : ১৬৬ হি.] , হাম্মাদ 'আজ্জর [মৃত্যু : ১৬১ হি.] , হুসাইন ইবনু'য-যাহ্‌হাক [মৃত্যু : ২৫০ হি.] , আবু নুওয়াস হাসান ইবনে হানি' [মৃত্যু : ১৯৯ হি.] ,

মুসলিম ইবনুল ওয়ালাদ [মৃত্যু : ১০৮ হি.], আবান ইবনে আদিল হামীদ [মৃত্যু : ২০০ হি.], আবুল আতা-হিয়াহ ইসমাঈল ইবনুল কাসিম [মৃত্যু : ২১১ হি.], আবু দুলামা [মৃত্যু : ১৬১ হি.], মারওয়ান ইবনে আবী হাফসা [মৃত্যু : ১৮২ হি.], আকবাস ইবনুল-আহনাফ [মৃত্যু : ১৯২ হি.], আলী ইবনুল জাহম [মৃত্যু : ২৪৯ হি.], দে'বেল আল-খুযাই [মৃত্যু : ২৪৯ হি.], আলী ইবনে জাবালা আল-আকাওওয়াক [মৃত্যু : ২১৩ হি.], আবুল হাসান 'আলী ইবনে আকবাস ওরফে ইবনুল রুমী [মৃত্যু : ২৮৪ হি.], আমীরুল মুমিনীন আবুল আকবাস আব্দুল্লাহ ইবনুল খলীফা আল-মু'তায় [মৃত্যু : ২৯৬ হি.], আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন ওরফে আশ-শরীফ আর-রযী [মৃত্যু : ৪০৪ হি.], আবু ইসমাঈল আল-হুসাইন ইবনে আলী ওরফে আব-ভুগরামী [মৃত্যু : ৫১৩ হি.]।

আক্বাসী যুগে শামে য়ারা কাব্য চর্চা করেছেন : তাঁদের মধ্যে রয়েছেন : আবু তামাম হাবীব ইবনে আওস [মৃত্যু : ২৩১ হি.], আবু উবাদা ওয়ালাদ ইবনে উবায়দুল্লাহ আল-বুহতুরী [মৃত্যু : ২৮৪ হি.], আবু'ত-তায়্যিব আহমদ ইবনুল হুসাইন আল-মুতানাকী [মৃত্যু : ৩৫৪ হি.], আবুল-হারিস ইবনে আবুল 'আলা ওরফে আবু ফিরাস আল-হামদানী [মৃত্যু : ৩৫৭ হি.], আবুল 'আলা আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-মা'আরী [মৃত্যু : ৪৪৯ হি.]।

আক্বাসী যুগে যারা আক্বাসুনে কাব্য চর্চা করেছেন : তাঁদের মধ্যে রয়েছেন : আবু উমার আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আন্দে রাব্বিহ [মৃত্যু : ৩২৮ হি.], আবুল-কাসিম মুহাম্মদ ইবনে হানি' [মৃত্যু : ৩৬৩ হি.], আবুল ওয়ালাদ আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দুন [মৃত্যু : ৪৬২ হি.], আব্দুল জাব্বার ইবনে হামদীস আস-সিকিঠী [মৃত্যু : ৫৩৭ হি.], আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে আবুল ফাতহ ওরফে ইবনে খাফাজা আল-আক্বালুসী [মৃত্যু : ৫৩৩ হি.], আবু আব্দুল্লাহ লিসানুদ-দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ওরফে ইবনুল খতীব [মৃত্যু : ৭৭৬ হি.]।

ফাতেমী শাসনামলে মিসরে কাব্য চর্চা :

আবাসীদের শাসন ক্ষমতার দুর্বলতার সুযোগে যখন ফাতেমীর মিসরে শাসন ক্ষমতা কয়েম করে তখন যারা মিসরে কাব্য চর্চা করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজন : কামালুদ্দীন ইবনুল্লাবীহ [মৃত্যু : ৬১৯ হি.], আবু হাফস আমর ইবনে আলী ওরফে ইবনুল ফারিস [মৃত্যু : ৬৩২ হি.], আবুল ফখল বাহাউদ্দীন যুহায়র ইবনে মুহাম্মদ আল-মুহালাবী [মৃত্যু : ৬৫৬ হি.]।

৪. তুর্কী যুগ :

বাগদাদের পতনের পর থেকে এ যুগের সূচনা এবং ১২২০ হিজরির পূর্বে এর সমাপ্তি।

এ সময় যারা গদ্য, কাব্য, অভিধান, ইতিহাস ইত্যাদিতে অসামান্য অবদান রাখেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন : সফিযুদ্দীন আবুল-বারাকাত আব্দুল-আযীয আল-হিত্তী [মৃত্যু : ৭৫০ হি.], জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনুল মুকাররম ওরফে ইবনে মানজুর [মৃত্যু : ৭১৪ হি.], আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবনে আলী আল-আযুবী [মৃত্যু : ৭৩২ হি.], আবু যায়দ আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ওরফে ইবনে খালদুন [মৃত্যু : ৮০৮ হি.], আস-সায়িদা আয়েশা বিনতে ইউসুফ আল-বাউনিয়া [মৃত্যু : ৯২২ হি.]।

৫. আধুনিক যুগ :

মিসরে মুহাম্মদ আলী [মৃত্যু : ১২৬৪ হি.] -এর ক্ষমতায় আরোহণ [১২২০ হি.] -এর পর থেকে এ যুগের সূচনা।

আধুনিক যুগে গদ্য সাহিত্য : এ কালে যারা আরবি গদ্য সাহিত্যকে নিজেদের অমূল্য লেখা ও সাহিত্য দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন : জামালুদ্দীন আল-আফগানী [মৃত্যু : ১৩১৪ হি.], আল-উসতামুল ইমাম মুহাম্মদ আব্দুল [মৃত্যু : ১৩২৩ হি.], আশ-শায়খ আলী ইউসুফ [মৃত্যু : ১৩৩১ হি.], ইবরাহীম আল-মুওয়াহিলী [মৃত্যু : ১৩২৩ হি.], ফিক্সী নাসিফ [মৃত্যু : ১৩৩৭ হি.], বাহিসা আল-বাদিসা [মৃত্যু : ১৩৩৬ হি.], মুসতাকা লুতফী আল-মানফুলতী [মৃত্যু : ১৩৪২ হি.], আব্দুল আযীয আশ-শাবী [মৃত্যু : ১২৪৭ হি.], নাসীফ আল-ইয়াযেজী [মৃত্যু : ১২৮৭ হি.], ইবরাহীম আল-ইয়াযেজী [মৃত্যু : ১৩২৩ হি.], হামযা ফাতহল্লাহ [মৃত্যু : ১৩৩৬ হি.]।

আধুনিক যুগে কাব্য :

আধুনিক কালে যারা কাব্য সাহিত্যে স্বীকৃত অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন : মাহমুদ সামী ইবনে হাসান বিক হুসনী আল-বাকরী [মৃত্যু : ১৩২১ হি.], ইসমাঈল সাবরী [মৃত্যু : ১৩৪১ হি.], আহমদ শাওকী ইবনে আলী ইবনে আহমদ শাওকী [মৃত্যু : ১৩৫১ হি.], মুহাম্মদ হাফিজ ইবরাহীম [মৃত্যু : ১৩৫০ হি.], জামীল সিদকী আয-যাহাবী [মৃত্যু : ১৩৫৪ হি.]।

আরবি সাহিত্যের ককুন চতুষ্টয় :

আদ্যম্বা ইবনে খালদুন বলেন, আমরা শিক্ষার আসরে আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের নিকট তদেহি, আরবি সাহিত্যের ককুন অর্থাৎ মৌলিক গ্রন্থ চারটি : ১. ইবনে কৃতায়বা [মৃত্যু : ২৭৬ হি.] কৃত, আদাবুল কাতিব; আল মুবাররিদ [মৃত্যু : ২৮৫ হি.] কৃত, আল-কামিল; আল-জাহিয [মৃত্যু : ২৫৫ হি.] কৃত, আল-বায়ান ওয়াত-তাবহীন; আবু আলী আল-কালী [মৃত্যু : ৩৫৬ হি.] কৃত, কিতাবুন-নাওয়াদির তথা আল-আমালী। [তারিখে ইবনে খালদুন, মুকাদ্দিমা, পৃ. ৫৫৩]।

কবিদের স্তরভেদ :

ভাষাবিদগণ বলেন : কালক্রমে ও সাহিত্যের মান বিচারে আরবি ভাষার কবিদেরকে সাতটি স্তরে বিভক্ত করা হয় :

প্রথম স্তর : الْجَاهِلِيُّونَ জাহিলী যুগের কবিগণ, যারা ইসলামের আবির্ভাব কাল পান নি। তার পূর্বেই তাদের মৃত্যু হয়েছে।

যেমন : ইমরাউল কায়স [মৃত্যু : ৮০ হি. পূ.], যুহায়র [মৃত্যু : ১৩ হি. পূ.], তারাফা [মৃত্যু : ৬০ হি. পূ.]।

দ্বিতীয় স্তর : الْمُخَضَّرُونَ যারা জাহিলী যুগেও কাব্য চর্চা করেছেন এবং ইসলামের আবির্ভাবের পরেও তা অব্যাহত রেখেছেন। যেমন : হযরত হাসান ইবনে সাবিত [মৃত্যু : ৫৪ হি.], কাব ইবনে যুহায়র [মৃত্যু : ২৬ হি.]।

তৃতীয় স্তর : الْمُتَقَدِّمُونَ مِنَ أَمْلِ الْإِسْلَامِ আক্বাসী শাসনামলের প্রথম দিককার কবিগণ। যেমন : জারীর [মৃত্যু : ১১০ হি.], ফারায়দাক [মৃত্যু : ১১০ হি.] যুর-ক্কা গায়লান ইবনে উকবা [মৃত্যু : ১১৭ হি.] প্রমুখ।

চতুর্থ স্তর : مُخَضَّرُوا الدُّوَلَيْنِ যে সকল কবি উমায়্যা শাসনামল ও আক্বাসী শাসনামল উভয়কালে কাব্য চর্চা করেছেন। যেমন : আল-মাররার ইবনে সাদিদ, হাম্বাদ [মৃত্যু : ১৬১ হি.]।

পঞ্চম স্তর : السَّرْدُونَ যারা উপরিউক্ত (مُخَضَّرُوا الدُّوَلَيْنِ) কবিদের পরবর্তী কালে আক্বাসী যুগে কাব্য চর্চা করেছেন।

যেমন : বাশশার ইবনে বুরদ [মৃত্যু : ১৬৭ হি.], মুতী ইবনে ইয়াস [মৃত্যু : ১৬৬ হি.]।

ষষ্ঠ স্তর : الْمُعَدَّرُونَ যারা السَّرْدُونَ কবিদের পরবর্তী যুগে কাব্য চর্চায় খ্যাতি অর্জন করেছেন। যেমন : তাখাম [মৃত্যু : ২৩১ হি.], আল-বুহতুরী [মৃত্যু : ২৮৪ হি.]।

সপ্তম স্তর : الْمَتَأَخَّرُونَ যারা الْمُعَدَّرُونَ কবিদের পরবর্তী যুগে কাব্য চর্চায় অবদান রেখেছেন। যেমন : আল-মুতানাক্বী [মৃত্যু : ৩৫৪ হি.], আবু ফিরাস হামাদানী [মৃত্যু : ৩৫৭ হি.]।

এই সপ্ত স্তরের কবিদের মধ্যে প্রথম চার স্তরের কবিদের কবিতার ভাষা ও ভাব উভয়টি এবং পঞ্চম স্তরের কবিদের কবিতার ভাষা প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা যাবে। ষষ্ঠ স্তরের কবিদের কবিতা প্রমাণ স্বরূপ পেশ করার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কারণ মতে, তাদের কবিতা প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা যাবে না, আবার কারণ মতে ভাবের ক্ষেত্রে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা যাবে, ভাষার ক্ষেত্রে নয়। কেউ কেউ এ অভিমতও পোষণ করেছেন যে, তাদের মধ্যে যারা স্বীকৃত ও নির্ভরযোগ্য রয়েছেন তাদের কবিতা প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা যাবে, চালাও ভাবে সবার কবিতা প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা যাবে না। সপ্তম স্তরের কবিদের কবিতার ব্যাপারে সকল ভাষাবিদ একমত যে, তাদের কবিতা প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা যাবে না।

কবিদের স্তরভেদ বর্ণনায় আহমদ হাসান যায়্যাভের অভিমত :

প্রখ্যাত আরবি ভাষাবিদ আহমদ হাসান যায়্যাভ কবিদের স্তরভেদ ভিন্ন রকম বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কাল পরিক্রমার হিসাবে কবিদের স্তর চারটি :

প্রথম স্তর : الْجَاهِلِيُّونَ যারা ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই মৃত্যু বরণ করেছেন অথবা ইসলামের আবির্ভাবের পর তারা কাব্য চর্চায় উল্লেখযোগ্য কোনো অবদান রাখেন নি। যেমন : ইমরাউল কায়স [মৃত্যু : ৮০ হি. পূ.], যুহায়র [মৃত্যু : ১৩ হি. পূ.], উমায়্যা ইবনে আবিস-সালত [মৃত্যু : ৫ হি.], লবীদ [মৃত্যু : ৪১ হি.]।

দ্বিতীয় স্তর : الْمُخَضَّرُونَ যারা জাহিলী যুগে ও ইসলামের আবির্ভাবের পর উভয় যুগে কাব্য চর্চায় খ্যাতি লাভ করেছেন। যেমন : আল-খানসা রা. [মৃত্যু : ২৪ হি.], হাসান ইবনে সাবিত রা. [মৃত্যু : ৫৪ হি.]।

তৃতীয় স্তর : الْإِسْلَامِيُّونَ ইসলামি যুগেই যাদের কাব্য চর্চার উত্থান হয়েছে এবং যারা ভাষার উৎকর্ষ ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন, উমায়্যা শাসনামলের কবিগণ : ফারায়দাক [মৃত্যু : ১১০ হি.], জারীর [মৃত্যু : ১১০ হি.], আল-আখতাল [মৃত্যু : ৯৫ হি.]।

চতুর্থ স্তর : السَّرْدُونَ যাদের কবিতায় ভাষাগত দুর্বলতা আছে, কিন্তু তারা কবিতাকে আলঙ্কারিক সৌন্দর্যে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে চেষ্টা করেছেন। যেমন : আক্বাসী যুগের কবিগণ তথা আবু তামাত [মৃত্যু : ২৩ হি.], মুতানাক্বী [মৃত্যু : ৩৫৪ হি.] প্রমুখ।

লেখক পরিচিতি

নাম ও বংশ পরিচয় : নাম : কাসিম, উপনাম : আবু মুহাম্মাদ। পিতার নাম : আলী। পিতামহের নাম : মুহাম্মদ এবং প্রপিতামহের নাম : উসমান। তাঁর পূর্ব পুরুষরা হারীর অর্থাৎ, রেশমের চাষ বা ব্যবসা করতেন বলে তাঁদেরকে হারীরী বলা হয়। সে সূত্রে তাঁকেও হারীরী বা ইবনুল হারীরী বলা হয়। তিনি বনু হারাম গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন— এ কারণে তাঁকে হারামীও বলা হয়ে থাকে।

জন্ম : তিনি ছাব্বিশশত আব্বাসী খলীফা আল-কায়েম বি-আমরিয়াহর শাসনামল [৪২২-৪৬৭ হি.]—এ ইরাকের বসরা শহরের নিকটবর্তী মাসান জনপদে ৪৪৬ হি. সালে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি বসরার বনু হারাম মহল্লায় বসবাস করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, তিনি বসরাতেই জন্মগ্রহণ করেন। মুজাম্মুল উদাবা প্রণেতা ইয়াকুত হামাবী ও যাকারুল মুহাসসিনীদের লেখক মাওলানা হানীফ গাদ্দুহী প্রমুখের বর্ণনা মতে, তিনি খলীফা মুস্তারশিদ বিল্লাহর শাসনামলে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এটা সঠিক নয়; বরং তিনি তাঁর আমলে মৃত্যুবরণ করেছেন। কেননা খলীফা মুস্তারশিদ বিল্লাহর শাসনামল ছিল ৫১২ হি. থেকে ৫২৯ হি. পর্যন্ত।—[দ্র. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১২ খ., পৃ. ১৮২-২০৮]

শিক্ষা-নীক্ষা : আত্তামা হারীরী নিজদের রেশমের ব্যবসাকে পছন্দের দৃষ্টিতে দেখতেন না। জ্ঞান ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অত্যধিক ঝোঁকই ছিল এর একমাত্র কারণ। ফলে তিনি রেশমের ব্যবসার পরিবর্তে জ্ঞানী-গুণীদের আসর ও ইলমের মজলিসকেই নিজের জন্য বেছে নেন। তাঁদের সান্নিধ্যকে নিজের জীবনের জন্য অমূল্য তুল্য মনে করেন। তাই তিনি নিরলস শ্রম ও সাধনার মাধ্যমে সমকালীন আলিমদের কাছ থেকে ইলম ও আদব [জ্ঞান ও সাহিত্য] অর্জন করেন। তিনি [আবুল কাসিম] আল-ফযল ইবনে মুহাম্মদ আল-কাসবানী ও আবুল হাসান আলী ইবনে ফায়্যাল আল-মুজাশ্শির নিকট আরবি সাহিত্য, আবু নাসর আব্দুস সাগিদ্ ইবনে মুহাম্মদ ওরফে ইবনুস সাক্বাগ ও আবু ইসহাক শীরাযীর নিকট ফিক্হ, আবু হালীম আদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম আল-খাব্বীর নিকট ফরায়েয ও অংক এবং আবু তাম্বাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান [মতান্তরে, ইবনুল হসাইন] আল-মুকরী, আল-কাসিম আবুল-ফায়ল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী আল-নাহবী, আবুল কাসিম আল-হসাইন আল-বাকিলানী প্রমুখের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন।—[দ্র. তারীখে বাগদাদ, পরিশিষ্ট, ১৯ খ., পৃ. ২১৯]

সাহিত্য-চর্চা : তাঁর রচিত মাকামাত পাঠে বুঝা যায় যে, আরবি ব্যাকরণ, ভাষা ও শব্দভাণ্ডার পরিপূর্ণভাবে তাঁর করায়ত্ত ছিল। এ কারণে তিনি অল্প দিনের মধ্যেই সমসাময়িক পণ্ডিতবর্গের উপর নিজের প্রাধান্য বিস্তার করতে সমর্থ হন। তিনি যেহেতু আরবদের ইতিহাস, কাব্য ও ভাষা-লালিতা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন তাই বিদ্বদ্ভুল মহলে তাঁর পাণ্ডিত্য স্বীকৃত হয় এবং তিনি অনান্য খ্যাতি অর্জন করেন। এভাবে তিনি জ্ঞানসঞ্চক মনীষীদের মধ্যে গণ্য হতে থাকেন।

ধনাঢ্যতা ও পদমর্যাদা : ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান লেখেন, আত্তামা হারীরী ছিলেন একজন ধনী ব্যক্তি। বসরায় তাঁর আঠার হাজার খেজুর গাছের এক বিশাল বাগান ছিল। যেহেতু তিনি তথ্যসচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাই সুধীমহল ও সর্বসাধারণের নিকট তাঁর বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা ছিল। ইতিহাসবিদ শায়খ আবু আদুল্লাহ ইমাদুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-কাতিব আল-আসবাহানী [মৃত্যু : ৫৯৭ হি.] প্রণীত ‘খারীদাতুল কাসব’ নামক গ্রন্থের বরাতে আত্তামা ইয়াকুত হামাবী [মৃত্যু : ৬২৬ হি.] উল্লেখ করেন যে, আত্তামা হারীরী [সম্ভবত খলীফা মুস্তাজহির বি আমরিয়াহ ও তাঁর ভাই খলীফা মুস্তারশিদ বিল্লাহর শাসনামলে] বসরায় তথ্যসচিবের পদে আজীবন অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং আকাসী খলীফা মুক্তাযী লি-আমরিয়াহর শাসনামল [৫৩০-৫৫৫ হি.] পর্যন্ত তাঁর বংশধরদের মধ্যে এ পদ বহাল থাকে।—[মুজাম্মুল উদাবা, ৪৮ খ., পৃ. ৫৯৭]

৩৭-পরিমা : আত্তামা হারীরী ছিলেন প্রখর মেধাবী, বুদ্ধিমান, সূক্ষ্ম চিন্তাশীল, ভাষা ও সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এক ব্যক্তি। অভিধানশাস্ত্র, প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা, আরবি ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রে তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। পদ্য ও পদ্য উভয় সাহিত্যে তাঁর সমান দক্ষতা ছিল।

পদ্য-চর্চা : আত্তামা হারীরীকে আরবি গদ্যের ক্ষেত্রে অলৌকিক শক্তিধররূপে গণ্য করা হয়। তাঁর প্রতিটি বাক্য যেন আত্মাহ তা’আলার বিশেষ দান এবং সাহিত্যিক ও শৈল্পিক মানে সফল উত্তীর্ণ। তাঁর প্রতিটি বাক্য যেন হৃদয়ের পোশাক ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত। তাঁর ভাষা ও সাহিত্যে যেমন কোনো কোনো ক্ষেত্রে রয়েছে প্রভাতের মৃদুমন্দ বায়ুর প্রভাব, তেমনি তাঁর শব্দে রয়েছে সূর্যোদয়ের ন্যায় আবেগ ও উত্তেজনা। ভাষার ক্ষমতা বলে যদি কোনো প্রকৃত বিপণিত হওয়া বা অগ্নি নির্বাপিত হওয়া সম্ভব হয় তবে তা একমাত্র হারীরীর ভাষা দ্বারা সম্ভব। তাঁর পদ্য সাহিত্যের দৃষ্টে অনুপম নিদর্শন রয়েছে। তার একটি হলো আর

-রিসালাতু'স-সীনিয়া। এতে তিনি প্রতিটি শব্দে সীন (س) হরফটি ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয়টি হলো, আর-রিসালতু'শ-সীনিয়া। এর প্রতিটি শব্দে তিনি (ش) হরফটি ব্যবহার করেছেন। এ দু'টি রিসালা আরবি টীকাসহ এ ভূমিকার শেষে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

কাব্য-চর্চা : গদ্য সাহিত্যের ন্যায় কাব্য রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কাব্য চর্চায় তিনি ছিলেন জাহিলী কবিদের অনুসারী। তাই তিনি অধিকাংশ কবিতা ইমরাউল কায়স, যুহায়র, আমর ইবনে কুলসুম প্রমুখের অনুসরণে বাহরে কামিল ও বাহরে তাবীল মূতাবিক রচনা করেন। তাঁর কাব্যাবলি সংকলিত একটি দীওয়ান [কাব্যসমগ্র]-ও রয়েছে। মাকামাতে উল্লিখিত কাব্যাবলির মধ্যে মোট ছয়টি বয়াত [দু'টি মুকাদ্দিমায়, দু'টি দ্বিতীয় মাকামায় এবং দু'টি পঁচিশতম মাকামায়] ব্যতীত সবই তাঁর নিজের রচিত।

হারীরীর গুণ-গরিমার স্বীকৃতি : আবুল ফলাহ আব্দুল হাই ইবনে আহমদ ওরফে ইবনুল ইমাদ হাফসী তাঁর শাযারাতু'য-যাহাব গ্রন্থে লেখেন, হারীরী হলেন সাহিত্যের পতাকাবাহী এবং গদ্য ও পদ্যের বীর অম্বারোহী। তিনি আরও বলেন, হারীরী হলেন যুগের 'অনন্য বিশ্বয়' ও দুর্লভ ব্যক্তিত্ব।

আবুল ফাহহ হিবাতুল্লাহ ইবনে ফযল বলেন, হারীরী তাঁর সমকালীন এমন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্যতম, যারা পূর্ববর্তী মনীষীদের মধ্যে গণ্য হয়ে থাকেন। কিন্তু আপন গুণ-গরিমা ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তাঁদেরকেও অতিক্রম করে গেছেন।

ইয়াকূত হামাবী তাঁর 'মু'জামুল উদাবা'-য় লেখেন, আমার দেখা এক বিশ্বয়কর ঘটনা এই যে, আমি যখন আমার যৌবনে ৫৯৩ হিজরিতে 'আমেদ' শহরে গমন করি তখন আমি জানতে পারলাম যে, আলী ইবনুল হাসান ওরফে শুমায়ম হিল্লী নামক এক খ্যাতনামা পণ্ডিত সেখানে অবস্থান করেন। তিনি পূর্ববর্তীকালের কোনো বিদ্বৎ মনীষী বা তাঁর নিকট অতীতের কোনো পণ্ডিত ব্যক্তিকে তেমন হিসাবে আনেন না এবং কারও গুণ-গরিমা ও মর্যাদা স্বীকার করেন না। আমি যখন তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম তখন আমি তাঁকে জ্ঞানী-গুণীদের নিয়ে সমালোচনা ও মন্তব্য করতে এবং তাদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে দেখলাম, আর তা শুনতে থাকলাম। অবশেষে বিরক্ত হয়ে আমি বললাম, আপনার দৃষ্টিতে কি পূর্ববর্তীকালের বিদ্বৎ মনীষীদের মধ্যে কোনো অভিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি নেই? উত্তরে তিনি বললেন, হাঁ, তিনজন আছেন : ১. মৃতানাবী প্রশংসা ও গুণকীর্তনে। তবে আমি যদি তাঁর পন্থা অনুসরণ করি তাহলে তিনি আমার চেয়ে এগিয়ে থাকবেন না। তাঁর অনুরূপ মর্যাদা ও স্বীকৃতি আমি নিজের জন্য ছিনিয়ে আনতে পারব। ২. ইবনে নুবাতা খুবায়। তবে আমার খুবতা তাঁর খুবতার চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং সকল মানুষের কাছে অধিক সমাদৃত, পরিচিত ও প্রসিদ্ধ এবং ৩. ইবনুল হারীরী মাকামাতে। আমি বললাম, আপনি তো হারীরীর অনুকরণ করতে পারেন, তাতে আপনার বাধা কোথায়? এরূপ একটি মাকামাত লিখে ফেলুন, যার ফলে হারীরীর মাকামাত মানুষের মন থেকে বিস্মৃত হয়ে যায় এবং তাঁর সকল সুনাম আপনার নিকট চলে আসে। তিনি বললেন, বৎস! সত্য কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। আসলে আমি তিবারার মাকামাত রচনা করেছি। কিন্তু প্রত্যেকবারই যখন আমি আমার রচনাকে ভালোভাবে প্রত্যক্ষ করেছি এবং হারীরীর মাকামাতের সাথে তুলনা করেছি তখন আমার রচিত মাকামাত হারীরীর মাকামাতের তুলনায় নিম্নমানের মনে হয়েছে। সুতরাং আমি তা চৌবাকায় ফেলে ধুয়ে ফেলেছি। আমার ধারণা এই যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে হারীরীর গুণ-গরিমা ও মর্যাদা তুলে ধরার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। -[মু'জামুল উদাবা, ৪খ., পৃ. ৬০০-৬০১]

উল্লেখ্য যে, সেকালে সাধারণত গাছের পাতা বা চামড়া বা তদনুরূপ কোনো বস্তুতে লেখার কাজ করা হতো। তখন কাগজ অত্যন্ত দুশ্পাণ ছিল। এমনবস্থায় উক্ত বস্তুসমূহের লেখায় ভুল-ত্রুটি হলে কিংবা কোনো প্রয়োজনে মুছে ফেলার প্রয়োজন হলে তা পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলা হতো।

দৈহিক গঠন ও আকৃতি : আল্লামা ইয়াকূত হামাবী তাঁর 'মু'জামুল উদাবা' গ্রন্থে বলেন,

وَكَانَ غَايَةً فِي الذِّكَا وَالْفِطْنَةِ وَالْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ وَلَهُ تَصَانِيفٌ تَشْهَدُ بِفَضْلِهِ وَفُتْرٌ يُسَبِّحُ وَكَانَ شَامِعًا
كِتَابَ الْمَغَامَاتِ الشَّيْ أَمَرُ بِهَا عَلَى الْأَوَائِلِ وَأَعْجَزَ الْأَوَاخِرِ، وَكَانَ مَعَ هَذَا الْفَضْلِ قَدْرًا فِي نَفْسِهِ وَصُورَتِهِ
وَلَبْسِهِ وَفَتْنَتِهِ قَصِيرًا دَمِيمًا بَخِيلًا مُبْتَلًى يَنْتَفِلِ لِحَيْتِهِ .

"আল্লামা হারীরী অত্যন্ত ধীসম্পন্ন, সতর্ক ও শীর্ষ ভাষাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচনাবলি তাঁর গুণ-গরিমার সাক্ষ্য বহন করে এবং তাঁর বিদ্বৎতার স্বীকৃতি দেয়। তাঁর মাকামাত গ্রন্থখানি, যার দ্বারা তিনি তাঁর পূর্ববর্তীদের চেয়ে এগিয়ে গেছেন এবং পূর্ববর্তীদেরকে অপরগ করে দিয়েছেন, তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষররূপে যথেষ্ট। কিন্তু এসব গুণাবলি সত্ত্বেও তিনি আকার-আকৃতি, চেহারা-সুরত ও লেবাস-পোশাকে ছিলেন অসুন্দর। তিনি দৈহিকভাবে বাটো, অপছন্দনীয় এবং কৃপণ ও দাড়ি ছিড়তে অভ্যস্ত ছিলেন।" -[মু'জামুল উদাবা, ৪খ., পৃ. ৫৯৭]

আল্লামা আহমদ হাসান যায়্যাত বলেন, হারীরীর চেহারা ছিল অসুন্দর, দৈহিক গঠন ছিল খাটো এবং তিনি স্বভাবত কপণ ছিলেন; ময়লা পোশাক পরিধান করতেন, চিন্তা-ভাবনার সময় নাড়ি ছিড়তে অভ্যস্ত ছিলেন। -[তারীখুল আদাবিল আরারী, পৃ. ১৭৮]

নয়তা, সহনশীলতা ও সত্য স্বীকারের প্রবণতা :

আল্লামা হারীরী অত্যন্ত সহনশীল, সংস্কার ও সত্য-প্রিয় মানুষ ছিলেন। কেউ তাকে তাঁর কোনো ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি সম্ভ্রষ্ট চিত্তে নিজের ভুল স্বীকার করে নিতেন এবং যিনি তাঁর ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করতেন তাকে তিনি সম্মান করতেন। একবার জাবির ইবনে হিবাতুল্লাহ মাকামাত পড়ার সময় এক জায়গায় **نَحْنُ مَغْبُورٌ** -এর পরিবর্তে **نَحْنُ مَغْبُورٌ** পড়ায় তিনি বলেন, তুমি বড়ই সুন্দর পরিবর্তন করলে। আমি যদি নিজ হাতে মাকামাতের সাত শ' কপি না লিখে থাকতাম, যা আমার সামনে পঠিত হয়েছে, তবে আমি আমার শব্দটি পরিবর্তন করে এ শব্দটি লিখে দিতাম।

-[মু'জামুল উদাবা, ৪খ., পৃ. ৫৯৯-৬০০]

রসিকতা : তিনি একজন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও সহাস্যবদন ও রসিক স্বভাবের ছিলেন। চুটকি ও রসাত্মক কথাবার্তা বলতে পছন্দ করতেন এবং তার দ্বারা বাহবা কুড়াতে পারতাম ছিলেন।

একবার এক ব্যক্তি তাঁর সুনাম শুনে তাঁর কাছে জ্ঞান আহরণ করতে যান, কিন্তু তাঁর চেহারা দেখে তাকে লোকটির পছন্দ হয়নি। আল্লামা হারীরী বিষয়টি বুঝে ফেলেন। এরপর যখন লোকটি তাঁর কাছ থেকে কিছু লিখে নিতে চাইলেন তখন তিনি লোকটিকে নিজের এ দুটি শ্লোক লিখিয়ে দেন :

مَا أَنْتَ إِلَّا سَارِغُهُ الْقَمَرُ وَرَأَيْدُ أَعْجَبْتَهُ خَضِرَةُ الدِّمَنِ
فَاخْتَرْتُ لِنَفْسِكَ عَيْرِي أَنَّنِي رَجُلٌ فَمَسَّحَ بِي وَلَا تَرْنِي

"তুমিই প্রথম নৈশপথিক নও, যাকে চাঁদের আলো বিভ্রান্ত করেছে এবং তুমিই প্রথম চারণতুমি অত্বেষণকারী নও, যাকে আবর্জনার উপর উৎপন্ন শ্যামলতা বিমুগ্ধ করেছে। সুতরাং তুমি নিজের জন্য আমি ব্যতীত অন্য কাউকে [শিক্ষকরূপে] গ্রহণ কর। কেননা আমি মু'আয়দী'র মতো। অতএব তুমি আমার কথা শোন, কিন্তু আমার চেহারা দেখো না।" এতে লোকটি লজ্জিত হয়ে যান। [ওয়াফায়াতুল আ'য়ান, ৪খ., পৃ. ৬৬-৬৭]

তাকওয়া-পরহেযগারী : আল্লামা হারীরী ছিলেন একজন দুনিয়া-বিমুখ, পরহেযগার ও স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি। আকাশী শাসনামলে যদিও উচ্চস্থল আমোদ-প্রমোদ ও মন্দ্যপানের ব্যাপক প্রচলন ছিল, তবু তিনি এ সব কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকতেন। মন্দ্যপারীদের তিনি আন্তরিকভাবে ঘৃণা করতেন।

জাবির ইবনে যুহায়র বলেন, আমি একবার 'মাশান' নামক জনপদে তাঁর কাছে মাকামাত পড়ছিলাম। ইতোমধ্যে তিনি তাঁর ছাত্র আবু যায়দ মুতাহ্হার ইবনে সাল্তারের [মতান্তরে সাল্তারের] শরাব পানের কথা শুনে তাকে শাসিয়ে একটি কবিতা লিখে পাঠান।

أَبَا زَيْدٍ أَعْلَمَ أَنَّ مَن شَرِبَ الْخَلَالَ تَدَنَّسَ فَاثَمَ يَرَّ قَوْلِي الْمَهْدَبِ
وَمَنْ قَبْلُ سُبَيْتِ الْمَطَرِ وَالْفَتَى يَصْدُقُ بِأَقْعَالِ تَسْبِيَةِ الْأَبِ
فَلَا تَعْنَهَا كَيْفَا تَكُونُ مَطْهَرًا وَإِلَّا فَتَعْبُرُ ذَلِكَ إِلَاسَمَ وَاشْرَبِ

অর্থাৎ 'হে আবু যায়দ, তুমি জেনে রাখ, যে ব্যক্তি শরাব পান করে সে অপবিত্র হয়ে যায়। সুতরাং তুমি আমার এ মার্কিত কথাটি রহস্য বুঝে নাও। ইতিপূর্বে তোমার নামকরণ করা হয়েছে মুতাহ্হার মানে পবিত্রীকৃত। সংসাহসী যুবক নিজের কর্মকাণ্ড দ্বারা পিতার নামকরণকে যথার্থ প্রমাণিত করে। কাজেই তুমি শরাব পান করো না, যাতে তুমি পবিত্র থাকতে পার। অন্যথা তুমি এ নাম পরিবর্তন করে ফেল এবং শরাব পান কর।"

কবিতাটি তাঁর কাছে শৌহার পর তিনি কুরআন শরীফ হাতে নিয়ে খালি পায়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হন এবং আর কখনও মন্দ্যপান করবেন না বলে কুরআন শরীফে হুঁয়ে শপথ ব্যক্ত করেন। তখন আল্লামা হারীরী তাকে বললেন, তুমি মন্দ্যপারীদের কাছেও যেয়ো না। -[মু'জামুল উদাবা, ৪খ., পৃ. ৬০৩-৬০৪]

আল্লামা হারীরী ব্যক্তিগত জীবনে আদব-আখলাকের প্রতি এত বেশি যত্নবান ছিলেন যে, তিনি নির্জন স্থানেও পা প্রসারিত করে বসতেন না। তিনি বলতেন, حَفِظَ الْأَدَبَ مَعَ اللَّهِ أَحَقُّ। আল্লাহ তা'আলার সাথে আদব প্রদর্শন অধিক শ্রেয়।

মৃত্যু : তিনি ৫১৬ হিজরিতে [মতান্তরে ৫১৫ হিজরিতে] বসরা নগরীর বনু হারাম মহল্লায় ইনতিকাল করেন। যাকারুল মুহাসিনীনের লেখক তারীখে ইবনে খাল্লিকানের বরাতে উপরিউক্ত বর্ণনার উপর আপত্তি উত্থাপন করেছেন। কিন্তু তাঁর বরাতও আপত্তি কোনোটাই সঠিক নয়। কেননা তিনি তারীখে ইবনে খাল্লিকানের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, হারীরী যখন ৫৩৮ হিজরিতে ওয়াসিত নগরীতে গমন করেন তখন তাঁর নিকট আবুল ফাতহ মুতাহহার ইবনে সাল্লাম [মতান্তরে সাল্লাম] হারীরীর রচিত 'মুলহাতুল ই'রাব' পড়েছিলেন। সুতরাং তাঁর ৫১৫ কিংবা ৫১৬ হিজরিতে ইনতিকাল করার বর্ণনা সঠিক নয়।

অখ্য ওয়াসিত নগরীতে গমনের বিষয়টি হারীরীর নয়; বরং মুতাহহার ইবনে সাল্লামই ৫৩৮ হিজরিতে ওয়াসিত নগরীতে গমন করেছিলেন এবং তাঁর কাছেই আবুল ফাতহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনুল মান্দারী 'মুলহাতুল ই'রাব' কিতাবখানি পড়েছিলেন। এ জন্য দ্রষ্টব্য তারীখে ইবনে খাল্লিকান ৪ খ., পৃ. ৬৪-৬৫, শিরো. 'আল-হারীরী সাহিবুল-মাকামাত'। চরিত নং ৫৩৫; আরও দ্রষ্টব্য, আয-যিরিক্লী কৃত আল-আলাম, ৫ খ., পৃ. ১৭৭-৭৮, শিরো. আল-হারীরী, আল-কাসিম ইবনে 'আলী; ৭ খ., পৃ. ২৫৩, শিরো. আবু যায়দ সায়জী, মুতাহহার ইবনে সাল্লাম।

সন্তান-সন্ততি : ইবনে খাল্লিকানের মতে, তিনি দু'জন পুত্র সন্তান রেখে মারা যান। তাদের একজনের নাম, নাজমুদ্দীন আবুল কাসিম আবদুল্লাহ। তিনি বাগদাদের শাসক ছিলেন। দ্বিতীয় জনের নাম, মিয়াউল ইসলাম উবায়দুল্লাহ। তিনি বসরায় বিচারপতি ছিলেন। আবু মানসুর মাওছব ইবনে আহমদ ওরফে আবু মানসুর ইবনুল জাওয়ালীকী [মৃত্যু : ৫৪০ হি.] বলেন, উভয়জন আমাকে মাকামাতের 'ইজাযত' দান করেছেন। তাঁরা উভয়ে তাঁদের পিতার নিকট মাকামাত পাঠ করেছেন।

—[ওয়াফাতুল আ'যান, ৪খ., পৃ. ৬৭]

কোনো কোনো ঐতিহাসিক 'আবুল আকাস' নামক তাঁর আরেকজন পুত্র সন্তান ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন, যিনি মাশান জনপদে পিতার জায়গায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

রচনাবলি : তিনি বিভিন্ন বিষয়ের উপর উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেগুলো তার অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর। যেমন :

১. دُرَّةُ الْفَوَاصِلِ فِي أَوْصَالِ الْخَوَاصِلِ এতে তিনি তার সমকালীন লেখকদের শব্দ ও বাক্যের অর্থার্থ ব্যবহারের সমালোচনা করে সঠিক ব্যবহারের প্রতি দিক নির্দেশনা করেন। এটি তিনি ৫০৪ হিজরিতে রচনা করেন। গ্রন্থটি ১৩৭৩ হিজরিতে মিসর থেকে প্রকাশিত হয়। আল্লামা খাফাজী এর একটি ভাষ্য গ্রন্থ লেখেন, যা ১২৯৯ হিজরিতে কনষ্টান্টিনোপল থেকে প্রকাশিত হয়।

২. مُلَعَّةُ الْغُرَابِ এটি ৫০৪ হিজরির পরে রচনা করেন। এতে লেখক প্রাথমিক ক্লাসের ছাত্রদের জন্য নাইবের মাসায়েলকে আরবি পদ্যে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ হাযরামী এর একটি ভাষ্য গ্রন্থ লেখেন, যা ১৩০৬ হিজরিতে মিসর থেকে প্রকাশিত হয়। হারীরী নিজেও এর একটি ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেন। ফ্রান্স ভাষায় এর অনুবাদও হয়েছে, যা ১৮৮৫ হিজরিতে প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয়।

৩. صُدُورُ زَمَانِ الْفُتُورِ وَفُتُورُ زَمَانِ الصُّدُورِ এটি ইতিহাস গ্রন্থ।

৪. تَوْثِيْعُ الْبَيَانِ - কাশফু জ'জুন-এর লেখক এর উল্লেখ করেছেন।

৫. دِيَوَانُ الْحَرِيرِيِّ - এটি হারীরীর কাব্য সংকলন।

৬. دِيَوَانُ رَسَائِلِ الْحَرِيرِيِّ - এটি হারীরী রচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রিসালাসমূহের সমষ্টি।

৭. الْمَقَامَاتُ الْحَرِيرِيَّةُ এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ ও অমর কীর্তি। এতে তিনি মোট পঞ্চাশটি মাকামা রচনা করেন।

বদীউয় যামান হামাদানীর পরিচিতি

নাম ও বংশ পরিচয় : নাম : আহমদ, উপনাম আবুল ফযল, উপাধি বদীউয়যামান। পিতার নাম : হুসাইন। পিতামহের নাম ইয়াহইয়া। প্রপিতামহের নাম সাঈদ।

জন্ম ও শিক্ষা-দীক্ষা : তিনি হিজরি ৩৫৮ সালে বর্তমান ইরানের হামাদান [ভিন্ন উচ্চারণ : হামাযান] শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই বেড়ে উঠেন। তিনি আরবি ও ফারসি উভয় ভাষার ইলম অর্জন করেন। তৎকালীন হামাদানের কোনো ভাষাবিদ পণ্ডিত ও সাহিত্যিক এমন ছিলেন না, যার সকল ইলম তিনি আহরণ করেননি। এরপর তিনি হামাদান ত্যাগ করে মুআয়্যাদুদৌলা ও ফখরুদদৌলা-র মন্ত্রী খাতনামা আরবি সাহিত্যিক স্বতন্ত্র দ্বারার লেখক ইসমাঈল ইবনে আক্বাদ ওরফে আস-সাহিব ইবনে আক্বাদ [জন্ম : ৩২৬ হি., মৃত্যু : ৩৮৫ হি.]-এর নিকট গমন করে তাঁর জ্ঞান-গরিমা ও বদান্যতা লাভে ধন্য হন। এরপর জুরজান গমন করে শী'আ ইসমাঈলিয়া সম্প্রদায়ের আশ্রয়ে অবস্থান করেন এবং আবু সাঈদ মুহাম্মদ ইবনে মনসুর-এর বিশেষ সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হন। এছাড়া তিনি প্রখ্যাত অভিধানিক ও আরবি সাহিত্যিক ইমাম আবুল হাসান [মতান্তরে আবুল হুসাইন] আহমদ ইবনে ফারিস আল-কাফযবী আর-রাযী প্রমুখের নিকটও ইলম অর্জন করেন এবং আরবি কাব্য ও সাহিত্যে নিজের উচ্চ অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হন।

যোগ্যতা ও স্বীকৃতি : ইমাম সা'আলিবী 'ইয়াতীমাতুদ দাহর' গ্রন্থে তাঁকে ফখরে হামাদান [হামাদানের গৌরব] এবং ফরদে যামান [সমকালীন গুণের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি] ইত্যাদি বিশেষণ সহকারে উল্লেখ করেছেন। আবু ইসহাক বলেন, বদীউয় যামান কালের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি। এমন একটি নাম, যা তাঁর ব্যক্তি সত্তার সাথে সম্পূর্ণ সমিল। তিনি ৩৮২ হিজরিতে নিশাপুর গমন করেন। সেখানে তাঁর আত্মাহুপ্রদত্ত যোগ্যতা বিকশিত হয় এবং মানুষের মধ্যে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে তিনি চারশ' মাকামা প্রণয়ন করে নিঃপিবদ্ধ করান। এরপর তিনি আবু বকর খুওয়ারিয়মীর সাথে ইলমি তর্ক-বাহাসে জড়িয়ে পড়েন। আবু বকর খুওয়ারিয়মী তাঁর চেয়ে বয়সে বড় ও অধিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। প্রথমে তাদের মধ্যে চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান হয়। অবশেষে তা আনুষ্ঠানিক ইলমি বিতর্কসভার রূপ নেয়। এ ইলমি বিতর্কে কেউ আবু বকর খুওয়ারিয়মীকে, আবার কেউ বদীউয় যামানকে বিজয়ী বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তবে বদীউয় যামানের অদম্য যৌবন, বাগিতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন-অভিলাষ তাঁকে সামনে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। ফলে তিনি আবু বকর খুওয়ারিয়মীর চেয়ে এত বেশি অগ্রসর হয়ে যান যে, আর্মীর-অমাত্যদের নিকট তাঁর সুনাম-সুখ্যাতি ও সন্মান বেড়ে যায়। অপরদিকে আবু বকর খুওয়ারিয়মীর ইত্তেকাল হয়ে গেলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ময়দান তাঁর একক দখলে এসে যায়। এরপর তিনি পারস্যের আর্মী-অমাত্যদের নিকট থেকে সাহায্য-সহযোগিতা লাভের জন্য বিভিন্ন শহরে গমন করতে থাকেন। অবশেষে হেরাতে গিয়ে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সেখানে জনৈক নেতৃস্থানীয় সম্ভ্রান্ত আলিমের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং অতি সুখ-স্বাস্থ্যে বসবাস করতে থাকেন।

মেধার প্ররক্তা : তিনি অত্যন্ত প্রখর মেধাবী ছিলেন। কোনো গ্রন্থ আগে থেকে পড়া ব্যতিরেকেই কেবল একবার দেখে বহু পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পুঙ্খানুপুঙ্খ মুখস্থ বলে দিতে পারতেন। তাতে একটি হরফও কমবেশি হতো না। কখনো কোনো জটিল বিষয়ে তাঁকে কোনো রচনা প্রস্তুত করতে বলা হলে তৎক্ষণাৎ তিনি তা করে দিতেন। কখনো তিনি রচনার শেষ লাইন থেকে লেখা শুরু করতেন এবং রচনার প্রথম লাইনে এসে তা সমাপ্ত করতেন, তবু তাঁর রচনার শব্দ, বাক্য ও অর্থের বিন্যাস ও যথার্থতা বজায় থাকত। কখনো কোনো ফারসি কবিতা তাঁর সামনে উপস্থাপন করে তার আরবি অনুবাদ করতে বলা হলে তিনি অনুপমভাবে দ্রুত তা সম্পাদন করে দিতেন।

আত্মমা সা'আলিবী 'ইয়াতীমাতুদ দাহর' গ্রন্থে [৪খ., পৃ. ২৪১] বলেন, একবার পঞ্চাশটি বয়াত সম্বলিত একটি কবিতা তাঁর সামনে পঠিত হয়, যা তিনি এর আগে কখনও শুনেনি, সে কবিতাটি একবার শুনেই তাঁর মুখস্থ হয়ে যায়। আত্মমা সা'আলিবী তাঁর সম্পর্কে বলেন—

فَإِنَّهُ كَانَ صَاحِبَ عَجَائِبَ ، وَدَائِعَ فَتْرَائِبَ رَكَانَ مَعَ هَذَا مَفْتَرِ السُّرُورِ ، خَفِيفَ الرُّوحِ ، حَسَنَ السُّفَرَةِ ، نَاصِعَ الْقُرْبِ ، عَظِيمَ الْمُلْكِ ، شَرِيفَ النَّفْسِ ، كَرِيمَ الْعَهْدِ ، خَالِصَ الْوَدِّ ، حَلِيزَ الصَّدَاقَةِ ، مَرَّ الْعَذَابَةِ أَهْلَى أَنْعَ مِنْهُ مَقَامًا ، تَحْلِيهَا أَبَا الْفَتْحِ الْإِسْكََنْدَرِيُّ مِنْ لَفْظِ أَبِيهِ ، قَرِيبَ الْمَنَاحَةِ ، يَمِينُ الْمَرَامِ وَسَجَعُ رُغْبَتِي الْمَطْلَعِ وَالْمَقْلَعِ كَسَجَعِ الْعَمَامِ نَاوَى اللَّهِ قَلْبَهُ ، وَفَارَقَ ذَنْبَهُ ، وَفِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثَ مِنْهُ فَنَافَتْ نَوَادِبُ

أَذْبَ وَانْقَلَبَ مَدَانِلَهُمْ وَبَكَاهُ الْفَضَائِلُ مَعَ الْأَقَابِلِ وَرَدَّاهُ الْأَكَابِمَ مَعَ الْمَكَابِمِ عَلَى أَنَّهُ مَامَاتَ مِنْ لَمْ يَسْتِ وَكَرَهُ،
لَقَدْ خَلَدَ مَنْ بَقِيَ عَلَى الْآيَامِ نَظْمَهُ وَتَنَزَّهُ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَتَوَلَّاهُ بِعَفْوِهِ وَغُفْرَانِهِ وَيُغْنِيهِ بِرُوحِهِ وَرَحْمَانِهِ.

আল্লামা বদীউয় যামান হামাদানীর মাকামাতের মতো তার পত্রাবলি এবং রিসালাগুলোও বেশ প্রসিদ্ধ। আল্লামা ইবনে খাল্লিকান ওয়াফায়াতুল আ'য়ান [১খ., পৃ. ১২৮] এচ্ছে তাঁর কিছু পত্র উল্লেখ করেছেন। তাঁর একটি পত্র এরূপ—

لَسْنَا إِذَا طَالَ مَكْنُفُهُ، ظَهَرَ خَيْفُهُ وَإِذَا سَكَنَ مَنَتُهُ تَحَرَّكَ تَنَتُهُ وَكَذَلِكَ الصَّبِيحُ لِقَاؤُهُ، إِذَا طَالَ تَرَاؤُهُ
تَغَيَّرَ طِلْمُهُ إِذَا انْتَهَى مَحَلُّهُ، وَالسَّلَامُ.

“পানি যখন দীর্ঘদিন আবদ্ধ থাকে তখন তা নষ্ট হয়ে যায়। আর নষ্ট পানি যখন স্থির হয়ে থাকে তখন তার দুর্গন্ধ বেশি ছড়িয়ে পড়ে। তদ্রূপ মেহমানের অবস্থান দীর্ঘ হলে তার সাক্ষাৎ অপছন্দনীয় হয় এবং তার অবস্থিতি শেষমাত্রায় পৌঁছে গেলে তার ছায়া ভারি হয়ে যায়। ওয়াসসালাম।”

জনৈক ব্যক্তির মৃত্যুতে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে লেখা একটি পত্র এই :

الْمَوْتُ خَطْبٌ قَدْ عَظُمَ حَتَّى هَانَ، وَمَسٌّ قَدْ خُسِنَ حَتَّى لَانَ، وَالذَّنْبُ قَدْ تَكَرَّرَ حَتَّى صَارَ الْمَوْتُ أَخْفَ
ظُرْبِهَا، وَجَنَّتْ حَتَّى صَارَ أَصْفَرُ ذَوْبِهَا، فَلْتَنْظُرْ يُنَنَّهُ، هَلْ تَرَى إِلَّا مَعْنَةً، ثُمَّ يَسْرُهُ هَلْ تَرَى إِلَّا خَسْرَةً.

“মৃত্যু একটি মহাদুর্ঘটনা, যা সহজ হয়ে গেছে এবং এমন এক কঠিন ছোঁয়া, যা সহনীয় হয়ে গেছে। দুনিয়ার কর্মকাণ্ড এমন দুঃসহ হয়ে পড়েছে, যার ফলে মৃত্যু হয়েছে তার অতি হালকা দুর্ঘটনা এবং দুনিয়া এমন সব অপরাধ সংঘটিত করেছে যে, মৃত্যু হলো তার অতি ছোট অপরাধ। তুমি তোমার ডানদিকে তাকিয়ে দেখতে পার, দেখবে কেবল কষ্ট ছাড়া কিছুই নেই, তারপর বাম দিকে লক্ষ্য কর, দেখবে, আক্ষেপ ছাড়া কিছু নেই।”

خَصَرَتْهُ النَّيْ يَمِي كَفَيْةُ الْمَخْجَاجِ، لَأَكْفِيَةِ الْحُجَّاجِ، وَمَشَعَرُ الْكَرَمِ لَا مَشَعَرُ الْحَرَمِ، وَمَنْى الصَّبِيحُ لَا مَنِى
الْخَبِيفُ وَبَيْلَةُ الصَّلَاتِ كَيْلَةُ الصَّلَاةِ -

“তাঁর উপস্থিতি অভাবীদের কা'বা স্বরূপ; কিন্তু হাজীদের কা'বা নয় এবং বদান্যতার মাশআর [কেন্দ্রস্থল], কিন্তু হরমের মাশআর নয়। মেহমানের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্থল, কিন্তু মসজিদে খাইফের পার্শ্ববর্তী মিনা নয়। পুরস্কার লাভের কেবলা, কিন্তু নামাজের কেবলা নয়।”

তার একটি রিসালায় ভাষা এ রকম :

وَاللَّهُ لَوَلَا يَدٌ تَعَتَّ الْعَجِيرَ، وَكَيْدٌ تَحْتَ الْخَنْجِيرِ، وَطِفْلٌ كَفَرَجَ يَوْمَيْنِ، قَدْ حَبَبَ إِلَيَّ الْعَيْشُ، وَسَلَبَ مِنِّي الرَّأْيِ،
الْعَيْشُ، لَمَسَحَتْ يَأْنِي عِنْدَ هَذَا الْمَقَامِ وَلَكِنْ صَبْرًا جَمِيلًا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ -

কাব্য চর্চা : বদীউয় যামান হামাদানীর কাব্য সাহিত্যের বিবেচনায় বেশ উচ্চমানসম্পন্ন, কিন্তু তাঁর গদ্যের সমপর্যায়ের নয়। কাব্য ও গদ্য উভয়টি উচ্চ সাহিত্যমানসম্পন্ন খুব কম লোকেরই হয়ে থাকে। আবুল কাসিম নাসিরুদ্দৌলাহ সম্পর্কে নিয়ে কবিতাটি রচনা করেন। এর দ্বারা তাঁর কাব্যের মান অনুমান করা যায়।

غَضِي جُفُونِكَ بَارِيَا * ضُ قَدَّ قَتَنْتِ الْعُورَ عَمْرَا
وَأَقْنِي حَيَاكَ بَارِيَا * حُ قَدَّ كَدَرْتُ الْفُصْنَ هَمْرَا
وَارْفُقْ بِحَبْلِكَ بَاغِمَا * مُ قَدَّ خَدَشْتُ الْوَرْدَ وَخَرَا
خَلَعَ الرَّبِيعَ عَلَى الرَّيْ * وَرَّوَعِيهَا خَرًّا وَبَرَّا
وَمَطَارِفًا قَدْ نَقَشَتْ * فِيهَا يَدُ الْأَمْطَارِ طَرَرَا
وَكَاَنَّ الْأَمْطَارَ الرَّبِيعَ * إِلَى كَذَى كَفَيْكَ تَعَزَّى
بَا أَسْهَا السَّلَكِ الْآذِي * بِعَسَاكِرِ الْأَمَالِ بَغَزَّى
لَا زَالَ بِكَتَفِ الْأَمِي * رَلْنَا مِنَ الْأَحْدَاثِ حَرَرَا

মাকামত : আত্মা হারীরী ও আত্মা বদীউয় যামান হামাদানী উভয়ে ছিলেন অতি উঁচুমানের পণ্ডিত এবং আরবির ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সর্বত্র তাদের খ্যাতি রয়েছে। তাদের গদ্য ও পদ্যের সুনাম প্রবাদতুল্য। উভয়ে ছোট ছোট রিসালাও রচনা করেছেন এবং মাকামাতও। তবে আত্মা হারীরী তাঁর মাকামাতের শুরুতে স্বীকার করেছেন যে, তিনি মাকামাত রচনায় বদীউয় যামান হামাদানীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। ধারণা করা হয়ে থাকে যে, ইমাম ইবনে দুরাইহ [মৃত্যু : ৩২১ হি.]-এর “আল আহাদিসুল আরবাসিন” নামক গ্রন্থের রচনামূল্যের অনুকরণে বদীউয় যামান হামাদানী তাঁর মাকামাত রচনা করেন। কারও কারও মতে, বদীউয় যামান হামাদানী তাঁর উক্তাদ আহমদ ইবনে ফারিস [মৃত্যু : ৩৯৫ হি.]-এর নিকট থেকে মাকামা রচনার ধরন শিক্ষা করেন। মাকামা সাহিত্য রচনার শিক্ষাগুরু যিনি ইহন না কেন, একথা সত্য যে, বদীউয় যামান হামাদানীই সর্বপ্রথম সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্রধারা হিসাবে মাকামা সাহিত্যকে উপস্থাপন করে গ্রন্থ রচনা করেন এবং এ ধারাটির উৎকর্ষ সাধন করে ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদি বিষয়ে চারশ’ মাকামা রচনা করেন। মাকামা’র ঘটনাগুলোর নায়ক হিসাবে আবুল ফাত্হ ইসকান্দারিকে ঈসা ইবনে হিশামের বর্ণনায় উপস্থাপন করেছেন। আহমদ হাসান যায়্যাভের বর্ণনা মতে, বদীউয় যামান হামাদানীর মাকামাগুলোর মধ্যে কেবল তেস্তান্টি মাকামা পাওয়া যায়, যেগুলো শরাহ লিখেছেন, মিশরের খ্যাতনামা লেখক ও সাহিত্যিক শায়খ মুহাম্মদ আবদুহ্। তবে মহীউদ্দীন আব্দুল হামীদের ভাষ্য সহকারে বদীউয় যামানের যে মাকামাতের কপি পাওয়া যায়, তাতে একান্টি মাকামা রয়েছে।

শায়খ মুহাম্মদ আবদুহ্ বলেন, বদীউয় যামান হামাদানীর ভাষার অন্যতম স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এই যে, ওজস্বিতা ও গাঠীর্থের বিবেচনায় তাঁর ভাষা গ্রামীণ বেদুঈনদের ভাষার উপর গর্ব করতে পারে এবং ভাষার পরিচ্ছন্নতা, বাক্যের গঠন ও সৌন্দর্যের বিবেচনায় শহুরে লোকদের ভাষার সাথে সামঞ্জস্য রাখে। তাঁর ভাষা যেমন পাঠকের মনন ও ভাবনায় তাঁরুতে অবস্থানের চিত্র এঁকে দেয়, তেমনি প্রাসাদ ও অট্টালিকায় অবস্থানের চিত্রও উপস্থাপন করে।

আহমদ হাসান যায়্যাভ বলেন :

نَشْرُ الْبَيْدِيعِ يَسْتَهْزِى الْقُلُوبَ، وَيَمْلِكُ الشُّعُورَ، وَكَلَّمَ مِنْ قَبْلِ الشَّعْرِ الشُّعُورَ، وَلِيَصْنَعَةَ تَأْنِيهِ فِيهِ، إِلَّا أَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ جَارٍ مَجْرَى الطَّبْعِ، لَمْ يَفْسِدْ تَكَلُّفٌ وَلَمْ يَهْنُ تَعَمُّقٌ، وَقَدْ جَمَعَ كَلَامَهُ بَيْنَ مَتَانَةِ اللَّفْظِ وَرِشَاقَةِ الْمَعْنَى، وَجَمَالَ الْعِبَارَةَ وَقَوَّاهُ التَّعْبِيلَ، وَقَدْ تَمَرَّتْ هَذَا الْكَاتِبُ فِي فُتُونِ التَّوَسُّلِ، وَتَعَفَّتْ فِي صُرُوبِ الرِّسَالِ، حَتَّى كَانَ يَحِثُّ قَارِئُ الطَّرِيقَةِ الْعَمِيدَةِ وَابْنُ بَجْدَنِيهَا.

“বদীউয় যামান হামাদানীর গদ্য পাঠকের অন্তরকে বিমুগ্ধ করে এবং অনুভূতিকে পরাভূত করে। তাঁর গদ্য সবটুকু গদ্য কবিতার অন্তর্ভুক্ত। তার মধ্যে এক প্রকার শৈল্পিক প্রভাব রয়েছে। তবে এসব সত্ত্বেও তাঁর গদ্য স্বাভাবিক গতিতে চলমান। কোনোরূপ কৃত্রিমতা তাকে বিনষ্ট করেনি এবং ভাষার চাতুর্ঘ্য তাকে দুর্বোধ্য করেনি। তাঁর ভাষায় একই সাথে রয়েছে শব্দের গাঠীর্থ ও অর্থের সৌন্দর্য এবং বর্ণনার উৎকর্ষ ও ভাবনার সূক্ষ্মতা। এ লেখক স্বভাবগতিসম্পন্ন সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় পরিবর্তন সাধন করেছেন এবং নানা রকম রিসালা প্রণয়নে নতুনত্ব সৃষ্টি করেছেন। ফলে তিনি যথার্থরূপে ইবনুল ‘আমীদের সাহিত্যধারার বীর অম্বারোহী এবং বিশেষজ্ঞ সাব্যস্ত হয়েছেন।” —[তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃ. ১৭৬]

বদীউয় যামান ও হারীরী : বদীউয় যামান হামাদানী যেহেতু সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্রধারা হিসেবে মাকামা সাহিত্যে সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাই তিনি হারীরীর অগ্রজ। তাছাড়া হারীরী তাঁর মাকামাতের শুরুতে বদীউয় যামানের অনুসরণে মাকামাত রচনার কথা শুধু স্বীকারই করেননি, অগ্রবর্তিতায় বদীউয় যামানের মর্যাদাপ্রাপ্তির কথাও অকপটে উল্লেখ করেছেন। তবে সাহিত্যের মান বিচারে কার রচনা বেশি উৎকৃষ্ট এবং উভয়ের মধ্যে সাহিত্য কে বেশি পাণ্ডিত্যের অধিকারী তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। আত্মা শারীশী তাঁর সমসাময়িক এক সাহিত্যবিশারদের অতিমত উল্লেখ করেছেন যে, তাঁকে বদীউয় যামান ও হারীরীর মধ্যে তুলনামূলক বিচার করতে বলা হলে তিনি বলেন, বদী’ তে বদীউয়যামান অর্থাৎ সমকাকলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি, পক্ষান্তরে হারীরী বদীউয় ইয়াওম [উর্বাং, একদিনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী]-ও নয়।

শারীশী তাঁর জটন শিক্ষাক্ষেত্রের বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, বদীউয় যামানের মাকামাতে ভাষার স্বভাবগতি বিদ্যমান রয়েছে। পক্ষান্তরে হারীরীর মাকামাতে ভাষার স্বভাবগতি ব্যাহত হয়েছে এবং শব্দ প্রয়োগে অযথা জোঁর খাটানো হয়েছে। বদীউয় যামান হামাদানী তাঁর শাগরিদদের বলতেন, তোমরা কোনো বিষয়বস্তু নির্ধারণ কর, আমি সে বিষয়ে মাকামা লিখিয়ে দিচ্ছি। সে মতে শিষ্যরা নিজেদের পদ্ধনমতো বিষয়বস্তু নির্ণয় করতেন, তারপর আত্মা বদীউয় যামান তৎক্ষণাৎ সে বিষয়ে মাকামা লিখিয়ে দিতেন।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আদ্রামা বদীউয় যামান ছিলেন আরবি সাহিত্যের একজন কাশজরী সাহিত্যদ্রষ্টা ও পণ্ডিত। তাছাড়া মাকামা সাহিত্যকে আরবি সাহিত্যের স্বতন্ত্র ধারা হিসাবে উপস্থাপনের তিনিই পথিকৃত। আদ্রামা হারীরী তাঁর অনুসারী বটে। কিন্তু আদ্রামা হারীরী তাঁর মাকামাতে সাহিত্যের নানাবিধ শৈল্পিক দিককে নতুন নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন, বদীউয় যামানের মাকামাতে পরিলক্ষিত হয় না। এটা অবশ্য উপেক্ষা করার মতো নয় যে, হারীরীর মাকামাতের তুলনায় বদীউয় যামানের মাকামাতের ভাষা অধিক স্বভাবগতিসম্পন্ন। তবে পাঠক-সমাদর ও যত্নকর্মের প্রতি লক্ষ্য করলে বলা যায় যে, হারীরীর মাকামাত যেরূপ সমাদৃত হয়েছে এবং যেরূপ সেবাকর্মের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে তার এক শতাংশও বদীউয় যামানের মাকামাতের ভাষণে জোটেনি। এমনকি বদীউয় যামানের মাকামাতের যে খ্যাতি ও পরিচিতি রয়েছে, তাও সম্ভবত হারীরীর মাকামাতের ভূমিকায় প্রদত্ত স্বীকৃতির কারণেই।

আদ্রামা হারীরী নিজেও তাঁর মাকামাত বদীউয় যামানের মাকামাত অপেক্ষা উচ্চমানসম্পন্ন হওয়ার কথা বেশ প্রাঞ্জলতার সাথে উপস্থাপন করেছেন। প্রথমে তিনি মাকামাতের ভূমিকায় বদীউয় যামানের অগ্রবর্তিতা ও মর্যাদার কথা ঘাঘহীনভাবে স্বীকার করেছেন, তারপর 'আদী ইবনু'র রিকা'র কবিতার দুটি শ্লোক উল্লেখ করেছেন, যার শেষে **لَا تَنْفُضُ لِمَنْفَعَةٍ** বাকটি রয়েছে। এতে অতি মার্জিতভাবে ইঙ্গিত করেছেন যে, এক্ষেত্রে বদীউয় যামানের মর্যাদাপ্রাপ্তি কেবল মাকামা সাহিত্যকে স্বয়ং ধারায় উপস্থাপনের অগ্রবর্তিতার কারণেই; অন্য কোনো কারণে নয়। এরপর ষষ্ঠ মাকামায় আরও স্পষ্টভাবে বলেছেন যে,

رَمَلُ لِفَنَدَمَا إِذَا نَعِمَ النَّظَرُ مِنْ حَضَرٍ غَيْرِ الْمَعَانِي الْمَطْرُوقَةِ الْمَوَارِدِ، الْمَعْقُولَةِ الشَّوَارِدِ، الْمَأْثُورَةِ عَنْهُمْ لِنَقَادِمِ الْمَوَالِدِ، لَا تَنْقُضُ الْمَصَادِرَ عَلَى الْوَارِدِ.

“যখন উপস্থিত জনতা ভালভাবে লক্ষ্য করবে [তখন তারা দেখতে পাবে যে,] পূর্ববর্তীদের জন্য অব্যাহতস্বরূপা ঘোলাটে ঘাটের আলোচ্য বিষয় ব্যতীত কিছু আছে কি? যা তাদের কাছ থেকে জনের পূর্ববর্তিতার কারণে বর্ণিত হয়; আগমনকারী অপেক্ষা প্রস্থানকারীর অগ্রসরতার কারণে নয়।”

এরপর সাতচল্লিশতম মাকামায় বলেন—

إِنْ يَكُنِ الْإِسْكَندَرِيُّ قَبْلِي * فَالَطَّلُ قَدْ يَبْدُو أَمَامَ الْوَلِيِّ * وَالْفَضْلُ لِلْوَلِيِّ لَا لِلطَّلِ

“যদি আবুল ফাত্হ ইসকান্দারী আমার পূর্বে এসে গিয়ে থাকে তাতে কি, কেননা শিশির কখনো বৃষ্টির পূর্বে পরিলক্ষিত হতে পারে। এতদসত্ত্বেও প্রাধান্য বৃষ্টিরই প্রাপ্য, শিশিরের নয়।”

এভাবে আদ্রামা হারীরী বদীউয় যামানের মোকাবিলায় নিজের প্রাধান্য তুলে ধরেছেন।

হারীরীর মাকামাত অপেক্ষা বদীউয় যামানের মাকামাত কম সমাদৃত হওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে,

১. কোনো কাজের প্রথম প্রয়াস সাধারণত সবদিক থেকে পূর্ণাঙ্গ হয় না। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বা পরবর্তী প্রয়াস যদি কোনো অধিকতর যোগ্য ব্যক্তির হাতে সূচিত ও সম্পাদিত হয় তবে তা প্রথম প্রয়াস অপেক্ষা বেশি পূর্ণাঙ্গ ও সুন্দর হয়। এ বিবেচনায় মাকামা সাহিত্যের ধারাটি বদীউয় যামানের হাতে স্বাতন্ত্র্য পেলেও হারীরীর হাতে সম্ভবত এ ধারাটি পূর্ণাঙ্গতা, পরিচ্ছন্নতা ও অধিক পরিমার্জনা পেয়েছে।
২. আদ্রামা হারীরী তাঁর মাকামাতে আরবি ভাষার অলঙ্কার ও সাহিত্যের বিভিন্ন শৈল্পিক দিককে নতুন নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন। তাতে মাকামা সাহিত্যের যে একর্থেয়েমি রয়েছে তা তিনি কিছুটা হলেও ভেঙ্গে দিয়ে তাতে নতুন মাত্রা যোগ করার চেষ্টা করেছেন। পক্ষান্তরে বদীউয় যামানের মাকামাত যেহেতু এ ধারার প্রথম সৃষ্টি, তাই সম্ভব কারণে সেখানে এসব নতুন নতুন উপস্থাপনা অনুপস্থিত। উল্লেখ্য যে, সাহিত্যের যে কোনো ধারায় একর্থেয়েমি পছন্দনীয় আঙ্গিক নয়।
৩. হারীরীর মাকামাতখানি বেশি সমাদৃত হওয়ার তৃতীয় কারণ সম্ভবত এই যে, এটি রচিত হওয়ার পর স্বয়ং লেখকের কাছে অজস্র পাঠক এর পাঠ গ্রহণ করেছেন। যার কারণে স্বয়ং লেখকের নিজ হাতে এর সাতশ' কপি অনুলিপি তৈরি করতে হয়েছে। এ ছাড়াও প্রায় নশ' বছরের অধিককাল যাবৎ হারীরীর মাকামাতখানি বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে বদীউয় যামানের মাকামাত অপেক্ষা বেশি পাঠ্যতালিকাজুড়ে রয়েছে। এ তুলনায় বদীউয় যামানের মাকামাতের পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্তি অতি সীমিত ও খণ্ডিত।
৪. ইসলামের প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সবসময় শী'আ সম্প্রদায়ের সাথে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের বিরোধ অতি প্রকটিত ছিল এবং রয়েছে। তাই এক সম্প্রদায়ের শিল্প-সাহিত্য অন্য সম্প্রদায়ের কাছে যথাযোগ্য সমাদর, মর্যাদা ও স্বীকৃতি পায়নি। বিশেষ করে শী'আ সম্প্রদায়ের আকীদা-বিশ্বাসের একপেশেপনা তাদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের পরিবেশ থেকে আলাদা ও একঘরে করে রেখেছে। উল্লেখ্য যে, আলামা বদীউয় যামান হামাদানী ছিলেন শী'আ মতাবলম্বী। পক্ষান্তরে আলামা হারীরী ছিলেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত ও শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কাছে বদীউয় যামান হামাদানীর মাকামাত যথাযথ সমাদৃত না হওয়ার একটি কারণ এটাও হতে পারে।

বদীউয় যামানের রচনাবলি : আলামা বদীউয় যামান হামাদানী মাকামাত রচনা ছাড়াও বহু রিসালা প্রণয়ন করেছেন। সেগুলোও আরবি সাহিত্য ও অলঙ্কারের বিচারে অনেক উচ্চ মানে উত্তীর্ণ। তাই ইবনে খাল্লিকান ওয়াফাফাতুল আ'যান গ্রন্থে তাঁকে **صَاحِبُ الرِّسَالِ الرَّانِفَةِ وَالْعَنَانَاتِ السَّانِفَةِ** [অর্থাৎ উৎকৃষ্ট রিসালা প্রণেতা ও উচ্চমানসম্পন্ন মাকামাতের রচয়িতা] বলে উল্লেখ করেছেন। হাকিম আবু সাঈদ আব্দুর রহমান ইবনে সা'দ তাঁর পদ্মাবলি একত্রে সংকলন করেছেন। এ ছাড়া তাঁর একটি কাব্যসংকলনও রয়েছে। তাঁর মাকামাত গ্রন্থখানি শায়খ মুহাম্মদ আবদুল শরাহ করেছেন। মুহীউদ্দীন আব্দুল হামীদও মাকামাতে বদী'র একটি ভাষ্য প্রণয়ন করেছেন।

মৃত্যু : আলামা বদীউয় যামান হামাদানী ১০ জুমাদাল উথরা, রোজ শুক্রবার ৩৯৮ হিজরিতে হেরাত শহরে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই সমাহিত হন। কেউ কেউ তাঁর মৃত্যু-সন ৩৯৩ হিজরি বলে উল্লেখ করেছেন। মৃত্যু কিভাবে সংঘটিত হয়েছে তা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। কেউ বলেন, তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। আবার কারও মতে, তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে।

মৃত্যুর এক বিস্ময়কর ঘটনা : আলামা ইবনে খাল্লিকান হাকিম আবু সাঈদের বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, আলামা বদীউয় যামান অসুস্থ ছিলেন। প্রচণ্ড অসুস্থতার কারণে তিনি এরূপ বেইশ হয়ে পড়েন যে, লোকেরা মনে করেন, তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে। তাই তারা তাঁর কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করে তাঁকে সমাহিত করে ফেলেন। অথচ তখনও তিনি প্রকৃতপক্ষে জীবিত ছিলেন। কবরে দাফন করার পর তাঁর হাঁশ ফিরে এলে তিনি চিৎকার শুরু করেন। লোকেরা আয়োজ্য শুনে কবর খুলে দেখল যে, তিনি নিজের দাফি ধরে পড়ে আছেন। বোঝা গেল যে, হাঁশ আসার পর কবরের ভয়ে তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়।

মাকামা সাহিত্য ও মাকামাতে হারীরী

মাকামা'র সংজ্ঞা : প্রখ্যাত আরবি ভাষাবিদ আহমদ হাসান যায়্যাভ বলেন,

النَّمَامَةُ جُكَايَةٌ قَصِيرَةٌ أَنْبَغَةُ الْأَلْسُونِ تَشْمِلُ عَلَى عِظَةِ أَوْ مَلَحَةٍ

“রম্য রচনার ধাঁচে রচিত এরূপ ছোট গল্পকে মাকামা বলা হয়, যাতে কোনো উপদেশ বা রসাত্মক বর্ণনা থাকে।”

‘মাকামা’ শব্দটি মূলত ‘মাকাম’ শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ দাঁড়বার স্থান। ধীরে ধীরে শব্দটির অর্থে ব্যাপকতা সৃষ্টি হয় এবং শব্দটি যে কোনো স্থান ও মজলিস অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। আবার কখনও এ শব্দ দ্বারা মজলিসে উপস্থিত লোকদের বুঝানো হয়। যেমন প্রখ্যাত হামাসী কবি কাওতাল কিলারী বলেন—**نَشَأْتُ زِيَادًا وَالنَّمَامَةُ بَيْنَنَا * وَذَكَرْتُهُ أَحْرَامَ بَغْدَادٍ وَهَيْتُم**

“আমি যিয়াদকে আদ্রাহর কসম দিলাম। তখন আমরা একই মজলিসের সাথী ছিলাম। আর আমি তাকে সের ও হায়সাম গোত্রের আদ্রীয়তার সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম।”

উল্লেখ্য যে, উক্ত শ্লোকে **نَّمَامَةُ** শব্দটি মজলিস অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এরপর শব্দটি মজলিসে প্রদত্ত বক্তৃতা, ওয়াজ ও উপদেশ অর্থেও ব্যবহৃত হতে শুরু করে। এ থেকে বক্তাদের বক্তৃতাকে **مَقَامَاتُ الرِّمَادِ** ও গুলী-বুয়ুগদের উপদেশকে **مَقَامَاتُ الْخُطْبِ** বলা হয়।

কোনো মনোরম গল্প বলা, সুন্দর উপদেশ দেওয়া অথবা কোনো জ্ঞানগর্ভ গবেষণা পেশ করা মাকামা রচনার উদ্দেশ্য নয়। এটি সাহিত্যের একটি শিল্পমণ্ডিত শাখা। এর উদ্দেশ্য থাকে ‘শিল্পের জন্য শিল্প।’ এতে থাকে ভাষার ছন্দময় ধাঁচে নতুন নতুন শব্দমালা ও অভিনব বাক্যাবলির গঠন। ফলে পাঠকের মন এর অর্থ দ্বারা প্রভাবিত ও উপকৃত হওয়ার চেয়ে শব্দের অলঙ্কার ও গাঁথুনি দ্বারা অধিক তৃপ্ত ও বিমুগ্ধ হয়। তাই এরূপ রচনায় গািলিক ও ঔপন্যাসিক রীতি-নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। সুতরাং মাকামাতে রচয়িতাগণ গল্প-কাহিনীকে যথোচিত চিত্রায়ণ ও গািলিক চরিত্রলোকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করার প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। —[ভারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃ. ২৯২-২৯৩]

মাকামা রচনার ইতিহাস : গল্প-সাহিত্যের এ শাখাটি আব্বাসীয় যুগের মাঝামাঝি সময় সৃষ্টি হয়। তখন ছিল আরবি সাহিত্য-শিল্পের ভরা যৌবন। বলা হয়ে থাকে যে, আহমদ ইবনে ফারিস [মৃত্যু : ৩৯৫ হি.] মাকামা রচনার দ্বারা আবিষ্কার

করেন এবং তাঁর অনুসরণে তাঁর ছাত্র বদীউ'য-যামান হামাদানী তাঁর মাকামাত রচনা করেন। কিন্তু প্রখ্যাত আরবি জায্বিদ আহমদ হাসান যাদ্যাড বলেন, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ওরফে ইবনে দুরায়দ [মৃত্যু : ৩২১ হি.] প্রথমে কিছুটা গল্পের আকারে ৪০ টি নিবন্ধ রচনা করেন। আহমদ ইবনে ফারিসের ছাত্র আবুল ফযল আহমদ ইবনুল-হসাইন ওরফে বদীউ'য-যামান হামাদানী [মৃত্যু : ৩৯৮ হি.] ইবনে দুরায়দের অনুসরণে বিভিন্ন বিষয়ে চারশ' মাকামা রচনা করেন। তাঁর রচিত মাকামাগুলোর শৈল্পিক, সাহিত্যিক ও আলাঙ্কারিক মান বিচারে তিনি সাহিত্যের এ শাখার ইমাম ও অনুসৃত ব্যক্তিরূপে পরিচিত হন। তবে তাঁর রচিত মাকামাগুলো থেকে কেবল তেগ্লাম মাকামা [আমাদের অনুসন্ধান ও সংগ্রহ মতাবিক কেবল একাঙ্গ মাকামা] পাওয়া যায়। তারপর আল্লামা হারীরী বদীউ'য-যামান হামাদানীর অনুসরণে পঞ্চাশটি মাকামা রচনা করেন। তাঁদের পরেও অনেক আরবি সাহিত্যিক মাকামা রচনা করে তাঁদের উপজীব্য বিষয়রূপে গ্রহণ করেছেন। তবে সে সব মাকামা বদীউ'য-যামান হামাদানী ও হারীরীর মাকামার ন্যায় মর্যাদা লাভ করতে পারে নি। যারা পরবর্তীকালে মাকামা রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন :

১. শাহ ফায়রুয ইবনে সাদ ইবনে আব্দুস সায্যিদ ইবনে মানসুর ওরফে আবুল হায়জা' ইবনে আবুল ফাওয়ারিস। ইয়াকুভ হামাবীর বর্ণনা মতে, শাহ ফায়রুয-এর পিতার নাম শু'আয়ব। [মৃত্যু : ৫৩০ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম **مَقَامَاتُ أَبِي النُّجَّاءِ**।
২. মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আড-তামিমী আস-সারাকুসতী ওরফে ইবনুল-আশতারকুনী [মৃত্যু : ৫৩৮ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম **الْمَقَامَاتُ النَّصِيبِيَّةُ الرَّقِيبَةُ الزُّوْبِيَّةُ**। এতে পঞ্চাশটি মাকামা রয়েছে। লেখক কর্তব্যে অবস্থানকালে হারীরীর রচিত মাকামাত সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর এটি রচনা করেছিলেন। এতে তিনি চরিত্ররূপে মুনিখির ইবনে হাখামের বর্ণনায় সায়েব ইবনে তাখামের কাহিনী বিবৃত করেছেন।
৩. আবুল কাসিম মাহমুদ ইবনে ওমর ওরফে আল্লামা জারুল্লাহ যমখশরী [মৃত্যু : ৫৩৮ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম **الْمَقَامَاتُ الزَّمْخَشَرِيَّةُ**।
৪. আলী ইবনে বাস্লাম আশ-শানতারীনী আল-আন্দালুসী [মৃত্যু : ৫৪২ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম **مَقَامَاتُ ابْنِ بَسَّامٍ**। এতে ত্রিশটি মাকামা রয়েছে। লেখক এটি কাজী আবু হামেদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনুল কাসিম আশ-শাহরাযুরী [মৃত্যু ৫৮৬ হি.]-এর উদ্দেশ্যে রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে লেখক বলেন, 'হারীরী তাঁর মাকামাতে দুর্বোধ শব্দাবলি ব্যবহার করেছেন এবং কঠিন বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেছেন। পঞ্চাশের তিনি উপরিউক্ত উভয় পন্থার মাঝামাঝি একটি পছন্দনীয় পন্থা উদ্ভাবন করেছেন। তিনি একে বিরক্তিকর দীর্ঘ করেন নি এবং অতি সংক্ষেপও করেননি।' কিন্তু লেখকের এ বক্তব্য সমাদৃত হয়নি।
৫. হাসান ইবনে সাফী ওরফে মালিকু'ন-নুহাত [মৃত্যু : ৫৬৮ হি.]। তাঁর মাকামাতের নাম **الْمَقَامَاتُ**। লেখক মালিকু'ন-নুহাত বলতেন, "আমার মাকামাতের বর্ণনা সত্য ও যথার্থ। আর হারীরীর মাকামাতের বর্ণনা মিথ্যা ও অসার।"
৬. আবু মানসুর আহমদ ইবনে জামীল ইবনুল হাসান ইবনে জামীল আল-বাগদাদী [মৃত্যু : ৫৭৭ হি.]। তিনি হারীরীর অনুসরণে একশানী মাকামাত গ্রন্থ রচনা করেন।
৭. আবুল আব্বাস ইয়াহইয়া ইবনে-সাদ্দ ইবনে মারী নাসরানী [মৃত্যু : ৫৮৯ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম **الْمَقَامَاتُ النَّصِيبِيَّةُ**। লেখক এতে হারীরীর অনুসরণে ষাটটি মাকামা রচনা করেন। ইয়াকুভ হামাবী [মৃত্যু : ৬২৬ হি.] বলেন, তিনি এ ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট অবদান রেখেছেন। কিন্তু আল্লামা খলীল ইবনে আইবাক আস-সাফাহানী [মৃত্যু : ৭৬৪ হি.] বলেন, তিনি এ ক্ষেত্রে কোনো উৎকৃষ্ট অবদান রাখতে পারেন নি, এমন কি উৎকৃষ্টতার কাছেও পৌছতে পারেন নি। আল-মাকামাতুল-জাযারিয়া ও আল-মাকামাতুল-তামিমিয়া এর চেয়ে অনেক বেশি উৎকৃষ্ট। অথচ সে দুটিও [সাহিত্যমানের বিচারে] হারীরীর কাছে পৌছতে পারে নি।
৮. আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান ইবনে আলী ওরফে ইবনুল-জাওযী [মৃত্যু : ৫৯৭ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম **الْمَقَامَاتُ الْجَوْزِيَّةُ**।
৯. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ওরফে বদরুদ্দীন রাযী হানাকী [মৃত্যু : ৬৩০ হিজরির পরে]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম **مَقَامَاتُ بَنِي النَّعْفَرِيَّةِ**। এতে তিনি বারোটি মাকামা রচনা করেছেন এবং তাতে তিনি কা'কা ইবনে যিনবা প্রমুখকে কাহিনীর বর্ণনাকারী হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

১০. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আলী দিমাশকী [মৃত্যু : ৬৮৯ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম **الْمَقَامَاتُ الْمَعْرُوفَةُ**।
১১. বাহাউদ্দীন আলী ইবনে ঈসা ইবনে আবিল ফাত্হ আল-ইরবিলী [মৃত্যু : ৬৯২ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম **الْمَقَامَاتُ الْأَرْبَعُ**।
১২. মা'দ ইবনে নাসরুদ্দাহ ওরফে যায়নুদ্দীন ইবনু'স-সায়কাল জাযারী [মৃত্যু : ৭০১ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম **الْمَقَامَاتُ الرَّبَّيَّةُ** -লেখক এতে পঞ্চাশটি মাকামা রচনা করেছেন। এগুলো তিনি হারীরীর মাকামাতের মোকাবিলায় রচনা করেন। এতে গল্পের চরিত্র স্বরূপ কাসিম ইবনে জিরয়ালকে বর্ণনাকারী ও আবু নাসর মিসরীকে কাহিনীর নায়ক হিসাবে উল্লেখ করেছেন।
১৩. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনু'ল-হাসান ওরফে ইবনু'স-সায়গ [মৃত্যু : ৭২০ মতান্তরে ৭২২ হি.]। তাঁর মাকামাতের নাম **الْمَقَامَاتُ الشَّهَابِيَّةُ** - মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে খলীল ওরফে কাযী শিহাবুদ্দীন আল-খুওয়ারী [মৃত্যু : ৬৯৩ হি.]-এর উদ্দেশ্যে লেখক এটি রচনা করে তাঁর নামে নামকরণ করেন।
কিন্তু সত্য হলো এই যে, তাঁর মাকামাত হারীরীর মাকামাতের সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারে নি; বরং উভয়ের মধ্যে সাহিত্যমানের দূস্তর ব্যবধান রয়েছে।
১৪. নাসিরুদ্দীন শাফে' ইবনে আলী আল-আসকালানী [মৃত্যু : ৭৩০ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম **الْمَقَامَاتُ النَّاصِرِيَّةُ**।
১৫. ওমর ইবনে মুজাফ্ফর ওরফে যায়নুদ্দীন ইবনু'ল-ওয়ারনী [মৃত্যু : ৭৪৯ মতান্তরে ৭৪৩ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম **مَقَامَاتُ أَبِي الرَّؤُفِ**।
১৬. আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর ওরফে জালালুদ্দীন সুহূতী [মৃত্যু : ৯১১ হি.]। তাঁর মাকামাতের নাম **مَقَامَاتُ السُّوْطِيِّ**। এতে বিভিন্ন বিষয়ে উনত্রিশটি রিসালা রয়েছে। এগুলোকে লেখক মাকামাত নামকরণ করলেও মূলত এগুলো মাকামা অপেক্ষা রিসালার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।
১৭. সিরাজুদ্দীন আবুল আক্বাস আহমদ ইবনে আব্দুল হাই আল-হালাবী আল-ফাসী [মৃত্যু : ১১২০ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম **الْعِلَلُ السُّنْدِيَّةُ فِي الْمَقَامَاتِ الْأَحْمَدِيَّةِ الْقُدْسِيَّةِ** মতান্তরে **مَقَامَاتُ سِرَاجِ الدِّينِ**। লেখক গ্রন্থখানি মাকামাতে হারীরীর মোকাবিলায় রচনা করেছেন।
১৮. মুতাফা ইবনে আবু মুহাম্মদ বীরাম আল-আমাসী আল-হানাকী উপাধি আল-আকিফ আর-রুমী ওরফে মুআইনী যালহা [মৃত্যু : ১১৭৩ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম **مَقَامَاتُ الْعَاكِي**। তিনি হারীরীর অনুকরণে দশটি মাকামা রচনা করেন।
১৯. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আত-তুনিসী ওরফে আল ওয়ারগী [মৃত্যু : ১১৯০ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম **مَقَامَاتُ الرَّوْعِي**।
২০. আস-সাইয়েদ আবুল ফায়য আহমদ ইবনে আব্দুল লতীফ ইবনে আহমদ আল-বারবীর আল-হাসানী আল-বায়রুতী [মৃত্যু : ১২২৬ হি.]। তাঁর মাকামাতের নাম **مَقَامَاتُ الْبَرْبَرِ**।
২১. শিহাবুদ্দীন আব্দু সানা মাহমুদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-হসাইনী আল-আলুসী (ভাফসীরে রুহুল মা'আনীর প্রণেতা, [মৃত্যু : ১২৭০ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম **مَقَامَاتُ ابْنِ الْأَكْرَمِ** মতান্তরে **مَقَامَاتُ الْأَكْرَمِ**। এটি তাসাউফ ও আখলাক সম্পর্কিত মাকামাত। আদ্রামা যমখশরীর মাকামাতের মোকাবিলায় লেখক এটি রচনা করেন।
২২. নাসীফ (نَاصِفٍ) ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে নাসীফ ইবনে জ্ঞানবল্যাত আল-ইমায়খিচী আল-দুবনানী আল-ইরাসুদী [মৃত্যু : ১২৮৭ হি.]। তাঁর মাকামাতের নাম **جَمْعُ السُّنَنِ**। তিনি হারীরীর অনুকরণে ৬০টি মাকামা রচনা করেন।
২৩. ইবরাহীম ইবনে আলী আল-আহমাদ আত-তারাবুদুসী [মৃত্যু : ১৩০৮ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম **مَقَامَاتُ الْأَحْدَبِ**। এতে তিনি হারীরীর অনুকরণে নব্বইটি মাকামা রচনা করেছেন। এ ছাড়া নৈতিকতা সম্পর্কিত আত্মও কথিত মাকামা রয়েছে। সেই রচনার নাম **قَرَائِدُ الْأَطْرَافِ**।

মাকামাতে হারীরীর রচনা কাল : শায়খ হিবাতুল্লাহ ইবনে ফখল বর্ণনা করেন যে, ৪৯৫ হিজরিতে মাকামাতে হারীরীর রচনা শুরু হয় এবং ৫০৪ হিজরিতে রচনা সমাপ্ত হয়। যাকারুল্লা মুহাসসিনীনের লেখক ইবনুল আসীরের বরাতে উপরিউক্ত বর্ণনার উপর আপত্তি উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, আল্লামা ইবনুল আসীরের মতে, মাকামা রচনার সূচনা কাল সম্পর্কে উল্লিখিত বর্ণনা সঠিক, তবে সমাপ্তির যে সন উল্লেখ করা হয়েছে তা সঠিক নয়। কারণ দুবায়স ইবনে সাদাকা আল-আসাদীর কণ্ঠ মাকামাতে হারীরীতে উল্লেখ রয়েছে। হারীরীর বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, দুবায়স ইবনে সাদাকা আল-আসাদী তখন একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন। অথচ মাকামাত রচনাকালে [অর্থাৎ, ৫০৪ হিজরির পূর্বে] তিনি ছিলেন একজন বালক। এটা মাকামাতের বর্ণনার সাথে মেল না। অতএব এটি মাকামাত রচনার সমাপ্তিকাল আরও পরে ধরা হয় তবে তা মাকামাতের বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

কিন্তু উপরিউক্ত আপত্তি ও তার উপাত্ত কিছুটা পর্যালোচনা ও বিবেচনার অবকাশ রাখে। কেননা দুবায়স ইবনে সাদাকা, যার নাম মাকামাতে হারীরীতে উল্লিখিত হয়েছে, তিনি বাগদাদের পার্শ্ববর্তী হিলা নামক অঞ্চল ও তার আশপাশের এলাকার স্বাধীন রাজা ছিলেন। তিনি ৪৬৩ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন। ৫০১ হিজরিতে তাঁর পিতা রাজা সাদাকা ইবনে মনসুর আব্বাসী খলীফা মুসতাজ্জিহর বি-আমরিয়াহর বাহিনীর হাতে নিহত হন এবং তিনি তাদের হাতে বন্দী হয়ে বাগদাদে নীত হন। পরবর্তীতে তিনি বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে ৫১২ হিজরিতে পুনরায় হিলায় গমন করলে হিলার অদিবাসীরা তাকে তাঁর পিতার স্থলে স্থলাভিষিক্ত করেন এবং তিনি হিলাবাসীর স্বাধীন রাজা হিসাবে অধিষ্ঠিত হন। ৫১৭ হিজরিতে খলীফা মুসতারশিদ বিলাহ ইবনে মুসতাজ্জিহর বিলাহর সাথে পুনরায় তাঁর বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং দীর্ঘ ১২ বছর যাবৎ তাদের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ চলতে থাকে। ৫২৯ হিজরিতে খলীফা মুসতারশিদ বিলাহ নিহত হলে দুবায়স ইবনে সাদাকাকে এ হত্যাকাণ্ডের জন্য অভিযুক্ত করা হয়। তারই জেদে হিসাবে প্রায় ১৭ বছর ক্ষমতায় থাকার পর তিনি ৫২৯ হিজরিতে এক আততায়ীর হাতে নিহত হন।

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, তাঁর বয়স যখন ৩২ বছর ছিল তখন মাকামাত রচনার সূচনা হয় এবং তাঁর বয়স যখন ৪১ বছরে উন্নীত হয় তখন মাকামাত রচনার কাজ সমাপ্ত হয় সুতরাং মাকামাত রচনার সময় দুবায়স ইবনে সাদাকা বালক ছিলেন -এ তথ্য সঠিক নয়। তবে এ থেকে এটুকু প্রমাণিত হয় যে, তখন তিনি রাজা হিসাবে ক্ষমতা লাভ করেন নি। হাঁ, পিতার শাসনামলেই হয়ত রাজ্যের কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন। সুতরাং হারীরী হয়তো দুবায়স ইবনে সাদাকা একজন প্রভাবশালী রাজপুত্র হিসাবে তার নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে মাকামাতে তার নাম উল্লেখ করে থাকবেন। অথবা ইবনুল আসীরের অভিমতটি যদি আংশিকভাবে সোনে নেওয়া হয় তবে বলতে হবে যে, উনচল্লিশতম মাকামাটি [যেখানে দুবায়স ইবনে সাদাকার নাম উল্লিখিত হয়েছে] হয়তো হারীরী দুবায়স ইবনে সাদাকা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তার নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে রচনা করেছেন, যা পরবর্তীতে বিন্যাসে উনচল্লিশতম মাকামা হিসাবে স্থান পেয়েছে। যেমন এটা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, আটচল্লিশতম মাকামাটি হারীরী প্রথম রচনা করেছিলেন, যা পরবর্তী বিন্যাসে আটচল্লিশতম স্থান লাভ করেছে।

খায়রুদ্দীন যিরিকলী বলেন, দুবায়স ইবনে সাদাকা হারীরীর সমসাময়িক ছিলেন এবং হারীরী তাঁর নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে তাঁর মাকামাতে দুবায়সের নাম উল্লেখ করেছেন। [দ্র. যিরিকলী, আল-আলাম, শিরো, দুবায়স ইবনে সাদাকা]

মাকামা রচনার ধরন : আল্লামা হারীরী তাঁর মাকামাত রচনায় বদীউ'য-যামান হামাদানীর অনুসরণ করেছেন এবং তাঁরই রচনাশৈলী অবলম্বন করেছেন। আল্লামা হারীরী তাঁর মাকামাতের ভূমিকায় বলেন :

“অতঃপর সে ব্যক্তি, যার ইঙ্গিত নির্দেশের সমতুল্য এবং যার আনুগত্য সৌভাগ্য স্বরূপ, তিনি আমাকে বদীউ'য-যামান হামাদানীর অনুকরণে কয়েকটি মাকামা রচনা করার জন্য ইঙ্গিত করলেন। ... এবং আমি দুঃখ-বেদনার শিকার হওয়া সত্ত্বেও পঞ্চাশটি মাকামা রচনা করলাম। তাতে রয়েছে যথার্থ ও রসাত্মক কথা, সহজ-মিষ্ট ও সাবলীল শব্দ, চমকপ্রদ বর্ণনা ও তার মর্গ-মুক্তা এবং সাহিত্যের চটকার ও দ্রুত কথাবার্তা। এর পাশাপাশি আমি তাকে কুরআনের আয়াত ও সুন্দর সুন্দর ইস্তিবহ বাক্যাবলি দ্বারা অলঙ্কৃত করেছি এবং আমি তাতে আরবি প্রবাদ-প্রবচন, সাহিত্যিক রম্য গল্প, ব্যাকরণিক ধাঁধা, আভিধানিক ফতওয়া, অভিনব পত্রাবলি, সালসার বক্তৃতামালা, ত্রুন্দনোদ্রেকের উপদেশাবলি ও মনোহর হাস্যরসাত্মক কথাবার্তা সংযোজন করেছি।”

আল্লামা হারীরী মাকামাতের পঞ্চাশটি মাকামার মধ্যে প্রথমে প্রথম মাকামাটি আধ্যাত্মিকতা বিষয়ক, পঞ্চম ও দশম মাকামাটি রসিকতা বিষয়ক এবং ষষ্ঠ মাকামাটি সাহিত্য বিষয়করূপে সম্পূর্ণ গ্রন্থ বিন্যস্ত করেছেন।

সে মতে লক্ষ্যণীয় যে, প্রথম মাকামাটিতে দুনিয়াবিমুখতা ও আল্লাহভীরুতা সম্পর্কিত একটি আবেদনশীল বক্তৃতা রয়েছে। এরপূর্বে প্রত্যেক দশকের প্রথম মাকামাটি দুনিয়াবিমুখতা বিষয়ক। তদ্রূপ প্রত্যেক দশকের ষষ্ঠ মাকামায় সাহিত্যের নতুন নতুন বিষয়াদি উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথম দশকের ষষ্ঠ মাকামায় তিনি এমন একটি পত্র উপস্থাপন করেছেন, যার শব্দাবলির মধ্যে

একটি শব্দ নুকতাবিহীন এবং তার পনের শব্দটি সম্পূর্ণ নুকতায়ুক্ত। এভাবে আলামা হারীর সম্পূর্ণ পত্রটি সমাপ্ত করেছেন।
পত্রটি সূচনা এ রকম :

اَلْكَرَمُ تَبَتَ اللّٰهُ حَبِشَ سَعُوْدُكَ يَرْيَنُ ، وَالْوَمُ غَضَ الدَّمْرِ جَفَنَ حَسُوْكَ يَشِيْنُ ، وَالْأَرْوَعُ يُوْجِبُ ، وَالْمَعُوْرُ
يُجِبُ وَالْحَلَّاحُ يُوْجِبُ وَالْمَاجِلُ يُوْجِبُ

দ্বিতীয় দশকের ষষ্ঠ মাকামায় লেখক আরবি সাহিত্যের আর একটি শৈলী উপস্থাপন করেছেন। তাতে এমন কিছু বাক্য উপস্থাপন করেছেন যেগুলো শুধু থেকে পঠিত হলে যে রকম বাক্য গঠিত হয়, বাক্যের শেষের দিক থেকে পড়লে ও তদ্রূপ শব্দ গঠন করা যায়। যেমন—

١. لَمْ أَخْلُقْ ٢. كَيْفَ رَجَاءً ٣. سَكَيْتُ كُلَّ مَنْ نَمَ لَكَ نَكِسٌ ٤. مَنْ يَرْبُ إِذَا بَرَّيْنُ ٥. لَذِيْ كُلِّ مُزْمَلٍ إِذَا
لَمْ يَمْلِكْ يَذَلُّ .

তৃতীয় দশকের ষষ্ঠ মাকামায় অপর একটি নতুন রচনাশৈলী প্রদর্শন করেছেন, যাতে একটি পত্রের প্রতিটি শব্দের একটি হরফ নুকতাবিহীন এবং পনের হরফটি নুকতায়ুক্ত। যেমন—

أَخْلُقُ سَيِّدًا تَحِبُّ ، وَيَعْقُوْبُهُ يَلْبُ ، وَقَرْنُهُ تَحْفُ ، وَنَأْيُهُ تَلْفُ ، وَخُلُقُهُ نَسْبُ ، وَقَطِيعَتُهُ نَصَبُ ، وَغَرْمُهُ ذَلِيْ ،
وَسَهْمُهُ تَاتِلِيْ ، وَظُلْفُهُ زَانُ ، وَقُرْنُهُ نَهْجُهُ بَانَ ، وَذِفْنُهُ قَلْبُ وَجَرَبُ ، وَنَعْتُهُ شَرْقُ وَغَرَبُ -

চতুর্থ দশকের ষষ্ঠ মাকামাটিতে রয়েছে বেশ কিছু ধাঁধা সাহিত্যের উপস্থাপনা। আর পঞ্চম দশকের ষষ্ঠ মাকামায় একরূপ দশটি বয়াত পেশ করেছেন, যেগুলোর প্রতিটি শব্দ নুকতাবিহীন। যেমন—

وَأَوْرِدِ الْأَمْلَ وَرَدَ السَّاحَ	أَعِدُّ لِعَسَاوِكَ حَدَّ السَّالَاحِ
وَأَعْمِلِ الْكَوْمَ وَسَمِرَ الرِّجَاحِ	وَصَارِمَ اللِّهَوِ وَوَضَلَ الْمَهَا
عِمَادَهُ لَا لِإِدْرَاعِ الْبِرَاحِ	وَأَسْعَ لِإِدْرَاكِ مَحَلِّ سَمَا
وَلَا مُرَادَ الْحَمَوِ رُوْدَ رَدَاحِ	وَاللِّهْمَا السُّوْدَهُ حَسْرَ الْبِلَاحِ

তারপর এমন ছয়টি বয়াত পেশ করেছেন, যার প্রত্যেক শব্দের প্রতিটি হরফ নুকতায়ুক্ত। যেমন— ওটি

يَنْجَحْنَ يَفْتَنُ غِبَّ تَجَنِّيْ	فَتَنَّتَنِيْ فَجَنَّتَنِيْ تَجَنِّيْ
غَنَجَ يَفْتَضِيْ تَغِيْضَ جَفَنِيْ	شَغَفَّتَنِيْ جَفَنَ ظَفِيْ غُضِيْضِ
يَزِيْ يَشْفُ بَيْنَ تَشْنِيْ	غَشِيَّتَنِيْ يَزِيْ تَشْنِيْ فَشْنِيْ

এরপর এমন পাঁচটি বয়াত পেশ করেছেন, যার প্রতি দুইটি শব্দের একটি সম্পূর্ণ নুকতাবিহীন, আর অপরটি সম্পূর্ণ নুকতায়ুক্ত।

যেমন— ওটি

وَلَا تُخَبُّ أَمْلًا تُصِفُ	إِسْمَعُ فَبْتُ السَّجَاحِ زَيْنُ
فَنَنْ أَمْ فِي السَّوَالِ خَلْفُ	وَلَا تُجِزْ رَدَّ ذِيْ سَوَالِ
مَالُ ضَنِينَ وَكَوْ تَقَشُّفُ	وَلَا تَطْنُ الدُّعُوْرَ تَبْنِيْ

এছাড়া আটশতম ও উনত্রিশতম মাকামায় এমন দুটি খুতবা রয়েছে, যার প্রতিটি শব্দ নুকতাবিহীন। যেমন— আংশিক

١. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمَنْدُوْجِ الْاَسْمَاءِ الْمَحْسُوْرَةِ الْاَلَاءِ الْوَارِثَةِ الْعَطَاءِ الْمَدْعُوْرِ لِحَسَنِ الْاَلْوَارِ ، مَالِكِ الْاُمَمِ وَمُصَوِّرِ
الرِّسْمِ ، وَاَهْلِ السَّجَاحِ وَالْكَرَمِ وَمُهْلِكِ عَادِ اِيْم إلخ -

٢. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمَلِكِ الْمَحْمُوْدِ الْمَالِكِ الْاَوْدَدِ مُصَوِّرِ كُلِّ مَوْلُوْدٍ وَمَالِكِ كُلِّ مَطْرُوْدٍ ، سَاطِعِ الرِّهَادِ وَمُوْعِدِ الْاَطْوَادِ

..... إلخ

মাকামাতে হারীরীতে ধাঁধা সাহিত্য : ধাঁধা মানে কৌতূহলজনক ও বুদ্ধি বিব্রমকারী প্রশ্ন বা এমন কোনো কৌতুকপূর্ণ কথা, যার বাহ্যিক অর্থ ভুল, অথচ পরোক্ষ অর্থ শুদ্ধ। সাহিত্যের এ শাখাটি এক সময় আরবি সাহিত্যে বেশ প্রচলন লাভ করেছিল। মাকামাতে হারীরীর বর্নিতম মাকামায় এরূপ একশটি ধাঁধা ও কৌতুকপূর্ণ মাসআলা রয়েছে, যেগুলোর বাহ্যিক অর্থ বুদ্ধি বিব্রমকারী বা অশুদ্ধ, কিন্তু পরোক্ষ দৃষ্টিতে সেগুলোর অর্থ শুদ্ধ ও বুদ্ধিজ্ঞাপক। যেমন : কেউ জিজ্ঞেস করল যে, অজু করার পর না'ল (نَل) প্রচলিত অর্থে সেভেল। স্পর্শ করলে তার বিধান কি? উত্তর দেওয়া হলো যে, অজু ভেঙ্গে যাবে। এ উত্তরটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভুল। কেননা অজু করার পর সেভেল স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয় না। কিন্তু পরোক্ষ অর্থে উত্তরটি সঠিক। কেননা আরবিতে না'ল (نَل) -এর আরেকটি অর্থ হলো ক্রীলোক [দ্র. লিসানুল আরব, نَل: মান্দা]। উল্লেখ্য যে, ইমাম শাফেই (র.)-এর মতে, অজু করার পর ক্রীলোককে স্পর্শ করলে অজু নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং ইমাম শাফেই (র.)-এর মাহাব অনুসারে উক্তিটি সঠিক।

মাকামাতে হারীরী রচনার প্রেক্ষাপট : মাকামাতে হারীরী রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায় :

১. মাকামাতে হারীরীর ভাষ্যকার শায়খ আবু সাঈদ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান মাসউদী পাঞ্জনেই [বান্নী] মাকামাত রচনার কারণ সম্পর্কে বলেন, আবু য়াদদ সারুজী নামক এক সুসাহিত্যিক ও মিষ্টি-মধুরভাবী অভাবী ব্যক্তি বসরা শহরের বনু হারাম মসজিদে হাজির হয়ে মসজিদে উপস্থিত লোকজনকে সশ্রদ্ধ সালাম জানিয়ে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও মনোমুগ্ধকর ভাষায় নিজের দুরাবস্থা ও অভাব-অনটনের কথা তুলে ধরে এবং এও জানায় যে, তার এক ছেলে রোমীয়দের হাতে বন্দী হয়েছে। মসজিদে তখন আল্লামা হারীরী সহ জ্ঞান-প্রিয় ও সাহিত্যরসিক লোকজন উপস্থিত ছিলেন। সবাই তার যাদুময় ভাষায় মুগ্ধ হলেন। ঘটনাক্রমে সেদিন আল্লামা হারীরীর কাছে বসরার বড় বড় জ্ঞানী-গুণী সাক্ষাতের জন্য এসেছিলেন। আল্লামা হারীরী তাদেরকে এ ঘটনা শুনান এবং তার যাদুময় ভাষার প্রশংসা করেন। তখন আগতদের প্রত্যেকেই আবু য়াদদ সারুজীর এ ধরনের আরও বহু কাহিনী বর্ণনা করেন। তারা এও জানান যে, এ লোকটি প্রত্যেক মসজিদে এভাবে বেশভূষা পরিবর্তন করে নানা কলা-কৌশলে নিজের গুণ-গরিমা প্রকাশ করে। মজলিসে উপস্থিত সকলেই তার বহুশ্রুতী ভাব ও যাদুময় ভাষার কথা শুনে অত্যন্ত আত্মবিস্মিত হন। এর উপর ভিত্তি করে আল্লামা হারীরী প্রথমে মাকামায়ে হারামিয়া [বর্তমান বিন্যাস অনুযায়ী, আটচল্লিশতম মাকামা] রচনা করেন। তারপর অন্যান্য মাকামাগুলো লিখেন।

আল্লামা ইবনুল জাওযীয বর্ণনা : ইবনুল জাওযী ও পূর্বনুরূপ কাহিনী বর্ণনা করে বলেন, আল্লামা হারীরী সর্বপ্রথমে মাকামায়ে হারামিয়া রচনা করে আক্বাসী খলীফা মুসতারশিদ বিল্লাহর মন্ত্রী শরফুদ্দীন আবু নাসুর আনোশেরাওয়া ইবনে খালিদ ইবনে মুহাম্মদ কাশানীর খেদমতে পেশ করেন। তিনি এটি দেখে আনন্দিত হন এবং এর সাথে এরূপ আরও মাকামা সংযোজন করার পরামর্শ দেন। সেমতে আল্লামা হারীরী এ নিয়মে পঞ্চাশটি মাকামা রচনা করেন।

আল্লামা হারীরীর পুত্র আবুল কাসিম আব্দুল্লাহও এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। -[দ্র. তারীখে ইবনে খাল্লিকান, ৪খ., পৃ. ৬৩]

২. ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকানের অভিমত : আল্লামা ইবনে খাল্লিকান হারীরী-তনয় আবুল কাসিম আব্দুল্লাহর বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন, আমি ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা পেয়েছি। কিন্তু আমি হিজরি ৬৫৬ সালের কোনো এক মাসে কায়রোতে মাকামাতের একটি কপি দেখছি, যা সম্পূর্ণরূপে হারীরীর নিজ হাতে লেখা। উক্ত কপির উপরে তাঁর হাতে লেখা রয়েছে যে, তিনি এটি খলীফা মুসতারশিদ বিল্লাহর মন্ত্রী জালালুদ্দীন আমীদুদ্দৌলাহ আবু আলী আল-হাসান ইবনে আবিল-ইয়্যু আলী ইবনে সাদাকর উদ্দেশ্যে রচনা করেছেন।

এরপর ইবনে খাল্লিকান মন্তব্য করেন যে, উপরিউক্ত বর্ণনাটি যেহেতু হারীরীর নিজ হাতে লেখা তাই এটি যে পূর্ববর্তী বর্ণনা অপেক্ষা অধিক বিশ্বস্ত তাতে কোনোরূপ সন্দেহ নেই। -[দ্র. তারীখে ইবনে খাল্লিকান, ৪খ., পৃ., ৬৪]

হারীরীর মাকামাত রচনা সম্পর্কে ডি়র রকম বর্ণনা : হারীরীর মাকামা রচনা সম্পর্কে এরূপ একটি কাহিনীও বলা হয়ে থাকে যে, তিনি প্রথমে চল্লিশটি মাকামা রচনা করেন এবং সেগুলো নিয়ে বাগদাদ গমন করেন। সেখানে রাজ-দরবারের লোকেরা মাকামাগুলো দেখে বিস্মিত হন এবং যে কোনো মানুষ যেহেতু সাধারণত এরূপ অলঙ্কার সমৃদ্ধ সাহিত্য রচনা করতে অক্ষম তাই এ মাকামাগুলো হারীরীর রচিত বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন নি। সুতরাং জৈনক মন্ত্রী মতাজতে উপরিউক্ত মন্ত্রী, যার পরামর্শে তিনি মাকামা রচনা করেছিলেন। তাঁকে পরীক্ষা করা ইচ্ছা করেন এবং উপস্থিত দরবারে তদনুরূপ একটি মাকামা রচনা করে দিতে বলেন। আদেশ পালনার্থে হারীরী দোয়াত ও কাগজ নিয়ে দরবারের এক কিনারায় বসে যান। কিন্তু তখন যে কোনো কারণেই হোক; তাঁর সাহিত্য রচনার ভাব জ্ঞাত হয় নি এবং তিনি সেখানে নতুন কোনো মাকামা রচনা করে দেখাতে সমর্থ

হন নি। পরে দেশে ফিরে এসে আর ও দশটি মাকামা রচনা করে মোট পঞ্চাশটি মাকামা পূর্ণ করেন। যারা হারীরীর মাকামাত রচনার যোগ্যতাকে অবিস্বাস করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কবি আবুল কাসিম আলী ইবনে আফলাহ [মৃত্যু : ৫৩৫ হি.] অন্যতম। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন—

بَتَيْفٌ عَشْنُونَهُ مِنَ الْهَوَسِ
رَمَاءُ وَسَطِ الدِّيَارِ بِالْغَرْسِ
شَيْعٌ لَنَا مِنْ رِيْعَمَةِ الْغَرْسِ
أَنْطَقَهُ اللَّهُ بِالنَّشَانِ كَمَا

“রাবী‘আতুল ফারাস অর্থাৎ, রাবী‘আ ইবনে নিয়ার-এর বংশোদ্ভূত আমাদের এক বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্তি রয়েছেন, তিনি উন্মাদনাবশত নিজের দাড়ি ছিঁড়েন। আল্লাহ তা‘আলা তাকে মশান [হারীরীর জন্য স্থান] - এ ভাষা-জ্ঞান দিয়েছেন, যেমনটি তাকে রাজ-দরবারের মাঝে বাকবোধ দ্বারা লাঞ্চিত করেছেন।” [দ্র. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১২খ., পৃ., ২০৬]

উল্লেখ্য যে, ইবনে দিময়্যাতীর বর্ণনা মতে, উপরিউক্ত শ্লোক দু’টি প্রখ্যাত আরবি বাঙ্গ কবিতা রচয়িতা কবি আবু মুহাম্মদ আল-হাসান ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হিক্কীনা হারীমী [মৃত্যু : ৫২৮ হি.] কর্তৃক রচিত। তবে সেখানে ‘رَمَاءُ كَمَا’-এর পরিবর্তে ‘الْجَمْعُ فِي الْغَرْسِ’-ও রয়েছে। [দ্র. তারিখে বাগাদাদ, পরিশিষ্ট, ১৯ খ., পৃ., ২২১]

পর্যালোচনা : মাকামা রচনার প্রেক্ষাপট আলোচনা প্রসঙ্গে দু’টি বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে এক বর্ণনায় বলা হয়েছিল যে, হারীরী ‘মাকামায়ে হারামিয়া’ লিখে আকবাসী খলীফা মুসতারশিদ বিল্লাহর মন্ত্রী শরফুদ্দীন আবু নাসর আনৌশেরাওয়া ইবনে খালিদ ইবনে মুহাম্মদ কাশানীর সামনে পেশ করলে তিনি তার সাথে আরও মাকামা রচনা করে সংযোজন করার পরামর্শ দেন। অপর বর্ণনায় বলা হয়েছিল যে, আল্লামা ইবনে খাল্লিকান ৬৫৬ হিজরিতে কায়রোতে হারীরীর নিজ হাতে লিখিত একটি কপি দেখেছেন। তার উপর লেখা রয়েছে যে, গ্রন্থটি তিনি আকবাসী খলীফা মুসতারশিদ বিল্লাহর মন্ত্রী জালালুদ্দীন আমীদুল্লাহ আবু আলী আল-হাসান ইবনে আবিল ইয়য আলী ইবনে সাদাকার উদ্দেশ্যে রচনা করেছেন। কিন্তু এ দু’টি বর্ণনার ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এর কোনটিই আপত্তির উর্ধ্বে নয়। কেননা, এটা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, মাকামাতে হারীরীর রচনাকাল হল, ৪৯৫ হিজরি থেকে ৫০৪ হিজরি পর্যন্ত। আর আকবাসী খলীফা মুসতারশিদ বিল্লাহ ৫১২ হিজরিতে খলীফা হয়েছেন এবং ৫১৩ হিজরিতে জালালুদ্দীন আমীদুল্লাহ আবু আলী আল-হাসান ইবনে আবিল ইয়য আলী ইবনে সাদাকা [মৃত্যু : ৫২২ হি.]-কে মন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন এবং ৫১৬ হিজরিতে তাকে মন্ত্রী পদ থেকে অব্যাহতি দেন। তারপর ৫১৭ হিজরিতে পুনরায় তাকে মন্ত্রিত্ব দান করেন এবং মৃত্যু [৫২২ হি.] পর্যন্ত তিনি মন্ত্রিত্বে বহাল থাকেন।

—দ্র. আয-যিরিক্লী, আল-আ‘লাম, ২ খ., পৃ. ২০২, শিরো. ইবনে সাদাকা, আল-হাসান ইবনে আলী ইবনে সাদাকা। অপরদিকে হারীরীর জীবনী সংকলক সকল নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে একমত যে, হারীরী ৫১৬ হিজরিতে ইনতিকাল করেন। সুতরাং পূর্বে উল্লিখিত মাকামাতে হারীরীর রচনাকাল সঠিক হলে উক্ত আকবাসীয় খলীফার মন্ত্রী আল-হাসান ইবনে আলীর মন্ত্রিত্বের সময়ের সাথে মিলে না। আর যদি ধরে নেওয়া হয় যে, উক্ত মন্ত্রীর মন্ত্রিত্ব লাভের পর ৫১৩ হিজরির পরে মাকামা রচনা শুরু করেছেন তবে তাও বিভিন্ন কারণে যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। প্রথমত এর সপক্ষে সুস্পষ্ট কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই, দ্বিতীয়ত সত্তর বছরের কাছাকাছি বয়সের বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্তি কর্তৃক মৃত্যুর পূর্ববর্তী তিন বছরের স্বল্প সময়ে মাকামাদের ন্যায় একটি বিষয়বস্তুর সাহিত্যালঙ্কার সমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা করা অসম্ভব না হলেও, দুষ্কর কি না তা ভেবে দেখার বিষয়। তৃতীয়ত হারীরীর জীবনীতে বলা হয়েছে যে, মাকামার রচনার পর হারীরীর সাহিত্য-প্রতিভার সুনাম ও সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে বহু লোক তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে ও তাঁর নিকট মাকামাত পড়তে ভিড় জমায়। এ কারণে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর নিজ হাতে মাকামাতের কপি করে ৭০০ [সাতশ] কপির মতো বিতরণ করতে হয়েছে এবং সে কপিগুলো তার সামনে পঠিতও হয়েছে। প্রশ্ন হয় যে, মাত্র তিন বছরের মতো স্বল্প সময়ের মধ্যে কখন মাকামা রচনা করলেন, কখন তার সুনাম-সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং কখন নিজ হাতে ৭০০ কপি অনুলিপি প্রস্তুত করলেন? বলা বাহুল্য যে, জীবনের শেষ ভাগে এসে তার পক্ষে এত বড় কাজ আত্মা দেওয়া কেবল দুষ্করই নয়, অসম্ভবই বলাতে হয়।

তা ছাড়া প্রথম বর্ণনায় উল্লিখিত মন্ত্রী শরফুদ্দীন আবু নাসর আনৌশেরাওয়া ইবনে খালিদ ইবনে মুহাম্মদ কাশানী সম্পর্কে ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, খলীফা মুসতারশিদ বিল্লাহ তাকে ৫২১ হিজরিতে মন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন। প্রায় দশ মাসের মতো মন্ত্রিত্ব করার পর তিনি স্বৈচ্ছ্যে মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দেন। এরপর ৫২৬ হিজরিতে খলীফা তাকে পুনরায় মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেন এবং ৫২৮ হিজরিতে তাকে মন্ত্রিত্ব থেকে অব্যাহতি দেন। [দ্র. ইবনু’ল আসীর, আল-কামিল, ৮ খ., পৃ. ৩৩৬, ৩৪৪]

সুতরাং এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তার মন্ত্রিত্ব লাভের অনেক পূর্বেই হারীরী ইনতিকাল করেন। কাজেই উক্ত দৃষ্ট বর্ণনার কোনটি আপত্তির উদ্দেশ্য নয়।

৩. মাকামাতে হারীরী রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তৃতীয় অভিমতটি হলো এই যে, মাকামাতে হারীরীর টীকাকার কারও কারও অভিমত স্বরূপ তৎকালীন বসরার শাসনকর্তার কথাও উল্লেখ করেছেন। অসম্ভব কিছু নয়, হযোতা আদ্বামা হারীরী “যার ইচ্ছা নির্দেশের সমতুল্য ও যার আনুগত্য সৌভাগ্য স্বরূপ” বলে তখনকার বসরার শাসনকর্তাকেও বুঝাতে পারেন।

প্রথম বর্ণনার স্বপক্ষে হারীরী-তনয় আবুল কাসিম আব্দুল্লাহর এটি বর্ণনা ইতিহাসে পাওয়া যায়; কিন্তু তা সন্দেহী ন। সুতরাং উপরিউক্ত সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক তথ্যের মোকাবিলায় তা গ্রহণযোগ্য নয়। তা ছাড়া স্বয়ং হারীরীও মাকামাতের ভূমিকায় মাকামা রচনার প্রেক্ষাপট বর্ণনা প্রসঙ্গে নির্দিষ্ট করে কারও নাম উল্লেখ করেন নি। তারীখে বাগদাদের পরিশিষ্টেও হারীরীর জীবদ্দশা আলোচনা করতে যেয়ে মাকামাত রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে হারীরীর একটি বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। তা থেকে জানা যায় যে, তৎকালীন বাদশার জৈনক মন্ত্রীসহ কতিপয় জ্ঞানী-তপী তাঁর প্রথম রচিত মাকামায়ে হারামিয়ায় [আটচল্লিশতম মাকামা] সেই তদনুরূপ আরও মাকামা রচনা করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। আর এটা জানা কথা যে, ইতিপূর্বে মাকামাতের রচনাকাল উল্লেখ করা হয়েছে সেই সময়টি ছিল আব্বাসী খলীফা মুসতাজহির বিদ্বাহর শাসনামল। তিনি ৪৮৭ হিজরি থেকে ৫১২ পর্যন্ত খিলাফত পরিচালনা করেন। অতএব উক্ত বর্ণনা থেকে এটা সহজে অনুমিত হয় যে, খলীফা মুসতাজহির বিদ্বাহর কোনো মন্ত্রী আদ্বামা হারীরীকে মাকামাত লেখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

৪. মাকামাতে হারীরীর ভাষ্যকার আদ্বামা আবুল আব্বাস শারীশী এ সম্পর্কে ভিন্ন অভিমত পোষণ করেন, যা ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় অধিক নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়। তিনি তাঁর রচিত মাকামাতের ভাষ্যগ্রন্থে বলেন, “তবে আমার মতে, শায়খ আবু বকর ইবনে আযহারের সূত্রে বর্ণিত ফকীহ আবুল কাসিম ইবনে জাহওয়ার এর অভিমতটিই সঠিক। ... ইবনে জাহওয়ার বলতেন, আদ্বামা হারীরীর **فَسَارَسَ إِسْرَائِيلَ حَكْمًا** এ উক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য খলীফা মুসতাজহির বিদ্বাহ আব্বাসী। ... খলীফ মুসতাজহির বিদ্বাহ যখন তাঁকে মাকামা লেখার নির্দেশ দেন তখন তিনি প্রত্যহ সকাল-বিকাল দিজলা ও ফেরাতের তীরে হাঁটতেন এবং সবুজ-শ্যামল প্রকৃতি ও জলরাশি অবলোকন করে মনকে সতেজ ও সজীব করে তুলতেন। ... এভাবে তিনি একশটি মাকামা রচনা করেন। পরবর্তীতে তিনি তা থেকে নির্বাচিত পঞ্চাশটি মাকামা রেখে বাকিগুলো ফেলে দেন এবং কিতাবের একটি ভূমিকা লিখে তা খলীফার নিকট নিয়ে যান। যার ফলে তিনি খলীফার নিকট বেশ উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন।

—[শারহুল মাকামাত, ১ খ., পৃ. ২৭-২৮]

দ্বিতীয় বর্ণনা হিসাবে ইবনে খাল্লিকানের যে বর্ণনাটি উল্লেখ করা হয়েছে তাও উপরিউক্ত ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণের মোকাবিলায় নির্ভরযোগ্য বলে ধরে নেওয়া কঠিন। তা ছাড়া হারীরীর ইনতিকালের ১৪০ বছর পরে কায়রোতে প্রাপ্ত কপিটির বর্ণনা প্রকৃষ্ট হওয়ায়ও অবকাশ রয়েছে যথেষ্ট। আর যদি তা সত্য বলে ধরে নেওয়াও হয় তবে অবশ্যই বলতে হবে যে, আবু আলী আল-হাসান ইবনে আলী ইবনে সাদাকা খলীফা মুসতারশিদ বিদ্বাহর মন্ত্রী হওয়ার পূর্বেই অন্য কোনো পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে আদ্বামা হারীরীকে মাকামাত লেখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু পরে যেহেতু তিনি খলীফা মুসতারশিদ বিদ্বাহর মন্ত্রী হয়েছিলেন তাই তাঁকে খলীফার মন্ত্রী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

অপবাদ : ইয়াকুত হামাবী বলেন, কোনো কোনো নিন্দুক এ অপবাদ দিয়েছে যে, মাকামাত আদ্বামা হারীরীর রচনা নয়; কেননা মাকামাতের ভাষা ও সাহিত্যালঙ্কার তাঁর অন্যান্য রচনাবলির সাথে সামঞ্জস্যহীন। এটি অন্য এক ব্যক্তির রচনা। লোকটি তাঁর বাড়িতে মেহমান ছিলেন এবং সে অবস্থায় লোকটি ইনতিকাল করেন। হারীরী সেই মৃত ব্যক্তির কিতাবটি নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছেন।

কেউ কেউ বলেন, আরবরা একটি যাত্রীদলকে আটক করেছিলেন। সেই যাত্রীদলের আসবাব পত্রের মধ্যে একটি থলিও ছিল। থলিটি আরবের লোকেরা বসরার বাজারে নিয়ে বিক্রি করে। সেই থলিতে এই মাকামাত কিতাবখানি ছিল। হারীরী মাকামাতসহ সেই থলিটি ফ্রয় করে দাবি করলেন যে, এ মাকামাত তাঁর রচনা। —[মু'জামুল উদাবা, ৪খ., পৃ. ৫৯৯]

কিন্তু উপরিউক্ত নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদির সামনে এসব বর্ণনা একেবারেই নিরর্থক।

মাকামাতে হারীরীর রেওয়াজাত : মাকামা সাহিত্য একটি সাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। ঘটনা যার দ্বারা সংঘটিত হয় তাকে গল্প ও উপন্যাস সাহিত্যের পরিভাষায় আরবিতে **الْبَطْلُ** এবং বাংলায় চরিত্র বা নায়ক বলা হয়। যেমন : মাকামাতে হারীরীতে আবু য়ায়দ সারুজী ও মাকামাতে বাদী'তে আবুল ফা'ত্‌হ ইসকানদারী। এরূপ নায়কের সাথে অপর এক

ব্যক্তির গভীর সম্পর্ক ও নিবিড় পরিচয় থাকে, যে উক্ত নায়কের প্রতিটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করে, প্রত্যেক মজলিসে তার কথা শুনে এবং আকস্মিকভাবে তার প্রতিটি রহস্যস্থলে হাজির হয়। অতঃপর তার ভালো-মন্দ যাই জানুক, জনসমক্ষে তা বর্ণনা করে। এক্ষণ ব্যক্তিকে রাবী [বর্ণনাকারী] বলা হয়। যেমন : মাকামাতে বানী তে ইসা ইবনে হিশাম ও মাকামাতে হারীরীতে হারিস ইবনে হাম্মাম।

মাকামাতে হারীরীতে হারিস ইবনে হাম্মামকে রাবী অর্থাৎ গল্পগুলোর কল্পিত রূপকার হিসাবে আখ্যায়িত করা হলেও প্রকৃতপক্ষে আল্লামা হারীরী এর দ্বারা নিজেকেই বুঝিয়েছেন এবং তাঁর আবাসস্থল বসরার প্রতি নিসবত করে হারিস ইবনে হাম্মামকে বসরার অধিবাসী হিসাবে পেশ করেছেন। হারীরী তাঁর গল্পগুলোর কল্পিত রূপকার তথা নিজের ছদ্মনাম হিসাবে এ দুটি নাম চয়ন করার কারণ এই যে, এ দুটি নামকে এক হাদীসে সত্যতম নাম বলা হয়েছে। হাদীসটি এই :

عَنْ أَبِي رَجَبٍ الْجَنْسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَسَمَّا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ ، وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثُ وَهَمَامٌ ، وَأَفْحَحُهَا حَرْبُ وَمَرْجُ . (رواه أبو داود في كِتَاب الْأَدَبِ ، بَابُ فِي تَغْيِيرِ الْأَسْمَاءِ ٢ : ٦٧٤ ، رَفْعُ الْحَوِيثِ : ٤٩٤٠ ، وَرواه أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ ٤ : ٣٤٥ ، رَفْعُ الْحَدِيثِ : ١٨٥٥٣)

“হযরত আবু ওয়াহাব জুশামী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা নবীদের নামে নামকরণ কর। আর আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাধিক প্রিয়তম নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান, সত্যতম নাম হচ্ছে হারিস ও হাম্মাম এবং নিকটতম নাম হচ্ছে হরব ও মুররা। [আবু দাউদ, আহমদ]

হারীসের ভাষ্যকারগণ বলেন, حَارِثُ মানে উপার্জনকারী, অন্বেষণকারী এবং هَمَامٌ মানে প্রত্যয়ী, সংকল্পবদ্ধ, বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণকারী। যেহেতু সকল মানুষ নিজের স্বার্থ ও লক্ষ্য অর্জনে এবং উদ্দিষ্ট বিষয়ের অন্বেষণে ব্রতী হয় এবং সকলে নিজ নিজ কর্মে প্রত্যয়ী ও সংকল্পবদ্ধ হয়ে তাই এ দুটি নামকে সত্যতম নাম বলা হয়েছে।

এ ছাড়াও এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী হিসেবে আরেকটি বাক্য পেশ করা হয়ে থাকে। তা হলো, كَلِمَةُ حَارِثٍ عَلَيْكُمْ “তোমাদের প্রত্যেকেই উপার্জনকারী এবং তোমাদের প্রত্যেকেই প্রত্যয়ী।” এই বাণীটি যেহেতু উপরিউক্ত শব্দে সনদ সহকারে কোনো হাদীসের কিতাব সংকলিত হয় নি, তাই হাফিজ ইবনে কাসীর রহ. [মৃত্যু : ৭৭৪ হি.] এটিকে দলিল স্বরূপ পেশ না করে পূর্বোক্ত হাদীসটি পেশ করেছেন। - [আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১২ খ., পৃ. ২০৫]

আবু যায়দ সারুজীর পরিচয় :

মাকামাতে হারীরীতে ঘটনার নায়ক হিসাবে আবু যায়দ সারুজীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর ব্যক্তি পরিচয় সম্পর্কে ইতিহাসবিদগণের বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়।

১. প্রথম অভিমত এই যে, আবু যায়দ সারুজী নামক এক অভাবী ব্যক্তি বসরার বনু হারাম মসজিদে উপস্থিত লোকজনের সামনে মিষ্টি-মধুর ভাষায় তার অভাব-অনটনের কথা উপস্থাপন করে এবং তাদের সাহায্য প্রার্থনা করে। তার বক্তৃতা শুনে মসজিদে উপস্থিত লোকজন অভ্যস্ত মুগ্ধ হন। আল্লামা হারীরী যেহেতু তাকে কেন্দ্র করেই প্রথমে মাকামাতে হারামিয়া [আটচল্লিশতম মাকামা] রচনা করেন, তাই তিনি সেই নামটিকেই মাকামাতের অন্য সকল গল্পের মূল নায়কের নাম হিসাবে গ্রহণ করেন। - [তারীখে বাগদাদ, পরিশিষ্ট, ১৯ খ., পৃ. ২২০; তারীখে ইবনে খাল্লিকান, ৪ খ., পৃ. ৬৩]
২. দ্বিতীয় অভিমতটি হচ্ছে, আবু যায়দ সারুজীর মূল নাম মুতাহহার ইবনে সাল্লার [মতান্তরে সাল্লাম] আবু যায়দ সারুজী তাঁর উপনাম। তিনি হারীরীর ছাত্র ছিলেন। হারীরী তাঁর ছাত্রের নামটিকেই মাকামা গল্পের মূল নায়কের নাম হিসাবে ব্যবহার করেন। আবুল ফাতহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনুল মানদায়ী আল-ওয়াসিতি বলেন, তিনি [মুতাহহার ইবনে সাল্লার] ৫৩৮ হিজরিতে যখন ওয়াসিট নগরীতে আমাদের নিকট আসেন তখন আমি তাঁর নিকট হারীরী-রচিত মূলহাফুল ই'রাব [পদ্যে রচিত ইলমে নাহব-এর গ্রন্থ] পাঠ করি। এরপর তিনি বাগদাদে ফিরে যান এবং সেখানে তিনি কিছুকাল পর [৫৪০ হিজরির কাছাকাছি কোন সময়] ইনতিকাল করেন।

-[দ্র. আয-যিরিকলী, আল-আ'লাম, ৭ খ., পৃ. ২৫৩, শিরো আল-মুতাহহার ইবনে সাল্লার, আবু যায়দ সারুজী।]

৩. তৃতীয় অভিমতটি হচ্ছে, আল্লামা হারীরী তাঁর মাকামা গল্পগুলোর নায়ক হিসাবে যে আবু যায়দ সারুজীকে উপস্থাপিত করেছেন তার বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব নেই। এটি তাঁর গল্পের কাল্পনিক চরিত্র মাত্র।

-[ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১২ খ., পৃ. ২০৫]

উল্লেখ্য যে, মাকামাতে হারীরীর মূল কাহিনী-চরিত্র আবু যায়দ সারুজী। তার ঘটনাবলির প্রত্যক্ষদর্শী ও বর্ণনাকারী হারিস ইবনে হাম্মাম। আশ্চর্য্য হারীরীর গল্পের বর্ণনা মতে, আবু যায়দ সারুজীর সাথে হারিস ইবনে হাম্মামের প্রথম পরিচয় হয় ইয়ামামের রাজধানী সান'আয়। সেখানে হারিস ইবনে হাম্মাম আবু যায়দকে একটি মজলিসে বক্তৃতা করতে দেখেন। এরপর একের পর এক বহু মজলিসে আবু যায়দের সাথে হারিস ইবনে হাম্মামের সাক্ষাৎ ঘটে। সব জায়গায় আবু যায়দের আচার-আচরণগুলো চাতুর্ঘমূলক। তিনি সাহিত্যের সকল প্রকার কলাকৌশল সম্পর্কে দক্ষ ও অভিজ্ঞ সাহিত্য-পণ্ডিত। প্রায় তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য শেষ মাকামায় এসে আবু যায়দ সারুজীর আচার-আচরণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। তিনি নিজের চাতুর্ঘমূলক কার্যকলাপ থেকে তওবা করেন এবং অতীতের অসত্য কথাবার্তার জন্য লজ্জিত ও অশ্রুসিক্ত হন। আশ্চর্য্য তা'আলার দরবারে কাল্পাটিক করে বলেন :

أَفْرَطْتُ فَيْسَهُمْ وَأَعْتَدْتُ	أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ ذُنُوبٍ
وَرَحْتُ فِي الْغَيِّ وَأَعْتَدْتُ	كَمْ خُصْتُ بَعْرَ الصَّلَاةِ جَهْلًا
وَأَخْلَلْتُ وَأَخْلَلْتُ وَأَفْتَرْتُ	وَكَمْ أَطَعْتُ الْهَوَىٰ إِغْتِرَارًا
إِلَى الْمَعَاصِي وَمَا وَبَيْتُ	وَكَمْ خَلَعْتُ الْعِذَارَ رَكْضًا
إِلَى الْخَطَايَا وَمَا أَنْتَهَيْتُ	وَكَمْ تَنَاهَيْتُ فِي التَّخَطُّي
نَسْبًا وَلَمْ أَجِنِ مَا جَنَيْتُ	فَلْيَتَنَبَّهْنِي قَبْلَ هَذَا
مِنَ الْمَسَامِيهِ الَّتِي سَعَيْتُ	فَالْمَوْتُ لِلْمُجْرِمِينَ خَيْرٌ
لِلْعَفْوِ عَنِّي وَإِنْ عَصَيْتُ	بَارَبِّ عَفْوًا فَأَنْتَ أَفْلُ

অনুবাদ :

১. আমি আশ্চর্য্য তা'আলার নিকট এমন সব গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করি, যেগুলোর ব্যাপারে আমি বাড়াবাড়ি করেছি এবং সীমালঙ্ঘন করেছি।
২. বহুকাল যাবৎ মূর্খতাভাবশত ভ্রষ্টতার সমুদ্রে ডুব দিয়ে রয়েছি এবং এবং সকাল-সন্ধ্যা গোমরাহীর মধ্যে অতিবাহিত করেছি।
৩. বহুদিন ধোঁকায় পড়ে মনের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করেছি, দম্ব-অহঙ্কার করেছি, অন্যায়ভাবে অন্যের অধিকার খর্ব করেছি, অন্যের উপর অপবাদ দিয়েছি।
৪. বহুকাল যাবৎ মনের খেয়াল-খুশির অনুসরণে গুনাহ-খাতার প্রতি ধাবিত রয়েছি এবং এ থেকে পিছপা হইনি।
৫. বহুদিন অন্যায়-অপরাধের পথে পদচারণায় চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছেছি, অথচ তা থেকে বিরত হইনি।
৬. আহা! আমি যদি এসব অপরাধকর্ম করার পূর্বে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম এবং আমি যে সব অপরাধ করেছি তা না করতাম।
৭. সুতরাং আমি যেসব কর্মকাণ্ডের প্রতি ধাবিত হয়েছি তার চেয়ে মৃত্যাই অপরাধীদের জন্য শ্রেয়।
৮. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে অনুগ্রহপূর্বক ক্ষমা করুন। কেননা আপনি আমার অন্যায়-অপরাধ ক্ষমা করার অধিকারী, যদিও আমি পাপাচার করেছি।

এরপর হারিস ইবনে হাম্মাম যখন জানতে পারলেন যে, আবু যায়দ সারুজী তাঁর পূর্বের অসমীচীন কর্মকাণ্ড থেকে তওবা করেছেন এবং বাস্তবিক পক্ষে তিনি দুনিয়া-বিমুখতা ও আল্লাহভীরুতার পন্থা অবলম্বন করেছেন, তখন তাকে দেখার জন্য হারিস ইবনে হাম্মাম সারুজী সফর করেন। সেখানে গিয়ে দেখেন, আবু যায়দ প্রকৃত পক্ষেই সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে গেছেন। তাঁর কপালে সিঁজার দাগ বিকশিত হয়ে আছে। তিনি সদাসর্বদা সম্পূর্ণরূপে ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকেন। রাতে তাহাজ্জুদের নামাজ থেকে অবসর হওয়ার পর নিজের অতীত জীবন বিনষ্ট হওয়ার প্রতি আক্ষেপ করে এমন কিছু বয়াত গুণগুণ করে পড়তে থাকেন, যা শুনে হারিস ইবনে হাম্মামও অশ্রু ভারাক্রান্ত হন। সেই চেতনাসজ্জীবনী বয়াতগুলোর কয়েকটি শ্রোত্র এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে :

১. خَلَّ الْأَوَّارَ الْأَرْبَعِ وَالْمَهْدِ الْمَرْبَعِ وَعَدَّ عَنْهُ وَدَّعَ سَوَدَتْ فِيهِ الصُّحُفَا عَلَى الْقَيْصِ السُّنْبِ مَا نَمَّا أَبَدَتْهَا
২. وَأَنْدَبَ زَمَانًا سَلَفًا وَلَمْ تَزَلْ مُعْتَكِفًا كَمْ لَيْلٍ أَوْ دَعَتْهَا لِشَهْوَةٍ أَطْعَمَتْهَا
৩. فَمِنْ مَرْقَدٍ وَمَضْجِعِ فَمِنْ خَزِيَةٍ أَحْدَثَتْهَا لِمَلْعَبٍ وَمُرْبِيعِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ الْعُلَى صَدَقَتْ فِيمَا تَدْعِي
৪. وَكَمْ خَطَى حَشْنَتْهَا وَتَوْبَةٍ نَكَلَتْهَا وَكَمْ تَجَرَّاتٍ عَلَى وَلَمْ تَرَأَيْهَا وَلَا

৬. قَالَيْسَ شِعَارَ النَّدَمِ قَبْلَ زَوَالِ الْقَدَمِ وَأَخْضَعَ خَضَعُ الْمَعْتَرِفِ وَأَعْصَى هَوَاكَ وَأَنْحَرِفِ
৭. وَأَسْكَبَ شَايِبَ الدَّمِ وَقَبِلَ سُورَ الْمَصْرَعِ وَلَكْذَ مَلَاذَ الْمُقْتَرِفِ عَنْهُ أَنْجَرَاتِ الْمُقْلِعِ وَمُعْظَمُ الْعُمَرِ فَنِي
৮. أَلَا مَنَسَهُ وَتَنِي فِيمَا يَهْضُرُ الْمُقْتَنِي أَمَّا تَرَى الشَّيْبَ وَخَطَّ وَمَنْ يَلْعَ وَخَطَّ الشُّمُطِ وَيَحْكُ يَا نَفْسُ احْرُصِي وَطَارِعِي وَأَخْلِيصِي
৯. وَلَسْتُ بِالنَّزْدِيعِ وَخَطَّ نِي الرَّأْسِ خَطَّ يَفْقُدُهُ فَقَدْ نَعِي عَلَى أَرْجَادِ الْمَخْلُصِ وَأَسْتَجِيبِي النَّصْحَ وَيَسِي
১০. أَلَا مَنَسَهُ وَتَنِي فِيمَا يَهْضُرُ الْمُقْتَنِي أَمَّا تَرَى الشَّيْبَ وَخَطَّ وَمَنْ يَلْعَ وَخَطَّ الشُّمُطِ وَيَحْكُ يَا نَفْسُ احْرُصِي وَطَارِعِي وَأَخْلِيصِي
১১. وَأَعْتَبِرِي بِسَمْنِ مَضَى وَأَخْشِي مَفَاجَاةَ الْقَضَا وَحَاذِرِي أَنْ تُخْدَعِي

১২. يَا مَنْ عَلَيْهِ الْمَسْكَلُ لَمَّا اجْتَرَحْتَ مِنْ زَلَلٍ فَأَغْفِرْ لِعَمَلِ مُجْتَرِمٍ فَأَنْتَ أَوْلَى مِنْ رَجِمٍ
১৩. قَدْ زَادَ مَا بِي مِنْ وَجَلٍ فَمِنْ عُنَى الْمُضْجِعِ وَأَرْحَمُ بِكَاهِ الْمُنْجِمِ وَخَيْرُ مَدْعُو دُعَى

অনুবাদ :

১. ভূমি বাড়ি-ঘর ও বসন্তকালের আবাসস্থল এবং বিদায়ী সমাধি জ্ঞাপনকারী সফর উদ্যোগী বন্ধুর স্মৃতিচারণ পরিচয়গণ কর। আর তার আলোচনা থেকে দূরে থাক এবং তা ছেড়ে দাও।
২. অতীতে হারিয়ে যাওয়া সময়ের জন্য অশ্রু বিসর্জন দাও, যে সময়গুলোতে তুমি নিজের আমলনামাসমূহকে কালিমালিঙ্গ করেছ। আর তুমি মন্দ ও নিন্দনীয় কাজে নিরবধিভাবে ব্যাপৃত রয়েছ।

৩. বহু রাত এমন কেটেছে, যে রাতগুলোতে তুমি পাপকর্মের যোগান দিয়েছ, যে পাপকর্মগুলোকে তুমি নিজেই নতুন করে উদ্ভাবন করেছ। তুমি শয্যা ও বিশ্রামের জায়গায় মনের কামনার আনুগত্য করেছ।
৪. তুমি এমন লাঞ্ছনাকর ক্ষেত্রে বহু কদম ফেলেছ, যা তুমিই উদ্ভাবন করেছ। আর খেলাধুলা ও ভোগ-বিলাসের বশীভূত হয়ে তুমি বহুবার তওবা ভঙ্গ করেছ।
৫. তুমি বহুবার উর্ধ্ব আকাশের মালিক আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধাচরণে দুঃসাহস দেখিয়েছ। আর তুমি তাকে ভয় করনি এবং তুমি যা দাবি কর তাতে তুমি সত্যবাদী হওনি।
৬. সুতরাং তুমি লজ্জার পোশাক পরিধান কর এবং তোমার পা বিচ্যুত হওয়ার পূর্বে এবং অন্তঃ পতন তথা মৃত্যুর পূর্বে তুমি রুধিরাক্তে বিসর্জন দাও।
৭. আর তুমি অপরাধ স্বীকারকারীর মতো বিনত হও এবং পাপাচারীর আশ্রয় গ্রহণ করার মতো আশ্রয় গ্রহণ কর। তুমি তোমার রিপূর কামনার বিরুদ্ধাচরণ কর এবং নির্দোষ ব্যক্তির মতো তুমি এ থেকে ফিরে থাক।
৮. তুমি কতদিন যাবৎ ভুল করবে এবং আরাধ্য কর্মে দুর্বলতা ও অলসতার শিকার হবে। অথচ জীবনের অধিকাংশ সময় সাফল্যান্বিত ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর কর্মকাণ্ডে বিনষ্ট হয়ে গেছে, অথচ তুমি বিরত হচ্ছ না।
৯. তুমি দেখছ না, চুলের শুভতা ছড়িয়ে পড়েছে এবং মাথায় রেখাপথ অঙ্কিত হয়েছে। আর যার মাথার চূর্ণকুন্তলে সাদা-কালো চুলের সংমিশ্রণ ঘটেছে সে [যেন] মৃত্যুবরণ করেছে।
১০. আহা, হে মন, তুমি নিষ্ঠুর পস্থা ঝুঁজতে অগ্রসরী হও। তুমি আনুগত্য কর এবং নিজেকে নিখাদ কর, তুমি উপদেশ শোন এবং তা আত্মস্থ কর।
১১. যারা অতীত যুগে অতিবাহিত হয়েছে এবং দুনিয়া থেকে চলে গেছে তাদের [জীবন] থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। আকস্মিক মৃত্যুকে ভয়কর এবং তুমি প্রতারণিত হওয়ার প্রতি সতর্ক থাক।
১২. হে আশ্রয়স্থল সত্তা, আমার বিনষ্ট হয়ে যাওয়া অতীত জীবনে আমার যে সকল পদাঙ্কল প্রকাশ পেয়েছে তজ্জন্য আমার ভয় ও আশঙ্কা বেড়ে গেছে।
১৩. সুতরাং বগবা শুনাহগার বান্দাকে তুমি ক্ষমা করে দাও এবং তার বিগলিত অশ্রুপূর্ণ কান্নার প্রতি দয়া কর। কেননা তুমিই সবচেয়ে বড় দয়াশীল, আর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট প্রার্থিত সত্তা, যাকে ডাকা হয়েছে।

আবু য়াদ সারুজীর এ আবেগপূর্ণ শ্লোকগুলো শুনে হারিস ইবনে হাম্মামও অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন। তারপর আবু য়াদদের পেছনে ইকতেদা করে ফজরের নামাজ আদায় করেন। তারপর বিদায় নেওয়ার উদ্দেশ্যে আবু য়াদদের দিকে অগ্রসর হন এবং তাকে উপদেশের জন্য অনুরোধ করেন। আবু য়াদ তাঁর জবাবে বলেন, *جَمَلُ الْمَرْءِ نَصَبُ عَيْنَيْهِ* [মৃত্যুর প্রতি সর্বদা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখুন।] তারপর বলেন, *وَمَهْلِكُ فِرَاقِ بَيْنِي وَبَيْنَكَ* "আর এটা আমার ও আপনার মধ্যকার সম্পর্কের বিচ্ছেদ।"

হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন—

لَوَدَعْنَهُ وَعَبْرَاتِي يَتَحَدَّرَنَّ مِنَ السَّائِي، وَزَفَرَاتِي يَتَصَعَّدَنَّ مِنَ الرَّاقِي، وَكَانَتْ هَذِهِ خَاتِمَةَ التَّلَاقِي.

"অতঃপর আমি যখন তাঁকে বিদায় জানালাম তখন আমার অশ্রু চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে এবং বক্ষ থেকে উষ্ণ শ্বাস উঠছে। এ ছিল আমাদের শেষ সাক্ষাৎ।"

সাহিত্যিকদের দৃষ্টিতে মাকামাতে হারীরী : আত্মা ইয়াকুত হামাবী বলেন, আরবি সাহিত্যের জগতে মাকামাতে হারীরী যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তা অন্য কোনো সাহিত্য গ্রন্থ লাভ করতে পারে নি। কেননা এতে প্রকৃত উৎকৃষ্ট সাহিত্য ও অলঙ্কারের সমন্বয় ঘটেছে। এর শব্দ ভাণ্ডারের পরিবাস্তি বিশাল। সাহিত্যালঙ্কারের বেয়াদা নীতিমালাগুলো ছিল তাঁর আওতাধীন। যেন শব্দ, ভাষা ও অলঙ্কারের ভাণ্ডারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতে রয়েছে, তিনি যেভাবে ইচ্ছা শব্দ চয়ন করেন ও তার বিন্যাস করেন।" —[মু'জামুল উদাবা, ৪খ., পৃ. ৬০০]

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ নিকলসন বলেন, মাকামাতে হারীরী বসরাবাসীর প্রাচীন ঐতিহ্য ও সভ্যতা-সংস্কৃতির এক অনুপম নিদর্শন। মাকামাতে হারীরীর ভাষাকার প্রখ্যাত নাহ্‌বিদ আবুল ফাত্তহ নাসির ইবনে আব্দুস-সায়্যিদ আল-মুতারিরী [মৃত্যু : ৬১০ হি.] বলেন,

إِنِّي لَمْ أَرَنِى كُتِبَ الْعَرَبِيَّةَ وَالْأَدَبَ، وَلَا فِى تَصَانِيفِ الْعَجَمِ وَالْعَرَبِ، كِتَابًا أَكْثَرَ تَالِيَةً، وَأَعْجَبَ تَصْنِيفًا، وَأَغْرَبَ تَرْصِيفًا، وَأَشْمَلَ لِلْعَجَائِبِ الْعَرَبِيَّةِ، وَأَجْمَعَ لِلْفَرَائِىِ الْأَدَبِيَّةِ، مِنْ الْمَقَامَاتِ الَّتِى أَنْشَأَهَا الْحَرِيرِيُّ أَنْشَاءً، نَائِجًا وَكِتَابًا بَاهِرًا، وَتَصْنِيفًا عَجِيبًا مُعْجَزًا، نَعَمَ كِتَابٌ يَذِيعُ، لَهُ قَدَرٌ رَفِيعٌ، قَدَرْتُكَ حَسَنَةً، وَدَلْتُ عَلَى الْإِعْجَازِ أَبَاتُهُ. (كُتُبُ الظُّنُونِ، ج ٢، ص ١٧٨٩)

“আরবি ভাষা ও সাহিত্যের গ্রন্থরাজির মধ্যে এবং আরব ও অনারবদের রচনাবলির ভাগারে হারীরী রচিত মাকামাতের চেয়ে উৎকৃষ্ট, বিমুগ্ধকর ও অতিশয় সুবিন্যস্ত গ্রন্থ এবং আরবি ভাষার বিশ্বকর বিষয়াদি ও আরবি সাহিত্যের দুর্লভ রত্নমালায় সমৃদ্ধ কোনো রচনা আমি দেখিনি। মাকামা একটি গৌরবজনক সৃষ্টি, প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ও এক অনুপম বিশ্বকর রচনা। একটি এমন এক অভিনব গ্রন্থ যার মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে, তার সমূহ সৌন্দর্য পূর্ণতা পেয়েছে এবং তার নিদর্শনসমূহ তার অনুপমত্বের স্বাক্ষর বহন করে।” —[কাশফুজ জুনুন, ২খ., পৃ. ১৭৮৯]

ড. যকী মুবারক [মৃত্যু : ১৩৭১ হি.] তাঁর *الْفَرْقُ الْبَاطِنُ فِي الْقَرْنِ الرَّابِعِ* গ্রন্থে লেখেন, যারা মাকামা সাহিত্য দ্বারা প্রভাবান্বিত, তারা যখন মাকামা সাহিত্যের অনুসরণ করতে সচেষ্ট হন তখন তাদেরকে আমরা হারীরীর শিষ্য ও অনুসারী হিসেবে দেখতে পাই। অনেকেই হারীরীর ন্যায় শাস্তিক অলঙ্কারের প্রতি সম্যক দৃষ্টি রেখে সাহিত্য রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে কম সংখ্যকই হারীরীর স্বভাবজাত সৃজনশীলতাকে রপ্ত করতে সক্ষম হয়েছেন।

আল্লামা যমখশরী [মৃত্যু : ৫৩৮ হি.] হারীরী ও তাঁর মাকামাত সম্পর্কে প্রশংসা করতে গিয়ে লিখেন :

أَنْسِمُ بِاللَّهِ وَأَبَاتِهِ وَ مَشَعَرِ الْحَجِّ وَ مِيقَاتِهِ
إِنَّ الْحَرِيرِيَّ حَرِيٌّ بِأَن تَكْتَبُ بِالْحَبِيرِ مَقَامَاتِهِ
مُعْجَزَةٌ مُعْجَزُ كُلِّ الْوَرَى وَلَوْ سَرُوا فِي ضَوْؤِ مَشْكَاةٍ

“আল্লাহ, তাঁর নিদর্শনাবলি, হজের স্থান ও তার মীকাতের কসম করে বলছি, নিশ্চয় হারীরী এ সম্মানের উপযুক্ত যে, তুমি তাঁর মাকামাত সোনার অক্ষরে লিখে রাখবে। মাকামা একটি অলৌকিক নিদর্শন, যা সমগ্র সৃষ্টিকুলকে [এ রূপ অবদান উপস্থাপনে] অক্ষম করে দেয়; যদিও তারা তাঁর প্রদীপদানের আলোতে চলে না কেন।”

মুহাম্মদ ইবনে আবুল কাসিম ইবনে আলী ওরফে ইবনে যাকার আল-মক্কী (মৃত্যু : ৫৯৮ হি.) বলেন :

كِتَابُ مَقَامَاتِ الْحَرِيرِيِّ أَيْهَ وَصَاحِبُهُ أَتَدْرِي بِهِ كُلَّ مُعْجَزٍ
وَأَوْضَعُ بَرْهَانَ الْإِسْمَةِ نَاضِرًا غَوَامِضُهُ أَعْجَبُ بِهِ مِنْ مُبَرِّزٍ
فَلَيْسَ عَلَى مَنْوَالِهِ نَسْجٌ نَاسِجٍ وَنَافِيكَ مِنْ سَخِرَ حَلَالٍ مُجَوِّزٍ
أَرَاهُ حَرِيرًا وَالْحَرِيرِيُّ حَاكُهُ وَطَرَزَهُ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْمُطَرِّزِيُّ

“হারীরী-রচিত মাকামাত গ্রন্থখানি একটি নিদর্শন। এ গ্রন্থটি দ্বারা লেখক তার পূর্ণ অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করেছেন। তিনি ভাষাবিদ ইমামগণের দলিল-প্রমাণ প্রোঙ্কুল ও সুস্পষ্টরূপে উপস্থাপন করেছেন। মাকামাতের গূঢ় রহস্যগুলো তার প্রকাশ্য বিষয়ের চেয়ে বেশি বিমুগ্ধকর। কোনো বয়নকারী [সাহিত্য-রচয়িতা কোন সাহিত্য-রচনা] হুবহু এ আঙ্গিকে বয়ন করতে পারে নি। বৈধ ও অনুমোদিত যাদু স্বরূপ তোমার জন্য এটিই যথেষ্ট। আমি মনে করি, মাকামাত গ্রন্থখানি যেন রেশমের কাপড়। আর আল্লামা হারীরী, তা বয়ন করেছেন। আর তার উপরে শায়খ ইমাম মুতাররিখী অলঙ্কারের কারুকার্য খচিত করেছেন।”

মাকামাতে হারীরীর সাহিত্য সমালোচনা :

ইমাম আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে আহমদ আল-বাগদাদী আল-মুহাদিস আল-মুগাবী ওরফে ইবনুল খাশাশ [মৃত্যু : ৫৬৭ হি.] মাকামাতে হারীরীতে কিছু কিছু শব্দের ব্যবহার ও বাগধারা প্রয়োগের উপর আপত্তি উত্থাপন করে একখানি *হতত* রিসালা প্রণয়ন করেন। তাঁর নাম *نَقْدُ الْمَقَامَاتِ الْحَرِيرِيَّةِ*

এর জবাবে ইমাম আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে আবুল ওয়াহশ বাররী ইবনে আব্দুল জাব্বার আল-মাকদিসী হুশাল মিসর আন-নাহ্‌বী [মৃত্যু : ৫৮২ হি.] হারীরীর পক্ষ সমর্থন করে আর একটি রিসালা প্রণয়ন করেন। রিসালাটির নাম : **الرَّدُّ عَلَى ابْنِ الْعَثَابِ**

তারপর উভয়ের পক্ষ বিপক্ষ অবলম্বনের বিষয়ে ফয়সালামূলক একটি রিসালা প্রণয়ন করেন মাকামাতের অপর এক ভাষ্যকর মুওয়াফফাকুদ্দীন আব্দুল লতীফ ইবনে ইউসুফ আল-বাগদাদী [মৃত্যু : ৬২৯ হি.]। তাঁর রচিত এ রিসালাটির নাম : **رِثَاةُ ابْنِ بَرِّي وَأَبْنِ الْعَثَابِ فِي كَلَامِهِمَا عَلَى الْقَسَائِدِ لِلْحَمْرَبَرِيِّ**

হারীরীর মাকামাতের মোকাবিলায় অপর একটি মাকামাত গ্রন্থ রচয়িতা আলী ইবনে বাস্‌সাম আশ-শানতারীনী আল-আন্দলুসী [মৃত্যু : ৫৪২ হি.] তাঁর মাকামায় বলেন,

إِنَّ الْحَمْرَبَرِيَّ أَوْرَدَ اللَّغَاتِ الْوَعْرَةَ وَأَظْهَرَ الْمَعَانِيَ الْمَعِيرَةَ وَإِنَّهُ وَضَعَ كَرِيمَ الطَّرِيقَيْنِ لَا يَكْتُمُ بَيْلٌ وَلَا يُوَجِّزُ بَيْلٌ -
“হারীরী তাঁর মাকামাতে দুর্বোধ্য শব্দাবলি ব্যবহার করেছেন এবং কঠিন বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেছেন। পক্ষান্তরে তিনি উপরিউক্ত উভয় পন্থার মাঝামাঝি একটি পছন্দনীয় পন্থা উদ্ভাবন করেছেন। তিনি একে বিরক্তিকর দীর্ঘ করেন নি এবং অতি সংক্ষেপও করেন নি।” -[কাশফুজ্জুন্ন ২খ., পৃ. ১৭৮৪]

বলাবাহুল্য যে, ইবনে বাস্‌সামের এ মন্তব্য সমাদৃত হয়নি এবং তাঁর মাকামাত গ্রন্থটিও কোনোরূপ গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। আর এটা স্বীকৃত কথা যে, যারা মাকামা সাহিত্য রচনা করেছেন তাদের কারও গ্রন্থই হারীরীর মাকামাতের শত ভাগের এক ভাগও আরবি সাহিত্যের আসরে মর্যাদা পায়নি।

আধুনিককালের পাক্‌যাত লেখক-সাহিত্যিকগণ হারীরীর মাকামা সাহিত্যকে তিনু দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা করেন। তারা মাকামাতের কাহিনী সংক্ষিপ্ততা ও কাহিনীগুলোর সারবস্তুর অভিন্নতা নিয়ে আপত্তি তোলেন। তারা আরও বলেন, লেখক মাকামাগুলোতে প্রাচীন পাক্‌যাত ও গ্রীক লেখকদের অনুরূপ কাহিনীমালার রূপায়ন করতে চেষ্টা করেন নি। তিনি কেবল শব্দের সৌন্দর্য ও গাঁথনির প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। পক্ষান্তরে বর্তমানকালের আরব সাহিত্যিকগণ বলেন, তাঁর মাকামাগুলো প্রায় একই ভাবনাকে বিভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপনের নির্দিষ্ট গতির মধ্যে ঘুরপাক খায়। এর বাইরে যায় না। তা ছাড়া এসব কাহিনীর রচনা ও বর্ণনায় যে অস্বাভাবিকতা রয়েছে তা সেই বেদুইনী স্বভাবের সাথে খাপ খায় না, যার গাল্লিক চরিত্রের মাধ্যমে এগুলো উপস্থাপিত হয়েছে। -[যায্যাত, তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃ. ১৭৭]

শায়খ আবুল হাসান আলী নদবী [মৃত্যু : ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯ খৃ.] বলেন, “তারপর আল্লামা হারীরী এলেন এবং এক নেশাকর ও অনুপ্রাসময় লেখ্য পদ্ধতিতে মাকামাত রচনা করলেন। লোকেরা তাঁর গ্রন্থখানি গ্রহণ করে নিল। এর পঠন-পঠন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, এর রচনামূল্যের অনুসরণ-অনুসরণ ও একে আত্মস্থ করার কাজে মুসলিম বিশ্ব বৃন্দ হয়ে পড়ল। সাহিত্য ও গবেষণার শিক্ষালয়গুলোতে এর চর্চা প্রসারিত হলো। এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মানুষের মেধা ও লেখনীর উপর একটি সাহিত্যগ্রন্থ তার প্রভাব বিস্তার করে থাকল। তবে এটা গ্রন্থখানির সাহিত্যগুণে নয়; বরং এজন্য যে, গ্রন্থখানি তখনকার মানুষের কামনা মাফিক হয়েছিল এবং মুসলিম বিশ্বের সাহিত্যের বক্ষ্যাত্ম ও স্থবিরতার যুগে এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল।

-[মুখতারাত মিন আদাবিল আরাব ১খ., পৃ. ১০ চুম্বিকা]

স্বর্তব্য যে, বর্তমানকালের স্বভাবগতিসম্পন্ন সাহিত্যের সরল দেহে যদিও স্বভাবগতিহীন দুর্বোধ্য ও বিরস শব্দমালার বিন্যাস কণ্ঠহার এবং কৌশলী হতে বোনা অনুপ্রাসময় গদ্যের বাহারী আলখেল্লা কিছুটা বেমানান বা সেকেলে ধাঁচের মনে হয়, তবুও এটা শব্দ ও অলঙ্কারের আবাদ্য অংশগুলোকে চাবুক ছাড়াই বসে আনার উৎকৃষ্ট উপায় বটে। তাই এটি যুগে যুগে সমাদৃত হয়েছে এবং এর আবেদন অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

মাকামাতে হারীরীর দরস : আল্লামা তাশকুবরা যাদাহ ও ইতিহাসবিদ ইবনে খাল্লিকান লেখেন যে, আল্লামা হারীরী নিজ হাতেই মাকামাতের সাত শ' কপি লিখেছিলেন। এ সব কপিই তাঁর সামনে পঠিত হয়েছিল। এতে অনুমিত হয় যে, কত সাহিত্যরসিক তাঁর কাছে এ মাকামাত পড়েছিলেন। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য লেখকের তিন পুর ১. নাজমুদ্দীন আব্দুল্লাহ, ২. মিয়াউল ইসলাম উয়ায়দুদ্দাহ, ৩. আবুল আকাস মুহাম্মদ। এছাড়াও আরও যারা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে : ৪. শরফুদ্দীন আলী ইবনে তিরাদ আয-যায়নাবী, ৫. কিওয়ামুদ্দীন আলী ইবনে সাদাকা, ৬. জাবির ইবনে যুহায়র, ৭. শরীফ আবু আলী আল-হাসান ইবনে জা'ফার ইবনে আব্দুল সামাদ ইবনুল মুতাওয়াজ্জিল 'আলাল্লাহ ৮. আবুল ফযল ইবনে নাসির আল-হাফেজ, ৯. আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনুন-নক্বর, ১০. মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ওরফে ইবনে হামদান আল-হিল্লী ;

মাকামাতে হারীরী : যত্ন ও কর্ম : সাহিত্যগত মান ও বৈশিষ্ট্যের কারণে মাকামাতে হারীরী রচনার পর থেকে অদ্যাবধি জ্ঞানী-তপী ও সাহিত্যিকদের দৃষ্টি-গবেষণার বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। কোনো কালেই মাকামাতে হারীরী উপেক্ষার শিকার হয় নি। আরবি, ফারসি, তুর্কী, ইবরানী, ফরাসী, জার্মান, ইংরেজী, ল্যাটিন, উর্দু, বাংলা ইত্যাদি ভাষায় মাকামাতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, টীকা-টিপ্পনী ও অনুবাদের কাজ হয়েছে।

তা ছাড়া মাকামাতে হারীরী রচনার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় নয়শ' বছরের অধিকাল যাবৎ আরবি সাহিত্যের এক অনবদ্য রচনা হিসাবে মাদ্রাসার ক্লাসে পাঠ্যভূক্ত রয়েছে।

প্রখ্যাত ফরাসী প্রাচ্যবিদ এনটন আইজেক সিলভেস্টার ডি সেন্সী [মৃত্যু : ১২৫৩ হি./ ১৮৩৮ খৃ.] মূল আরবি মাকামাত ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে এবং অপর একজন ফরাসী লেখক ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসী ভাষায় রচিত ভাষা সহকারে দুই খণ্ডে প্যারিস থেকে প্রকাশ করেন। ষ্টনিজস ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে মাকামাত গ্রন্থখানি ইংরেজি ভাষা সহকারে লন্ডন থেকে প্রকাশ করেন। ইউরোপের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে মাকামাতে হারীরীর বহু হস্তলিখিত কপি পাওয়া যায়। বৃটেনের জাদুঘরে ৬৫৪ হিজরিতে লিখিত ও প্রায় একশাটি রঙ্গীন ছবি সহকারে কারুকার্যবৃত্ত একটি কপি বিদ্যমান রয়েছে। অপর এক ইংরেজ লেখক ইংরেজিতে মাকামাতে হারীরীর অনুবাদ করেছেন, যা ছয়শ'র অধিক পৃষ্ঠায় ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও খ্যাতনামা ফরাসী প্রাচ্যবিদ চেজি [CHEZY = মৃত্যু : ১৮৩২ খৃ.] প্রমুখ মাকামাতে হারীরীর ইংরেজিতে অনুবাদ করে একটি ভূমিকা ও ভাষা সহকারে প্রায় এক হাজার পৃষ্ঠায় দুই খণ্ডে ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশ করেন। ল্যাটিন ভাষায়ও এর অনুবাদ হয়েছে, যা ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে জার্মানীর বাণিজ্যিক রাজধানী হামবুর্গ থেকে ৩ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। মুহাম্মদ শামসুদ্দীন নামক এক ব্যক্তি ফারসি ভাষায় মাকামাতের অনুবাদ করেন, যা ১২২৩ হিজরিতে ভারতের লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। মুহাম্মদ তাহের শালাম রুমী নামক এক তুর্কী লেখক তুর্কী ভাষায় এর অনুবাদ ও ভাষা রচনা করেছেন এবং তা কনস্টান্টিনোপল থেকে প্রকাশিত হয়েছে। জটনেক ইবরানী ভাষার লেখক এর ইবরানী ভাষায়ও অনুবাদ করেছেন। বাংলা ভাষায়ও এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রকাশিত হয়েছে।

আরবি ও উর্দু ভাষায় মাকামাতে হারীরীর সর্বাধিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, টীকা-টিপ্পনী ও অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে কতিপয় আরবি ভাষ্যগ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, এসব ভাষ্যগ্রন্থের নাম, লেখকের পরিচয় ও তাঁদের মৃত্যু-সনের উল্লেখের ক্ষেত্রে 'কাশফুজ্জুজ্জুনুন'-এর বর্ণনায় বেশ বিদ্রাষ্ট্য রয়েছে। এখানে যথেষ্ট অনুসন্ধানের পর সঠিক তথ্য পরিবেশনের চেষ্টা করা হয়েছে।

১. **سُرُحُ الْمَقَامَاتِ** - লেখক : আবু আব্দুল্লাহ/আবু উবায়দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমদ ওরফে ইবনে হুমায়দা মতাস্তরে হাম্বাদ আল-হিল্লী [মৃত্যু : ৫৫০ হি.]।
২. **سُرُحُ الْمَقَامَاتِ** - লেখক : আবু সাঈদ মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ওরফে ইবনে হামদান আল-হিল্লী [মৃত্যু : ৫৬১ হি.]। এ ভাষ্যকার স্বয়ং মাকামাত-প্রণেতা আব্দুল্লাহ হারীরীর নিকট মাকামাত গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করেন।
৩. **الْمَطْوَرُ** - লেখক : আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে যাক্কার আল-মাক্কী আস-সিকিল্লী আল-মালিকী [মৃত্যু : ৫৬৫ হি.]। এ লেখক মাকামাতের ছোট ও বড় দুটি শরাহ লিখেন।
৪. **الْتَنْقِيبُ عَلَى مَرِ الْمَقَامَاتِ مِنَ الْغَرِيبِ** - এটি পূর্ববর্তী লেখকের দ্বিতীয় এবং ছোট শরাহ।
৫. **سُرُحُ الْمَقَامَاتِ** - লেখক : আবুল মুজাফফর মুহাম্মদ ইবনে আস'আদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে নাসর ওরফে ইবনে হাকীম আল-হালীমী আল-হানাকী [মৃত্যু : ৫৬৭ হি.]।
৬. **سُرُحُ الْمَقَامَاتِ** - লেখক : আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মায়মুন আল-আবদারী আল-কুরতুবী [মৃত্যু : ৫৬৭ হি.]।
৭. **سُرُحُ الْمَقَامَاتِ** - লেখক : ইমাম আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে আহমদ ইবনে আহমদ আল-বাগদাদী আল-মুহাদ্দিস আল-লুখারী ওরফে ইবনুল খাশশাব [মৃত্যু : ৫৬৭ হি.]। তিনি মাকামাতের এ ভাষ্যগ্রন্থ রচনা ছাড়াও হারীরীর মাকামাত গ্রন্থে কিছু কিছু শব্দের ব্যবহার ও বাগধারা প্রয়োগের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করে একটি স্বতন্ত্র রিসালা প্রণয়ন করেন।
৮. **سُرُحُ الْمَقَامَاتِ** - লেখক : আবু মুহাম্মদ হাক্কন ইবনুল আক্বাস ইবনুল মামুন আল-আক্বাসী আল-মামুনী আল-বাগদাদী [মৃত্যু : ৫৭২ হি.]।

৯. **سُرُّ النَّفَاسَاتِ** - লেখক : ইমাম আবুল বারাকাত আব্দুর রহমান ইবনে আবুল ওয়াফা মুহাম্মদ আল-আনবারী আন-নাহবী [মৃত্যু : ৫৭৭ হি.]। তিনি মাকামাতের কঠিন শব্দাবলির বিশ্লেষণ করেন।
১০. **مَنَائِى النَّفَاسَاتِ فِى مَنَائِى النَّفَاسَاتِ** - লেখক : ইমাম আবু সাঈদ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মাসউদ আল-মাসউদী আল-ফাজ্জদীহী [মৃত্যু : ৫৮৪ হি.]। লেখক গ্রন্থখানির শুরুতে একটি অতি উচ্চমানের ভূমিকা রচনা করেন, যা সাহিত্যে তাঁর দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর বহন করে।
১১. **سُرُّ النَّفَاسَاتِ** - লেখক : শায়খ আবুল খায়র সালামা ইবনে আব্দুল বাকী ইবনে সালামা আয-যারীর (الْمُزَيَّر) আন-নাহবী [মৃত্যু : ৫৯০ হি.]। এটি একটি সংক্ষিপ্ত শরাহ। ইবারত ও শরাহ সংমিশ্রিত আকারে রচনা করা হয়েছে।
১২. **سُرُّ النَّفَاسَاتِ** - লেখক : আবু জা'ফর আহমদ ইবনে দাউদ ইবনে ইউসুফ আল-জুযামী [মৃত্যু : ৫৯৭ মতান্তরে ৫৯৮ হি.]।
১৩. **سُرُّ النَّفَاسَاتِ** - লেখক : সাফীউদ্দীন (صَفِيّ الدِّينِ) আব্দুল কারীম ইবনুল হুসাইন ইবনে জা'ফর আল-লুগাবী আল-বালাবাকী [মৃত্যু : ৬০০ হি.]।
১৪. **السُّكْتُ الْمُنْعِمَاتِ فِى سُرِّ النَّفَاسَاتِ** - লেখক : মুহাযযাবুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনুল হাসান ইবনে আনতার ইবনে সাব্বত ওরফে ওমায়ম আল-হিল্লী [মৃত্যু : ৬০১ হি.]। এটি এক খণ্ডে রচিত একটি সংক্ষিপ্ত শরাহ। এতে قُل বলে 'মতন' উল্লেখ করা হয়েছে এবং اَوَّل বলে শরাহ করা হয়েছে। এতে মাকামাতের দুর্বোধ্য ও কঠিন শব্দাবলির বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
১৫. **الْإِبْطَاحُ** - লেখক : ইমাম আবুল ফাতহ নাসির ইবনে আব্দুস সাযিয়দ আল-মুতাররিযী আল-নাহবী [মৃত্যু : ৬১০ হি.]। তিনি তাঁর এ ভাষ্য গ্রন্থের শুরুতে ইলমুল মাআনী, ইলমুল বায়ান ও ইলমুল বানী, -এর নিয়ম-কানুন উল্লেখ করেছেন।
১৬. **سُرُّ النَّفَاسَاتِ** - লেখক : আবুল বাকী আব্দুল্লাহ ইবনুল হুসাইন আল-উকবরী আন-নাহবী [মৃত্যু : ৬১৬ হি.]। তিনি ছোট কলেবরে একটি সংক্ষিপ্ত শরাহ রচনা করেন।
১৭. **التَّرْوِضُ** - লেখক : কাসিম ইবনুল হুসাইন আল-খুওয়ারিমী আন-নাহবী ওরফে সদরুল আযাফিল [শাহাদাত : ৬১৭ হি., তাতারীদের গণ-হত্যার সময়]।
১৮. **سُرُّ النَّفَاسَاتِ** - লেখক : আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে ইবরাহীম আয-যুহরী আল-ইশবীলী [শাহাদাত : ৬১৭ হি.]।
১৯. **سُرُّ النَّفَاسَاتِ** - লেখক : আবুল আক্বাস আহমদ ইবনে আব্দুল মু'মিন "আল-কায়সী আশ-শারীশী [মৃত্যু : ৬১৯]। বর্ণিত আছে যে, তিনি মাকামাতের ছোট বড় ও মাঝারি মোট তিনটি শরাহ রচনা করেন। লেখক তাঁর বড় শরাহটিতে মাকামাতের বিশ্লেষণ সম্পর্কিত কোনো প্রয়োজনীয় আলোচনা বাদ দেননি। ফলে তাঁর এ শরাহখানি ইতঃপূর্বে রচিত মাকামাতের অন্যান্য শরাহের প্রয়োজনীয়তা দূর করে দেয়। তিনি আল-ফাজ্জদীহী রচিত শরাহ থেকে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য গ্রহণ করেছেন। এটি কোথাও দুখণ্ডে, আবার কোথাও কোথাও পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। মাঝারি শরাহটিতে তিনি দীর্ঘ কোনো আলোচনা বাতিরেকে কেবল কঠিন শব্দাবলির বিশ্লেষণ করেছেন। এরপর সিজিলমাসা'র অধিবাসীরা যখন তাঁকে একটি অতি সহজ শরাহ রচনা করার জন্য আবেদন করেন তখন তিনি সংক্ষিপ্তাকারে ছোট শরাহটিতে প্রণয়ন করেন।
২০. **سُرُّ النَّفَاسَاتِ** - লেখক : কামালুদ্দীন আবু মুহাম্মদ আল-কাসিম ইবনুল কাসিম আল-ওয়াসিতী আন-নাহবী [মৃত্যু : ৬২৬ হি.]। তিনি প্রথমে মাকামাতের শব্দাবলিকে বর্ণভিত্তিক বিন্যাস করে একটি শরাহ প্রণয়ন করেন। তারপর মাকামাতের তারতীবে আরও দু'টি শরাহ রচনা করেন।
২১. **نَهَايَةُ النَّفَاسَاتِ فِى دَرَايَةِ النَّفَاسَاتِ** - লেখক : আবুল হায্জাজ ইউসুফ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ঈসা ইবনে আব্দুর রহমান ওরফে ইবনুয যায়্যাত আত-তাদালী আল-লুগাবী [মৃত্যু : ৬২৭ হি.]।

২২. **سُرُحُ الْمَقَاتِلِ** - লেখক : মুওয়াফফাকুদ্দীন আব্দুল লতীফ ইবনে ইউসুফ আল-বাগদাদী [মৃত্যু : ৬২৯ হি.]। ইমাম সুফী (র.) বলেন, মাকামাত সম্পর্কে ইবনুল খাশাশ [মৃত্যু : ৫৬৭ হি.] ও ইবনে বাররী [মৃত্যু : ৫৮২ হি.] এর পক্ষ-বিপক্ষ সমর্থনের ব্যাপারে এ লেখক ফয়সলামূলক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটির নাম :

الْإِنصَافُ بَيْنَ ابْنِ بَرٍّ وَابْنِ الْخَشَّابِ فِي كَلَامِهِمَا عَلَى الْمَقَاتِلِ لِلْعُرَيْنِيِّ

২৩. **سُرُحُ الْمَقَاتِلِ** - লেখক : কাযী আবুল আকাস আহমদ ইবনুল মুজাফফর আর-রাযী [মৃত্যু : ৬৪২ হি.]। লেখক এ গ্রন্থে পূর্ববর্তী শরাহ রচয়িতাদের তুলনামূলক ও নির্দেশ করেছেন।

২৪. **السُّرُحُ** - লেখক : তাজুদ্দীন নুমান ইবনে ইবরাহীম ইবনুল বলীল আয-যারনুজী [মৃত্যু : ৬৪০ মতান্তরে ৬৪৫ হি.]।

২৫. **كُنُوزُ الْبَرَاغَةِ وَلَطَائِفُ رُمُوزِ الْبَرَاغَةِ** - লেখক : শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে আব্দুল কাদির আর-রাযী [মৃত্যু : ৬৬০ হি.]।

২৬. **سُرُحُ الْمَقَاتِلِ** - লেখক : শায়খ তাজুদ্দীন আবু তালিব আলী ইবনে আনজাব ইবনে উসমান ইবনে আব্দুল্লাহ ওরফে ইবনুস সাঈ আল-বাগদাদী [মৃত্যু : ৬৭৪ হি.]। এ শরাহটি ২৫ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে।

২৭. **سُرُحُ الْمَقَاتِلِ فِي سُرُحِ الْمَقَاتِلِ وَالْمَقَاتِلِ** - লেখক : আবুল মা'আলী আল-মুজাফফর ইবনে সা'দুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনুল ইমাম যায়নুদ্দীন মুজাফফর ইবনুল ইমাম রুযবাহান [মৃত্যু সন অজ্ঞাত]।

২৮. **سُرُحُ الْمَقَاتِلِ** - লেখক : মুহাম্মদ ইবনে আবুল কাসিম ইবনে আব্দুল্লাহ আল-জুবায়ী আস-সাকসাকী ওরফে ইবনুল মু'আল্লিম [মৃত্যু : ৭১৬ হি.]। উক্ত গ্রন্থে লেখক উল্লেখ করেন যে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে আবু নূহ কর্তৃক অনুলিপিকৃত মাকামাতের একটি কপি পান। উক্ত কপিতে উল্লেখ রয়েছে যে, অনুলিপিকারক গ্রন্থখানি তাঁর শিক্ষকের নিকট থেকে তনেছেন। তারপর ভাষ্যকার হারীরী রিসালা সীনিয়া ও রিসালা শীনিয়াসহ ভাষ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি ৬৯১ হিজরিতে ভাষ্যগ্রন্থখানি সমাপ্ত করেন।

২৯. **سُرُحُ الْمَقَاتِلِ** - লেখক : আবু'র-রাযী' নাজমুদ্দীন সুলায়মান ইবনে আব্দুল কাযী (عَبْدُ الْقَوِيِّ) ইবনে আব্দুল কারীম আত-তুফী আস-সারসারী আল-হাম্বলী [মৃত্যু : ৭১৬ হি.]।

৩০. **سُرُحُ الْمَقَاتِلِ** - লেখক : মাজহরুদ্দীন হুসাইন ইবনে মাহমুদ ইবনুল হাসান আয-যায়দানী আয-যারীর (الْمُضَرِّي) আশ-শীরাযী [মৃত্যু : ৭২৭ হি.]। এটি একটি বৃহৎ খণ্ডে প্রণীত ভাষ্যগ্রন্থ।

৩১. **سُرُحُ الْمَقَاتِلِ** - লেখক : মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাজ্জমান আল-ওয়ালিদী আল-বাকরী আশ-শাফেয়ী ওরফে ইবনুশ শারীশী [মৃত্যু : ৭৭০ হি.]।

৩২. **سُرُحُ الْمَقَاتِلِ** - লেখক : ফযরুদ্দীন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আস-সাহিব আল-মিস্রী ওরফে ইবনুস সাহিব [মৃত্যু : ৭৮৮ হি.]। তিনি মাকামাতের একটি অংশের শরাহ প্রণয়ন করেন।

৩৩. **الذُّرُّ الْمَنْظُومَةُ مِنَ النُّكْتِ الْمَنْظُومَةِ** - লেখক : শিহাবুদ্দীন আবৃত্ত-তায়্যিব আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হাসান ইবনে ইবরাহীম আল-আনসারী আল-খায়রাযী ওরফে আশ-শিহাবুল হিজ্জাযী [মৃত্যু : ৮৭৫ হি.]। তিনি মাকামাতের সাহিত্য সংক্রান্ত তাত্ত্বিক বিষয়াদিকে পৃথক করে একস্থানে সন্নিবেশিত করে এ স্বতন্ত্র গ্রন্থটি রচনা করেছেন।

৩৪. **مُخْتَصَرُ سُرُحِ الْمَقَاتِلِ لِلْعُرَيْنِيِّ** - লেখক : পূর্বোক্ত শিহাবুদ্দীন আবৃত্ত-তায়্যিব আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হাসান ইবনে ইবরাহীম আল-আনসারী আল-খায়রাযী। এতে লেখক আশ্চর্য্যময় শারীশীর বৃহৎ শরাহটিকে সংক্ষেপ করে একটি পৃথক শরাহ প্রণীত করেছেন।

৩৫. **شَرْحُ الْمَقَامَاتِ** - লেখক : ইমাম আবু'ন-নাজা নাজমুদ্দীন আব্দুল গাফফার ইবনে ইবরাহীম ইবনে ইসমাইল ইবনে আব্দুল্লাহ আল-আলাবী আয-যাবীলী আশ-শাফিয়ী [মৃত্যু সন অজ্ঞাত]। তবে তাঁর ভাই আব্দুর রহমান ইবনে ইবরাহীম-এর মৃত্যু ৯২০ হিজরিতে হয়েছে। এ থেকে তাঁর জীবনকাল উক্ত সময়ের কাছাকাছি হবে বলে অনুমান করা যায়।
৩৬. **شَرْحُ الْمَقَامَاتِ** - লেখক : শায়খ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-মাগরিবী আত-তুবল্বী (الطُّبْلِيُّ) আত-তুনিসী [মৃত্যু : ৯৬২ হি.]। লেখক মাকামাতের শরহ রচনা শুরু করে চকিশ মাকামা পর্যন্ত পৌঁছেন। এতে তিনি পাণ্ডুলিপির ষাটটি পাঠ লেখার পর ইনতিকাল করেন।
৩৭. **تَحْكِيْلَةُ شَرْحِ الْمَقَامَاتِ لِلطُّبْلِيِّ** - লেখক : আবুস সাউদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী আল-কানফানী [মৃত্যু : ৯৬৬ হি.-এর পরে]। তিনি এটি তাঁর শায়খ [পূর্বোক্ত লেখক] মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আত-তুবল্বী আল-মাগরিবী আত-তুনিসী [মৃত্যু : ৯৬২ হি.] প্রণীত মাকামাতের অসম্পূর্ণ শরাহের সম্পূর্ণ ভাষ্য হিসেবে রচনা করেন। এতে তিনি পূর্ববর্তী লেখকের শরাহের পর থেকে শুরু করে ২৪তম মাকামার ভাষ্য পূর্ণ করেন। তিনি ২৪তম মাকামার ভাষ্য রচনা থেকে ৯৬৬ হিজরিতে অবসর হন এবং অবশিষ্ট মাকামাগুলোর শরাহ লেখার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। কিন্তু তিনি পরবর্তীতে অবশিষ্ট মাকামাগুলোর ভাষ্য লিখতে সমর্থ হয়েছিলেন কিনা তা জানা যায়নি। তিনি ভাষ্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরির সময় সম্পূর্ণ মাকামাতের 'মতন' শরাহের মাঝে লালকালি দ্বারা লিপিবদ্ধ করেন।
৩৮. **الْمَقَالَاتُ الْجُمْرِيَّةُ عَلَى الْمَقَامَاتِ الْحَبْرِيَّةِ** - লেখক : খায়রুদ্দীন ইবনে তাজুদ্দীন ইলিয়াস আল-মাদানী [মৃত্যু : ১১৩০ হি.-এর কাছাকাছি সময়ে]। এ শরাহখানি দু'খণ্ডে সমাপ্ত।
৩৯. **شَرْحُ الْمَقَامَاتِ** - লেখক : ইসমাইল ইবনে রাজাব আল-হসবানী (الْحُسْبَانِيُّ) আল-হালাবী আল-ওয়াইয। পরবর্তীতে কুত্বনতীনিয়ায় বসবাস করেন [মৃত্যু : ১১৬১ হি.]। ১১৫৮ হিজরিতে তিনি এ শরাহ লেখার কাজ সমাপ্ত করেন।
৪০. **شَرْحُ الْمَقَامَاتِ** - লেখক : বাহউদ্দীন খালিদ ইবনে আহমদ ইবনে হুসাইন আশ-শাহরাযুরী আল-কুরনী আশ-শাফেয়ী [মৃত্যু : ১২৪২ হি.]।
৪১. **شَرْحُ الْمَقَامَاتِ** - লেখক : ফসীহুদ্দীন ইবরাহীম ইবনুস-সায়্যিদ সিবাগাভুয়া ইবনে মুহাম্মদ আস'আদ ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে সিবাগাভুয়া আল-হায়দারী ওরফে ফসীহুদ্দীন আল-বাগদাদী আশ-শাফিয়ী [মৃত্যু : ১২৯৯ হি.]।
৪২. **شَرْحُ مَقَامَاتِ الْحَبْرِيِّ** - লেখক : [সম্ভবত] সায়্যিদ মুহাম্মদ হাসান নয়িল আল-মারসাফী [মৃত্যু : ১৩৫৩ হি.]। এখানে ভাষ্যকারের নামের পূর্বে "সম্ভবত" লিখে সংশয় প্রকাশ করার কারণ এই যে, ভাষ্যগ্রন্থটির শুরুতে কোথাও ভাষ্যকারের নাম নেই। অবশ্য গ্রন্থের শেষে হারীরীর রিসালা সীনিয়া ও রিসালা শীনিয়া শরাহসহ সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। উক্ত রিসালা দু'টির শরহের নিচে ভাষ্যকার হিসেবে এ লেখকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এতে অনুমিত হয় যে, মাকামার ভাষ্যটিও হয়তো তাঁরই রচিত হবে। লেখক টাকা আকারে সম্পূর্ণ গ্রন্থের শব্দাবলির বিশ্লেষণ করেছেন।
৪৩. **التَّغْلِيْقَاتُ الْمَرْبِيَّةُ** - লেখক : মাওলানা ইদরীস আল-কাকালবী [মৃত্যু : ১৩৯৪ হি.]। এতে তিনি টাকা আকারে ত্রিশটি মাকামার শব্দাবলি বিশ্লেষণ করেছেন।

وَهَذِهِ الرِّسَالَةُ السَّيْنِيَّةُ الَّتِي كَتَبَهَا الْحَرِيرِيُّ عَلَى لِسَانِ

بَعْضِ الْأَمْراءِ إِلَى بَعْضِ أَصْدِقَائِهِ عَنَّا

صَوْرَةٌ مَا وَجَدَ بِالسَّحِجِ الْمُنْقُولَةِ مِنْهَا هَاتَانِ الرِّسَالَتَانِ

هَذَا مِنْ إِنْشَاءِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْقَاسِمِ بْنِ عَلِيِّ الْحَرِيرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ كَتَبَ إِحْدَاهُمَا وَهِيَ السَّيْنِيَّةُ عَلَى لِسَانِ الْأَمِيرِ أَمِينِ الْمَلِكِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ قَطِيرِ الْمَدَائِنِيِّ وَكَانَ يَتَوَلَّى دِيوَانَ الْإِسْتِيفَاءِ بِالْبَصْرَةِ إِلَى الْأَمِيرِ الْأَجَلِيِّ الْإِسْفَهْزَلَارِ النَّفِيسِ مُعَاتِبَالَهُ عَلَى إِخْتِصَاصِهِ بِالِدَّعْوَةِ لِلْأَمِيرِ الْحَسَامِ وَقَدْ كَانَ نَزَلَ عَلَى الْحَسَامِ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ فِي الْمَحَلَّةِ الْمَعْرُوفَةِ بِبَيْتِي حَرَامٍ وَهِيَ مَحَلَّةُ الشَّيْخِ الْحَرِيرِيِّ وَكَانَ أَمِينُ الْمَلِكِ جَارَهُ وَصَدِيقُ ابْنِ يَنْقَرَابِ النَّفِيسِ فَلَمَّ يَدْعُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يُسَارِعُهُ عَلَى لِسَانِهِ، وَالثَّانِيَّةُ وَهِيَ السَّيْنِيَّةُ إِلَى الشَّيْخِ شَمْسِ الشُّعْرَاءِ طَلْحَةَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ طَلْحَةَ التُّعْمَانِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِاسْمِ السَّمِيعِ الْقُدْرَةِ اسْتَفْتَحْتُ، وَبِاسْتِعَاذِهِ اسْتَنْجِعُ^١، سِرَّةَ سَيِّدِنَا الْإِسْفَهْزَلَارِ^٢، السَّيِّدِ النَّفِيسِ سَيِّدِ الرُّؤَسَاءِ، سَيِّدِ السُّلَاطِينِ، حُرِّسَتْ نَفْسُهُ^٣، وَاسْتَنْتَرَتْ شَمْسُهُ^٤، وَأَتَسَّقَ^٥، أَنَسُهُ، وَيَسَّقُ غَرَسُهُ^٦، اسْتَوْصَالَةُ الْجَلِيلِ، وَمُسَاهَمَةُ الْأَرِيضِ، وَمُسَاعَدَةُ الْكَبِيرِ وَالسَّلِيمِ، وَمُؤَاوَاةُ السَّجِينِ وَالنَّسِيبِ^٧، وَالسِّيَادَةُ تَسْتَدْعِي اسْتِدَامَةَ السَّنَنِ، وَجِرَاسَةُ الرَّسْمِ الْحَسَنِ^٨، وَسَمِعْتُ بِالْأَمْسِ تَدَارُسَ الْأَلْسِنِ سَلَاةً خَنْدَرِيَّةً، فِي سُلْسَالِ كُؤُوبِهِ، وَمَحَارِيزِ مَجْلِسِ مَسَرَّتِهِ وَإِحْسَانِ سَمْعَةِ سَيَادَتِهِ^٩.

١. يقال بالله استفتحت وإياه استنجع أي وإياه أقصد الظفر بالمقصود والمعنى هنا يطلب من الله قضاء حاجته.

٢. الإسفهزلا كلمة تركية تطلق على قائد الجيوش.

٣. حفظها الله من كل سوء ينزل بها.

٤. سعدت حياته وانتشر نفعه على العباد انتشار ضوء الشمس.

٥. انتظم واستوى فلا يشوبه ما يعكس صفاً.

٦. الغرس المغروس ويقال فلان غرس يده إذا تولى تربيته وسق الغصن ارتفع ومنه في القرآن والنخل باسقات والمراذها الدعاء به بطول الأجل ولأبناؤه ونشأته

٧. الاسالة الاستعطاف، والجليل صاحب، والكبير المكسور العاجز عن الحركة، السليب أسله الشجر الذي سلب ورقه وأغصانه، ثم استعمل هنا بمعنى الفقير المستقلب المتاع والمال الذي لم يجده في حياته رقة من العيش، والسحق البعيد، النسيب القريب، والمعنى أن سيرة ذاك السيد النفيس تستعطف القلوب وتستوى النفوس حتى لم يعد سامعها يتذكرهما به نزل أو فقراً عليه طراً لكثرة ماها من المحاسن وكرم الاخلاق.

٨. الإسبن مبركة الطريقة، يقال: فلان استقام على سنن واحد أي على طريقة واحدة لا يبعد عنها، والمعنى أن السيادة تطلب من صاحبها الاستقامة على الطريقة التي سننها له والمحافظة على السلوك الحسن حتى لا يخرج بها عن محاسنها.

٩. يقال: تدارس الكتاب، درسه، وفي الحديث: تدارس القرآن أي اقرؤه واحفظوه لئلا تنسوه، والخندريس الخمر، والسلافة طعمها، ويقال: ما سلسال بالفتح، إذا سلس سهل التعاطي، والضمير في الخندريس يعود على السيد المتقدم، والمعنى أن الحريرى سمع بالأس الالسن تدبر على الجلوس. سيرة شائله فكانهم يشربون خمره غلبة سهلة التعاطي.

فَاتَّخَذَتْ السَّيْرَ^١، وَتَوَسَّطُ الْإِسْدَعَا^٢، وَوَسَّطُ نَفْسِي بِالْإِحْسَاءِ^٣، وَمَوَازِنَ الْجَلَاءِ،
وَمَكَّنْتُ اسْتَفْرَى السَّبِيلِ، وَاسْتَطْلَعُ الرُّسُلَ^٤، وَاسْتَبْعِدُ تَنَاسِي اسْمِي^٥، وَأَسَاوِرَ الْوَسَارِيسَ لِاسْتِحَالَةِ
رَسْمِي^٦.

(شعر)

وَسَيِّفُ السَّلَاطِينِ مَتَأَثَّرُ^٧، بِأَنْتِ السَّمَاكِ وَحَسْرَ الْكُؤُسِ
سَلَاتِي^٨، وَلَيْسَ لِبَاسُ السُّلُوِ
وَسَنْ تَنَاسِي جُلَّائِهِ
وَسَرَّ حَسَوِي بِطَمْسِ الرُّسُومِ^٩،
وَسَاقِي الْحَصَامِ^{١٠}، بِكَأَنِّي السَّلَاطِي
وَأَسْكُرْنِي حَمْرَ^{١١}، وَاسْتَعَاَصَ
سَأْكَسُوهُ لَيْسَةَ مُسْتَعْتَبِ^{١٢}،
أُسْطَرُ رَسْمَاتِهِ سَيِّرَ^{١٣}
(وَحَسْبُنَا السَّلَامُ لِرَسُولِ الْإِسْلَامِ)

١. فتقدمت أطلب شيئاً من المسرة.

٢. فتخليل طليبي.

٣. يقال سوف فلاناً بالتشديد مطله، وقال له مرة بعد مرة : سوف أفعل، والاحتساء الشرب على مهلة، والمعنى أنه جعل بما طل نفسه، ويقول لها : سوف يدعونني وتشرين.

٤. استقرئ تتبع، واستطلع الرسل طلب طلعهم أي صار ينظر في السبل، ويرجو رسولا يطلع عليه فيدعوه إلى الشراب.

٥. أي أرى أن نسيانهم لاسمي بعيد فلانيد وأن يدعونني.

٦. يقال : ساور فلاناً وأثابه، وفي حديث عمر، فكادت أساوره في الصلاة أي أوثابه وأقاتله : والوساريس الهواجس، واستحالة الرسم كناية عن تحول ما اعتاده من أقبال الناس عليه.

٧. يقال : فلان استأثر بالشئ على غيره استبد به وخص به نفسه، والمعنى أن سيف السلاطين ذاك الممدوح هو دون غيره مختص بالشراب والأثس.

٨. يقول : جفائي وأعاط به السلوك للباس بالجسم، وهذا لا يناسب شيمة الكريمة.

٩. من الطريقة سار فيها، يريد أنه اتخذ تناسي جلالة طريقه حسني وسار فيها، ولكن تناسي الجليس أقيح خصلة يتصف بها الإنسان.

١٠. الرسوم ما بقيت من آثار الديار والطمس المحو والرمس الدفن، يريد أنه كانت بينهما بقايا مودة فأذهبها، فسر بذلك الحسرة وما فعله هذا كدفنه تحت الثراب كناية عن كونه لا حياة له بدون مجالسته.

١١. الحسام ذاك الأمير الذي خصه الاسفسلار بالدعوة، وهي ما أشتت هذه السبينة لمعاتيته بسببها، والمساواة المعاطاة، ويقال : سهم الرجل من باب قطع وكرم مهموما وسهومة تغير لونه مع هزال ويس، ودخول الهزلة عليه للتعبدية قياسية، فيكون المعنى خص الأمير الحسام بالدعوة وساقاه الخمر وغير لوني وأذيل جسمي بتقطيع وجهه من جهتي.

١٢. يقول : أسكرني ولكن حمرة وندامة لشدة قسرتي، وقد سكر والحسام بالخندريس.

١٣. يقول : سأملأ عليه جهاته عتبا حتى يحسمه كاللباس واكف عن الأمل فيه كالسائل الذي يشن من التوال.

١٤. الأسطار بالضم والفتح والأسطور بالضم فيها وبالها - في كلها ما يسطر أي يكتب والجمع أساطير، والبسوس خالة جساس التي هاجت بسببها الحرب المنسوبة إليها أربعين سنة حتى ضرب بها السفل في الشؤم، يقال : فلان أشأم من بسوس، والمعنى أنه يسطر هذه السبينة تسير أساطيرها كما سارت الشهرة بالبسوس، لأنها أشهر حرب بين العرب.

وَهَذِهِ الرِّسَالَةُ الشَّيْنِيَّةُ

الَّتِي كَتَبَهَا الْحَرِيرِيُّ لِأَحَدِ أَصْدِقَائِهِ يَمُدُّهُ بِهَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَارِئُ الشَّيْنِ أَنْشَى^١ شَغْفِي^٢ بِالشَّيْخِ شَمْسِ الشُّعْرَاءِ^٣ رِيشَ مَعَاشِهِ^٤ وَقَفَا رِيَاثَهُ^٥ وَأَشْرَقَ شِهَابَهُ^٦ وَأَعْرُوشِيَّتْ شِعَابَهُ^٧ بِشَاكِلٍ^٨ شَغَفَ الْمُنتَشِي بِالنَّشْوَى^٩ وَالْمُرْتَشِي بِالرَّشْوَى^{١٠} وَالشَّادِينَ بِشُرْجِ الشَّيَابِ^{١١} وَالْعَطْشَانَ إِلَى شَيْبِ الشَّرَابِ^{١٢} وَشُكْرَى لِيَتَجَشَّيْهِ وَمَشَقَّتِهِ^{١٣} وَشَرَاهِدِ شَفَقَتِهِ^{١٤} بِشَاكِلٍ شُكْرَ النَّاشِدِ لِلْمُنْتَدِ^{١٥} وَالْمُسْتَرْشِدِ لِلْمُرْشِدِ^{١٦} وَالْمُسْتَشْفِعِ لِلْمُبَشِّرِ^{١٧} وَالْمُسْتَجِيبِ لِلْجَبِشِ الْمُشِيرِ^{١٨} وَيَسْعَارِي إِنْشَادَ شِعْرِهِ^{١٩} وَأَشْجَاءَ الْكَاشِحِ وَالْمُكَاشِرِ بِنَشْرِهِ^{٢٠} وَشُغْلِي إِشَاعَةَ وَشَائِعِهِ^{٢١} وَتَشْيِيدُ شَفَائِعِهِ^{٢٢} وَالْإِشَادَةَ بِشُدُورِهِ^{٢٣}.

١. يقال : أنشأ الله الخلق أوجده. وفلان خطب بخطبة فأحسن فيها. ومنه علم الإنشاء. والمعنى بإرشاد الخالق أكتب وأجيد.

٢. الشغف شدة الحب. والمعنى حبه الشديد للشَّيْخِ شمس الشعراء. بمائل ميل الشَّارِخِ إلى السكر.

٣. يقال : رشت فلان إذا قويته وأعنته على معاشه فأصلحت حاله قال عمير بن حباب.

فرشني بخيرطالماد برشني وخير الموالى من برش ولا يبرى

٤. الرِّيش اللباس الفاخر الذي بمائل ريش الطائر في نعومته. وقفا انتشر وكثر. والشهاب النجم. وإشراقه ظهوره وإضاءته. والشعاب جمع شهب بالسكر وهو الناحية. وأعشيشابه كثرة عشبه. وكل هذا دعاء. يكتفى به عن طلب السعة في العيش والرفاهية.

٥. بمائل.

٦. أي السكران الراغب في السكر.

٧. الرشوة مثقلة ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل. والجمع رشى بالضم. وأرتشى أخذه.

٨. شدن الطبي من باب نصر شدونا قوى وترعرع واستغنى عن أمه. وشرخ الشباب ريعانه. والمعنى شغفى بك بمائل الطبي المترعرع وهو في ريعان شبابه.

٩. العطشان الشتان. والشيم البرء.

١٠. التجشم التكلف. والشراهد الدلائل.

١١. الناشد الطالب. والمنشد المعطى.

١٢. المنتشر الخائف. واستجاش فلان استشاره وطلب جيشاً ومدداً يتقوى به. والجيش المشمر الذي على أهبة التوثب.

١٣. الشعار ما يلبس على الجسد ملابساً للشعر. ويراد منه دهن الإنسان.

١٤. يقال : أشجاء إذا أحرزته. والكاشح البسطن للعناية. والمكاشر المظهر لها. والراد أنه يترنم بشعره. لأنه يحرى مفاخره. ولا يدع عدواً له إلا لهره وأحرزته.

١٥. الوشاح جمع وشع أو وشعة. وهو البستان. والراد أنه يظهر ويذبح خبره ويهر.

١٦. التشديد الطبي بالجهى ونحوه. والشفاعه أنواع الرعى بنيت اثنين اثنين. والراد مثل ما تقدم.

١٧. يقال : أشاد بذكره رفعه بالثناء. عليه. والشفور اللؤلؤ الصغير. والشنوق جمع شنف بالفتح وهو ما يملأ أعلى الأذن

وَمُنْثَوِيهِ، وَالْمَشْوَرَةُ بِتَشْوِيعِهِ وَتَشْرِيعِهِ، وَأَشْهَدُ شَهَادَةَ الْمُنْثَعِ الْكَافِي، وَالْمُنْثِيرُ الْمَكَافِي، لِإِنْشَادِهِ
بِنَيْشِ النَّائِبِ وَالنَّائِثِ^١، وَيَلَائِي^٢ شِعْرَ النَّائِثِ، وَلَمْشَاهَدَتُهُ كَاشِتِيَارِ^٣ الشَّهْدِ، وَتَبَائِيهِ الرُّشْدِ
وَلَمْشَاحَتُهُ تُقْفَى الْمُشَاجِرَ، وَلَمْشَاجِرَتُهُ^٤ تَنْشُرُ الْمُشَايِنَ، وَلَمْشَاعِبَتُهُ تُشْطِي الْأَشْطَانَ^٥، وَتُشِيطُ
الْشَيْطَانَ^٦ فَشَرَقًا لِلشَّيْخِ شَرَفًا، شَغْفًا بِشَنْشِنِيهِ^٧ شَغْفًا

فَاشْعَارُهُ مَشْهُورَةٌ وَمَشَاعِرُهُ^٨ وَعِشْرَتُهُ مَشْكُورَةٌ وَعَشَائِرُهُ^٩
شَأَى الشُّعْرَاءِ الْمُشْمُوعِلِينَ شِعْرُهُ^{١٠} فَشَائِيهِ مَشْجُو الْحِشَا وَمَشَافِرُهُ^{١١}
وَشَوْهُ^{١٢} تَرْقِيَشِ الْمَرْقِيَشِ رَقْشُهُ فَاشْيَاعُهُ بِشْكُونَتُهُ وَمَعَائِرُهُ^{١٣}
وَشَاقَ^{١٤} الشَّبَابِ الشَّمِّ وَالشَّيْبِ وَشَيْبُهُ^{١٥} فَمَنْشُورُهُ بِشَرَى الْمَشُوقِ وَنَائِيرُهُ

والقِرط بأسفلها، والمعنى أمدحه بهذه الحلى.

١. النائي الشاب، وإنما يشهد هذه الشهادة، لأن صاحبها ببالغ في إظهار الحقيقة حتى تظهر مجسة.

٢. يقال لائى الشيء ضملحه وصبره إلى العدم، وهى منحوتة من لائى.

٣. اشتار العسل وشاره واستشاره أخرجه من الوقية.

٤. المشاجرة المشاحنة.

٥. المشاغية المجادلة، وتشطى الأشتان أى تقطع الحبال.

٦. تحرقه.

٧. العادة.

٨. المشاعر الحواس، والمراد بها الأخلاق، والعشيرة القبيلة التى ينسب إليها، وجمعها عشائر.

٩. شأى الغوم من باب قطع يشأروهم شأوا سيقهم، والمشمعل الفائق على غيره، والشائى أصله بالهمزة المبغض، ومشجو الحشا مفصرومه، والمشاعر المظهر العداوة، والمعنى أن شعره فاق شعر الشعراء المفلتقين ومبغضه ومعاديه منغص الحياة.

١٠. شوه قبح، ورقش الكلام زخرفه.

١١. شاق حاج. الأشم السيد ذوالأنفة، وهى شماء، والجمع شم، والمنشور مانشره من كلام بشرى المشوق أى يستبشر به المحب وناشر مصره.

شَمَانِلُهُ^١ مَعْرُوفَةٌ كَشَمُولِهِ * وَيُزِيرُهُ مَسْتَبِيرٌ وَمُعَاشِرُهُ
 شُكُورٌ وَمَشْكُورٌ وَحَسْبُ مَشَائِهِ^٢ * شَهَامَةٌ يَسِيرُ بِطَيْشٍ مُشَاجِرَةٍ
 شَقَاقِفُهُ^٣ مَخْبِيَّةٌ وَشَبَابُهُ * شَيْبَا مُشْرِوْفِي جَاشٍ لَيْلَسٌ شَاهِرَةٌ
 شَفَا بِالْأَنْشِيدِ الشَّأْوِي^٤ * فَشَفِيهِ مَشْفَى وَشَاكِيهِ شَاكِرَةٌ
 وَشَدُو^٥ فَيَهْتَسُ الشَّجِيعُ لَشَدْوِهِ * وَشَغْفُهُ إِنْشَادُهُ فَيُشَاطِرُهُ
 تَجَشُّمٌ^٦ غُشْبَانِي فَشَرُّ وَحَشِي * وَيَشُرُّ مَمْنَاهُ بِشَرِّ أَبَايَرَةٍ
 شَانَشُدُهُ شِعْرًا بِشَرِّ شَمْسِهِ^٧ * وَاشْكُرُهُ شُكْرًا تَنْبِيْعُ بَشَائِرِهِ
 وَأَشْهَدُ شَهَادَةً شَاهِدَ الْأَشْيَاءِ، وَمُنْبِعَ الْأَحْشَاءِ^٨، لَيْسَعِلَنْ شَوَاطِ أَسْرَاقِي شَخْطُهُ^٩، وَلَيْشَعْنَنْ شَمَلُ
 نَشَاطِي نَشْطُهُ^{١٠}، فَتَأَشُدُّ الشَّيْخُ أَبَشَعْرُ بِأَشْيَعَايَ لِيُسُوعِي^{١١}، وَأَجْهَاشِي لِيَنْشَبِعِي^{١٢}،
 دُوبَاشِي^{١٣} لِيَنْزِيهِ الْمَوْفِي^{١٤}، وَتَشُدُّ^{١٥} شَخْصِي بِالْأَشْرَاقِ وَالْعَشِي، حَاشَاءُ حَاشَاءُ، تَغْفِيهِ شَبِيهُ
 وَتَغْشَاءُ، فَلَيْسَتْ شَفْ^{١٦}، شَرَحَ شَجُونِي لَشَطُونِهِ، وَمَشَارَكِي لِيَشْجُونِهِ، وَاشْتَعَالِي بِتَمْشِيَةِ شُؤْبِهِ،
 لِيَشْدَجَاشِي^{١٧}، وَيُشَارَفُ^{١٨} أَنْكِمَاشِي، عَاشَ مُنْتَعِشُ الْعُشَاشَةِ^{١٩}، مُسْتَبِيرُ الْعُشَاشَةِ، مُشْحُودُ
 الشُّفَارِ، مُنْشِيرُ الْفَرَارِ، شَمَامٌ بِالْأَشْرَارِ، شَحَاذٌ بِالْأَشْعَارِ، يَنْشُرُ^{٢٠} وَبِجُوشٍ، وَيَنْعِشُ الْمَنْقُوشُ،
 بِمَشِيَةِ الشَّدِيدِ الْبَطْشِ الشَّامِخِ الْعَرِشِ، وَتَشْرِيفُهُ لِيَشِيرُ الْبَشِيرُ، وَشَفِيْعُ الْمَحْشَرِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا دَائِمًا أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وَلَا حَوْلَ
 وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

١. السمائل الخصال، والشمول الخمرة، والشرب مجالسه أتناه الشرب.
٢. المشاش النفس، وقال: فلان طيب المشاش كرم النفس، والشمير الذي يكسر الشمير، والمشاجر المجادل، ويطيش يخذل، والمعنى أنه يشكر ويشكر، ونفسه ملؤها الشهامة التي تجعل صاحبها يفخر ويخذل مجادله أبا كان.
٣. أصل الشقشقة بالكسر شئ كالرنة يخرجها البعير من فيه إذا هدر، والجمع شقائق، ويقال للفضيح: هدرت شقشقتها، وقلان شقشقة قومه شرفهم وقصيحهم، والشهادة حد كل شئ، والجمع شيا وشيرات، والمشرقي وصف للسيف المنسوب إلى مشارف الشام أو موضع باليمن مشهور بعمل السيوف، وجاش نهض، والمعنى أن الناس تخشى خطايته، وسلاحه من أجود الأسلحة.
٤. الأنشيد جمع أنشودة، وهي التثنية، يقال فلان له أنشيد ملاح تشفي السكارى، وشفهم هزلهم وأوهنهم.
٥. يشدو يترنم بالشعر، واهتس ارتاح، والشجيع البهيل والعريض، وشغفه إنشاده أي يصل شغاف قلبه بيقاسمه ماله.
٦. تكلف المجي: إلى فأبعد عني وحشتي.
٧. يشرق شمس أي يذيع فضاءه.
٨. منبع الأحشاء، المنبع من الرؤية.
٩. الشواطئ الذهب، والشحط البعد.
١٠. يشعن بقطن، ونشطه خروجه ويحده عني.
١١. لبعده.
١٢. وفرغى لفرقه.
١٣. وشايتي تشري لتشيده المزخرف.
١٤. يقال نهد الضالة ينشدها بالضم تشدا ونشدة بالكسر طلبها، والمعنى هل يشعر الشيخ بطلبى لشخصه صباح مساء.
١٥. استشف الشئ تأمله ليعظر ماؤا،، والشجون الهموم، والشطون البعد.
١٦. يقال: فلان قري الجاش أي القلب.
١٧. شارف الشئ أطلع عليه.
١٨. العشاشة روح القلب.
١٩. مشحود مسنون مرهف، وأشغار جمع شفرة وهي حد السيف.
٢٠. يهين، ويجوش أي يفيض كالعين التي تفيض

ভূমিকা রচনায় যে সকল গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে

১. البداية والنهاية — ইবনে কাসীর।
২. وفيات الأعيان — ইবনে খাট্টাকান।
৩. ذيل تاريخ بغداد — ইবনুল-দিময়্যাতি।
৪. معجم الأدباء — ইয়াকুত আল-হামাবী।
৫. معجم البلدان — ইয়াকুত আল-হামাবী।
৬. الأعلام — খায়রুল্লাহীন আয-যিরক্বী।
৭. تاريخ ابن خلدون — ইবনে খালদুন।
৮. الكامل (فى التاريخ) — ইবনুল আসীর।
৯. كشف الظنون — হাজী খলীফা চেলেবী।
১০. هدية العارفين — ইসমাইল পাশা।
১১. خزنة الأدب — আব্দুল কাদির আল-বাগদাদী।
১২. تاريخ الأدب العربى — আহমদ হাসান আয-যায়াত।
১৩. لسان العرب — ইবনে মানজুর।
১৪. المعجم الرسيط (فى اللغة) — মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়া।
১৫. التعريفات — শরীফ আলী আল-জুরজানী।
১৬. سنن أبى داؤد — ইয়াম আবু দাউদ।
১৭. شرح مقامات الحريري — আব্দুল মুমিন আল-শারীপী।
১৮. مقدمة المنجد (أردو) — মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.)
১৯. مقدمة مقامات الحريري — মাও. মুহাম্মদ ইদরীস কাক্বলবী (র.)
২০. ظفر المحصلين بأحوال المصنفين — মাও. মুহাম্মদ হানীফ গান্ধীবী।
২১. قرة العيون فى تذكرة الفنون — মাও. মুহাম্মদ হানীফ গান্ধীবী।
২২. درس مقامات — ইবনুল হাসান আক্বাসী।
২৩. الكنوز الإعرابية — সংকলক : মাওলানা মুহাম্মদ আলী (র.)।

مقدمة الكتاب

কিতাবের ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুবাদ : [শুরু করছি] পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে।

শাসিক অনুবাদ : بِسْمِ اللَّهِ [শুরু করছি] আল্লাহর নামে الرَّحْمَنِ পরম করুণাময় দয়ালু।

শব্দ-বিশ্লেষণ

بِسْمِ-এর মধ্যে بِ হরফে জর। এটি কতিপয় অর্থে ব্যবহৃত হয় :

1. الْإِلْسَانُ [সম্ভ্রুতা] : যেমন : أَسْكَنْتُ بِالْعَلَامِ “আমি গোলামটিকে খরে রেখেছি।” مَرَرْتُ بِزَيْدٍ “যায়েদের পাশ দিয়ে আমি অতিক্রম করেছি।” بِه দা, “তাঁর মধ্যে ব্যাধি রয়েছে।” بِسْمِ اللَّهِ -এর মধ্যে এ অর্থটি প্রযোজ্য হতে পারে।
2. الْأَسْمَانَةُ [সাহায্য] : যেমন : كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ “আমি কলমের সাহায্যে লিখেছি।” بِسْمِ اللَّهِ -এর মধ্যে এ অর্থটি প্রযোজ্য।
3. الْمَصَابِحَةُ [সাহচর্য] : যেমন : فَادْخُلُوها بِسَلَامٍ أَيْتِينَ “তোমরা সালাম সহকারে নিরাপদে তথায় প্রবেশ কর।” وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ أَيْ مَعَ الْكَفْرِ “তারা কুফরি সহকারে প্রবেশ করেছে।” এ অর্থটিও بِسْمِ اللَّهِ -এর মধ্যে প্রযোজ্য হতে পারে।
8. الْفَعْلِيلُ [কার্যকারণ] : যেমন : فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذَنْبِ “আমি প্রত্যেককে তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি।”
5. الْبَدَلُ [বদল] : যেমন : اشْتَرَوْا الصَّلَاةَ بِالْهَنَى “তারা হেদায়াতের বদলে গুমরাহীকে গ্রহণ করেছে।”
6. الْفَعْلِيلَةُ [বিনিময়] : যেমন : هَادِيسَ- زَوَّجْتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ “পবিত্র কুরআনের যেটুকু তোমার মুখস্থ আছে তার বিনিময়ে আমি এই মহিলাটিকে তোমার নিকট বিবাহ দিলাম।”
9. الْفَعْلِيلَةُ [বিষয় ও অতিক্রমণের অর্থ বুঝাতে] : যেমন : كَانَسِلَ بِهِ خَيْرًا “তুমি এ সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস কর।”
7. الْفَعْلِيلَةُ [কিয়াদাংশ অর্থে] : যেমন : وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ “তোমরা তোমাদের মাথার কিছু অংশ মাসাহ কর।”
8. الْقَسَمُ [কসম] : যেমন : بِاللَّهِ لَا تُفْعَلَنَّ كَذَا “আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই অবশ্যই এরূপ করব।”
10. الْفَعْلِيلَةُ [অন্ত/সীমা অর্থ প্রকাশার্থে] : যেমন : قَدْ أَحْسَنَ بِي “সে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছে।”
11. الْفَعْلِيلَةُ [সকর্মক ক্রিয়ায় রূপান্তরীকরণ] : যেমন : ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ “আল্লাহ তা’আলা তাদের নূর নিয়ে নিয়েছেন।”
12. الْفَعْلِيلَةُ [স্থান/কালের অর্থ জ্ঞাপনার্থে] : যেমন : نَجَّيْنَاهُمْ بِسَعِيرٍ “আমি তাদেরকে রাতের শেষভাগে পরিত্রাণ দিয়েছি।” وَمَا كُنْتُ بِحَابِئِ الْغَيْبِ “আর তুমি [তখন পর্বতের] পশ্চিম পার্শ্বে ছিলে না।”
13. الْفَعْلِيلَةُ [কর্তৃত্ব ও উপস্থিতির অর্থ বুঝানোর জন্য] : যেমন : إِنْ تَأَنَّنَ يَفْطَارٍ “যেমন : وَكُنْتُ بِحَابِئِ الْغَيْبِ “আর তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যাকে অচেল সম্পদের আমানতদার বানাতেও সে তা তোমার কাছে ফেরত দেবে।”
14. الْفَعْلِيلَةُ [উৎসাহীকরণ] : যেমন : يَا بَنِي آدَمَ أَنْتَ وَأَسِي “আপনার প্রতি আমার মাতা-পিতা উৎসাহীকৃত হোক।”
15. الْفَعْلِيلَةُ [উৎসাহ দেওয়া] : যেমন : يَا بَنِي آدَمَ أَنْتَ وَأَسِي “আপনার প্রতি আমার মাতা-পিতা উৎসাহীকৃত হোক।”
1. كَانَ مُتَكَبِّرٍ -এর পূর্বে। যেমন : كَانَ مُتَكَبِّرٍ “সে অস্বীকারকারী নয়।”
2. كَانَ مُتَكَبِّرٍ -এর পূর্বে। যেমন : كَانَ مُتَكَبِّرٍ “যায়েদ দজারমান নয়।”

উচ্চ হওয়া, বুলন্দ হওয়া। : سَمًا (ن) سُمًّا : দৃষ্টি পড়া। : الْبَصَرُ তার প্রতি আমি দৃষ্টি দিয়েছি। : سَمَوْتُ إِلَيْهِ بِبَصَرِي তার প্রতি আমার দৃষ্টি পড়েছে। : إِلَيْهِ بَصَرِي তার মন বড় বড় বিষয়ের : تَفَسَّهَ تَسَمُّوْا إِلَى مَعَالَى الْأُمُورِ প্রতি ধাবিত। উচ্চ করা। : بِمِ শিকার করতে যাওয়া। : الْقَوْمُ রَجُلٌ زَيْدًا أَوْ يَزِيدُ : নাম রাখা। سَمَى (تَفَعَّلَ) تَسْمِيَةً - الرَّجُلُ زَيْدًا أَوْ يَزِيدُ : নাম রাখা। কাজ শুরু করতে আগ্রহের নাম নেওয়া। : سَمَى الشَّارِعَ فِي الْفَعْلِ উচ্চ করা। : أَسَمَى (إِفْعَالَ) إِسْمًا - الْشَّيْءُ : নাম রাখা। : أَسَمَى الرَّجُلُ زَيْدًا أَوْ يَزِيدُ প্রেরণ করা। : أَسَاءَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ سَمَى (مُعَاعَلَةً) مَسَاءً - الرَّجُلُ : গর্ব-অহংকারের প্রতিযোগিতা করা। বলা হয় - فَلَانَ لَا يَسَامِي - অমকের সাথে গর্ব-অহংকারের : تَسَامَى (تَفَاعَلَ) تَسَامِيًا ক্ষেত্রে মোকাবিলা করা যায় না। পরস্পরে গর্ব করা, একে অপরকে নাম ধরে ডাকা।	تَسَامَى عَلَى الْخَبْلِ : ঘোড়ায় আরোহণ করা। تَسَى (تَفَعَّلَ) تَسِيًا : নাম পড়া, নাম গ্রহণ করা। تَسَى إِلَى أَوْ يَأْتِي الْقَوْمَ : সম্পর্কিত হওয়া। নাম জিজ্ঞেস করা। : اِسْتَسَمَى (اِسْتَفْعَالَ) اِسْتِسْمَاءً (ج) سَامِيَةً (سَمَاءُ، سَامُونَ (ج) أَلْسَامِي (فَا) سَوَامٍ، سَامِيَاتٍ উচ্চ, বুলন্দ, সম্মানিত। বলা হয় - رَدَدْتُ مِنْ سَامِي طَرَفِهِ আমি তার গর্ব-অহংকারকে বিচূর্ণ করে দিয়েছি। أَلْسَاءُ, ভূবেষ্টনকারী উন্মুক্ত দিগন্ত, মাথার উপরস্থ বস্তু, ঘোড়ার পিঠ, ছাদ, বৃষ্টি, মেঘমালা, ঘাস, নেককারদের আত্মা থাকার জায়গা। : سَمَاوَاتُ (ج) سَمَوَاتٍ أَلْسَاءُ أَلْسِيَّةٌ, سَمِيٌّ, سُمِيٌّ, শব্দটি আরবিতে مُذَكَّرٌ مُؤَنَّثٌ ও مُذَكَّرٌ مُؤَنَّثٌ উভয় রকম ব্যবহৃত হয়। যেমন - إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ (مُؤَنَّثٌ) أَلْسَاءُ مُنْفَطِرٌ (مُذَكَّرٌ) সুখ্যাতি। বলা হয় : السَّمَاءُ : তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। وَقَى الْفَرَانَ : لَهُ أَلْسَاءُ الْحُسْنَى سَاءَةٌ : (س.م.و) / (و.س.م) جِنْسٌ : نَاقِصٌ / مِفَالٌ مُرَادٍ : عَلَّمَ

اللَّهُ

اللَّهُ শব্দটি সৃষ্টিকর্তার নাম। কোনো ভাষায় এর অনুবাদ সম্ভব নয়। اللَّهُ শব্দটির তত্ত্বগত আলোচনা নিয়ে আরবি ভাষাবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আল্লামা মাজদুদ্দীন ফীরুজআবাদী বলেন, এ শব্দের ব্যাপারে ত্রিশেরও অধিক মতামত রয়েছে। এখানে ছয়টি অভিমত উল্লেখ করা হচ্ছে :

১. প্রথম অভিমত হলো, এটা আরবি শব্দ নয়; বরং এটা সুরয়ানী শব্দ। সুরয়ানী ভাষার শব্দটি মূলত لَا ছিল। শব্দের শেষে অবস্থিত اَلِি টি হযফ করে দেওয়া হয়েছে এবং শুরুতে تَعْرِفُ যুক্ত করা হয়েছে। ফলে এভাবে اللَّهُ শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে। এ মতটি আবু য়ায়েদ বলবী গ্রহণ করেছেন।
২. দ্বিতীয় অভিমত এই যে, শব্দটি আরবি। তবে اَلِি مُذَكَّرٌ বা اَلِি مُؤَنَّثٌ নয়; বরং এটা আল্লাহ তা'আলার অন্যান্য গুণবাচক নাম তথা اَلِি مُذَكَّرٌ বা اَلِি مُؤَنَّثٌ -এর মতো جَنَّتٌ مُفْتَحَةٌ অর্থাৎ অন্য শব্দ থেকে নির্গত বিশেষণ। আল্লামা আবু হায়ান আন্দালুসী তাঁর প্রখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ আল-বাহরুল মুহীতে [১ খ., পৃ. ১৫] এ অভিমতটি উল্লেখ করেছেন। এ মতের অনুসারীগণ বলেন, নামকরণ এমন বস্তুর করা হয়, যাকে ইশারা দ্বারা নির্দিষ্ট করা সম্ভব। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ থেকে উর্ধ্বে। তাঁকে ইশারা করে দেখানো বা নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়।
৩. তৃতীয় অভিমত এই যে, اللَّهُ শব্দটি ইসমে যাত, তবে عَلَّمَ তথা নাম নয়। اَلِি مُذَكَّرٌ বা اَلِি مُؤَنَّثٌ নয়। এ অভিমতটি পোষণ করার কারণও তাই, যা দ্বিতীয় অভিমতের সপক্ষে উল্লেখ করা হয়েছে। শায়খ ইবনে আরাবী তাঁর ফুতুহাত নামক গ্রন্থে এ অভিমতটি উল্লেখ করেছেন।

৪. চতুর্থ অভিমত এই যে, **اَللّٰهُ** শব্দটি ইসম এবং তার সাথে সাথে **عَلَّمَ**-ও। তবে এটা **عَلَّمَ بِالْوَضْعِ** তথা গঠনগতভাবে **عَلَّمَ** নয়। বরং এটা **عَلَّمَ بِالْفَعْلَةِ** অর্থাৎ ব্যবহারিক নামকবাচক শব্দ।

এক ধরনের নামবাচক শব্দ একদুপা যে, কেউ তা কোন বস্তু বুঝানোর জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে গঠন করেন। যেমন মানুষের বা কোনো বস্তুর নাম রাখা হয়। আর এক ধরনের নামবাচক শব্দ আছে, যা কেউ নিয়মতান্ত্রিকভাবে গঠন করেন না। তবে তা কোনো বিশেষ বস্তুর জন্য বহুল ব্যবহারের ফলে তা সেই বস্তুর জন্য নামবাচক বিশেষ্যের রূপ পরিগ্রহ করে। যেমন- **جَمُّ**। শব্দটি। এটা সাধারণ নক্ষত্রবাহিরের জন্য গঠিত। তবে অনেক ক্ষেত্রে **جَمُّ** তথা সর্বাঙ্গীকরণকে বুঝতে এ শব্দটি **عَمَّ بِالْفَعْلِ** তথা বাবহরিজ নামবাচক বিশেষ্য হিসেবে প্রচলিত হয়। এমনভাবে আত্মাহ তা আলাার নামবাচক বিশেষ্যে বুঝানোর জন্য কেউ **لِلَّ** শব্দটি গঠন করেননি, তবে বহুল ব্যবহারের ফলে শব্দটি আত্মাহ তা আলাার নামবাচক বিশেষ্যে পরিণত হয়েছে। এ অভিমতটি প্রখ্যাত তাকসীরবিদ কাযী বায়যাবী (র.) তাঁর তাকসীর এন্থে উল্লেখ করেছেন।

৫. পঞ্চম অভিমত এই যে, **اللَّهُ** শব্দটি **عَلَّمَ بِالْوَضْعِ** অর্থাৎ গঠনভাবে বিশেষ্য। এটি কোনো শব্দ থেকে নির্গত নয়। এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের অভিমত। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম খলীল ইবনে আহমদ নাহবী, ইমাম যাজ্জাজ ও আল্লামা সুহায়লী এ অভিমত গ্রহণ করেছেন। আল্লামা যাবিদী (র.) তাঁর প্রসঙ্গি অভিধানগ্রন্থ **তাজুল আরসে** [খ., পৃ. ৩৭৪] লেখেন: **وَأَمَّا أَنَّهُ عَلَّمَ لِذَلِكَ الْوَأَجِبِ الرُّجُودِ الْمُسْتَجِيعِ لِيَمِينِ صِفَاتِ الْكَمَالِ غَيْرِ مُنْتَقِيٍّ** অর্থাৎ "সকল মতামতের মধ্যে বিশুদ্ধতম অভিমত এই যে, **اللَّهُ** শব্দটি সেই মহান ও চিরন্তন সন্তার নাম, যিনি সকল পূর্ণতার গুণের অধিকারী। এ শব্দটি অন্য কোনো শব্দ থেকে নির্গত নয়।"

৬. ষষ্ঠ অভিমত এই যে, **عَلَّمَ بِالرُّضْعِ** শব্দটি অর্থাৎ গঠনগতভাবে নামবাচক বিশেষ্য এবং অন্য শব্দ থেকে নির্গত। আল্লামা যামাখশারী ও আল্লামা নাসাফীসহ কিছু পণ্ডিত এ অভিমত গ্রহণ করেছেন।

মোটকথা, কেউ বলেন, এটি আরবি শব্দ, আবার কারও মতে, শব্দটি সুন্নায়ী। আরবি যারা বলেন, তাদের মধ্যে আবার হিমত রয়েছে। কারও মতে, শব্দটি جَاهِدٌ অর্থাৎ এ শব্দটি অন্য কোনো শব্দ থেকে নির্গত হয় নি এবং এ থেকেও অন্য কোনো শব্দ নিশ্চয় হয় নি। এর বিপরীতে আবার কেউ কেউ বলেন, শব্দটি مُسْتَقٌ অর্থাৎ, এটি অন্য শব্দ থেকে নির্গত হয়েছে। যারা শব্দটি مُسْتَقٌ বলেন, তাদের মধ্যে আবার শব্দটির উৎসমূল নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। তাদের মতামত শুধো এদিক :

১. **الْمُؤْمِنَةُ** (ফ) **الْمُؤْمِنَةُ** ইবাদত করা। এ থেকে **إِلَهِ** মানে **مَالِكُهُ** অর্থাৎ মালিক, উপাস্য।

২. اَلْهٰ (স) اَلِه হতবুদ্ধি হওয়া। এ থেকে اِلٰহ শব্দটি নিষ্পন্ন বলে ধরা হলে তখন এর অর্থ হবে, আল্লাহ এমন এক সত্তা, যার স্বরূপ উপলব্ধি করতে যেয়ে সকল সৃষ্টিকূল হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে।

৩. **أَمِيتُ إِلَى فَلَانٍ** কারও নিকট শান্তি ও স্থিরতা লাভ করা। বলা হয় : **أَمِيتُ إِلَى فَلَانٍ** আমি অমরকের নিকট গিয়ে শান্তি ও স্থিরতা লাভ করেছি। এ অর্থে মহান রাকুল আলামীনকে “আদ্বাহ” বলা হয় এ কারণে যে, মানুষের অন্তর আদ্বাহর জিকিরের মাধ্যমে শান্তি ও স্থিরতা লাভ করে।

8. **أَلَمْ يَأْتِ الْبَنَاتِ** ভয়-ভীতি দূরীভূত করে দিয়ে আশ্রয় দেওয়া। এ অর্থে মানে আশ্রয়স্থল। মহান সৃষ্টিকর্তা যেহেতু বিপদ-মসিবতঃস্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় দেন এবং তার ভয়-ভীতি দূরীভূত করেন তাই তাকে “আল্লাহ” বলা হয়।

৫. - اَلْهَبْ (ف) অশ্রয় ও নিরাপত্তা দেওয়া। এ অর্থে اَلْهَبْ মানে اَلْاَمْنُ অর্থাৎ, অশ্রয় ও নিরাপত্তাদাতা। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সমস্ত সৃষ্টিকালের অশ্রয় ও নিরাপত্তা দিয়ে থাকেন তাই তাঁকে “আল্লাহ” বলা হয়।

৬. **أَنفِصِلْ - أَنَا** (ف) উটনীর বাক্য মায়ের প্রতি ধাবিত ও সম্পৃক্ত হওয়া। বান্দা যেহেতু বিপদ-মসিবতের সময় কেঁদে-কেটে আত্না হুতাশালার প্রতি ধাবিত হয় এবং তার জিকিরে ব্যাপৃত হয় তাই এ অর্থে বারী তা'আলাকে "আত্না" বলা হয়।

৭. وَلَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ مِهْنَةٌ وَإِلَىٰ جِذْرِ النَّخْلِ ثَلَاثَ فَرَسَاتٍ ۖ ذَٰلِكَ لِمَنْ أَعْرَضَ وَجْهَهُ عَنَّا قِسْطٌ ذَٰلِكُمَا فِي السَّمَاوَاتِ بِمَا عَصَوْا ۖ وَإِلَىٰ ذِٰلِكَ عَاثِرُونَ ۚ وَإِلَىٰ جِذْرِ النَّخْلِ ثَلَاثَ فَرَسَاتٍ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ أَعْرَضَ وَجْهَهُ عَنَّا قِسْطٌ ذَٰلِكُمَا فِي السَّمَاوَاتِ بِمَا عَصَوْا ۚ وَإِلَىٰ ذِٰلِكَ عَاثِرُونَ ۚ

৮. لَا اَدْنٰى هِىَ, بুলন্দ হওয়া। আত্মাহ তা'আলার সত্তা যেহেতু সৃষ্টিকুলের সীমিত দৃষ্টি ক্ষমতার কারণে তাদের কাছে অদৃশ্য এবং অনুপম ও সমুচ্চ তাই তাকে “আত্মাহ” বলা হয়।
এ অভিমত থেকে বুঝা যায় যে, মূল শব্দটি ছিল لَا। এর উপর لَا اَدْنٰى যুক্ত করায় اللَّهُ শব্দটি গঠিত হয়েছে। প্রসিদ্ধ অভিধানগ্রন্থ ‘মুহতাররুস সিহাহ’ প্রণেতা মুহাম্মদ ইবনে বলেন—

(لَا) : تَمَسَّرَ، وَنَابَهُ بَاعٌ، وَجَوَزَ سَبَبِيَّةً أَنْ يَكُونَ لَهُ أَصْلُ
إِسْمُ اللَّهِ تَعَالَى، قَالَ السَّاعِرُ :

كَيْفَ لَمْ يَنْبَغِ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْكِبَارُ

أَيُّ الْإِلَهِ، أَذْخَلَتْ عَلَيْهِ الْأَلِفَ وَاللَّامَ، فَجَرَى مَجْرَى الْإِسْمِ الْعَلَمِ كَالْعَبَّاسِ وَالْعَسَنِ (مُتَخَارُ الصَّحَاحِ : ২২৭)

অর্থাৎ لَا মানে অদৃশ্য হলো, গোপন হলো। এর বাব مَبَاقِ يَبْنَعُ ইমাম সীবাওয়াইহি এ অভিমত সমর্থন করেছেন যে, لَا শব্দটি শব্দের মূল উৎস। যেমন কবি বলেন, ... كَيْفَ لَمْ يَنْبَغِ مِنْ أَيْنِ “আবু রাবাহ কর্ক কৃত হলফের মতো যা তার মহামহিম অদৃশ্য সত্তা [আত্মাহ] শোনে।”

এখানে কবির উক্তিতে لَا اَدْنٰى মানে لَا اَدْنٰى অর্থাৎ তার ইলাহ। এর শুরুতে لَا অَدْنٰى যুক্ত করা হয়েছে। অতঃপর শব্দটি আত্মাহ তা'আলার নামবাচক বিশেষ্য হিসাবে প্রচলিত হয়। যেমন—আল-আক্বাস ও আল-হাসান। এছাড়া পূর্বে উল্লিখিত অভিমতগুলো থেকে এটা পরিলক্ষিত হয়েছে যে, اللَّهُ শব্দটি মূলত لَا ছিল। তার শুরু থেকে الْ অফিলে দিয়ে لَا اَدْنٰى যুক্ত করা হয়েছে। এ لَا অফিলে দিয়েও দুটি অভিমত রয়েছে :

১. প্রথম অভিমত এই যে, لَا শব্দের শুরুতে অবস্থিত যে হামযাটি ফেলে দেওয়া হয়েছে তার পরিবর্তে لَا অফিলে যুক্ত করা হয়েছে। তাই اللَّهُ শব্দের মধ্যে لَا অফিলে—এর হামযাটি وَصَلْنِي নয়; বরং قَطَعْنِي। এজন্য يَا اللَّهُ বাক্যে হামযা হরফটি মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও যথাযথ উচ্চারিত হয়। এর মতো অনুকারিত থাকে না। এটা ইমাম আবু আলী নাহবীর অভিমত।
২. দ্বিতীয় অভিমত এই যে, لَا শব্দের لَا অফিলে—এর হামযার পরিবর্তে যুক্ত করা হয়নি; বরং তা মা'রেফার لَا অফিলে : আর এটা জানা কথা যে, মা'রেফার لَا অফিলে—এর হামযা وَصَلْنِي হয়ে থাকে, قَطَعْنِي নয়। সুতরাং اللَّهُ শব্দের হামযাও وَصَلْنِي, যা বাক্যের মাঝখানে উচ্চারিত হয় না। যেমন—بِسْمِ اللَّهِ ইত্যাদি বাক্যের মধ্যে উচ্চারিত হয় না। তবে يَا اللَّهُ বাক্যের মধ্যে হামযাটি মধ্যবর্তী অবস্থানে হওয়া সত্ত্বেও উচ্চারিত হওয়া আত্মাহ শব্দের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। قَطَعْنِي হওয়ার বিবেচনায় নয়।

তবে ইমাম খলীল, সীবাওয়াইহ ও অধিকাংশ নাহববিদদের মতে, اللَّهُ শব্দটি অন্য কোনো শব্দ থেকে নির্গত হয় নি। আত্মাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা যেমন যাবতীয় পরিবর্তন থেকে মুক্ত, তেমনি তাঁর নামও সকল পরিবর্তন-বিবর্তন থেকে মুক্ত। তাছাড়া لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ শব্দটিকে অন্য শব্দ থেকে নির্গত বলে ধরা হলে তার একটি مَعْنَى كَيْفٍ গ্রহণ করতে হয়, যার ফলে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ কালিমাটি التَّوْحِيدُ কালে থাকে না, অথচ এটি التَّوْحِيدُ কালে হিসাবে সর্বজন স্বীকৃত ও সর্বসম্মত অভিমত।

لَّهُ শব্দটি مَشْتَقٌّ مِنْهُ বা নামবাচক বিশেষ্য হওয়া সম্পর্কে ছয়টি এবং مَشْتَقٌّ مِنْهُ মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে اللَّهُ শব্দটি সম্পর্কে আটটি অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া শব্দটির শুরুতে অবস্থিত لَا সম্পর্কেও দুটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে। এটি اللَّهُ শব্দ সম্পর্কে উলামায়ে কোরাম যে বিশদ আলোচনা করেছেন তার সার-সংক্ষেপ। লাহোরের জামিয়া আশরাফিয়ায় সাবেক মুহাদ্দিস মাওলানা মুসা রুহানীবাখী (র.) اللَّهُ শব্দের তাত্ত্বিক আলোচনা নিয়ে প্রায় ছয়শত পৃষ্ঠার সমৃদ্ধ কলেবরে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটির নাম اللَّهُ تَعَالَى يَخْصَانِصُ الْإِسْمِ : উক্ত গ্রন্থে তিনি اللَّهُ শব্দের প্রায় সাড়ে সাত শত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। তা থেকে এখানে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :

১. اللَّهُ শব্দটি مَنَّوَرٌ الْإِلَهِ হয়, কিন্তু সেটি কারো প্রতি مَنَّوَرٌ নয়।
২. এ নামে কোনো সৃষ্ট বস্তুর নামকরণ করা হয় নি।

৩. হরফে নিদা بِا-এর পরিবর্তে শব্দটির শেষে তাশদীদযুক্ত মীম সংযুক্ত করা বৈধ।
 ৪. اللَّهُ بِا বাক্যে وَمَنْزِلَ بাক্যের মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তা উচ্চারিত হয়।
 ৫. দুটি মা'রেশার হরফে اللَّهُ শব্দের মধ্যে একত্রিত হয়। যেমন- اللَّهُ بِا এখানে بِা হরফে নিদা ও الْفِ لَا-এ একত্রে হয়েছে।
 ৬. اللَّهُ শব্দটিতে কখনও হরফে জর হরফ করার পরও তার আমল বহাল থাকে। যেমন- اللَّهُ لَا فَعْلَ كَذَا বলা হয়। মুহঃ
 এখানে وَاللَّهُ هِجْل। وَآوَسِيَّةُ। হরফে জরকে করার পর করে তার আমল বাকি রাখা হয়েছে।

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

بِنَادِ الْبَيِّنَةِ تَدُلُّ عَلَيْهِ-এর শব্দ। তবে رَحْمَن-এর মধ্যে مَبْلَغ-এর অর্থ অধিক। কারণ تَدُلُّ الْبَيِّنَةُ عَلَى زِيَادَةِ الْمَعْنَى "বর্ণনাধিক্য মর্যাদিক্য বুঝায় অর্থাৎ, যে শব্দের মধ্যে হরফ বেশি তার অর্থের মধ্যেও আধিক্য পাওয়া যায়।" رَحِيم-এর পূর্বে رَحْمَن শব্দের উল্লেখ করার কারণ এই যে, رَحْمَن বিশেষণটি কেবল আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রযোজ্য। অন্য কাউকে رَحْمَن বলা জায়েজ নয়। এজন্য কুরআনে বলা হয়েছে: اَدْعُوا الرَّحْمَنَ-এতে قُلْ اَدْعُوا اللَّهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمَنَ-এর মধ্যবর্তী বাক্যে একই সত্যকেই বুঝানো হয়। অথবা رَحِيم-এর পূর্বে رَحْمَن-এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, رَحْمَن-এর মধ্যে বড় বড় অনুগ্রহের অর্থ এবং رَحْمَن-এর মধ্যে ছোট ছোট অনুগ্রহের অর্থ রয়েছে। অতএব رَحْمَن শব্দটিকে পূর্বে উল্লেখ করে তার পরে رَحِيم শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের মধ্যে ছোট বড় সব রকমের অনুগ্রহ রয়েছে। অথবা এ কারণে رَحْمَن শব্দটিকে আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, رَحْمَن বিশেষণটি মুমিন, কাফির, দুনিয়া ও আখিরাত সবকিছুই শামিল করে। পক্ষান্তরে رَحِيم শব্দটি কেবল মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল সত্যকে বুঝায় জন্য প্রযোজ্য হয়ে থাকে। যেমন- কুরআনে বলা হয়েছে: فَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا অথবা رَحْمَن বিশেষণটিকে এ কারণে আগে আনা হয়েছে যে, رَحِيم কেবল আখেরাতে অনুগ্রহশীল সত্যকে বুঝায় জন্য ব্যবহৃত হয়। কেননা, আখেরাতে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন না। উল্লেখ্য যে, مَبْلَغ-এর শব্দ আল্লাহ তা'আলার জন্য মَجَازًا ব্যবহৃত হয়। কেননা: لَمَبْلَغٌ تَشَبَّهَ الشَّيْءُ "কোনো বস্তুর বাস্তবে যতটুকু দোষ বা গুণ আছে তার অধিক বুঝানোকে মَبْلَغ বলা হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি পুরোপুরিই প্রকৃত ও বাস্তব। সুতরাং তার জন্য مَبْلَغ-এর শব্দাবলি مَبْلَغ-এর পারিভাষিক অর্থে নয়। তবে আল্লাহ তা'আলার জন্য مَبْلَغ-এর শব্দাবলি তৎসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের আধিক্যের ভিত্তিতে ব্যবহৃত হয়। যেমন- রহমতের ক্ষেত্র অধিক হওয়ার কারণে এবং রহমতপ্রাপ্তদের সংখ্যার আধিক্যের কারণে رَحْمَن ও رَحِيم বলা হয়, যেমনটি তওবাকারীদের আধিক্যের কারণে তাঁকে تَوَّاب বলা হয়। رَحِيم-এর বহুবচন اَرْحَمًا উল্লেখ্য যে, رَحْمَن শব্দটি যেহেতু আল্লাহ তা'আলার জন্য খাস তাই এর বহুবচন হয় না।

رَحْم (স) رَحْمَةً : অনুগ্রহ হওয়া, অনুগ্রহশীল হওয়া, অনুগ্রহ করা, ক্ষমা করে দেওয়া।
 رَحِمْتُ (س, ك) رَحْمًا, رَحَامَةً, وَرَحِمْتُ - اَلرَّحَاءُ :
 মহিলার সন্তান প্রসব করার পর জরায়ুতে ব্যথা হওয়া।

رَحْمَاءُ, رَحْمَةٌ, رَحِيمٌ : এ অর্থে ব্যবহৃত হয় : رَحِمْتُ (تَفَعَّلَ) - عَلَيْهِ :
 রَحِمْتُ (تَفَعَّلَ), رَحِمْتُ (تَفَعَّلَ) :
 কোন ব্যক্তির ব্যাপারে اللَّهُ رَحِيمٌ বলা।

رَحِمْتُ (تَفَعَّلَ) : একে অপরের প্রতি অনুগ্রহ করা। :
 رَحِمْتُ (تَفَعَّلَ), رَحِمْتُ (تَفَعَّلَ) :
 জরায়ু, আত্মীয়তা, সম্পর্ক (ج) : رَحِمْتُ (تَفَعَّلَ) :
 আত্মীয় : رَحِمْتُ (تَفَعَّلَ) :

الرَّحَامُ : জরায়ুর এক প্রকার রোগ।
 الرَّحْمَةُ, الرَّحْمَى, الرَّحْمُ : অন্তরের নরমতা, অনুগ্রহ।
 الرَّحْمَتُ : অধিক অনুগ্রহ।
 الرَّحِيمُ, الرَّحِيمُ : অনুগ্রহশীল।
 الرَّحِيمُ (مَف) : যার প্রতি অনুগ্রহ করা হয়, অনুগ্রহপ্রাপ্ত।
 আধুনিককালের ভাষায় مَرْحُومٌ ও مَرْحُومَةٌ শব্দ দুটি দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে বুঝানো হয়।

فِي الْقُرْآنِ : اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ .
 نَادَوْهُ : (ر-ح-م) : يَحْسِبُ : صَحِيح
 مُرَادٌ : رَوِّفٌ : يَنْدُ : جَبَّارٌ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُكَ عَلٰى مَا عَلِمْتَ مِنَ
الْبَيِّنِ، وَآلِهْمْتَ مِنَ التَّيْبَانِ،

অনুবাদ : হে আল্লাহ! তুমি যে (আমাদের) ভাব প্রকাশ
করতে শিখিয়েছ এবং বোধশক্তি (আমাদের) অন্তরে
ঢেলে দিয়েছ তজ্জন্য আমরা তোমার প্রশংসা করছি।

শাখিক অনুবাদ : اَللّٰهُمَّ হে আল্লাহ! আমরা তোমার প্রশংসা করছি مَا عَلِمْتَ তজ্জন্য তুমি শিখিয়েছ
اَلْبَيِّنِ ভাব প্রকাশ করতে آلهْمْتَ এবং তুমি অন্তরে ঢেলে দিয়েছ التَّيْبَانِ বোধশক্তি।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَللّٰهُمَّ :

এ শব্দের মূলরূপ কি ছিল এ ব্যাপারে নাহব্বিদদের দৃষ্টি উক্তি
রয়েছে-

১. ইমাম ফাররা' ও কুফী নাহব্বিদদের মতে, اَللّٰهُ শব্দটি بِا
اَللّٰهُ ছিল। অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি
কল্যাণের ইচ্ছা করুন। উক্ত বাক্য থেকে اَللّٰهُ শব্দটি এবং
اَمَّا -এর مِنْ مُّشَدَّد -এর مِنْ مُّشَدَّد -এর
দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ অভিমতটি সঠিক নয়। কেননা, এ
অভিমতটির উপর তিনটি আপত্তি উঠে :

এক. اَللّٰهُ মানে যদি اَمَّا بِا اَللّٰهُ অর্থ ধরা হয় তবে
যেহেতু এ অভিমত অনুসারে اَللّٰهُ শব্দটি দোয়ার একটি
স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ বাক্য হয় তাই এর পরে কোনো দোয়ার বাক্য
যুক্ত হলে عَطْف সহকারে যুক্ত হওয়া চাই। যেমন : اَللّٰهُ
اَوْفَرِيْ اَوْفَرِيْ অথচ এরূপ عَطْف সহকারে ব্যবহার শুদ্ধ নয়।

বলা হয়ে থাকে যে, اَوْفَرِيْ যেহেতু اَمَّا بِا অর্থ তাই
عَطْف ব্যতীত ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এ কথাটিও এ
কারণে সঠিক নয় যে, اَللّٰهُ-এর পরে বদদোয়াও করা হয়,
যা উপরিউক্ত অর্থে اَللّٰهُ থেকে عَطْف হতে পারে না।

দুই. একটি মাত্র হরফ (مِنْ مُّشَدَّد) একটি বাক্য اَمَّا بِا
কিন্তু اَمَّا بِا অর্থ তাই এ অভিমতের সপক্ষে দলিল পেশ করা
যায় না। কারণ এরূপ ব্যবহার নেহায়েত দুর্বল।

তিন. اَللّٰهُ -এর উপরিউক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হলে اَللّٰهُ
সহকারে কোনো বদদোয়া শুদ্ধ হওয়ার কথা নয়। কেননা
এতে একই দোয়ার পরস্পর বিরোধিতা প্রকাশ পায়। তা হাড়া
কুরআন পাকে اَللّٰهُ-এর সাথে বদদোয়া উল্লিখিত হয়েছে।
যেমন- اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ فَاْخِرُ الْحَقِّ فَاَسْطَرَّ عَلَيْنَا

اَمَّا بِا অতএব এ সকল আপত্তির কারণে অভিমতটি
গ্রহণযোগ্য নয়।

২. এর বিপরীতে ইমাম সীবাওয়াইহি ও খলীলসহ বসরী
নাহবীগণের মতে, اَللّٰهُ শব্দটি মূলত اَللّٰهُ ছিল।
হরফে নিদাটিকে হরফ করে তার বদলে اَل্ শব্দের শেষে
যুক্ত করা হয়েছে। এ কারণে ২ হরফে নিদা
ও مِنْ مُّشَدَّد সাধারণত এক সঙ্গে ব্যবহৃত হয় না।

অধিক সংখ্যক ভাষাবিদ পণ্ডিত বসরী নাহবীগণের মতকে
প্রাধান্য দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ কুফীদের মতকে অগ্রাধিকার
দিয়েছেন। মাওলানা মুসা রুহানীবাখী (র.) তাঁর "ফাতহুদ্দাহ"
নামক গ্রন্থে পঁচিশটি দলিল পেশ করে কুফীদের অভিমত
প্রাধান্য দিয়েছেন। ইমাম রাযী উভয় পক্ষের মতামত, দলিল ও
জবাব উল্লেখ করেছেন। তবে ইমাম ফাররার অভিমতের প্রতি
তাঁর সমর্থন রয়েছে বলে বুঝা যায়। [দ্র. তাফসীরে কাবীর,
সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ২৬ -এর তাফসীর।]

কুফীদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, যীম মুশাদ্দাহ ২ হরফে
নিদার পরিবর্তে এসে থাকলে উভয়টি একত্রে না আসার কথা।
অথচ আরবি কবি কুতরূব বলেন,

اِنِّىْ اِذَا مَطِعَ اَلْمَا * اَقْرَبَ اِلَى اللّٰهِ اَوْ اللّٰهُ اِلَى اللّٰهِ

অপর এক কবি বলেন,

اِنِّىْ اِذَا حُدِّثَ لَنَا * دَعَوْتُ اِلَى اللّٰهِ اَوْ اللّٰهُ اِلَى اللّٰهِ

এ দুটি শ্লোকে উভয়টি একত্রে এসেছে। বসরীদের পক্ষ
থেকে উত্তরে বলা হয় যে, এ শ্লোক দুটি ۛ ۛ অর্থাৎ, মূলত
প্রয়োগের উদাহরণ। এতে ضرورت شمعى -এর কারণে
একত্রে আনা হয়েছে।

এছাড়াও اَل্ শব্দটির তাহকীক নিয়ে আরও দুটি অভিমত
পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রথম অভিমতটি হলো, আল্লামা রুহানী
বাখী (র.) বলেন, اَللّٰهُ শব্দের শেষে অবস্থিত যীম মুশাদ্দাহ

يَا حَرْبُ نِدَا কিংবা جَعَلَهُ مَكْرَهُ কোনোটির পরিবর্তে নয়। বরং এটি মুবালাগা বোঝাবার জন্য শব্দের শেষে يَمِيم যুক্ত করা হয়েছে। যেমন- اَرْقَمُ ও اَيْتَمُ এ শব্দ দুটির শেষে মুবালাগার অর্থ প্রকাশ করার জন্য মীম যুক্ত করা হয়। আর দ্বিতীয় অভিমতটি হলো, اَللّٰهُ শব্দটি কোনো শব্দ থেকে গঠিত বা নিশ্পন্ন হয়নি; বরং এটি আদ্বাহ তা'আলার একটি স্বতন্ত্র নাম। কেউ কেউ এ শব্দটিকে ইসমে আ'জম বলে অভিহিত করেছেন। আদ্বাহ সুযুতী তাঁর আল-ইতকান [১৮, পৃ. ১৫৩] গ্রন্থে একথা উল্লেখ করেছেন। এ উক্তি থেকে দ্বিতীয় অভিমতের সপক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। অর্থাৎ, এটি আদ্বাহ তা'আলার একটি স্বতন্ত্র নাম।

আদ্বাহ আইনী (র.) [উমদাতুল কারী, ২৮, পৃ. ২১] বলেন, اَللّٰهُ শব্দটির প্রয়োগক্ষেত্র তিন রকম : ১. نِدَا -এর ক্ষেত্রে এর ব্যবহার বহুল প্রচলিত। ২. কোনো বিরল বিষয়ের ব্যতিক্রম বোঝাবার জন্যও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়- اَللّٰهُمَّ اِلَّا اَنْ يُّكُوْنَ كَذَا "তবে বিষয়টি যদি এমন হয়।" ৩. কোনো প্রশ্নের জবাবে শুকুত ও নিশ্চয়তা প্রদান করার জন্যও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন- কেউ জিজ্ঞেস করল, اَزَيْدٌ قَائِمٌ "যায়দ কি দণ্ডায়মান?" জবাবে বলা যেতে পারে, "اَللّٰهُمَّ لَا" অথবা "اَللّٰهُمَّ نَعَمْ" এ তিনটি প্রয়োগক্ষেত্রের মধ্যে শেষোক্ত দুটি প্রয়োগক্ষেত্রে বরকত ও ভাষাগত প্রচলনস্বরূপ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

اَللّٰهُ শব্দটির কোনো صِفَت ব্যবহার করা যায় কিনা, এ সম্পর্কে দুটি অভিমত রয়েছে। ইমাম মুবারিরদের মতে এর صِفَت ব্যবহার করা যায়। উদাহরণতঃ اَللّٰهُمَّ الْكَرِيمُ বলা যায়। তাঁর যেমন বলা যায়, তেমনি اَللّٰهُمَّ الْكَرِيمُ শব্দটি صِفَت সহকারে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি সূরা যুমাের ৪৬ নং আয়াত فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -এর মধ্যে فَاطِر শব্দটিকে اَللّٰهُ -এর সিফাত বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। ইমাম সীবাওয়াইহির মতে, اَللّٰهُ শব্দের সিফাত ব্যবহার কর শুদ্ধ নয়। তিনি বলেন, উল্লিখিত আয়াতে فَاطِر শব্দটি اَللّٰهُ -এর সিফাত নয়; বরং এটি স্বতন্ত্র মুনাদা। এখানে حَرْفٌ نِدَا মাহযুফ রয়েছে। তাঁর মতে, اَللّٰهُ শব্দের মীম হরফটি আদ্বাহ তা'আলার সকল গুণবাচক নামকে शामिल করে।

হরফটি বহুবচনের আলামত, যেমন عَلَيْهِ শব্দের মধ্যে "মীম"-কে বহুবচনের অর্থ বোঝানোর জন্য যুক্ত করা হয়। সুতরাং اَللّٰهُ বলা মানে اَلْاَسْمَاءُ বলা মানে اَللّٰهُম্ম বলা। কাজেই اَللّٰهُ শব্দটির মধ্যে যখন আদ্বাহ তা'আলার সকল গুণবাচক নামক অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় তখন এরপরে আবার صِفَت ব্যবহার করার কোনো অর্থ থাকে না।

আমরা প্রশংসা করি। -করছি। نَعْمَدُ :

প্রশংসা করা। : حَمْدًا، مَحْمَدًا، مَعْدًا :

প্রতিদান দেওয়া। : - عَلَى أَمْرٍ :

প্রশংসনীয় পাওয়া। : - الشَّيْءُ :

يَقَالُ : أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهُ :

"আমি তোমার সাথে আদ্বাহর প্রশংসা করছি। অথবা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, তার সাথে আদ্বাহর নেয়ামতেরও শুকরিয়া আদায় করছি।"

আলহামদু লিল্লাহি বলা। ব্যবহার প্রশংসা করা। : (تَعْمِيْلًا) تَعْمِيْدًا :

প্রশংসনীয় কাজ করা। : اِلْعَاْدَالُ اِحْسَادًا :

প্রশংসনীয় হওয়া। : - الشَّيْءُ :

প্রশংসনীয় পাওয়া। : - الشَّيْءُ :

কারণ কাজ বা মতে সম্মত হওয়া। : - قَلًا :

فِي الْقُرْآنِ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي مَدَانَا لِهَذَا .

মাদে : (ج. ১০. ১০) : حَسْبُكَ صَبِيح

مَرَادُفٌ : نَعْمَدُ، يَنْدُ، نَعْمُ

حَمْد শব্দটি فُكْر অপেক্ষা ব্যাগ্ধার্থবোধক। কেননা গুণাবলি ও অনুগ্রহ উভয়ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু فُكْر কেবল অনুগ্রহের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আবার مَدَح শব্দটি অপেক্ষা ব্যাগ্ধার্থবোধক। কেননা مَدَح শব্দটি জীবিত বা নিজীব যে কোনো কিছু প্রশংসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু حَمْد শুধু জীবিতের ক্ষেত্রে চলে, নিজীবের ক্ষেত্রে নয়।

حَمْد এবং فُكْر -এর সংজ্ঞা ও পরস্পর পার্থক্য : اَلْحَمْدُ : هُوَ الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيْلِ الْاِخْتِيَارِي سَوَاءٌ كَانَ فِي مَقَابِلَةِ التَّعْمِيْلِ أَوْ لَا اَلْفُكْرُ : هُوَ الثَّنَاءُ عَلَى الْجَمِيْلِ الْاِخْتِيَارِي فِي مَقَابِلَةِ التَّعْمِيْلِ .

حَمْدٌ ۝ شُكْرٌ -এর মাঝে পার্থক্য :

ক. হাম্দ শুধু মুখে হয়; কিন্তু শুকর মুখেও হয় অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারাও হয়।

খ. হাম্দ -এর বিপরীতে অনুগ্রহ থাকা জরুরি নয়, কিন্তু শুকর -এর বিপরীতে অনুগ্রহ থাকা জরুরি।

حَمْدٌ ۝ مَدْحٌ -এর মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য :

ক. (فِعْلٌ اِخْتِيَارِيٌّ / جَمِيلٌ) হাম্দ স্বৈচ্ছাধীন কর্ম বা গুণ (فِعْلٌ اِخْتِيَارِيٌّ / جَمِيلٌ) -এর বিনিময়ে হয়, কিন্তু মদহ স্বৈচ্ছাধীন ও আত্মা হ্রদন্ত (غَيْرِ اِخْتِيَارِيٍّ ۝ غَيْرِ اِخْتِيَارِيٍّ) উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

খ. হাম্দ শুধু জীবিতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, নিজীবের ক্ষেত্রে নয়। কিন্তু মদহ জীবিত ও নিজীব প্রত্যেকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

حَمْدٌ ۝ ثَنَاءٌ -এর মধ্যে পার্থক্য : সমকক্ষের প্রশংসা করাকে ثَنَاءٌ বলে। বড়দের প্রশংসাকে হাম্দ বলে।

عَلَى

উপর হরফটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয় :

১. অর্থে। অর্থাৎ কোনো বস্তুর উপরস্থতা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- আয়াত : وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ

২. নিকট অর্থে। যেমন- আয়াত : أَوْ أَدْنَىٰ عَلَى الْوَارِدِ هَذِي

৩. কখনও রূপক অর্থে উপরস্থতা বুঝায়। যেমন- আয়াত : وَلَهُمْ عَلَىٰ نَفْسٍ

৪. সঙ্গেও অর্থে। যেমন আয়াত : وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حَيْبٍ

৫. রসায় অর্থে। যেমন- আয়াত : رَضِيَ عَلَيْهِ أَيْ رَضِيَ عَنْهُ

৬. কারণ অর্থে। যেমন- আয়াত : وَلَتَكْفُرُوا بِاللَّهِ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ

৭. অর্থে। যেমন- আয়াত : وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَلْفَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا

৮. অর্থে। যেমন- আয়াত : الَّذِينَ إِذَا كَانُوا عَلَى النَّاسِ سَتَوَلُّونَ

৯. অর্থে। যেমন- আয়াত : أَرَكِبَ عَلَى اسْمِ اللَّهِ

১০. অর্থে। যেমন- আয়াত : اسْتَخْرَاكَ

فَلَانَ عَاصٍ عَلَى أَنَّهُ لَا يَبَاسُ مِّن رَّحْمَةِ اللَّهِ

عَلِمْتَ : তুমি শিখিয়েছ।

تَعَلَّمْتُ : শেখানো।

(س) عَلِمْتُ : জানা। বিশ্বাস করা।

تَعَلَّمْتُ : শেখা।

فِي الْقُرْآنِ : تَعَلَّمْتُ لَا يَعْلَمُ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا

মাদে : ع-ل-ম, ج-س : صَحِيح

مُرَادُفٌ : عَرَفْتُ / أَدْرَيْتُ , حَمْدٌ : اُنْتَسَيْتُ / جَهَلْتُ

عِلْمٌ যখন কেবল কোনো বস্তুকে জানা বা চেনার অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন তার কেবল একটি মفعول -এর প্রয়োজন হয়, যেমন : كَيْفَ يَكُونُ اللَّهُ بِعِلْمِهِمْ -এর উপর ইবাচক বা নাবাচক حكم আরোপ করতে হয় তখন তার জন্য দুই মفعول আবশ্যিক। যেমন- فَاِنْ عَلِمْتُمْوهُنَّ مَوْتِنَا

الْيَسَّان : তাব প্রকাশ, বক্তব্য, প্রকাশ মাধ্যম।

(ض) بَيَّانٌ : প্রকাশ পাওয়া, স্পষ্ট হওয়া।

(ض) بَيَّنَّا , بَيَّنَّا , يَبَيِّنُونَ : পৃথক হওয়া বা করা।

(إِلْعَال) إِبَّانَةٌ - الشَّيْ : প্রকাশ পাওয়া। স্পষ্ট হওয়া।

- الشَّيْ : স্পষ্ট করা। প্রকাশ করা।

(تَفَعُّل) تَبَيَّنَّا , تَبَيَّنَّا (تَفَعُّل) تَبَيَّنَّا

- الشَّيْ : স্পষ্ট হওয়া, প্রকাশ পাওয়া।

- الشَّيْ : স্পষ্ট করা, প্রকাশ করা।

(اِسْتِفْعَال) اِسْتَبَّانَةٌ - الشَّيْ : স্পষ্ট হওয়া।

- الشَّيْ : কোনো বিষয় স্পষ্ট করতে বলা।

فِي الْقُرْآنِ : ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَّانَهُ - هَذَا بَيَّانٌ لِلنَّاسِ -

মাদে : (ب-ي-ن) , ج-س : أَحْوَجُ يَأْنِي

مرادف : التَّطَقُّقُ , حَمْدٌ : اَلْعَصْرُ

و

৭। হরফটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১. اِسْتِثْنَاءٌ [বক্তব্যের সূচনার জন্য] لَا تَأْكُلُ السَّنَاءُ

وَتَشْرَبُ اللَّيْنُ

২. مَعِيَّتٌ [সাথে-সঙ্গে] جَاءَ الْبَرْدُ وَالْجَبَابُ

৩. قَسَمٌ [শপথ] وَالسَّمَاءُ ذَاتَ الْجُودِ

৪. عَطْفٌ : جَانِبِي زَيْدٌ وَعَمْرُو

৫. يَمْنَعُنِي رَبِّي : وَلِكُلِّ كَمْزُجِ الْبَحْرِ أَرْخَىٰ سُدُولَهُ

৬. حَالٌ : جَاءَ زَيْدٌ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ

أَلْهَمْتَ : তুমি অন্তরে ঢেলে দিয়েছ।

কোনো বিষয় অন্তরে ঢেলে দেওয়া। তবে (إِلْهَامًا) (إِلْهَامًا) কেবল আদ্বাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এবং উর্ধ্ব জগৎ থেকে কোনো বিষয় অন্তরে ঢেলে দেওয়ার ক্ষেত্রে إِيْلَهَام শব্দ ব্যবহৃত হয়। চাই সেটা ভালো হোক বা মন্দ হোক।

لَهُم (স) لَهُمَا, لَهُمَا : কোনো কিছু একবারেই গলাধঃকরণ করা, একবারেই গিলে ফেলা।

فِي الْقُرْآنِ : نَالَهُمَا فَجُورًا وَتَقْوَا

মাদে : (ল - ও - ম) جُنُس : صَحِیح

مُرَادِف : أَوْحَيْتُ

الْتِبْيَانُ : বোধশক্তি।

কোনো বিষয়ে মনে মনে বোধ লাভ করা, বুঝ পাওয়া। এ জন্য বলা হয়, وَالتَّبْيَانُ مِنْكَ لِقَبْرِكَ وَالتَّبْيَانُ, অর্থাৎ, بِيَانُ মানে অন্যকে বোঝানো, আর بِيَانُ মানে নিজে বোঝা। কারও কারও মতে, بِيَانُ অপেক্ষা تَبْيَانُ শব্দটি অধিক অর্থবহ। কেননা হরফের আধিক্য থেকে অর্থের আধিক্য প্রকাশ পায়।

زِيَادَةُ اللَّفْظِ تُدُلُّ عَلَى زِيَادَةِ الْمَعْنَى

প্রকাশ করা, স্পষ্ট। : تَبْيَانًا, تَبْيَانًا : (تَفْعِيل) (تَفْعِيل) প্রকাশ করা, স্পষ্ট হওয়া। অর্থাৎ, প্রকাশ করা, স্পষ্ট হওয়া। وَالتَّبْيَانُ ও تَبْيَانُ ব্যতীত অন্য কোনো

মাসদার تَفْعِيلُ بَابٍ থেকে আসে না। تَذَكَّرَ - تَكَرَّرَ - نَفَعَالُ -এর ওজনে আসে। যেমন- تَكَرَّرَ - نَفَعَالُ ইত্যাদি।

فِي الْقُرْآنِ : وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ اللَّهُمَّ : بِمَعْنَى - يَا اللَّهُ

হয়ে অস্মিৎ খবরত ইনَّا نَعْمُدُكَ إِنَّا হরফে بِأَجَلَةٍ يُغْلِبُهُ جَوَابُ تَبَا ও নিদা অতঃপর جَوَابُ تَبَا

বালগাত

এর মাঝে مُرَدُّوঁ وَتَبْيَانُ -এর মধ্যকার পার্থক্য :

দুই কَلِمَةٌ -এর আকৃতি ও حَرْف -এর সংখ্যা সমান হয়ে কোনো এক কَلِمَةٌ -এর শুরুতে একটা حَرْফ অতিরিক্ত হওয়াকে جِنَاسُ مُرَدُّوঁ বলে।

شُعُورٌ وَ عِلْمٌ -এর মধ্যকার পার্থক্য : مُعْرِفَتٌ : أَلْعِلْمُ : الْإِدْرَاكُ بِالْقَلْبِ :

অন্তরের সাহায্যলব্ধ জ্ঞানকে عِلْم বলে।

الشُّعُورُ : الْإِدْرَاكُ بِالْحَوَاسِ

ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে শُعُور বলে।

অজানার পর জানাকে مُعْرِفَتٌ বলে। إِدْرَاكٌ সকল অর্থের জন্য ব্যাপক।

كَمَا نَحْمَدُكَ عَلَى مَا أَسْبَغْتَ مِنَ الْعَطَاءِ،
وَأَسْبَلْتَ مِنَ الْغِطَاءِ، وَتَعَوَّذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ
اللَّسَنِ، وَفُضُولِ الْهَذَرِ، كَمَا تَعَوَّذُ بِكَ مِنْ
مَعَرَّةِ اللَّكَنِ، وَفُضُوحِ الْحَصْرِ.

অনুবাদ : যেমন আমরা তোমার প্রশংসা করছি
[আমাদের প্রতি] তোমার দান পরিপূর্ণ করে দেওয়া ও
[আমাদের দোষ-ত্রুটির উপর] পর্দা টেনে দেওয়ার জন্য।
আমরা মুখরপনার তেজ ও অনর্থক কথনের বাহুল্য
থেকে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি, যেমন আমরা
তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি জড়তার দোষ ও
বাকরোধজনিত অক্ষমতার লাঞ্ছনা থেকে।

শাখিক অনুবাদ : কَمَا যেমন نَحْمَدُكَ আমরা তোমার প্রশংসা করছি عَلَى জন্য أَسْبَغْتَ তুমি যে পরিপূর্ণ করে দিয়েছ
شَرِّهِ থেকে مِنْ تَعَوَّذُকি আমরা তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি مِنَ -যেমন- مَعَرَّةِ দোষ জড়তা
اللَّكَنِ মুখরপনার তেজ وَفُضُولِ الْهَذَرِ অনর্থক কথনের বাহুল্য
শাঞ্ছনা الْحَصْرِ বাকরোধজনিত অক্ষমতা।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَكَ :

১. হরফ দুটি অর্থের জন্য আসে।

১. تَشْبِيهِ (উপমা দেওয়া) زَيْدٌ كَأَنَّكَ

২. زَانِدَةٌ [অতিরিক্ত] : لَيْسَ كَيْفِيهِ شَيْءٌ

অসিফত : তুমি পরিপূর্ণ করে দিয়েছ।

(إِفْعَال) إِسْبَاغًا : পরিপূর্ণ করে দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمًا -

(ن) سُبُوغًا : পরিপূর্ণ হওয়া।

-الْعَيْشُ : প্রশস্ত হওয়া।

-الْقُرْبُ : তুমি পর্যন্ত আলিখিত হওয়া।

سَابَغَ : (ف) (مذ) : পরিপূর্ণ।

فِي الْقُرْآنِ : أَنْ أَعْلَلَ سَابِغَاتٍ

فِي الْحَدِيثِ : أَسْبَغُوا الْوُضُوءَ

মাদে : (س. ب. গ) : جَش : صَحِيح

مَرَادُف : أَكْثَلَتْ ، ضَد : نَقَصَتْ .

الْعَطَاءُ : (ج) أَغْطِيَةٌ : (مِج) أَغْطِيَاتُ

(ن) عَطَا : নেওয়া, গ্রহণ করা।

-إِلْيَهِ يَدُهُ : হস্ত উত্তোলন করা।

فِي الْقُرْآنِ : عَطَا غَيْرَ مَجْدُورٍ -

فَإِنْ أَعْطَا مِنْهَا رَسْرًا -

(إِفْعَال) إِعْطَاءً : দান করা।

مَادَهُ : (ع. ط. ر) : جَش : نَاقِصٌ وَآوَى

مَرَادُف : أَلْتَمِعَةً

أَسْبَلْتَ : তুমি ঝুলিয়ে দিয়েছ।

(إِفْعَال) إِسْبَالًا - الْقُرْبُ : কাপড় ঝুলিয়ে দেওয়া।

-الْبَسْرُ : পর্দা টেনে দেওয়া।

-النَّاءُ : পানি ঢালা।

-الْفَطْرُ أَوْ الدَّمْعُ : প্রবাহিত করা।

-الدَّمْعُ : অশ্রু প্রবাহিত করা।

(ن) سَبَلًا : গালি দেওয়া।

فِي الْحَدِيثِ : ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ : (مِنْهُمْ) أَلْتَسْبِيلُ إِزَارَهُ

مَادَهُ : (س. ب. ل) : جَش : صَحِيح

مَرَادُف : أَكْثَلَتْ ، ضَد : كَثَفَتْ

الْغِطَاءُ : (ج) أَغْطِيَةٌ : পর্দা, আবরণ।

(ن) غَطَّرَ ، غَطَّرُ : আবৃত করা, ঢেকে দেওয়া।

بَابُ تَفْعِيلٍ : بَابُ إِفْعَالٍ : এমনিভাবে এ শব্দমূল

থেকে এও অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(إِفْعَال) إِفْطَاءً (تَمَلُّ) تَفْطِيًا : অদৃশ্য হওয়া,

আড়াল হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : تَكْشِفُنَا عَنْكَ غَطَاكَ فَبَسَرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ .

মাদে : (গ. প. র.) , جنس : تَقْصِيرٌ وَآوِي

মরাদ্ : الْبَسْرُ / الْبَصَرُ

আমরা আশ্রয় গ্রহণ করছি।

(ন) عَوْدًا , عِيَادًا , مَعَادًا : আশ্রয় নেওয়া, আশ্রয়

গ্রহণ করা।

بَابٌ تَكْمِلُ بَابٌ تَكْمِلُ থেকে এবং এ শব্দমূল

এমনিভাবে এ শব্দমূল থেকেও এ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(إِنْعَالٌ) إِعَادَةٌ (تَنْفِيلٌ) تَعْمِيدًا : রক্ষা করা। হেফাজতের

দোয়া করা।

فِي الْقُرْآنِ : أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

মাদে : (এ. ও. ড.) , جنس : أَجُوفٌ وَآوِي

মরাদ্ : تَلْعًا , ضِدٌّ : নপুং

شَرٌّ : তেজ, উদ্যম, ক্ষোভ।

(ন) ضَرْأٌ , شَرٌّ , شَرَّارٌ : মন্দ হওয়া।

الشَّرُّ : (জ) شَرُّورٌ : মন্দত্ব।

الشَّرُّ : (জ) أَكْشَرًا , شَرَّارًا , أَشْرًا : মন্দ।

فِي الْقُرْآنِ : وَإِنْ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ

মাদে : (শ. র. র.) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

মরাদ্ : الْحَدَّةُ , ضِدٌّ : ফল/কল

الْكُسْنُ : মুখরপনা।

(স) لَسْنَا : বাকপটু হওয়া, মুখর হওয়া।

اللسان (ج) اللسان , لَسَنٌ , لِسَانَاتٌ : ভাষা, রসনা।

فِي الْقُرْآنِ : وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتَلَابَ

الْأَسْتَحْيَاكُمْ وَالْأَرْوَاحُكُمْ

মাদে : (ল. স. ন.) , جنس : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : الْفَصَاحَةُ , ضِدٌّ : الْكُنُ

أَنْفُوزٌ (و) فَضْلٌ : অনর্থক বিষয়। অতিরিক্ত, বাহুল্য, আধিক্য।

فَضْلٌ শব্দটি -এর বহুবচন। তবে একবচনের ব্যবহার

ভালো বিষয়ের ক্ষেত্রে এবং বহুবচনের ব্যবহার অতিরিক্ত,

অপ্রয়োজনীয় ও মন্দ বিষয়াদির ক্ষেত্রে বেশি পরিলক্ষিত হয়।

অবশিষ্ট থাকা, অধিক হওয়া। (ন, স) فَضْلًا :

মহৎগুণের অধিকারী হওয়া। (ল) فَضْلًا :

অবশিষ্ট, আধিক্য, অনুগ্রহ। (জ) فَضْلٌ :

শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া। (ক) فَضْلٌ : عَلَى غَيْرِهِ :

অনুগ্রহ করা। দান করা। (ফ) فَضْلٌ : فَضْلًا عَلَى :

পরস্পর শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করা। (ন) فَضْلًا : فَضْلًا :

فِي الْقُرْآنِ : ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ .

মাদে : (ফ. স. ল.) , جنس : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : كَثْرَةٌ وَفَرٌّ , ضِدٌّ : قِلَّةٌ .

الْقَهْرُ : অনর্থক কথন।

(ন) ضَرْأًا , تَهْدَارًا : অনর্থক কথাবার্তা বলা।

هَرًا - الْيَوْمَ : প্রচণ্ড গরম হওয়া।

(স) هَرًا : কথাবার্তা অর্থহীন হওয়া। কথাবার্তা অধিক ভুল-ভ্রান্তি হওয়া।

فِي الْحَدِيثِ : لَا تَزِرُ وَلاَ يُهْزِرُ .

মাদে : (ও. ড. র.) , جنس : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : كَفَرٌ / لَا يَغْنِي

مَعْرَةٌ : দোষ-ত্রুটি।

(ন) ضَرْأًا - الْإِيلَ : চর্মরোগে আক্রান্ত হওয়া।

(ন) - عَرًا : প্রার্থনাকারী সেজে আসা চিন্তাশ্রান্ত করা।

(إِنْعَالٌ) اِعْتِرَارًا - وَهُوَ : আবেদন ব্যক্তিরেকে দানের

জন্য আসা।

فِي الْقُرْآنِ : فَتَضِيْبُكُمْ مَعْرَةً يَغْيِرُ عَلَيْ

মাদে : (এ. র. র.) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادٌ : عَيْبٌ , ضِدٌّ : مَحِيدَةٌ / مَنْقَبَةٌ

الْكُنُ : মুখের জড়তা, তোতলামি।

(স) لَكُنَّا , لَكُنَّا , لَكُنَّا , لَكُنَّا : তোতলানো।

تَوَاتَلْنَا : তোতলামির ভান করা।

فِي كَلَامِهِ : فَتَوَاتَلْنَا

تَوَاتَلْنَا :

মাদে : (ল. ক. ন.) , جنس : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : عَقْدَةٌ , ضِدٌّ : لُسْنٌ

قُضُوعٌ : লাল্হনা, অবমাননা, অপমান।

(ن) مُضَاعَفٌ : লাল্হিত করা।

দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দেওয়া। অপমানিত করা।

বালাগাত

قَوْلُهُ : أَسْبَغَتْ مِنَ الْعَطَاءِ :

উল্লিখিত ইবারতে, عَطَاءُ কে বড় বড় কাপড়ের সাথে তَنْفِيهِ দেওয়া হয়েছে। وَجْهٌ شَبِيهُ হলো اَسْبَغَتْ অর্থাৎ বড় বড় কাপড় যেক্রপ ব্যাপকভাবে ঢেকে নেয় তেমনি দানও ব্যাপকভাবে সকলকে শামিল করে। সুতরাং এতে اِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ হয়েছে। অতঃপর مُثَبِّهٌ -এর জন্য اِسْتِبَاغٌ সাবেত করা হয়েছে। অতএব এখানে اِسْتِعَارَةٌ تَخْيِيلِيَّةٌ পাওয়া গেছে।
قَوْلُهُ : وَأَسْبَلَتْ مِنَ الْغِطَاءِ :

এ বাক্যের মধ্যে শুনাহকে غِطَاءُ -এর সাথে তَنْفِيهِ দেওয়া হয়েছে। وَجْهٌ شَبِيهُ হলো পর্দা যেমন কোনো বস্তুকে অন্ধকার করে দেয়, তেমনি শুনাহ মানুষের অন্তরকে অন্ধকার করে দেয়। সুতরাং এখানে اِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ পাওয়া গেছে।

এর মধ্যে جَنَاسٌ مُشَوِّشٌ পাওয়া গেছে। ও غِطَاءُ প্রকাশ থাকে যে, দুটি কালিমার আকৃতি ও গঠন এক রকম হয়ে শুধু নুকতা ও হরকতের ব্যবধান হওয়াকে جَنَاسٌ مُشَوِّشٌ বলে।

জ্ঞাতব্য : مُثَبِّهٌ কে حَذْوٌ করে مُثَبِّهٌ উল্লেখ করাকে مُثَبِّهٌ بِهِ করে حَذْوٌ বলে। اِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ -এর উল্লেখ করাকে اِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ বলে। اِسْتِعَارَةٌ ثَابِتٌ -এর জন্য ثَابِتٌ করাকে اِسْتِعَارَةٌ تَخْيِيلِيَّةٌ বলে। আর مُثَبِّهٌ بِهِ এর لازم مُثَبِّهٌ -এর জন্য ثَابِتٌ করাকে اِسْتِعَارَةٌ تَخْيِيلِيَّةٌ বলে।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيَّفِي فَلَا تَفْضَحُونِ

مَادَّةٌ : (ف. ض. ح.) جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : فُخْزَى / عَيْبٌ , ضِدٌّ : كَرَامَةٌ / عِزَّةٌ

الْحَصْرُ : বাক্যরোধজনিত অক্ষমতা, কথা বলার অক্ষমতা।

(س) حَصْرًا : কথা বলতে অক্ষম হওয়া।

صَدْرُهُ : সংকীর্ণ হয়ে পড়া, মন ছোট হওয়া।

حَصَرَ (ض) حَصْرًا : বেঁটন করা, ঘিরে ফেলা।

(ن. ض) حَصْرًا : - সংকীর্ণতা সৃষ্টি করা। বেঁটন করা।

حَاصِرٌ (مُفَاعَلَةٌ) مُحَاصِرَةٌ : অবরোধ করা, ঘেরাও করা।

أَحْصَرَ (إِفْعَالٌ) إِحْصَارًا - عَنْ : আটকে দেওয়া। বিরত রাখা।

فِي الْقُرْآنِ : أَوْ جَاؤُوكُمْ حَصْرَتٌ صَدُّوهُمْ أَنْ يَقَاتِلُوكُمْ

مَادَّةٌ : (ح. ص. ر.) جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : الْغَرَسُ , ضِدٌّ : الْنَطَقُ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : كَمَا نَعْمِدُكَ :

كَمَا هَرَفَاتِي -এর অর্থে হয়ে مَضَانٌ এবং مَا هَرَفَاتِي হরফটি كَمَا مَضَانٌ আর نَعْمِدُكَ الْخ মাসদারে রূপান্তরিত হয়ে مُجَازِفٌ مُرَكَّبٌ إِضَافِي মিলে مَضَانِي إِلَيْهِ وَ مَضَانٌ আর ইলাইহি। অতঃপর مَضَانٌ إِلَيْهِ ও مَضَانٌ মিলে উহা মাসদার হয়ে وَ صَفَتْ তারপর وَ حَمْدًا -এর সিফাত। তারপর وَ نَعْمِدُكَ মিলে مُرَكَّبٌ تَوْصِيْفِي হয়ে পূর্বে উল্লিখিত مَضَانٌ مَوْصُوفٌ -এর مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ

وَنَسْتَكْفِي بِكَ الْإِفْتِنَانَ بِإِطْرَاءِ الْمَادِحِ،
وَإِعْضَاءِ الْمُسَامِيعِ، كَمَا نَسْتَكْفِي بِكَ
الْإِنْتِصَابَ لِإِزْرَاءِ الْقَادِحِ، وَهَتِكَ الْفَاضِحِ .

অনুবাদ : আমরা প্রশংসাকারীর অতি প্রশংসা ও নমস্কার দৃষ্টিপোষণকারীর শিখিল দৃষ্টির কারণে বিভ্রান্ত হওয়া থেকে তোমার যথোচিত সাহায্য কামনা করছি, যেমন আমরা তোমার যথোচিত সাহায্য কামনা করছি কটাক্ষকারীর কলঙ্কীকরণ ও দোষ উন্মোচনকারীর ছিদ্রাবেশের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হওয়া থেকে ।

শাব্দিক অনুবাদ : اِطْرَاءُ الْإِفْتِنَانَ : আমরা তোমার যথোচিত সাহায্য কামনা করছি اِطْرَاءُ : বিভ্রান্ত হওয়া اِلْمَادِحِ : প্রশংসাকারীর অতি প্রশংসা اِلْمُسَامِيعِ : নমস্কার দৃষ্টিপোষণকারীর শিখিল দৃষ্টি : যেমন اِلْإِنْتِصَابَ : লক্ষ্যস্থলে পরিণত হওয়া اِلْإِزْرَاءِ الْقَادِحِ : কটাক্ষকারীর কলঙ্কীকরণ وَهَتِكَ الْفَاضِحِ : দোষ উন্মোচনকারীর ছিদ্রাবেশ ।

শব্দ বিশ্লেষণ

আমরা যথোচিত সাহায্য কামনা করছি : نَسْتَكْفِي :
কোনো কিছু পর্যাপ্ত পরিমাণে পেতে : اِسْتَكْفَا :
চাওয়া, এখানে- যথোচিত সাহায্য কামনা করা ।

(ض) كِفَايَةً : যথেষ্ট হওয়া ।

২ - اِلْقَرَّ : রক্ষা করা ।

৩ - مَوْرَتْه : কারও ব্যাঘাতের গ্রহণ করা ।

কোনো কিছু পেয়ে, তুষ্ট হওয়া : اِكْتَفَا - بِكَذَا :
মুতান্না : اِكْتَفَا : ক্রিয়া : ক্রিয়া :

বিনিময় বা পুরস্কার দেওয়া, যথেষ্ট হওয়া : اِكْتَفَا :
কি : اِكْتَفَا : ক্রিয়া : ক্রিয়া :

কি : اِكْتَفَا : ক্রিয়া : ক্রিয়া :

কি : اِكْتَفَا : ক্রিয়া : ক্রিয়া :

কি : اِكْتَفَا : ক্রিয়া : ক্রিয়া :

কি : اِكْتَفَا : ক্রিয়া : ক্রিয়া :

কি : اِكْتَفَا : ক্রিয়া : ক্রিয়া :

কি : اِكْتَفَا : ক্রিয়া : ক্রিয়া :

কি : اِكْتَفَا : ক্রিয়া : ক্রিয়া :

কি : اِكْتَفَا : ক্রিয়া : ক্রিয়া :

কি : اِكْتَفَا : ক্রিয়া : ক্রিয়া :

কি : اِكْتَفَا : ক্রিয়া : ক্রিয়া :

কি : اِكْتَفَا : ক্রিয়া : ক্রিয়া :

কি : اِكْتَفَا : ক্রিয়া : ক্রিয়া :

কি : اِكْتَفَا : ক্রিয়া : ক্রিয়া :

কি : اِكْتَفَا : ক্রিয়া : ক্রিয়া :

কি : اِكْتَفَا : ক্রিয়া : ক্রিয়া :

বিভ্রান্তিতে পতিত হওয়া : اِلْزَجْل : -

বিভ্রান্তিতে পতিত হওয়া : اِلْزَجْل : -

আকর্ষিত করা । আকৃষ্ট করা । আসক্ত করা । বিভ্রান্ত করা ।

اِلْقُرْآنُ : اَحْسَبَ النَّاسُ اَنْ يَّتْرَكُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اَمَّا
وَلَمْ لَا يَفْتَنُوْنَ .

মাদ্ : (ফ. ত. ন.) : جَس : صَحِيح

মাদ্ : (ফ. ত. ন.) : جَس : صَحِيح

মাদ্ : (ফ. ত. ন.) : جَس : صَحِيح

মাদ্ : (ফ. ত. ন.) : جَس : صَحِيح

মাদ্ : (ফ. ত. ন.) : جَس : صَحِيح

মাদ্ : (ফ. ত. ন.) : جَس : صَحِيح

মাদ্ : (ফ. ত. ন.) : جَس : صَحِيح

মাদ্ : (ফ. ত. ন.) : جَس : صَحِيح

মাদ্ : (ফ. ত. ন.) : جَس : صَحِيح

মাদ্ : (ফ. ত. ন.) : جَس : صَحِيح

মাদ্ : (ফ. ত. ন.) : جَس : صَحِيح

মাদ্ : (ফ. ত. ন.) : جَس : صَحِيح

মাদ্ : (ফ. ত. ন.) : جَس : صَحِيح

মাদ্ : (ফ. ত. ন.) : جَس : صَحِيح

মাদ্ : (ফ. ত. ন.) : جَس : صَحِيح

মাদ্ : (ফ. ত. ন.) : جَس : صَحِيح

মাদ্ : (ফ. ত. ন.) : جَس : صَحِيح

মাদ্ : (ফ. ত. ন.) : جَس : صَحِيح

মাদ্ : (ফ. ত. ন.) : جَس : صَحِيح

মাদ্ : (ফ. ত. ন.) : جَس : صَحِيح

শিখিল দৃষ্টিতে দেখা : (إِنْعَالٌ) :
কোনো আশুতিকর বিষয়ে প্রতিবাদ না করে নীরব থাকা।
কোনো কিছু থেকে চক্ষু ফিরিয়ে নেওয়া।

(স) غَضَى - الْأَرْضُ :
অনেক গাছগাছালি বিশিষ্ট হওয়া।
(ন) غَضِرَ - اللَّيْلُ :
রাত অন্ধকার হওয়া।

(ত) تَغَايَضًا - عَنْهُ :
উদাসীন হওয়া।
فِي الْحَدِيثِ : مَا مِنْ عَيْبٍ ظَلِمَ بِظِلْفِيَةِ فَيَغْضِي عَنْهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَعَزَّهُ اللَّهُ بِهَا وَتَصَرَّه

مَادَّةُ : (غ.ض.و/غ.ض.ي) : جُنْسٌ : تَاقِصٌ
مُرَادُفٌ : إِيْغَاضٌ / تَسَامُعٌ : ضِدٌّ : هَتَكَ / عَيْبٌ

النَّمَايُج (ف.ا.م) :
নমনীয় দৃষ্টি পোষণকারী :
নমনীয় দৃষ্টি পোষণ করা। নম্র ব্যবহার করা।

(ف) سَمَاعَةٌ :
দান করা।
(ক) سَحَا، سَحَا، سَحَاةٌ :
দানশীল হওয়া।

(إِفْعَالٌ) :
দানশীল হওয়া, অনুগত বা বাধ্যগত হওয়া।
(تَفَعُّلٌ) : تَسَمُّعًا تَسَامُعٌ (تَفَاعُلٌ) : تَسَامُعًا :

উদারতা দেখানো। শৈথিল্য প্রদর্শন করা।
فِي الْعَدِيثِ : اسْتَمَعَ يَسْمَعُ لَكَ

مَادَّةُ : (س.م.ج) : جُنْسٌ : صَحِيحٌ
مُرَادُفٌ : مَسَاهِلٌ : ضِدٌّ : مَتَشَدَّدٌ

الْأَلْيَصَاب (إِفْعَالٌ) : مَصَدٌ :
দাঁড়ানো/শস্যস্থল পরিগত হওয়া।

(ن.ض) : نَصَبًا : الْكَلِمَةُ :
যবর দেওয়া, যবর যোগে পড়া।
- الْفَرْضُ وَالْهَمُّ :
কষ্ট দেওয়া, ক্লাস্ত করা।

- الشَّيْ :
উচু করা। দাঁড় করানো।
- الْأَمِيرُ قَلًا :
কোনো পদে নিয়োগ দেওয়া।

(س) تَصَبَّأ :
ক্লাস্ত-শ্রান্ত হওয়া।
- فِي الْأَمْرِ :
তৎপর হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَإِذَا فَرَعْتَ فَاصْبِرْ
مَادَّةُ : (ن.ص.ب) : جُنْسٌ : صَحِيحٌ
مُرَادُفٌ : اسْتِهْدَاكٌ

إِزْرَاءٌ : (إِفْعَالٌ) : مَصَدٌ :
কলঙ্কিত করা। হেয় করা।
(ض) زَوَّيَا، زَوَّايَةً :
দোষারোপ করা।

(إِسْتِغْمَالٌ) : اسْتِزْرَاءٌ : (إِفْعَالٌ) : إِزْرَاءٌ :
তুচ্ছ জ্ঞান করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ
مَادَّةُ : (ز.ر.ي) : جُنْسٌ : تَاقِصٌ يَانِي

مُرَادُفٌ : إِيْهَابٌ / تَحْقِيرٌ : ضِدٌّ : تَنَاءٌ
কটাক্ষকারী :
(ف) قَدَحًا :
কটাক্ষ করা। দোষারোপ করা।

- مِنَ الْفَقْرِ :
চামচ ঘরা পাতিল থেকে কোনো কিছু বের করা।
- الشَّيْ :
আজল ভরে নেওয়া।

بِالزَّيْدِ :
চকমকি [পাথর] ঘর্ষণ করে আতন বের করা।
চকমকি : (إِفْعَالٌ) : اسْتِغْمَالٌ : اسْتِغْدَا :
الزَّيْدُ :
চকমকি করে আতন বের করতে চেষ্টা করা।

(مُفَاعَلَةٌ) : مُفَادَحَةٌ : (تَفَاعُلٌ) : تَفَادُحًا :
দোষারোপ করা।
فِي الْحَدِيثِ : وَأَقْدَمِي مِنْ بَرْمَتِكُمْ وَلَا تَنْزِلُوها

مَادَّةُ : (ق.د.ج) : جُنْسٌ : صَحِيحٌ
مُرَادُفٌ : طَاعِنٌ : ضِدٌّ : مَادِحٌ

هَتَكَ :
ছিদ্রাঘোষণা।
(ض) هَتَكَ :
পর্দা বিদীর্ণ করা, ছিদ্রাঘোষণা করা।

(تَفَعُّلٌ) : تَهْتَكُ :
ছিন্ন ছিন্ন হওয়া, পর্দা বিদীর্ণ হওয়া, অপমানিত হওয়া।
(تَفَعُّلٌ) : تَهْتِكُ :
পর্দা বিদীর্ণ করা।

يُقَالُ : هَتَكَ اللَّهُ يَتَرُ الْفَاجِرِ
مَادَّةُ : (ه.ت.ك) : جُنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : عَيْبٌ : ضِدٌّ : إِيْغَاضٌ
الْفَاضِحُ : (ف.ا.م) :
দোষ উন্মোচনকারী।

(ف) قَضَحًا :
দোষ উন্মোচন করা, লাহিত করা।
- الصَّبْحُ :
প্রভাত হওয়া।

(مُفَاعَلَةٌ) : مُفَادَحَةٌ (تَفَاعُلٌ) : تَفَادُحًا :
একে অন্যকে :
অপদন্ত করা।

(إِفْعَالٌ) : إِيْضَاحًا - الْأَمْرُ :
ফাঁস হয়ে যাওয়া।
فِي الْحَدِيثِ : مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ لِيَفْضَحَهُ فِي الدُّنْيَا

قَضَحَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مَادَّةُ : (ف.ض.ح) : جُنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : الْمُهَيِّنُ : ضِدٌّ : السَّاتِرُ

وَنَسْتَغْفِرُكَ مِنْ سَوْقِ الشَّهَوَاتِ إِلَى سَوْقِ
الشُّبُهَاتِ، كَمَا نَسْتَغْفِرُكَ مِنْ نَقْلِ
الْخُطَرَاتِ إِلَى خِطَطِ الْخُطَيَّاتِ .

অনুবাদ : আমরা তোমার কাছে সন্দেহের বাজারে
কামনার তাড়িয়ে নেওয়া থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি,
যেমন আমরা তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি
অপরাধের ভূমিতে পদাচরণ করা থেকে ।

শাব্দিক অনুবাদ : আমরা তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। مِنْ থেকে سَوْقِ الشَّهَوَاتِ কামনার তাড়িয়ে
নেওয়া الشُّبُهَاتِ কামনার তাড়িয়ে নেওয়া كَمَا যেমন نَسْتَغْفِرُكَ আমরা তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি
مِنْ نَقْلِ الْخُطَرَاتِ পদাচরণ করা থেকে خِطَطِ الْخُطَيَّاتِ অপরাধের ভূমিতে ।

শব্দ বিশ্লেষণ

نَسْتَغْفِرُ : আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি ।

(إِسْتِغْفَارًا) : ক্ষমা প্রার্থনা করা ।

(ض) غَفَرًا - الْغَفْرُ : ঢেকে দেওয়া ।

(ض) غَفَرًا، غَفْرًا، مَغْفِرَةً - لَهْ ذَنْبِهِ : অপরাধ ক্ষমা ।

করে দেওয়া । গুনাহ মাফ করা ।

(إِفْتِمَالًا) : মাফ করা ।

(تَغْفِيرًا) : গোপন করা । আবৃত করা ।

(إِفْعَالًا) : গোপন করা, আবৃত করা ।

فِي الْقُرْآنِ : فِي الْغَفَرَاتِ وَرَبِّكُمْ، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا .

مَاذَه : (ع-ف-ر) ، جُنْسٌ : صَحِيح

مُرَادِفٌ : تَسْتَعْفِفُ ، ضِدٌّ : تَوَاجَدُ

سَوْقٌ : (ن) مَصْدَرٌ : হাকিয়ে নেওয়া ।

(ن) سَوْقًا، سَيِّقًا، مَسَاقًا - أَلْفَى : হাকিয়ে নেওয়া । তাড়িয়ে

নেওয়া । পায়ের নলায় আঘাত করা ।

- إِلَهٌ : পেশ করা, প্রেরণ করা ।

- الْحَدِيثُ : বর্ণনা করা ।

(تَغْفِيلًا) : تَرْبِيًا - هُ الْأَمْرُ : কর্তৃত্ব দান করা ।

(تَفْعُلًا) : تَسَوُّقًا : কেনা-কাটা করা ।

(إِنْفِعَالًا) : إِنْشِبَاتًا : সারি বেঁধে চলা ।

فِي الْقُرْآنِ : وَيَسِّرْ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا رُحْمًا إِلَى الْجَنَّةِ زُمْرًا

(ج) الشَّهَوَاتُ : (و) شَهْوَةٌ : কামনা ।

(ن) شَيْءٌ (س) شَهْوَةٌ : কামনা করা । অতিশয় আগ্রহ করা ।

(تَفْعُلًا) : تَشَبُّهًا ، (إِنْفِعَالًا) : إِنْشِبَاتًا : কামনা করা ।

অতিশয় আগ্রহ করা ।

(ك) شَهْوَةٌ - الطَّعَامُ : খাবার সুখাদু হওয়া ।

(إِنْفِعَالًا) : إِنْشِبَاتًا - هُ : কু-দৃষ্টি লাগানো । চাহিদা মোতাবেক দেওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ .

مَاذَه : (ش-ه-و) : جُنْسٌ : نَاقِصٌ وَإِوَقٌ

مُرَادِفٌ : هَوَى ، ضِدٌّ : نَفَر

سَوْقٌ : (ج) أَسْوَاقٌ : বাজার ।

فِي الْقُرْآنِ : وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ

وَيَنْشِئُ فِي الْأَسْوَاقِ

(ج) شُبُهَاتٌ : (و) شُبُهَةٌ : সন্দেহ, সংশয় । মতো । সন্দেহযুক্ত

বস্তু বা বিষয় ।

(تَفْعِيلًا) : تَشَبُّهًا - هُ بِمِ : তুলনা করা । উপমা দেওয়া ।

- عَلَيْهِ الْأَمْرُ : অস্পষ্ট করা ।

(مُفَاعَلَةً) : مُشَابَهَةً (إِنْفِعَالًا) : إِنْشِبَاتًا - هُ : সদৃশ হওয়া ।

(تَفْعُلًا) : تَشَبُّهًا بِمِ : কাজে সাদৃশ্য রাখা, সদৃশ হওয়া ।

(إِنْفِعَالًا) : إِنْشِبَاتًا - أَلْفَيَانِ : একটি অপরাধের মতো হওয়া ।

- فِي الْأَمْرِ : সঠিক হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করা ।

- الْأَمْرُ عَلَيْهِ : অস্পষ্ট ও সন্দেহযুক্ত হওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ

فِي الْحَدِيثِ : أَلْعَلَّاءُ بَيْنَ وَالْغَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ

مَاذَه : (ش-ب-ه) : جُنْسٌ : صَحِيح

مُرَادِفٌ : إِنْشَابٌ ، ضِدٌّ : تَبَيَّنَ

نَقَلَ (ন) মসদ : স্থানান্তর করা।

(ن) تَقْلًا - الْكَلَامَ عَنْهُ : অন্যের কথা বর্ণনা করা।

- اَلْخَطَرَات : পদচারণা করা।

- اَلْكِتَاب : বই কপি করা, অনুলিপি তৈরি করা।

- اِلَى لَفْعٍ كَذَا : অনুবাদ করা।

(اِنْتَعَالَ) اِنْتَعَالَ : স্থানান্তরিত হওয়া।

- اِلَى رَحْمَةِ اللّٰهِ : মৃত্যুবরণ করা।

(تَفَاعَل) تَفَاعَلًا - اَلْحَدِيث : একে অপরের কথা বর্ণনা করা।

فِي الْحَدِيث : تَحَنَّنَ تَنْقَلَ الرَّأْبَ عَلَى اَكْتَانِفَا .

فِي الْيَسِيل : مَنْ تَقَلَ اِلَيْكَ تَقَلَ عَنْكَ .

مَادَّة : (ن. ق. ل), جِنْس : صَبِيع

مَرَادُف : تَحْوِيل, جُنْد : اِحْكَام

(ج) اَلْخَطَرَاتُ خَطَرَاتٌ , خَطَرَاتٌ خَطَى (و) خُطُوَةٌ :

পদক্ষেপ। কদম। চলার সময়কার দু'পায়ের মধ্যবর্তী ব্যবধান।

نَقَلَ اَلْخَطَرَات : পদচারণা করা।

خَطًا (ن) خَطَرًا : প্রশস্ত পদক্ষেপে হাঁটা।

(اِنْتَعَالَ) اِحْتَطَاءً , تَعَمَّلَ تَحَوَّلًا :

অতিক্রম করা। সামনে অগ্রসর হওয়া।

فِي الْقُرْآن : وَلَا تَتَّبِعُوا خَطَرَاتِ الشَّيْطَانِ .

مَادَّة : (خ. ط. و), جِنْس : نَاقِصٌ وَائِي

(ج) خِطَطٌ (و) خِطٌ, خِطَّةٌ : সর্বপ্রথম পদাণ-স্থল।

নিজের জন্য নির্ধারিত স্থান।

خِطٌ : (ج) خُطُوط : লেখা, রেখা, হস্তাক্ষর।

خِطَّةٌ : (ج) خِطَطٌ : বিষয়, কাজ, পরিকল্পনা।

- عَلَى السَّحَر : দাগ দেওয়া, চিহ্ন দেওয়া।

(ن) خَطًا - بِاَلْقَلَم : লেখা।

- فِي الْأَرْض : রেখা টানা।

(تَعَمَّل) تَخَطَّيْنَا : রেখা আঁকা, রেখা টানা।

فِي الْقُرْآن : وَلَا تَخْطُ بِمِثْنِكَ

مَادَّة : (خ. ط. ط), جِنْس : مُصَاعَفٌ ثَلَاثِي

مَرَادُف : قِطْعَةُ الْأَرْض

(ج) اَلْخَطِيبَات, خَطَابًا (و) خَطِيبَةٌ :

অপরাধ, অন্যায়, গুনাহ।

(س) خَطًا , (اِنْعَالَ) اِخْطَأَ : ভুল করা।

خَطِيءٌ - وَمِنْ دِينِهِ : ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ভুল পথে চলল।

اَخْطَأَ - الطَّرِيق : রাস্তা হারিয়ে ফেলল।

(تَعَمَّل) تَخَطَّيْنَا , تَخَطَّيْنَا : ভুল সাব্যস্ত করা।

فِي الْقُرْآن : تَغْيِرَ لَكُمْ خَطِيبَاتِكُمْ

مَادَّة : (خ. ط. و), جِنْس : مَهْمُوزٌ اللَّام

مَرَادُف : الْأَنَامُ / ذَنْبٌ, جُنْد : بِر

বালাগাত

وَسَوْقٌ وَ سَوَقٌ -এর মধ্যে سَحَرٌ -এর সওয়

যে, যদি দু'টি শব্দের মধ্যে হরফ, হরফের সংখ্যা ও বিন্যাসের

মিল থাকে, কেবল হরফের অমিল থাকে এক্ষণ দু'টি শব্দের

পারস্পরিক সামঞ্জস্যকে سَحَرٌ বলা হয়।

إِسَاءَةٌ -এর মধ্যে اَلْخَطِيبَاتِ ও سَوَقُ الشَّيْبَاتِ

হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَتَسْتَغْفِرُكَ الشَّهْرَات :

-এর مَضَامِ اَلْيَوْمِ টা আঁক ওলাম মধ্যে -এর الشَّهْرَات

পরিবর্তে, মূলত ছিল -এর سَوَقٌ এবং شَهْرَات

হয়েছে।

আর মাফউল مَحْذُوفٌ রয়েছে মূলত ইবারত ছিল-

سَوَقٌ شَهْرَاتٍ اِيَّايَ

إِنَّهُ اَلْفَرَقُ بَيْنَ اَلْإِنْمِ وَالْذَنْبِ وَالْخَطَا .

বলে।

خَطًا গুনাহকে সফিহে বলে। আর সব রকমের

গুনাহকে ذَنْب বলে।

وَنَسْتَوْهَبُ مِنْكَ تَوْفِيقًا قَائِدًا إِلَى الرَّشِيدِ،
وَقَلْبًا مَتَّقِلًا مَعَ الْحَقِّ، وَلِسَانًا مَتَحَلِّيًا
بِالصِّدْقِ، وَنُطْقًا مُؤَيَّدًا بِالْحُجَّةِ،

অনুবাদ : আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি
হেদায়েতের প্রতি পথনির্দেশক তৌফিক, সত্যের সাথে
আবর্তনশীল অন্তর, সত্যতার গুণে গুণাবিত রসনা, দলিল
সমর্থিত ভাষা।

শাস্তিক অনুবাদ : وَنَسْتَوْهَبُ আর আমরা প্রার্থনা করছি مِنْكَ তোমার কাছে تَوْفِيقًا তৌফিক পথনির্দেশক إِلَى الرَّشِيدِ হেদায়েতের প্রতি পথনির্দেশক قَلْبًا অন্তর মَتَّقِلًا আবর্তনশীল مَعَ الْحَقِّ সত্যের সাথে وَلِسَانًا রসনা مَتَحَلِّيًا গুণাবিত بِالصِّدْقِ সত্যতার গুণে نُطْقًا ভাষা مُؤَيَّدًا দলিল ঘারা।

শব্দ বিশ্লেষণ

نَسْتَوْهَبُ : আমরা দান প্রার্থনা করছি।

(اِسْتِغْفَالًا) اِسْتِغْفَالًا : দান প্রার্থনা করা।

(ف) وَهَبَ، وَهَبَ، هَيْبَةً : দান করা।

(اِفْتِعَالًا) اِفْتِعَالًا : দান গ্রহণ করা।

(تَفَاعُلًا) تَفَاعُلًا : একে অন্যকে দান করা।

فِي الْقُرْآنِ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلٰى الْكِبَرِ
اِسْمَاعِيْلَ وَاسْحٰقَ

مَاَذَهْ : (ও.) , جِنْسٌ : মিতাল ওয়ী

مَرَادُفٌ : تَسْتَمْتَعُ

اَلتَّوْفِيقُ : (تَفْعِيلٌ) مَصْدَرٌ : অনুকূল করা।

(تَرْجِيْهُ الْأَسْبَابِ نَحْوَ الْمَطْلُوْبِ الْخَيْرِ) : কোনো সৎ

উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য তৎসংশ্লিষ্ট উপায়-উপকরণ
অনুকূল করে দেওয়া।

(تَفْعِيلٌ) تَوْفِيقًا - اَلْأَمْرُ : অনুকূল করা, উপযোগী করা।

- وَ اَللّٰهُ : ভালো করা।

- وَ اَللّٰهُ لِلْخَيْرِ : কল্যাণের দিশা দেওয়া।

(ج) وَفَعًا : অনুকূল পাওয়া, অনুকূল হওয়া।

(مَفَاعَلَةٌ) مَرَاتِفَةً، وَفَاءً : পাওয়া। সাক্ষাৎ লাভ করা।

- فَيُؤْوِي عَلَى الشَّرِّ : কোনো বিষয়ে একমত হওয়া।

(تَفْعِيلٌ) تَوْفِيقًا : চেষ্টা সফল হওয়া। তৌফিক পাওয়া।

(اِفْتِعَالًا) اِفْتِقَانًا - عَلَى الشَّرِّ أَوْ فِيْهِ : এক মত পোষণ করা।

- اَلْأَمْرُ : ঘটনাক্রমে সংঘটিত হওয়া।

- مَعَهُ : একমত হওয়া।

(اِسْتِغْفَالًا) اِسْتِغْفَالًا : সামর্থ্য কামনা করা, তৌফিক চাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا اِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا -

مَاَذَهْ : (ও.) , جِنْسٌ : মিতাল ওয়ী

مَرَادُفٌ : تَسْهِيْلٌ ، ضِدٌّ : تَعْوِيْظٌ

تَائِيْدٌ (ফা, মড) : আকর্ষক। পথ-নির্দেশক। যে টেনে নিয়ে :

যায়। নেতা।

(ن) قَوْدًا، قِيَادَةً، قِيَادًا : টেনে নিয়ে যাওয়া। সেনাপতি

হওয়া, নেতা হওয়া।

(تَفْعِيلٌ) تَقْوِيْدًا، (اِفْتِعَالًا) اِقْتِيَادًا : টেনে নেওয়া।

(اِفْتِعَالًا) اِقْتِيَادًا : অনুগত হওয়া।

(اِفْعَالًا) اِقْدَادَةً : হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া।

(اِسْتِغْفَالًا) اِسْتِغْفَالًا : হত্যার প্রতিশোধ চাওয়া।

فِي الْحَدِيْثِ : قَرَأْتُ بِلَا يَتَوَدَّ يَخْطِمْ رَاجِلِيْهِ

مَاَذَهْ : (ও.) , جِنْسٌ : অজুত ওয়ী

مَرَادُفٌ : جَالِبٌ ، ضِدٌّ : سَائِقٌ

الرُّشْدُ : হেদায়েত।

(ن) رُشْدًا، رُشَادًا، (س) رُشْدًا : হেদায়েত পাওয়া, সুপথে চলা।

(تَفْعِيلٌ) تَرْشِيْدًا (اِفْعَالًا) اِرْشَادًا

إِلَى كَذَا أَوْ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ : হেদায়েত করা, পথ প্রদর্শন করা।

رُشْدَهُ الْقَائِسُ : সঠিক পথে পরিচালিত করা।

(اِسْتِغْفَالًا) اِسْتِغْفَالًا : পথনির্দেশনা চাওয়া।

সঠিক পথ পাওয়া : - لَمْ يَهْدِنَا سَبِيلَ

فِي الْقُرْآنِ : لَا يَهْدِي الْقُرْآنَ فِي الْبَلَدِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

مَادَّة : (র. শ. দ.) , جنس : صَحِيح

مُرَادُف : اَلْهُدَايَةُ , ضِد : اَلْغَيُّ

اَلْقَلْبُ : (ج) تَلَوَّبٌ : অন্তর

পরিবর্তন করা, উল্টে দেওয়া : قَلَبَ

اَلْقَوْمَ : ফিরিয়ে দেওয়া

পরিবর্তন করা, উল্টে দেওয়া : اِنْقَلَبَ

مَادَّة : (ق. ল. প.) , جنس : صَحِيح

مُرَادُف : قُرَاةٌ

مُتَقَلِّبٌ : (ফা. ম.) : আবর্তনশীল

আবর্তিত হওয়া, পরিবর্তিত হওয়া : تَقَلَّبَ

দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানো : فِي الْبِلَادِ

اِنْفِعَالَ : উল্টে যাওয়া, বিপরীত হওয়া

পিছে হটে আসা : عَلَى عَقِبَيْهِ

فِي الْقُرْآنِ : يَخْلُقُونَ بَرْمًا تَخْلُقُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

مَادَّة : (ق. ল. প.) , جنس : صَحِيح

مُرَادُف : مُتَصَرِّفٌ , ضِد : كَائِنٌ

اَلْحَقُّ : (ج) حَقُّوْهُ : সত্য, অধিকার

(ن) حَقًّا - اَلْأَمْرُ : প্রমাণিত করা

(ض) حَقًّا - عَلَيْهِ : আবশ্যক হওয়া, অপরিহার্য হওয়া

(ن) (ض) حَقًّا , حَقَّةٌ : প্রমাণিত হওয়া, অপরিহার্য হওয়া

দৃঢ়তর করা : অপরিহার্য করা : سَدَّاهُنَّ كَمَا

اِنْفِعَالَ : اِحْقَاقًا - اَلرَّجُلُ : সত্য বলা

প্রমাণ করা, সাব্যস্ত করা : -

فِي الْقُرْآنِ : اَلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ اَلْحَقُّ / وَنُفَعِلُونَ النَّبِيَّ

بِغَيْرِ اَلْحَقِّ / اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا

يُؤْمِنُوْنَ .

مَادَّة : (ح. ق. ق.) , جنس : مُصَافَعٌ ثَلَاثِي

مُرَادُف : اَلْقَبْلُ , ضِد : اَلْبَاطِلُ

لِسَانُ : (ج) لِسَانُ اَلنَّاسِ : অস্বাভাবিক, রসনা

لِسَانُ النَّارِ : অগ্নিশূল

জাতির মুখপাত্র : لِسَانُ الْقَوْمِ

লিসানুল গরীব : لِسَانُ الْغَرِيبِ

অলংকার সজ্জিত, অলংকৃত, কোনো গুণে গুণান্বিত : اَلْمُتَحَلِّي

অলংকার সজ্জিত হওয়া : অলংকৃত হওয়া : (تفعّل) تَحَلَّى

কোনো গুণে গুণান্বিত হওয়া :

(س) حَلَّى - اَلْمَرْأَةُ : অলংকার পরিধান করা

(ض) حَلَّى - اَلْمَرْأَةُ : অলংকার বানানো

(تفعّل) تَحَلَّى - اَلْمَرْأَةُ : অলংকার সজ্জিত করা

সজ্জিত করা : اَلشَّيْءُ

فِي الْقُرْآنِ : وَيَخْلُقُونَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوٍ رَمِنْ ذَهَبٍ

مَادَّة : (ح. ল. য.) , جنس : نَاقِصٌ

مُرَادُف : مُتَزَيَّرٌ , ضِد : مُتَعَيَّرٌ

اَلصَّدْقُ : সত্য

اَلصَّدْقُ : مُطَابَقَةُ الْكَلَامِ لِلرَّافِعِ يَحْسِبُ اِعْتِقَادُ الْمُتَكَلِّمِ

(ن) صِدْقًا , صِدْقًا , مُصَدِّقًا : সত্য কথা বলা

প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা : فِي الْوَعْدِ

فِي الْقُرْآنِ : اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ , وَكَانَ رَسُوْلًا نَبِيًّا /

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا .

مَادَّة : (ص. দ. ق.) , جنس : صَحِيح

مُرَادُف : اَلْحَقُّ , ضِد : اَلْكَذِبُ

اَلطَّطْبُ : কথাবার্তা, ভাষা, মৌলিক বোধশক্তি

تَطَقَّ (ض) تَطَقَّ , مَطَطًا , نَطَقًا : কথা বলা

اِنْفِعَالَ : اِنطَاقًا (تفعّل) تَطَطَّيْفًا : কথা বলা, ভাষা

দান করা :

مُصَافَعَةٌ : বাক্য বিনিময় করা : -

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَمْرِ اِنْ هُوَ اِلَّا رَحِي

يُوحِي / قَالُوا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِي اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ

مَادَّة : (ن. ط. ق.) , جنس : صَحِيح

مُرَادُف : لَفْعٌ , كَلَامٌ , ضِد : خَرَسَ / بَكَمَ

مُؤَيَّدٌ : (ম. দ. ম.) : সমর্থিত

সঠিক সমর্থন করা, শক্তিশালী করা : (تفعّل) تَأَيَّدَ

(ض) اَيَّدًا , أَدًا : শক্তিশালী হওয়া, শক্ত হওয়া

مَادَهُ : (أ. ي. د) جنس : مُرْكَبٌ (مَهْمُوزُ فَاءٍ - أَحْوَفُ يَانِي)

مُرَادٌ : مُزَكَّدٌ / مُعَضَّدٌ , جُنْد : مُرَدُّو

فِي الْقُرْآنِ : أَذْكَرُ عَبْدَتَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ , إِنَّهُ أَوَّابٌ / هُوَ
الَّذِي أَيْدَكَ يَنْصُرُهُ وَيَاْمُؤِنِينَ

الْحُجَّةُ : (ج) حُجَجٌ : দলিল, প্রমাণ।

(ن) حَجًّا : যুক্তি প্রমাণে বিজয়ী হওয়া। ইচ্ছা করা। হজ্জ করা।

(تفعيل) تَحْجِيجًا (إفعال) إِحْجَاجًا : হজে পাঠানো।

(مفاعلة) حِجَاجًا , مُحَاجَّةٌ : যুক্তিতর্ক করা।

(تفاعل) تَحَاجًّا : পরস্পর যুক্তিতর্ক করা।

(إقتياع) إِحْتِجَاجًا : দাবি করা। প্রমাণ পেশ করা।

مَادَهُ : (ح. ج. ج) , جنس : مُضَاعَفٌ

مُرَادٌ : بُرْهَانٌ / دَلِيلٌ

فِي الْقُرْآنِ : قَسَمَ حَجَّ الْبَيْتِ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ
أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا / فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ

বালাগাত

وَجْهٌ : কে অলংকারের সাথে তশبيه দেওয়া হয়েছে।

وَالشَّبْهُ হলো زينة অর্থাৎ অলংকার যে রকম রূপকে

সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তদ্রূপ সত্যও চরিত্রকে শোভামণ্ডিত

করে। ইবারতে به -এর উল্লেখ নেই। সুতরাং

এখানে إِشْعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ হয়েছে। অলংকারের জন্য

خَلَى -এর জন্য -صِدْقٌ , لِأَنَّهُمْ (সজ্জিত করা)

إشْعَارَةٌ تَغْيِيلِيَّةٌ -এখানে সুতরাং এখানে

হয়েছে।

الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَلْبِ وَالْفَوَادِ :

ك. كَلْبٌ هَيَّ صَفَتْ -এর قَلْبٌ আর رَقَّةٌ هَيَّ صَفَتْ -فَوَادٌ

খ. অন্তরের গভীর অংশকে বলা হয় قَلْبٌ , আর বাহ্যিক

গভীর উভয় অংশকেই বলা হয় قَلْبٌ।

وَجْهٌ تَسْمِيهِ -এর قَلْبٌ :

যেহেতু অন্তর বিভিন্নভাবে আবর্তিত হতে থাকে এজন্য

অন্তরকে قَلْبٌ নামকরণ করা হয়েছে। যেমন কবি বলেন,

وَمَا سَيَّ الْإِنْسَانُ إِلَّا لِأَنْشِبِهِ * وَمَا الْقَلْبُ إِلَّا أَنَّهُ يَتَقَلَّبُ

الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالصِّدْقِ :

ক. -এর -صِدْقٌ আর -بَاطِلٌ আসে -صِدْقٌ -এর -حَقٌّ

-كَيْدٌ

খ. -এর ব্যবহার -مَذْهَبٌ , أَذْيَانٌ -এর

সবগুলোর জন্য হয়, কিন্তু -صِدْقٌ শুধু

-এর জন্য ব্যবহৃত হয়, -مَذْهَبٌ , أَذْيَانٌ -এর

জন্য ব্যবহৃত হয় না।

وَأَصَابَهُ ذَائِدَةٌ عَنِ الزَّيْغِ، وَعَزِمَتْ قَاهِرَةٌ هَوَى
النَّفْسِ، وَصَبْرَةٌ نَدْرُكُ بِهَا عِرْقَانِ الْقَدْرِ.

অনুবাদ : বিভ্রান্তি প্রতিহতকারী সুস্থ অভিমত, মনের কামনার উপর প্রভাবশীল দৃঢ় ইচ্ছা ও এমন অন্তর দৃষ্টি, যার দ্বারা আমরা [আমাদের] মর্যাদার পরিচয় জানতে পারি।

[illegible]

শব্দ বিশ্লেষণ

۱- إِصَابَةٌ : (إِغْثَالٌ) مَصَدَرٌ :
 সঠিক মনে করা। পাওয়া, লাভ করা।
 ২- أَصَابَ : الشَّيْءُ :
 তীর লক্ষ্যভেদে করা।
 ৩- تَصَابَهَ :
 কারো উপর বিপদ এসে পড়া।
 ৪- عَصَبِيَّةٌ :
 বদ নজর দেওয়া।
 ৫- صَوَّبًا : صَبْرِيَّةٌ : السَّهْمُ :
 তীর সঠিক লক্ষ্যে পৌছা।
 ৬- صَبَّأَ : السَّهْمُ :
 সঠিক সিদ্ধান্ত, সুস্থ অভিমত।
 ৭- فِي الْقُرْآنِ : الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ
 وَأَنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ :
 فِي النَّبِيلِ : إِنْ أَخْطَأْتُ فَخَطَنِي
 وَإِنْ أَصَبْتُ فَصَوَّبْنِي
 قَالَ الشَّاعِرُ : أَفْكَى الْكَلِمَ عَاذِلَ وَالْعَايِلُ
 وَقَوْلِي إِنْ أَصَبْتُ لَقَدْ أَصَابَنُ
 مَادَّةُ : (ص. ১০- ১১) : جَسَدٌ :
 مِرَاوِدُ : أَجَادُ / أَحْسَنُ : جَدُّ :
 دَانِدُ : (فَامِسُ) :
 প্রতিহতকারী।

- (ن) ذَرَدًا، ذِيَادًا : প্রতিহত করা, দমন করা ।
 - آتَى الْبَلَّ عَنِ الْمَاءِ : পানির নিকট থেকে সরিয়ে দেওয়া ।
 - (إِنْعَالَ) سَارَاةً : সারাজে সাহায্য করা ।
 - فِي الْقُرْآنِ : وَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ أَمْرَاتَيْنِ تَذَوِّدَانِ
 مَادَةً : (ড. ড. ড.) , جَشَّ : أَحَبُّ وَأَوَّيَّ
 مُرَادٌ : دَافِعَةٌ ، حَيْثُ : رَاسِعَةٌ
 أَلْبَسَ (ض) مَصْدَ : بِيَضَابِ : বিভাজ্য হওয়া, বিভাজি।
 (ض) رَفَا ، رَفَعًا ، رَفَعَةً : সত্য থেকে বিচ্ছাদ হওয়া ।
 বিভ্রান্ত হওয়া ।
 - أَلْبَسَ : দুটি সারে যাওয়া ।
 - (إِنْعَالَ) إِزَافَةٌ : সত্য থেকে বিচ্ছাদ করা, বিভাজ্য করা ।
 - عَنْهُ : সত্য থেকে বিচ্ছাদ করা ।
 - (تَعَبَّلَ) تَرْبُفًا : শ্রুত করা, বক্তৃতা সোজা করা ।

فِي الْقُرْآنِ : فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ / وَأَمَّا الَّذِينَ
فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ
مَادَّة : (ز. - ی. غ) : اجْنَس : أَجَوِّفْ يَائِنِ
عَزِيْزَةٌ : (ج) عَزَائِمُ : দৃঢ় ইচ্ছা, সংকল্প
(ض) عَزَمًا، عَزَمًا، عَزِيْزَةً - الْأَمْرُ وَعَلَيْهِ : দৃঢ় ইচ্ছা করা
সংকল্প করা ।
- الرَّكْلُ : সংকল্পবদ্ধ হওয়া ।
দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা ।
فِي الْقُرْآنِ : فَأَيَّاءَ عَزَمَتْ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ /
وَأَنْ عَزَمُوا الصَّلَاةَ فَلْيَاذِ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
مَادَّة : (ع. - ز. م) : اجْنَس : صَحِيح
مَرَادِف : جَد ، حَيْدُ ، تَرَدَد
قَاهِرَةٌ : (فأ، مؤ) : প্রতিপত্তিশালি
কারণ উপর প্রভাবশালী হওয়া ।
(ف) قَهْرًا : কারণ উপর প্রভাবশালী হওয়া ।
(مُتَاعِلَةً) مُقَاهِرَةٌ : -
إِنْعَالٍ إِبْهَارًا - فَلَمَّا : কাউকে প্রতাপনিত পাওয়া ।
فِي الْقُرْآنِ : رَمَوْا الْقَاهِرَ قَوْفَ عِيَادِهِ -
مَادَّة : (ق. - ه. ر) : اجْنَس : صَحِيح
مَرَادِف : غَالِيَةً ، حَيْدُ ، مُغْلَبِيَةً
মাকামাতের প্রচলিত নুসখায় : قَاهِرَةٌ -এর পরে রয়েছে।
قَاهِرَةٌ -এর পরে : عَن -এর ব্যবহার শুদ্ধ নয়। বিতুদ্ধ নুসখায়
عَن -এর উল্লেখ নেই। قَهْرُ -এর পরে হয় ব্যবহার
করা যেতে পারে, নতুবা مُغْلَبُ সরাসরি ব্যবহৃত হবে।
هُوَّى : (ج) أَهْوَاُ : কামনা, প্রেম, ভালবাসা, অনুরাগ ।
(س) هَوًى : ভালোবাসা, আন্তরিকতা শোষণ করা ।
(ض) هَوًى، هَوًى، هَوًى : উপর থেকে নিচে পড়া ।
(ض) هَوًى، هَوًى : উপর থেকে নিচে পড়া ।
উপর থেকে নিচে পড়া ।
কারণে মতে, هَوًى উচ্চ হওয়া অর্থে এবং هَوًى উপর থেকে
নিচে পড়া অর্থে ব্যবহৃত হয় ।

নিচ থেকে উপরে আরোহণ করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

ধাবিত হওয়া : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

উপর থেকে ফেলা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

উপর থেকে পতিত হওয়া : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ .

مَاذِهِ : (و.و.و) جَنَسٌ : لَقَبْتُ مَفْرُوزٌ

مُرَادُفٌ : شَهْرَةٌ ، ضِدٌّ : بَعْضُ

النَّفْسِ (ج) أَنْفَسَ ، نَفَسَ : آخَا ، مَن ، رِطُو ، غَبْطِي ، بَاكِي :

نَفَسٌ : (ج) أَنْفَاسٌ : شَاس

نَفَسًا : (س) نَفَسًا - بِالنَّفْسِ : كُطِنَا

ت - الْمَرَاةُ : اِنْعَالٌ

(ك) نَفَسًا : اِنْعَالٌ

(تَفَعَّلَ) تَنَفَّسًا : شَاس

(تَفَاعَلَ) تَنَافَسًا - الْقَوْمُ فِي الْأَمْرِ :

আমরাই হওয়া, ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَتَقَوُّوا يَوْمَ لَا تَجِزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا

مَاذِهِ : (ن.ف.س) جَنَسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : الْوُحُودُ / الْعَيْنِ

بَصِيرَةٌ : (ج) بَصَائِرُ : اِنْعَالٌ

চর্মচোখে দেখাকে বসিরা এবং অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দেখাকে বসিরা বলা হয়।

(ك.س) : بَصَرًا ، بَصَارَةً - أَوْ بِهِ : جَانَا ، حَرْمَاحَا

بَصَرَ (ن) بَصَرًا - الشَّيْءُ : كَرْتَن

(تَفَعَّلَ) تَبَصَّرًا : গভীরভাবে দেখা।

(اِنْعَالٌ) اِنْبَصَارًا : দেখা।

(تَفَعَّلَ) تَبَصَّرًا - أَوْ الْأَمْرُ : اِنْعَالٌ

দূর থেকে উঁকি মেয়ে দেখা : (مُعَاوَلَةٌ) مُبَاصَرَةً - اِنْعَالٌ

কোনো বস্তু দেখতে প্রতিযোগিতা করা।

কোনো বস্তু প্রথমে : الْقَوْمُ : تَبَاصَّرَ

দেখার জন্য প্রতিযোগিতা করা।

بَصَرَ : (ج) أَبْصَارًا : اِنْعَالٌ

فِي الْقُرْآنِ : أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ

مَاذِهِ : (ب.ص.و) جَنَسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : قَرَأَ : تَدْرِكُ

আমরা জানতে পারি।

(اِنْعَالٌ) اِدْرَاكًا - الشَّيْءُ : جَانَا

পরিপক্ব হওয়া : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

পরিণত অবস্থায় উপনীত হওয়া : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

প্রাপ্তবয়স্ক বা বাল্যে হওয়া : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

দেখা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

শেখা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

ভুল সংশোধন করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

ভুল সংশোধন করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

ভুল সংশোধন করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

فِي الْقُرْآنِ : لَا تَذْكُرُ الْأَبْصَارَ وَمَا يَذْكُرُ الْأَبْصَارَ

مَاذِهِ : (د.ر.ك) جَنَسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : تَحَجَّلَ : اِنْعَالٌ

পরিচয়, অবগতি : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

(اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ : اِنْعَالٌ

অপরাধ স্বীকার করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

প্রতিদান দেওয়া : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

বৈধধারণ করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

নেতা হওয়া : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

পরিচয় দেওয়া : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

(اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ : কোনো কিছু খোঁজ করে চিনে নেওয়া।

পরিচিত হওয়া : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

(اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ : الْقَوْمُ : একে অন্যকে চেনা।

(اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ : بِالنَّفْسِ : স্বীকার করা, স্বীকৃতি দেওয়া।

চেনা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

فِي الْقُرْآنِ : يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ

مَاذِهِ : (ع.ر.ف) جَنَسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : مَعْرِفَةٌ

মর্যাদা, পরিমাণ, সীমা, সমপরিমাণ, (ج) أَقْدَارُ

শক্তি, সামর্থ্য, সম্মান, গাভীরা।

সক্ষম হওয়া : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

তদবীর করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

অনুমান করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

অনুমান করা, নির্ধারণ করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

সামর্থ্য দান করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

সামর্থ্য হওয়া, শক্তি পাওয়া : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

সামর্থ্য প্রার্থনা করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

مَاذِهِ : (ق.د.ر) جَنَسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : الْمَرْبُتَةُ : ضِدٌّ : اِنْعَالٌ

وَأَنْ تُسَعِدَنَا بِالْهُدَايَةِ إِلَى الدِّرَايَةِ،
وَتُعْضِدَنَا بِالْإِعَانَةِ عَلَى الْإِبَانَةِ، وَتُعْصِمَنَا
مِنَ الْغَوَايَةِ فِي الرِّوَايَةِ، وَتَصْرِفَنَا عَنِ
السَّفَاهَةِ فِي الْفُكَاةِ، حَتَّى نَأْمَنَ حَصَائِدَ
الْأَلْسِنَةِ، وَنُكْفَى غَوَائِلَ الرَّخْرِقَةِ .

অনুবাদ : [এবং আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যে,]
তুমি আমাদেরকে জ্ঞান-সাধনার প্রতি দিকনির্দেশনা দ্বারা
ধন্য করবে এবং আমাদের ভাব প্রকাশে সাহায্য করে
আমাদেরকে শক্তিশালী করবে। আর তুমি বর্ণনার ক্ষেত্রে
বিভ্রান্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করবে এবং রসিকতার
বাচালতা থেকে আমাদেরকে বিরত রাখবে, যার ফলে
আমরা মুখের কণ্ঠিত ফসল [অর্থাৎ, অসমীচীন
কথাবার্তার অন্তত পরিণাম] থেকে শঙ্কামুক্ত হই এবং
আমরা বাগাড়ম্বরের আপদ থেকে রক্ষা পাই।

শাখিক অনুবাদ : أَنْ تُسَعِدَنَا بِالْهُدَايَةِ দিক নির্দেশনা দ্বারা الدِّرَايَةِ জ্ঞান-সাধনার
প্রতি وَتُعْضِدَنَا এবং আমাদেরকে শক্তিশালী করবে بِالْإِعَانَةِ সাহায্য করে الْإِبَانَةِ ভাব প্রকাশে
আমাদেরকে রক্ষা করবে مِنَ الْغَوَايَةِ বিভ্রান্তি থেকে فِي الرِّوَايَةِ বর্ণনার ক্ষেত্রে وَتَصْرِفَنَا এবং আমাদেরকে বিরত রাখবে
عَنِ السَّفَاهَةِ বাচালতা থেকে فِي الْفُكَاةِ রসিকতার وَحَتَّى نَأْمَنَ যার ফলে আমরা শঙ্কামুক্ত হই الْأَلْسِنَةِ
মুখের কণ্ঠিত ফসল وَنُكْفَى এবং আমরা রক্ষা পাই غَوَائِلَ الرَّخْرِقَةِ বাগাড়ম্বরের আপদ থেকে।

শব্দ বিশ্লেষণ

تُسَعِدُ : তুমি ধন্য করবে।

[إِنْعَالَ] সাহায্য করা।

ধন্য করা, সৌভাগ্যবান করে দেওয়া।

(ن) سَعَدًا، سَعَدًا : বরকতময় হওয়া।

(س) سَعَادَةً : সৌভাগ্যবান হওয়া।

সাহায্য করা।

فِي الْقُرْآنِ : قَمِنَ لَهُمْ فِقْرٌ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُرُوا

فَقَالُوا النَّارُ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَقَالُوا الْجَنَّةُ

سَادَهُ : (س-ع-د) : جنس : صَحِيح

مُرَادُ : تَوَجَّيْنِ : حُذ : تَطْلِيمُ

الْهُدَايَةِ : দিকনির্দেশনা।

(ض) هِدَايَةً، هَدًى : পথ প্রদর্শন করা। সংপথে :

পরিচালিত করা।

الزَّجَلُ : সুপথ পাওয়া।

هَدَا - الْعُرْسُ : নব বধূকে ঘরের নিকট পাঠান।

(إِنْعَالَ) اِهْتَدَا : হেদায়েত লাভ করা। সুপথ পাওয়া।

(إِسْتِفْعَالَ) اسْتَهْدَا : হেদায়েত চাওয়া। হাদিয়া চাওয়া।

(إِنْعَالَ) اِهْتَدَا : হাদিয়া দেওয়া, উপঢৌকন দেওয়া।

الْهَدْيُ : হাদী হাকিয়ে নেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ

سَادَهُ : (ه-د-ي) : جنس : نَاقِصٌ يَائِنِي

مُرَادُ : رُفِدَ، حُذ : ضَلَالَةٌ

شِبْهَ فَعْلٍ وَ فِعْلٍ গঠিত হওয়া তার থেকে মাসদার

কখনও দুই مَفْعُول-এর দিকে সরাসরি مَفْعُول হয়, যেমন :

এ-এর مَفْعُول কখনও বিতীয় اِهْتَدَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

الْعَبْدُ لِلَّهِ الَّذِي : مَفْعُولٌ হয়, যেমন : مَفْعُولٌ

إِلَى : এ-এর দিকে مَفْعُول কখনও দ্বিতীয় هَدَانَا إِلَى سِرَاطِ الصِّرَاطِ

দ্বারা مَفْعُول হয়। যেমন-

الدِّرَايَةِ : জ্ঞান সাধনা।

(ض) دَرَايَةً : জ্ঞান ও সাধনার মাধ্যমে জানা।

(مُعَانَةً) مَدَارَةً : পরামর্শের নম্র আচরণ করা।

(إِنْعَالَ) إِدْرَاةً : অবহিত করা, জানানো।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَادَا تَكْسِبُ عَدَا

سَادَهُ : (د-ر-ي) : جنس : نَاقِصٌ يَائِنِي

مُرَادُ : الْعِلْمُ : حُذ : الْحَقْلُ

এতে কষ্ট ও সাধনার অর্থ থাকায় এটা আল্লাহ তা'আলার
ইলমের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না।

تَعَضَّدُ : তুমি শক্তিশালী করবে।

(ن) عَضَدًا : সাহায্য করা, শক্তি দান করা।

বগলদাড়া করা : (تَفَعَّلَ) تَعَضَّدًا : সাহায্য করা।

إِعْتَضَدَ : কারও দ্বারা শক্তিশালী হওয়া। সাহায্য গ্রহণ করা।

(مُفَاعَلَةٌ) مُعَاضِدَةً : সাহায্য করা।

فِي الْقُرْآنِ : سَمِعْتُ عَضْدَكَ بِأَخْبِكَ وَتَجَمَّلَ كَمَا سَلَطْنَا .

مَادَّةُ : (ع-ض-د), جنس : صَبِيع

مُرَادُفُ : تَقْوَى , ضِدُّ : تَضَعِفُ

الْإِعَانَةُ : সাহায্য

(إِفْعَالٌ) إِيَانَةً (تَفَعَّلَ) تَعُونًا : عَلَى الشَّيْءِ : সাহায্য করা।

(مُفَاعَلَةٌ) مُعَاوَنَةً , عَوَانًا : সাহায্য করা।

(تَفَاعُلٌ) تَعَاوَنًا , (اِنْفِعَالٌ) اِعْتَوَانًا - الْقَوْمُ :

একে অন্যকে সাহায্য করা।

سَاهَايَ طَرَاهِنَا করা। সাহায্য প্রার্থনা করা।

عَانَ (ن) عَوْنًا : মাঝবয়সী হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَاعَيْنُونَنِي بِقُوَّةٍ

مَادَّةُ : (ع-و-ن), جنس : نَاقِصٌ وَآوِي

مُرَادُفُ : النَّصْرَةُ , ضِدُّ : الظُّلْمُ

الْإِيَانَةُ : ভাব প্রকাশ।

(إِفْعَالٌ) إِيَانَةً : প্রকাশ করা, প্রকাশ পাওয়া।

- الشَّيْءُ : কর্তন করা, পৃথক করা।

- الشَّيْءُ : সুস্পষ্ট হওয়া।

(ض) بَيَّنَّا , بَيَّنَّا , بَيَّنَّا : পৃথক হওয়া বা করা।

(ض) بَيَّنَّا : প্রকাশ পাওয়া, স্পষ্ট হওয়া।

(تَفَعَّلَ) تَبَيَّنَّا : বর্ণনা করা।

فِي الْقُرْآنِ : قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

مَادَّةُ : (ب-ي-ن), جنس : أَجُوفٌ يَائِسٌ

مُرَادُفُ : التَّعْيِيرُ / الْإِظْهَارُ , ضِدُّ : الْإِخْفَاءُ

نَعِصْمُ : তুমি রক্ষা করবে।

(ض) عَصًا : রক্ষা করা। সংরক্ষিত রাখা। বাধা দেওয়া।

- إِلَى مُلَانٍ : আশ্রয় গ্রহণ করা।

(اِنْفِعَالٌ) اِعْتِصَامًا , اَعَصَمَ (اِفْعَالٌ) اِعْصَامًا (اِسْتِفْعَالٌ)

اِسْتِعْصَامًا - يَمُ : আশ্রয় গ্রহণ করা, নিজেকে রক্ষা করা,

আঁকড়ে ধরা।

- يَمُ : বিরত থাকা। আশ্রয় গ্রহণ করা।

فِي الْقُرْآنِ : اَللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ / قَالَ سَأُوِيْ اِلَى

جَبَلٍ يَّعَصِمُنِي مِنَ النَّاسِ

مَادَّةُ : (ع-ص-م), جنس : صَبِيع

مُرَادُفُ : تَصَوَّنَ , ضِدُّ : تَهَلَّكُ

الْفَوَاقِيَةُ : বিভ্রান্তি।

(س) غَوَايَةً (ض) غَيَّبَ : বিভ্রান্ত হওয়া। পথভ্রষ্ট হওয়া। বঞ্চিত হওয়া।

হওয়া। ধ্বংস হওয়া।

(اِفْعَالٌ) اِغْوَاءً : পথভ্রষ্ট করা।

(تَفَاعُلٌ) تَفَاوَسًا : পথভ্রষ্টতা বা মূর্খতার ভান করা।

مَادَّةُ : (ع-و-ي), جنس : لَفِيفٌ مَّقْرُونٌ

مُرَادُفُ : اَلضَّلَالَةُ , ضِدُّ : اَلْهَدَايَةُ

فِي الْقُرْآنِ : رَكْنَا هَوْلًا الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا

الرَّوَايَةُ : বর্ণনা।

(ض) رَوَايَةً : কারও থেকে কিছু শুনে বর্ণনা করা।

(س) رَيًّا , رَيًّا , رَوَى : مِنَ الْمَاءِ : পানি পান করে তৃপ্ত হওয়া।

(تَفَعَّلَ) تَرَوَّى : পানি পান করিয়ে পরিতৃপ্ত করা।

(اِفْعَالٌ) اِرْوَاءً : পানি পান করে পরিতৃপ্ত হওয়া, তৃষ্ণা নিবারণ করা।

رَيًّا : পরিতৃপ্ত।

فِي الْحَدِيثِ : مَنْ رَوَى عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ

فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ

مَادَّةُ : (ر-و-ي), جنس : لَفِيفٌ مَّقْرُونٌ

مُرَادُفُ : اَلتَّقَلُّ

تَصَرَّفُ : তুমি বিরত রাখবে।

(ض) حَرَّمَ : দূর করা। ব্যয় করা। ফিরিয়ে দেওয়া। বিরত রাখা।

মিশ্রিত না করা : الشَّرَابُ -
 মুনসারিফ বানানো : الْكَلِمَةُ -
 মুদ্রা বিনিময় করা : الدَّنَائِيرُ -
 পরিবর্তন করে দেওয়া : الْفَلَكُوبُ -
 ব্যয় করা, খরচ করা : الْمَالُ -
 ফিরিয়ে দেওয়া। বিরত রাখা : تَصْرِيفًا (تَفْعِيل)
 সুশৃঙ্খলভাবে বর্ণনা করা : الْأَمْرُ فِي الْكِتَابِ -
 সমর্পিত করা : فِي الْأَمْرِ -
 প্রবাহিত করা : أَلَاءُ -
 কোনো বিষয়ে নিজের প্রয়াস চালানো : فِي الْأَمْرِ -
 উপার্জন করা : لِعِبَالِهِ -
 পরিবর্তিত হওয়া : بِهِ الْأَحْزَالُ -
 ফিরে যাওয়া, পরিচাণ করা, বিরত থাকা : انْتِفَاعًا (تَفْعِيل)
 মনোনিবেশ করা : إِلَيْهِ -
 فِي الْقُرْآنِ : كَذَلِكَ لِيَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ
 مَادَّةُ : (ص. ১. ৫) : جُنْسٌ : صَحِيحٌ
 مَرَادُفٌ : تَمَنُّعٌ : جُنْدٌ : تَشْتَفِلُ
 বাচালতা, প্রণাল্যভতা : السَّقَاةُ :
 (ك) سَقَاةً سَقَامًا (س) سَقَاهُ سَقَامًا : سَقَاةً :
 বাচাল হওয়া। মুর্থ হওয়া। নির্বোধ হওয়া। কাণ্ডজ্ঞানহীন হওয়া।
 গালমন্দ করায় অগ্রবর্তী হওয়া : الرَّجُلُ :
 লালিত করা : تَقَسُّةً :
 নির্বোধ বানানো : تَقَعِيلٌ (تَفْعِيل) : تَقَعِيلًا :
 নির্বোধ সাজা : تَقَعِيلٌ :
 فِي الْقُرْآنِ : إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَقَاةٍ -
 مَادَّةُ : (স. ১. ৫) : جُنْسٌ : صَحِيحٌ
 مَرَادُفٌ : الْبَحَاةُ / الْبَحْلُ : جُنْدٌ : أَلْعِلْمُ / أَلْعِلْمُ
 রসিকতা : الْفَكَاهَةُ :
 (স) فَكَاهَةً : فَكَاهَةً :
 প্রমুখচিত্ত ও রসিক হওয়া : مِنْهُ :
 বিমুগ্ধ হওয়া : فِي الْقُرْآنِ : تَفَكَّيْهَا - الْقَوْمُ :
 ফল খাওয়ানো। ফল :
 প্রদান করা। রসিকতা করে আনন্দ দেওয়া।

ফল খাওয়া : تَفَكَّيْهَا :
 লজ্জিত হওয়া : الرَّجُلُ :
 উপকৃত হওয়া, শাদ গ্রহণ করা : يَالْتَقَى :
 বিমুগ্ধ হওয়া : مِنْهُ :
 কারও দোষচর্চা করা : يَلْطَنُ :
 فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ أَصْحَابَ الْحَنَةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهِونَ
 مَادَّةُ : (ফ. ১. ৫) : جُنْسٌ : صَحِيحٌ
 مَرَادُفٌ : الْفَرْجُ / الْفَرْجُ : جُنْدٌ : أَلْجَدُّ
 যাতে, যার ফলে, অবশেষে, ফলশ্রুতিতে, পর্যন্ত :
 حَتَّى : তিন প্রকার : ১. হরফে জর, ২. হরফে আতফ, ৩. হরফে ইবতিদা। হরফে জর হলে তখন কখনও কোনো বিষয়ের চূড়ান্ত সীমা বুঝায়। যেমন- سَلَامٌ حَتَّى مَطْلَعِ أَنْ أَنْ الْفَجْرِ إِلَى مَطْلَعِ الْفَجْرِ অর্থাৎ ফজরের কখনও কোনো পূর্বে এর পূর্বে ফজর সবারে সবারে সবারে বাবহুত হয় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের চূড়ান্ত সীমা বুঝায়। যেমন- سَلَامٌ حَتَّى يَرْتَ حَتَّى أَذْخَلَ الْمَدِينَةَ বর্ণনার জন্য বাবহুত হয়। যেমন- تَرَقَّبْتُ حَتَّى أَتَوَّبَ হরফে আতফ হলে কখনো পরিসীমা বুঝায়। যেমন- قَدِمَ حَتَّى وَارِثَةً وَارِثَةً كَخَنَ وَارِثَةً حَتَّى السَّاءِ অর্থে বাবহুত হয়। যেমন- هَرَفَ حَتَّى رَأْسَهَا হরফে ইবতিদা হলে তার পর থেকে নতুন বাক্য শুরু হয়। যেমন- تَوَّعَّبَ حَتَّى كَلِبٍ فَتَبَيَّنَ فِي الْقُرْآنِ : سَلَامٌ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ
 আমরা রক্ষা পাই : تَأْمَنُ :
 (স) أَمْنًا : أَمْنًا : أَمْنًا : أَمْنًا :
 নিরাপদ হওয়া, নিশ্চিত হওয়া, শঙ্কামুক্ত হওয়া।
 (ك) أَمَانَةٌ :
 নিরাপত্তা দান করা, শঙ্কা মুক্ত করা : بِهِ :
 আশ্রিত করা। বিশ্বাস করা, আস্থা স্থাপন করা। আমানত রাখা।
 (تَفْعِيل) تَأْمِنًا :
 নিরাপদ ও আশ্রিত করা : الرَّجُلُ :
 فِي الْقُرْآنِ : سَالِكٌ لَا تَأْمَنُ عَلَى يَوْسُفَ

أَفَاسِنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسًا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ
 مَادَّةُ : (أ.م.ن) ، جِنْسٌ : مَهْمُوزَةٌ ،
 مَرَادُفٌ : نَسِيمٌ ، ضِدٌّ : تَفَرُّجٌ

(ج) حَصَائِدُ : (و) حَصِيدَةٌ : কর্তিত ফসল ।
 (ض.ن) حَصَادًا ، حَصَادًا ، (إِفْعَالًا) : إِيْحَصَادًا : [ক্ষেত থেকে কাণ্ডে ঘারা] ফসল কাটা ।

ফসল কাটার সময় নিকটবর্তী হওয়া ।
 (إِفْعَالًا) : إِيْحَصَادًا - الزَّرْعُ : রশি পাকানো ।

(س) حَصَادًا - الْعَيْلُ : রশি শক্তপাক হওয়া ।
 (إِسْتِعْمَالًا) : إِيْحَصَادًا - الْقَوْمُ : একতাবদ্ধ হওয়া ।

ফসল কাটার সময় নিকটবর্তী হওয়া ।
 (إِفْعَالًا) : إِيْحَصَادًا - الزَّرْعُ : রশি শক্তপাক হওয়া ।

ক্ষুব্ধ হওয়া ।
 (الرَّجُلُ) : حَصَائِدُ الْأَلْسِنَةِ : অসমীচীন কথা ।

মন্দ কথার অন্তর্ভুক্ত পরিণতি ।
 فِي الْقُرَىٰ : وَأَتَوْهُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
 مَادَّةُ : (ح.ص.د) ، جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مَرَادُفٌ : مَقْطُوعَاتٌ

(ج) أَلْسِنَةٌ : لِسَانَاتٌ ، أَلْسِنٌ ، لُسْنٌ ، (و) لِسَانٌ :

মুখ, ভাষা, রসনা ।

فِي الْقُرَىٰ : يَمْوَلُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَالِيسَ فِي قُلُوبِهِمْ .

উক্তি : এ শব্দের তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে ।

(ج) غَوَائِلُ ، (و) غَائِلَةٌ : আপদ, মসিবত, ধ্বংসাত্মক বিপদ ।
 (ن) غَوْلًا (إِفْعَالًا) : إِيْغْيَالًا : অতর্কিতভাবে হত্যা করা বা ধ্বংস করা ।

(تَفَعُّلٌ) : تَفَعُّلًا : পথভ্রষ্ট করা ।

– الْأَلْمَرُ : বীন হওয়া ।

(مُفَاعَلَةٌ) : مُفَاعَلَةً : দ্রুত চলা ।

(تَفَاعُلٌ) : تَفَاعُلًا - الرَّجُلَانِ : একে অন্যের চেয়ে অগ্রসর হওয়া ।
 فِي الْحَبِيثِ : وَيَبْقُونَ لَهُ الْقُرَائِلُ / غَائِلَةُ الْعِلْمِ الْتِسْيَانُ
 مَادَّةُ : (ع.و.ل) ، جِنْسٌ : أَجْرٌ وَأَوَى
 مَرَادُفٌ : مَصْنُوبَةٌ / أَفْعٌ

الزَّخْرَفَةُ : বাগাড়ম্বর ।

تَزْفَرُفٌ - الْقَوْلُ : অসত্যের আশ্রয় নিয়ে

বক্তব্যকে চমকপ্রদ করা ।

– الْقَسَى : সূসজ্জিত করা । সৌন্দর্যকে পূর্ণতা দান করা ।

تَزْفَرُفٌ - الْقَسَى : সূসজ্জিত হওয়া ।

বাগাড়ম্বর, অন্তঃসারশূন্য জমকালো (ج) زَخَارِفٌ : الزَّخْرَفَةُ :

বক্তব্য । সোনা । শোভা । পূর্ণ সৌন্দর্য ।

زَخَرَفُ الْأَرْضِ : নানারকমের উদ্ভিদ ।

زَخَرَفُ الْبَيْتِ : ঘরের আসবাব-সামগ্রী ।

زَخَرَفُ الْقَوْلِ : মিথ্যার প্রলেপ দেওয়া বক্তব্য বা তার সৌন্দর্য ।

فِي الْقُرَىٰ : زَخَرَفَ الْقَوْلَ غُرُورًا / حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ
 زَخْرَفَهَا

مَادَّةُ : (ز.خ.و.ف) ، جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مَرَادُفٌ : التَّحْوِيلُ

বাগাণাত

قَوْلُهُ : حَصَائِدُ الْأَلْسِنَةِ :

–এর মধ্যে مَصْرَعَةٌ - حَصَائِدُ الْأَلْسِنَةِ

এখানে মুখের মন্দ কথাবার্তা ও তার অন্তর্ভুক্ত পরিণামকে

حَصَائِدُ [কর্তিত ফসল]-এর সাথে تَشْبِيهِ দেওয়া হয়েছে

উভয়টি নিজের কর্মফল হওয়ার বিবেচনায় । এতে تَشْبِيهِ

উল্লিখিত হয়েছে, –এর উল্লেখ নেই । এটাকে

بَلَا হয় ।

قَوْلُهُ : تَعَصُّدًا بِالْإِعَانَةِ عَلَى الْإِبَانَةِ :

–এর মধ্যে جِنَاسٌ لَاحِقٌ –এর ইচ্ছা ও ইচ্ছা

–এর হয়ে শুধু একটি تَوَعُّدٌ এর দুটি كِلِمَةً একই

–এর ব্যবধান হয় এবং ব্যবধানকৃত হয় حَرَفٌ করে

বলে ।

–এর তোক তোক বিনে তোক বিনে তোক বিনে তোক বিনে

–এর তোক তোক বিনে তোক বিনে তোক বিনে তোক বিনে

–এর তোক তোক বিনে তোক বিনে তোক বিনে তোক বিনে

فَلَا نَرُدُّ مَوْرَدَ مَائِمَةٍ، وَلَا نَقِفُ مَوْفِدَ
مَنْدَمَةٍ، وَلَا نَرْهَقُ بِتَيْعَةٍ وَلَا مَعْتَبَةٍ، وَلَا
نَلْجَأُ إِلَى مَعْذِرَةٍ عَنِ بَادِرَةٍ .

অনুবাদ : যাতে আমরা অপরাধের ঘাটে অবতীর্ণ না হই
এবং লজ্জাজনক স্থানে না দাঁড়াই। আর আমরা অশুভ
পরিণতি ও অসন্তুষ্টির চাপে না পড়ি এবং অনিচ্ছাকৃত
ভুল-ত্রুটির কারণে ওজর পেশ করতে বাধ্য না হই।

শাখিক অনুবাদ : ফَلَا نَرُدُّ যাতে আমরা অবতীর্ণ না হই مَوْرَدَ مَائِمَةٍ অপরাধের ঘাটে وَلَا نَقِفُ এবং না দাঁড়াই مَوْفِدَ
مَنْدَمَةٍ লজ্জাজনক স্থানে وَلَا نَرْهَقُ আর আমরা চাপে না পড়ি/শিকার না হই بِتَيْعَةٍ অশুভ পরিণতি ও অসন্তুষ্টির
وَلَا مَعْتَبَةٍ এবং বাধ্য না হই إِلَى مَعْذِرَةٍ ওজর পেশ করতে عَنْ بَادِرَةٍ অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটির কারণে।

শব্দ বিশ্লেষণ

نَرُدُّ : আমরা অবতীর্ণ হই, -হছি, -হবো। :
وَرَدَ (ض) رَوْدًا : উপস্থিত হওয়া। পানির ঘাটে অবতীর্ণ হওয়া। :
- السَّجَرَةُ : পুষ্টিত হওয়া। :
وَرَدَ - الرَّجُلُ : জ্বাফ্রা হওয়া। :
- عَلَيْهِ يَكُونُ : কাউকে কারও কাছে নিয়ে আসা। :
(ك) رَوْدَةٌ - وَرْدَةٌ، الْقَرْسُ : লাল-হলুদ মিশ্রিতবর্ণ হওয়া। :
(إِنْفَاعِل) إِتْرَادًا : উপস্থিত করা। উপনীত করা। নিয়ে আসা। :
- عَلَيْهِ الْخَيْرُ : খবর শোনানো। :
- الْكَلَامُ : উপস্থাপন করা। উল্লেখ করা। :
(تَفْعِيل) تَرَوْدًا - الشَّجَرُ : গাছে ফুল আসা। :
- تِ الرَّأْسِ خَدَمًا : লালরঙ করা। :
- الْقَرْبُ : কাপড়ে গোলাপী রঙ করা। :
(تَفَاعُل) تَوَارَدًا : একের পর এক উপস্থিত হওয়া। :
(تَفْعِيل) تَوْرَدًا : গোলাপী বর্ণ হওয়া। :
فِي الْقَرَارِ : وَلَكِنَّا وَرَدَ مَاءَ مَدِينٍ وَجَدَ أَمَةً مِنَ النَّاسِ يَسْكُرُونَ .
مَادَّةُ : (و-ر-د) ، جُنْس : মিশ্রিতবর্ণ। :
مُرَادُف : تَحْصُرُ تَنْزِلُ، حَيْثُ : تَفْعِيلُ تَرْحَلُ
مُسَوْرَدُ : (ج) مَوْرَدُ : পানিস্রব, পানির ঘাট, পথ, জীবিকার উপকরণ। :
مُسَوْرَدَةٌ : পানির নিকট যাওয়ার পথ। ঘাট। রাস্তা। :
فِي الْحَدِيثِ : إِتَقَرَّ الرِّبَازُ فِي الْمَوَارِدِ
مَادَّةُ : (و-ر-د) ، جُنْس : মিশ্রিতবর্ণ। :
مُرَادُف : مَنَهْلُ، حَيْثُ : طَرِيقُ

مَائِمَةً : অন্যায়, অপরাধ, গুনাহ। :
(س) إِنْسًا، أَنَسًا : গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়া। :
(ن) ض) أَنَسًا : গুনাহগার সাব্যস্ত করা এবং শাস্তি দেওয়া। :
(تَفْعِيل) تَابِيئًا : পাপিষ্ট সাব্যস্ত করা। :
(تَفْعِيل) تَأَنَّا : গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা, গুনাহ পরিহার করা। :
فِي الْحَدِيثِ : أَعُوْذُكَ مِنَ النَّائِمِ وَالْمَغْرَمِ / مَنْ عَقَصَ
عَلَى شِدْبَعِهِ سَلِمَ مِنَ الْأَنَامِ .
مَادَّةُ : (أ.ث.م) ، جُنْس : مَهْمَزُ
مُرَادُف : مَعْقِبَةٌ، حَيْثُ : بَرٌّ
لَا نَقِفُ : আমরা না দাঁড়াই। :
(ض) رَقِفًا، وَقُوفًا : চলার পর থেমে যাওয়া, বসা থেকে। :
দাঁড়ানো, স্থির হওয়া। :
- فِي الْمَسْنَدَةِ : সন্দেহ পোষণ করা। :
- عَلَى الْكَلِمَةِ : ওয়াকফ করে পড়া। :
- الْبَاءَةُ : থামানো। :
- الدَّارُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ : ওয়াকফ করা। :
- عَلَى الْأَمْرِ : অবগত হওয়া। :
- قَلَّا عَلَى الْأَمْرِ : অবহিত করা। :
- قَلَّا عَنِ الشَّيْءِ : বারণ করা। :
(إِنْفَاعِل) إِقْفَا : দাঁড় করানো, থামানো। :
- الدَّارُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ : ওয়াকফ করা। :
- عَنِ الْأَمْرِ : কোনো কাজ থেকে বিরত থাকা। :

দাঁড় করানো, থামানো : تَوَقَّفًا : (تَفَعُّلٌ)
স্থির ও অবচল থাকা : تَوَقَّفًا عَلَى الْأَمْرِ :

অবস্থান করা : فِي السَّكَنِ :

বিরত থাকা : عَنْ كَذَا :

فِي الْقُرْآنِ : وَلَوْ تَرَى إِذْ يَقُولُوا عَلَى السَّارِ / وَيَقُولُونَ
إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ

مَادَّةٌ : (و. ق. ف.) , جُنْسٌ : مِثَالٌ وَأَوِي

مُرَادٌ : نَقَوْمٌ , جُنْدٌ : تَرْحَلُ

مَوْقِفٌ : (ج) مَوَاقِفٌ : দাঁড়াবার স্থান, অবস্থান স্থল।

فِي الْحَدِيثِ : عَرَفَ كُلُّهَا مَوْقِفَ / الْمَرْوَلَةِ كُلُّهَا مَوْقِفَ

مُرَادٌ : مَقَامٌ , جُنْدٌ : مَجْلِسٌ

مَنْدَمَةٌ : (স) تَدَمٌ , نَدَامَةٌ , - (تَفَعُّلٌ) تَنْدَمٌ - عَلَى مَا تَعَلَّ :

লজ্জিত হওয়া, দুঃখিত হওয়া।

লজ্জিত করা, দুঃখিত করা।

إِنْفَعَالٌ : إِنْدَامًا , (تَفَعُّلٌ) تَنْدِيئًا , - (تَفَعُّلٌ) تَنْدِيئًا , -

দুঃখিত করা।

مُفَاعَلَةٌ : مُنَادِمَةٌ , نَدَامًا - : মদের আসরের সাথী হওয়া।

রাতের গল্পের আসরের সাথী হওয়া।

تَفَاعُلٌ : تَنَادَمًا - الْقَوْمُ : মদের আসরের অংশীদার হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَسْرَأَ النَّدَامَةَ لَهَا رَأَوِ الْعَذَابَ

مَادَّةٌ : (ن. د. م.) , جُنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : خَيْلٌ , جُنْدٌ : وَقَحٌ

لَا تَرْهَقُ : আমরা যেন শিকার না হই।

إِنْفَعَالٌ : إِرْهَاقًا : জুলুমের শিকার করা।

করা। কষ্ট দেওয়া। সামর্থ্যের অধিক কাজে উদ্বুদ্ধ করা। চাপ

প্রয়োগ করা।

(س) رَهَقًا : হালকা হওয়া। মন্দ কাজ করা।

মিথ্যা বলা। ভাড়াহুড়া করা। জুলুম করা। নিকটবর্তী হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : لَا يَرْهَقُ وَجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذُلٌّ

مَادَّةٌ : (ر. ه. ق.) , جُنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : لَا تَحْمِيلُ , جُنْدٌ : لَا تَحْمِيلُ

نَيْعَةٌ : (ج) نَيْعَاتٌ : গাছা, বোকাসন। কর্মফল। শুভ হোক।

বা অশুভ হোক। তবে মন্দের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার বেশি।

অতএব শুনাহ এবং অপছন্দনীয় বিষয়ের জন্যও নৈয়টি ব্যবহৃত হয়।

نَيْعٌ (س) نَيْعًا , نُبُوعًا , نَيْعًا , نَيْعًا , (إِنْفَعَالٌ) إِنْيَاعًا :

কারও পেছনে পেছনে চলা। সাথে চলা, অনুগত হওয়া।

অনুসরণ করা : - : (تَفَعُّلٌ) تَتَبِعًا :

সংযুক্ত করা : - : يَهْ كَذَا :

مُفَاعَلَةٌ : مُتَابَعَةٌ , نَيْعًا - بَيْنَ الْأَعْمَالِ :

নিরবচ্ছিন্নভাবে করা।

- فَلَمَّا عَلَى الْأَمْرِ : অনুসরণ করা। অনুসরণ করা।

ইচ্ছা হওয়া বা করা : - : (إِنْفَعَالٌ) إِنْيَاعًا :

অনুসন্ধান করা : - : (تَفَعُّلٌ) تَتَبِعًا - الْأَمْرُ :

فِي الْقُرْآنِ : فَسَمِيعٌ هَدَى فَلَا عَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يُحْزَنُونَ

مَادَّةٌ : (ت. ب. ع.) , جُنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : عَاقِبَةٌ

مَعْنِيَةٌ : অসম্পূর্ণ, ক্ষোভ।

(ن. ض) عَنَاءٌ , عِثَابٌ , عِتَابٌ , مَعْنِيَةٌ , مَعْنِيَةٌ - عَلَيْهِ :

কারও কোনো কাজে ক্ষোভ প্রকাশ করা, অসম্পূর্ণ হওয়া,

নিন্দাবাদ করা।

- فَلَمَّا : ভর্ষনা করা।

(تَفَعُّلٌ) تَعْتَبٌ , (تَفَاعُلٌ) تَعَاتِبٌ - الرَّجُلَانِ :

একে অন্যের প্রতি অসম্পূর্ণ প্রকাশ করা।

(مُفَاعَلَةٌ) مَعَاتِبَةٌ , عِتَابًا - عَلَى كَذَا : ভর্ষনা

করা। রাগ করা। অভিমান সহকারে সম্বোধন করা।

(إِنْفَعَالٌ) إِنْيَابًا - : অসম্পূর্ণতার কারণ দূর করা।

(تَفَعُّلٌ) تَعْتِبًا - الرَّجُلُ : বিপর্যয় করা।

- أَلْيَابٌ : দরজার চৌকাঠ বানানো।

(إِسْتِفْعَالٌ) اسْتَعْتَبًا : অসম্পূর্ণতা দূর করা।

فِي الْقُرْآنِ : ثُمَّ لَا يَأْخُذُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَاهُمْ يَسْتَعْتَبُونَ

مَادَّةٌ : (ع. ت. ب.) , جُنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : عِتَابٌ / سَخَطٌ , جُنْدٌ : رِضَاءٌ

পূর্বাহ্নের প্রথর রোদে ঠেলে : أَضْحَى (إِفْعَالٌ) إِضْحَاءً غَنَّةٌ : দেওয়া, দূর করে দেওয়া, পূর্বাহ্নে কোনো কাজ সংঘটিত হওয়া বা করা, অথবা যে কোনো সময় হওয়া বা করা।
(ن) ضَحُوا، ضَحُوا، (س) ضَحًا، ضَحًا : রোদ খাওয়া, রোদ লাগা।
(تَفْعِيلٌ) تَضَعِيَةً - الثَّأَةِ وَبِهَا : কুরবানি করা, জবাই করা।
(تَفْعِيلٌ) تَضَعِيَةً : পূর্বাহ্নে খাওয়া। পূর্বাহ্ন পর্যন্ত শয়ন করা। যেমন-
রোদ খাওয়া।

فِي الْقَرَّانِ : وَأَنَّكَ لَا تَطْمَأَنِّ فِيهَا وَلَا تَضْمِي مَادَّةُ : (ض. ح. و), جِنْسٌ : تَأْمِنُ وَأَوِي يَأْنِي مُرَادٌ : لَا تَضْمِنُنَا، ضِدٌّ : لَا تَقْرِنُنَا

ظِلٌّ : (ج) أَظْلَالٌ، ظِلَالٌ، ظُلُلٌ : ছায়া

ظِلَّةٌ : (ج) ظِلٌّ، ظِلَالٌ : গৃহের সামনে অবস্থিত উপরে।
চালাবিশিষ্ট ছোট দাওয়া, শীত ও গরমের সময় আশ্রয় নেওয়ার মতো যে কোনো স্থান। যে কোনো ছায়াদার জিনিস।

(س) ظِلَالَةٌ - الْيَوْمَ : দিবস ছায়াচ্ছন্ন হওয়া।

(تَفْعِيلٌ) تَطْلُبُهَا : ছায়া দেওয়া।

- بِالسَّوْطِ : শাসনোদর জন্য চাবুক নাড়ানো।

(إِفْعَالٌ) أَظْلَلًا - الْيَوْمَ : ছায়াচ্ছন্ন হওয়া। ছায়া দেওয়া।

فِي الْقَرَّانِ : وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ

مَادَّةُ : (ظ. ل. ل. ج), جِنْسٌ : مَضَافٌ ثَلَاثٌ

مُرَادٌ : ثَمِيٌّ، جِنْدٌ : ثَرَقٌ

الْسَّابِغُ : (ف. ا. م. ذ), جِنْسٌ : পরিপূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ।

(ن) سُبُوحًا - السَّنَ : পরিপূর্ণ হওয়া। পূর্ণাঙ্গ হওয়া।

- الْقُرْبُ : দীর্ঘ হওয়া। প্রশস্ত হওয়া।

- الْقُفْرُ : দীর্ঘ হওয়া।

(إِفْعَالٌ) إِسْبَاغًا : পরিপূর্ণ করা।

- الْقُرْبُ : দীর্ঘ করা। প্রশস্ত করা।

فِي الْقَرَّانِ : وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ بِمَنَّهُ ظَاهِرَةً وَرَاطِنَةً

مَادَّةُ (س. ب. ع), جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : كَامِلٌ / زَائِرٌ، جِنْدٌ : تَأْمِنُ

لَا تَجْعَلُنَا : পরিণত করো না।

جَعَلَ (ف. ج. ع. ل. ن) : তৈরি করা, প্রস্তুত করা, সৃষ্টি করা।

১. جَعَلَ কখনও এক مَقْعُول-এর দিকে مَتَعَدٍّ হয়।

তখন তা أَفْعَلُ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

جَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّجُومَ

২. কখনো مَقْعُول অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন এটা দুই مَقْعُول-এর দিকে مَتَعَدٍّ হয়। যেমন- وَجَعَلَ لَكُمْ لَبَاسًا -এর দিকে مَتَعَدٍّ হয়।

৩. কখনো جَعَلَ حَاكِمًا -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন- وَجَعَلَ لَكُمْ لَبَاسًا -এর দিকে مَتَعَدٍّ হয়।

৪. কখনো جَعَلَ لَكُمْ لَبَاسًا -এর অর্থে আসে, যেমন- وَجَعَلَ لَكُمْ لَبَاسًا -এর দিকে مَتَعَدٍّ হয়।

৫. কখনো جَعَلَ لَكُمْ لَبَاسًا -এর অর্থে আসে। যেমন-

جَعَلَ لَكُمْ لَبَاسًا

৬. কখনো جَعَلَ لَكُمْ لَبَاسًا -এর অর্থে আসে। যেমন-

وَأَجْعَلْ لِي لَبَاسًا

مَادَّةُ : (ع. ج. ل), جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : لَا تَضْمِنُنَا

مُضَعَّةٌ : (ج) مَضَعٌ : শাবারের গ্রাস, লোকমা।

(ف. ن) مَضَعًا : চর্বন করা।

(إِفْعَالٌ) إِضْحَاءً (تَفْعِيلٌ) تَضَعِيَةً : অপর কর্তৃক চিবিয়ে নেওয়া।

أَمَضَغَ الشَّمْرَ : চর্বনের উপযুক্ত হওয়া।

أَمَضَغَ اللَّحْمَ : সুবাদু হওয়া।

কারো সাথে দীর্ঘসময় : (إِفْعَالٌ) مَضَافَةٌ -

লড়াই করা।

الْمَضْغُ : (ج) مَضَعٌ : চর্বনকারী।

فِي الْقَرَّانِ : فَخَلَقْنَا الْعِلْفَةَ مَضْغَةً فَخَلَقْنَا

الْمَضْغَةَ عِطْفًا

مَادَّةُ : (م. ض. ع), جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : الْعَالِيكُ، جِنْدٌ : بَالِعٌ / يَلْمُ

বালাগাত

قَوْلُهُ : لَا تَجْعَلُنَا مَضْغَةً لِلْمَضْغِ :

উক্ত ইবরাতে দোষকটি বর্ণনাকারী ও কটাক্ষকারীকে

مَضْغَةً بِه-এর সাথে تَضْيِيبُ দেওয়া হয়েছে।

এখানে উল্লেখ রয়েছে এবং مَضْغَةً মাহযুফ রয়েছে।

অতএব এখানে

قَوْلُهُ : ذَلِكَ الشَّيْءُ :

এখানে إِشْبَاعًا مَضْرُوعًا রয়েছে।

কেননা আত্মাহ্বর

রহমতকে جَعَلَ [ছায়া] -এর সাথে تَضْيِيبُ দেওয়া হয়েছে।

এখানে উল্লেখ রয়েছে এবং مَضْغَةً মাহযুফ রয়েছে, তাই

এখানে إِشْبَاعًا مَضْرُوعًا রয়েছে।

فَقَدْ مَدَدْنَا إِلَيْكَ يَدَ الْمُسْتَلَّةِ، وَخَعَفْنَا
بِالِاسْتِكَانَةِ لَكَ وَالْمُسْكِنَةِ، وَاسْتَنْزَلْنَا
كَرَمَكَ الْجَمِّ، وَفَضْلَكَ الَّذِي عَمَّ، بِضَرَاعَةِ
الطَّلَبِ وَبِضَاعَةِ الْأَمَلِ.

অনুবাদ : কেননা আমরা তোমার নিকট প্রার্থনার হাত
সম্প্রসারিত করেছি এবং আমরা তোমার সামনে
[নিজেদের] দুর্বলতা ও দীনতা স্বীকার করছি এবং আমরা
সমিনতি প্রার্থনা ও আশার পুঁজি নিয়ে তোমার পক্ষ
অনুগ্রহ ও পরিব্যাণ্ড করুণার অবতরণ কামনা করছি।

শাব্দিক অনুবাদ : فَقَدْ مَدَدْنَا কেননা আমরা সম্প্রসারিত করেছি إِلَيْكَ তোমার নিকট يَدَ হাত الْمُسْتَلَّةِ প্রার্থনার
وَسَخَفْنَا এবং আমরা স্বীকার করছি بِالِاسْتِكَانَةِ দুর্বলতা لَكَ তোমার সামনে الْمُسْكِنَةِ দীনতা وَاسْتَنْزَلْنَا এবং আমরা
অবতরণ কামনা করছি كَرَمَكَ তোমার অনুগ্রহ الْجَمِّ পর্যাণ্ড وَفَضْلَكَ এবং তোমার করুণা الَّذِي যা পরিব্যাণ্ড بِضَرَاعَةِ
الطَّلَبِ সমিনতি প্রার্থনা وَبِضَاعَةِ الْأَمَلِ ও আশার পুঁজি।

শব্দ বিশ্লেষণ

قَدْ مَدَدْنَا : আমরা সম্প্রসারিত করেছি।
مَدَّ (ن) مَدًّا - أَلْقَى : টানা।
الدَّوَاءُ : -
দোয়াতে কলম চুবানো।
الْقَلَمُ : -
অবকাশ দেওয়া। সাহায্য করা।
أَمَدَ (إِفْعَالَ) إِمْدَادًا :
বিস্তৃত করা, প্রসারিত করা।
مَدَّ (تَفْعِيل) تَمْدِيدًا :
সম্প্রসারিত হওয়া, দীর্ঘায়িত হওয়া।
إِمْتَدَّ (الْفِعَال) إِمْتِدَادًا :
فِي الْقُرْآنِ : تَمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ / وَتَمْدِدُكُمْ رُكْمًا
بِعَسَسَةِ الْأَبِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ -
مَادَهُ : (م - د - د) ، جَسْر : مُصَافَعٌ
مَرَاوٍ : أَطْلَعَ ، خَد : قَصْرًا
يَدٌ : (ج) أَيْدٍ : (ج) أَيَادِي :
হাত।

তবে أَيَادِي শব্দটি অনেক সময় নেয়ামতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।
فِي الْقُرْآنِ : يَدُ اللَّهِ قَوَىٰ أَيْدِيهِمْ -
مَادَهُ : (ي - د - د) ، جَسْر : لَيْفِيْفٌ مَرَوُّ
مَرَاوٍ : ذِرَاعٌ ، خَد : رَجُلٌ

الْمُسْتَلَّةُ : (ج) مَسَائِلُ : প্রশ্নের
প্রার্থনা। প্রার্থনার বিষয়। প্রশ্নের
বিষয়। প্রয়োজন। উদ্দেশ্য।

سَأَلَ (ن) سَوْأَلًا ، سَأَلَهُ ، مَسْئَلَةً :
চাওয়া, প্রার্থনা করা, আবেদন করা।

أَسَأَلَ (إِفْعَالَ) إِسْأَلًا - هُ سَوْأَهُ :
কারণ প্রয়োজন বা প্রার্থনা
পূর্ণ করা।

سَأَلَ (تَفْعِيل) تَسْأَلًا : প্রার্থনা করা, চাওয়া।

(تَفَاعُل) تَسْأَلًا - أَلْقَمَ : একে অপরকে জিজ্ঞাসা করা।
سَأَلَ : سَأَلَ - مَفْعُولُ دُحَيْ - এর দিকে مَفْعُولُ هَيْ : যেমন : سَأَلَ
كَيْفَ : سَأَلَ : যখন কোনো কিছু জানতে চাওয়া
অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন এর প্রথম مَفْعُول - এর দিকে সরাসরি
এবং দ্বিতীয় مَفْعُول - এর দিকে সহকারে
يَنْفَعِلُكَ عَنِ الرُّوحِ / سَأَلْتَهُ عَنْ حَاجَتِهِ :
হয়। যেমন : سَأَلْتَهُ عَنْ حَاجَتِهِ :
পড়া হয়।
سَأَلَ : (ج) سَوْأَةً - কখনো -
প্রার্থনাকারী।
سَأَلَ : (ج) سَوْأَةً - কখনো -
আবেদনকারী। প্রশ্নকারী।
فِي الْقُرْآنِ : وَإِذَا سَأَلَ عِبَادِي عَنِّي / سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ
مَادَهُ : (س - د - د) ، جَسْر : مَهْمُوزٌ عَيْنٍ
مَرَاوٍ : الطَّلَبِ

بَخَعَفْنَا : আমরা স্বীকার করেছি।
(ن) بَخَعَفْنَا ، بَخَعَا - لَه :
আনুগত্য করা।
نَفَسَهُ : -
দুঃখে বা ক্ষোভে নিজেকে ধ্বংসের মুখে
ঠেলে দেওয়া।

(س) بَخَعَا ، بَخَعَا :
فِي الْقُرْآنِ : لَمَّا بَايَعْتَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُرِيبِينَ
مَادَهُ : (ب - خ - ع) ، جَسْر : صَبِيحٌ
مَرَاوٍ : اِعْتَرَفْنَا ، خَد : أَنْكَرْنَا / أَبَيْنَا

الِاسْتِكَانَةِ :
দুর্বলতা, বিনয়।
إِسْكَانَ إِسْكَانَةً :
বিনয় প্রকাশ করা। দুর্বলতা প্রকাশ করা।
হীন ও দুর্বল হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا / تَبَارَكَ الَّذِي
 نَزَّلَ الْفُرْقَانَ / نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ.
 مَادَّة : (ন. জ. ল.) , جنس : صحيح
 مُرَادُف : اِسْتَنْهَضْنَا , ضَنَد : اِسْتَرْقَعْنَا
 অনুগ্রহ। উদাহরণ। মহানুভবতা। বদান্যতা। :
 (ক) كَرَمًا , كَرَمَةً , كَرَامَةً : দানশীল : প্রিয় ও উৎকৃষ্ট হওয়া, দানশীল : সহজে দিয়ে দেওয়া।
 হওয়া। দান করা।
 (ন) كَرَمًا : দান-দাক্ষিণ্যের কাজে অপর অপেক্ষা অগ্রণী হওয়া।
 সম্মান করা।
 (تَفَعُّيلٌ) تَكْرِمًا , تَكْرِمَةً : সম্মানিত করা।
 فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ /
 مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ
 মাদ্দে : (ক. র. ম.) , جنس : صحيح
 مُرَادُف : قَضَلُ / مَنْ , ضَنَد : لَوْمٌ

যে কোনো বস্তুর পর্যাপ্ত পরিমাণ, জাম্ম :
 বড় অংশ, সিংহভাগ।
 (ন) ضًا , جَمًّا , جُمُومًا : একত্র হওয়া। প্রচুর হওয়া।
 - الْعَظَم : অধিক মাংসল হওয়া।
 - أَلْبَنَر : কুপের পানি বেশি হওয়া।
 (إِنْعَالٌ) إِنْجَابًا - الْأَمْر : নিকটবর্তী হওয়া।
 - الْفِرَاقُ : বিচ্ছেদের সময় হওয়া।
 (تَفَعُّيلٌ) تَجَمُّيًا - أَلْيَسًا : মাগমা পরিপূর্ণ করে মাগা। :
 (اِسْتِفْعَالٌ) اِسْتِجْمَاعًا : প্রচুর পরিমাণে জমা হওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : وَتَبْعَتِ النَّاسَ مِثْلًا جَنَّا
 মাদ্দে : (জ. ম. ম.) , جنس : صحيح
 مُرَادُف : الْكَثِيرُ / الْكَثِيرُ , ضَنَد : الْقَلِيلُ
 কোনো পূর্ব কারণ ব্যতিরেকে : فَضْلًا , فَضْلًا :
 কারণ ও প্রতি প্রথমে কৃত অনুগ্রহ। করুণা। অতিরিক্ত, অবাঞ্ছিত।
 (ن) فَضْلًا , (س) فَضْلًا : অবাঞ্ছিত হওয়া।
 (ك) فَضْلًا : গণ-গরিমার অধিকারী হওয়া।
 (تَفَعُّيلٌ) تَفَضُّلًا - عَلَى غَيْرِهِ : প্রাধান্য দেওয়া,
 অগ্রাধিকার দেওয়া।
 (إِنْعَالٌ) اِنْفِصَالًا - عَلَيْهِ : অগ্রসর হওয়া। কল্যাণ করা। :
 অনুগ্রহ করা।

فِي الْقُرْآنِ : قَمَّا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا
 مَادَّة : ك. و. ن. / ك. ي. ن. س. - ك. ن. , جنس :
 أَجَوَبُ / صَحِيح
 مُرَادُف : اَلْخَضَعُ , ضَنَد : اَلْبَطَرُ
 দীনতা, হীনতা, দুর্বলতা। :
 (ك) سَكُونَةً , سَكَانَةً , (تَفَعُّلٌ) تَسَكَّنًا , وَتَسَكَّنَ :
 মিসকিন হওয়া, নিঃশেষ হওয়া।
 (إِنْعَالٌ) اِسْكَانًا : মিসকিন হওয়া। মিসকিন বানাও। :
 গৃহে বাস করানো। স্থির করা।

(ن) سَكُونًا : স্থির হওয়া, থামা। :
 فِي الْقُرْآنِ : صَبَّتَ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالسُّكْنَةَ
 মাদ্দে : (স. ক. ন.) , جنس : صحيح
 مُرَادُف : اَلْفَقْرُ , ضَنَد : اَلْفَنِي
 আমরা অবতরণ কামনা করেছি/ -করছি। :
 (اِسْتِفْعَالٌ) اِسْتَنْزَالًا : অবতরণ কামনা করা, অবতরণ :
 প্রার্থনা করা।
 (ض) نَزُولًا : অবতরণ করা, অবতীর্ণ হওয়া, উপনীত হওয়া। :
 (إِنْعَالٌ) اِنْزَالًا : অবতীর্ণ করা, রেতঃপাত করা। :
 - السَّيْفُ : মেহমান রাখা। :
 (تَفَعُّيلٌ) تَنْزِيلًا : অবতীর্ণ করা। :
 - اَلشَّيْءُ مَكَانَ الشَّيْءِ : স্থলাভিষিক্ত করা। :
 اِنْزَالَ : এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, تَنْزِيلٌ ও اِنْزَالَ
 এক সাথে অবতীর্ণ করার ক্ষেত্রে এবং تَنْزِيلٌ ধীরে ধীরে
 অবতীর্ণ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তবে কখনও কখনও এ
 নিয়মের ব্যতিক্রমও হয়।

অবতরণ কামনা করেছি/ -করছি। :
 (اِسْتِفْعَالٌ) اِسْتَنْزَالًا : অবতরণ কামনা করা, অবতরণ :
 প্রার্থনা করা।
 (ض) نَزُولًا : অবতরণ করা, অবতীর্ণ হওয়া, উপনীত হওয়া। :
 (إِنْعَالٌ) اِنْزَالًا : অবতীর্ণ করা, রেতঃপাত করা। :
 - السَّيْفُ : মেহমান রাখা। :
 (تَفَعُّيلٌ) تَنْزِيلًا : অবতীর্ণ করা। :
 - اَلشَّيْءُ مَكَانَ الشَّيْءِ : স্থলাভিষিক্ত করা। :
 اِنْزَالَ : এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, تَنْزِيلٌ ও اِنْزَالَ
 এক সাথে অবতীর্ণ করার ক্ষেত্রে এবং تَنْزِيلٌ ধীরে ধীরে
 অবতীর্ণ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তবে কখনও কখনও এ
 নিয়মের ব্যতিক্রমও হয়।

অনুগ্রহ করা। গুণ-গরিমার দাবি করা। : عَلِيٍّ - (تَفَعَّلَ) فَطَّلًا -

—الرَّجُلُ : রাকিবাস পরা।

فِي الْقُرْآنِ : ذَلِكَ فَضَّلَ اللَّهُ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

مَادَّةُ : (ف.ض.ل.) , جِنْسُ : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : كَرَّمَ , ضَدُّ : قَهَرَ / غَضَبَ

عَمَّ : পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

(ن) عَمَّا , عُمُومًا : পরিব্যাপ্ত হওয়া, ব্যাপক হওয়া।

(ن) عُمُومَةً : পিতৃবাণ্ড হওয়া।

عَمَّ الرَّأْسُ عَمَّا , وَعَمَّ : মাথায় পাগড়ি বাঁধা।

(إِفْعَالٌ) إِعْمَامًا - الرَّجُلُ : কুলীন পিতৃব্যের অধিকারী হওয়া।

(تَفْعِيلٌ) تَعْمِيمًا - الشَّيْءُ : ব্যাপক করা।

—الْعِمَامَةُ : অপর কর্তৃক পাগড়ি বাঁধানো।

إِعْتِمَامٌ , تَعَمُّمٌ , إِبْتِغَامٌ : পাগড়ি বাঁধা।

فِي الْحَدِيثِ : أَوْشَكَ أَنْ يَعْتَمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِ

الْمَادَّةُ : (ع.ম.ম.) , جِنْسُ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادُفٌ : عَمَّلَ , ضَدُّ : خَصَّ

ضَرَاعَةً : বিনয়, মিনতি।

(س) ضَرَعًا , ضَرَاعَةً - (ف) ضَرَاعَةً لَهُ وَإِلَيْهِ : অবনত

হওয়া, বিনম্র হওয়া, মিনতি করা।

(ن) ضَرَعًا - مِنَ الشَّيْءِ : নিকটবর্তী হওয়া।

(مَفَاعَلَةٌ) مَضَارَعَةً : সদৃশ হওয়া।

(تَفَعَّلَ) تَضَرَّعًا - إِلَى اللَّهِ : বিনয় সহকারে দোয়া

করা। সমিনতি প্রার্থনা করা।

فِي الْقُرْآنِ : أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

مَادَّةُ : (ض.ر.ع.) , جِنْسُ : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : إِبْتِهَالٌ , ضَدُّ : فِطَاظَةٌ

الطَّلَبُ : প্রার্থনা, আবেদন।

(ن) طَلَبًا : অনুপ্রার্থনা করা। আবেদন করা।

—إِلَيْهِ : অনুরাগী হওয়া।

(س) طَلَبًا : দূরবর্তী হওয়া। দূরে চলে যাওয়া।

(تَفْعِيلٌ) تَطْلِيْبًا : অবকাশ নিয়ে খোঁজা।

مِنَافَعَةٍ مَطْلَبَةٍ طَلَبًا - : নিজেস্ব অধিকার চাওয়া। : :
إِفْعَالٌ) إِطْلَابًا : চাইতে বা প্রার্থনা করতে বাধ্য করা। : :
প্রার্থিত বস্তু প্রদান করা।

طَلَبًا : কষ্ট করে বারবার খোঁজ করা।

فِي الْقُرْآنِ : ضَعَفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ / فَلَنْ
تَنْطِيعَ لَهُ طَلَبًا

مَادَّةُ : (ط.ل.ب.) , جِنْسُ : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : الْإِلْتِمَاسُ , ضَدُّ : التَّرُكُ

بِقَاعَةٍ : (ج) بَضَائِعُ : পুজি, মূলধন, ব্যবসার মালের
পর্যাপ্ত অংশ।

(ن) بَضْعًا , بَضْرَعًا : কর্তন করা। চিরা।

—অব্রোপচার করা

—الْكَلَامُ : কথা বুঝা।

—الْكَلَامُ : স্পষ্ট হওয়া।

—مِنْ قَلَانٍ : বিরক্ত হওয়া, মনঃক্ষুণ্ণ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِئَ رِجَالِهِمْ / وَجِنَا

بِضَاعَةٍ مَرْجَاةٍ

أَمَلٌ , أَمَلٌ : (ج) أَمَلٌ : আশা, প্রত্যাশা, আকাঙ্ক্ষা।

(ن) أَمَلًا , أَمَلًا , أَمَلًا : আশা করা, আকাঙ্ক্ষা করা।

فِي الْقُرْآنِ : ذَرَبَهُمْ بِمَا كَلَّمُوا وَتَمَتَّعُوا وَبِئْتِهِمُ الْأَمْلُ

مَادَّةُ : (أ.م.ل.) , جِنْسُ : مَهْمُوزٌ قَاءٌ

مُرَادُفٌ : رَجَاةٌ , ضَدُّ : قُنُوطٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : بَعَعْنَا بِالْإِسْتِكَانَةِ لَكَ وَالْمَسْكَنَةِ :

الْمَسْكَنَةِ بَعَعْنَا : আর الْمَسْكَنَةِ هَلَا مَتَعَلِكٌ -এর لَكَ

শব্দটি عَطَفَ হয়েছে

قَوْلُهُ : اسْتَنْزَلْنَا كَرَمَكَ الْجَمِّ :

উল্লিখিত ইবারতে কَرَمَكَ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহে মিলে

صِفَتْ آتَى الْجَمِّ تَارِ مَوْصُوفٍ

مَنْعُودٌ بِهِ -এর اسْتَنْزَلْنَا

قَوْلُهُ : ضَرَاعَةُ الطَّلَبِ :

إِضَافَةُ الصِّفَةِ إِلَى الْمَرْصُوفِ

—এর ضَرَاعَةً

(تَفَعَّلَ) تَشْفَعًا - لَهُ أَوْ إِلَهٍ بَلَّغَ أَوْفَى فَلَانٍ
করতে বলা।

সুপারিশ : شَفَعَ إِلَى فَلَانٍ
করতে বলা।

কোনো বিষয়ে সুপারিশকরতে বলা :
فِي الْقُرْآنِ : مَنْ ذَٰلِكَ الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِ

مَآدَّة : (শ. ফ. এ), جنس : صَحِيح
مَرَادُف : مُتَّبِعِل الشَّفَاعَةِ ، ضِدُّ : مَحْزُول

সমবেত হওয়ার বা সমবেত করার : مَعَاشِيرُ (ج)
স্থান। হাশরের ময়দান।

(ن) ض. حَضَرًا : সমবেত করা, একত্ব করা।

- وَ عَنْ وَطِيعٍ : নির্বাসন দেওয়া।

- الْجَذَبِ الْمَآثِيَةِ : ধ্বংস করে দেওয়া।

(س) حَضَرَ - الشَّى : এটে যাওয়া, ময়লাযুক্ত হওয়া।

মাথা বড় হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَ تَحْضُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

مَآدَّة : (হ. শ. র), جنس : صَحِيح

مَرَادُف : الْمَجْتَمِع ، ضِدُّ : خِلْوَةٌ

ভূমি পরিসমাণ্ড ঘটিয়েছে : جَمَعَتْ

(ض) خَشِنًا ، خَشَمًا : সমাণ্ড করা, শেষ করা।

- الشَّى وَعَلَى الشَّى : মোহরাঙ্কিত করা।

(إِنْعَمَال) اخْتَمَمَ - الشَّى : পরিসমাণ্ডিতে পৌছা।

শেষ করা, সম্পূর্ণ করা।

(تَفَعَّل) تَخَشَّمَ : ভালোভাবে সমাণ্ড করা। আংটি পরানো।

আংটি পরিধান করা।

আংটি, যা এককালে মোহরের জন্য : خَوَاتِمُ (ج)

ব্যবহার করা হতো। সীল।

আংটি : خَوَاتِمُ وَالْخَاتِمُ : (ج) خَوَاتِمُ ، خَتَمٌ

আংটি। মোহর। সীল।

فِي الْقُرْآنِ : خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ

مَآدَّة : (খ. ত. ম), جنس : صَحِيح

مَرَادُف : اتَّخَمَتْ ، ضِدُّ : نَقَعَتْ

(ج) الشَّيْبَتَيْنِ : (و) نَبِيٍّ ، وَيَجْمَعُ أَيْضًا عَلَى أَنْبِيَاءُ

সংবাদদাতা, বার্তাবাহক।

نَبِيٍّ শব্দের মূল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কারও মতে,

শব্দটি নَبَا থেকে নির্গত। নَبَا মানে সংবাদ। সুতরাং

নَبِيٍّ মানে এমন ব্যক্তি, যিনি আদৃশ্যের ও পরকালের সংবাদ দেন।

কারো মতে, শব্দটি نَبُوٌّ থেকে উৎপন্ন। এর মানে

উচ্চস্থান। সুতরাং নবীকে এজন্য নবী বলা হয় যে, তিনি
সাধারণ মানুষ অপেক্ষা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

উচ্চ হওয়া। প্রকাশ্য পাওয়া।

নিম্নস্বরে আওয়াজ করা।

সংবাদ দেওয়া : الشَّخَرِ وَالْخَيْرِ : (ن)

সংবাদ দেওয়া : (ن)

فِي الْقُرْآنِ : وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ

نَبِيٍّ : (ن. ب. و. / ن. ب. و.) جنس : نَاقِصٌ / مُتَّخِذُ الْإِلَامِ

نَبِيٍّ : مُرْسِلِينَ ، ضِدُّ : الْمُتَنَبِّئِينَ

ভূমি উন্নীত করেছে : عَلِيَّتْ

উচ্চ করা, বৃদ্ধ করা : (ن) عَلَا

উচ্চ হওয়া। বৃদ্ধ হওয়া : (ن) عَلَا

তবে এটুকু পার্যক্য আছে যে, (ن) عَلَا

বৃদ্ধাবার জন্য এবং (س) عَلَا

জন্য ব্যবহৃত হয়। আবার কারো মতে, (ن) عَلَا

ও মন্দ উভয় ক্ষেত্রে এবং (س) عَلَا কেবল ভালো

ক্ষেত্রে আসে।

دَلَّ الشَّهَارَ : দিবস প্রভাতোত্তীর্ণ হওয়া।

- فَلَانٌ فِي الْأَرْضِ : দাখিক ও বেহ্মাচারী হওয়া।

- كَعَبٌ فِي الْعِلْمِ وَغَيْرِهِ : জ্ঞান ইত্যাদিতে মর্যাদা :

বৃদ্ধ হওয়া।

- فَلَانًا بِالسَّيْفِ : তারবারি দ্বারা আঘাত করা।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ

مَآدَّة : (ع. ل. و.), جنس : نَاقِصٌ وَأَوَى

مَرَادُف : رَفَعَتْ ، ضِدُّ : أَذْلَلَتْ / هَبَّطَتْ

মর্যাদা। পদ। সিঁড়ি। স্তর।

উচ্চ মর্যাদাশীল হওয়া।

(ن) دَرَجًا ، دَرَجَاتٍ : (ج) دَرَجَاتٍ ، دَرَجًا

নড়তে শুরু করা।

একটু একটু হাটা। পদে, মর্যাদায় বা সিঁড়িতে উঠা।

فِي الْقُرْآنِ : أُولَٰئِكَ أَكْثَرُ دَرَجَةٍ مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ

بِمَدْرَقَاتِهِمْ

مَآدَّة : (د. ر. ج.), جنس : صَحِيح

مَرَادُف : رَتَبَةٌ / مِرْقَاةٌ / مَرْتَلَةٌ

(ج) عَلِيَّتَيْنِ (وَعَلِيَّتَيْنِ) (و) عَلِيٍّ : উচ্চ স্থান। উচ্চ স্তর।

জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান বা এসবের অধিকারী।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا أَزْكََا مَا يَكُونُ كِتَابَ مُرْقَرٍ كَلَّا إِنَّ

كِتَابَ الْأَنْبَاءِ لَفِي عَلِيَّتَيْنِ

مَآدَّة : (ع. ل. و.), جنس : نَاقِصٌ وَأَوَى

مَرَادُف : أَعْلَى مَكَانٍ ، ضِدُّ : سِجِّينَ

وَوَصَّفَتْهُ فِي كِتَابِكَ الْمُبِينِ، فَقُلْتُ :-
وَأَنْتَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ - وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ .

অনুবাদ : এবং তুমি তোমার সুস্পষ্ট গ্রন্থে তাঁর গুণ বর্ণনা করে বলেছ, -আর তুমি তো সব চেয়ে বড় সত্যবাদী-
“আমি তোমাকে সমগ্র জগতের জন্য রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি” ।

শাস্তিক অনুবাদ : وَوَصَّفَتْهُ : এবং তুমি তাঁর গুণ বর্ণনা করেছ وَوَصَّفَتْهُ : তোমার গ্রন্থে الْمُبِينِ সুস্পষ্ট তুমি বলেছ وَأَنْتَ আর তুমি أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ সবচেয়ে বড় সত্যবাদী وَمَا أَرْسَلْنَاكَ وَأَمَّا আমি তোমাকে প্রেরণ করিনি إِلَّا তবে/তথ্যমাত্র رَحْمَةً রহমত স্বরূপই সমগ্র জগতের জন্য ।

শব্দ-বিশ্লেষণ

وَصَفَّتْ : তুমি গুণ বর্ণনা করেছ ।

وَصَفَّ (ض) وَصَفًا، صِفَةً : গুণ বা দোষ বর্ণনা করা, গুণকর্তন : صِفَةً : সজ্জিত করা ।

وَصُوفًا - أَنْفَرَسَ : ঘোড়া সুন্দরভাবে চলা ।

وَصِفَةً - الطَّبِيبُ لِلْمَرِيضِ : ব্যবস্থাপত্র দেওয়া ।

(ك) وَصَافَةً - أَلْفَلَكَمَ : ছেলে খেদমতের উপযুক্ত হওয়া এবং

ভালোভাবে খেদমত করা ।

(إِفْعَالًا) يُصَفِّانَ : খেদমতের উপযুক্ত হওয়া ।

(اِفْتِعَالًا) اِصْصَانًا - الشَّيْءُ : বর্ণনার উপযুক্ত হওয়া ।

- اَلرَّجُلُ : উৎকৃষ্ট গুণাবলিতে খ্যাত হওয়া ।

- بِالصِّفَاتِ الْحَسَنَةِ : গুণাবিত হওয়া ।

الْصِفَةُ : (ج) صِفَاتٌ : গুণ । দোষ ।

الْوَصْفُ : (ج) أَوْصَافٌ : দোষ । গুণ ।

صِفَةً ও وَصَف - এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, গুণ বর্ণনাকারীর

গুণ বর্ণনাকে وَصَف এবং গুণ বর্ণিত ব্যক্তির বর্ণিত গুণকে

الْوَصْفُ مَا قَامَ بِالْوَصْفِ وَالصِّفَةُ مَا قَامَ بِالْمَوْصُوفِ

فِي الْقُرْآنِ : سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ .

مَاَذَه : (و-ص-ف) ، حَشٍ : مِثَالٍ وَأَوَى

مُرَادُفٌ : نَعَتْ ، يَصَدُ : قدحت

كِتَابٌ : (ج) كُتُبٌ ، كَتَبَ : লিখিত বিষয় বা বস্তু । সহীফা ।

হুকুমনামা, পরওয়ানা, চিঠি, গ্রন্থ । ফরজ ।

(ن) كَتَبًا ، كِتَابًا ، كُتُبَةً ، كِتَابَةً : লেখা, লিপিবদ্ধ করা ।

- عَلَيْهِ كَذَا : ফরজ করা, অপরিহার্য করা ।

(إِفْعَالًا) اِكْتَابًا : লেখকরূপে পাওয়া । লেখা শোনাও ।

- اَلْقُرْآنَ : মশকের মুখ বাঁধা ।

- اَلْعَدِيثَ وَتَعَوُّ : লেখানো, লিপিবদ্ধ করানো ।

(تَفْعِيلًا) تَكْتِيبًا - قَلَامًا : লেখায় নিযুক্ত করা ।

লেখা শোখানো ।

- اَلْكُتَابُ : সৈন্যদের উপদল প্রস্তুত করা ।

(تَفْعُلًا) تَكْتِيبًا - اَلرَّجُلُ : কাপড় গুটিয়ে সতর্ক হওয়া ।

- اَلْقَوْمُ : সমবেত হওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ .

مَاَذَه : (ك-ت-ب) ، حَشٍ : صَحِيفٌ

مُرَادُفٌ : رِسَالَةٌ ، يَصَدُ : قَوْلٌ

اَلْمُبِينِ : স্পষ্টকারী, স্পষ্ট ।

(إِفْعَالًا) اِبَانَةً : স্পষ্ট করা বা স্পষ্ট হওয়া ।

(ض) بَيَّنَّا ، بَيَّنَّا ، بَيَّنَّوْهُ - عَنهُ : পৃথক হওয়া । পৃথক করা ।

- بَيَّنَّا : প্রকাশ পাওয়া, স্পষ্ট হওয়া ।

- اَلشَّيْءُ : স্পষ্ট করা ।

(تَفْعِيلًا) تَبَيَّنَّا ، تَبَيَّنَّا ، تَبَيَّنَّا : প্রকাশ পাওয়া ।

প্রকাশ করা । স্পষ্ট হওয়া । স্পষ্ট করা ।

فِي الْقُرْآنِ : لَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا نَسِيَ كِتَابٌ مِّبِينٌ

قُلْتُ : তুমি বলেছ ।

(ن) قَوْلًا ، قَالًا ، قِيلًا ، مَقَالًا ، مَقَالَةً : বলা, কথা বলা,

কথোপকথন করা ।

সম্বোধন করা : كَلَّمَ -
 নির্দেশ দেওয়া, বিশ্বাস পোষণ করা : كَذَّبَ -
 ইঙ্গিত করা : يَرْسِيسُ -
 ধরা ও ঝুঁকে পড়া : يَسِيْدُ -
 চলা : يَرْخِلُ -
 বর্ণনা করা : عَنَّهُ -
 অপবাদ দেওয়া : عَلَيْهِ -
 কোনো বিষয়ে উক্তি করা : فِيهِ -
 উত্তোলন করা : يَتَوَهَّبُ -
 এছাড়াও قَوْلُ শব্দটি- করা, ধারণা করা, মুখোমুখি হওয়া, শান্তি লাভ করা ও মৃত্যুবরণ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়।
 فِي الْقُرْآنِ : قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
 مَادَّةُ : (ق. ও. ল), جنس : آجُوفٌ وَأَوِي
 مُرَادٌ : تَكَلَّمْتُ , ضِدُّ : سَكَتْتُ
 أَصْدَقُ : (اسْمُ تَفْضِيلٍ) : অপেক্ষাকৃত :
 বেশি সত্যবাদী। সর্বোচ্চ সত্যবাদী। সব চেয়ে বড় সত্যবাদী।
 (ن) صِدْقًا , صَدَقًا , مَصْدُوقَةً :
 বীরত্ব প্রদর্শন করা : فِي الْفَيْتَالِ -
 সঠিক সংবাদ দেওয়া : فَلَا -
 আন্তরিকতায় নিঃস্বার্থ হওয়া : فِي السَّعْيَةِ -
 প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা : الْوَعْدُ أَوْ فِي الْوَعْدِ -
 সত্যায়ন করা : (تَفْعِيلٌ) تَصْدِيقًا :
 সদকা দেওয়া : تَصَدَّقًا :
 মহর নির্ধারণ করা : إِفْدَانًا :
 فِي الْقُرْآنِ : وَمَا أَنْتَ بِمُصَدِّقٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ -
 مَادَّةُ : (ص. ও. দ. ক), جنس : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : أَحَقُّ , ضِدُّ : أَكْذَبُ
 (ج) الْأَعَالِيَيْنِ (وَالْعَالِيُونَ) وَجَمَعَ أَيضًا عَلَى :
 قَالَ , قِيلَ , قُرِئَ , (و) الْقَائِلُ :
 مُرَادٌ : الْمُتَكَلِّمِينَ
 এতদসংশ্লিষ্ট আরও ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

আমি প্রেরণ করিনি : رُسَلَنَا :
 প্রেরণ করা। ছেড়ে দেওয়া : رُسُلًا :
 মনোযোগ আকৃষ্ট করা : ثَلَاثًا عَلَيْهِ -
 চুল ঝুলে পড়া : رُسُلًا - رَسَانُ - الثَّقِيرُ :
 ধীর ও মস্তুরগতি হওয়া : الثَّقِيرُ :
 (تَفْعِيلٌ) تَرْتِيلاً - فِي الْقِرَاءَةِ :
 ধীরে ধীরে পড়া।
 অনুপ্রাসবিহীন বাক্য রচনা করা : فِي الْكَلَامِ :
 কেশদাম সোজা ও কোঁকড়াবিহীন হওয়া : رُسُلًا الثَّقِيرُ :
 فِي الْقُرْآنِ : وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا مُوَحِّدٍ
 مَادَّةُ : (র. স. ল), جنس : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : بَعَثْنَا , ضِدُّ : عَسْنَا
 দয়া, অনুগ্রহ, করুণা, অনুকম্পা : رَحْمَةً :
 দয়া করা, অনুগ্রহ করা : رَحْمَةً , رَحْمًا :
 রহমতের দোয়া করা : (تَفْعِيلٌ) تَرْحُمًا :
 একে অপরের প্রতি অনুগ্রহ করা : رَأْمَ الْفَرَمِ :
 কারো থেকে দয়া ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করা : (الْمُغْنَى) فَلَا :
 জরামু। মায়ের জঠরস্থ যে খলিতে ভূগ (ج) أَرْحَامُ :
 লালিত হয়।
 رَحْمَةً এর মূল অর্থ অন্তর বিগলিত হওয়া, তবে رَحْمَةً
 আল্লাহর অনুগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে তখন অন্তর বিগলিত
 হওয়ার শেষ ফলশ্রুতি উদ্দেশ্য হয়।
 دُرُوءَ الْأَرْحَامِ : -এর- أَصْحَابُ الْفُرُوضِ وَ غَضَبُهُ
 আত্মীয়, যারা غَضَبُهُ
 অন্তর্ভুক্ত নয়।
 অনুগ্রহশীল, দয়াশীল : رَاحِمٌ :
 দয়াশীল, যার প্রতি দয়া করা হয় : رَحِيمًا :
 فِي الْقُرْآنِ : أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
 مَادَّةُ : (র. ও. ম), جنس : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : شَفَقَةٌ , ضِدُّ : الْقَهَرُ / الْغَضَبُ
 (ج) الْعَالَمِينَ (وَالْعَالَمُونَ) وَجَمَعَ أَيضًا عَلَى :
 عَالَمٌ وَعَوَالِمُهُ , (و) عَالَمٌ :
 যার দ্বারা সৃষ্টিকর্তার পরিচয় পাওয়া যায়
 তাকেও عَالَمٌ বলা হয়।
 مَادَّةُ : (এ. ল. ম), جنس : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : الْمَخْلُوقِينَ , ضِدُّ : الْمَعْدُومِينَ

وَأَجَعَلْنَا لَهُدًى وَهَدًىهُمْ مَتَّبِعِينَ، وَأَنْفَعْنَا
بِمَحَبَّتِهِ وَمَحَبَّتِهِمْ أَجْمَعِينَ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَإِلَّا جَابِيَةً جَدِيرٌ.

অনুবাদ : আমাদেরকে তার ও তাঁদের আদর্শের অনুসারী
কর এবং তার ও তাঁদের সবার ভালোবাসায় আমাদের
উপকৃত কর। নিশ্চয় তুমি সবকিছুই করতে সক্ষম এবং
দোয়া কবুলের জন্য উপযুক্ত।

শাসিক অনুবাদ : وَأَجَعَلْنَا لَهُدًى وَهَدًىهُمْ مَتَّبِعِينَ অনুসারী অনুসারী এবং
আমাদের উপকৃত কর بِمَحَبَّتِهِ তার ভালোবাসায় وَمَحَبَّتِهِمْ এবং তাঁদের ভালোবাসায় أَجْمَعِينَ সবার إِنَّكَ নিশ্চয় তুমি
শরীফে কুরবানির জন্য প্রেরিত জন্তু। শেযোক্ত অর্থে شَيْءٍ সবকিছুই করতে সক্ষম وَإِلَّا جَابِيَةً এবং দোয়া কবুলের জন্য جَدِيرٌ উপযুক্ত।

শব্দ বিশ্লেষণ

* আমাদেরকে কর/করন : أَجَعَلْنَا :
এ শব্দমূলের তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।
فِي الْقُرْآنِ : وَأَجَعَلْنَا لِمَتَّبِعِينَ إِمَامًا
مَا هُوَ : (জ. এ. ল), جنس : صَحِيح
مُرَادُ : صَبْرًا ، حُذْرًا
هُدًى : (জ. هُدًى : هَدًى :
শরীফে কুরবানির জন্য প্রেরিত জন্তু। শেযোক্ত অর্থে
إِسْمُ রূপে ব্যবহৃত হয়।

فِي الْقُرْآنِ : فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَبَسَّرَ مِنَ الْهَدْيِ
مَا هُوَ : (দ. د. যি), جنس : نَاقِصٌ بَائِسٌ
مُرَادُ : سِيرَةٌ / أَسْوَةٌ ، حُذْرًا
(জ. مَتَّبِعِينَ (وَمَتَّبِعُونَ) (و) مَتَّبِعٌ :
অনুগত হওয়া। অনুসরণ করা।
(স. تَبَعًا ، تَبُوعًا) অনুকরণ করা।
অব্যাহতভাবে করা : (مُفَاعَلَةً) مُتَابِعَةً - بَيْنَ الْأَعْمَالِ :
(تَقَعَّلَ) تَتَبَعًا :
দীর্ঘ সময় অনুসন্ধান করা :
فِي الْقُرْآنِ : وَأَنْتَعَزَا مَا تَتَلَوُا الشَّيَاطِينُ عَلَى مَلِكٍ سَلِيمَانَ .
مَا هُوَ : (ত. ব. এ), جنس : صَحِيح
مُرَادُ : مُقَدِّمِينَ ، حُذْرًا
أَنْفَعْنَا :
আমাদেরকে উপকৃত কর/করন :
(إِنْفَع) صَيْغَةُ الْآخَرِ : نَا : صَبْرًا مَتَّوْبًا مُتَّوْبًا
(ف) نَفْعًا :
উপকার করা।

(إِنْفَعَالًا) إِنْفَاعًا - بِهِ أُرْمِئُهُ :
লাভ করা।
(إِسْتِفْعَالًا) اسْتِفْعَاءً - هُ :
উপকার প্রার্থনা করা।
(إِنْعَالًا) إِنْعَاءً - الرَّجُلُ :
লাঠির ব্যবসা করা।
فِي الْقُرْآنِ : فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ
مَا هُوَ : (ন. ফ. এ), جنس : صَحِيح
مُرَادُ : اسْتَفْعَاءً ، حُذْرًا
مَحَبَّةً :
(ن. ض) حُبًّا :
প্রিয়ভাজন হওয়া।
(স. ك) حُبًّا :
ভালোবাসা, প্রিয় হওয়া।
(ض) حُبًّا (إِنْعَالًا) إِنْحَابًا - فَلَا تَأْكُلْ :
কারো প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, ভালোবাসা।
أَحَبُّ الرِّبْعِ :
ফসলে বীজ আসা।
(تَفَعَّلَ) تَعَجَّبًا :
প্রিয় করা। প্রিয় পাত্র বানানো।
(تَفَعَّلَ) تَعَجَّبًا - إِلَيْهِ :
আন্তরিক হওয়া ও ভালোবাসা।
প্রকাশ করা।
(إِسْتِفْعَالًا) اسْتِحْبَابًا :
ভালো মনে করা, প্রাধান্য দেওয়া।
(إِنْعَالًا) تَحَابُّ :
পরস্পরে ভালোবাসা।
فِي الْقُرْآنِ : وَأَلْقَيْتَ عَلَيْهِ مَحَبَّةً مِّنْ
مَا هُوَ : (জ. ব. ব), جنس : مُضَاعَفٌ
مُرَادُ : مَوَدَّةً ، حُذْرًا
(ج) أَجْمَعِينَ (أَجْمَعُونَ) (و) أَجْمَعُ :
সমস্ত, সকল।
بُخْبَارٍ بَيْنَ :
বুখবার জন্য ব্যবহৃত শব্দ।

فِي الْقُرْآنِ : تَوَرَّكَ لِنَسْتَلْهُمْ أَجْمَعِينَ

مَادَّةُ : (জ-ম-ع) , جنس : صَحِيح

مُرَادُف : جَمِيعًا / كَلًّا , ضِد : بَعْض

কল : সবকিছু :

কূল শব্দটি যার দিকে إِضَافَةٌ হয় তার সকল أَفْرَادُ বুঝানোর

জন্য অথবা তার সকল أَجْزَاءُ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

যেমন- كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَعِرْضُهُ

এর সাথে ৮ যুক্ত হয় তখন ব্যাপকতা বুঝানোর জন্য ظَرْف

أَفْكَلَمًا জা-কম-রসূল- কখনো হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

কখনো বাক্যের تَاكِيد স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। এমনিভাবে

কখনো কোনো গুণের পূর্ণতা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

যেমন- هُوَ الْعَالِمُ كُلُّ الْعَالِمِ

فِي الْقُرْآنِ : وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

شَيْءٌ : (জ) أَشْيَاءُ (জ) أَشْيَاءُ , أَشْيَاءُ , أَشْيَاءُ

বস্তু, এমন জিনিস, যার সম্পর্কে : أَشْيَاءُ , أَشْيَاءُ

জানা যায় বা অবহিত করা যায়, অস্তিত্ব সম্পন্ন বস্তু।

شَاءَ (ফ) شَيْئًا , مَشِئَةً , مَشَائَةً : ইচ্ছা করা

- عَلَى الْأَمْرِ : উদ্ভুক্ত করা

فِي الْقُرْآنِ : وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

مَادَّةُ : (শ-য-ই) , جنس : مُرَكَّبٌ (أَجَوَفٌ يَأْتِي مَبْهُرًا لَمْ)

مُرَادُف : مُوجُودٌ / جَوْهَرٌ , ضِد : مُعْدُومٌ

সক্ষম : পূর্ণ সক্ষম। সামর্থ্যবান :

(ض, ن, س) قَدْرًا , قُدْرَةً , مُقَدِّرَةً : সক্ষম হওয়া।

- أَلَيَّرَ عَلَيْهِ : জীবনোপকরণ ত্রাস করে দেওয়া।

- عَلَى عِيَالِهِ : কার্পণ্য করা।

تَفْعِيلٌ تَفْعِيلًا : পরিমাণ নির্ধারণ করা।

শক্তিশালী করে দেওয়া। সামর্থ্যবান করে দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

مَادَّةُ : (ফ-দ-র) , جنس : صَحِيح

مُرَادُف : مَسْمُوكٌ , ضِد : عَاجِزٌ

অসহায় : উত্তর, সাড়া।

দেওয়া কবুল করা। ডাকে সাড়া দেওয়া।

উত্তর দেওয়া।

(ن) جَوِيَ : কর্তন করা।

- أَلْيَلَهُ : সফর করা। দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়ানো।

- أَلْخَبِرَ أَلْيَلًا : প্রসারিত হওয়া।

একে অপরের উত্তর দেওয়া। পরস্পর (تَفَاعَلٌ)

কথা বলা।

فِي الْقُرْآنِ : أُجِيبَ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

مَادَّةُ : (জ-ও-ব) , جنس : أَجَوَفٌ وَأَوِي

مُرَادُف : أَلْقَبُولُ , ضِد : أَلْرَدُّ

জবাব : উপযুক্ত, যথাযোগ্য।

(ك) جَدَّارَةٌ : যথাযোগ্য হওয়া, উপযুক্ত হওয়া।

(س) جَدَّرًا : গুটি বসন্ত বা জল বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়া।

جَدَّرَ : গুটিবসন্ত বা জলবসন্ত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি।

(إِنْعَالٌ) إِجْدَارًا-التَّيْبِتُ : মাথা তুলে দাঁড়ানো।

গুটিবসন্ত বা জলবসন্ত রোগ দেখা দেওয়া।

গুটিবসন্ত বা জলবসন্ত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি।

مَادَّةُ : (জ-দ-র) , جنس : صَحِيح

مُرَادُف : لَاتِقٌ , ضِد : نَاقِصٌ

وَبَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدَجَرَى بِبَعْضِ أُنْدِيَةِ الْأَدَبِ
الَّذِي رَكَدَتْ فِي هَذَا الْعَصْرِ رِيحَهُ،

অনুবাদ : হামদ ও সালাতের পর বক্তব্য এই যে, কোন এক সাহিত্য মজলিসে আলোচনা উঠল- যে সাহিত্যবিদ্যার বায়ু বর্তমান যুগে থেমে গেছে।

শাখিক অনুবাদ : وَبَعْدُ এবং [হামদ ও সালাতের] পর جَرَى আলোচনা উঠল أُنْدِيَةِ الْأَدَبِ কোনো এক সাহিত্য মজলিসে رَكَدَتْ فِي هَذَا الْعَصْرِ তার বায়ু থেমে গেছে وَبَعْدُ

শব্দ বিশ্লেষণ

بَعْدُ : পর, অতঃপর।

بَعْدُ -এর مُضَافٌ إِلَيْهِ এখানে سَحَدُونَ مُتَوْنٍ হয়েছে। এ কারণে بَعْدُ মানে- بَعْدُ الْعَمَلِ وَالصَّلَاةِ

فِي الْقُرْآنِ : لِلَّذِي الْأَمْرُ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْدُ
مَادَّة : (প. ১-২), جنس : صَحِيح
مُرَادِف : عَقِيبَ / غَيْبٍ ، ضِد : قَبْل
فَإِنَّهُ :

فَإِنَّهُ : -এর تَوَهُّمٌ أَمَّا مَتَهُ কারও মতে فَاء : এখানে এসেছে। অর্থাৎ প্রায় স্থানে যেহেতু بَعْدُ -এর সাথে أَمَّا -এর উল্লেখ থাকে তাই এখানে أَمَّا -এর উল্লেখ না থাকলেও أَمَّا আছে বলে ধরে নেওয়া যায়। কেউ বলেন যে, এখানে أَمَّا উহা আছে, সে ভিত্তিতে এখানে فَاء আনা হয়েছে। কিন্তু এটা গ্রহণযোগ্য অভিমত নয়। কেননা যেখানে فَاء -এর পরে تَمَّ উহা থাকে। أَمَّا উহা থাকে। অথচ এখানে তা হয় নি। অতএব সঠিক অভিমত এই যে, এখানে فَاء কে طَرَفٍ -এর স্থলাভিষিক্ত গণ্য করে فَاء ব্যবহার করা হয়েছে।

قَدَجَرَى : [আলোচনা] উঠেছে। চালু হয়েছে।

(ض) جَرَى، جَرَى، جَرَى : কোনো কাজ, প্রবাহিত হওয়া। কোনো কাজ, কথা বা আলোচনা চলা। আলোচনা উঠা।
(إفعال) إِجْرَاءً، تَفْعِيلٌ تَجْرِيةً : চালানো, প্রবাহিত করা, চালানো, চালু করা।

فِي الْقُرْآنِ : فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيانِ
مَادَّة : (জ. ১-২), جنس : ناقص مَبْنِي
مُرَادِف : صَدَرَ / مَرَّ ، ضِد : رَكَدَتْ

بَعْضٌ : (ج) أَبْعَاضٌ : অংশ। কতিপয়। কিছু। কেউ কেউ।
بَعْضٌ শব্দটি যখন مُفْرَدٌ -এর দিকে إِصْطَافٌ হয় তখন সাধারণত সেই مُفْرَدٌ -এর অংশ বিশেষ উদ্দেশ্য হয়। আর যখন جَمْعٌ -এর দিকে إِصْطَافٌ হয় তখন সেই جَمْعٌ থেকে একটি বা কতিপয় উদ্দেশ্য হয়। কখনও بَعْضُ الشَّيْءِ দ্বারা পূর্ণ বস্তু বুঝানো হয়। যেমন- يَصِيبُكُمْ بَعْضٌ -এর মধ্য বুঝানো হয়েছে। কারও কারও মতে بَعْضٌ ও كُلٌّ -এর পূর্বে যুক্ত হওয়া ফাসাহাতের পরিপন্থী।

(ف) بَعْضٌ : কর্তন করা।

(س) بَعْضٌ -السَّكَّانِ : কোনো স্থানে মশার বেশি উপদ্রব হওয়া।
أَبْعَضُ السَّكَّانِ : মশার বেশি উপদ্রব হওয়া।
(تَفْعِيل) تَبْعِضٌ : পৃথক পৃথক করা।
(تَفْعِيل) تَبْعِضٌ : বিভক্ত হওয়া।
أَبْعَضُ : মশা।
بَعُوضَةٌ : একটি মশা।

মশা যেহেতু প্রাণীর গায়ে হল গাঁড়ে সেয়ে, যা কর্তন করার নামান্তর, তাই مَبْعُوضٌ বলা হয়।

মَادَّة : (প. ১-২), جنس : صَحِيح
مُرَادِف : شَرٌّ / أَوَى ، ضِد : مُكَلِّ
فِي الْقُرْآنِ : أَوْلَيْكَ بِبَعْضِهِمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
(ج) أُنْدِيَّةٌ، أُنْدَاءٌ، تَوَادٍ، (و) نَادٍ أَوْ تَدِي : মজলিস, সভা।
(ن) تَدَوُّ - الْقَوْمُ : মজলিসে উপস্থিত হওয়া,
- الْقَوْمُ : মজলিসে সমবেদ করা।

(س) تَدَى، تَدَاوَى، تَذَوَى : সিদ্ধ হওয়া।

- فُلَانٌ : দান-দক্ষিণ্য করা।

- الصَّوْتُ : আওয়াজ দীর্ঘ ও উচ্চ হওয়া।

تَادَى فُلَانٌ : ডাকা। উচ্চঃস্বরে চিৎকার করা।

(اِفْتِعَالَ) اِسْتَدَاءٌ - اِسْتَوْمٌ : সমাবেশে একত্র হওয়া।

اَلْمَسْتَدَى : মজলিস।

فِي الْقُرْآنِ : وَتَاتَوْنَ فِى تَادِيكُمْ الْمُنْكَرُ

مَادَهُ : (ن. د. ي) ، جَس : নাকিস যান্নি

مَرَادُفٌ : مَجَالِسٌ ، ضِدٌّ وَخَذَهُ

اَلْاَدَبُ : (ج) اَدَابٌ : সাহিত্য। শিষ্টাচার।

(ك) اَدَبًا : সাহিত্যিক হওয়া।

اَدَبٌ : (ج) اَدَبًا : সাহিত্যিক।

(ض) اَدَبًا : অতিথ্যেতার জন্য খাবারের আয়োজন করা।

আতিথ্যেতা গ্রহণের জন্য আহবান করা।

اَدَبٌ (تَفْعِيل) تَادِيًا : বেআদাবির শিক্ষা দেওয়া।

জন্য সাজা দেওয়া।

(تَفْعُل) تَادِيًا ، (اِسْتِفْعَالَ) اِسْتَدَاءًا : শিষ্টাচার গ্রহণ করা।

فِى الْحَدِيثِ : اَدْبَيْتُ رَبِّى فَاَحْسَنَ تَادِيًى

رَكَدَتْ : থেমে গেছে।

(ن) رُكُوْدًا : থিরা হওয়া। থেমে যাওয়া।

رَاكِدٌ : বন্ধ পানি, অপ্রবাহিত পানি।

فِى الْقُرْآنِ : اِنْ يَشَأْ يَسْكُنِ الرِّيحُ فَيَظْلِلْنَ رَوَاكِدَ تَلَى ظُهُورِهِ

مَادَهُ : (ر. ك. د) ، جَس : صَحِيح

مَرَادُفٌ : سَكَنَتْ ، ضِدٌّ : جَرَتْ

العَصْرُ : (ج) عَصُورٌ ، اَعْصَارٌ ، اَعَصَرَ ، عَصَرَ (ج) ، اَعَاَصِرُ :

সময়, কাল, যুগ। দিনের শেষ অংশ [সূর্য রক্তিম হওয়া পর্যন্ত]

নিংড়ানো।

(اِنْفَعِيل) تَعَصِيْرًا : বারবার নিংড়ানো।

(اِنْفَعَالَ) اِغْتِصَارًا - اَلشَّيْءُ : নিংড়ানো।

فِى الْقُرْآنِ : وَالْعَصْرِ ، اِنْ الْاِنْسَانَ لَفِي خَسِرٍ

مَادَهُ : (ع. ص. ر) ، جَس : صَحِيح

مَرَادُفٌ : زَمَانٌ/دَهْرٌ ، ضِدٌّ : مَكَانٌ

رِيحٌ : (ج) رِيَّاحٌ ، اَرْوَاحٌ ، اَرْبَاحٌ (ج) اَرَايِيحٌ :

বায়ু, বাতাস, বিজয়।

(ن) رَوَاحًا : সন্ধ্যা বেলায় ভ্রমণ করা। [যে কোনো সময়] ভ্রমণ করা।

(س) رَوْحًا ، رَوْحًا - اَلْاَبْلُ : সন্ধ্যাকালে গোয়াল ঘরে ফেরা।

(اِنْعَالَ) اَلْاَبْلُ - اِرَاَحَةً : সন্ধ্যাবেলায় গোয়াল ঘরে নিয়ে আসা।

- فُلَانًا : শাস্তি দেওয়া।

فِى الْقُرْآنِ : فَأَهْلِكُوا بَرِيحَ صَوْرٍ عَاتِيَةٍ

مَادَهُ : (ر. ي. ح) ، جَس : اَجُوفٌ يَانِي

مَرَادُفٌ : هَوَاءٌ ، ضِدٌّ : تَارٌ

وَحَبَّتْ مَصَابِيحَهُ، ذَكَرَ الْمَقَامَاتِ الَّتِي
اِسْتَدْعَاهَا بِدِيْعِ الزَّمَانِ، وَعَلَامَةُ هَمْدَانِ رَحِمَهُ
اللَّهُ تَعَالَى.

অনুবাদ : এবং যার প্রদীপ নিতে গেছে- সেই
মাকামাতের আলোচনা উঠল, যা যুগের অনুপম ব্যক্তি
হামাদানের শ্রেষ্ঠ আলেম (আবুল ফযল আহমদ ইবনে
হসাইন (র.)) উদ্ভাবন করেছেন।

শাব্দিক অনুবাদ : وَحَبَّتْ : এবং নিতে গেছে مَصَابِيحَهُ যার প্রদীপ الْمَقَامَاتِ মাকামাতের আলোচনা
الَّتِي যা উদ্ভাবন করেছেন دِيْعِ الزَّمَانِ যুগের অনুপম ব্যক্তি هَمْدَانِ হামাদানের শ্রেষ্ঠ আলিম
رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন।

শব্দ বিশ্লেষণ

حَبَّتْ : নিতে গেছে।

(ن) حَبَّرَ، حُبَّرَ : নিতে যাওয়া। স্তিমিত হয়ে যাওয়া।

- الْحَرَبَ : যুদ্ধ থেমে যাওয়া।

(إِفْعَالٌ) إَغْيَا - النَّارَ : নিভিয়ে দেওয়া।

أَخْبَى وَخَسَى وَتَخَسَّى وَاسْتَخَسَى - الْغَيَا : তাঁর স্থাপন করা।

إِسْتَحَبَّى - الْغَيَا : তাহুতে প্রবেশ করা।

فِي الْقُرْآنِ : مَاوَاهُمْ جَهَنَّمَ، كُلَّمَا حَبَّتْ زُؤَانُهُمْ سَعِيرًا

مَادَهُ : (خ. ব. ও) جَنَسَ : ناقص وَاوِي

مُرَادٌ : طَفَعَتْ، حَبَّتْ، أَضَاءَتْ

(ج) مَصَابِيحُ، (و) مَصْبَحٌ : প্রদীপ, বাতি, ল্যাম্প।

(ف) صَبَحًا، صَبَاحًا : সকালে আসা। সকালের মদ পান করানো।

- الْقَوْمَ : সকাল বেলায় আক্রমণ করা।

- عَنِ الْحَقِّ : প্রকাশ করা।

(س) صَبَحًا، صَبَحَةً : উজ্জ্বল হওয়া। আলোকিত হওয়া।

(ك) صَبَاحَةً : উজ্জ্বল হওয়া। সুন্দর ও কাঙ্ক্ষিত হওয়া।

صَبَّحَ (ج) صَبَّاحٌ : উজ্জ্বল, সুন্দর।

(إِفْعَالٌ) إِضْبَاحًا : প্রভাতে উপনীত হওয়া। ভোররাতে।

জমাত হওয়া।

- السَّرَاجَ : প্রদীপ জ্বালানো।

- الْحَقُّ : সত্য প্রকাশ পাওয়া।

(تَفْعِيلٌ) تَصَبَّحًا : প্রভাতে আসা। সকালের শরাব।

পান করানো।

- الْقَوْمَ : সকাল বেলায় আক্রমণ করা।

- فَلَانًا : সকালের অভিবাদন পেশ করা।

- اللَّهُ يَحْكُمُ : প্রভাত কল্যাণময় করা।

(تَفَعَّلَ) تَصَبَّحًا : সকালে শয়ন করা, সকালে নাস্তা করা।

- يَمَ : সকালে সাক্ষাৎ করা।

(إِفْعَالٌ) اِصْطَبَّاحًا : সকালের মদ পান করা। প্রদীপ জ্বালানো।

(إِسْتِفْعَالٌ) اِسْتِصْبَاحًا : প্রদীপ জ্বালানো।

(تَفَاعُلٌ) تَصَابَحًا : কৃত্রিমভাবে সুন্দর সাজা।

فِي الْقُرْآنِ : وَرَبَّتْ السَّمَاءُ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ

مَادَهُ : (ص. ব. ও) جَنَسَ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : سَرَجٌ، حَبَّتْ، وَطَلَمَ

ذَكَرَ : আলোচনা, স্মরণ।

(ن) ذَكَرًا، ذَكَرًا، تَذَكَّرًا : স্মরণ করা। বিষ্কর করা।

- النَّبِيَّةَ : কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা।

(إِفْعَالٌ) إِذْكَرًا - أَلْحَقَ عَلَيْهِ : করো সামনে সজ প্রকাশ করা।

- فَلَانًا الشَّيْ : স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

- فِي الْمَرْأَةِ : পুত্র সন্তান জন্ম দেওয়া। পুরুষের সাদৃশ্য।

ধারণ করা

(مَعَالَعَةٌ) مَتَاكَرَةً : পরস্পরে আলোচনা করা।

(تَفْعِيلٌ) تَذَكُّيرًا - الْكَلِمَةَ : পুংলিঙ্গ শব্দ ব্যবহার করা।

- النَّاسَ : উপদেশ দেওয়া।

- فَلَانًا الشَّيْ يَمَ : স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

(إِنْعَمَ) - عَلَّمَ - فَلَمَّا نَبَّهَ : অবহিত করা । (تَفَعَّلَ) تَعَلَّمَ - عَلَّمَ - فَلَمَّا نَبَّهَ : শিক্ষা দেওয়া । لَهُ - عَلَّمَ : তারও অবগতির জন্য কোনো বিশেষ চিহ্ন নির্ধারণ করা । الثَّوْبَ : কাপড়ে কারুকাজ করা । الثَّيَّ وَ عَلَيَّ : চিহ্নিত করা । (تَفَعَّلَ) تَعَلَّمَ : শেখা । الْأَمْرَ : সুদৃঢ় করা । (إِنْعَمَ) - عَلَّمَ - النَّاءَ : প্রবাহিত হওয়া । الثَّيَّ : জানা । الْبَرَقَ : বিদ্যুত চমকানো । (تَفَاعَلَ) تَعَالَى - الْقَوْمَ الثَّيَّ : জানা ।	(إِنْعَمَ) - عَلَّمَ - الْخَبَرَ : জানতে চাওয়া । فِي الْقُرْآنِ : قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَادَّةُ : (ع. ل. م) ، جَسَدٌ : صَبَّحَ مَرَاتِفَ وَأَبْغَى الْعِلْمِ ، ضِدَّ : جَاهِلٌ هَمْدَانٌ : - هَمْدَانٌ : ইরানের একটি শহরের নাম । এটাকে হমদান বলা হয় । رَجَمَ : এ শব্দের তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে । اللَّهُ : এ শব্দের তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে । تَعَالَى (تَفَاعَلَ) تَعَالَى : উচু হওয়া, সমুচ্চ হওয়া । فِي الْقُرْآنِ : سُبْحَانَكَ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ : এতদংশশ্রুতি আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে ।

১. এ শহরটি ইরানের বুরাসান প্রদেশে অবস্থিত । আদ্রামা হামাবী বলেন, হামাদান/হামাবান ও আসফাহান দুই ভাই ছিলেন । দু'জনে দুটি শহর নির্মাণ করেন । বর্তমান ইরানের ইসফাহান ও হামাদান নামক শহর দুটি তাদের নামেই পরিচিত । হামাদান শহরটি হযরত মুগীরা ইবনে ও'বা (রা.) ২৪ হিজরিতে হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর শাহাদাতের ছয়মাস পর জয় করেন । হামাদানের ঠাণ্ডা বেশ প্রশ্রিত । কবিশাণ হামাদানের ঠাণ্ডা নিয়ে বেশ অতিরঞ্জন করে কবিতা রচনা করেছেন । কেউ বলেছেন, হামাদানের ঠাণ্ডার প্রচণ্ডতার আশ্রমে ঠাণ্ডা হয়ে যায় । কবি আবু সারাহ বলেন :

النَّارُ فِي هَمْدَانَ بَيْرُهُ حَرُّهَا
 وَالْبَرْدُ فِي هَمْدَانَ دَاءُ مَسْفِيهِ
 وَالْفَقْرُ يَكْتُمُ فِي بِلَادِ غَيْرِهَا
 وَالْفَقْرُ فِي هَمْدَانَ مَالًا يَكْتُمُ

কিছু ঠাণ্ডা শব্দেও হামাদান শহরটি অত্যন্ত সজীব সুন্দর । সেখানকার জমি ও পর্বতমালা সবুজ-শ্যামল ও দৃষ্টিনন্দন । আদ্রামা বান্দীউবহামান এখনকারই অধিবাসী ছিলেন ।

وَعَزَا إِلَى أَبِي الْفَتْحِ الْإِسْكََنْدَرِيَّ نَشَاتَهَا،
وَالِىَ عَيْسَى بْنِ هِشَامٍ رَوَاتَهَا، وَكِلَاهُمَا
مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ، وَنِكَرَةٌ لَا تَعْرَفُ.

অনুবাদ : এবং তার রচনা আবুল ফাতহ ইসকান্দারী নামে এবং বর্ণনা ইসা ইবনে হিশামের নামে উপস্থাপন করেছেন। অথচ তারা উভয়জন এমন অজ্ঞাত ব্যক্তি, যাদের চেনা যায় না এবং এমন অপরিচিত ব্যক্তি, যাদের পরিচয় পাওয়া যায় না।

শাস্তিক অনুবাদ : وَعَزَا এবং উপস্থাপন করেছেন إِلَى أَبِي الْفَتْحِ الْإِسْكََنْدَرِيَّ আবুল ফাতহ ইসকান্দারীর নামে نَشَاتَهَا তার রচনা وَكِلَاهُمَا এবং ইসা ইবনে হিশামের নামে رَوَاتَهَا তার বর্ণনা অথচ তারা উভয়জন مَجْهُولٌ অজ্ঞাত ব্যক্তি لَا يُعْرَفُ চেনা যায় না নِكَرَةٌ এবং অপরিচিত ব্যক্তি لَا تَعْرَفُ পরিচয় পাওয়া যায় না।

শব্দ-বিশ্লেষণ

عَزَا : নিসবত/উপস্থাপন করেছেন।

عَزَا (ن) عَزَا : কারো প্রতি কিছু নেসবত করা। কারো : عَزَا (ن) عَزَا : কারো নামে কিছু উপস্থাপন করা।

عَزَا (س) عَزَا : বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করা।

عَزَا (تَعْيِيل) عَزَا : সাবুনা দেওয়া, কারো মৃত্যুতে শোক : عَزَا (تَعْيِيل) عَزَا : প্রকাশ করা।

فِي الْحَدِيثِ : إِنَّ رَجُلًا اعْتَزَى بِعَزَا الْجَاهِلِيَّةِ.

مَادَّ : (ع-ز-و- / -ع-ز-ي) جَنَس : ناقص

مَزَادٍ : تَسَبَّ، ضَدَّ : كَذَّبَ عَلَيْهِ.

أَبُو الْفَتْحِ الْإِسْكََنْدَرِيَّ : বদীউ'য-যামান হামাদানীর : مَادَّ : মাকামাত নামক গল্পসমূহের কল্পিত নায়কের নাম।

نَشَاةٌ : রচনা, সৃষ্টি।

نَشَاةٌ (ف) نَشَاةٌ، نَشَاةٌ، نَشَاةٌ، نَشَاةٌ : সৃষ্টি হওয়া, তৈরি : نَشَاةٌ : হওয়া। নতুন হওয়া।

الْعَصَى : যৌবনপ্রাপ্ত হওয়া ও বড় হওয়া।

الشَّعْرُ عَنْ غَيْرِهِ : অনুগ্রহণ করা।

إِنشَاءً : সৃষ্টি করা। তৈরি করা।

الْحَدِيثُ أَوْ الْكَلَامُ : রচনা করা।

الدَّارُ : নির্মাণ করা।

الشَّاعِرُ قَصِيدَةً أَوْ الْكَاتِبُ مَقَالَةً : রচনা করা।

تَنْشِئَةً - اللَّصِي : লালন-পালন করা।

بِالْقُرْآنِ : وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَاةَ الْآخَرَى

مَادَّ : (ن-ش-و- / -ن-ش-ي) جَنَس : مَهْمُوزٌ لَا م

مَزَادٍ : صَنَعَ، ضَدَّ : هَدَمَ

عَيْسَى ابْنُ هِشَامٍ : বদীউ'য-যামান হামাদানী কৃত : عَيْسَى ابْنُ هِشَامٍ : মাকামাত নামক গল্পসমূহের কল্পিত বর্ণনাকারীর নাম।

رَوَاةٌ : এ শব্দগুলোর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

كِلَاهُمَا : (كِلَا) مَضَّاءٌ، مَضَّاءٌ : مُضَّاءٌ إِلَيْهِ

كِلَا : পুংলিঙ্গের জন্য এবং كِلَا : স্ত্রীলিঙ্গের জন্য। এদুটি

শব্দ শব্দগত দিক থেকে مُزْدَرَجٌ এবং অর্থগত দিক থেকে

تَفْسِيَةٌ : এখানে শব্দের দিকে লক্ষ্য করে خَبَرٌ মুস্তরাদ

ব্যবহার করা হয়েছে। كِلَا ও كِلَا : কখনও কখনও

تَمَّانٌ -এর দিকে এবং কখনও تَمَّانٌ -এর দিকে

كِلَاهُمَا : كِلَاهُمَا : كِلَا الصَّحِيفَتَيْنِ، -যেমন-

كِلَا الرَّجُلَيْنِ : كِلَا الرَّجُلَيْنِ

مَجْهُولٌ : (ج) مَجَامِيلٌ : অজ্ঞাত।

مَجَامِيلٌ (ج) مَجَامِيلٌ، مَجَامِيلٌ، مَجَامِيلٌ : مَجَامِيلٌ : অজ্ঞ, মূর্খ, অশিক্ষিত।

مَجَامِيلٌ (س) مَجَامِيلٌ : রক্ষ ও রুঢ় আচরণ করা।

لَا تَعْرِفُ : না জানা, না চেনা।

لَا تَعْرِفُ : অধিকার খর্ব করা, হক নষ্ট করা।

কাউকে মূর্খ বলা। মূর্খ সাব্যস্ত করা : **فَلَانًا** : **تَفْعِيلٌ** **تَجْهِيلًا** -
 মূর্খতা প্রকাশ করা। মূর্খতার ভান করা : **تَفَاعُلٌ** **تَجَاهُلًا** :
 মূর্খতা। বর্বরতা। প্রাক ইসলামি যুগ। প্রতিমা : **الْجَاهِلِيَّةُ**
 পূজার যুগ।

জহল তিন ধরনের :

১. **عَدَمُ الْعِلْمِ** : অজ্ঞতা।

২. **اعْتِقَادُ الشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ** : অবাস্তব বিশ্বাস।

৩. **الْعَمَلُ عَلَى خِلَافِ عِلْمِهِ** : জ্ঞানের বিপরীত কর্ম।
فِي الْقُرْآنِ : إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا / وَإِذَا خَاطَبَهُمُ
الْبَاحِلُونَ قَالُوا سَلَا .

مَادَّة : (ج . ه . ل) , جِنْس : صَحِيح
مُرَادِف : أَجْنَبِيٌّ , ضِد : مَعْلُومٌ

لَا يُعْرَفُ : চেনা যায় না।

(ض) عُرْفَةٌ , عُرْفَانًا , مَعْرِفَةٌ : জানা, চেনা।

- بِالذَّنْبِ : স্বীকার করা।

(ك) عَرَأْفَةٌ : কোনো বিষয়ে অবগত হওয়া। তত্ত্বাবধায়ক হওয়া।

تَفْعِيلٌ **تَعْرِيفًا - الْعَجَاجُ** : আরাফার ময়দানে অবস্থান করা।

- عَلَيْهِمْ عَرِيفًا : কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা জানার জন্য।

তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা।

(اِفْتِئَالَ) اِغْتِرَاثًا - بِالشَّيْءِ : স্বীকার করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ

مَادَّة : (ع . ر . ف) , جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : يَعْتَرِفُ , ضِد : يَجْهَلُ

نَكِيرَةٌ : অনিদিষ্ট, অপরিচিত।

(س) نَكْرًا , نَكْرًا : না চেনা।

লাইসের মতে, **نَكْرٌ** থেকে **نَهَى** -এর
 ব্যবহার হয় না।

(ك) نَكَارَةٌ : শক্ত ও কঠোর হওয়া, অপরিচিত হওয়া।

(اِفْعَال) اِنْكَارًا : না চেনা।

- حَقَّة : অধিকার অস্বীকার করা।

- عَلَى فُلَانٍ فِعْلُهُ : কারো কোনো কাজ অপছন্দ করা এবং :

কাজটি করতে বারণ করা।

এরূপে পরিবর্তন করে দেওয়া, **الشَّيْءُ** :

যাতে চেনা না যায়। **نَكِيرَةٌ** বানানো।

فِي الْقُرْآنِ : لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا تَكْرًا .

مَادَّة : (ن . ك . ر) , جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : جِهَالَةٌ , ضِد : مَعْرِفَةٌ

لَا تَتَعَرَّفُ : পরিচয় পাওয়া যায় না।

تَعَرَّفَ (تَفْعُل) تَعَرَّفُ : পরিচয় হওয়া। নিজের পরিচয়

দেওয়া। পরিচয় পাওয়া। এতদংশংখিষ্ট আরও তাহকীক পূর্বে

বর্ণিত হয়েছে।

فَأَشَارَ مَنْ إِيَّاهُ حُكْمٌ، وَطَاعَتُهُ غُتْمٌ،
إِلَى أَنْ أَنْشَى مَقَامَاتٍ أَتْلُو فِيهَا تِلْوُ
الْبَيْعِ، وَإِنْ لَمْ يَدْرِكِ الظَّالِمُ شَأْوَ الصَّلِيعِ .

অনুবাদ : অতঃপর যার ইঙ্গিত নির্দেশ তুল্য এবং যার আনুগত্য সৌভাগ্য স্বরূপ তিনি আমাকে এক্রপ কয়েকটি মাকামা রচনা করতে ইঙ্গিত করলেন, যেগুলোতে আমি বদীউ-য-হামান হামাদানীর পদাঙ্ক অনুসরণ করি, যদি খোড়া ষাঁড় শক্তিশালী অশ্বের গতিময়তা লাভ করতে পারে না।

শাব্বিক অনুবাদ : অতঃপর ইঙ্গিত করলেন **فَأَشَارَ** যার ইঙ্গিত **حُكْمٌ** নির্দেশ তুল্য **وَطَاعَتُهُ** এবং যার আনুগত্য **إِلَى أَنْ أَنْشَى** সৌভাগ্য স্বরূপ তিনি আমাকে **مَقَامَاتٍ** এক্রপ কয়েকটি মাকামা পদাঙ্ক অনুসরণ করি **تِلْوُ** যেগুলোতে **الْبَيْعِ** বদীউজ্জামান হামাদানীর পদাঙ্ক **وَإِنْ لَمْ يَدْرِكِ** যদি লাভ করতে পারে না **الظَّالِمُ** খোড়া ষাঁড় **شَأْوَ الصَّلِيعِ** শক্তিশালী অশ্বের গতিময়তা।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَشَارَ : তিনি ইঙ্গিত করলেন।

إِغْعَالٌ : إِشَارَةٌ - إِلَيْهِ بِبَيْدٍ : ইঙ্গিত করা।

কোনো কাজ করতে উপদেশ দেওয়া।
পরামর্শ দেওয়া।

شَاوَرُ - وَفِي الْأَمْرِ : কারো পরামর্শ চাওয়া, মতামত চাওয়া।
تَشَاوَرُ - اَلْقَوْمُ : পরস্পরে পরামর্শ করা।

إِسْتِشَارَ - ثَلَاثًا فِي كَذَا : কোনো বিষয়ে কারো কাছে।
পরামর্শ চাওয়া।

مَنْ : (اسْمُ مَوْصُولٍ) : এর দ্বারা উদ্দেশ্য, কারো মতে খলিফা।
মুস্তাফাউল বিদ্বাহর মতী শরফুদ্দীন আবু নাসর আলৌশেরওয়া ইবনে খালিদ ইবনে মুহাম্মদ আল-কাশানী। কারো মতে মুস্তাফাউল বিদ্বাহর মতী জালালুদ্দীন আমীদুদ্দৌলা আবু আলী আল হাসান ইবনে আবুল ইয়য। এছাড়া অন্যান্য মতামতও রয়েছে।
এজন্য ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

إِشَارَةٌ : কোনো কিছুকে হাত বা অন্য কিছুর ইঙ্গিত দ্বারা নির্দিষ্ট করা। ইঙ্গিত, ইশারা।

فِي الْقُرْآنِ : فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ تَكَلَّمَ مَنْ كَانَ
فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا
مَأْدَةٌ : (ش. و. ر.) : جِئْنَا : أَجَوْتُ رَأَوِي

مَرَادُف : تَلْوِيْعٌ , ضِدٌ : تَصْرِيْعٌ

حُكْمٌ : (ج) أَحْكَامٌ : নির্দেশ, হুকুম।

এখানে **حُكْمٌ** মানে **حُكْمٌ** অর্থাৎ নির্দেশতুল্য।

(ن) حُكْمًا , حُكُومَةً - كَذَلِكَ أَوْ عَلَيْهِ , أُنِيتَهُمْ :

ফয়সালা করা, রায় প্রদান করা। নির্দেশ দেওয়া।

(ك) حُكْمًا : বিজ্ঞ হওয়া।

إِغْعَالٌ : إِحْكَامًا - أَلْتَنَى : মজবুত করা, দৃঢ় করা।

فَأَمَرَ - إِلَى الْحَاكِمِ : ফয়সালায় আবেদন নিয়ে যাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : أَنْفَحَكُمْ الْجَاهِلِيَّةَ يَتَمَوَّنُ

مَأْدَةٌ : (ج. و. ر.) : جِئْنَا : صَنِيعٌ

مَرَادُف : أَمَرَ , ضِدٌ : تَمَيُّ

طَاعَةٌ : আনুগত্য।

طَاعَ (ن. ف) طَوْعًا : আনুগত্য করা।

طَاعَ (ج) طَوْعًا : আনুগত্য।

إِطَاعًا : طَاعَةً , طَاعَةً : আনুকূল্য ও আনুগত্য করা।

إِغْعَالٌ : إِطَاعَةً , طَاعَةً , تَطَوُّعًا , (إِغْعَالٌ)

অনুগত হওয়া, আনুগত্য করা।

طَاعَ كَمَا أَمَرَ : উদ্দেশ্য সহজসাধ্য হওয়া।

نَفَلَ : ইবাদতকারী। বেজ্বাসেবক।

طَاعَ : طَوْعًا , مَطُوعًا : জিহাদ ইত্যাদি কাজে বেজ্বাস্রম দানকারী।

দল, বেজ্বাসেবক দল।

إِسْطَاعَةً : طَاعَةً : পারা, সক্ষম হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : قُلْ لَا تَقْسِمُوا , طَاعَةً مَعْرُوفَةً , إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ بِمَا تَعْمَلُونَ

مَأْدَةٌ : (ط. و. ر.) : جِئْنَا : أَجَوْتُ

مَرَادُف : إِنْشَاءً , ضِدٌ : كَرَاهَةً

أَنَامَ : অনায়াস লক্ষ সম্পদ, গনিমত। কষ্টবিহীন সাফল্য।

[এখানে] সৌভাগ্য।

(م) غَنَمًا , غَنَمًا , غَنِيمَةً , غَنَمًا : সফল হওয়া। বিনিময় ব্যতিরেকে লাভ করা। লুটের মাল পাওয়া।

কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চলাকালে তাদের থেকে : **غَنِيْمَةٌ**
অর্জিত সম্পদ।

অন্যামাসে কোনো কিছু পাওয়া : **الْفَيْتَالُ** - **إِغْنَامًا** - **النَّشْ** :
সুযোগ পাওয়া। - **الْفَرْصَةُ**

কাউকে কিছু গনিমত স্বরণ দেওয়া : **النَّشْ** : **إِغْنَامًا** - **النَّشْ** :
গনিমত মনে করা। : **الْإِغْنَامُ** : **إِغْنَامًا** :
فِي الْقُرْآنِ : **فَكَلَّمُوا رِشًا غَنِيْمَتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ**
مَادَهُ : (গ. ন. ম.) : **وَجَسَّ** : **صَحِيحٌ**
مُرَادُ : **الْفَيْ** : **وَجَسَّ** : **كَسَبَ**

أَنْشَى : আমি রচনা করব। :
إِغْنَامًا : রচনা করা, সৃষ্টি করা। : **إِنْشَاءً** :
فِي الْقُرْآنِ : **ثُمَّ أَنْشَأَهُ خَلْقًا آخَرَ**
এতদসংশ্লিষ্ট আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

مَقَامَاتٍ : (জ) **مَقَامَةٍ** :
মজলিস। বক্তৃতা। পল্প। : **أَتَلُو** :
আমি অনুসরণ করব।

تَلَوْ : (ন) **تَلَا** :
পেছনে পেছনে যাওয়া, পদাঙ্ক অনুসরণ করা। :
تَلَا : (ন) **تَلَا** :
পাঠ করা, তেলাওয়াত করা।

تَلَى : (স) **تَلَى** :
অবশিষ্ট থাক। : **إِغْنَامًا** :
সমর্পণ করা, পেছনে ফেলা। : **إِنْشَاءً** :
فِي الْقُرْآنِ : **وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَا**

مَادَهُ : (ত. ল. র.) : **وَجَسَّ** : **نَاقِصٌ وَارٍ**
مُرَادُ : **أَتَيْعٌ** : **وَجَسَّ** : **أَنْشَرُ**

تَلَوْ : (জ) **أَتَلَوْ** :
বকরি বা অন্য কোনো প্রাণীর বাচ্চা, যা : **تَلَوْ** :
দুধ ছাড়াবার মতো বয়সে উপনীত হয় এবং যামের পেছনে

পেছনে থাকে, পদাঙ্ক অনুসারী।
أَلْبَدِيدُ : বদীউ-য-যামান হামাদানী। : **أَلْبَدِيدُ** :
এ শব্দের তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

لَمْ يَدْرِكْ : পায়নি। : **إِغْنَامًا** :
পাওয়া, লাভ করা। নাগাল পাওয়া। : **إِغْنَامًا** :
এ সম্পর্কিত আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

فِي الْقُرْآنِ : **لَا النَّفْسُ يَنْفَعُ لَهَا أَنْ تَدْرِكَ الْقَمَرَ**
مَادَهُ : (দ. র. ক.) : **وَجَسَّ** : **صَحِيحٌ**
مُرَادُ : **لَمْ يَنْتَلِ** : **وَجَسَّ** : **لَمْ يَنْتَلِ**

الطَّالِعُ : (জ) **طَلَعَ** :
খোঁড়া। : **الطَّالِعُ** :
ইবারতে **الطَّالِعُ** -এর মওসুফ উহা রয়েছে।

الطَّالِعُ : (জ) **طَلَعَ** :
খোঁড়া। : **الطَّالِعُ** :
ইবারতে **الطَّالِعُ** -এর মওসুফ উহা রয়েছে।

الطَّالِعُ : (জ) **طَلَعَ** :
খোঁড়া। : **الطَّالِعُ** :
ইবারতে **الطَّالِعُ** -এর মওসুফ উহা রয়েছে।

الطَّالِعُ : (জ) **طَلَعَ** :
খোঁড়া। : **الطَّالِعُ** :
ইবারতে **الطَّالِعُ** -এর মওসুফ উহা রয়েছে।

الطَّالِعُ : (ফ) **طَلَعَ** :
খোঁড়া। : **الطَّالِعُ** :
ইবারতে **الطَّالِعُ** -এর মওসুফ উহা রয়েছে।

الطَّالِعُ : (ফ) **طَلَعَ** :
খোঁড়া। : **الطَّالِعُ** :
ইবারতে **الطَّالِعُ** -এর মওসুফ উহা রয়েছে।

الطَّالِعُ : (ফ) **طَلَعَ** :
খোঁড়া। : **الطَّالِعُ** :
ইবারতে **الطَّالِعُ** -এর মওসুফ উহা রয়েছে।

الطَّالِعُ : (ফ) **طَلَعَ** :
খোঁড়া। : **الطَّالِعُ** :
ইবারতে **الطَّالِعُ** -এর মওসুফ উহা রয়েছে।

الطَّالِعُ : (ফ) **طَلَعَ** :
খোঁড়া। : **الطَّالِعُ** :
ইবারতে **الطَّالِعُ** -এর মওসুফ উহা রয়েছে।

الطَّالِعُ : (ফ) **طَلَعَ** :
খোঁড়া। : **الطَّالِعُ** :
ইবারতে **الطَّالِعُ** -এর মওসুফ উহা রয়েছে।

الطَّالِعُ : (ফ) **طَلَعَ** :
খোঁড়া। : **الطَّالِعُ** :
ইবারতে **الطَّالِعُ** -এর মওসুফ উহা রয়েছে।

الطَّالِعُ : (ফ) **طَلَعَ** :
খোঁড়া। : **الطَّالِعُ** :
ইবারতে **الطَّالِعُ** -এর মওসুফ উহা রয়েছে।

الطَّالِعُ : (ফ) **طَلَعَ** :
খোঁড়া। : **الطَّالِعُ** :
ইবারতে **الطَّالِعُ** -এর মওসুফ উহা রয়েছে।

الطَّالِعُ : (ফ) **طَلَعَ** :
খোঁড়া। : **الطَّالِعُ** :
ইবারতে **الطَّالِعُ** -এর মওসুফ উহা রয়েছে।

الطَّالِعُ : (ফ) **طَلَعَ** :
খোঁড়া। : **الطَّالِعُ** :
ইবারতে **الطَّالِعُ** -এর মওসুফ উহা রয়েছে।

الطَّالِعُ : (ফ) **طَلَعَ** :
খোঁড়া। : **الطَّالِعُ** :
ইবারতে **الطَّالِعُ** -এর মওসুফ উহা রয়েছে।

الطَّالِعُ : (ফ) **طَلَعَ** :
খোঁড়া। : **الطَّالِعُ** :
ইবারতে **الطَّالِعُ** -এর মওসুফ উহা রয়েছে।

الطَّالِعُ : (ফ) **طَلَعَ** :
খোঁড়া। : **الطَّالِعُ** :
ইবারতে **الطَّالِعُ** -এর মওসুফ উহা রয়েছে।

الطَّالِعُ : (ফ) **طَلَعَ** :
খোঁড়া। : **الطَّالِعُ** :
ইবারতে **الطَّالِعُ** -এর মওসুফ উহা রয়েছে।

الطَّالِعُ : (ফ) **طَلَعَ** :
খোঁড়া। : **الطَّالِعُ** :
ইবারতে **الطَّالِعُ** -এর মওসুফ উহা রয়েছে।

الطَّالِعُ : (ফ) **طَلَعَ** :
খোঁড়া। : **الطَّالِعُ** :
ইবারতে **الطَّالِعُ** -এর মওসুফ উহা রয়েছে।

الطَّالِعُ : (ফ) **طَلَعَ** :
খোঁড়া। : **الطَّالِعُ** :
ইবারতে **الطَّالِعُ** -এর মওসুফ উহা রয়েছে।

الطَّالِعُ : (ফ) **طَلَعَ** :
খোঁড়া। : **الطَّالِعُ** :
ইবারতে **الطَّالِعُ** -এর মওসুফ উহা রয়েছে।

فَذَاكِرْتُهُ بِمَا قَبِلَ فَبِمَنْ أَلْفَ بَيْنَ
كَلِمَتَيْنِ، وَنَظَّمَ بَيْتًا أَوْ بَيْتَيْنِ، وَاسْتَقَلْتُ
مِنْ هَذَا الْمَقَامِ، الَّذِي فِيهِ يَحَارُ الْفَهْمُ،
وَيَفْرُطُ الْوَهْمُ.

অনুবাদ : সুতরাং আমি তাঁকে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে
উত্থাপিত মন্তব্য স্বরণ করিয়ে দিলাম, যে দুটি
মাঝে জোড়া দেয় এবং একটি শ্লোক অথবা দুটি
রচনা করে। আমি সেই স্থান থেকে অব্যাহতি চাইলাম,
যেখানে বোধশক্তি বিভ্রান্ত হয় এবং ধারণা মাত্রাচ্যুত হয়

শাব্দিক অনুবাদ : সুতরাং আমি তাকে স্বরণ করিয়ে দিলাম সে ব্যক্তি সম্পর্কে উত্থাপিত মন্তব্য
কোনো বিষয়ে পরস্পরে আলোচনা : **مُفَاعَلَةٌ** **مَذَاكِرَةٌ** : দুটি শব্দের মাঝে **وَنَظَّمَ** এবং রচনা করে **بَيْتًا** একটি শ্লোক অথবা **بَيْتَيْنِ** দুটি
করা। আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।
فِي الْقُرْآنِ : **وَذَكَرَ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنَفُّعُ الْمُؤْمِنِينَ**
مَاهُ : (অ. ক. র.), **جِنْسٌ** : **صَحِيحٌ**
مُرَادٌ : **بَاحِثٌ**, **جِدٌ** : **تَنَاسُكٌ**
أَلْفٌ : দেয়, -দেয়, জোড়া দিয়েছে,
সংকলন করা। একত্র করা, জোড়া
দেওয়া। এক হাজার পূর্ণ করা।
কাউকে এক হাজার মুদ্রা দেওয়া। : **فُلَانًا** (ন. **ض**)
আন্তরিক হওয়া, ভালোবাসা। : **الْأَيُّ** (স. **أَلْفًا**, **إِنْفًا**, **الْأَيُّ**)
فِي الْقُرْآنِ : **إِذَا كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ**
مَاهُ : (অ. ল. ফ.), **جِنْسٌ** : **مَهْمُوزٌ**
مُرَادٌ : **جَمْعٌ**, **جِدٌ** : **فَرْقٌ**
দুটি শব্দ। **كَلِمَتَيْنِ** (ও **كَلِمَتَانِ**)
كَلِمَتَيْنِ (ত) (ও **كَلِمَةً**), (জ) **كَلِمَاتٌ**, **كَلِمَةٌ** : শব্দ, কথা। : **كَلِمَةٌ**
[অথক হোক বা **مُرَكَّبٌ** হোক]।

শব্দ বিশ্লেষণ

আমি স্বরণ করিয়ে দিলাম। : **ذَاكِرْتُ**
কোনো বিষয়ে পরস্পরে আলোচনা : **مُفَاعَلَةٌ** **مَذَاكِرَةٌ** :
করা। আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।
فِي الْقُرْآنِ : **وَذَكَرَ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنَفُّعُ الْمُؤْمِنِينَ**
مَاهُ : (অ. ক. র.), **جِنْسٌ** : **صَحِيحٌ**
مُرَادٌ : **بَاحِثٌ**, **جِدٌ** : **تَنَاسُكٌ**
أَلْفٌ : দেয়, -দেয়, জোড়া দিয়েছে,
সংকলন করা। একত্র করা, জোড়া
দেওয়া। এক হাজার পূর্ণ করা।
কাউকে এক হাজার মুদ্রা দেওয়া। : **فُلَانًا** (ন. **ض**)
আন্তরিক হওয়া, ভালোবাসা। : **الْأَيُّ** (স. **أَلْفًا**, **إِنْفًا**, **الْأَيُّ**)
فِي الْقُرْآنِ : **إِذَا كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ**
মাহু : (অ. ল. ফ.), **জিন্স** : **মহমুজ**
মুরাদ : **জম্**, **জিদ** : **ফরক**
দুটি শব্দ। **কলিমতিন** (ও **কলিমতান**)
কলিমতিন (ত) (ও **কলিমত**), (জ) **কলিমাত**, **কলিম** : শব্দ, কথা। : **কলিমত**
[অথক হোক বা **মুরুব** হোক]।
আঘাত করা। **কলিম** (ন. **ض**)
فِي الْقُرْآنِ : **إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ**
মাহু : (অ. ল. ফ.), **জিন্স** : **মহমুজ**
মুরাদ : **লফ্**, **জিদ** : **মহমুজ**
নظم : করে, -করে, পদ্য রচনা করেছে,
এছন্দ করা। : **نَظَّمَ** (ন. **ض**)
মালা গীতা। : **الْمَوْلُو** -

কবিতা রচনা করা, শব্দের মালা গীতা। : **السُّنْعَرُ** -
একটিকে অপরটির সাথে মেলানো। : **السُّنْعَرُ إِلَى السُّنْعَرِ** -
প্রতিষ্ঠিত করা। দুদ করা। : **الْأَمْرُ** -
সঠিক হওয়া। : **النَّيْمَالُ** **إِنْطِطَامًا**, **تَنْظِيمًا** :
فِي الْعَوِيْثِ : **الْأَيَّاتُ خَزَائِنُ مَنْظُومَاتٍ فِي سِلْكٍ**
মাহু : (অ. ল. ফ.), **জিন্স** : **মহমুজ**
মুরাদ : **অল্** / **ফম**, **জিদ** : **নফর**
বিত : (জ) **বিত**, **আবাত**, **বিত** :
দুই পংক্তির সমষ্টি। আবাসস্থল, গৃহ।
কবিতার সর্বোৎকৃষ্ট শোলক, যে শ্লোকটিতে
কবি তার আসল উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন।
بَيْتُ اللَّهِ : মসজিদ।
بَيْتُ الرَّجُلِ : পরিবার।
(অ. **بَيْتُ**) : রাশি যাপন করা।
فِي الْقُرْآنِ : **فِي بَيْتِ أَذْنِ اللَّهِ أَنْ تَرْفَعَهُ**
فِي الْحَدِيثِ : **مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ..... بَنَى لِلَّهِ لَهُ**
بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ
মাহু : (অ. ল. ফ.), **জিন্স** : **মহমুজ**
মুরাদ : **অল্**, **জিদ** : **নফর**
আবাত, **বিত** : (অ. **بَيْت**) :
إِسْتَقَلْتُ : আমি অব্যাহতি চাইলাম।
إِسْتِغَالًا **إِسْتِغَالَةً** : **الْبَيْعُ** : কৃত ক্রয়-বিক্রয় ডল করতে চাওয়া।
- **عَفَرْتُ** : কারো নিকট ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করতে আবেদন করা।
- **مِنَ الْمَسْئُولَةِ** : দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাওয়া।

(إِقْعَالَ) : إِنَاءَةً : বেচা-কেনা ভঙ্গ করা : ।

কমা করা : ।

অব্যাহতি দেওয়া : ।

(ض) قَبِلًا، قَبِلْتُهُ، مَقْبِلًا، (تَفْعَلُ) تَقْبِلًا : বিশ্বহরে বিশ্রাম করা ।

فِي الْحَدِيثِ : فَاسْتَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْأَبْيَضُ مِّنْ أَقَالِ نَادِمًا أَقَالَهَ اللَّهُ مِنْ نَّارِ جَهَنَّمَ .

مَادَّه : (ق-ي-ل) ، جَنَس : أَجَوَفٌ بَازِنٌ .

مُرَاوَفٌ : اسْتَعْفَيْتُ ، جُنْدٌ : اسْتَعْمَلْتُ

الْمَقَامُ : (ج) مَقَامَاتٌ : দাঁড়াবার জায়গা, দাঁড়ানো, অবস্থান : স্থল, অবস্থান ।

فِي الْقُرْآنِ : وَاتَّخَذُوا مِنْ مَّكَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

مَادَّه : (ق-و-م) ، جَنَس : أَجَوَفٌ رَاوَى

مُرَاوَفٌ : مَوْفِقٌ ، جُنْدٌ : مَجْلِسٌ

يَعَارُ : বিভ্রান্ত হয় : ।

(س) حَبِيرًا، حَبِيرَةً، حَبِيرَاتٌ، حَبِيرًا : হতভম্ব হওয়া । অধির :

ও বিচলিত হওয়া, বিভ্রান্ত হওয়া, পথভ্রষ্ট হওয়া ।

السَّاءُ : পানি একত্র হয়ে ঘুরপাক খাওয়া : ।

حَبِيرٌ (تَفْعِيلُ) تَحْبِيرًا : পেরেশানীতে ফেলে দেওয়া : ।

(تَفْعَلُ) تَحْبِيرًا، (اسْتِعْمَالُ) اسْتِعَارَةً : পেরেশানীতে পতিত : হওয়া । অস্থির হওয়া, হতবুদ্ধি হওয়া ।

فِي الْحَدِيثِ : تَدْعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَبِيرَاتٌ

مَادَّه : (ح-ي-ر) ، جَنَس : أَجَوَفٌ

مُرَاوَفٌ : يَهْتُ ، جُنْدٌ : يَرْسُجُ

الْفَهْمُ : (ج) أَفْهَامٌ : বোধশক্তি : ।

(س) قَهْمًا، قَهْمًا، قَهْمَةً، قَهْمِيَةً : বুঝা, উপলব্ধি করা : ।

قَهْمَةٌ وَأَقْمَهُ : বুঝানো : ।

تَقَهَّمَ الْكَلَامَ : কিছু কিছু করে বুঝা : ।

تَقَهَّمَ الْقَوْمَ : একে অপর থেকে বুঝে নেওয়া : ।

اسْتَفْهَمَهُ الْأَمْرُ : কারও নিকট কিছু বুঝতে চাওয়া : ।

قَهْمٌ : প্রখর মেধাধারী : ।

قَهْمٌ : (ج) قَهْمَاءٌ : বুদ্ধিমান, বোদ্ধা : ।

قَهْمَةٌ : অধিক বোদ্ধা ব্যক্তি : ।

فِي الْحَدِيثِ : كَانَ كَلَامُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَلَامًا قَهْلًا

يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ

مَادَّه : (ب-و-م) ، جَنَس : صَحِيحٌ

مُرَاوَفٌ : الْقَهْلُ ، جُنْدٌ : الْقَهْلَانَةُ .

يَفْرَطُ : মাতাছ্যত হয় : ।

(ن) فَرَطًا : অগ্রসর হওয়া, অগ্রণী হওয়া : ।

فَرَطَ (ن) فَرَطًا - فِي الْأَمْرِ : [কোনো কাজে] ত্রুটি করা : ।

كَوْنَهُ الْقَوْلُ : কোনো কথা না বুঝে বলে ফেলা : মুখ ফসকে :

কোনো কথা বের হয়ে যাওয়া : ।

عَلَيْهِ فِي الْقَوْلِ : অগ্রিম মন্তব্য করা এবং মাত্রা লঙ্ঘন করা : ।

إِلَى رَسُولًا : দূত প্রেরণ করা : ।

مَادَّه : فِي شَيْءٍ : হারিয়ে যাওয়া । ছুটে যাওয়া । ফউত হয়ে যাওয়া :

(تَفْعِيلُ) تَفْرِيطًا - الشَّيْءُ وَفِي الشَّيْءِ : নষ্ট করা : ।

فِي الشَّيْءِ : ত্রুটি করা : ।

(إِعْمَالُ) إِفْرَاطًا : সীমালঙ্ঘন করা : ।

رَسُولًا : দূত প্রেরণ করা : ।

الْأَمْرُ : ভুলে যাওয়া, ছেড়ে দেওয়া : ।

فِي الْقُرْآنِ : رَمَّا إِنَّا تَغَابَ أَنْ يَفْرَطَ عَلَيْنَا

مَادَّه : (ف-ر-ط) ، جَنَس : صَحِيحٌ

مُرَاوَفٌ : يَسِيقُ ، جُنْدٌ : يَخْلُفُ .

الْوَهْمُ : (ج) أَوْهَامٌ، وَهْمٌ، وَهْمٌ : ধারণা, কল্পনা, সন্দেহ :

لَا وَهْمَ مِنْ كَذَا : এছাড়া কোনো উপায় নেই : ।

وَاهِمَةً : কল্পনাক্রিয় : ।

(ض) وَهْمًا : ধারণা করা, কল্পনা করা : ।

(س) وَهْمًا : ভুল করা, ভুলে যাওয়া : ।

(تَفْعِيلُ) تَوَهِّمًا - : ভুল ধারণার মধ্যে ফেলে দেওয়া : ।

(إِعْمَالُ) إِيْهَامًا : ভুল ধারণায় পতিত হওয়া : ।

ভুল ধারণার মধ্যে ফেলে দেওয়া : ।

أَفْهَامًا : অপবাদ দেওয়া, খারাপ ধারণা করা : ।

كَذَا مِنَ الْوَهْمِ : ভুল করা : ।

فِي الْحَدِيثِ : مَا وَهَمْتُ وَلَا سِئْتُ

مَادَّه : (و-ه-م) ، جَنَس : مِثَالٌ

مُرَاوَفٌ : الظَّنُّ ، جُنْدٌ : الْيَقِينُ

বালাগাত

قَوْلُهُ : نَظَّمَ بَيْتًا :

مُنْتَبِهٌ : উদ্ভিষিত বাক্যে যিহৎ কে মালার সাথে দিয়ে

কে উল্লেখ এবং মুন্তেবে কে হযেছে । সুতরাং

এখানে ইস্তিয়ারে মুন্তেবে হয়েছে । আর মালার জন্য

নظم [পাঠ্য] অতএব নظم -এর মধ্যে ইস্তিয়ারে মুন্তেবে হয়েছে ।

وَيُسَبِّرُ غَرُّ الْعَقْلِ، وَتَتَبَّيْنُ قِيَمَةَ الْمَرْءِ
فِي الْفَضْلِ، وَيُضْطَرُّ صَاحِبُهُ.

অনুবাদ : আর জ্ঞানের গভীরতা অনুমিত হয়
গুণ-গরিমার ক্ষেত্রে মানুষের মূল্যমান প্রকাশ পায়।

শাব্দিক অনুবাদ : **وَيُسَبِّرُ** আর গভীরতা অনুমিত হয় **غَرُّ الْعَقْلِ** জ্ঞানের গভীরতা **تَتَبَّيْنُ** প্রকাশ পায়
فِي الْفَضْلِ মানুষের মূল্যমান **يُسَبِّرُ** গুণ-গরিমার ক্ষেত্রে **وَيُضْطَرُّ** এবং বাধ্য হয় **صَاحِبُهُ** এতদসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি।

শব্দ বিশ্লেষণ

يُسَبِّرُ : গভীরতা অনুমিত হয়।

(إِفْعَال) إِسْبَارًا، (اسْتِفْعَال) اسْتِبَارًا، الْجَرَحُ أَوْ الْبُتْرُ أَوْ الْمَاءُ :

গভীরতা অনুমান করা।

الْأَمْرُ : - পরীক্ষা করে দেখা। যাচাই করা, নিরীক্ষণ করা।

هَذِهِ مَفَازَةٌ لَا تُسَبَّرُ : এই বিয়াবানের প্রশস্ততা অনুমান করা যায় না।

يُسَبِّرُ وَمَسْبَرًا، (ج) مَسَابِرُ، مَسَابِرُ، سَبَارٍ (ج) سُبُرُ :

যার সাহায্যে অনুমান বা নিরীক্ষণ করা হয়।

فِي حَدِيثِ الْقَارِ : قَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ : لَا تَدْخُلُهُ حَتَّى تُسَبِّرَهُ قَبْلَكَ .

مَادَّةُ : (س-ب-ر) ، جُنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : يُسْتَعْنَى ، ضِدٌّ : يُطْلَقُ

غَرُّ : (ج) أَغْوَارٌ، غَيْرَانٌ : গভীরতা, নীচু ভূমি, গর্ত, গুহা।

فُلَانٌ يَغْفِدُ الْغَوْرَ : অমুক ব্যক্তি অত্যন্ত বিচক্ষণ।

عَرَفْتُ غَوْرَ الْمَسْئَلَةِ : আমি বিষয়টির তাৎপর্য বুঝে নিয়েছি।

(ن) غَوْرًا : নিচের দিকে আসা।

النَّهَارُ : প্রাচ্য গরম হওয়া।

الْعَيْنُ : সন্ধান করা, খোঁজ করা।

بِالْعَيْنِ : চোখ দেবে যাওয়া।

الْمَاءُ : পানি পাতালে নেমে যাওয়া।

(إِفْعَال) إِغَارَةٌ - عَلَيْهِمْ : আক্রমণ করা, লুটতরাজ করা।

পানি পাতালে নেমে যাওয়া। (الْمَاءُ) :

فُلَانٌ : নিচের দিকে আসা।

الْفَرَسُ : দ্রুত চলা। দৌড়ানো।

فِي الْأَرْضِ : গমন করা, সফর করা।

الْقَوْمَ يَوْمَهُمُ وَالْيَوْمَ : সাহায্য দানের জন্য গমন করা।

لُغَةً مُفَاوَذَةً، غَرَارًا - الْقَوْمَ : কতিপয় কতিপয়ের।

উপর আক্রমণ করল।

الْمَعْدُو الْقَوْمَ : আক্রমণ করা।

وَالْقَرَانِ : قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاكُمْ غَوْرًا -

ه. (غ-و-ر) ، جُنْسٌ : أَجَوُّ وَأَوْقَى

بُرْنٌ : عَمَقٌ ، ضِدٌّ : طَهُورٌ

غَفْلٌ : (ج) عَفُولٌ : বিবেক। জ্ঞান। বুদ্ধি। রক্তপণ, দিয়াত।

يَا غَفْلًا، عَفُولًا - إِلَيْهِ : আশ্রয় নেওয়া।

الْمَصَارِعُ خَصْنَةً : আছাড় দেওয়া।

غَفْلًا : তাৎপর্য উপলব্ধি করা।

الْغَلَامُ : জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া, বুদ্ধিমান হওয়া।

الشَّيْءُ : বুঝা।

الْفَتِيلُ : রক্তপণ পরিশোধ করা।

الْوَجِيرُ : রান ও পা মিলিয়ে বাঁধা।

وَالْقَرَانِ : وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

ه. (غ-ق-ل) ، جُنْسٌ : صَحِيحٌ

بُرْنٌ : الْقَهْمُ ، ضِدٌّ : الْعَمَقُ

نَسِيبٌ : প্রকাশ পায়।

فُلَانٌ نَسِيبًا - الشَّيْءُ : সুশ্ৰুত হওয়া।

الشَّيْءُ : সুশ্ৰুত করা। চিন্তা-ভাবনা করা।

এতদসংশ্লিষ্ট আরো তাৎক্ষীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

وَالْقَرَانِ : تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ النَّمْيِ

ه. (ب-ي-ن) ، جُنْسٌ : أَجَوُّ وَأَوْقَى

بُرْنٌ : طَهُورٌ ، ضِدٌّ : عَمَقٌ

قَبِيْمَةٌ : (ج) قِيَمٌ : মূল্য, দর, মূল্যমান, দাম।

فِي الْحَدِيثِ : فَقَضَى بِقِيَمَةِ الْجَارِيَةِ الْمَبْنُوتِ

مَادَهُ : (ق. و. م) , جِنْس : أَجَوِفٌ وَأَوِيٌّ

مُرَادُفٌ : ثَمَنٌ , ضَدٌّ : سِلْعَةٌ

الْحِرْمُ (مَثَلَةُ السِّمِّ) (ج) رَجَالٌ (مِنْ غَيْرِ لَفْظِهِ) :

পুরুষ, মানব, মানুষ (ব্যাপক অর্থে)।

فَمَزَّةٌ -এর শুরুতে وَلَمْ যুক্ত না হলে তখন

فَمَزَّةُ الرَّصْلِ যুক্ত হয়। যেমন : إِمْرُؤٌ। শুরুতে

যুক্ত হলে তখন শব্দটিকে তিন রকম পড়া যায়-

১. সর্বদা , হরফে فَتَحَهُ সহকারে।

২. সর্বদা , হরফে ضَّهُ সহকারে।

৩. শেষ হরফের হরকত অর্থাৎ اَنْزَا অনুসারে।

الْمَرْءُ : الْمَرْءُ : (ج) رِجَالٌ , نِسَاءٌ : (مِنْ غَيْرِ لَفْظِهَا) :

নারী, রমণী। মানবী।

فِي الْقُرْآنِ : وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ

مَادَهُ : (م. و. ر. ه) , جِنْس : مَهْمُوزٌ

مُرَادُفٌ : رَجُلٌ , ضَدٌّ : الْمَرْءُ

الْفَضْلُ : গুণ-গরিমা।

(س. ك) فَضْلًا : গুণ-গরিমার অধিকারী হওয়া।

(تَنْعِيْل) تَنْفِيْلًا : প্রাধান্য দেওয়া।

(إِفْعَال) إِنْفَآلًا - عَلَيْهِ : অগ্রণী হওয়া। কল্যাণ করা,

অনুগ্রহ করা।

فِي الْقُرْآنِ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ يَتَغَفَرُوا فُضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

مَادَهُ : (ف. ض. ل) , جِنْس : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : مَنَقِبَةٌ , ضَدٌّ : مُذَمَّةٌ

يُضْطَرُّ : বাধ্য করা হয়।

(إِنْفَعَال) إِنْضْطَرَّآ : إِلَى كَذَا : বাধ্য করা, মুখাপেক্ষী করা।

أَضْطَرَّ (مَجْهُول) : বাধ্য হওয়া, অপারগ হওয়া, অনুলোপ্য হওয়া।

(ن) ضَرَّآ , ضَرَّآ - فَلَانًا وَلَيْفَانًا : ক্ষতি সাধন করা।

- إِلَى كَذَا : বাধ্য করা।

فِي الْقُرْآنِ : تَمَنَّى اضْطَرَّ غَيْرَ بَآغٍ وَلَآعَادٍ فَلَا إِنْثَمَ عَلَيْهِ

مَادَهُ : (ض. ر. ر) , جِنْس : مُضَاعَفٌ

مُرَادُفٌ : يُجَبِّرُ , ضَدٌّ : يُخَيِّرُ

صَاحِبٌ : (ج) صَعَبٌ , أَصْعَابٌ , صَحَابٌ , صَحَبَةٌ ,

صُغْبَانٌ , صَحَابَةٌ , صَحَابَةٌ (ج) أَصَاحِبٌ :

সাহাযী, বন্ধু, সঙ্গী, একসঙ্গে জীবন যাপনকারী। মালিক, অধিকারী। শিষ্য, অনুসারী।

صَاحِبَةٌ : সঙ্গিনী, স্ত্রী।

الْمَسَامِي : مَنْ لَيْمَى النَّبِيَّ ﷺ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ

যিনি নবী ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে তাঁকে হৃদয়ে

দেখেছেন এবং মুসলমান অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন তাঁকে

সাহাযী বলা হয়।

فِي الْقُرْآنِ : مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى

مَادَهُ : (ص. ج. ب) , جِنْس : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : صَدِيقٌ / زَمِيلٌ , ضَدٌّ : عَدُوٌّ

إِلَى أَنْ يَكُونَ كَحَاطِبٍ لَيْلٍ، أَوْ حَالِبٍ رَجُلٍ
وَحَيْلٍ.

অনুবাদ : এবং এতদসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি রাত্রিকালেঃ
সংগ্রাহকের মতো অথবা পদাতিক ও অশ্বারোহী কাহিনী
নিয়ন্ত্রকের মতো হতে বাধ্য হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : كَحَاطِبٍ لَيْلٍ হতে বাধ্য হয় রাত্রিকালের খড়ি সংগ্রাহকের মতো অথবা
নিয়ন্ত্রকের মতো وَحَيْلٍ পদাতিক وَحَيْلٍ ও অশ্বারোহী বাহিনী।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَكُونُ : হয়, হবে।

سُطِّحَ হওয়া, সংঘটিত হওয়া, كُنْتُوتُهُ :
বিদ্যমান হওয়া। হওয়া।

سُطِّحَ করা। আবিষ্কার করা। গঠন : تَكُونُ :
করা। রূপদান করা।

سُطِّحَ হওয়া। আবিষ্কৃত হওয়া। আবর্তনশীল হওয়া।

أَكْبَنَ : স্বত্ত্ব, স্বভাব।

أَكْبَنَاتُ : সৃষ্টিজগৎ।

فِي الْفُرَانِ : فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
مَادَّة : (ক. - ও. - ন) : جَنَس : آجُوفَ وَأَوِي
مُرَادُف : يَوْسِرُ : ضِدَّ : يَعْدَمُ

حَاطِبٌ : (ج) حُطَابٌ : খড়িসংগ্রাহক, খড়িসংগ্রাহীতা।

ض) حُطْبًا (فُعَال) لِحُطَابًا, (إِفْعَال) اِحْتِطَابًا : খড়ি কুড়ানো,

খড়ি সংগ্রহ করা।

فِي الْفُرَانِ : وَأَمْرَاتُهُ حَمَالَةَ الْحَطَبِ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ
فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا

مَادَّة : (ح - ط - ব) : جَنَس : صَحِيح
مُرَادُف : جَامِع : ضِدَّ : مُفَرِّقٌ

রাত্রিকালের খড়িসংগ্রাহক।

যে ব্যক্তি আলাপ-আলোচনাকালে অর্থক ও নিরর্থক সব
রকমের কথার মিশ্রণ ঘটায় তাকেও حَاطِبٌ লৈল বলা হয়।
কেমনা রাত্রিকালের খড়িসংগ্রাহক যেমন সাপ-বিছুর দংশন
থেকে নিরাপদে থাকে না, তেমনি সে রাতের অন্ধকারে
শুকনো ও ডেজা ঘড়ির মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হয় না।
এমনিভাবে একজন লেখকও অনেক ক্ষেত্রে তাঁর রচনায়

ভালো-মন্দ বিচার করে এবং প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয়
আলোচনাকে সঠিক তুল্যদণ্ডে মেপে বিষয়বস্তুকে সঠিক
সুন্দর করতে সক্ষম হন না।

لَيْلٍ : (ج) لَيْلٍ, لَيْلٍ, لَيْلٍ : রাত্রি, রজনী, যামিনী,
নিশা, নিশি, নিশীথ, নিশীথিনী, শবরী, বিভাবরী, ক্ষণদ্বয়
দীর্ঘ কালো রাত্রি, لَيْلَةٌ لَيْلٍ :
অন্ধকার রাত্রি।

إِلَّا (مُفَاعَلَة) مُلَابَكَةٌ : [কাউকে] রাতের জন্য মজদুর :
রাখা, অথবা এই অর্থে مُلَابَكَةٌ বলা হয়, যেমন এ
বিপরীতে - عَامِلٌ مُيَاَمَةٌ - অর্থাৎ দিনের বেলায়
জন্য মজদুর রাখা।

لَيْلٍ إِيْلَا رَأَل (إِفْعَال) إِلَّا لَا : রাত্রিকালে উপনীত হওয়া,
রাত্রিকালে প্রবেশ করা।

فِي الْفُرَانِ : ثُمَّ أَمْرُوا الصَّبَامَ إِلَى اللَّيْلِ
مَادَّة : (ক. - ও. - ল) : جَنَس : آجُوفَ بَانِي
مُرَادُف : غَائِقُ : ضِدَّ : نَهَارٌ

যে ব্যক্তি হাঁকিয়ে নিয়ে যায় বা টেনে নিয়ে যায়।
নেতা, নিয়ন্ত্রক।

ض) جَلْبًا, جَلْبًا : হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া।

الرَّجُلُ : যাওয়া।

الْمَرْحُ : নিরাময় হওয়া।

الْفَوْمُ : একত্র করা।

لَمَّا : শাসনো।

لَا مَلِي : উপার্জন করা।

عَلَى الْفَرَسِ : অশ্বচালনা করে অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ করা।

শুকিয়ে যাওয়া : الدَّمُّ -

হৈ চৈ করা : النُّفُومُ -

একত্র হওয়া : جَلَبًا -

অপরাধ করা : عَلَيَّا - عَيْنِي -

একত্র করা : اِنْعَمَالًا - اِنْعَمَالًا - النُّفُومُ -

শাসনো : فُلَانًا -

উপার্জন করা : لِأَهْلِيهِ -

অস্থচালনা করে অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ করা : عَلَى الْفَرْسِ -

চিৎকার করা : تَغْمِيمًا - النُّفُومُ -

যাওয়া : اِنْعَمَالًا - اِنْعَمَالًا -

আনা : اِنْعَمَالًا - اِنْعَمَالًا -

কোনো কিছু লাভ করা অথবা : اِسْتِغْلَالًا -

কোনো বিষয়ের কার্যকারণে পরিণত হওয়া :

اَلْجَلَبُ : অপরাধ, গুনাহ।

اَلْجَلَبُ : যে মাল এক শহর থেকে অন্য শহরে নিয়ে যাওয়া হয়।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ يَغْلِبُكَ وَرَجَلُكَ

مَادَهُ (ج. ل. ب.) جُنْسٌ صَحِيحٌ

مُرَافِقٌ كَاسِبٌ ضِدٌّ فَاقِدٌ

(ج) رَجُلٌ (و) رَاجِلٌ : পদচাষী, পদাতিক।

(س) رَجُلًا رَجَلَةً : পায়ে হেঁটে চলা। পায়ে কোনো

রোগ-ব্যাদি হওয়া।

(اِنْعَمَالًا) اِرْجَالًا - : অবকাশ দেওয়া। পায়ে হাঁটানো।

শক্তিশালী করা : تَرَجَّيْلًا -

চুলে চিরুনী করা : الشَّعْرُ -

সওয়ারী থেকে নেমে পায়ে হাঁটা : تَفَعُّلًا -

পুরুষালী হওয়া : تَالِئًا -

সূর্যের প্রভাস অতিক্রম করা : الشَّمْسُ -

চুলে চিরুনী করা : الشَّعْرُ -

فِي الْقُرْآنِ : فَإِنْ خُفِّمَ فَرَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

مَادَهُ (ر. ج. ل.) جُنْسٌ صَحِيحٌ

مُرَافِقٌ كَاسِبٌ ضِدٌّ خَيْلٌ

خَيْلٌ : (ج) أَخْبَالٌ خَيْرٌ : অস্থপাল।

রূপক অর্থে অস্থারোহী দল বা বাহিনীকেও খৈল বলা হয়।

কারো মতে, خَيْلٌ শব্দটি অস্থারোহী বাহিনী অর্থে ব্যবহৃত

হিসেবে ব্যবহৃত হয়। একই শব্দ থেকে তার কোনো

একবচন নেই। আবু উবায়দা বলেন, এর একবচন خَائِلٌ।

এখানে جَالِبٌ رَجُلٌ وَخَيْلٌ দ্বারা এমন ব্যক্তি বুঝানো হয়েছে,

যে একই সময় অতি দ্রুত গতিসম্পন্ন অস্থারোহী বাহিনী ও ধীর

গতিসম্পন্ন পদাতিক বাহিনীর নেতৃত্ব ও পরিচালনা করতে

গিয়ে হিমশিম খায় এবং সাফল্য লাভে ব্যর্থ হয়।

সে তার অস্থারোহী বাহিনী ও পদাতিক : أَمَى يَغْلِبُهُ وَرَجُلِهِ

বাহিনী সহ এসেছে।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ يَغْلِبُكَ وَرَجَلُكَ -

مَادَهُ (خ. ي. ل.) جُنْسٌ أَجْوَفُ بَيَانِي

مُرَافِقٌ فَاقِدٌ ضِدٌّ رَاجِلٌ

وَقَلَّمَا سَلِمَ مَكْتَارًا، أَوْ أُقْبِلَ لَهُ عَنَارًا،
فَلَمَّا لَمْ يُسَعِفْ بِإِلْقَالَةٍ، وَلَا أَعْفَى مِنَ
الْمَقَالَةِ،

অনুবাদ : আর অধিক আলাপী ব্যক্তি কমই [কুল-হু-
থেকে] নিরাপদে থাকে বা তার পদস্থলন ক্ষমা করা হয়
কিন্তু যখন তিনি [আমাকে] অব্যাহতি দিয়ে সাহা-
য্য করলেন না এবং সেই উক্তি থেকে ক্ষমা করলেন না

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَلَّمَا আর কমই سَلِمَ নিরাপদে থাকে مَكْتَارًا অধিক আলাপী ব্যক্তি أَوْ أُقْبِلَ বা ক্ষমা করা হয় عَنَارًا
পদস্থলন فَلَمَّا কিন্তু যখন لَمْ يُسَعِفْ তিনি সাহায্য করলেন না بِإِلْقَالَةٍ অব্যাহতি দিয়ে أَعْفَى এবং ক্ষমা করলেন
না مِنَ الْمَقَالَةِ সেই উক্তি থেকে ।

শব্দ বিশ্লেষণ

কমই : قَلَّمَا

قَلَّمَا -এর ১ সম্পর্কে দুটি অভিমত রয়েছে। এক অভিমত
মোতাবেক এটা مَكْتَارًا এ অভিমতটি প্রসিদ্ধ, কিন্তু দুর্বল।
কেননা، وَقَلَّمَا হলো হরফ। উল্লেখ্য যে, হরফ فَعْل -এর
مَا নষ্ট করতে পারে না। দ্বিতীয় অভিমত মতে, এটা مَكْتَارًا
এ অভিমতটি অধিক নির্ভরযোগ্য। قَلَّمَا কখনও
সম্পূর্ণ বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়, আবার কখনও স্বল্পতা
বুঝাবার জন্য আসে।

কম হওয়া : قَلَّ، قَلَّةٌ، قَلَّةٌ

নিম্নবিস্তৃত হওয়া : الرُّجُلُ

শরীর ক্ষীণকায় হওয়া : الجِسمُ

উচ্চ হওয়া : الشَّيْءُ

কম করা : إِنْغَالًا - الشَّيْءُ

কম আনা, নিম্নবিস্তৃত হওয়া, মুখাপেক্ষী হওয়া : الرُّجُلُ

উচ্চ করা, উচ্চুতে ধারণ করা : الشَّيْءُ

فِي الْقُرْآنِ : وَلَيْسَ، نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ

مَا : (ق. ل. ল.) ، جِنْسٌ مُضَاعَفٌ

مُرَادُونَ ، نَذَرٌ ، ضِدٌّ ، كَثُرَ

সিলিম : নিরাপদে রয়েছে, -থাকে।

(س) سَلَامَةً، سَلَامًا : নিরাপদে থাকা।

من عَيْبٍ أَوْ أَفْتٍ : মুক্তি পাওয়া।

لَهُ الْمَالُ : নিজস্ব হওয়া।

(ن) سَلَّمَ : দংশন করা।

(ض) سَلَّمَ - سَلَّمَ : সালাম বৃক্ষের পাতা দ্বারা চামড়া দেবাগত করা।

الدُّنُو : প্রবৃত্তি করে অবসর হওয়া এবং মজবুত করে

তৈরি করা।

تَقْبِيلًا تَلْبِيًا : - وَوَلَّيْتُ : সালাম দেওয়া।

- مِنَ الْإِنْفِ : আপদ থেকে রক্ষা করা।

- إِلَى فَلَانٍ : অর্পণ করা।

- بِالْأَمْرِ : সম্মত হওয়া।

- إِلَيْهِ : অনুগত হওয়া।

- الشَّيْءُ : নিখাদ করা।

إِنْغَالًا - إِنْغَالًا : আত্মসমর্পণ করা। অনুগত হওয়া, ইসলাম : إِنْغَالًا
গ্রহণ করা।

بِنَيْعٍ سَكَم : সাক্ষ্য করা, দাদন দেওয়া।

- الْعُدُو : শত্রুকে ছেড়ে দেওয়া।

بِالْقُرْآنِ : وَلَمْ أَسْلَمْ مِّنْ رِّبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

مَا : (س. ل. ম.) ، جِنْسٌ صَحِيحٌ

بُؤْسٌ ، أَمِينٌ ، ضِدٌّ ، خَالَ

بُكَشَارٌ (وَبُكْشِيرٌ) : অধিক আলাপী ব্যক্তি।

مُؤَنَّتْ ও مُذَكَّرٌ উভয় ক্ষেত্রে একই রকম ব্যবহৃত হয়।

كَثُرَ، كَثَرَةٌ : অধিক হওয়া।

كَثُرَ : অধিকো অগ্রগণ্য হওয়া।

تَكْثِيرًا : অধিক করা, বৃদ্ধি করা।

إِنْغَالًا - الرُّجُلُ : প্রচুর সম্পদের অধিকারী হওয়া।

الشَّيْءُ : বেশি করা, বেশি গণনা করা, বেশি পাওয়া।

التَّغْلُّ : খেজুর গাছে অধিক ফুল আসা।

مُكَاتَرَةٌ : অধিকো অগ্রগণ্য হওয়া। অধিক বা অধিক :

سَم্পদ নিয়ে গর্ব করা।

النَّاءُ : পান করার জন্য অধিক পানি চাওয়া।

تَكْثِيرٌ : অধিক সম্পদশালী।

فِي الْقُرْآنِ : وَيَوْمَ حَبْنِ إِذْ أَعْمَجْتُمْ كُفْرَكُمْ

সাদ্ধ : (ক. থ. রা.) , جنس : صَحِيح

مُرَافِق : مَهْدَر , ضِد : صَوْرَت

অফিল : কমা করা হয় ।

(إِنْعَال) إِقَالَة - اللَّهُ عَثَرَك : কমা করা ।

- الْبَيْع : বেচা-কেনা ভঙ্গ করা ।

(ض) قَبْلًا , قَائِلَةً , قِيلُولَةً , (تَفْعُل) تَقِيلًا :

দুপুরের শয়ন করা ।

(تَفْعِيل) تَقِيلًا - : দুপুরের পান করানো ।

فِي الْعَوْدِ : مَنْ أَقَالَ نَادِيًا أَقَالَ اللَّهُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ -

সাদ্ধ : (ক. থ. রা.) , جنس : أَحْوَج يَأْسِي -

مُرَافِق : فَيْح / عُفْر , ضِد : أَخَذَ

عِشَارٌ : পদস্থলন, তুল-হুটি ।

(ن, ض, س, ك) عَثَرًا , عِشِيرًا , عِشَارًا :

পড়ে যাওয়া, পদস্থলিত হওয়া ।

- الْعِرْقُ : রগ বা শিরা সম্বলিত হওয়া ।

(ن) عَثَرًا , عَثَرًا - عَلَى الْيَرِّ : গোপন তথা সম্পর্কে অবহিত ।

হওয়া : চেষ্টা ব্যতিরেকে কোনো কিছু সম্পর্কে অবগত হওয়া ।

تَعْيِيرًا , إِغْفَارًا - : পদস্থলিত করা ।

فِي الْقُرْآنِ : فَإِنْ عَثَرَ عَلَى أَتْهَا اسْتَحَقَّ إِنَّا

فَأَخْرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهَا

সাদ্ধ : (ক. থ. রা.) , جنس : صَحِيح

مُرَافِق : الزَّلَّة , ضِد : التَّبَاك

لَمْ يَسْعِف : সাহায্য করলেন না ।

(إِنْعَال) إِسْمَاءًا - يَحَاجِبُ : কারো প্রয়োজন পূর্ণ করা ।

- عَلَى الْأَمْرِ : সাহায্য করা ।

- الشَّنْ : নিকটবর্তী হওয়া ।

- الْيَرِّ : মনোযোগ দেওয়া, ইচ্ছা করা ।

(ف) سَعَفًا - يَحَاجِبُ : কারও প্রয়োজন পূর্ণ করা ।

(س) سَعَفًا : নখের আশে-পাশে আবুল ফেটে যাওয়া ।

سَعَفَ الرَّجُلُ : ব্রণ বা ফোড়া উঠা ।

إِسْمَاءٌ : সাহায্য ।

إِسْمَاءٌ طَيِّرٌ : চিকিৎসা-সাহায্য, দাতব্য চিকিৎসা ।

لُجَّةُ الْإِسْمَاءِ : রিলিফ কমিটি ।

سَبَّارَةُ الْإِسْمَاءِ : এস্তেলম ।

سَعَفٌ : খেজুরের ডাল ।

فِي الْعِيدِ : فَأَخَذْنَا سَعَفَةً فَأَضْرَمْنَا فِيهَا نَارًا

সাদ্ধ : (স. এ. ফ.) , جنس : صَحِيح

مُرَافِق : لَمْ يَخْذَلْ , ضِد : لَمْ يَخْذَلْ

إِلْقَالَهُ (إِنْعَال) مَد : কমা করা । কমা ।

لَا أَعْفَى : কমা করলেন না ।

(إِنْعَال) إَعْفَاءٌ - اللَّهُ فُلَانًا : শান্তি দেওয়া ।

- مِنَ الْأَمْرِ : মুক্তি দেওয়া, মুক্ত করা ।

- الشُّعْرُ : চুল লম্বা হওয়ার জন্য কতন না করে

ছেড়ে রাখা ।

- الرَّجُلُ : অনেক সম্পাদশালী হওয়া । প্রয়োজনের

অতিরিক্ত মাল বায় করা ।

- الْمَرْبُوعُ : সুস্থ হওয়া ।

- الرَّجُلُ : দেওয়া ।

فُلَانًا يَحْتَقِبُ : প্রাপ্য পুরোপুরি আদায় করে দেওয়া ।

(ن) عَوًّا - عَنْهُ وَلَهُ ذَنْبُهُ وَعَنْ ذَنْبِهِ : কমা করা ।

- عَنِ الشَّيْءِ : বিরত থাকা ।

- الشَّنْ : বুদ্ধি করা ।

- عَلَيْهِ فِي الْعِلْمِ : অগ্রণী হওয়া ।

- الْأَمْرُ أَوْ الْمَنْزِلُ : নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া ।

- أَمْرٌ فُلَانٌ : বিনষ্ট হয়ে যাওয়া, মরে যাওয়া ।

عَفَا (ض) عَفِيًا , (ن) عَفَرًا - الشُّعْرُ : চুল লম্বা

হওয়ার জন্য কতন না করে ছেড়ে রাখা ।

(تَفْعِيل) تَعْفِيَةً : চুল লম্বা হওয়া ও বুদ্ধি পাওয়া ।

- الرِّيحُ الْمَنْزِلُ : নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া ।

(مُعَاَلَةٌ) مُعَانَاةٌ , عَفَاءٌ , عَافِيَةٌ - اللَّهُ : আরোগ্য

দান করা ।

فِي الْقُرْآنِ : عَفَا اللَّهُ عَنْكَ / فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ

يَعْفُو عَنْهُمْ -

সাদ্ধ : (ক. থ. রা.) , جنس : نَاقِصٌ وَآوِي

مُرَافِق : خَلَصَ / عَزَرَ , ضِد : وَطَفَ / شَغَلَ

الْمَقَالَةُ : (ج) مَقَالَةٌ : প্রবন্ধ, নিবন্ধ, উক্তি, বক্তব্য ।

لَبَّيْتُ دَعْوَتَهُ تَلْبِيَةَ الْمُطِيعِ، وَبَذَلْتُ فِي
مُطَاوَعَتِهِ جُهْدَ الْمُسْتَطِيعِ، وَأَنْشَأْتُ عَلَى
مَا أَعَانِيهِ مِنْ قَرِيحَةٍ جَامِدَةٍ،

অনুবাদ : তখন আমি অনুগত ব্যক্তির ডাকে সাড়া
দেওয়ার ন্যায় তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম এবং সক্ষম ব্যক্তির
ন্যায় তাঁর আনুগত্যে শক্তি ব্যয় করলাম এবং আমি রচনা
করলাম কষ্টের স্বীকার হওয়া সত্ত্বেও স্থবির স্বভাব।

শাব্দিক অনুবাদ : লَبَّيْتُ আমি সাড়া দিলাম دَعْوَتَهُ তাঁর ডাকে تَلْبِيَةَ الْمُطِيعِ অনুগত ব্যক্তির সাড়া দেওয়ার ন্যায়
وَبَذَلْتُ এবং ব্যয় করলাম مُطَاوَعَتِهِ তার আনুগত্যে جُهْدَ الْمُسْتَطِيعِ সক্ষম ব্যক্তির ন্যায় وَأَنْشَأْتُ এবং আমি
রচনা করলাম مَا أَعَانِيهِ কষ্টের শিকার হওয়া সত্ত্বেও قَرِيحَةٍ স্থবির স্বভাব جَامِدَةٍ স্থবির।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَبَّيْتُ : আমি সাড়া দিলাম।

জবাব দেওয়া। ডাকে সাড়া : الرَّجُلُ - تَلْبِيَةَ - الرَّجُلُ
দেওয়া। বলা, তালবিয়া পড়া।

(স) لَبَّيْتُ - مِنَ الطَّعَامِ : বেশি খাওয়া।

(ন) لَبَّيْتُ، لَبَّيْتُ، (إِفْعَال) لَبَّيْتُ - بِالْمَكَانِ : বসবাস করা।
স্থায়ীভাবে থাকা। আঁকড়ে থাকা।

কারণে মতে, لَبَّيْتُ মূলত لَبَّ থেকে নির্গত। এ
কারণে لَبَّ -এর তাহকীক প্রদত্ত হলো।

فِي الْحَدِيثِ : مَا لِيَ لَا أَسْمَعُ النَّاسَ يَلْبِئُونَ
مَادَّةُ : (ل. ب. ي) ، جَبِيئَ : نَاقِصٌ يَأْنِي
مُرَادُفٌ : أَجَبْتُ ، ضَدٌّ : أَنْكَرْتُ

ডাক, আহবান, দাওয়াত।

(ন) دَعَاءٌ ، دَعْوَى ، دَعْوَةٌ : ডাকা, আহবান করা, দাওয়াত দেওয়া।

(إِفْعَال) إِدْعَاءٌ : দাবি করা।

(اسْتِفْعَال) اسْتِدْعَاءٌ : ডাকা, প্রার্থনা করা, চাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : أَجَبْتُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

مَادَّةُ : (د. ع. و) ، جَبَسَ : نَاقِصٌ وَآوَى

مُرَادُفٌ : نَادَى ، ضَدٌّ : مَنَعَ

تَلْبِيَةٌ : -এর তাহকীক দৃষ্টব্য।

অনুগত : (نَا، مَذ، مَص) : إِطَاعَةٌ - (إِفْعَال)

অনুগত হওয়া। আনুগত্য করা।

فَلَمَّا : (ن. ب. ط) : طَرَعًا ، (إِفْعَال) انْطَبَحًا - فَلَمَّا :
অনুগত হওয়া।

অনুগত হওয়া।

দেওয়া। বখশিশ করা। দান করা।

ব্যয় করা।

كَانَ إِثْرًا سَهْوًا مِمَّا كَانَتْ تَلْبِيَةُ الْمُطِيعِ : কারো অগ্রাণ সহযোগিতা করা।

جَبَسَ : শ্রম ব্যয় করা। পুরোপুরি চেষ্টা করা।

الْقَرْبُ : নিত্য ব্যবহার করা।

(إِفْعَال) انْطَبَحًا : নিত্য ব্যবহার করা।

فِي الْحَدِيثِ : وَلَكِنْهُمْ يَذْلُوهُ لَأَهْلٍ الدُّنْيَا

مَادَّةُ : (ب. ذ. ل) ، جَبَسَ : صَبَحَ

مُرَادُفٌ : صَرَفْتُ ، ضَدٌّ : قَبَضْتُ

مُطَاوَعَةٌ : আনুগত্য।

(مُعَاوَلَةٌ) مُطَاوَعَةٌ ، طَوَاعِيَةٌ - فِيهِ وَعَلَيْهِ :

অনুগত্য করা।

আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

جَهْدٌ : مَجْهُودٌ ، جَهْدٌ : শ্রম, শক্তি, সামর্থ্য, কষ্ট।

فَلَمَّا يَذَلْ جَهْدٌ وَمَجْهُودٌ : অমুক তার শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করল।

(ف) جَهْدًا - فِي الْأَمْرِ : অনেক চেষ্টা করা।

بِالرَّجُلِ : পরীক্ষা করা।

الْمَرَضُ : দুর্বল করে দেওয়া।

الْكَيْسَ : সম্পূর্ণ মাখন বের করে নেওয়া।

جَهْدًا وَاجْهَدَ - الطَّعَامَ : খেতে আগ্রহ করা।

الذَّائِبَ : সামর্থ্যের অধিক বোঝা দেওয়া।

(إِفْعَال) اجْهَادًا - الطَّعَامَ : খেতে আগ্রহ করা।

الذَّائِبَ : সামর্থ্যের অধিক বোঝা দেওয়া।

فِي الْأَمْرِ : সতর্কতা অবলম্বন করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جَهْدَهُمْ وَاجْهَادًا فِي

الْبَلَاءِ جَهْدًا -

مَادَّةُ : (ج. ه. د) ، جَبَسَ : صَبَحَ

مُرَادُفٌ : الطَّاقَةُ ، ضَدٌّ : الْعَمَلُ

أَلَمْ نَسْطِيعُ (না, مذ, ص: اسْتَطَاعَ, اسْتَطَاعَ) :

সক্ষম, সমর্থ।

اسْتَطَاعَ اسْتَطَاعَ - الْأَمْرُ :। সক্তি রাখা। সমর্থ্য রাখা।
কখনো। - اسْتَطَاعَ اسْتَطَاعَ - اسْتَطَاعَ اسْتَطَاعَ :।

فِي الْقُرْآنِ : أَعَدَّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ
مَادَّةُ : (ط. و. ج.) : جُنْسٌ : أَجُوفٌ وَارِي
مُرَافِقٌ : الْقَادِرُ : جُنْدٌ : الْعَاجِزُ :

আরো তাহকীক ইত্যপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

أَنْشَأَتْ : আমি রচনা করলাম :

(أَفْعَالٌ) : أَنْشَأَ : الْكَلَامَ :। রচনা করা।

اللهُ الشَّيْءُ :। সৃষ্টি করা।

نَشَأَ (ف) : وَنَشَأَ (و) : نَشَأَ : نَشَأَ : نَشَأَ : نَشَأَ :

নতুন করে পয়দা হওয়া, জীবিত হওয়া। : الشَّيْءُ :

যৌবনে উপনীত হওয়া। : الطِّفْلِ -

আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

عَلَى مَا : তা সত্ত্বে, হরফটি বাংলায় বিভিন্ন ধরনের অর্থ।

প্রকাশ করে। যেমন- : عَلَى أَنْ : এতদসত্ত্বেও, এছাড়াও,

উপরস্থ, অধিকস্থ।

أَعَانِي : আমি কষ্টের শিকার হই। :

(مُعَانَعَةٌ) : مُعَانَاةٌ : কষ্টের শিকার হওয়া, কষ্ট সহ্য করা।

الرجلُ مَالَهُ :। মাল হেফাজত করা।

فُلَانًا :। [বিপরীত] খাতিরদারি করা। :।

الهُنُومُ فُلَانًا :। দুঃখ-বেদনায় পেয়ে বসা।

(ن) : عَنَّا : عَنَّا :। নত ও বিনীত হওয়া।

عَلَيْهِ الْأَمْرُ :। কঠিন হওয়া।

الْأَمْرُ :। চিন্তায় ফেলে দেওয়া।

ت الْأَمْرُ يُفْلَانُ :। অবতীর্ণ হওয়া, চেপে পড়া।

(ن) : عَنَّا : الْكِتَابُ :। শিরোনাম লেখা। চিঠিতে ঠিকানা লেখা।

(ن) : عَنَّا : জোরপূর্বক নিয়ে নেওয়া। সন্ধির মাধ্যমে নেওয়া।

(ن) : عَنَّا :। বকী হওয়া।

(ض) : عَنَّا :। অবতীর্ণ হওয়া।

فِيهِ الْكُلُّ :। উপকারী হওয়া।

(ض) : عَنَّا : عَنَّا : بِكَ فَكَ كَذَا :। উদ্দেশ্য করা,

অর্থ নেওয়া।

اللهُ عَنَّا :। হেফাজত করা।

فِي الْقُرْآنِ : عَنَّتِ الرُّوحُ لِلْهَيْئَةِ الْوُجُوهِ
فِي الْحَدِيثِ : مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْأَةِ تَرْكُهَا مَا لَا يَغْنِي.

مَادَّةُ : (ع. ن. ي. ع. ن. و.) : جُنْسٌ : نَاقِصٌ بَائِسٌ وَكَوَارِي

مُرَادٌ : أَفْسَى : جُنْدٌ : أَنْصَرُ

যে কোনো বস্তুর প্রথম। কৃপ থেকে : قُرْبَحَةٌ (ج) : قُرْبَحٌ

প্রথমবারের তোলা পানি।

قَرِيبَةُ الْإِنْسَانِ :। স্বভাব, ভাব।

قَرِيبَةُ الشَّاعِرِ أَوْ الْكَاتِبِ :। এরূপ ভাবশক্তি, যা লেখক বা

কবির উৎকৃষ্ট রচনার জন্য ক্রিয়ামূলক হয়।

(ف) : قَرَحًا :। জখম করা, আহত করা।

قَرَحًا (س) : قَرَحًا : (ف) : قُرُوحًا : قَرَحًا - الْفَرَسُ :। ঘোড়া

পঞ্চবর্ষীয় হওয়া।

قَرَحَتْ (ف) : قُرُوحًا : قَرَحًا - السَّاقَةُ :। উষ্ট্রার গর্ভ একাশ পাওয়া।

(س) : قَرَحًا :। ফোঁড়া হওয়া।

(تَفْعِيلٌ) : تَقَرَّحًا :। জখম করা, আহত করা।

(أَفْعَالٌ) : اقْتَرَحًا :। নির্বাচন করা, বাছাই করা। উদ্ভাবন করা।

فِي الْقُرْآنِ : إِنْ مَسَّكُمْ قَرْ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْ مِثْلَهُ

مَادَّةُ : (ق. ن. و. ج.) : جُنْسٌ : صَبِيعٌ

مُرَافِقٌ : طَبِيعَةٌ : جُنْدٌ : عَقْلٌ

জ্বির, স্থান, স্থির, নিশ্চল। জমাট। : (ج) : جَوَامِدٌ :

(ن) : جُنْدًا : جَمُودًا :। স্থির হয়ে যাওয়া, জমে যাওয়া, শক্ত হওয়া।

الدَّمُ :। শুকিয়ে যাওয়া।

ت نَبَذَ :। কার্পণ্য করা, কৃপণ হওয়া।

ت نَبَذَ :। অশু বন্ধ হয়ে যাওয়া।

(أَفْعَالٌ) : اجْمَادًا :। কৃপণ হওয়া।

اجْمَدَ وَاجْمَدَ :। জমানো, শক্ত করা।

جَمَدَ : جَمَدَ :। জমে যাওয়া পানি, বরফ।

جَمَدَ : جَمَدَ :। শক্ত ও উঁচু ভূমি।

فِي الْقُرْآنِ : وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَمَادًا

مَادَّةُ : (ج. م. د.) : جُنْسٌ : صَبِيعٌ

مُرَافِقٌ : رَاسِيَةٌ : جُنْدٌ : ذَابِيَةٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : وَأَنْشَأَتْ عَلَى مَا أَعَانِيهِ الْخ :

এখানে : وَأَنْشَأَتْ عَلَى : ফ্যেলে, যমীর ফ্যেলে।

أَعَانِيهِ : بَيَانٌ : مِنْ قُرْبَةِ الْخ : এবং : مَابُসূল

فَكَهْلُهُ : فَكَهْلُهُ : فَكَهْلُهُ : ফ্যেলে, ফ্যেলে, ফ্যেলে।

مَجْرُورٌ : مَجْرُورٌ : بَيَانٌ : وَ : مِنْ : مَابُসূল

হয়েছে। তারপর : جَارٌ : এবং : مَجْرُورٌ

সাথে মুতাআদ্বিক হয়েছ।

وَفِطْنَةً خَامِدَةً، وَرَوِيَةً نَاصِبَةً، وَهَمُومٌ
نَاصِبَةٌ.

অনুবাদ : নিবন্ত মেধা, গুরু চিন্তা এবং ক্লান্তিকর
দুঃখ-বেদনার শিকার হওয়া সম্বন্ধেও

শাব্দিক অনুবাদ : فَطْنَةٌ মেধা, خَامِدَةٌ নিবন্ত, رَوِيَّةٌ চিন্তা, نَاصِبَةٌ গুরু, وَهَمُومٌ দুঃখ-বেদনা, نَاصِبَةٌ ক্লান্তিকর।

শব্দ বিশ্লেষণ

فِطْنَةٌ : (ج) فِطْنٌ :
فُطِنَ، فُطْنٌ، فُطُونٌ، فُطِينٌ، فُاطِنٌ، فُطِرَ (ج) فُطْرٌ، فُطْرٌ :
চতুর, বুদ্ধিমান।

فُطِنَ (ن, ك, س) فُطْنًا، فُطْنًا، فُطْنًا، فُطْنًا :
বুঝা। উপলব্ধি করা। অভিজ্ঞ হওয়া।

فُطِنَ (ن, ك, س) فُطْنًا، فُطْنًا، فُطْنًا :
বুঝানো।

فُطِنَ (ن, ك, س) فُطْنًا، فُطْنًا، فُطْنًا :
ছাত্রকে বোঝা বানানো।

فُطِنَ (ن, ك, س) فُطْنًا، فُطْنًا، فُطْنًا :
বুঝাবার জন্য কথার। পুনরাবৃত্তি করা।

فُطِنَ (ن, ك, س) فُطْنًا، فُطْنًا، فُطْنًا :
বুঝা।

فُطِنَ (ن, ك, س) فُطْنًا، فُطْنًا، فُطْنًا :
বুঝানো।

فُطِنَ (ن, ك, س) فُطْنًا، فُطْنًا، فُطْنًا :
বুঝানো।

فُطِنَ (ن, ك, س) فُطْنًا، فُطْنًا، فُطْنًا :
বুঝানো।

فُطِنَ (ن, ك, س) فُطْنًا، فُطْنًا، فُطْنًا :
বুঝানো।

فُطِنَ (ن, ك, س) فُطْنًا، فُطْنًا، فُطْنًا :
বুঝানো।

فُطِنَ (ن, ك, س) فُطْنًا، فُطْنًا، فُطْنًا :
বুঝানো।

فُطِنَ (ن, ك, س) فُطْنًا، فُطْنًا، فُطْنًا :
বুঝানো।

فُطِنَ (ن, ك, س) فُطْنًا، فُطْنًا، فُطْنًا :
বুঝানো।

فُطِنَ (ن, ك, س) فُطْنًا، فُطْنًا، فُطْنًا :
বুঝানো।

فُطِنَ (ن, ك, س) فُطْنًا، فُطْنًا، فُطْنًا :
বুঝানো।

فُطِنَ (ن, ك, س) فُطْنًا، فُطْنًا، فُطْنًا :
বুঝানো।

فُطِنَ (ن, ك, س) فُطْنًا، فُطْنًا، فُطْنًا :
বুঝানো।

فُطِنَ (ن, ك, س) فُطْنًا، فُطْنًا، فُطْنًا :
বুঝানো।

فُطِنَ (ن, ك, س) فُطْنًا، فُطْنًا، فُطْنًا :
বুঝানো।

فُطِنَ (ن, ك, س) فُطْنًا، فُطْنًا، فُطْنًا :
বুঝানো।

فُطِنَ (ن, ك, س) فُطْنًا، فُطْنًا، فُطْنًا :
বুঝানো।

فُطِنَ (ن, ك, س) فُطْنًا، فُطْنًا، فُطْنًا :
বুঝানো।

فُطِنَ (ن, ك, س) فُطْنًا، فُطْنًا، فُطْنًا :
বুঝানো।

فُطِنَ (ن, ك, س) فُطْنًا، فُطْنًا، فُطْنًا :
বুঝানো।

مُرَافٍ : طَافِنٌ، جُنْدٌ : مُنْتَمِلٌ

رَوِيَّةٌ : (ج) رَوَايَا :
চিন্তা-ভাবনা। মনন। প্রয়োজন। স্বপ্নের অবশিষ্টাংশ।

نَفِيعٌ : نَفِيعٌ :
সফরে সাথে পানি নিয়ে যাওয়া।

نَفِيعٌ : نَفِيعٌ :
চিন্তা-ভাবনা করা।

نَفِيعٌ : نَفِيعٌ :
তৃপ্তি ভরে পান করানো।

نَفِيعٌ : نَفِيعٌ :
কবিতা বর্ণনা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

نَفِيعٌ : نَفِيعٌ :
গাছগাছালিতে পানি দেওয়া।

نَفِيعٌ : نَفِيعٌ :
তৃপ্তি ভরে পান করানো।

نَفِيعٌ : نَفِيعٌ :
কবিতা বর্ণনা করতে উদ্বুদ্ধ করা।

نَفِيعٌ : نَفِيعٌ :
পানি পান করে পরিতৃপ্ত হওয়া।

نَفِيعٌ : نَفِيعٌ :
চিন্তা-ভাবনা করা।

نَفِيعٌ : نَفِيعٌ :
কারও কাছে কিছু শুনে তা অন্যের কাছে

نَفِيعٌ : نَفِيعٌ :
বর্ণনা করা।

نَفِيعٌ : نَفِيعٌ :
সফরে সাথে পানি নিয়ে যাওয়া।

نَفِيعٌ : نَفِيعٌ :
শরীরের জোড়াতালো স্বাভাবিক ও সুদৃঢ় হওয়া।

نَفِيعٌ : نَفِيعٌ :
পানি পান করে পরিতৃপ্ত হওয়া।

نَفِيعٌ : نَفِيعٌ :
সজীব হওয়া।

نَفِيعٌ : نَفِيعٌ :
কারও কাছে কিছু শুনে বা পড়ে

نَفِيعٌ : نَفِيعٌ :
তা অন্যের কাছে বর্ণনা করা।

نَفِيعٌ : نَفِيعٌ :
রশি পাকানো।

نَفِيعٌ : نَفِيعٌ :
উটের পিঠে রশি দিয়ে হাওদা বাঁধা।

نَفِيعٌ : نَفِيعٌ :
মানুষের জন্য পানি আনা।

نَفِيعٌ : نَفِيعٌ :
পানি পান করে পরিতৃপ্ত হওয়া।

نَفِيعٌ : نَفِيعٌ :
কারও কাছে কিছু শুনে বা পড়ে

نَفِيعٌ : نَفِيعٌ :
তা অন্যের কাছে বর্ণনা করা।

نَفِيعٌ : نَفِيعٌ :
সফরে সাথে পানি নিয়ে যাওয়া।

نَفِيعٌ : نَفِيعٌ :
শরীরের জোড়াতালো স্বাভাবিক ও সুদৃঢ় হওয়া।

نَفِيعٌ : نَفِيعٌ :
পানি পান করে পরিতৃপ্ত হওয়া।

نَاصِبَةٌ : (فَا، مَوْ)، (ج) : نَوَاصِبٌ : نَاصِبَاتٌ : শুক।
(ن) : نَضْرِبٌ - النَّاسُ : পানি ভূমির নিচে চলে যাওয়া, শুকিয়ে যাওয়া।

পানি শুকিয়ে যাওয়া : عَنْهُ النَّاسُ -

কল্যাণ কমে যাওয়া : الْخَيْرُ -

দূরবর্তী হওয়া : الْقَرْمُ -

মরে যাওয়া : فُلَانٌ -

নির্লজ্জ হওয়া : مَا وَجِهُ -

পোশাক খুলে ফেলা : فُلَانٌ الشَّرَبُ -

বয়স শেষ হয়ে যাওয়া : عُمُرُهُ - (ن) نَضَبٌ -

প্রবাহিত হওয়া : النَّاسُ -

পানি ভূমির নিচে চলে যাওয়া : (تَفْعِيل) تَنْضِيبًا - النَّاسُ -

উটনীর দুধ কমে যাওয়া : نِ السَّائَةِ -

ধনুক থেকে ধানি বের হওয়ার : الْقَوْسُ - (إِفْعَال) إِنْضَابٌ -

জন্য ধনুকের জ্যা'তে টান দেওয়া :

مَادَهُ : (ن) - (ض) - (ب) : جُنُسٌ : صَحِيجٌ

مَرَاوُنٌ : عَازِرَةٌ : جُنْدٌ : مَبِجَلَةٌ

(ج) هُمُومٌ (و) هَمٌّ : ইচ্ছা। চিন্তা। দুঃখ-বেদনা।

(ن) مَكًا : مَهْمَةً : الْأَمْرُفَلَانُ : দুঃখিত করা, মর্থাহত করা।

رُفْعٌ : رُفْعَةٌ : রোগে শরীরকে অকেজো করে দেওয়া।

سُورٌ : كَرْبُكَ : বরফ গলিয়ে দেওয়া।

الْبَيْنُ : দুধ দোহন করা।

مَكًا : بِالسَّيْرِ : ইচ্ছা করা, চাওয়া, দৃঢ় ইচ্ছা করা।

(ن) هُمُومَةٌ : هَمَامَةٌ : الرَّجُلُ : অতিশয় বৃদ্ধ হওয়া।

(ض) مَكًا : حَمِيمًا - خَشَّاشُ الْأَرْضِ : ভূমির কীট-পতঙ্গের : বিচরণ করা।

(ض) الْمَرْأَةُ : فِي رَأْسِ الصَّرِي : ঘুম পাড়ানি গান গেয়ে শিতর :

ঘুম পাড়ানো : উকুন বের করা।

هَامٌ : শুরুত্বপূর্ণ।

هَامَةٌ : (ج) هَوَامٌ : বিষাক্ত কীট। সরীসৃপ, সর্প ইত্যাদি।

فِي الْفَرَانِ : وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ

مَادَهُ : (ه) - (م) - (ج) : جُنُسٌ : مُضَاعَفٌ مُثَلَّثِي

مَرَاوُنٌ : الْأَعْرُنُ : جُنْدٌ : الْأَطْمِنَانُ

نَاصِبَةٌ : (فَا، مَوْ، ج) : نَوَاصِبٌ : نَاصِبَاتٌ : ক্লাস্তিকর।

ক্লাস্তিময়।

(ض) نَضَبٌ - الْمَرَضُ : أَوْ الْهَمُّ : অবসন্ন করে দেওয়া। ক্লাস্ত করে দেওয়া।

النَّشْ : বুলন্দ করা, কায়েম করা, দাঁড় করা। প্রেক্ষিত করা।

الشَّجَرَةَ : চারা লাগানো।

لَهُ رَأْيًا : অভিমত দেওয়া।

الْفُلَانِ : শত্রুতা করা।

الْكَلْبَةِ : যবর দেওয়া বা যবর সহকারে পড়া।

الْأَمِيرُ : فُلَانًا : কাউকে কোনো দায়িত্বে নিযুক্ত করা।

(س) نَضَبٌ : অবসন্ন হওয়া। ক্লাস্ত হওয়া।

فِي الْأَمْرِ : চেষ্টা করা।

(تَفْعِيل) تَنْضِيبٌ - الشَّقُّ : রাখা। স্থাপন করা। বুলন্দ করা।

الْأَمِيرُ : فُلَانًا : কাউকে কোনো দায়িত্বে নিযুক্ত করা।

(إِفْعَال) إِنْضَابٌ : অবসন্ন করে দেওয়া। ক্লাস্ত করে দেওয়া। অংশ নির্ধারণ করা।

ه - الْمَرَضُ : রোগে কষ্ট দেওয়া।

الْحَدِيثُ : সনদ বর্ণনা করা।

الْيَسْكِينُ : হাতল লাগানো।

فِي الْفَرَانِ : لَا يَسْكُنُ فِيهَا نَضَبٌ وَلَا يَسْكُنُ فِيهَا

لُغُوبٌ / قِيَادًا فَتَرَفَتْ فَانَضَبَ

مَادَهُ : (ن) - (ص) - (ب) : جُنُسٌ : صَحِيجٌ

مَرَاوُنٌ : تَعَبٌ : جُنْدٌ : تَشْيِطٌ

خَمْسِينَ مَقَامَةً، تَحْتَوِي عَلَى جِدِّ الْقَوْلِ وَهَزْلِهِ،

অনুবাদ : পঞ্চাশটি মাকামা, যাতে রয়েছে যথার্থ ও রসাত্মক কথা,

শাব্দিক অনুবাদ : خَمْسِينَ পঞ্চাশটি مَقَامَةً মাকামা عَلَى তহত্বী যাতে রয়েছে جِدِّ যথার্থ কথা وَهَزْلِهِ ও রসাত্মক কথা।

শব্দ বিশ্লেষণ

خَمْسِينَ : পঞ্চাশ।

خَمْسَةً : পাঁচ।

خَمَاسِي : পাঁচহরফবিশিষ্ট।

جَارِيَةٌ خَمَاسِيَّةٌ : পঞ্চবর্ষীয়া মেয়ে।

خُمَاسٌ وَمَخْمَسٌ : পাঁচ-পাঁচ। এ দুটি শব্দের প্রত্যেকটি পঁচাত্তর থেকে মَعْدُول হয়েছে।

جَانِبًا خُمَاسٌ وَمَخْمَسٌ : তারা পাঁচ-পাঁচ জন করে আসল।
 خُمَسٌ وَخَمْسٌ : এক পঞ্চমাংশ।

صَرَبَ أَخْبَاسًا لِأَسْدَاسٍ : সে প্রতারণা করতে চেষ্টা করল।

(إِنْعَال) أَخْبَاسٌ - الْقَوْمُ : পাঁচজন হওয়া।

(تَفْعِيل) تَخْمِيسًا - الشَّيْءُ : পাঁচ ভাগ করা। বয়াতের দুই।

পঙক্তির সাথে আরও তিন পঙক্তি যুক্ত করে পাঁচ পঙক্তি বিশিষ্ট করা।

পঞ্চম হওয়া। মানুষের মাল থেকে : الْقَوْمُ - خَمْسًا (ض)

এক পঞ্চমাংশ গ্রহণ করা।

المَالُ : মালের এক পঞ্চমাংশ গ্রহণ করা।

العَيْلُ : পাঁচগুণা দিয়ে রশি শাকানো।

الْخَمِيسُ وَيَوْمُ الْخَمِيسِ : (ج) أَخْمِيسًا، أَخْمِيسَةً : বৃহস্পতিবার।

الْخَمِيسُ : সেনাবাহিনী।

سَاقَةٌ، قَلْبٌ، مَيْسَرَةٌ، مَقْدَمَةُ الْخَمِيسِ : যেহেতু সেনাবাহিনীতে الْخَمِيسُ বলা হয়।

رَمَحَ خَمِيسٌ وَمَخْمُوسٌ : পাঁচগজ দীর্ঘ বর্শা।

مُخْمَسٌ : পাঁচ রুকন বা শাখা বিশিষ্ট। পাঁচ পঙক্তি বিশিষ্ট।

فِي الْقُرْآنِ : قَلَيْتُ فِيهِمْ أَلْتُ سَبْعًا إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا

مَادَّةُ : (خ. م. س.)، خَمْسٌ : صحيح

مُرَادُفٌ : يَصِفُ مَيْتًا، وَنَدٌ : مَيْتَةٌ

مَقَامَةً : এ শব্দের তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

تَحْتَوِي : যাতে রয়েছে।

(إِنْعَال) إِخْتَوَاءً - الشَّيْءُ وَعَلَيْنِ : একত্র করা। শামিল করা,

অন্তর্ভুক্ত করা।

(ض) حَوَاءً، حَبًّا - الشَّيْءُ : একত্র করা। শামিল করা,

অন্তর্ভুক্ত করা।

(س) حَوَى، حَوَّاهُ : সবুজ বা লাল মিশ্রিত কালো হওয়া।

(تَفْعِيل) تَحْوِيَةً (لَا زِمَ، مُتَعَدِي) : হস্তগত করা, সঙ্কুচিত হওয়া।

(تَفْعِيل) تَحْوِيًا : গোলাকার হওয়া।

হস্তগত করা : الشَّيْءُ -

رِثَ الْعَبَةِ : কুওলী পাকিয়ে বসা।

الْعَاوِي : (ج) حَوَّاهُ : যে ব্যক্তি মন্ত্র দিয়ে সর্প জড়ো করে।

যে ব্যক্তি অভিনব কীর্তি কলাপ করে।

فِي الْقُرْآنِ : وَالَّذِي أَخْرَجَ الْفَرْعَوْنَ نَجْعَلَهُ غَنَاءً أَحْوَى

مَادَّةُ : (ح. و. ي.)، خَمْسٌ : লুফিত মَقْرُون

مُرَادُفٌ : تَشْتِمِلُ، وَنَدٌ : تَتَعَرَّجُ

যথার্থ। অর্থবহ। প্রকৃত। তাৎপর্যবহ।

جَدُّ (ض) جَدًّا : উচ্চ মর্যাদাশীল হওয়া।

جَدَّةٌ - الْقُرْبُ : নতুন হওয়া।

جَدًّا - الشَّيْءُ : কর্তন করা।

(ض، ن) جَدًّا : চেষ্টা করা।

يَا حَايُ : فِي الْأَمْرِ : যাচাই করা। যত্নের সাথে কাজ আজ্ঞাম

দেওয়া। তাড়াহুড়া করা।

يَدُ الْأَمْرِ : কঠিন হওয়া।

(স) جَدَّدَا - النَّدَى : শুকিয়ে যাওয়া।

- جَدَّأَ، جَدَّأً : ভাগ্যবান হওয়া।

(تَفَعَّلَ) تَجَدَّدَا، (إِفْعَال) إِجْدَادًا : নবায়ন করা, নতুন করা।

أَجَدَّ - ثَوْبًا : নতুন কাপড় পরা।

- الْأَمْرَ : ভালোভাবে যাচাই করা।

- فَيُ الْأَمْرِ : গাঙ্গীর্থ অবলম্বন করা। চেষ্টা করা।

- الطَّرِيقَ : শক্ত ও সমতল হওয়া।

- الرَّجُلَ : শক্ত ও সমতল ভূমিতে চলা।

(مُفَاعَلَة) مُجَادَّةً - : কারো কাছে যাচাই করা।

(اسْتِفْعَال) اسْتَجَدَّادًا - الشَّيْءُ : নতুন হওয়া।

- الشَّيْءُ : নতুবা করা বা নতুন পাওয়া।

- الثَّوْبَ : নতুন পোশাক পরিধান করা।

(تَفَعَّلَ) تَجَدَّدَا - الشَّيْءُ : নতুন হওয়া।

أَجَدَّ (ج) جَدُّودَةً، جَدُّودًا، أَجْدَادًا : দাদা [পিতামহ], ানা

[মাতামহ]।

الْجَدُّ : ভাগ্য। মাহাত্ম্য। ভক্তি। আয়। নদীর তট।

الْجَدُّ : চেষ্টা। গাঙ্গীর্থ। তাড়াতাড়ি। সুপ্রমাণিত। সুপ্রতিষ্ঠিত।

الْجَدُّ : অংশ। ভাগ্য। পানি ভরা কূপ। মরু বিয়াবানের প্রান্তে

অবস্থিত সামান্য পানি। সমুদ্র সৈকত। যে কোনো কবুর কেনারা।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا

فِي الْحَدِيثِ : ثَلَاثُ جَدُّ هُنَّ جَدُّو هَزْلُهُنَّ جَدُّ

مَادَّةُ : (ج. د. د.) ، جِنْس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادٌ : حَقِيقَةٌ ، ضِدٌّ : هَزْلٌ

الْقَوْلُ : (ج) أَقْوَالٌ، (ج) أَقْوَالٌ (জ) কথ। বাণী। অভিযত।

মন্তব্য। বক্তব্য।

আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

فِي الْقُرْآنِ : فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا

مَادَّةُ : (ق. و. ل.) ، جِنْس : أَجَوَفٌ رَاوِي

مُرَادٌ : نَطْقٌ ، ضِدٌّ : فِعْلٌ

هَزْلٌ : রসিকতা। রসাত্মক কথা। অর্থহীন কথা।

(س) هَزَلًا، (ض) هَزَلًا : রসিকতা করা।

(ن) هَزَلًا، هَزَلًا : দুর্বল হওয়া, ক্ষীণকায় হওয়া।

(إِفْعَال) إِهْزَالَ، (تَفَعُّل) تَهْزِيلًا : দুর্বল ও ক্ষীর্ণ করা।

(مُفَاعَلَة) مُهَازَلَةً، هَزَالًا : রসিকতা করা।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ

مَادَّةُ : (و. ز. ل.) ، جِنْس : صَحِيعٌ

مُرَادٌ : مَزَاحٌ ، ضِدٌّ : جِدٌّ

وَرَقِيْبُ اللَّفْظِ وَجَزَلِهِ، وَغَرَّرَ الْبَيَانَ وَدَرَّرَهُ،
وَمُلِعَ الْأَدَبَ وَتَوَادَّرَهُ، إِلَى مَا وَشَحَّتْهَا بِهِ
مِنَ الْآيَاتِ،

অনুবাদ : সহজ-মিষ্ট ও সাবলীল শব্দ, চমকপ্রদ বর্ণনা ও তার মণি-মুক্তা এবং সাহিত্যের চটকদার ও দুর্লভ বিষয়াদি। এর পাশাপাশি তাকে আমি অলংকৃত করেছি [কুরআনের] আয়াত।

শাব্দিক অনুবাদ : সহজ-মিষ্ট اللَّفْظِ শব্দ ও জَزَلِهِ চমকপ্রদ الْبَيَانَ বর্ণনা وَدَرَّرَهُ তার মণি-মুক্তা مُلِعَ চটকদার الْأَدَبِ সাহিত্য وَتَوَادَّرَهُ দুর্লভ বিষয়াদি إِلَى مَا এর পাশাপাশি وَشَحَّتْهَا তাকে অলংকৃত করেছি مِنَ الْآيَاتِ কুরআনের আয়াত।

শব্দ বিশ্লেষণ

رَقِيْبٌ : (ج) أَرْقَأُ :
পাতলা হওয়া। হালকা। সহজ-মিষ্ট। নম্র।
(ض) رَقَّةٌ :
পাতলা হওয়া। হওয়া।
- كُهُ :
দয়া করা।
- وَجَّهٌ :
লজ্জা করা।
(ض) رَقَا :
দাস হওয়া, দাস থাকা।
- الرَّجُلُ :
দূরবস্থার শিকার হওয়া ও অর্থ-সম্পদ কমে যাওয়া।
(تَفْعِيل) تَرَقَّيْتُ :
পাতলা করা।
- اللَّفْظُ :
নরম স্বরে পড়া।
- الْكَلَامُ :
সুন্দরভাবে কথা বলা।
- مَتْنِبٌ :
ধীরে চলা।
- مَا بَيْنَ الْقَوْمِ :
বিবাদ সৃষ্টি করা।
فِي الْعَوِيْثِ :
إِنَّ أَبَاكَرَ رَجُلٍ رَقِيْبٌ
الْمَادَّةُ : (ر. ق. ق.)، جُنْسٌ :
مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
مُرَادٌ : سَهْلٌ، ضِدٌّ : صَعْبٌ
الْكَفْظُ : (ج) أَعْلَطُ :
উচ্চারিত শব্দ বা কথা।
(ض) (س) لَفْظٌ - الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ مِنْ قَبِهِ :
মুখ থেকে কিছু নিষ্ক্ষেপ করা। ফেলে দেওয়া।
- النِّعْرُ الشَّيْءُ :
নদীর কেন্দ্রায় নিষ্ক্ষেপ করা।
- فُلَانٌ نَفْسُهُ :
মরে যাওয়া।
- الرَّجُلُ :
মরে যাওয়া।
- بَ التَّيْلَافُ أَهْلُهَا :
বের করে দেওয়া।
কথা বলা। উচ্চারণ করা।
لَفْظٌ وَتَلَفُظٌ بِالْكَلِمِ :
নিষ্ক্ষেপ বন্ধ। উচ্চারিত শব্দ।
فِي الْقُرْآنِ : مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَيْنُهُ
الْمَادَّةُ : (ل. ف. ط.)، جُنْسٌ :
صَحِيحٌ -
مُرَادٌ : الْكَلِمَةُ، ضِدٌّ : التَّعْنِي -
جَزَلٌ (وَجَزَلٌ) : (ج) أَجَزَالُ، جَزَالٌ :
সাবলীল। প্রাঞ্জল। মোটা। বড়।
(ك) جَزَالَةٌ - الشَّيْءُ :
বড় হওয়া। মোটা হওয়া।

الْمَنْطِقُ :
প্রাঞ্জল ও সাবলীল হওয়া।
- الرَّجُلُ :
সুচিন্তিত ও দৃঢ় অভিমত পোষণকারী হওয়া।
(ض) جَزَلًا :
কর্তন করা, দুটুকরো করা।
(س) جَزَلًا - الْبَيْعُ أَوِ الْبَيْعُ :
গোকান্দা হওয়া।
فِي الْعَوِيْثِ : فَاجْتَمَعُوا إِلَيَّ حَقِيْبًا كَثِيْرًا جَزَلًا
الْمَادَّةُ : (ج. ز. ل.)، جُنْسٌ :
صَحِيحٌ
مُرَادٌ : الْفَصِيحُ / الْعَظِيْمُ، ضِدٌّ : غَيْرُ فَصِيحٍ / رَقِيْبٌ
(ج) غَرَّرَ : (و) غَرَّةٌ :
ঘোড়ার কপালের গুহতা।
غَرَّةٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ :
যে কোনো জিনিসের প্রথম ও সিংহভাগ।
غَرَّةٌ مِنَ الْقَوْمِ :
সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।
غَرَّةٌ مِنَ الرَّجُلِ :
চেহারা।
الْفَرَّةُ :
দাস/দাসী।
الْفَرَرُ :
মাসের প্রথম তিন রাত্রি।
আরবগণ চান্দ্রমাসকে তিনরাত্রি তিনরাত্রি করে বিভক্ত করে প্রত্যেক ভাগকে এক একটি হস্তত্ব নামে নামকরণ করে থাকে। যেমন প্রথম তিন রাত্রিকে বলা হয় ১. غَرَّةٌ তার পরের তিন রাত্রিকে বলা হয় ২. غَرَّةٌ এভাবে ক্রমানুসারে বলা হয় - ১. غَرَّةٌ، ২. غَرَّةٌ، ৩. غَرَّةٌ - ৪. غَرَّةٌ، ৫. غَرَّةٌ - ৬. غَرَّةٌ - ৭. غَرَّةٌ - ৮. غَرَّةٌ - ৯. غَرَّةٌ - ১০. غَرَّةٌ - ১১. غَرَّةٌ - ১২. غَرَّةٌ
(س) غَرَّةٌ، غَرَّةٌ، غَرَّةٌ :
সুন্দর ও গুহ হওয়া।
(ض) غَرَّةٌ، غَرَّةٌ :
অভিজ্ঞতা সবেও শিশুসুলভ কাজ করা।
(ن) غَرَّةٌ، غَرَّةٌ، غَرَّةٌ :
প্রতারণা করা, ধোকা দেওয়া।
(ن) غَرَّةٌ، غَرَّةٌ :
সম্ভ্রান্ত হওয়া, অনভিজ্ঞ হওয়া।
فِي الْعَوِيْثِ : سَوِ اسْتَطَاعَ يَنْتَكُمُ أَنْ يَطِيْلَ غَرَّةٌ فَلْيَقْمَلْ
الْمَادَّةُ : (غ. ر. ر.)، جُنْسٌ :
مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
مُرَادٌ : بَيَاضٌ، ضِدٌّ : سَوَادٌ
الْبَيَانَ :
এর তাহসীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।
(ج) دَرَّرَ، دَرَّرَ، دَرَّرَ :
বড় মুক্তা।

وَمَحَاسِنِ الْكِتَابَاتِ .

অনুবাদ : ও সুন্দর সুন্দর ইঙ্গিতবহ বাক্যাবলি দ্বারা ।

শাস্ত্রিক অনুবাদ : ও সুন্দর সুন্দর বাক্যাবলি দ্বারা الْكِتَابَاتِ ইঙ্গিতবহ ।

শব্দ বিশ্লেষণ

(ج) مَحَاسِنُ, (و) حُسْنٌ (خَلَاتٍ وَبَاسٍ) : সৌন্দর্য, রূপবত্তা ।

শোভা । মনোহারিতা । কনুইয়ের নিকটস্থ একটি হাড় ।

الْمَحَاسِنُ : শরীরের সুন্দর জায়গাগুলো ।

এক প্রকার ফুল, যা সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রস্ফুটিত ।

হয় এবং সূর্যোদয়ের পর শুকিয়ে যায় । যেহেতু এফুলের

সৌন্দর্য অতি সামান্য সময় টিকে থাকে তাই এ ফুলকে

حُسْنُ سَاعَةٍ [ক্ষণিকের সৌন্দর্য] বলা হয় ।

এক প্রকার পরাশ্রয়ী লতিকা, যার ফুল অতি

সুন্দর হয় ।

(ك) ن) حُسْنًا : সুন্দর হওয়া ।

(تَفْعِيلٌ) تَحْسِنًا - : সুন্দর বানানো, সজ্জিত করা ।

(مُفَاعَلَةٌ) مَحَاسِنَةً : সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা করা ।

নম্র ব্যবহার করা । সদ্যবহার করা । সৌন্দর্য নিয়ে গর্ব করা ।

বলা হয়—

إِنِّي لَأُحَاسِنُ بِكَ النَّاسَ : আমি তোমার সৌন্দর্য নিয়ে

মানুষের সাথে গর্ব করি ।

(إِفْعَالٌ) إِحْسَانًا : নেক কাজ করা । ভালোভাবে করা ।

সুন্দরভাবে তৈরি করা । ভালোভাবে জানা বা পারা ।

- إِيَّاهُ : সদ্যবহার করা ।

فَلَا بُحْسِينَ الْقِرَاءَةَ : সে ভালোভাবে পড়তে পারে ।

(تَفْعُلٌ) تَحْسِنًا : সুন্দর হওয়া । উত্তম হওয়া ।

ভালো মনে করা । : - : إِنْجِعَانًا -

بِالنَّفْسِ : لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ

مَادَّةُ : (ج-س-ن) , جَنَسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : جَيِّدٌ , ضِدٌّ : قَبِيحٌ

(ج) الْكِتَابَاتِ , (و) كِتَابَةٌ : ইঙ্গিত, ইশারা ।

الْكِتَابَةُ : لَفْظٌ أُرِيدَ بِهِ لَازِمٌ مَعْنَاهُ مَعَ جَوَازٍ إِرَادَةٍ

الْمَعْنَى الْأَصْلِي لِعَدَمِ وُجُودِ قَرِينَةٍ مَاتِعَةٍ مِنْ إِرَادَتِهِ :

“পরিভাষায় এমন শব্দকে كِتَابَةٌ বলে, যার অর্থের সাথে

সংশ্লিষ্ট বস্তুকে বুঝানো উদ্দেশ্য হয় এবং অন্য কোনো

অন্তরায় না থাকলে তার প্রকৃত অর্থও গ্রহণ করা যায় ।”

(ض) كِتَابَةٌ : একটা বলে অন্যটা উদ্দেশ্য করা, ইঙ্গিত করা ।

(إِفْعَالٌ) إِكْنَاءٌ , (تَفْعِيلٌ) تَكْنِيَةٌ , (ض) كُنْيَةٌ , كُنْبَةٌ

زَيْدًا بِأَيِّ فُلَانٍ : -অন্যের উপনাম রাখা, কুনিয়াত রাখা ।

(تَفْعُلٌ) تَكْنِيًا (إِفْعَالٌ) إِكْنَاءًا , بِكَدًّا : উপনাম গ্রহণ করা,

আখ্যাণোপন করা ।

بِالنَّحْوِ : مَنِ احْتَسَنَ بِكُنْيَتَيْهِ فَلَا يَتَسَمَّى بِإِسْمِهِ

مَادَّةُ : (ك-ن-ي) , جَنَسٌ : نَاقِصٌ

مُرَادٌ : الْإِشَارَاتُ , ضِدٌّ : التَّصْرِيحَاتُ

وَرَصَّعَتْ فِيهَا مِنَ الْأَمْثَالِ الْعَرَبِيَّةِ،
وَاللَّطَائِفِ الْأَدَبِيَّةِ، وَالْأَحَاجِي السَّخِيَّةِ،

অনুবাদ : এবং আমি তাতে খচিত করেছি আরবি প্রবাদ-প্রবচন, সাহিত্যিক মানসম্পন্ন রম্য রচনা, ব্যাকরণিক ধাঁধা।

শাব্দিক অনুবাদ : وَرَصَّعَتْ فِيهَا : এবং আমি তাতে খচিত করেছি مِنَ الْأَمْثَالِ : প্রবাদ-প্রবচন الْعَرَبِيَّةِ : আরবি اللَّطَائِفِ : রম্য রচনা الْأَدَبِيَّةِ : সাহিত্যিক মানসম্পন্ন وَالْأَحَاجِي : ধাঁধা السَّخِيَّةِ : ব্যাকরণিক।

শব্দ বিশ্লেষণ

আমি খচিত [সংযোজিত] করেছি : رَصَّعْتُ
(تَفَعَّلَ) تَرَصَّعًا تَرَصُّعًا أَوْغَيْرَهُ :
টুপি বা অন্য কিছুতে : মনিরত্ন খচিত করা বা সংযোজিত করা।
খড় ও খড়ি জড়ো করে পাখির নীড় :
রচনা করা।

(ن) رَصَّعًا - بِبَيْدٍ : খাল্লর মারা।
- بِالرَّمْعِ : শক্ত বর্শা নিক্ষেপ করা।
- النَّعْبِ : দুটি পাখরের মাঝে ফান্দে কিছুই বাঁচি রেখে পেশা।
(ن) رَصَّعًا، رَمُوعًا - بِالْمَكَانِ : কোথাও বসবাস করা।
(س) رَصَّعًا - بِاللَّيْلِ : এঁটে যাওয়া।
- بِالطَّبِيخِ : সুগন্ধিময় হওয়া।
- الْمَرْأَةُ رَصَّعًا : সজ্জা করা।
أَرَصَعَ (إِفْعَالَ) - بِالرَّمْعِ : শক্ত বর্শা নিক্ষেপ করা।
(تَفَعَّلَ) تَرَصَّعًا - بِاللَّيْلِ : সজ্জিত হওয়া। খচিত হওয়া।
সংযোজিত হওয়া।

فِي حَدِيثِ الْمَلَأَمَةِ : إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُرِصَعُ.
مَادَّةُ : (ر-ص-ع)، جُنْسٌ : صَرِيعُ
مُرَادُفٌ : أَلَصَفْتُ/صَفَّعْتُ، وَضَدٌ : طَرَحْتُ/مَدَفْتُ
(ج) الْأَمْثَالُ (و) مَثَلٌ : মতো, সদৃশ। প্রবাদ-প্রবচন।
শিক্ষা, প্রমাণ।

(ن) مَثَلًا : সাদৃশ্য হওয়া।
- الْقَتَرُ : উদ্ভিত হওয়া। অসমিত হওয়া।
- الْخَائِبُ : প্রতিমা প্রযুক্ত করা।
- الرَّجُلُ يَبِينُ يَدَى فُلَانٍ : কারো সামনে দণ্ডায়মান হওয়া।
(ك) مَثَلًا : উক্ত্য হওয়া। আদর্শপূর্ণ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
مَادَّةُ : (م-ث-ل), جُنْسٌ : صَرِيعُ
مُرَادُفٌ : مَضَاجِجٌ، وَضَدٌ : أَضْدَادُ
الْعَرَبِيَّةِ : আরবি ভাষায় ব্যবহৃত। আরবি সংক্রান্ত, আরবি :
সম্পর্কিত। আরবি ভাষা। আরব দেশীয়।

اللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ : আরবি ভাষা।
الْأَعْرَابُ : (ج) أَعْرَابٌ : আরব বেদুইন।
(ك) عَرَبًا، عَرُوبًا، عُرُوبًا، عُرُوبِيَّةً، عَرَابِيَّةً :
বিশুদ্ধ ও প্রাজ্ঞ আরবি ভাষায় কথা বলা। বিশুদ্ধ ও প্রাজ্ঞ
আরবি ভাষা হওয়া।

(س) عَرَبًا : পেটের পাকযন্ত্র নষ্ট হয়ে যাওয়া।
- الْمُرُجُ : ক্ষতস্থান ফুলে ও পেকে যাওয়া।
- الْيُسْرُ : কৃপে প্রচুর পানি থাকা।
- الرَّجُلُ : মুখের জড়তা কাটিয়ে উঠার পর প্রাজ্ঞ।
ভাষী হওয়া।

(ض) عَرَبًا - الطَّعَامُ : খাওয়া।
(تَفَعَّلَ) تَعَرَّبًا - الْمَتَطَوَّلُ : কাথোপকথনকে ইরাবগত।
ভুল থেকে মুক্ত করা।

- الْكِتَابُ : আরবি ভাষায় অনুবাদ করা।
- عَلَيْهِ يَفْعَلُ : কারও কাজের মন্দত্ব বলে দেওয়া।
- قَوْلُهُ : উপেক্ষা করা।

(إِفْعَالَ) فَرَّأًا - الشَّيْءُ : প্রকাশ করা।
- الْكَلَامُ : বিশুদ্ধ ও সাবলীলভাবে বক্তব্য পেশ করা।
فِي الْقُرْآنِ : وَهَذَا لِسَانُ عَرَبِيٍّ مُبِينٌ .
مَادَّةُ : (ع-ر-ب), جُنْسٌ : صَرِيعُ
مُرَادُفٌ : لُغَةُ الصَّادِ، وَضَدٌ : أَلْعَجِيبَةُ

চিত্তাকর্ষক উক্তি। রম্য গল্প : (ج) اللَّطَائِفُ (و) لَطِيفٌ
মনোরম কথা। তত্ত্বপূর্ণ বক্তব্য :

(ن) لَطِيفًا - يَلُفُّ وَيَلُفُّ : অনুগ্রহ করা।
(ك) لَطِيفًا : لَطَافَةٌ : সূক্ষ্ম হওয়া। ক্ষুদ্র হওয়া।

নম্র হওয়া : كَلَامُهُ -

(تَفَعُّلٌ) تَلَطَّفًا - اللَّيْسُ : নরম করা, সূক্ষ্ম করা।

ভালো ব্যবহার করা, সদ্ব্যবহার করা : (مُفَاعَلَةٌ) مُلَاطَفَةً -
নম্র ভাষায় কথা বলা।

(إِنْعَالٌ) إِنْطَافًا - السُّؤَالُ : সুন্দরভাবে আবেদন করা বা চাওয়া।
(تَفَعُّلٌ) تَلَطَّفًا : বিনয় প্রকাশ করা।

কৌশল করে গোপন কথা জেনে নেওয়া : بِه -

নম্র ব্যবহার করা : (أَمْرٌ) أَمْرًا -

فِي الْقُرْآنِ : وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ -

مَاذَه : (ل - ط - ف) ، جَنَسٌ صَحِيحٌ

مُرَادٌ : مَلْعَةٌ ، ضِدٌّ جِدٌّ

الْأَدَبِيَّةُ : সাহিত্য সংক্রান্ত, সাহিত্য সম্পর্কিত। সাহিত্যমান :
-সম্পন্ন। এ শব্দের তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

فِي الْحَدِيثِ : إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَادِيَةُ اللّٰهِ فِي الْأَرْضِ
فَتَعَلَّمُوا مِنْ مَادِيَتِهِ -

مَاذَه : (أ - د - ب) ، جَنَسٌ مَهْمُوزٌ قَاءٌ

مُرَادٌ : اللَّبِيفَةُ/الْفَصِيحَةُ ، ضِدٌّ : الرَّدِيئَةُ

(ج) الْأَحَاجِي (و) أَحْجَرٌ ، أُحْجِيَةٌ : ধাঁধা। কৌতুহলজনক বাক্য।

الْحِجْلِيُّ وَالْحِجَا : (و) أَحْجَأٌ : বুদ্ধি। চাতুর্য। পর্দা।

কেনারা। কোণ।

(مُفَاعَلَةٌ) مُحَاجَاةٌ : ধাঁধা পেশ করা। জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তায়

মোকাবিলা করা।

حَاجَيْتُهُ فَحَجَّوْنِي : আমি বুদ্ধিমত্তায় তার মোকাবিলা করছি।

এবং আমি বিজয়ী হয়েছি।

فِي الْحَدِيثِ : حَتَّى يَفُكُوا ثَلَاثَةً مِنْ ذَوَى الْحِجْمِ

مَاذَه : (ح - ج - ي) ، جَنَسٌ : تَائِيصٌ

مُرَادٌ : الثَّلَاثُ ، ضِدٌّ جِدٌّ

النَّخْوَةُ : নাহবসংক্রান্ত, নাহববিষয়ক।

(ن) نَخْوًا - النَّسْرُ : ইচ্ছা করা।

نَحْنُوْنَكَ : অনুসরণ করা।

نَحْوُ শব্দটি কতিপয় অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১. ইচ্ছা। যেমন- : نَحْوْتُ هَذَا نَحْوًا : আমি এটা ইচ্ছা করেছি।

২. দিক। যেমন- : هُنَّ نَحْوُ النَّبِيِّ عَامِدَاتٌ : তারা গৃহের
দিকে ফিরছে।

৩. সদৃশ। মতো। যেমন- : هَذَا نَحْوُهُ : এটা তার মতো বা
তত্ত্বসদৃশ।

৪. প্রকার। যেমন- : هَذَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْعَاءٍ : এটা চার প্রকার।

৫. পথ। যেমন- : هَذَا النَّحْوُ السَّوِيُّ : এটাই সরল পথ।

৬. সাবলীলতা। যেমন- : مَا أَحْسَنَ نَحْوَكُ فِي الْكَلَامِ : তোমার
ভাষা কতই না সাবলীল।

৭. ফেরানো। যেমন- : نَحَوْتُ بَصَرِي الْبَيْتَ : আমি তার
প্রতি আমার দৃষ্টি ফিরিয়েছি।

فِي الْحَدِيثِ : لَا تَزُولُ الْقُرْآنُ عَلَى نَحْوٍ مِثْلَ قَالَ عُمَرُ
مَاذَه : (ن - ج - و) ، جَنَسٌ : تَائِيصٌ وَأَوَى

বাক্য বিশ্লেষণ

إِلَى الْإِنْفَالِ مِنْ مُبَيَّنٍّ : আর এবং এটা
مِنْ الْأَمْثَالِ : আর এবং এটা
مِنْ الْأَمْثَالِ : আর এবং এটা

بَيِّنٌ : হালো তার
بَيِّنٌ : হালো তার

أَخْبَرَنِي مَقَامَاتٍ : আর এবং এটা
أَخْبَرَنِي مَقَامَاتٍ : আর এবং এটা

বালাগাত

এখানে تَفَضُّلِهِ কে সুন্দরী মহিলার সাথে দেওয়া

হয়েছে। এখানে تَفَضُّلِهِ উল্লিখিত হয়েছে।

করা হয়নি। সূত্রাং এতে إِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ হয়েছে। আর

সুন্দরী মহিলার জন্য تَرْصِيعٌ হলো তৈরি। এবং এটা

এর জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে, তাই এতে إِسْتِعَارَةٌ

হয়েছে।

যে রমণীকে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া : **الْخُطْبُ : (ج) أَخْطَبُ** ।
হয় । যে পুরুষ বিবাহের প্রস্তাব দেয় ।

অবস্থা : কঠিন বিষয় : **الْخُطْبُ : (ج) خُطُوبٌ** ।
আলোচনা বক্তব্য

বক্তৃতা করা, ভাষণ দেওয়া : **(ن) خُطِبَ، خُطَابٌ** ।

বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া : **(ن) خُطِبَ، خُطْبَةٌ** ।

লাল বা হলুদ রঙ মিশ্রিত কালো বর্ণ হওয়া : **(س) خُطِبَ** ।

কারো সাথে : **(مُفَاعَلَةٌ) مَخَاطَبَةٌ، (تَفَاعُلٌ) تَخَاطَبٌ** ।

কথা বলা বা আলোচনা করা ।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَا تَخَاطَبُنِي فِي الذِّينِ ظُلُمًا .

مَاذُ : (خ. ط. ب) ، جَنَسٌ صَحِيحٌ

مُرَادٌ : الْمُعَاظَرَةُ ، ضِدُّ : الْكِتَابَةُ

السَّحْبَةُ : سالنকার, অলঙ্কারযুক্ত, সজ্জিত, সুশোভিত ।

সজ্জিত করা । সুশোভিত : **(تَفْعِيلٌ) تَعَجُّبٌ - الشَّيْءُ** :

করা । কারুকার্য করা ।

কালি দ্বারা ভর্তি করা : **السَّوَاءُ : -**

উৎকৃষ্টভাবে প্রকাশ করা : **الكَلَامُ أَوْ الشَّيْءُ -**

সজ্জিত করা । সুশোভিত করা : **حَبْر (ن) حَبْرًا - الشَّيْءُ** :

কারুকার্য করা ।

(ن) حَبْرًا، حَبْرَةً (إِفْعَالٌ) أَحْبَارًا : -

(س) حُبْرًا، حُبْرًا : -

মোলায়েম ও কারুকার্য স্বচিৎ চাদর । **(ج) حَبْرٌ** :

আলেম, জ্ঞানী । **(ج) حُبْرٌ، أَحْبَارٌ** :

নেয়ামত ।

العَبِيرُ الْأَعْظَمُ : পোশ, ইহুদিদের বড় পণ্ডিত ।

العَبِيرُ : (ج) حَبْرٌ : কালি । সৌন্দর্য । কারুকার্য । দাঁতের হরিত্রাভ

فِي الْقُرْآنِ : أَدْخَلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ

مَاذُ : (ح. ب. ر) ، جَنَسٌ صَحِيحٌ

مُرَادٌ : الْمَوْشَعَةُ ، ضِدُّ : الْمَسَاجِدُ

উপদেশ, নসিহত : **(و) الْمَوْشَعَةُ** :

উপদেশ দেওয়া নসিহত করা । অপরাধের : **(م) رَغَطًا، عِطَةً** :

জন্য অনুশোচনা জাগ্রত করে এবং সংশোধনের জন্য ঈশ্বর

করে একপ কথা স্বরণ করিয়ে দেওয়া ।

উপদেশ গ্রহণ করা । উপদেশ মোতাবেক : **(إِتِمَالٌ) إِمَاتًا** :

আমল করা ।

উপদেশদাতা, ওয়ায়েজ : **(ج) وَعَظًا، وَأَعْظُونَ** :

অধিক উপদেশদাতা : **وَعَظًا** :

وَعِظَةً : (ج) وَعَظَاتٌ، عِظَةٌ : (ج) عِظَاتٌ، مَوْعِظَةٌ :

ওয়ায়েজ, নসিহত, উপদেশ : **(ج) مَوْعِظَةٌ** :

فِي الْقُرْآنِ : هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهَذِي مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ

مَاذُ : و. ع. ط. جَنَسٌ : مِثَالٌ

مُرَادٌ : التَّصْبِيحَةُ ، ضِدُّ : التَّوَسُّعُ

ক্রন্দনোদ্বেগকর : **(فَا) مَوْ، إِفْعَالٌ، مَصْدُ : إِبْكَاءُ** :

(إِفْعَالٌ) إِبْكَاءُ، (تَفْعِيلٌ) تَبْكِيَةٌ، (إِسْتِفْعَالٌ) اسْتَبْكَا :

ক্রন্দন করানো ।

কান্নার ভান করা, কৃত্রিম কৌশল অবলম্বন : **(تَفَاعُلٌ) تَيَاكِبُ** :

করে ক্রন্দন করা ।

(م) يَكِي : -

মৃতের জন্য ক্রন্দন করা : **يَكِي - الْحَيَّاتُ** :

অধিক ক্রন্দনশীল : **أَلْيَكِي** :

ক্রন্দন, আহাজারি : **أَلْيَكِي، أَلْيَكِي** :

আহাজারি, বিলাপ : **بُكَاءُ** :

বুকা : -

নীরব অশ্রু বিসর্জন । বিগলিত অশ্রু : **بُكَاءُ** :

فِي الْقُرْآنِ : وَإِنَّهُ أَوْ أَشَدُّكُمْ وَأَبْكِي

مَاذُ : (ب. ل. ي) ، جَنَسٌ نَاقِصٌ يَمَانِي

مُرَادٌ : الْمُسْتَدْمِعَةُ ، ضِدُّ : الْمُسْتَحْكِمَةُ

وَالْأَضَاجِيكَ الْمُلْهَبَةِ، مِمَّا أَمْلَيْتَ جَمِيعَهُ
عَلَى لِسَانِ أَبِي زَيْدِ السُّرُجِيِّ، وَأَسْنَدْتُ
رَوَايَتَهُ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ هَمَامٍ الْبَصْرِيِّ.

অনুবাদ : ও মনোরম হাস্য-রসাত্মক কথাবার্তা। এর
সবকিছুই আমি আবু য়াদ সারাজীর ভাষায় লিখিয়েছি
এবং তার বর্ণনা হারেস ইবনে হাম্মাম বসরীর নামে
উপস্থাপন করেছি।

শাসনিক অনুবাদ : الْمُلْهَبَةِ মনোরম হাস্য-রসাত্মক কথাবার্তা। মِمَّا যা কিছু
أَمْلَيْتَ আমি লিখিয়েছি جَمِيعَهُ
সবকিছুই عَلَى لِسَانِ أَبِي زَيْدِ السُّرُجِيِّ আবু য়াদ সারাজীর ভাষায়
وَأَسْنَدْتُ এবং উপস্থাপন করেছি رَوَايَتَهُ তার বর্ণনা
إِلَى الْحَارِثِ بْنِ هَمَامٍ الْبَصْرِيِّ হারেস ইবনে হাম্মাম বসরীর নামে।

শব্দ বিশ্লেষণ

হাস্যকর বস্তু বা বিষয় : (ج) الْأَضَاجِيكَ، (و) الْأَضْعُوكَةُ
হাস্যজনকগল্প-কাহিনী।

صُعْكَةً : যাকে দেখে মানুষ অধিক হাসে।

صُعْكَةً : যে বেশি হাসে। যে মানুষকে নিয়ে হাসে।

(س) صَعِكَ، صَعِكَ، صَعِكَ : হাসা।

(إِفْعَال) إِصْعَكًا : হাসানো।

الْصُعُكُ : সাদা দাঁত। মুকুল। ফেনা। বরফ। পথের মধ্যস্থল।

বিশ্বয়, মধু বা মোমামিশ্রিত মধু, খেজুরের প্রস্তুতিত ফল।

فِي الْقُرْآنِ : فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا .

مَادَهُ : (ض-ح-ك)، جِنْس : صَبِيع

مُرَاوُن : الْمَضْحَكَةُ، ضِدُّ الْمَبْكِيَّةِ

الْمُلْهَبَةِ : (فـا، مـز، إِفْعَال، مَص : إِلْهَاء) : মনোরম,

মনোহর, চিত্তাকর্ষক।

(إِفْعَال) إِلْهَاء : মনকে কোনো বিষয় থেকে অন্যদিকে : নিবিষ্ট করে দেওয়া।

- فَلَا تُلَاقُوا دَانَ كَرًا : প্রচুর দান করা।

- الرَّحْمِ وَيَنْهَى وَلَهَا : শব্দ ভাষার কালে শব্দ টেলে দেওয়া।

- فَلَا تُنْفِئُ الشَّيْءَ : অকম হয়ে ছেড়ে দেওয়া।

(ن) لَهَا - الرَّجُلُ : খেলা করা।

- يَه : আসক্ত হওয়া। অনুরাগী হওয়া। পছন্দ করা।

- عَنِ الشَّيْءِ : উদাসীন হওয়া। ভুলে যাওয়া। শ্রবণ না করা।

(س) لَهَى - يَكْدًا : ভালোবাসা।

সাম্প্রদায়িক : উদাসীন হওয়া।

আলোচনা না করা। বিরুদ্ধ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : لَا تُلْهَيْكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
/ أَلْهَأَكُمُ الشَّكَاوَةُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

مَادَهُ : (ل-ه-و)، جِنْس : نَاقِصٌ وَارِئٌ

مُرَاوُن : الْمَغْفِلَةُ، ضِدُّ الْمَذْكُورَةِ

أَمْلَيْتُ : আমি লিখিয়েছি।

(إِفْعَال) إِتْلَاءً : নিজে বলা এবং অন্যের দ্বারা দেখানো।

লিপিবদ্ধ করানো। এই একই অর্থে اَمَّلَ اَمْلًا - ও ব্যবহৃত হয়।

- اللَّهُ فُلَانًا عُمَرُ : বয়স বৃদ্ধি করে দেওয়া। দীর্ঘ সময়

উপকৃত হতে দেওয়া।

- اَلْبَيْتِ وَالْبَيْتِ : বন্ধন শিথিল করে দেওয়া।

- اللَّهُ الظَّالِمَ وَلَهُ : অবকাশ দেওয়া।

- عَلَيْهِ الزَّمَنُ : দীর্ঘ হওয়া।

(ن) مَلَوْ - اَلْبَيْتِ : দ্রুত চলা।

(تَفْعِيل) تَحْلِيَةً - اللَّهُ عُمَرُ : বয়স বৃদ্ধি করে দেওয়া।

(تَفْعِيل) تَحْلِيَةً - اللَّهُ عُمَرُ : বয়স দীর্ঘ হওয়া।

- الشَّيْءِ : দীর্ঘসময় উপকৃত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ

تُسَمَّى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا -

مَادَهُ : (م-ل-و)، جِنْس : نَاقِصٌ وَارِئٌ

مُرَاوُن : أَمْلَيْتُ، ضِدُّ أَذْكُرْتُ

جَمِيعٌ : সর্ব, সবকিছু, সমস্ত।

رَأَى جَمِيعٌ : সঠিক অভিমত।

(ف) جَمَعًا : একত্র করা ; জমা করা ।

- (إِفْعَال) إَجْمَاعًا - الْقَوْمُ : একমত হওয়া ।

একত্র করা। : - مَآكَانَ مُتَفَرِّقًا

– الْأَمْرُ وَعَلَى الْأَمْرِ : नृप इच्छा कर्ता ।

فِي الْقُرْآنِ : وَإِنَّ كُلَّ لِسَانٍ لَّيَدِينَا مَعْضُرُونَ .

مَادَّةُ : (ج - م - ع) ، جِنْسٌ : صَحِيعٌ

مُرَادِفٌ : كُلُّ ، ضِدٌّ : بَعْضٌ

ভাষা, রসনা, জিহবা : لِسَانٌ

এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

فِي الْقُرْآنِ : وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ

مَادَّةُ : (ل . س . ن) ، جنس : صَحِيع

مُرَادِفٌ : لُفَّةٌ ، رِضْدٌ : حَضَرٌ

আকামাতে হারীরীতে বর্ণিত গল্পগুলোর : أَبُو زَيْدٍ السَّرُوجِيُّ

মূল নায়কের কল্পিত নাম ।

و.و.و
: مسووح :

ইরাকের ফোয়াত নদীর পূর্ব তীরবর্তী হাক্কান শহরের নিকটস্থ

একটি প্রাচীন শহর বা জনপদ। ১৭ হিজরিতে হযরত ওমর (রা)-এর খেলাফত আমলে বিশিষ্ট সাহাবী হুমায়দ ইয়াম

ইবনে গানম (রা.)-এর হাতে সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে এ শহর

বিজ্ঞিত হয়।

আমি উপস্থাপন করেছি। : **أَشَدُّ**

(إِنْعَام) إِنْشَادًا - فِي الْجَبَلِ : ।

পাহাড়ে আরোহণ করানো : - فِي الْجَبَلِ :

- فِي الْعَذْرِ : দৌড়াতে চেষ্টা করা ।

- إِنْ شَاءَ اللَّهُ: ঠিক দিয়ে রাখা।

- اَلْعَبِيْثُ اِلٰى فُلَانٍ : কারো সূত্রে কোনো কথা

উপস্থাপন করা।

(ن) سَنَدًا، اسْتِنَادًا، (تَفَاعُل) تَسَانَدًا - اِلَيْهِ رَاثًا

পাহাড়ে আরোহণ করা : **سَدَّ فِي الْحَلِّ** :

চল্লিশের কাছাকাছি হওয়া : - لِلْأَرْبَعِينَ :

- ذَنْبُ النَّاتَةِ : উটনীর লেজ ডান বা বাম নিভয়ে লাগা।

এক প্রকার চাদর পরিধান করা : **تَغْيِيلُ تَسْنِيدًا** :

- الشَّيْءُ : ঠেক দিয়ে মজবুত করা ।

وَالْقُرْآنُ : وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خَشْبٌ مُسْنَدٌ

نَادَا: س - ن - د جنس : صَحِيح

برادین : عزیت، ضد : نصبت

وَايَةٌ : दर्शना ।

এ শব্দের তাৎক্ষীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

মাকামাতে হারীর গল্পগুলোর : نَعَارِثُ بْنُ هَمَامٍ

କଲ୍ପିତ ବର୍ଣ୍ଣନାକାରୀର ନାମ ।

وَمَا قَصَدْتُ بِالْإِخْمَاصِ فِيهِ إِلَّا تَنْشِيطَ
قَارِنِيهِ، وَتَكْثِيرَ سَوَادِ طَالِيئِهِ،

অনুবাদ : এবং আমি এতে বর্ণনার ধারা পরিবর্তন করার
দ্বারা [অথবা এতে টকের মিশ্রণ ঘটানোর দ্বারা] কেবল
এর পাঠকবর্গকে আনন্দ দান করার এবং এর প্রতি
অনুরাগীদের দল বৃদ্ধি করার ইচ্ছা করেছি।

শাব্বিক অনুবাদ : وَمَا قَصَدْتُ : এবং ইচ্ছা করিনি بِالْإِخْمَاصِ বর্ণনার ধারা পরিবর্তন করার দ্বারা فِيهِ এতে أَنَا কেবল/
তবে/ওধুমাত্র تَنْشِيطَ আনন্দ দান করা قَارِنِيهِ এর পাঠকবর্গকে وَتَكْثِيرَ سَوَادِ দল বৃদ্ধি করা طَالِيئِهِ এর প্রতি
অনুরাগীদের।

শব্দ বিশ্লেষণ

مَا قَصَدْتُ : আমি ইচ্ছা করিনি।

(ض) قَصَدًا - الطَّرِيقُ : সোজা ও সরল হওয়া।

- الشَّاعِرُ : কাসীদা [কবিতা] রচনা করা।

- لَهُ وَالْبَيْرُ : ইচ্ছা করে অভিযুক্তী হওয়া। কোনো ব্যক্তি :

বা স্থানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া।

- فِي الْأَمْرِ : মধ্যপন্থা অবলম্বন করা।

- فِي النُّعْمِ : ন্যায় বিচার করা, পক্ষপাতিত্ব না করা।

- فِي النَّفَقِ : ভরসাম্য বজায় রেখে ব্যয় করা।

- فِي مَقْصِدِهِ : স্বাভাবিক ভাবে চলা।

(تَفْعِيل) تَقْصِيدًا - الشَّاعِرُ : কাসীদা রচনা করা।

- الْقَصَائِدُ : কাসীদা সংশোধন করা, কবিতা সম্পাদনা করা।

(اِقْتِمَال) اِقْتِمَادًا - فِي الْأَمْرِ : মধ্যপন্থা অবলম্বন করা।

আয়-ব্যয়ে ভারসাম্য রক্ষা করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَقْبَضَ فِي مَنِيكَ وَأَغْضَضَ مِنْ صَوْتِكَ

مَا دَه : (ق. ص. د) : جَس : صَجِيع

مُرَادُف : أَرَدْتُ / تَوَيْتُ، وَنَدَّ : أَعْرَضْتُ

بِالْإِخْمَاصِ : বর্ণনার ধারা পরিবর্তন করা।

إِنْعَال : إِخْمَاصًا - الْقَوْمُ : ব্রীতিকর আলাপ-আলোচনায়

মনোনিবেশ করা।

- لِسَانِيَّةٌ : গবাদিপশুকে অন্নবাদ্যুক্ত ও লবণাক্ত ঘাস খাওয়ানো।

- الْمَكَانُ : কোনো স্থানে অন্নবাদ্যুক্ত ও লবণাক্ত ঘাস :

বেশি হওয়া।

- الثَّرَى : অন্নবাদ্যুক্ত ও লবণাক্ত করা।

- فِي الْكَلَامِ : কোনো ভাবিক বিষয়ের দীর্ঘ আলোচনার :

পর মন বিরক্ত হয়ে উঠলে মনকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য

রসালোপের অবতারণা করা। আলোচনার ধারা পরিবর্তন করা।

(ن) حَفَظًا - عَنَّهُ : অপহরণ করা।

- بِم : অগ্রহ করা।

حَفَظَ (ن) حَفَظًا، (س) حَفَظًا، (ك) حَفَظَةً :

অন্নবাদ্যুক্ত হওয়া, টক হওয়া।

(تَفْعِيل) تَعْمِيصًا : ক্রী় সাথে অবৈধ পন্থায় উপগত হওয়া।

فِي الْعَيْنِ : الْأَذُنُ مَجَاجَةً وَلِيَنْفَسَ حَفَظَةً.

مَا دَه : (ح. م. ض) : جَس : صَجِيع

مُرَادُف : الْمَرَاة / الْإِنْفِاقَات

تَنْشِيطٌ : আনন্দ দান করা।

(تَفْعِيل) تَنْشِيطًا : প্রাণবন্ত করে তোলা।

- إِلَى أَوْ فِي الْمَمَلِ : কর্মতৎপর ও প্রাণচঞ্চল করে :

তোলা। উৎসাহ দেওয়া।

- الْعَبَلُ : রশিতে গিরা দেওয়া।

(إِنْعَال) إِنْعَالًا - فَلَا تَأْكُلْ : কর্মতৎপর করা।

- الْعَبَلُ : রশিতে গিরা দেওয়া।

- الْمُغْفَةِ : গিরা খুলে দেওয়া।

- الْبَحْرِ مِنْ عَقَالِهِ : গিরা খুলে দেওয়া।

- الْكَلَامُ السَّابِقُ : পুঁজ করা।

(تَفْعِيل) تَنْشِيطًا : প্রফুল্ল হওয়া।

- لِيَمْلَأَ : কর্মোদ্যমী হওয়া।

(ن) تَشْطًا - مِنَ التَّكَاثُرِ : বের হওয়া।

أَذْبَتِ الشَّأُ : একটি মাত্র বাহ্য : এসব করা :
رَسَفَدَ وَتَقَدَّرَ : কে কো মতামতের ব্যাপারে একতয়েমি করা :

فِي الْحَدِيثِ : صَلَاةُ الْجَسَاعَةِ تَعْدِلُ خَسًا وَعَشِيرَةً
مِنْ صَلَاةِ الْفَرِّ :

سَادَهُ : (ফ-ড-ড) , جَس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
مُرَادٌ : السَّنْدُودُ/الْمَقْفُولَةُ : جَس : السَّنْدُودُ/تَوَامَةُ
أَسَسْتُ : আমি ভিত্তি স্থাপন করেছি :

(تَفْعِيلٌ) تَأْسِيسًا , (ن-س-ا) - الدَّر : ভিত্তি স্থাপন করা :
(تَفْعِيلٌ) تَأْسِيسًا : ভিত্তি স্থাপিত হওয়া :

أَسَّ , إَسَّ , أَسَّ : (ج) إَسَّ
أَسَّ , أَسَّ : (ج) إَسَّ : বুনিয়াদ, ভিত্তি :
أَسَّ : (ج) إَسَّ , أَسَّ : যে কোনো জিনিসের চিহ্ন ,
أَسَّ : নির্দশন । চুলায় অবশিষ্ট ছাই । ভস্ম । হৃদপিণ্ড ।

أَسَّ : চুগলখোর ।
فِي الْقُرْآنِ : لَسَجِدَ أَسَّ عَلَى التَّقْوَى .

سَادَهُ : (ا-স-স) , جَس : مُضَاعَفٌ
مُرَادٌ : بَنَيْتُ/أَرَسْتُ : جَس : هَدَمْتُ
بَنَيْتُ : (ج) بَنَيْتُ , بَنَيْتُ : ইমারত , বিস্তার , ভিত্তি :
بَنَيْتُ : ছাঁচ , ফর্মা , আকৃতি , স্বভাব :
بَنَيْتُ : শব্দের গঠন- আকৃতি ও শব্দমূল :

بَنَيْتُ : ইমারত ।
الْبَانِي : (ج) بَنَاءٌ : নির্মাতা, প্রতিষ্ঠাতা :

بَنَاءٌ : (ج) أَبْنَيْتُ , (ج) أَبْنَيْتُ : ইমারত ।
(ض) بَنَاءٌ , بَنَاءٌ , بَنَاءٌ : নির্মাণ করা । প্রতিষ্ঠা করা ।

الْأَرَسَ : - বসতি গড়ে তোলা । বাড়ি-ঘর বানানো ।
- عَلَى أَعْلَاهُ وَهَمًا : বাসর রাত যাপন করা ।
- الرَّجُلُ : - সঘাযবহর করা ।
- الطَّمَامُ يَدْنُهُ : - পুষ্ট করা ।

- الْكَيْمَةُ : - মাবনী পড়া । মাবনী সাবানু করা ।
- الصَّلَاةُ : - নামাজের 'বিনা' করা । অর্থাৎ নামাজের
মাঝখানের বা শেষের অংশ পূর্ণ করা ।

فِي الْقُرْآنِ : كَانَهُمْ بَنَاءٌ مَرْصُوعٌ
سَادَهُ : (ب-ন-ي) , جَس : تَأْسِيسٌ يَأْسِي
مُرَادٌ : أَسَّ , جَس : سَطَعَ

الْقَامَةُ : এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে ।

حُلُوْءَانٍ নামক স্থানের সাথে : (نَبْءٌ) مُؤَثَّ :
সম্পর্কিত । হুলওয়ানে অবস্থিত । হুলওয়ানের অধিবাসিনী

الْقَامَةُ الْحُلُوْءَانِيَّةُ : [২য় মাকামা]
হুলওয়ান : বাগদাদ ও হামাদানের মধ্যবর্তী একটি জায়গার
নাম । এছাড়া মিসরেরও একটি স্থানের নাম হুলওয়ান । এখানে
প্রথমটি উদ্দেশ্য ।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : لَمْ أَوْدِعْهُ مِنَ الْأَشْعَارِ :
এখানে مِنْ অতিরিক্ত অজেন্বে সিমফাত ও মাউসুফ
মিলে الْأَشْعَارِ مِنَ الْمُتَعَفِّلِي مِنْهُ হলো
مِنْهُ مُتَعَفِّلِي ও مُتَعَفِّلِي مِنْهُ অতঃপর مِنْهُ
مَفْعُولُ بِهِ -এর- لَمْ أَوْدِعْهُ

বালাগাত

قَوْلُهُ : بَنَيْتُ الْقَامَةَ الْحُلُوْءَانِيَّةَ
এখানে الْقَامَةَ কে একটি সুউচ্চ প্রাসাদের সাথে
بَنَيْتُ بِهِ দেওয়া হয়েছে । অতঃপর مُتَعَفِّلِي করে
উল্লেখ করে ইমারত করা হয়েছে । তাই এখানে
إِسْعَارَةُ مُكْنِيَّةُ হয়েছে । আর সুউচ্চ প্রাসাদের জন্য
ভিত্তি (بَنَيْتُ) লাজেম, তাই
إِسْعَارَةُ مُتَعَفِّلِي হয়েছে । -এর মধ্যে

জাতব্য : পৃথক দুটি প্রোকের একটি হলো আবু উবাদাহ বৃহত্তরী
রচিত । দ্বিতীয় মাকামায় উল্লিখিত উক্ত প্রোকটি এই :
كَانَتْ تَسْمَعُ عَنْ لَوْلُو * مُنْطَرِدَ أَرْبَعِ أَوْ أَرْبَعِ
অপর প্রোকটি আবুল ফারাজ দিমানকী রচিত । দ্বিতীয়
মাকামায় উল্লিখিত উক্ত প্রোকটি এই :

فَانْطَرَتْ لَوْلُوًا مِنْ تَرْجَمٍ وَتَقَتْ *
رَوْدًا وَعَصَتْ عَلَى الْعَنَابِ بِالنَّبَرِ
সংযুক্ত দুটি প্রোক আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনুস সুকারার
রচিত । ২৫তম মাকামায় উক্ত প্রোক দুটি এই :

جَاءَ الشَّيْءُ وَعَيْنِي مِنْ حَوَانِهِ *
سَبَّحَ إِذَا الْفَطْرَ عَنْ حَاجَاتِنَا حَبَسَ
كُنْ وَكَيْسَ وَكَانُونَ وَكَاسَ طَلَا *
بعد الكباب وكس ناعم وكسا

وَأَخْرَجْنِ تَوَآمِينَ صَمْنَتُهُمَا خَوَاتِمَ
الْمَقَامَةِ الْكَرَجِيَّةِ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَخَاطِرِي
أَبُو عَزْدِهِ،

অনুবাদ : এবং অপর দু'টি সংযুক্ত শ্লোক — যে দুটিকে আমি কারাজের গল্পের শেষভাগে সন্নিবেশিত করেছি — ব্যতীত আর কিছু এতে লিপিবদ্ধ করিনি।^১ আর এতদভিন্ন যা রয়েছে আমার ভাব-কল্পনাই তার প্রথম উদ্ভাবক।

শাব্দিক অনুবাদ : وَأَخْرَجْنِ সংযুক্ত শ্লোক দু'টি তَوَآمِينَ এবং : صَمْنَتُهُمَا যে দু'টিকে আমি সন্নিবেশিত করেছি : خَوَاتِمَ শেষভাগ : الْمَقَامَةِ الْكَرَجِيَّةِ কারাজের গল্প : وَمَا عَدَا ذَلِكَ আর এতদভিন্ন যা রয়েছে : فَخَاطِرِي আমার ভাব-কল্পনা : أَبُو عَزْدِهِ তার প্রথম উদ্ভাবক।

শব্দ বিশ্লেষণ

অপর দুটি : أَخْرَجْنِ :
অপর, : أَخْرَجْنِ : (নত) أَخْرَاجَ, أَخْرَجْنِ :
অপরজন, অন্য।
(তফসিল) تَأْخِيرًا - عَنْهُ :
পেছনে থাকা, পিছিয়ে যাওয়া, পরে হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : إِنَّمَا ذَوَّعِلَ مِنْكُمْ أَوْ أَخْرَجَ مِنْ غَيْرِكُمْ
مَا هُوَ : (أ.خ.ر.) : جَس : مَهْمُزٌ قَا.
مُرَافُ : سَوَاءٌ / غَيْرٌ : جَس : نَفَسُ
(নত) تَوَآمِينَ تَوَآمِينَ (ج) تَوَامٌ, تَوَامٍ (و) تَوَامٌ :
যমজ, যমল, একসাথে একই গর্ভজাত, সংযুক্ত।
أَنَامَتِ الْمَرْءُ إِنَّمَا :
যমজকণে জন্মগ্রহণ করা।
تَامَ أَخَاهُ :
যে নারী প্রত্যেকবারে যমজ সন্তান : مَتَانِيْمُ : (ج)
জন্ম দেয়।
شُعْرَانِ تَوَآمِينَ :
একই স্থানে উদ্ভূত ও একসঙ্গে মুক্ত দুটি শ্লোক :
فِي الْحَوِيْثِ : مَتِيْمٌ أَوْ مَفْرُوقٌ
مَا هُوَ : (ت.م.م.) : جَس : مَهْمُزٌ عَيْنِ
مُرَافُ : مَضْمُونَةٌ / مُلَصِّصٌ : جَس : قَدْ

صَمْنَتُ : আমি সন্নিবেশিত করেছি।
(تَفْصِيل) تَضْمِينًا - الشَّيْءَ الْوَعَاءُ :
কোনো কিছু পাঠে রাখা।
وَالشَّيْءُ :
দায়িত্বশীল নিযুক্ত করা। দায়িত্ব দেওয়া।
- الشَّاعِرُ :
অন্য কবির রচিত কবিতায় অংশ বা শ্লোক
এরূপ ইঙ্গিত সহকারে নিজের কবিতায় উদ্ধৃত
করা যে, তা অন্যের রচিত বলে বুঝা যায়।
(تَفْعِيل) تَضْمِنًا - الشَّيْءُ :
ধারণ করা।
الشَّيْءُ عَنْهُ :
অন্যের পক্ষ থেকে নিজের দায়িত্বে নেওয়া।
(س) ضَمْنًا، ضَمْنًا - الشَّيْءِ :
দায়িত্বশীল হওয়া জামিন হওয়া।
- :
জমা করা, একত্র করা।
ضَمِنَ (س) ضَمْنًا، ضَمْنًا - الرَّجُلُ :
দুরারোগ্য ব্যাধিতে
আক্রান্ত হওয়া, যা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।
ضَمِنَ :
দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি।
فِي الْحَوِيْثِ : سَنَ يَضْمِنُ لِي مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ
رِجْلَيْهِ أَضْمَنَ لَهُ الْحَوِيْثُ
مَا هُوَ : (ض.م.ن.) : جَس : صَحِيحٌ
مُرَافُ : أَدْخَلْتُ : جَس : أَفْرَدْتُ
আজ্ঞাম, পরিণতি, পরিণাম, শেষ
ফল, শেষ অবস্থা।
خَاتِمٌ، خَاتِمٌ (ج) خَتْمٌ، خَوَاتِمٌ :
আংটি। মোহর। শেষ অবস্থা।
সর্বশেষ। যার মাধ্যমে কোনো কিছু পরিসমাপ্তি হয়।

১. কবি পরিচয় : পৃথক পৃথক দু'টি শ্লোকের একটির রচয়িতা আবুল ফারাজ দিমাশকী। অপরটির রচয়িতা আবু উবাদাহ বুহত্বরী। যথাস্থানে তাঁদের পরিচয় উল্লিখিত হবে। আর সংযুক্ত দু'টি শ্লোকের রচয়িতা ইবনু সুক্কারা। তাঁর নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবুল হাসান। ইবনু সুক্কারা নামে প্রসিদ্ধ। পিতার নাম আবদুল্লাহ, পিতামহের নাম মুহাম্মদ। আলী ইবনুল মাহদীর বংশধর। বায়ানামা কবি। বাগদাদের অধিবাসী। চার খণ্ডে তাঁর কাব্যসমগ্র প্রকাশিত হয়েছে। তাতে পঞ্চাশ হাজারের অধিক শ্লোক (بَيْت) রয়েছে। ইমাম সা'আদিলী কৃত "ইরাতীমাতুত দাদর" গ্রন্থে তাঁর কবিতা সংকলিত হয়েছে। নানারকম অভিনব ভাবদ্যোতক কাব্য রচনার তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি ৩৮৫ হিজরিতে ইয়েকাল করেন।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَحَاتَمَ الشَّيْطَانِ
مَاءَهُ : (অ.ত.প.) , جُنْسٌ : صَحِيحٌ
مُرَادٌ : نَهَايَةُ ذَيْلٍ : ضَدٌّ : مُقَدِّمَةٌ

এতদসংশ্লিষ্ট আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

الْكِرَجِيَّةُ : (مَوْثُكٌ , نِسْبَةٌ) : مَذٌّ : الْكَرَجِيُّ :

কারাজ নামক স্থানের সাথে সম্পর্কিত। কারাজের অধিবাসী।
কারাজের গল্প, কারাজের কাহনা। (২৫তম) الْمَقَامَةُ الْكَرَجِيَّةُ :
মাকামা।

ইসফাহান ও হামাদান-এর মাঝখানে অবস্থিত একটি
শহরের নাম।

مَاعَدًا ذَلِكُ : এছাড়া যা কিছু রয়েছে।

(فِعْلٌ عَدَا - عَدَاً وَمَا : مَوْضُوعَةٌ)

(ن) عَدُوًّا , عَدُوًّا , عَدُوًّا , عَدُوًّا , عَدُوًّا : দৌড়ানো।

- الْأَمْرُ وَعَنِ الْأَمْرِ : ছেড়ে দেওয়া।

- عَلَيْهِ : অক্রমণ করা।

- مُلَّاكًا عَنِ الْأَمْرِ : কাউকে কোনো বিষয় থেকে বিরত রাখা।

(ن) عَدُوًّا , عَدُوًّا , عَدُوًّا , عَدُوًّا , عَدُوًّا : عَلَيْهِ :

জুলুম করা, অবিচার করা।

مَاعَدًا অথবা কেবল عَدَا কখনো হিসাবে
ব্যবহৃত হয়, তখন مَاعَدًا -এর -مَا-
يُقَالُ : مَا يَرَى الْقَوْمُ مَا عَدَا زَيْدًا -

مَاءَهُ : (ع.দ.প.) , جُنْسٌ : نَاقِصٌ

مُرَادٌ : خَلَا : ضَدٌّ : مَعَ

অন্তরে যে কোনো বিষয় বা পরিকল্পনা
জাগ্রত হয়। রূপক অর্থে অন্তর। প্রবৃত্তি।

وَقَعَ فِى خَاطِرِي : আমার অন্তরে এসেছে। আমার মনে
পড়েছে। মনে পড়ল।

لَا سَرِيحَ الْخَاطِرِ : অমুক চঞ্চল-স্বভাব।

(ن) خَطَرًا - الْأَمْرُ : কল্পিত হওয়া। ধারণায় আসা।

- بِنِ الْحَوَائِ : বিপর্যয় আসা।

- الْأَمْرُ بِبَالِهِ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ فَيْهِ : কোন বিষয় কূলে বাগদার।
পর পুনরায় শরলে আসা।

أَخْطَرَ الشَّيْءُ فِى أَوْ عَلَى أَوْ بِبَالِهِ : শরণ করিয়ে দেওয়া।

فِى الْحَوَائِ : وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ

مَاءَهُ : (অ.প.প.) , جُنْسٌ : صَحِيحٌ
مُرَادٌ : قَلْبٌ / ذَهْنٌ : ضَدٌّ : لِسَانٌ

أَبُو عَدْرِ : প্রথম উদ্ভাবক। প্রথম প্রবৃত্তিকারক।

সে প্রথম এ বক্তব্যদাতা।

সে এ বক্তবের প্রথম উত্থাপক।

أَبُو عَدْرِ الْمَرَا : কোনো নারীর প্রথম স্বামী।

أَعْدَاءُ : (ج) : أَجْدَاءُ : অজুহাত, বিজয়, সাফল্য।

(ض) عَدُوًّا , عَدُوًّا , عَدُوًّا , عَدُوًّا , عَدُوًّا : عَلَى أَوْ فِى مَصَحَح :

অভিযোগ থেকে মুক্ত করা। ওজর গ্রহণ করা।

فِى الْقُرْآنِ : فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عَذْرًا

مُرَادٌ : مُبْدِعٌ : ضَدٌّ : مُقَلِّدٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : مَاعَدًا ذَلِكُ

শব্দটি مَوْضُوعُهُ অথবা مَصْدَرُهُ হতে পারে। যদি
মَوْضُوعُهُ হয় তাহলে عَدَا শব্দটি فِعْلٌ তার মধ্যে অবস্থিত
অতঃপর مَفْعُولُ بِهِ তার ড়িক তার টি ফায়ের। আর
ফেয়েল, ফায়ের ও মাফউলবিহী মিলে وَاحِدٌ তারপর وَاحِدٌ
ও مَبْنِيٌّ মিলে مَوْضُوعٌ।

قَوْلُهُ : فَخَاطِرِي أَبُو عَدْرِ الْح

মুভতাদা, আর أَبُو عَدْرِ মা'তুফ আলাইহি
মা'তুফ। তারপর মা'তুফ ও মা'তুফ
জুনলে খবর ও মুনবদা এবং খবর মিলে
মুভতাদার।

জাতব্য : যদি مَوْضُوعٌ ইসম মুভতাদা হয়ে শর্তের
ধারণ করে, কিন্তু শর্তের উপর ذَلِكُ উদ্দেশ্য নয়, আর সিল
নকিরে টা মুনবদা বা طرفیه হয় অথবা جُنْدُهُ فِعْلِيَّةٌ
হয়, طرفیه বা جُنْدُهُ فِعْلِيَّةٌ টা وَاحِدٌ মিলে
মَوْضُوعٌ তাহলে -এর মধ্যে مَا যুক্ত করা জায়েজ। যদি শর্তের
উপর ذَلِكُ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে -এর মধ্যে مَا যুক্ত
করা ওয়াজিব। আর যদি শর্তের উপর ذَلِكُ না করা উদ্দেশ্য
হয়, তাহলে -এর মধ্যে مَا যুক্ত করা নিষিদ্ধ। এখানে
উপরিউক্ত স্থানে জায়েজ হিসেবে مَا যুক্ত করা হয়েছে।

وَمُقْتَضِبٌ حُلُومَ وَرَمِهِ، وَهَذَا مَعَ اِغْتِرَافِي
بِأَنَّ الْبَيْدِيعَ رَحِمَهُ اللَّهُ سَبَاقَ غَايَاتٍ،

অনুবাদ : এবং তার মিষ্ট ও তিক্তের বিচয়নকারী। আর এটা আমার এই স্বীকারোক্তি সহকারে যে, বাদী' (র.) হলেন অগ্রজ প্রান্তশশী

শাব্বিক অনুবাদ : এবং বিচয়নকারী হুলুম তার মিষ্ট ও রমি, ও হাডা আর এটা অগ্ৰাফি আমার এই স্বীকারোক্তি সহকারে যে বাদী' (র.) হলেন অগ্রজ প্রান্তশশী।

শব্দ-বিশ্লেষণ

مُقْتَضِبٌ : (فَا، مَذ، اِنْتِعَال، مَصَد : اِقْتِصَابُ)

বিচয়নকারী। কর্তনকারী। পূর্বপ্রভুতি ব্যতিরেকে তাৎক্ষণিক বক্তব্য প্রদানকারী।

(اِنْتِعَال) اِقْتِصَاب - الشَّيْءُ : : কর্তন করা।

- اَلْكَلَامُ : পূর্বপ্রভুতি ব্যতিরেকে তাৎক্ষণিক বক্তব্য প্রদান করা।

- اَلدَّابَّةُ : বাহনজন্তুকে বশীভূত না করে তাতে আরোহণ করা।

- فُلُكًا : কোনো কাজে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে দিয়ে সেই কাজ

করানো।

(ض) قَضَبًا - الشَّيْءُ : : কর্তন করা।

- اَلدَّابَّةُ : বাহনজন্তুকে বশীভূত না করে তাতে

আরোহণ করা।

- فُلُكًا : কাউকে ডাল দিয়ে প্রহার করা।

(تَفْعِيل) تَقَضِبًا : টুকরা টুকরা করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَانْتَبَهْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَنَضَبًا ..

مَآذُ : (ق. ض. ب) , جَنَس : صَجِيع

مُرَاوُنٌ : مُقْتَضِبٌ , ضِد : جَامِعٌ

حُلُومٌ : মিষ্ট। সুহাদু। প্রীতিকর। সুন্দর।

مِث : হওয়া। (ن. ك. س) حَلَاوَةٌ, حُلُومًا, وَحُلُومًا, اِنْطِلَافًا : : মিষ্ট হওয়া।

حَلَّتِ الْفَاكِهَةُ : সুহাদু হওয়া।

حَلَاوَتُهُ بِخَيْرٍ : কল্যাণ লাভ করা।

فِي الْعَدِيثِ : اَلذَّنْبُ حُلُومٌ خَوِصَرٌ

مَآذُ : (ج. ل. ر) , جَنَس : تَانِصَ وَآوِي

مُرَاوُنٌ : عَذْبٌ , ضِد : مُرٌّ/خَاوِصٌ

مُرٌّ : তিক্ত। বিষাদ। তিতা। অপ্রীতিকর। অসুন্দর।

(س. ن) مَرَارَةٌ : তিক্ত হওয়া।

(تَفْعِيل) تَمَرِيرًا - الشَّيْءُ : : তিক্ত করা।

(اِنْتِعَال) اِمْرَارًا - الشَّيْءُ : : তিক্ত হওয়া।

- الشَّيْءُ : তিক্ত করা। মুরানো।

فِي الْقُرْآنِ : بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْمَى وَأَمَرٌ

مَآذُ : (م. ر. ر) , جَنَس : مُضَاعَفٌ

مُرَاوُنٌ : عَذْبٌ , ضِد : حُلُومٌ

مَعَ :

দু'য়ের মাঝে মিলন ও সান্নিধ্য বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

এটি গ্রহণযোগ্য অভিমত মোতাবেক اِسْم শব্দটি দু'ভাবে

ব্যবহৃত হয়।

এক. مَضَان হয়ে। তখন এটি তারকীবে হয়ে থাকে

এবং নিম্নে বর্ণিত তিনটি অর্থে কোনো একটি প্রকাশ করে :

১. একত্রতা ও সঙ্গ। যেমন- اَللَّهُ مَعَكُمْ

۲. একত্র হওয়ার সময়। যেমন- اِنْتَفَلَكَ مَعَ الْعَصْرِ

۩. جِنْتٌ مِّن مَّع الْقَوْمِ : যেমন- এর অর্থে- عِنْد

দুই. عَمَّا ও فَتَى হওয়া ব্যতিরেকে। তখন فَتَى হওয়া

মতো نَضَب হবে এবং তারকীবে হবে। যেমন-

كُنَّا مَعًا আমরা একই সময় বের হয়েছি।

আমরা একই স্থানে ছিলাম। কখনও এ দু'টি উদাহরণের অর্থ

হয়, আমরা একত্রে বের হয়েছি এবং আমরা একত্রে

مَضُوب হিসাবে حَال শব্দটি হিসাবে

হবে। فَعَلْنَا جَمِيعًا ও فَعَلْنَا مَعًا এর মাঝে পার্থক্য

এই যে, فَعَلْنَا শব্দটি কাজের সময় কর্তৃবর্ণের একত্র উপস্থিতি

বাক্যের অর্থ সন্তান শব্দটি সকলের কর্তৃত্ব প্রকাশ করে, তাহা সকলের একত্র উপস্থিতিও হাতে পারে অথবা পৃথক পৃথকও হতে পারে।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

ইক্বারাত্টি।

(اِقْتِمَال) اِقْتِرَافًا - بِ : স্বীকার করা।

لِلْأَمْرِ - ধৈর্য ধারণ করা।

الْعُسْرِ - চেনা।

এতসংশ্লিষ্ট আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

فِي الْقُرْآنِ : فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ

مَاذِهِ : (এ-র-ফ), جنس : صَحِيح

مَرَاوُف : اِقْتِرَافًا , ضَدٌّ : اِنْكَارًا

الْبِدِيعُ : এখানে বদীউয-যামান হামাদানীকে।

বুঝানো হয়েছে। তার পরিচয় পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

سَبَّانٌ : অধিক অগ্রসর, অধিক অগ্রগামী, অগ্রণী, অগ্রজ।

(ن) سَبَّانًا - إِلَى كَذَا : অগ্রসর হওয়া।

عَلَى كَذَا : এবল হওয়া, বিজয়ী হওয়া।

(اِفْعَال) اِسْبَاقًا - اَلْقَوْمَ إِلَى الْاَمْرِ : অগ্রসর হওয়া।

(مُفَاعَلَةٌ) مُسَابِقَةً : অগ্রসর হওয়ার জন্য পরস্পরে।

প্রতিযোগিতা করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَرَيْنَهُمْ سَابِقُ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ

مَاذِهِ : (স-ব-ق), جنس : صَحِيح

مَرَاوُف : قَادِمًا , مُتَقَدِّمًا , ضَدٌّ : مُتَخَلِّفًا

(ج) غَايَاتٍ , غَايَ , (و) غَايَةً : সীমা, প্রান্ত। বাংলা : ফলশ্রুতি।

বাগ্য স্থাপন করা।

أَغْيَا الْفَرَسَ فِي سَبَابِهِ : দৌড় প্রতিযোগিতার সময় ঘোড়ার।

নির্দিষ্ট সীমায় পৌছা।

فِي الْحَدِيثِ : سَبَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَقُضِلَ الْقَرْحُ فِي الْغَايَةِ

مَاذِهِ : (গ-য-ই), جنس : لَفِيضٌ مَقْرُونٌ

مَرَاوُف : حَدٌّ , عِلْمٌ , ضَدٌّ : اِسْتِدَاءٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : هَذَا مَعَ :

হুদা এটা হুদা তার নামে ইশারা কৃতিত্ব, যা তিনি তার পূর্বোক্তিত্বিত বক্তব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

উহা উহা -এর উহা হয়ে উহা হয়ে।

বালাগাত

قَوْلُهُ : سَبَّانَ غَايَاتٍ :

এই ইবারতের মধ্যে اِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ রয়েছে। কেননা এখানে تَنْبِيهُ (র) কে দ্রুতগামী ঘোড়ার সঙ্গে দেওয়া হয়েছে। তাই এখানে بِهِ উল্লেখ করে দেওয়া কে হুদা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ : لَا يَخْتَرُونَ إِلَّا مِنْ قُضَالِيهِ :

এখানেও اِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ রয়েছে। কেননা যোগাতা ও জ্ঞানকে قُضَالَةٍ [পানির সাথে] তَنْبِيهُ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং بِهِ উল্লেখ হয়েছে, আর مُتَّبِعُهُ উহা রয়েছে।

وَصَاحِبُ آيَاتٍ، وَإِنَّ الْمُتَصَدِّقَ بَعْدَهُ لَأَنْشَاءٌ
مَقَامَةٍ - وَلَوْ أَوْتِيَ بِلَاغَةٌ قُدَامَةً - لَا
يَغْتَرِفُ إِلَّا مِنْ فَضَالَتِهِ، وَلَا يَسْرِى ذَلِكَ
الْمَسْرَى إِلَّا بِدَلَالَتِهِ .

অনুবাদ : এবং নিদর্শনাবলির অধিকারী। অথচ তাঁর পরে
মাকামা রচনার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণকারী ব্যক্তি - যদিও
তাকে কুদামার সাহিত্য শক্তি প্রদান করা হয় - তাঁর উচ্ছিষ্ট
ব্যতীত আজল ভরতে পারবে না এবং তাঁর পথনির্দেশনা
ব্যতীত এ পথে চলতে সক্ষম হবে না।

শাখিক অনুবাদ : এবং নিদর্শনাবলির অধিকারী الْمُتَصَدِّقُ অথচ পদক্ষেপ গ্রহণকারী بَعْدَهُ তাঁর পরে
لَا يَغْتَرِفُ কুদামার সাহিত্য শক্তি প্রদান করা হয় وَلَوْ أَوْتِيَ যদিও তাকে প্রদান করা হয় بِلَاغَةٌ قُدَامَةً মাকামা রচনার জন্য
আজল ভরতে পারবে না وَلَا يَسْرِى তার উচ্ছিষ্ট مِنْ فَضَالَتِهِ ব্যতীত এবং চলতে সক্ষম হবে না ذَلِكَ الْمَسْرَى এ পথে
يَا ব্যতীত دَلَالَتِهِ তাঁর পথ নির্দেশনা।

শব্দ বিশ্লেষণ

এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। :
(ج) آيَاتٍ، أَي. (و) آيَةٍ : শিখা। নিদর্শন। আলামত, চিহ্ন।
أَيَّةٌ مِنَ الْقُرْآنِ : সূরার নির্দিষ্ট অংশ বিশেষ, আয়াত।
أَيَّةُ الرَّجُلِ : অস্তিত্ব।
خَرَجَ الْقَوْمُ بِأَيِّهِمْ : লোকজন দলবদ্ধভাবে বের হয়েছে।
فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ مِنْ ذَلِكَ لَأَيَّةٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
مَادَّهُ : (أ. ی. ی.) جِنْس : লিফিৎ মَقْرُون
مُرَادٌ : عِلْمَةٌ : حَقِيقَةٌ
الْمُتَصَدِّقُ (ف. م. د.) : পদক্ষেপ গ্রহণকারী, অভিপ্রায়ী।
(تَفَعَّلَ) تَصَدَّقَ - كُهُ : পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ব্রতী হওয়া,
প্রয়াসী হওয়া।
لِلْأَمْرِ : কোনো বিষয়ের প্রতি অভিপ্রায়ী হওয়া।
(تَفَعَّلَ) تَصَدَّقَ - يَبْدِيهِ : উভয় হাতে তালি বাজানো।
(إِنْفَعَلَ) إِشْدَادًا : মৃত্যুবরণ করা।
الْجَبَلُ : পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে শব্দে প্রতিধ্বনি হওয়া।
(ن) صَدُوا - يَبْدِيهِ : উভয় হাতে তালি বাজানো।
(س) صَدَى : অতিশয় তৃষ্ণা হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : أَمَّا مَنْ اسْتَعْنَى فَانْت كُهُ تَصَدَّى
مَادَّهُ : (ص. د. ی.) جِنْس : কাকিস بِأَيِّ
مُرَادٌ : التَّصَدَّقُ : حَقِيقَةٌ

এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। :
এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। :
أَوْتِيَ : প্রদান করা হয়।
(إِعْمَالًا) إِنْشَاءً - مُلَاقَا الشَّيْ : প্রদান করা, দেওয়া।
- إِنْشَاءُ الشَّيْ : প্রেরণ করা।
(ص) إِنْشَاءً، أَتَى : আসা।
- إِنْشَاءً : উপনীত হওয়া।
- الشَّيْ : করা।
- الرَّجُلُ : প্রতিদান দেওয়া, বিনিময় দেওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : قَامَا مِنْ أَوْتِيَ كِتَابُهُ بِبَيِّنَةٍ فَيَقْرُؤُ هَؤُلَاءِ
أَقْرَبُوا بِحَقِيقَةٍ .
مَادَّهُ : (أ. ت. ی.) جِنْس : مُرَكَّبٌ مَهْمُوزٌ قَا تَاقِصٌ بِأَيِّ
مُرَادٌ : أَعْطَى : حَقِيقَةٌ
بِلَاغَةٍ : বলিষ্ঠ সাহিত্য প্রতিভা। মনের ভাব প্রকাশের :
আকর্ষণীয় ক্ষমতা। ভাষার সাবলীলতা ও প্রাজ্ঞলতা।
মনের ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় ক্ষমতার :
অধিকারী হওয়া। ভাষা প্রজ্ঞল ও সাবলীল হওয়া।
মনের ভাব প্রকাশে আকর্ষণীয় : (ج) بِلَاغَةً :
ক্ষমতার অধিকারী। বলিষ্ঠ সাহিত্যপ্রতিভার অধিকারী।
সাহিত্য মানে উত্তীর্ণ প্রাজ্ঞল ও সাবলীল ভাষা।
কَلَامٌ بِلَاغٌ : মনোমুগ্ধকর ভাষা।

(ن) بُلُوغًا - : পৌছা।

- النَّمْرُ : ফল পাকা।

- النَّمْلُ : বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া, বাল্যে গ হওয়া, সাবালক হওয়া।

(إِنْفَعَالٌ) إِنْفَعَالًا، (تَفْعِيلٌ) تَبْلِيغًا - : পৌছানো।

অতিরিক্ত করা। : مَبَالِغَةً

فِي الْقُرْآنِ : وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ

مَادَّةُ : (ب. ل. غ.) ، جِنْسُ : صَحِيحٌ

مُرَافِقٌ : فَصَاحَةٌ ، جُنْدٌ : هَجَانَةٌ

এক ব্যক্তির নাম। বাগদাদের অধিবাসী এ মনীষী। এছাড়া আরবি সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রের এক প্রবাদ পুরুষ। এছাড়া তিনি মানতেক [যুক্তিবিদ্যা] ও ফালসাফা [দর্শন] শাস্ত্রেও একজন স্বীকৃত সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পূর্ণনাম ও বংশ পরিক্রমা এই : আবুল ফারাজ কুদামাহ ইবনে জা'ফর ইবনে কুদামাহ ইবনে যিয়াদ বাগদাদী। তিনি প্রথম জীবনে খ্রিস্টান ছিলেন। পরে আকাশী খলীফা মুক্তাফী বিল্লাহ -এর শাসনামলে [২৮৯ হি.-২৯৫ হি. মুতাবেক ৯০২ খৃ.- ৯০৮ খৃ.] ইসলাম গ্রহণ করেন। মুতাবেক ৯০২ খৃ. তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এছাড়াও তাঁর কতিপয় গ্রন্থ রয়েছে। তিনি ৩৩৭ হি. মুতাবেক ৯৪৮ খৃ. সালে ইন্তেকাল করেন।

لَا يَغْتَرَفُ : : অজ্ঞান ভরতে পারবে না।

(إِفْعَالٌ) اِغْتِرَافًا - : النَّاءُ : أَرَمِنَ الْمَاءِ يَبِيدُ : পানি ঘারা

আজল ভরা।

(ض) عَرَفًا - : الشَّرُّ : কর্তন করা।

(إِنْفَعَالٌ) اِنْفِرَافًا : : কতিত হওয়া। মুচড়ে যাওয়া। ভেঙ্গে

যাওয়া। মরে যাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : إِلَّا سَوِيَ اِغْتَرَفَ عُرْفَةً يَبِيدُ

مَادَّةُ : (غ. ر. ب.) ، جِنْسُ : صَحِيحٌ

مُرَافِقٌ : لَا يَشْرَبُ ، جُنْدٌ : لَا يَأْكُلُ

(ج) فُضِّلَتْ : : অবশিষ্ট, উচ্ছিষ্ট।

আরো তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

لَا يَسْرِي : : চলবে না। চলতে পারবে না।

(ض) سَرَى ، سَرِيَّةٌ ، سَرَاةٌ ، سَرَاةٌ ، سَرَى :

রাত্রিকালে চলা। রাত্রিকালে সফর করা। [যে কোনো সময়]

সফর করা। চলা।

(إِنْفَعَالٌ) اِسْرَاءٌ : : রাত্রিকালে চলা।

- : رَامَ : রাত্রিকালে নিয়ে যাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِمُعْجِزِهِ لَيْلًا مِّنَ

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا

مَادَّةُ : (س. ر. ي.) ، جِنْسُ : نَاقِصٌ يَأْتِي

مُرَافِقٌ : يَجْرِي / يَسِيرُ

لِّلْمَسْرِيِّ : (ج) مَسَارًى : চলার জায়গা। সফরের স্থল। পথ।

مُرَافِقٌ : الْمَجْرَى ، جُنْدٌ : الْمَوْقِفُ

دَلَالَةٌ : : দিকনির্দেশনা, পথনির্দেশনা।

دَلَالَةٌ دَلَالَةً دَلَالَةً دَلَالَةً : : তবে পড়া উত্তম।

(أ) دَلَالَةٌ ، دَلَالَةٌ ، دَلُولَةٌ ، دَلِيلٌ - : إِلَى الشَّرِّ أَوْ عَلَيْهِ :

পথ প্রদর্শন করা।

(ض) دَلَاً ، دَلَالًا (ص) دَلَلًا : : কপট।

বিষম্ভাচরণ করা। গর্ব করা। নিজের দান-দাক্ষিণের খোঁটা দেওয়া।

(إِنْفَعَالٌ) اِدْلَالًا - : عَلَيْهِ : : কারও আত্মরিকতা ও ভালেবাসার।

প্রতি ভরসা করা।

فِي الْقُرْآنِ : قَالَ يَأْتِمُّ مَلَأْدُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْغُلُو

مَادَّةُ : (د. ل. ل.) ، جِنْسُ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَافِقٌ : اِلْإِشْدَادُ ، جُنْدٌ : اِلْإِشْدَالُ

وَلِلَّهِ دَرُّ الْقَائِلِ :

فَلَوْ قَبْلَ مَبْكَاهَا بَكَيْتُ صَبَابَةً

بِسُغْدَى شَفِيَّتِ النَّفْسِ قَبْلَ التَّنَدُّمِ

অনুবাদ : নিম্নোক্ত শ্লোক রচনাকারী কবির বক্তব্যের
সৌকুমার্য আদ্যারই প্রদত্ত :

সুতরাং যদি আমি তার [কপোতীর] পূর্বে সু'দার প্রেমে
ক্রন্দন করতাম, তবে আমি লজ্জিত হওয়ার পূর্বে মনকে
প্রবোধ দিতে পারতাম।

শাখিক অনুবাদ : وَلَيْلِي : আল্লাহরই প্রদত্ত **دُرِّ الْفَائِلِ** কবির বক্তব্যের সৌকুমার্য যদি **نَبَلَ مَكَامًا** তার ক্রন্দনের পূর্বে **بَكَيْتُ** আমি ক্রন্দন করতাম **صَبَابَةً** প্রেমে **يُسْعِدُنِي** সুদার **شَفِيتُ** আমি প্রবোধ দিতে পারতাম **النَّفْسَ** মনকে **قَبْلَ** **النَّهْمِ** লজ্জিত হওয়ার পূর্বে।

শব্দ বিশ্লেষণ

এ শব্দের তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। : اَللّٰهُ

দুধ। প্রচুর দুধ। দুধের প্রাচুর্য। রক্ত। আত্মা। কর্ম। : 
বিস্ময় ও প্রশংসার ক্ষেত্রে বলা হয়-

তার সৌকুমার্য আব্বাহরই প্রদত্ত। : **لَهُ دَرَّةٌ**

তার কল্যাণ প্রচুর ও পরিব্যাপ্ত হয়েছে। : دُرِّدَرِه

তার কর্ম সফল না হোক। : لا يدرى

অভিধানবিদগণের মতে, যখন কোনো মানুষ অধিক পরিমাণে দান-দাক্ষিণ্য করে এবং মানুষ তাতে উপকৃত হয় তখন বলা হয় **زَكَاةٌ**; তার দান-দাক্ষিণ্যের প্রভূত কল্যাণ আন্বায়ই প্রদত্ত। এখানে দান-দাক্ষিণ্যকে কল্যাণময়তার দিক থেকে দুধের সাথে **زَبْذَبْ** দেওয়া হয়েছে।

(ن، ض) دَرًا - الدَّرُّ : অধর দুখ হওয়া ।

উটনীর প্রচুর দুধ দেওয়া : - بِالنَّاقَةِ بَلْبِنَهَا :

مَادَّةُ : (د - ر - ر) ، جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِيٌّ

مُرَادِفٌ : لَبَنٌ، ضِدٌّ : دَمٌ

বক্তার বক্তব্যের সৌকুমার্য। কবির ভাবের : **دُرِّ الْقَائِلِ** :
সুকুমারত্ব ও কমনীয়তা, বক্তার বক্তব্যের মর্মস্পর্শী অবদান।

উপরিউক্ত শ্রোক দুটির রচয়িতা দামেশকের প্রখ্যাত কবি আদী ইবনুর রিকা'। রিকা' তাঁর উর্জতন পুরুষ। তাঁর পিতার নাম যায়দ। তাঁর বংশ পরিক্রমা নিম্নরূপ : আদী ইবনে যায়দ ইবনে মালিক ইবনে আদী ইবনুর রিকা'। তাঁর উপনাম আবু দাউদ। তিনি বনু আমিলা কবিরাজ্যে কবি জারীরের সমসাময়িক ও তাঁর প্রখ্যতিপ্তি স্বেচ্ছায়ক কবিরাজ্যে। কুফর বিখ্যাত অভিমান ও ব্যাকরণগদিত সাধারক কাব্যমালা সংকলন করেন। আনুমানিক ৭১৪ খৃ. মৃত্যুবেক ৯৫ খি. সাগরে কাছাকাছি সময় তিনি দামেশকে ইনতিফাক করেন। তিনি উমায়্যাদ খলীফা এরবাবী ইবনে আব্দুল মালিক শাসনকাল : ৮৬ খি. - ৯৬ খি. -এর দরবারের দাজ কবিদের অন্যতম ছিলেন। উপরিউক্ত দুটি শ্রোকের পুঁথি আরও দুটি শ্রোক নিম্নে প্রাপ্ত হলে :

وَمِمَّا شَجَانِي أَنْتَنِي كُنْتُ نَائِمًا
أَعْلَلُ مِنْ فَرْطِ الْكَرَى بِالتَّسْنِيمِ
إِلَى أَنْ دَعَتْ وَرَقَاءُ فِي غَضَنِ أَبِكَةٍ
تَرَدَّدَ مَبْكَاهَا بِحُسْنِ التَّرْنِيمِ

উল্লেখ্য যে, আখ্যায়িকা হারীরী ইত্যংপূর্বে পৃথক পৃথক দু'টো শ্লোক এবং একসঙ্গে উপস্থিতিত দু'টো শ্লোক, মোট চারটি অন্য কবির রচিত শ্লোক তার আল-মাকামাতুল হারিরিয়াতে সন্নিবেশিত করার কথা বলেছেন। যে চারটি শ্লোকের দুটি বিভিন্ন মাকামায় এবং আর কয়টি পঁচিশতম মাকামায় উপস্থিতিত হয়েছে; এখানে উপস্থিতিত **فَرَنَسِلَ** (.....) দুটি শ্লোক অন্য কবির রচিত। কিন্তু এ দু'টো

শ্রোক মাকামাতের মূল অংশের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং মাকামাতগুলো রচনা করার পর তার মূলধর্ম রূপ নেওয়ার ফেঁফের ফেঁফের শব্দগুলি ভূমিকা নেবার সময় শ্রাসনিকভাবে এ দুটি শ্রোক উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং পূর্ববর্তী আলোচনায় অন্য কবির কবিতা প্রসঙ্গে এ শ্রোক দুটির কথা উল্লেখ করার প্রায়ই উঠে না। শ্রোক দুটির উল্লেখ করার পূর্বে ﴿وَرَدَّيْنِ﴾ বলে ইশতি করেছেন যে, এ দুটি শ্রোকও অন্য কবির ঘটিল।

لَوْ : यदि ।

وُ হরফটি ৭টি অর্থে ব্যবহৃত হয় ।

১. অতীতকালীন শর্ত জ্ঞাপনার্থে। যথা- لَوْ جَاءَنِي لَأَكْرِمَنَّهٗ

২. ভবিষ্যৎকালীন শর্ত জ্ঞাপনার্থে। যথা—

لَوْ تَلَتْنِي أَصْدَانَا بَعْدَ مَرَاتِنَا -

কিন্তু এটি **فعل مضارع** কে **جَزَمَ** প্রদান করে না।

কিছু **وَدُّوا لَوْ تَدَّهِنُ فَيُدْهِنُونَ** - যথা- হিসাবে **حَرْفُ مُضَرِّي** ৩.

এটি **فِعْلٌ مُضَارِعٌ** কে **نَصْبٌ** দেয় না। এটা সাধারণত **يُود**।

-এর পরে ব্যবহৃত হয়। তবে কখনও ব্যতিক্রম

मार्थ । यथा—

لَوْ تَأْتِبْنِي فَتُعْصِئْنِي

এ সময় তার جَوَابُ টা, এ যুক্ত ও مَنْصُوب হবে।

৫. عَرْضُ বা অনুরোধ জ্ঞাপনার্থে। যথা-

لَوْ تَنَزَّلُ عِنْدَنَا فَتُصِيبُ حَبْرًا

এ সময় তার جَوَابُ টা, এ যুক্ত ও مَنْصُوب হবে।

৬. تَغْلِيلُ [বহুতা] বুঝাবার জন্য। যথা-

تَصَدَّقُوا وَلَوْ يَضِيبُ مَخْرِبَ

৭. أَوْلَمَ وَلَوْ يَسَاءُ [অধিকাতা] বুঝাবার জন্য। যথা-

এখানে প্রথম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَبْلُ : (ظَرَفُ زَمَانٍ مُعْرَبٍ) : পূর্বে, আগে।

قَبْلُ শব্দটি ظَرَفُ কখনও এটি مُعْرَب হয়। যেমন-

مَاتَ الْخَلِيفَةُ وَمَاتَ الزَّوْرِيُّ قَبْلَهُ وَمَنْ قَبْلَهُ .

কখনও এর مَضَافُ الْإِلَهِ থাকে, তবে বক্তার

মনে তার প্রতি লক্ষ্য থাকে, তখন এটা عَلَى الطَّنْ হয়। যেমন-

مَاتَ الْخَلِيفَةُ وَمَاتَ الزَّوْرِيُّ قَبْلُ وَمَنْ قَبْلُ -

আর যদি مَضَافُ الْإِلَهِ থাকে এবং বক্তার মনেও

তার প্রতি লক্ষ্য না থাকে তবে তা مُعْرَب হয়। যেমন-

مَاتَ الْخَلِيفَةُ وَمَاتَ الزَّوْرِيُّ قَبْلًا وَمَنْ قَبْلُ .

فِي الْقُرْآنِ : لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ

مَادَّة : (ق. ব. ল), جنس : صَحِيح

مُرَادُف : سَلَفًا / سَابِقًا , ضِد : بَعْدُ

مَبْكِي : (مَضَرُومِي) : ক্রন্দন, কান্না।

وَكَأ [কপোতী] : (কপোতী) : এ-এর

ক্রন্দনস্থল। مَبْكِي : (ج) مَبَاك (إِسْمُ ظَرْفٍ) : ক্রন্দনস্থল।

فِي الْقُرْآنِ : وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ

مَادَّة : (ب. ক. য), جنس : نَائِصُ بَائِي

مُرَادُف : رَنَى , ضِد : ضَعُكُ

بَكَيْتُ : আমি ক্রন্দন করলাম, ... করতাম।

এর শব্দ মূল্যের আরো তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

(ض) بَكِي , بُكَاءُ : ক্রন্দন করা।

صَبَابَةٌ : প্রেম, প্রেমের জ্বালা, ভালোবাসার যাতনা, ভালোবাসা।

(س) صَبَابَةٌ - الْبَيَّةُ : আসক্ত হওয়া, প্রেমে পড়া।

(ن) صَبَّ - الْبَاءُ : পানি ঢেলে দেওয়া, বর্ষণ করা।

صَبَّ : (ج) صَبَّوْنٌ : প্রেমিক, আসক্ত।

فِي الْقُرْآنِ : أَنَا صَبَبْتُ الْمَاءَ صَبًّا

مَادَّة : (ص. ব. ব), جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادُف : شَوَّى / عَشَّقَ , ضِد : كَرَاهَهُ / إِبْرَاضَ

কবির কাল্পনিক প্রেমিকার নাম।

أَمِي প্রবোধ দিলাম। দিতাম।

رোগ নিরাময় করা। রোগমুক্ত করা। সুস্থ করা।

كَارَও রোগ নিরাময় কামনা করা।

سُورْ অন্তর্মিত হওয়ার সময় নিকটবর্তী হওয়া।

أَسُوْهُ ব্যক্তি রোগ মুক্ত হওয়া।

مَنكَ প্রবোধ দেওয়া, সাবুনা দেওয়া।

كُتُوه মুক্ত হওয়া।

আরোগ্য লাভ করা।

تَحِيَّاتُ করা। আরোগ্য লাভ করা।

وَالْقُرْآنِ : وَكَفَى صُدُورُ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ .

مَادَّة : (শ. ফ. য), جنس : نَائِصُ بَائِي

مُرَادُف : سَلَبْتُ , ضِد : غَرَبْتُ

نُفَس : (ج) أَنْفَسَ , مُتَوَسَّ : প্রাণ। আত্মা। মন। দেহ। ব্যক্তি।

نُفَسُ الشَّيْءِ : আসল বস্তু।

نُفَسُ الْأَمْرِ : বাস্তব বিষয়। বাস্তব অবস্থা। বাস্তব।

এছাড়াও نُفَسُ শব্দটি ভক্তি, সাহস, সম্মান, ইচ্ছা, অভিহা

দোষ-ত্রুটি, শাস্তি, পানি -এসব অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا أَرَبُ نَفْسِي إِلَّا النَّفْسَ لَأَمَّارَةَ بِالسُّوءِ

مَادَّة : (অ. ফ. স), جنس : صَحِيح

مُرَادُف : قَلْبُ

نُفَسٌ : লজ্জাবোধ, লজ্জা।

نُفَسٌ تَنْدَبُ : লজ্জিত হওয়া।

نُفَسٌ تَنْدَبُ : লজ্জিত হওয়া। অনুতাপ হওয়া, দুঃখিত হওয়া।

نُفَسٌ : লজ্জিত করা, লজ্জা দেওয়া, অনুতাপ করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَتَقَرُّوْهَا تَأْسِبُهَا نَادِيَيْنِ

مَادَّة : (অ. ফ. স), جنس : صَحِيح

مُرَادُف : الْغَيْلُ / التَّغْيِيرُ , ضِد : الرَّقِيعُ / الرَّقَاعَةُ

বাক্য বিশ্লেষণ

نُفَسٌ : نَفَسٌ قَبْلُ مَبْكَاً الْخ :

তু এখানে قَبْلُ মব্কা শব্দ হওয়া ও মুজাফ

ইলাইহি মিলে বক্বিত হওয়া।

যমীরের মরিচ পূর্বের কবিতায় উল্লেখিত

মাফউলে লাহ এবং সূক্ষ্ম

ফেয়েল তু ফেয়েল তার ফেয়েল

এবং সূক্ষ্ম সহ শব্দ এবং

وَلَكِنْ بَكَتْ قَبْلِي فَهَيَّجَ لِي الْبُكَاءُ
بُكَاءًا فَقُلْتُ الْفَضْلُ لِلْمُتَّقِينَ
وَأَرْجُو أَنْ لَا أَكُونَ فِي هَذَا الْهَنْدَرِ الَّذِي
أُورِدْتُهُ، وَالْمَسُودَ الَّذِي تَوَرَّدْتُهِ، كَالْبَاحِثِ
عَنْ حَتْفِهِ بِظُلْمِهِ.

অনুবাদ : কিন্তু সে আমার পূর্বে ক্রন্দন করল, ফলে তার ক্রন্দন আমার ক্রন্দনকে উদ্বুদ্ধ করল। তাই আমি বললাম, মর্যাদা পূর্বসূরিরই প্রাপ্য। আর আমি আশা করি যে, আমি যে অযথা কথাবার্তার অবতারণা করেছি এবং আমি যে ঘাটে অনিচ্ছাকৃতভাবে অবতীর্ণ হয়েছি তাতে আমি নিজের খুব দ্বারা নিজের মৃত্যু অন্বেষণকারী।

দাখিক অনুবাদ : وَلَكِنْ কিন্তু সে ক্রন্দন করল قَبْلِي আমার পূর্বে فَهَيَّجَ ফলে উদ্বুদ্ধ করল الْبُكَاءُ আমার ক্রন্দনকে ক্রন্দনকে বুকাম তার ক্রন্দন فَقُلْتُ তাই আমি বললাম الْفَضْلُ মর্যাদা لِلْمُتَّقِينَ পূর্বসূরিরই প্রাপ্য وَأَرْجُو আর আমি আশা করি أَنْ لَا أَكُونَ আমি হবো না هَذَا بِযাপারে هَذَا এই الْهَنْدَرِ অযথা কথা-বার্তা الَّذِي যার أُورِدْتُهُ আমি অবতারণা করেছি وَالْمَسُودَ যে ঘাটে تَوَرَّدْتُ আমি অনিচ্ছাকৃতভাবে অবতীর্ণ হয়েছি كَالْبَاحِثِ অন্বেষণকারীর মতো عَنْ حَتْفِهِ নিজে খুব দ্বারা بِظُلْمِهِ নিজে খুব দ্বারা।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَكِنْ : (حَرْفُ الْإِسْتِدْرَاكِ) : কিন্তু, তবে।
لَكِنْ শব্দটি মূলে لَكِنْ ছিল। লেখারীতিতে اَلَيْ লেখা হয় না, কিন্তু উচ্চারিত হয়। এটি দুপ্রকার-
১. লَكِنْ : (حَرْفُ الْإِسْتِدْرَاكِ) : এর কোমলরূপ। এটি, حَرْفُ اِسْتِدْرَاكِ, এর কোনো আমল নেই। তখন এটি উভয় প্রকার জুমলার পূর্বে ব্যবহৃত হয়।
২. গঠনগতভাবে خَفِيفَةٌ। এরপরে যদি জুমলা আসে তখন এটি কেবল اِسْتِدْرَاكِ-এর অর্থ প্রকাশ করে। হরফে আতফ হয় না এবং এর পূর্বে وَאו যুক্ত হতে পারে। যেমন-
وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الطَّالِبِينَ। আর যদি যেন- لَكِنْ وَكَانُوا فِي الْحَرْبِ تَنْتَظِرُ-
হয়। এক, তার পূর্বে تَمْ বা থাকতে হবে। যেমন-
مَا قَامَ زَيْدٌ لَكِنْ مَسْرُورٌ وَلَا يَمْزُ زَيْدٌ لَكِنْ عَمْرُو
দুই, তার পূর্বে وَאו যুক্ত হবে না। এটাই সংখ্যাগরিষ্ঠ নাহববিদগণের অভিমত। অপর এক দলের মতে এক্ষেত্রে وَאו যুক্ত করা আবশ্যিক।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَكِنْ مَسْرُورٌ اللَّهُ وَمَعَانِمُ السَّيِّئِينَ .

এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

هَيَّجَ : এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

تَفَعَّلَ : উদ্বুদ্ধ করা, উকিয়ে দেওয়া, الشَّيْءُ : উত্তেজিত করা।

(تَفَعَّلَ) تَهَيَّجًا - الشَّيْءُ : উদ্বুদ্ধ হওয়া। উত্তেজিত হওয়া।

تَهَيَّجًا : (ض) تَهَيَّجًا, تَهَيَّجًا : উদ্বুদ্ধ হওয়া। উত্তেজিত হওয়া।

فِي الْعِدَّةِ : حَاغَبَتِ السَّمَاءَ فَمَطَرْنَا

مَادَهُ : (ف. ض. ل.) : جنس : أَجْرَبَ بَانِي

مِرَادُف : حَرْكَ / حَرْضٌ : وَجَدَ هَذَا

الْبُكَاءُ : ক্রন্দন, কান্না।

এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

قُلْتُ : এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

الْفَضْلُ : মর্যাদা। সম্মান। মাহাত্ম্য। গুণ-গরিমা। ফজিলত।

আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

فِي الْقُرْآنِ : ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

مَادَهُ : (ف. ض. ل.) : جنس : صَحِيحٌ

مِرَادُف : مَحْمُودَةٌ / مَتَّقِيَةٌ : وَجَدَ : نَقَصَ

الْمُسْتَقِيمُ : (ف. ض. ل.) : جنس : نَقَصَ

تَقَدَّمَ تَقَدَّمَ : اِقْتَدَمَ اِقْتَدَامًا : اِسْتَقْدَمَ اِسْتِقْدَامًا :

অগ্রসর হওয়া, অগ্রবর্তী হওয়া।

আগমন করা। : اِقْتَدَمَ اِقْتَدَامًا : اِسْتَقْدَمَ اِسْتِقْدَامًا :

সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করা। : مِنَ السَّفَرِ

ইচ্ছা করা। : إِلَى الْأَمْرِ :

(ن. س.) : قَدَّمَ : قُدُومًا : اِقْتَدَامًا : اِسْتِقْدَامًا : عَلَى تَرْبِيَةِ :

দুঃসাহস করা, বাহাদুরী করা।

قَدَّمَ : قَدَّمَ : عَلَى الْأَمْرِ : সাহসী পদক্ষেপ নেওয়া। বীরত্ব প্রদর্শন করা।

اَقْدَمَ بِمَرْنَا : কসম করা।

কাউকে অগ্রসর করে দেওয়া : **أَقْدَمَ قُلَانًا** :

(ক) **بَدَأَ** : **قُدَامَةً** : পূর্বতন হওয়া।

কাউকে অগ্রসর করে দেওয়া : **تَقَدَّيْنَا** :

- **بَيْنَتَا** : কসম করা।

فِي الْقُرْآنِ : لِيَقْفِرَ لَكَ. لَهُ مَا تَقْدَمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرُ

مَادَهُ : (ق. - د. - م.) : **جَنَسَ** : **صَحِيح**

مُرَادُفٌ : **سَابَقَ** : **جُنْدَ** : **مُخَلِّفٌ**

أَرْجُو : আমি আশা করি।

(ন) **رَجَاءٌ** : **رَجَاؤٌ** : **رَجَاءٌ** : **مَرْجَأٌ** : **رَجَاؤُهُ** : **رَجَاءٌ** :

আশাবিত্ত হওয়া।

আশা করা, ভয় করা : **الشَّيْءُ** -

رَجَى (س) رَجَاءٌ : কথা বলতে যেয়ে থেমে যাওয়া।

কথা থেমে যাওয়া : **رَجَى عَلَيْهِ**

(تَقَعِيلٌ) **تَرْجِيَهُ** : (تَقَعَّلَ) **تَرْجِيَهُ** - (إِفْتِيحَالٌ) **إِزْيِجَاهُ** :

আশা করা, ভয় করা।

(إِفْتِيحَالٌ) **إِزْيِجَاهُ** - **الْأَمْرُ** : বিলম্বিত করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَكُنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا

مَادَهُ : (ر. - ج. - و.) : **جَنَسَ** : **نَاقِصٌ** **وَأَوَى**

مُرَادُفٌ : **أَتَمَّنَى** : **جُنْدَ** : **أَيْتَمَّرَ**

لَا أَكُونُ : এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

অথবা কথাবার্তা : **الْهَذَرُ** :

এ শব্দের তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

আমি অবতারণা করেছি : **أَوْرَدْتُ** : উপস্থিত করেছি।

(إِفْعَالٌ) **إِزْرَادًا** : যাটে আনয়ন করা। উপস্থিত করা।

- **النَّاءُ** : পানির নিকটে নিয়ে আসা।

- **النَّكَامُ** : কর্ণনা করা : উপস্থাপনা করা। অবতারণা করা।

- **الشَّيْءُ** : উল্লেখ করা।

- **النَّخَرُ** : বর্ণনা করা।

(ض) **وَرَدًا** - **النَّاءُ** : পানির নিকটে আসা। পানিতে

অবতীর্ণ হওয়া।

- **الرَّجُلُ** : উপস্থিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : يَتَقَدَّمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ الشَّارَ

مَادَهُ : (و. - ر. - د.) : **جَنَسَ** : **مِثَالٌ** **وَأَوَى**

مُرَادُفٌ : **أَتَمَّنَى** **بِهِ** : **جُنْدَ** : **ذَمِّتُ بِهِ**

مُرَادُفٌ : (ج) **سَوَّارِدَ** : যাট। পানস্থান। পানির নিকটে। যাওয়ার পথ।

আমি অনিচ্ছাকৃতভাবে অবতীর্ণ হয়েছি : **تَوَرَّدْتُ** :

تَوَرَّدَ (تَفَعَّلَ) **تَوَرَّدًا** : যাটে আসতে বলা।

পানির নিকটে আসা। পানিতে অবতীর্ণ হওয়া : **النَّاءُ** -

(خَامِيَتٌ تَكَلَّتْ) : অনিচ্ছাকৃতভাবে অবতীর্ণ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَسَا وَرَدَ مَا مَدَيْنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ

النَّاسِ يَنْتَقِبُونَ

مُرَادُفٌ : **تَزَلَّتْ** : **جُنْدَ** : **صَعِدَتْ**

খননকারী। অব্বেষণকারী। অনুসন্ধানকারী।

গবেষক। গবেষণাধর্মী।

(ن) **بَعَثَا** - **فِي الْأَرْضِ** : খনন করা। মাটির নিচে কোনো।

কিছু খোঁজ করা।

- **عَنْهُ** : অনুসন্ধান করা।

بَعَثَ : (ج) **بَعُوثٌ** : **أَبْعَاكَ** : অনুসন্ধান। পর্যবেক্ষণ।

যাচাই। নিরীক্ষণ।

فِي الْقُرْآنِ : فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْعَثُ فِي الْأَرْضِ

مَادَهُ : (ب. - ج. - ث) : **جَنَسَ** : **صَحِيح**

مُرَادُفٌ : **الْمُعْتَبَرُ** : **جُنْدَ** : **الْأَفْعَالُ**

حَنْفٌ : (ج) **حَنْفٌ** : **مُتَوَكِّفٌ** : মুতাক্কিফ।

مَا تَحَنَّفَ أَنْتَهُ أَوْ حَنَفَ فِيهِ : তার স্বাভাবিক মুতাক্কিফ হয়েছিল।

فِي الْعَوْنِ : وَالْقَتْلُ حَنْفٌ مِنَ الْحَتُوفِ

مَادَهُ : (ج. - ت. - ف) : **جَنَسَ** : **صَحِيح**

مُرَادُفٌ : **الْمَوْتُ** : **جُنْدَ** : **الْحَيَوَةُ**

ظَلَفٌ : (ج) **أَطْلَفَ** : **ظَلَفَ** : থর। বকরি, হরিণের।

প্রয়োজন। জীবন নির্বাহ সংক্রান্ত সংকট। সংকটময় জীবন।

ثَارًا تَارَ پَدَاثُ অনুসরণ করে এসেছে।

الْفَرَسُ : উটের থর।

الْعَاوِرُ : ঘোড়ার থর।

(ن) **ظَلَفًا** - **السُّهُمُ** : থুরের উপর পড়া। থুরে আঘাত করা।

- **عَنِ الْأَمْرِ** : বাধন করা, বিরত রাখা।

(ن) **ظَلَفًا** - **الْقَوْمُ** : পদাঙ্ক অনুসরণ করা।

فِي الْعَوْنِ : دُرُوا السَّائِلَ وَكَوْ يَطْلِفُ شَاءَ مُحْتَرِ

مَادَهُ : (ظ. - ل. - ف) : **جَنَسَ** : **صَحِيح**

مُرَادُفٌ : **الْعَاوِرُ** : **جُنْدَ** : **يَدٌ**

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ أَرْجُو أَنْ لَا أَكُونَ فِي هَذَا الْهَذَرِ الَّذِي الْخ :

الْهَذَرُ ইসম **سَبِيح** তার মধ্যে **نَاقِصٌ** لَا **أَكُونُ**

শব্দটি **مَوْضِعٌ** আর **أَوْرَدْتُهُ** হলো তার সিফাত এবং

مُرَادُفٌ **مَاضِي** **مَوْضِعٌ** আর **تَوَرَّدْتُ** তার সিফাত।

وَالْجَادِعَ مَارَئِ أَنْفِهِ بِكَفِّهِ، فَأَلْحَقَ
بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا،

অনুবাদ : এবং নিজের হাতে নিজের নাসিকায় কর্তনকারী
ব্যক্তির মতো হব না, যার ফলে আমাকে তাদের মধ্যে
অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়, যারা ক্রিয়া-কর্মে অধিক
ক্ষতিগ্রস্ত এবং যাদের শ্রম পার্থিব জীবনে পথ হ্রাস পেছে।

শাব্দিক অনুবাদ : الْجَادِعُ : ব্যক্তি أَنْفِهِ : নিজের নাসিকায় بِكَفِّهِ : নিজের হাতে فَأَلْحَقَ : যার ফলে আমাকে
তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয় الْأَخْسَرِينَ : যারা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত أَعْمَالًا : ক্রিয়াকর্ম ضَلَّ : যাদের শ্রম পথ হ্রাস
পেছে الْحَيَاةِ الدُّنْيَا : পার্থিব জীবনে।

শব্দ বিশ্লেষণ

الْجَادِعُ : (ف. ا. م. ذ.) : কর্তনকারী।

(ف. ج. د. ع. ا.) : কর্তন করা।

فُلَا : - বন্দী করা, বিরত রাখা।

الرَّجُلَ عِيَالَهُ : - খোরপোষ বন্ধ করে দেওয়া।

فِي الْعُدُوتِ : وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ

مَادَهُ : (ج. د. ع. ا.) : جنس : صَبِيح

مُرَاوٍ : الْقَطِيعُ، جَدَّ : الْمَصْلُحُ

مَارَئِ : (ج. مَارَئِ) : নাকের ডগা, নাকের নরম অংশ, নাসিকায়।

رُمِعَ مَارَئِ : - নমনীয় বর্ণা।

(ن. مَوْنَةً، مَرُونًا، مَرَانَةً) : কিছুটা কাঠিন্য বজায় রেখে নরম হওয়া।

يَدُهُ عَلَى الْعَمَلِ : - শক্ত হওয়া, কঠোর হওয়া।

أَنْفُ الْإِنْسَانِ : عَلَى الْأَنْفِ : অনুশীলন করানো।

অভ্যাস করা : প্রশিক্ষণ দেওয়া।

أَنْفُ الْإِنْسَانِ : تَرَرْنَا - عَلَى الْأَنْفِ : অনুশীলন করা। অভ্যাস হওয়া।

فِي الْعُدُوتِ : وَفِي الْمَارِئِ الدُّنْيَا

مَادَهُ : (م. ر. ن.) : جنس : صَبِيح

أَنْفٌ : (ج. أَنْفٌ، أَنْفٌ، أَنْفٌ) : নাক, নাসিকা, নাসা, নাসিকায়।

أَنْفُ كُلِّ شَيْءٍ : - যে কোনো বস্তুর প্রথম অংশ।

أَنْفُ الْجَبَلِ : - পর্বতের একদিকে বর্ধিত অংশ।

رَغِمَ أَنْفُهُ : - সে হেয় প্রতিপন্ন হলো।

حَمِيَ أَنْفُهُ : - সে শ্রবণ ও শক্তিশালী হলো।

أَنْفٌ : أَنْفٌ - مِنْ الْعَسَارِ : (س. ا. ن. م. ذ.) : আত্মমর্যাদাসংশূন হওয়া, অপহরণ করা।

(ن. ض. ا. ن. م. ذ.) : - নাকে আঘাত করা। নাকে ঘুমি দেওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
مَادَهُ : (أ. ن. ف.) : جنس : مَهْمُوزٌ فَ.

مُرَاوٍ : مَنَحَرٌ، جَدَّ : كَفَّ

كَفَّ : (ج. أَكَفَّ، كُفِّرَ، كُفَّ) : হাত। হাতের তালু : كُفَّ : كُفِّرَ

[আঙ্গুল সহকারে]। নেয়ামত।

(ن. كَفَّ، كَفَّافَةٌ - عَنِ الْأَمْرِ) : বিরত থাকা।

- عَنِ الْأَمْرِ : - বিরত রাখা।

فِي الْقُرْآنِ : لَا يَسْتَعِزُّونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ

كُفِّهِ إِلَى السَّمَاءِ

مَادَهُ : (ك. ف. ف.) : جنس : مُضَاعَفَةٌ ثَلَاثِي

مُرَاوٍ : الرِّاحَةُ، جَدَّ : عَضَّدَ

أَلْحَقَ (مَجْهُولٌ) : আমাকে অন্তর্ভুক্ত/সংযুক্ত করে দেওয়া হয়।

(إِنْفَالٌ) إِنْحَاكًا - الشَّيْءُ : পৃথক স্থান থেকে এসে কোনো।

কিছুর সাথে যুক্ত হওয়া। কোনো কিছুর সাথে পরে এসে

সংযুক্ত হওয়া।

- بِفَعْلَانٍ : - কারও সাথে কোনো কিছু সংযুক্ত করে দেওয়া।

একত্র করে দেওয়া।

(س. لَعَنًا، لَعَنَاتٍ) : কোনো কিছুর সাথে পরে এসে

সংযুক্ত হওয়া। পরে এসে মিলিত হওয়া।

(إِنْفِئَالٌ) إِنْحَاكًا - بِهِ : ভর্তি হওয়া। সংযুক্ত হওয়া।

মিলিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَلْعَفْنِي بِالصَّالِحِينَ .

মাদ্ : (ল-হ-য) , جَس : صَحِيح
مُرَادُف : أَلْعَفَ , جَسَد : أَلْعَفَ

(ج) الْأَخْسَرِينَ , الْأَخْسَرُونَ (و) الْأَخْسَرُ :
خَيْر (س) خَسِرَا , خَسِرَا , خَسَارًا , خُسْرَانًا :

ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, পথভ্রষ্ট হওয়া, ধ্বংস হওয়া।

(ض) خَسِرَا , خُسْرَانًا - الْمَيْبَانُ :
মাপে কম দেওয়া। ভ্রাস। কমিয়ে দেওয়া।

নষ্ট করা। - الْمَالُ :

(تَفْعِيل) تَغْيِيرًا , (إِفْعَال) إِخْسَارًا :
পথভ্রষ্ট করা। ধ্বংস করা।

فِي الْقُرْآنِ : قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا

মাদ্ : (খ-স-র) , جَس : صَحِيح
مُرَادُف : أَلْهَبَ الْكَيْنَ , جَسَد : أَلْتَوَيْتِ

(ج) أَعْمَالًا (و) عَمَلٌ : ইচ্ছাকৃত কর্ম [প্রাণীর]

نَفْلٌ : কর্ম [ভালা হোক বা মন্দ হোক, মানুষের হোক বা
অন্য কোনো প্রাণী বা জড় পদার্থের হোক।

صَنَعَ : উৎকৃষ্ট কর্ম, ভালো কাজ [মানুষের]

(س) عَمَلًا : কাজ করা। পরিশ্রম করা।

- لِأَكْبِرَ عَلَى يَلَدٍ : শাসনকর্তা নিযুক্ত হওয়া।

(إِسْتِعْمَال) إِسْتِعْمَالًا : গভর্নর বানানো। প্রশাসক নিযুক্ত করা।

- أَلَاةٌ وَالْقَوْبُ : ব্যবহার করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَنَّا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ .

মাদ্ : (এ-ম-ল) , جَس : صَحِيح
مُرَادُف : أَعْمَالُ , جَسَد : أَقْرَأُ

صَلَّى : পণ্ড হয়েছি। হয়ে গেছে।

(س) ض. صَلَاةً , صَلَاةً : পথভ্রষ্ট হওয়া। সত্য পথ বা সত্য।

দীন থেকে বিচ্যুত হওয়া।

- الشَّيْءُ عَنَّهُ : নষ্ট হয়ে যাওয়া। হারিয়ে যাওয়া।

- سَفِيهٌ : সফল না হওয়া। শ্রম পণ্ড হওয়া। বার্থ হওয়া।

(تَفْعِيل) تَغْيِيرًا , تَضَلَّاهُ : পথভ্রষ্ট করা। পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করা।

(إِفْعَال) - إِضْلَالًا - الشَّيْءُ : নষ্ট করা। ধ্বংস করা।

দাফন করা। অদৃশ্য করা। পথভ্রষ্ট করা। হারিয়ে ফেলা।

পথভ্রষ্ট পাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي

মাদ্ : (হ-য-ল) , جَس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادُف : خَابَ , جَسَد : أَفْلَحَ

سَفِيهٌ : শ্রম। চেষ্টা। সাধনা।

(س) سَفِيهًا : কাজ করা। চেষ্টা করা, সাধনা করা। চলা।

সজোরে হাঁটা, দৌড়ানো।

- الْبَيْتُ : ইচ্ছা করা।

- فَيُجَابَةُ الرَّجُلِ : কারো অভাব মোচনের চেষ্টা করা।

(إِفْعَال) إِسْعَاءً : চেষ্টা করানো।

- لِيُجَالِبَ : উপার্জন করা।

(إِسْتِفْعَال) إِسْتِعْمَالًا - الرَّجُلُ :

সদকা-যাকাত উসুলের জন্য নিযুক্ত করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا

মাদ্ : (স-এ-য) , جَس : تَأْقِصُ يَأْي

مُرَادُف : أَلْمَلَّ / أَلْمَهَّدُ , جَسَد : الْإِهْمَالُ

الْحَيَاءُ : জীবন।

(س) حَيَاءً , حَيَوَانًا : বেঁচে থাকা।

(تَفْعِيل) تَحْيَةً : বাঁচিয়ে রাখা। বেঁচে থাকার দোয়া করা।

সালাম দেওয়া। অভিবাদন জানানো।

(إِسْتِفْعَال) إِسْتِعْمَالًا : লজ্জাবোধ করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا الْعِبَادَةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ

মাদ্ : (হ-য-য) , جَس : كَيْفِيَّةٌ مَقْرُون

مُرَادُف : عَيْشَةٌ / رُوحٌ , جَسَد : أَلْمَوْتُ

حياة শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

১. বর্ধন-শক্তি। যেমন- গাছপালা ও জীব-জন্তুর জীবন, এ

অর্থে কুন্ডলানের আয়ত্ত-

إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

২. অনুভূতি-শক্তি। এ অর্থে জীব-জন্তু ও মানুষকে **حَيَوَانٌ** বলা হয় এবং এ অর্থে কুরআনের আয়াত :

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ

৩. বোধ-শক্তি। এ অর্থে কুরআনের আয়াত :

أَوْ مَنْ كَانَ مَبْتَأًا فَأَحْبَبْنَاهُ

৪. নিরুদ্দিগ্ধতা। এ অর্থে কুরআনের আয়াত-

لَا تَعْسَبُ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ، بَلْ أَحْيَاءُ

৫. পরকালীন জীবন। এ অর্থে কুরআনের আয়াত-

يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي

৬. চিরজীব হওয়া, যা আদ্বাহ তা'আলারই বিশেষ গুণ। এ অর্থে আদ্বাহ তা'আলাকে **حَيٌّ** বলা হয়।

فِي الْقُرْآنِ : اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

অধিক নিকটবর্তী : (ج) دُنَى (مُذَكَّرٌ : الْأَدْنَى) :

অধিক নিকটবর্তী। ইহজগৎ। পার্থিব জীবন বা জগৎ, ইহজীবন।

دُنْيَا الْأَحْلَامِ : স্বপ্নের জগৎ।

دُنْيَا السُّرُورِ : আনন্দের জগৎ বা জীবন।

নিকটবর্তী হওয়া : (ن) دُنْرًا ، دُنَاوَةً - مِنْهُ وَإِلَيْهِ ، وَلَهُ :

دَانٍ : (ج) دُنَا : নিকটবর্তী।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا
مَآثِرًا : (د-ن-و) ، جَسَسَ : نَاقَصَ وَآوَى
مُرَاوَنَ : أَلْعَبَأَ الْمَادِيَّةُ ، ضَدَّ : الْأُخْرَى

বাক্য বিশ্লেষণ

نَوْلُهُ : فَأَلْحَقَ بِالْآخِرَيْنِ الْخ :

অট্টা এবং জَزَاء -এর -مَحْذُوفٌ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ
مُبْتِزٍ অতঃপর হালো الْأَخْسَرَيْنِ হালো تَمَيِّزٍ আর
وَالَّذِينَ ضَلَّ الْخ আর مَوْصُوفٍ মিলে تَمَيِّزٍ ও
نَوْلُهُ : وَهُمْ يَحْسَبُونَ الْخ :

وَأَوْ هَلِ الْخ এবং পরবর্তী বাক্যটি هَال হয়েছো
যমীর থেকে।

এর মধ্যে পার্থক্য : سَعَى وَصَنَعَ -عَمَلَ -فِعْل

بَدَلَ : ব্যাপক, জীব, জড়, মানুষ সকলের কাজকে
বলে, চাই কাজটা ইচ্ছাকৃতভাবে হোক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে
হোক। পক্ষান্তরে প্রাণী থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে যে কাজ
তাকে سَعَى বা عَمَلَ বলে। জড় পদার্থের কাজকে
অনিচ্ছাকৃত কাজকে عَمَلَ বলা হয় না। আর মানুষের উৎকর্ষ
কাজকে صَنَعَ বলা হয়।

وَهُمْ يَخْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُخْسِنُونَ صُنْعًا، عَلَى
أَنِّي وَإِنْ أَغْمَضَ إِلَى الْفِطَنِ الْمُتَعَارِي،
وَنَضَعَ عَنِّي الْمُحِبِّ الْمُحَايِي،

অনুবাদ : অথচ তারা ধারণা করেছে যে, তারা ভালো কাজ করেছে। তা ছাড়া, যদিও মেধাহীনতার ভানকারী যীশুস্পন্ন ব্যক্তি আমার [দোষ ত্রুটির] প্রতি নমনীয় দৃষ্টি দেয় এবং একান্ত আন্তরিক বন্ধু আমার পক্ষ থেকে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে,

শাস্তিক অনুবাদ : وَمَنْ أَذَقَ تَارًا يَخْشَرُونَ ধারণা করছে أَنَّهُمْ যে, তারা يُخْشَرُونَ ভালো কাজ করছে صُنْعًا ভালো التَّغْيَاسِ বাকি الْفِطْرُ বী-সম্পন্ন ব্যক্তি عَلَى أَنِّي কাজ তাছাড়া وَأَنْ যদিও أَغْضُ نমনিয় দৃষ্টি দেয় لِي আমার প্রতি الْمُحِبِّ বন্ধ থেকে الْمُحِبِّ বন্ধ একান্ত আন্তরিক।

শব্দ বিশ্লেষণ

তারা ধারণা করে, -করছে, -করবে। : يَحْسِبُونَ
 ধারণা করা, মনে করা। : حَسِبًا، مَعْبِيَةً، مَعْبِيَةً
 স্বেত রোগে গায়ের চামড়া সাদা হয়ে যাওয়া। : حَسِبًا
 বংশীয় দিক থেকে সম্ভ্রান্ত হওয়া। : حَسِبًا، حَسَابَةً
 গণনা করা। : حَسِبًا، حَسَابًا، حَسَبًا، حَسَابًا
 রূফি القرآن : يَحْسِبُهُمُ الْعَالَمُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّمَكُّفِ
 সাদ্ : (ح-س-ب) ، جنس : صَبِيح
 مُرَادٌ : يَطْنُونَ ، يَنْدُ : يَحْسِبُونَ
 তারা ভালো কাজ করে, -করছে, -করবে। : يَحْسِبُونَ
 ভালো কাজ করা, নেক কাজ করা। : أَحْسَنَ (إِعْمَالًا) ، أَحْسَنًا
 উত্তমভাবে করা।

উত্তমভাবে প্রস্তুত করা : ভালো জ্ঞান রাখা : **الشئ** :
 ভালোভাবে পড়তে পারা : **الِقِرَاءَة** :
 সদ্ব্যবহার করা : অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করা : **الْبَه وَبِه** :

(ক) (ن) حَسَنًا : সুন্দর হওয়া ।
 حَسَن : (ج) حَسَان :
 حَسْب : (ج) حُسَان, حَاسِب : (ج) حَاسِبُونَ :
 সুন্দর, কমণীয়, মনোরম, আকর্ষণীয় ।

فِي الْقُرْآنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ
ভালো কাজ, উত্তম কাজ, সংকাজ, আমল : **صُنْعٌ**
অনুগ্রহ, রিজিক।

কোনো জিনিস তৈরি করা : **صَنَعَ - الشَّيْءَ** :
 অনুগ্রহ করা : **أَتَوَعَّدُ -**
 মন্দ কাজ করা : **بِمَصْنَعِي قَبِيحًا** :
 দেখা : ভালোভাবে কাজ করা : **إِعْطَالَ - الرَّجُلِ** :
 অন্যকে সাহায্য করা :

صَنَعَ (تَفْعِيل) تَصْنِيعًا - الشَّرْ :
 সূন্দর করা। শোভনীয় করা :
 مَفَاعَلَةٌ مَصَانَعَةٌ :
 নম্রতা করা, নম্র আচরণ করা, ঘুম দেওয়া :
 - الرَّجُلُ :
 বন্ধু হওয়া :

প্রত্যাহার করা। - عَنْ الشَّيْخِ : مَنْ صَانَعَ بِالسَّالِ لَمْ يَحْتَسِبْ مِنْ طَلَبِ الْعَاجَةِ :
যে ব্যক্তি ঘুষ দানে অর্থ ব্যয় করে সে তার প্রয়োজন অন্তর্ভুক্ত
শক্তি হয় না।

فِي الْقُرْآنِ : صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ
 مَّادَهُ : (ص-ن-ع) : جَسَدٌ : صَعْنٌ
 مُرَادٌ : عَمَلٌ / فِعْلٌ : ضِدُّ : بَاطِلٌ
 عَلَى أَنْ : অমিকন্তু, উপরন্তু, তা ছাড়া।।
 أَغْمَضَ : নমনীয় দৃষ্টি দিল। -দেয়।

(إِنْعَال) : إِنْغَاصًا - (تَفْعِيل) تَغْفِيطًا، عَيْنُهُ :
চক্ষু মদিত করা।

তাখিলা করা : اَغْمَضْتُ الْعَيْنَ فُلَانًا
- عَنْ الْقَوْمِ : নম্রায়ে দৃষ্টিতে দেখা :
- عَلَى كَذَا : সহ্য করা : সম্মত হওয়া :
- فِي السَّلْعَةِ : পণ্য নিষ্পন্নানের হওয়ার কারণে মূল্য :
- تَوَضَّعَ : ভ্রাস করে দেওয়া :

(ن. ك) عَمُوسًا - الْكَلَامُ : दूरीया हव्या।
 (اَنْفِعَال) اِنْفِيسًا : चक्र बक हव्या।
 (ض. ن) عَمُوسًا - عَمَّ : नत्र आचरण करा।
 (غ. م. ح) اَسْمُ : स्याद।
 (ض. ن) اَسْمُ : स्याद।
 (غ. م. ح) اَسْمُ : स्याद।
 (ض. ن) اَسْمُ : स्याद।

অনুবাদ : তবু আমি অগভিজ্ঞ মূর্খ ব্যক্তি অথবা মূর্খতার
ডানকারী নিন্দুক থেকে হয়তো রেহাই পাব না। সে এ
রচনার কারণে আমার মর্যাদা খাটো করবে।

শাসিক অনুবাদ : لَا أَكَادُ أَخْلَصُ : তবু আমি হয়তো রেহাই পাব না مِنْ থেকে غَيْرِ جَائِلٍ অনভিক্ত মুখ ব্যক্তি أَوْ অথবা هَذَا الرُّوحُ এ রচনার কারণে।

أَكَادُ : كَادَ يَكَادُ، كَرَدًا، مَكَادَةٌ :

فِي الْقُرْآنِ : فَلَمَّا اسْتَبَاسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا .

কোনো কাজ করার কাছাকাছি হওয়া, কিন্তু না করা। যেমন-
 كَادَ يَضْرِبُ : সে প্রহার করতে উদ্যত হয়েছে, কিন্তু প্রহার
 করে নি। এটি أَعْمَالُ مُقَارَبَةٍ -এর একটি। এর خَيْرٌ-এর
 সাথে كُنْ কমই ব্যবহৃত হয়। كَادَ কখনো ইচ্ছা করার অর্থে
 ব্যবহৃত হয়। যেমন : أَكَادُ أَنْفُسَهَا : আমি তা গোপন
 করার ইচ্ছা করেছি। كَادَ কখনও ইবারতে زَائِدٌ হয়।
 যেমন-لَمْ يَكُنْ رَكَا : সে দেখে নি।

فِي الْقُرْآنِ : يَكَادُ الْبَرَقُ يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ .

مَادَّةُ : (ك. و. د) ، جنس : أَجُوف

مُرَادِفٌ : لَا أَقْرَبُ ، ضِدٌّ : لَا أَبْعَدُ

আমি রেহাই/মুক্তি পাব। : **أَخْلَصُ**

(ن) خُلُوصًا، خَلَاصًا : খাটি হওয়া, নিখাদ হওয়া।

মুক্তি পাওয়া। নিষ্কৃতি পাওয়া। রেহাই : مِنَ الْهَلَاكِ

পাওয়া । নিরাপদে থাকা ।

— الْمَاءُ مِنَ الْكَدْرِ : নির্মল হওয়া ।

— إِلَى الْمَكَانِ أَوْ بِالْمَكَانِ : । পৌছা

পৃথক হওয়া : - مِنَ الْقَوْمِ

গোষ্ঠের মধ্যে হাড়-চূর্ণ বিদ্যমান থাকা : (م) خَلْمًا :

(تَفْعِيل) تَخْلِيصًا - مِنْ كَذَا : নিষ্কৃতি দেওয়া, মুক্তি দেওয়া।

পরিষ্কার করা, নিষাদ করা, সারবস্তা বের করা। - الثَّيَّ:

নিষ্ঠা সহকারে করা। আন্তরিকভাবে করা। : اِنْعَالًا اِخْلَاصًا :

تَخَلَّصَ (إِسْتِفْعَال) اِسْتِغْلَامًا : বেছে নেওয়া । খাস করা ।

الحَقُّ مِنْهُ : ا. حاصل করা

مَادَّةُ : (خ. ل. ص) ، جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادِفٌ : أَصْنُو، ضِدٌّ : أَخَالِيطُ

غُمْرٌ : (ج) أَعْمَارٌ : অনভিজ্ঞ, মূৰ্খব্যক্তি ।

غمرٌ : (ج) غُمُورٌ، أَغْمَارٌ : প্রশস্ত কাপড়। অথৈ পানি, তলিয়ে :

নেওয়া জলরাশি। অনভিজ্ঞ ব্যক্তি। মানুষের দল। উদার

ব্যক্তি । নম্র-ভদ্র । দানশীল । দ্রুতগামী ঘোড়া । অপ্রকাশিত

ବଳ ସ୍ଥାନ ।

غمر : (ج) اغمار : ۱۔

গম্‌র (ج) غمور ৷ হিংসা, বিদ্বেষ ৷

غمر : (ج) اغمار : اِپسار

عمر : (ج) غمور : ا. বিদ্যে : সা.

মানুষের দল। অনাভিজ্ঞ। মূর্খ। عمر : (ج) اعمار

عمر (ك) عماره، عموره - الرجل : ১১০০

[illegible]

বিদ্যমূৰ্গ হওয়া।

(ন) غَمْرًا - بِشْرًا: ঢেকে নেওয়া, আচ্ছাদিত করা।

فِي الْحَدِيثِ : لَا يَغْرُكَ أَنْ قَتَلْتَ نَفْسًا مِنْ قُرَيْشٍ أَعْمَارًا .

مَادَّةُ : (غ.م.ر) ، جنس : صَحِيح

مُرَادِفُ : الْجَاهِلُ ، ضِدُّ : الْمُجَرَّبُ / الْعَالِمُ

جَاهِلٌ : (ج) جَهْلَةٌ، جُهْلٌ، جُهِلَ، جِهَلًا.

অভ্র, অশিক্ষিত, নির্বোধ, অভদ্র, মূৰ্খ ।

جَهْلٌ (سر) جَهْلًا : অজ্ঞ হওয়া, মূর্খ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ.

مَاَذَ : (জ. হ. ল) , جُنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : غُمْرٌ , ضِدٌّ : الْعَالِمُ / الْمَعْرِفُ

অজ্ঞতার ভানকারী : (জ) مُتَجَاهِلُونَ : ভানকারী।

ভানকারী।

অজ্ঞতার ভান করা, মূর্খতার ভান করা : (تَفَاعُلٌ) تَجَاهَلًا :

مُرَادُفٌ : الْمَتَغَابِي , ضِدٌّ : الْمَتَفَاطِنُ

ভিষ্মেধী, নিন্দুক, হিংসাপরায়ণ : ذِي غُمْرٍ :

فِي الْحَدِيثِ : وَلَا ذِي غُمْرٍ عَلَى أَخِيهِ .

يَضَعُ : খাটো করবে।

(ف) وَضَعًا - : নীচ করা, লাঞ্ছিত করা।

عَنْقَهُ : ঘাড়ে আঘাত করা।

الْحَدِيثُ : কথা বানানো। হাদীস জাল করা।

প্রক্ষেপণ করা।

الْكِتَابَ : রচনা করা, গ্রন্থনা করা।

يَدُّهُ عَنْ فُلَانٍ : বিরত রাখা।

عَصَاهُ : অবস্থান করা।

بِالْمَرْأَةِ حَمَلَهَا : সন্তান প্রসব করা।

مِنْ فُلَانٍ : মর্যাদা খাটো করা।

نَفْسَهُ : নিজেকে অপমানিত করা।

(س) ضَعَفَ , وَضَعَفَ - فِي تِجَارَتِهِ : ব্যবসায় গচ্ছা দেওয়া।

(ك) ضَعَفَ , وَضَاعَةً : নীকষ্ট হওয়া। অপদার্থ হওয়া।

হীন হওয়া। নীচ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى

مَاَذَ : (ও. হ. ল) , جُنْسٌ : مِثَالٌ وَآوَى

مُرَادُفٌ : يُغْزِي , ضِدٌّ : يَرْقُعُ

[এখানে] রচনা করা, রচনা।

فِي الْقُرْآنِ : وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ

বালাগাত

ذِي غُمْرٍ مُتَجَاهِلٍ ও غُمْرٍ جَاهِلٍ -এর মধ্যে ১ম গুমর যদি

جِنَاسٌ مُتَمَآئِلٌ হয়, তাহলে এখানে بِكُنْزِ الْغَنِيِّ

আর যদি بِفَتْحِ الْغَنِيِّ বা بِضَمِّ الْغَنِيِّ হয় তাহলে এখানে

جِنَاسٌ مُعَرَّفٌ রয়েছে।

وَيُنَادِي بِأَنَّهُ مِنْ مَنَاهِي الشَّرْعِ، وَمَنْ نَقَدَ
الْأَشْيَاءَ بِعَيْنِ الْمَعْقُولِ، وَأَنْعَمَ النَّظَرُ فِي
مَبَانِي الْأَصُولِ،

অনুবাদ : এবং নিন্দা সহকারে প্রচার করবে যে, এটা
শরিয়ত গর্হিত কাজসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর যে ব্যক্তি
বস্তু নিচয়কে যুক্তির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে এবং
[সমালোচনার] নীতিমালার ভিত্তিতে গবেষণা করে।

শাস্তিক অনুবাদ : وَيُنَادِي এবং নিন্দা সহকারে প্রচার করবে الشَّرْعِ শরিয়ত গর্হিত কাজসমূহের অন্তর্ভুক্ত وَمَنْ আর যে ব্যক্তি نَقَدَ নিরীক্ষণ করে الْأَشْيَاءَ বস্তু নিচয়কে بِعَيْنِ যুক্তির দৃষ্টিতে الْمَعْقُولِ এবং গবেষণা করে
مَبَانِي الْأَصُولِ নীতিমালার ভিত্তিতে।

শব্দ বিশ্লেষণ

يُنَادِي : নিন্দা সহকারে প্রচার করে/করবে।
كُتُبًا রটানো। বদনামি করা।
কলঙ্কিত করা।

يُفْلِنُ : দোষ প্রকাশ করে দেওয়া। মন্দ কথা শোনানো।
- صَوْتُهُ : আওয়াজ বুলন্দ করা।
- الْأَيْلُ : উটের পালকে বিক্ষিপ্ত করা।

(ض) نَدَا، نَدِيْدًا، نَدَادًا - النَّبِيرُ :
উট অব্যাহা।
হয়ে যাওয়া, নিরস্ত্রদের বাইরে চলে যাওয়া, আয়ত্তের বাইরে যাওয়া।

ن - الْكَلِمَةُ : কোনো শব্দ কমপ্রচলিত হওয়া, কম ব্যবহৃত হওয়া।
فِي الْعَلَوِيَّةِ : إِنَّكُمْ تَنْدَدُونَ وَإِنَّكُمْ تَشْرِكُونَ -

مَادَهُ : (ন-দ-দ) ، جَنَسٌ مُضَاعَفٌ
مُرَافِقٌ : يَطْمَعُ ، ضِدٌّ - يَتَنَبَّهُ / يُنَادِي

(ج) مَنَاهِي ، (و) مَنَوِي (عَنْهُ) :
নিষিদ্ধ বিষয়। গর্হিত :
বিষয় বা কাজ।

(ف) نَهَبٌ - عَنْ كَذَا : ধমক দেওয়া, শাসনো। নিষেধ করা।
- اللَّهُ عَنْ كَذَا : হারাম করে দেওয়া, নিষিদ্ধ করে দেওয়া।

(إِفْعَال) إِنْهَاءٌ - عَنْهُ : বিরত থাকা, নিবৃত্ত হওয়া।
- إِلَيْهِ : পৌছা।

(إِفْعَال) إِنْهَاءٌ - الشَّنْ : পৌছানো।
فِي الْقُرْآنِ : إِنْ الصَّلَاةِ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ -

مَادَهُ : (ন-হ-য) ، جَنَسٌ تَنَاقُصٌ
مُرَافِقٌ : مَسْتَوْعٌ ، ضِدٌّ - مَشْرُوعٌ

الْشَّرْعُ : শরিয়ত। জীবন-বিধান। যতো। এক সমান।

কথা হয় : النَّاسُ فِي هَذَا شَرَعَ وَاجِدٌ :
এক সমান।

(ف) شَرَعًا - لِقَعْمٍ : আইন প্রণয়ন করা। বিধি-বিধান জারি
করা। কার্যকর করা।

لَهُمُ الطَّرِيقُ : পথ খুলে দেওয়া। প্রকাশ করে দেওয়া।
- الرَّجُلُ : ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করা এবং অন্যায়কে :
দূরীভূত করা।

- الْبَابُ إِلَى الطَّرِيقِ : উন্মুক্ত সড়কের দিকে বাড়ির
দরওয়াজা বের করা।

- فِي السَّاءِ : পানিতে অবতরণ করা অথবা আজল ভরে :
পানি পান করা।

- الْوَادُ : মুখ লাগিয়ে পানি পান করা।
- الْمَائِيَّةُ : গবাদি পতকে পানির নিকটে নিয়ে যাওয়া।

- الْأَمْرُ : কাজ শুরু করা।
- فِي الْأَمْرِ : কাজে ব্যাপৃত হওয়া।

- يَفْلِنُ : কাজকে পানির নিকটে নিয়ে যাওয়া।
شَرَعَ (يَضْرِبُ) : (وَيَعْلُ السَّفَارَتِ) : সে [প্রহার করতে] :
শুরু করল।

فِي الْقُرْآنِ : شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا -

مَادَهُ : (শ-র-ع) ، جَنَسٌ صَحِيحٌ
مُرَافِقٌ : الشَّرِيعَةُ ، ضِدٌّ - الْمَعْصِيَةُ

نَقَدَ : সে নিরীক্ষণ করল, - করে।

وَتَقَدَّ (ن) تَقَدَّا (تَفْعِيل) تَقَيَّدًا - الدَّرَاهِمَ وَغَيْرَهَا :

যাচাই করা। নিরীক্ষণ করা। পরীক্ষা করে দেখা।

نَقَدَ الْكَلَامَ : কোনো কথা বা রচনার ভাষাগত বা অর্থগত
দোষ-গুণ প্রকাশ করা।

- فَلَكَ أَوْ لِفُلَانٍ الشَّنْ : নগদ প্রদান করা।

- الرَّجُلُ الشَّنْ أَوْ إِلَى الشَّنْ : ছুপিসারে দৃষ্টি দেওয়া,
ছুপিসারে ভাবানো।

فِي الْحَدِيثِ : أَنْ تَسْأَلَ الْأَرْضَ بِالدَّرَاهِمِ السَّنْفُورِ

مَاذِهِ : (ন. যি. দ.) , جِنْس : صَحِيح

مُرَافِق : إِخْتَبَر / فَتَحَ , جِنْد : عَابَ

(ج) الْأَشْيَاءُ : (و) شَيْءٌ : بَشْرًا

يُجَمُّ أَيْضًا عَلَى أَشْيَاءٍ , أَشَارَاتٍ , أَشْيَاءٍ , أَشَارَى :

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

مَاذِهِ : (শ. যি. দ.) , جِنْس : مُرَجَّبَ أَجَوَفَ يَأْنِي وَمَهْمُوزٌ لَام

مُرَافِق : سَوْجُودٌ , جِنْد : مَعْدُومٌ

عَيْنٌ : (ج) أَعْيُنٌ , عِيُونٌ , عِيُونٌ , أَعْيَانٌ , (ج) أَعْيَانٌ :

চক্ষু : দৃষ্টি , শহরবাসী , গৃহের মালিক , বদনজর , এছাড়াও

আরও বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(ض) عَيْنًا - الرَّجُلُ : বদনজর দেওয়া।

- عَيْنًا , عَيْنًا , عَيْنَانَا - السَّاءُ أَوْ الدَّمْعُ :

বা অশ্রু প্রবাহিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا

مَاذِهِ : (এ. যি. দ.) , جِنْس : أَجَوَفَ يَأْنِي

مُرَافِق : الْبَصَرُ , جِنْد : الْغَمُّ

الْمَعْقُولُ : (ج) مَعْقُولَاتٌ : যুক্তিনির্ভর, যুক্তিযুক্ত, যুক্তির

অধিগম্য। বোধগম্য। জ্ঞাত, অধিগত। বুঝা হয়েছে এমন।

বুদ্ধি, বিবেক, যুক্তি।

عِلْمُ الْمَعْقُولَاتِ : যুক্তিনির্ভর জ্ঞান।

عِلْمُ الْمَعْقُولُ শব্দটি কখনও مَصْدَرٌ مِنْ عَيْنٍ হিসাবে অর্থেও

ব্যবহৃত হয়।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

مَاذِهِ : (এ. যি. দ.) , جِنْس : صَحِيح

مُرَافِق : مَبْرُؤٌ , جِنْد : غَيْرُ مَعْقُولٍ

أَتَعَمَّ : সে গবেষণা করল, -করে।

(إِفْعَال) إِنْعَامًا - النَّظَرُ فِي السَّنَةِ : গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ

করা। দীর্ঘসময় চিন্তা-ভাবনা করা, গবেষণা করা।

- فِي الْأَمْرِ : বেশি করা, ভালোভাবে করা।

- اللَّهُ الْبَغْمَةُ عَلَيْهِ : নেয়ামত দান করা।

(ن, ن, س) نَعَسَ , مَنَعَا - الرَّجُلُ : সুখী হওয়া ,

হাম্বল হওয়া।

فِي الْحَدِيثِ : فَأَمَرَ بِالظُّهْرِ وَأَتَمَّ (أَيَّ أَطَالَ الْإِبْرَادَ

وَأَخَّرَ الصَّلَاةَ)

مَاذِهِ : (ন. যি. দ.) , جِنْس : صَحِيح

مُرَافِق : أَمَعَنَ , جِنْد : هَزَلَ

النَّظَرُ : দেখা। দৃষ্টি। বুদ্ধিমত্তা। বিবেচনা। মননশক্তি।

عِلْمُ النَّظَرِ وَالْإِسْتِدْلَالِ : কালামাশাস্ত্র।

فِي هَذَا الْأَمْرِ نَظَرٌ : এ বিষয়ে বিবেচনার অবকাশ রয়েছে।

ওদিক লক্ষ্য করে, এদিক : كَذَا وَنَظَرًا إِلَى كَذَا

লক্ষ্য করে, এ দৃষ্টিতে।

(ن, س) نَظَرًا , مَنَظَرًا , مَنَظَرَةً - أَوْ الْبَصَرِ :

দেখা, গভীরভাবে দেখা।

(ن) نَظَرًا - فِي الْأَمْرِ : ভাবা, চিন্তা-ভাবনা করা।

- مُلَاحَظَ الدِّينِ : অবকাশ দেওয়া।

(إِفْعَال) إِنْظَارًا - مُلَاحَظًا : অবকাশ দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَعْرَفْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ

مَاذِهِ : (ন. যি. দ.) , جِنْس : صَحِيح

مُرَافِق : الْبَصَرُ , جِنْد : الْغَمُّ

(ج) مَبَانِي , (و) مَبْنَى : ইমারত, প্রাসাদ।

مَبْنَى : (مَصْدَرٌ مِنْ بِنَى) : ভিত্তি।

(ض) مَبْنَى , مَبْنَى , مَبْنَانَا , مَبْنَى , مَبْنَى : প্রতিষ্ঠিত করা।

(ج) الْأَصُولُ : (و) أَسْلٌ : মূলনীতি, নিয়ম-নীতি। মূল।

প্রাধান্যপ্রাপ্ত।

(ك) أَسَاسًا : ভিত্তিগণিত হওয়া। শেকড় গজানো, প্রতিষ্ঠিত

হওয়া, শক্তিশালী হওয়া।

- الرَّأْيُ : উৎকৃষ্ট ও সুদৃঢ় হওয়া।

- الْأَسْلُوبُ : নতুন ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়া।

- النَّسَبُ : সম্বন্ধ ও ঐতিহ্যবাহী হওয়া।

أَصُولُ -এর মধ্যে أَنْفَ وَكَأَمَ মুফাফ ইলাইহী-এর পরিবর্তে

এসেছে। অর্থাৎ أَنْفَ وَكَأَمَ সমালোচনার নীতিমালা।

فِي الْقُرْآنِ : مَا قَاتَعْتُمْ مِنْ رَيْبٍ أَوْ تَرَكْتُمْ مَوَاقِفًا

عَلَى أَسْرَارِهَا

مَاذِهِ : (أ. যি. দ.) , جِنْس : مَهْمُوزُ الْفَاءِ

مُرَافِق : الْقَوَاعِدُ , جِنْد : الْفُرُوعُ

نَظَّمَ هَذِهِ الْمَقَامَاتِ، فَنِي سَلِكِ الْإِفَادَاتِ،
وَسَلَكَهَا مَسَلَكَ الْمَوْضُوعَاتِ، عَنِ
الْعَجَمَاوَاتِ وَالْجَمَادَاتِ، وَلَمْ يَسْمَعْ بِمَنْ
نَبَأَ سَمْعَهُ عَنْ تِلْكَ الْحِكَايَاتِ،

অনুবাদ : সে এই মাকামাগুলোকে উপকারিতার ভোরে
গাঁথবে [অর্থাৎ, উপকারী বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত করবে]
এবং জীব-জন্তু ও জড়পদার্থ সম্পর্কে রচিত গল্প-কাহিনীর
মধ্যে এগুলোকে शामिल করবে। এমন কাউকে শোনা
যায় নি, যার কান এসব গল্প-কাহিনী শুনে বিরক্ত হয়েছে
[বা ঘৃণাবোধ করেছে]।

শাব্বিক অনুবাদ : نَظَّمَ সে গাঁথবে هَذِهِ الْمَقَامَاتِ এই মাকামাগুলোকে উপকারিতার ভোরে
এবং এগুলোকে शामिल করবে مَسَلَكَ الْمَوْضُوعَاتِ রচিত গল্প-কাহিনীর মধ্যে
عَنِ الْعَجَمَاوَاتِ এবং জড়পদার্থ সম্পর্কে وَلَمْ يَسْمَعْ بِمَنْ এবং শোনা যায়নি نَبَأَ سَمْعَهُ যার কান বিরক্ত হয়েছে
عَنْ تِلْكَ الْحِكَايَاتِ এসব গল্প-কাহিনী শুনে।

শব্দ বিশ্লেষণ

এ শব্দের তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। : نَظَّمَ
এ শব্দের তাহকীকও পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। : الْمَقَامَاتُ
ভোর, মালা গাঁথার সূতা, : سَلَكُ (ج) سَلَكَ : অথবা সেলাইয়ের সূতা।
কারণে মতে, سَلَكُ : মালা গাঁথার সূতা, خَبِطَ : মালা গাঁথার
সূতা এবং সেলাইয়ের সূতা, سَنَطَ : যে সূতায় মণি-মুক্তা ও
জুহুর বিদ্যমান থাকে।
(ن) سَلَكًا، سَلَكًا - الْمَكَانَ أَوْ يَهْ أَوْ فِيمَا : প্রবেশ করা।
দাখিল করা, প্রবেশ করা : الشَّيْءُ فِي الشَّيْءِ :
অন্তর্ভুক্ত করা।

فِي الْقُرْآنِ : سَلَكَكُمْ فِي سَكَّرَ
مَادَّة : (س-ل-ك), جنس : صَجِجَ
مُرَافِق : الْغَيْطُ/السَّيْطُ، ضَدَّ : الْغَبْلُ
(ج) الْإِفَادَاتِ (ر) إِفَادَةً : উপকারিতা।
(إِفْعَال) إِفَادَةً : উপকার করা, ফায়দা দেওয়া।
(إِسْتِفْعَال) اسْتَفَادَةً : আহরণ করা। উপকৃত হওয়া।
فِي الْحَدِيثِ : مَنِ اسْتَفَادَ مَا لَا يَنْبَغُ أَنْ يَسْتَفَادَ عَلَيْهِ الزُّكُوفُ
مَادَّة : (ف-ي-د), جنس : أَجُوفٌ يَكُونُ
مُرَافِق : النَّفْعُ، ضَدَّ : الْمَرْفُورُ
سَلَكُ : **এই তাহকীক উপরে বর্ণিত হয়েছে।**

مَسَلَكُ (ج) مَسَلَكَ : পথ। পছন্দ। অন্তর্ভুক্ত হওয়া বা
করার স্থান। ক্ষেত্র।
(ج) الْمَوْضُوعَاتُ (و) مَوْضُوعٌ وَ مَوْضُوعَةٌ :
রচিত। গঠিত। পাত্রহ। রাধা।
(ج) الْعَجَمَاوَاتُ (و) عَجَمَاءُ (مذ) أَعْجَمَ :
জন্তু গবাদি পশু। গাছপালাহীন বালুর টিবি।
فِي الْقُرْآنِ : لِبِسَانَ الَّذِي يُلْعَدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي
فِي الْحَدِيثِ : الْعَجَمَاءُ جَرَحَهَا جَبَارٌ
مَادَّة : (ع-ج-م), جنس : صَجِجَ
مُرَافِق : الْبَهَائِمُ، ضَدَّ : الْجَمَادَاتُ
(ج) الْجَمَادَاتُ، ضَدَّ : (و) جَمَادٌ : জড়পদার্থ, প্রাণহীন
বস্তু। ভূমি।

سَنَّةٌ جَمَادٌ : বৃষ্টিহীন বছর।
أَرْضٌ جَمَادٌ : যে ভূমিতে বৃষ্টি হয় নি।
نَاقَةٌ جَمَادٌ : ঘীর্ণগতি উটনী।
فِعْلٌ جَمَادٌ : রূপান্তরহীন ক্রিয়া। যে ক্রিয়ার রূপান্তর হয় না।
جَمَادٌ لَهُ (مَبْنِي عَلَى الْكَثَرِ) : কৃপণের প্রতি অভিধাপ।
অর্থাৎ, সে সর্বদা এ অবস্থায় থাকুক।

عَيْنٌ جَمَادِيٌّ : অশ্রুহীন চক্ষু।
فِي الْحَدِيثِ : فَإِنْ كَانَ جَمَادًا فَلَا تُقْرَأُ وَمَا حَوْلَهَا
مَادَّة : (ج-م-د), جنس : صَجِجَ
مُرَافِق : هَامِدٌ، ضَدَّ : الْغَيْرَانُ/الْغَيْبَةُ

لَمْ يَسْمَعْ (مَجْهُولٌ) : (শোনা যায়নি।)

(س) سَمِعَ سَمَاعًا، سَمَاعَةً، سَمَاعِيَّةً، سَمْعًا

শোনা, শ্রবণ করা।

اللهُ لَهُ : -

لِفُلَانٍ أَوْ لِأَيْلِهِ أَوْ إِلَى حَدِيثِهِ : -
কান লাগিয়ে চুপ :
করে শোনা।

لَهُ : -

فَلَا يَقُولُ : -

(إِنْتِعَال) إِسْتَمَاعًا، (تَفَعُّل) تَسْمَعُ : -

উৎকর্গ হওয়া, কান লাগিয়ে শ্রবণ করা।

(أَفْعَال) إِسْمَاعًا : -

فِي الْقُرْآنِ : وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ .

مَادَّةُ : (س.ম.এ) ، جَس : صَحِيح

مُرَادُفٌ : لَمْ يَسْمَعْ ، جَد : لَمْ يَكُنْ

نَبَأٌ : -

(ف) نَبَأًا، نَبْوًا، الشَّيْءُ : -

سَمِعْتُ عَنْ كَذَا : -

বিরক্ত হওয়া।

عَلَى الْقَوْمِ : -

(ن) نَبَوًا، نَبْوًا، السَّيْفُ عَنِ الصَّرِيحَةِ :

তরবারি লক্ষ্যভেদ হওয়া।

الطَّبْعُ - عَنِ الشَّيْءِ : -

بَصَرُهُ عَنْهُ : -

فِي الْقُرْآنِ : عَمَّ يَسْأَلُونَ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ

فِي الْحَدِيثِ : لَا تَقْنِي أَعْرَاجِيهِ، فَيَنْبَأُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ

مَادَّةُ : (ن.ব.এ) ، جَس : مَهْمُوزُ اللَّامِ

مُرَادُفٌ : تَبَاعَدٌ، تَفَرَّبَ ، جَد : تَفَارَّبَ

سَمِعَ : (ج) أَسْمَاعًا، (ج) : أَسْمِعَ، أَسْمِعُ : -

سَمِعَ : (مصدر) : -

فِي الْقُرْآنِ : خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ

مُرَادُفٌ : الْأَذْنُ ، جَد : صُمُّ

বর্ণনা করা। বর্ণিত কাহিনী : (و) حِكَايَةٌ : -

গল্প-কাহিনী।

بِصِحَّةٍ : -

مُلَا : -

عَلَيْهِ : -

إِنِّي أَخْبَرْتُكَ مَا يَسْرُرُنِي أَنِّي حَكَيْتُ رَجُلًا

مَادَّةُ : (ج.ক.ই) ، جَس : نَاقِصٌ يَأْنِي

مُرَادُفٌ : الْفَقْلُ ، جَد : الْإِسْمَالُ

বাক্য বিশ্লেষণ

تَوَلَّى : مَنِ نَقَدَ الْأَشْيَاءَ الْخ :

إِنَّمَا مَوْضُولٌ مَصْطَرَفٌ مَعْلَى شَرْطٍ مَنْ شَرَفَتْهُ

আর أَنْعَمَ النِّظَرُ এবং نَقَدَ الْأَشْيَاءَ الْخ

نَقَمَ فِي شَرْطٍ এবং مَعْطُوفٌ وَ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ

جَزَاءُ - سِلْكُ الْإِقَادَاتِ الْخ

تَوَلَّى : عَنِ الْعِجَارَاتِ وَالْجَعَادَاتِ :

عَنْ تَا - الْمَوْضُوعَاتِ হয়েছে মতলক

تَوَلَّى : وَلَمْ يَسْمَعْ يَسْمَعُ :

تَوَلَّى : وَلَمْ يَسْمَعْ يَسْمَعُ : -

تَوَلَّى : نَظَّمَ هَذِهِ الْمَقَامَاتِ :

نَفْسِهِ تَوَلَّى : تَوَلَّى : -

نَفْسِهِ : تَوَلَّى : -

نَفْسِهِ : تَوَلَّى : -

نَفْسِهِ : تَوَلَّى : -

নিয়ে

নিয়ে

নিয়ে

নিয়ে

নিয়ে

নিয়ে

নিয়ে

নিয়ে

فَأَيُّ حَرْجٍ عَلَى مَنْ أَنْشَأَ مَلَحًا لِلتَّهْنِيهِ.
لَا لِلتَّهْنِيهِ، وَتَحَا بِهَا مَنَحَى التَّهْنِيهِ، لَا
الْكَأَذِيبِ.

অনুবাদ : সূতরাং সেই ব্যক্তির দোষ কি, যে জি
রসাখক গল্প-কাহিনী রচনা করে শিক্ষার্থীদের
সচেতন করে তোলার জন্য- মন্দকে ভালো
দেখাবার জন্য নয়; এবং যে এর দ্বারা চরিত্র গঠনে
উদ্দেশ্য রাখে- মিথ্যার বেসাতি নয়?

শাস্ত্রিক অনুবাদ : فَأَيُّ حَرْجٍ : সূতরাং সেই ব্যক্তির দোষ কি أَنْشَأَ যে রচনা করে মলহা কিছু রসায়
গল্প-কাহিনী لِلتَّهْنِيهِ সচেতন করে তোলার জন্য تَحَا بِهَا এবং যে এর দ্বারা উদ্দেশ্য রাখে التَّهْنِيهِ চরিত্র
গঠনের উদ্দেশ্য الْكَأَذِيبِ لَا মিথ্যার বেসাতি নয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَيُّ : শব্দটি বিভিন্ন রকমে ব্যবহৃত হয়।

১. جَزَمَ -এর জন্য। তখন فَعَلَ أَيُّ দু'টি কে - জَزَمَ দেয়।
যেমন : أَيُّ تَضَرَّبَ أَضْرَبَ : যাকে তুমি প্রহার করবে
তাকে আমি প্রহার করব।

২. اسْتَفْهَمَ -এর জন্য। যেমন : أَيُّكُمْ أَنْتُمْ তোমাদের কে
এসেছে?

৩. سَلَّمَ عَلَى أَيُّهُمْ أَنْصَلُ : রূপে। যেমন : اسْمُ مَوْضُول :
তাদের মধ্যে যে উত্তম তাকে সালাম কর।

৪. صَفَّتْ -এর- تَكْرَرًا প্রকাশ করার জন্য। তখন
হয়। যেমন : زَيْدٌ رَجُلٌ أَيُّ رَجُلٍ : যাদের একজন পূর্ণ
ব্যক্তিবান পুরুষ।

৫. কখনো مَضَى مُعَرَّفٌ بِاللَّامِ এর পূর্বে তথা بِهَا হরফে
নোদার পর সংযুক্ত হয়ে مَخَاطَبَ -কে সজাগ-সতর্ক
করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন : يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ

হুনাহ, পাপ, অপরাধ। ঘন বৃক্ষপূর্ণ সংকীর্ণ স্থান। শব্দ : حَرْجٌ
বহন করার খাটিয়া। খাটুলি। মর্যাদা।

لَا حَرْجَ عَلَيْكَ : নেই। তোমার কোনো অপরাধ বা ত্রুটি নেই।

(س) حَرْجًا - التَّهْنِي : সংকীর্ণ হওয়া।

- الرَّجُلُ : হুনাহগার হওয়া।

- التَّهْنِي : চোখের জ্যোতি কমে যাওয়া।

- إِلَيْهِ : আশ্রয় নেওয়া।

- عَلَيْهِ الشَّنِي : হারাম হওয়া।

أَحْرَجًا - أَيْبَاهُ : ক্ষোভে দাঁত চিবানো।

- عَلَيْهِ : কোণঠাসা করা, সন্ধটে ফেলা।

تَعَرَّجًا : সংকীর্ণ করা।

بِالْفَرَّانِ : كَيْسٌ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ

بِالْفَرَّانِ : (ج. ر. ج.) , جنس : صَحِيح

وَالْفَرَّانِ : ائِمٌّ , ضِدٌّ : طَاعَةٌ

رচনা করল, -করে।

إِنشَاءً : রচনা করা। সৃষ্টি করা। তৈরি করা।

আরো তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে

مَالِحٌ : (و) مَلَحَةٌ : চটকদার কথাবার্তা।

আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে

تَهْنِيَةً : সতর্কীকরণ।

تَهْنِيَةً تَهْنِيَةً : - مِنْ تَوْبَةٍ : জাহাত করা, সজাগ করা,

সচেতন করা।

- عَلَى أَوْ إِلَى الْأَمْرِ : অবহিত করা, স্বরণ করিয়ে দেওয়া।

- بِأَيْسَرٍ : প্রসিদ্ধ করে তোলা।

تَهْنِيَةً - مِنْ تَوْبَةٍ : জাহাত হওয়া, সজাগ হওয়া,

সচেতন হওয়া।

تَهْنِيَةً - لِلْأَمْرِ : বুঝে যাওয়া।

لِأَمْرٍ : تَهْنِيَةً : প্রসিদ্ধ হওয়া।

জাহাত হওয়া।

- عَلَى أَوْ لِلْأَمْرِ : অবগত হওয়া। বুঝে যাওয়া।

فِي الْحَدِيثِ : ثُمَّ جَاءَ بِلَا فَنَبَّهَ لِلصَّلَاةِ .

مَادَّةُ : (ন. ব. ৩) , جنس : صَحِيحٌ

مَرَادُفُ : الْإِبْقَاطُ , ضِدُّ : التَّغْيِيلُ

التَّمْوِينُ : মন্দকে ভালো দেখানো।

কোনো স্থানে পানি থাকা : السَّكَّانُ - تَمْيِينُ (تَغْيِيلُ)

সোনা বা - الشَّيْءُ يَسَاءُ الذَّهَبُ أَوْ الْفِضَّةُ وَنَعْوِيهَا :

রূপার নিকেল করা।

কাউকে কোনো বিষয়ে - عَلَيْهِ الْأَمْرُ أَوْ الْخَبَرُ :

বাস্তবের বিপরীত কথা শুনানো, মিথ্যা কথা শুনানো। মন্দকে

ভালোভাবে দেখানো।

কূপে পানি বেশি হওয়া : (ن) مَوْعًا , مَوْعًا - أَلَيْسَ :

নৌযানে পানি প্রবেশ করা : ت السَّيْفِينَةُ :

পানি পান করানো : هـ - الرَّجُلُ مَوْعًا :

মিশ্রণ করা : هـ - الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ :

مَادَّةُ : (ম. ব. ৩) , جنس : أَعْوَفُ وَأَوْفَى

مَرَادُفُ : الرَّغْرَقَةُ , ضِدُّ : التَّرْتِيبُ

نَحَا : উদ্দেশ্য রাখল, -রাখে।

(ن) نَعَوًا - إِلَى الشَّيْءِ : দাবিত হওয়া, ইচ্ছা করা।

إِلَى : ইচ্ছা করা।

كَذَا عَنْهُ : দ্বীভূত করা।

(إِنْعَالًا) إِنْعَاءً : ঠোকা।

(تَغْلِيلًا) تَغْيِيلًا - عَنْهُ : দূরে সরে, সরে যাওয়া।

فِي الْحَدِيثِ : لَا تَزَلْ الْقُرْآنَ عَلَى تَعْوِمًا قَالَ عُمَرُ .

مَادَّةُ : (ন. হ. ৩) , جنس : تَأْقِصُ وَأَوْفَى

مَرَادُفُ : قَصَدَ , ضِدُّ : أَخْطَأَ / تَسَيَّ

مَنْحَى (مَقْدَرْمَيْشُ) : ইচ্ছা, উদ্দেশ্য।

مَرَادُفُ : الْقَصْدُ , ضِدُّ : التَّيْسَانُ

التَّهْدِيْبُ : পরিমার্জন করা। সভ্যতা। সংকুতি।

তাড়াতাড়ি করা : هُذْبًا (ض) تَهْدِيْبًا (ض)

ডালপালা কেটে ফেলা। পরিষ্কার - التَّجَمُّرُ وَغَيْرُهُ :

পরিচ্ছন্ন করা। সংশোধন করা।

الرَّجُلُ : চরিত্র সংশোধন করা।

التَّعْمُرُ وَالْكِتَابُ : সম্পাদনা করা।

পরিচ্ছন্ন হওয়া। সংশোধিত হওয়া। মার্জিত : تَهْدِيْبًا (ض)

স্বভাবের অধিকারী হওয়া।

فِي الْحَدِيثِ : كَجَعَلَ يَهْدِيْبُ الرُّكُوعَ وَيَعْرِقُهُ .

مَادَّةُ : (৩. ব. ৩) , جنس : صَحِيحٌ

مَرَادُفُ : التَّنْقِيحُ / الْإِصْلَاحُ , ضِدُّ : الْإِسْفَادُ

মিথ্যা। মিথ্যার বেসাতি : (و) أَكْذُوبَةٌ :

মিথ্যার কাসুন্দি।

مِثْيَا بَلَا : মিথ্যা বলা।

كُذِبَ , كُذِبَ , كُذِبَ , كُذِبَ : জেনে শুনে ভুল সংবাদ দেওয়া।

ت الغَيْنُ : দৃষ্টিভ্রম হওয়া।

الرَّأْيُ : সিদ্ধান্ত ভুল হওয়া।

تَغْيِيلًا) تَغْيِيلًا - هـ : মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা, কারো

প্রতি মিথ্যা আরোপ করা।

مِثْيَا بَلَا : মিথ্যা বলতে উদ্বুদ্ধ করা। মিথ্যাবাদী পাওয়া।

مِثْيَا بَلَا : মিথ্যা প্রকাশ করে দেওয়া।

نَفْسَهُ : নিজের মিথ্যা বলার কথা স্বীকার করা।

فِي الْقُرْآنِ : مَا كَذَّبَ الْفَوَاحِ مَا رَأَى

الْمَادَّةُ : (৩. ব. ৩) , جنس : صَحِيحٌ

الْمَرَادُفُ : الرَّوْرُ , ضِدُّ : الْبَيِّنُ

وَهَلْ هُوَ فِى ذَلِكَ إِلَّا بِمَنْزِلَةٍ مِّنْ أَنْتَدَبَ
لِتَعْلِيمٍ، أَوْ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ - شِعْرُ :
عَلَى أَنْتَنِ رَاضٍ بَأَنْ أَحْمِلَ الْهُوَى
وَأَخْلَصَ مِنْهُ لَا عَلَى وَلَا لِيَا

অনুবাদ : সে এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির মতোই, যে শিক্ষাদানের ডাকে সাড়া দিয়েছে অথবা সরল পথের প্রতি দিক নির্দেশনা করেছে। [শ্রোকের অনুবাদ] আমি এতে রাজি যে, আমি প্রেমের বোঝা বহন করব এবং তা থেকে এভাবে নিষ্কৃতি লাভ করব, যাতে আমার ক্ষতি ও লাভ কোনোটাই না থাকে।

শাস্কি অনুবাদ : هَلْ هُوَ فِى ذَلِكَ : ঐ ব্যক্তির মতোই মেন যে أَنْتَدَبَ সাড়া দিয়েছে لِتَعْلِيمٍ শিক্ষা দানের ডাকে أَوْ অথবা هَدَى দিক নির্দেশনা করেছে إِلَى প্রতি صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ সরল পথের শِعْر শ্রোকে عَلَى أَنْتَنِ রাজি যে, আমি এতে রাজি আছি بِأَنْ أَحْمِلَ الْهُوَى প্রেমের বোঝা বহন করব এবং তা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করব وَلَا لِيَا যাতে আমার ক্ষতি না থাকে وَلَا যি লাভ কোনোটাই না থাকে।

শব্দ বিশ্লেষণ

- هَلْ : (حَرَفٌ اِسْتِفْهَامٌ) : কি।
هَلْ : দিবস শুরু হয়েছে কি। هَلْ طَلَعَ النَّهَارُ - যেমন-
শব্দটির কতিপয় ব্যবহার পদ্ধতি এখানে প্রদত্ত হলো :
১. هَلْ শব্দটি اِسْتِفْهَامِيَّةً অর্থাৎ হ্যাঁ বাচক বাক্যের শুরুতে আসে। যেমন : هَلْ قَامَ زَيْدٌ সূত্রাং هَلْ বলা শুদ্ধ নয়। অর্থাৎ না বাচক বাক্যে প্রশ্ন করতে হলে هَمَزٌ ব্যবহার করতে হয়।
২. هَلْ এরূপ ইসমের পূর্বেও ব্যবহৃত হয় না, যার পরে فِعْلٌ রয়েছে। সূত্রাং هَلْ قَامَ زَيْدٌ এবং هَلْ قَامَ زَيْدٌ বলা শুদ্ধ হবে বটে, কিন্তু هَلْ قَامَ زَيْدٌ শুদ্ধ নয়।
৩. هَلْ শব্দটি مُجْلَبَةً مُّشْرَطِيَّةً -এর শুরুতে ব্যবহৃত হয় না। سَلْبٌ ও اِسْتِفْهَامِيَّةً -এর মধ্যে اِسْتِفْهَامِيَّةً উভয়ের সম্ভাবনা থাকে। সূত্রাং هَلْ قَامَ زَيْدٌ বলা শুদ্ধ নয়।
৪. هَلْ শব্দটি এরূপ বাক্যের শুরুতেও ব্যবহৃত হয় না, যার শুরুতে حَرَفٌ تَعْقِيبٌ থাকে। কেননা اِنْ হরফটি কোনো সংঘটিত বিষয়কে গুরুত্বসহকারে সপ্রমাণ করার জন্য আসে; আর هَلْ আসে প্রশ্ন করার জন্য। বলা বাহুল্য, এ দুটির মধ্যে বিরোধ রয়েছে। এ কারণে هَلْ اِنْ বলা শুদ্ধ নয়। কিন্তু اِسْتِفْهَامِيَّةً যেহেতু هَمَزٌ -এর জন্য মৌলিকভাবে ব্যবহৃত হয়, তাই তাতে এরূপ ব্যবহারের অবকাশ রয়েছে।
৫. هَلْ যখন فِعْلٌ مُّصَارَفٌ -এর পূর্বে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে اِسْتِفْهَامِيَّةً -এর জন্য খাস করে দেয়। এ কারণে هَلْ تَعْلَمُ বলা শুদ্ধ নয়।

- اِسْتِعَابٌ -এর ফায়দা দেয়। এ কারণে هَلْ -এর উদ্দেশ্যে তারপরে اِلَّا ব্যবহার করা শুদ্ধ। যেমন- هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ
নৈল -এর পূর্বে حَرَفٌ عَطْفٌ ব্যবহৃত হয়। যেমন- هَلْ -এর আরো বিভিন্ন রকমের ব্যবহার রয়েছে।

مَنْزِلَةٌ : (ج) مَنَازِلٌ : গৃহ। মর্যাদা। মান।
আরো তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।
مَرَادٌ : اَلْمَكَانَةُ / الرُّبُيَّةُ

اِسْتَدْبَ : ডাকে সাড়া দিয়েছে।
اِلْتِمَاعٌ اِسْتِدْبَاً : ডাকে সাড়া দেওয়া।
اِنْ تَدْبَاً - قَلْبًا إِلَى الْاَمْرِ اَوْ لِيَاْمَرُ : ডাকা, আহ্বান করা।
উদ্ভূত করা।

- اَلْمَيْت : মৃতের শোকে কান্নাকাটি করা।
نَدَبٌ فَانْتَدَبَ : সে তাকে ডাকলো সূত্রাং অপরজন ডাকে সাড়া দিল।
فِى الْحَدِيثِ : اِسْتَدْبَ اللّٰهُ لِمَنْ خَرَجَ فِى سَبِيلِهِ -
مَاؤ : (অ - ১ - ৬) , جِنْسٌ : صَنِيعٌ
مَرَادٌ : اَجَابَ , ضِدٌّ : سَكَتَ
تَعْلِيمٌ : مَصْد : تَعْلِيلٌ : শিক্ষা দান করা।
هَدَى : دِكْنِ اِسْتِدْبَاً : দিকনির্দেশনা করে।
(ض) هَدَايَةً : দিক নির্দেশনা করা।
এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

صِرَاطٌ : (ج) صُرُطٌ : পথ, রাস্তা।

এ শব্দটিকে صِرَاطٌ, زُرَاطٌ, এই দুই উচ্চারণেও পড়া যায়।
فِي الْقُرْآنِ : وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ .

مَادَّةٌ : (ص-ر-ط), جِنْسٌ : صَنِيعٌ

مُرَادٌ : الْقُرْآنُ

مُسْتَقِيمٌ : সরল, সোজা।

সরল হওয়া, সোজা হওয়া। : اِسْتَقَامَ : اِسْتِقَامَةٌ

আসবাবপত্রের মূল্য ধার্য করা। : اِسْتَنَاعَ

কবিতার শ্লোক নিয়ম মাত্ৰিক হওয়া। : اِسْتَعْمَرَ

اِفْعَالَ : اِثْمَانَةٌ : সোজা করা।

يَاثَمَكَانِ : অবস্থান করা।

اَلصَّلَاةُ : যথাযথভাবে নামাজ আদায় করা।

(ن) قِيَامًا : দাঁড়ানো।

فِي الْقُرْآنِ : اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

مَادَّةٌ : (ق-و-م), جِنْسٌ : اَجْرٌ

مُرَادٌ : مُعْتَدِلٌ/مُسْتَوٍ , ضِدٌّ : مُعْوَجٌ/مُنْتَوٍ

شِعْرٌ : (ج) اَشْعَارٌ : ছন্দ, ভাব ও অলংকারের বিচারে।

মানোত্তীর্ণ বাক্য। কবিতা।

لَبِثَ شِعْرِي فَلَنَأْوَ عَنْ فَلَانٍ أَوْ لِفُلَانٍ مَصْنَعٌ :

যদি আমি অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে জানতাম যে, সে কি করেছে।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

عَلَى أَنْ : উপরন্তু, অধিকন্তু, এতদসঙ্গেও।

رَاضٍ : (ج) رَاضُونَ, رِضَاءٌ : সন্তুষ্ট, প্রসন্ন, হুই, সদয়, সম্মত।

(س) رَضَى, رِضْوَانٌ, رِضْوَانٌ, رِضَاءٌ - عَنْهُ عَلَيْهِ :

সন্তুষ্ট হওয়া, প্রসন্ন হওয়া, সম্মত হওয়া।

الشَّرُّ : اَوْبَاهُ اَوْ فَيْتُهُ - পছন্দ করা। কোনো কিছু পেয়ে।

তুই হওয়া।

اِفْعَالَ : اِرْضَاءٌ : সন্তুষ্ট করা।

فِي الْقُرْآنِ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ .

مَادَّةٌ : (ر-ض-ي), جِنْسٌ : تَأْقِصُ يَأْنِي

مُرَادٌ : مَرْفَاعٌ , ضِدٌّ : سَاخِطٌ

أَحْمِلُ : আমি বোঝা বহন করব।

(ض) حَمَلًا, حَمَلًا, حَمَلَاتٌ : বহন করা। ধারণ করা।

عَلَى الْأَمْرِ : উৎকর্ষিত করা। উৎসাহিত করা।

عَنْهُ : সয়ে নেওয়া।

تِ الْمَرْأَةُ : অন্তঃসত্ত্বা হওয়া।

الْقُرْآنُ : মুখস্থ করা।

اِسْتِغْفَالٌ : اِسْتِغْلَالًا : বাহন চাওয়া।

اِسْتِغْلَالٌ : اِحْتِمَالًا : বহন করা।

فِي الْقُرْآنِ : اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا

فِي الْحَدِيثِ : مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا .

مَادَّةٌ : (ح-م-ل), جِنْسٌ : صَنِيعٌ

مُرَادٌ : اِنْقَلَبَ , ضِدٌّ : اَنْزَلُ

اَلْهَوَاءُ : প্রেম, ভালোবাসা। খেলাল-খুলি।

আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا يَسْطِقُ عَنِ الْهَوَى

اَخْلَصَ : এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

عَلَى : আমার উপর। আমার বিপক্ষে। আমার জন্য ক্ষতিকর।

عَلَى এখানে ক্ষতির দিকটি বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

لِيَ : আমার জন্য। আমার পক্ষে। আমার উপকারার্থে। আমার

জন্য উপকারী।

এটি আসলে لِي ছিল। শেষে যুক্ত হয়ে

لِيَ হয়েছে। এখানে لِي -এর মধ্যে لَ-টি উপকারের দিকটি

বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থে কুরআনের আয়াত :

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا تُكْسِبُ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : عَلَى أَنْشَى رَاضٍ الْخ :

উক্ত বাক্যে اِسْتِغْرَافٌ তথা اِحْتِرَافٌ এরফটি عَلَى জন্য

ব্যবহৃত হয়েছে। এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ : لَا عَلَى وَلَا لِي :

এখানে لَا ঠাট্টা নয় جِنْسٌ لَا তার ঈশ্বার মূল ইবারত

এবং مَرْجُوءٌ لِي অতঃপর لَا تَنْفَعُ مَرْجُوءٌ لِي

- ঈশ্বার لَا মার্জুয়া হওয়া এবং تَنْفَعُ আর لَا মার্জুয়া হওয়া

বাশালাত

قَوْلُهُ : أَحْمِلُ الْهَوَى :

এখানে প্রেমকে বোঝার সাথে تَحْمِيلُهُ দিয়ে

ইস্তিমারাত বালকিনাহে হযফ করা হয়েছে। তাই এখানে

হয়েছে। আর বোঝার জন্য حَمَلَ বহন করা لَا ঠাট্টা

এতে ইস্তিমারাত তَحْمِيلُهُ হয়েছে।

وَبِاللّٰهِ اَعْتَصِدْ، فَبِمَا اَعْتَمِدُ، وَاعْتَصِمُ،
مِمَّا يَصِمُّ، وَاسْتَرْشِدْ، اِلَى مَا يُرْشِدُ، فَمَا
الْمَفْرَعُ اِلَّا اِلَيْهِ، وَلَا الْاِسْتِعَانَةَ اِلَّا بِهِ.

অনুবাদ : আল্লাহরই কাছে আমি আমার উদ্ভিষ্ট বিষয়
সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং আমি সে সব বিষয় থেকে
নিরাপত্তা গ্রহণ করছি যা কলঙ্কিত করে। আমি পৌঁছানোর
দিক নির্দেশনা প্রার্থনা করছি যেদিকে তিনি দিক নির্দেশনা
করেন। আশ্রয়স্থল তাঁর দিকেই; সাহায্য প্রার্থনা তাঁর কাছেই।

শাব্বিক অনুবাদ : بِاللّٰهِ আর আল্লাহর কাছেই اَعْتَصِدْ আমি সাহায্য প্রার্থনা করছি فَبِمَا اَعْتَمِدُ আমার উদ্ভিষ্ট বিষয়
إِلَى مَا يَصِمُّ এবং আমি নিরাপত্তা গ্রহণ করছি وَاسْتَرْشِدْ আমি দিক নির্দেশনা প্রার্থনা করছি اِلَى مَا يُرْشِدُ
যেদিকে তিনি দিক নির্দেশনা করেন الْمَفْرَعُ আশ্রয়স্থল اِلَّا اِلَيْهِ তাঁর দিকেই اِسْتِعَانَةَ সাহায্য প্রার্থনা اِلَّا بِهِ তাঁরই কাছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَعْتَصِدْ : আমি সাহায্য প্রার্থনা করছি।

اِئْتِيَالًا : সাহায্য প্রার্থনা করা। অন্যের সাহায্যে।

শক্তিপ্রাপ্ত হওয়া।

اِعْتَصَدَ الشَّيْءُ وَتَعَصَّدَ : বগলদাবা করা।

(س) عَصَدًا، وَعَصَدَ (مع، س) عَصَدًا : বাহতে ব্যাধা হওয়া।

(ض) عَصَدًا - الشَّجَرَةَ : কর্তন করা। কাণ্ডে দ্বারা গাছ বা

ঘাস কাটা।

الْعَصَدُ : (ج) اَعَصَادَ : বাহ। কাঁধ থেকে কনুই পর্যন্ত হাতের।

অংশ। সাহায্যকারী।

(ن) غَصَدًا، (مُفَاعَلَةً) مَعَاَصَدَةً : সাহায্য করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا كُنْتَ مَتَّحِدَ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا

مَادَّةُ : (ع-ض-د)، جِنْس : صَبِيع

مُرَادِفُ : اسْتَعِينُ، عَصَدُ : اَعْيُنُ

اَعْتَمِدُ : আমি ভরসা করি/.. নির্ভর করি/.. ইচ্ছা করি।

اِئْتِيَالًا : اِعْتَصَادًا - اَلْقَى اَوْ عَلَيَّ : ভরসা করা। ভরসা করা।

- اَلْقَى : ইচ্ছা করা, উদ্দেশ্য করা, পেতে চাওয়া।

- : অনুমোদন করা, কার্যকর করতে নির্দেশ দেওয়া।

(ض) عَمَدًا، تَقَعَّلَ تَعَمُّدًا : ইচ্ছা করা। উদ্দেশ্য করা,

পেতে চাওয়া।

اِئْتِيَالًا : اِعْتَصَادًا : তত্ত্ব স্থাপন করা।

بِالْقُرْآنِ : وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ
وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

مَادَّةُ : (ع-ম-দ) جِنْس : صَبِيع

مُرَادِفُ : اَعَصَدُ، عَصَدُ : اَخْطَا

اَعْتَصِمُ : আমি নিরাপত্তা গ্রহণ করছি।

اِئْتِيَالًا : اِعْتَصَامًا - بِهِ : হাত দ্বারা ধরা।

- بِصَاحِبِهِ : আঁকড়ে ধাকা।

- بِاللّٰهِ : আল্লাহর অনুগ্রহে ওনাহ থেকে বিরত থাকা।

- مِنَ الشَّرِّ وَالْمَكْرُوهِ : আশ্রয় নেওয়া ও দূরে থাকা।

(ض) عَصَمَ - اَلْقَى : ব্যাধা দেওয়া।

- اِلَى قُلُوبِكُمْ : আশ্রয় নেওয়া।

- مِنَ الْمَكْرُوهِ اَوْ الْخَطَرِ : হেফাজত করা, রক্ষা করা।

بِالْقُرْآنِ : وَمَنْ يَمْتَصِمِ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ

مَادَّةُ : (ع-ম-স) جِنْس : صَبِيع

مُرَادِفُ : اَمْتَنِعُ / اَوْقَعُ

بِصِمِّ : সে কলঙ্কিত করে।

وَمَنْ يَصِمِ (ض) وَصَمًا - اَلْقَى : দোষারোপ করা। দোষে।

দুঃসাহায্য করা। কলঙ্কিত করা। দ্রুত ব্যাধা।

- اَلْعَوْدَ وَتَعَوَّرَ : সূক্ষ্ম ফাঁদে ধরানো।

দোষ। কলঙ্ক। শারীরিক দুর্বলতা। : وَصَّةٌ

বেদনাহত করা। যন্ত্রণা দেওয়া। : تَرْصِيصًا

فِي الْحَدِيثِ : إِذَا أَخْطَأَ الْقَاضِي مِنْهُنَّ حَصْلَةً كَانَتْ فِيهِ وَصَّةٌ

مَادَّةٌ : (ও-স-ম) , جنس : مِثَالٌ وَأَوْنِي

مُرَادٌ : يَعْيبُ , ضِدُّ : يَمْدَحُ

أَسْتَرْشِدُ : আমি দিক নির্দেশনা প্রার্থনা করছি।

(الِاسْتِعْجَالُ) اسْتَرْشَادًا - ৫ : দিকনির্দেশনা প্রার্থনা বা কামনা করা।

- لَأَمْرِهِ : সঠিক পথ পাওয়া।

(تَفْعِيلٌ) تَرْشِيدًا , (إِفْعَالٌ) إِرْشَادًا - ৫ , إِلَى كَذَا وَعَلَيْهِ أَوْلَهُ :

দিকনির্দেশনা করা, পথ প্রদর্শন করা।

- الْقَاضِي الصَّيِّ : বিচারক কর্তৃক কোনো ছেলের

বুদ্ধিমত্তার রায় দেওয়া।

(ن) رُشْدًا , رُشَادًا , (س) رُشْدًا : হেদায়েতপ্রাপ্ত হওয়া। সঠিক :

পথে চলা।

فِي الْقُرْآنِ : أُولَئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ لِمَوَاسِقٍ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رُشْدًا

مَادَّةٌ : (র-শ-দ) , جنس : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : اسْتَهْدَيْ , ضِدُّ : اسْتَضَلُّ

يُرْشِدُ : এর তাহকীক ইত্যংপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

مَفْرُوعٌ : وَالْمَفْرُوعَةُ : আশ্রয় নেওয়ার স্থান, আশ্রয়স্থল।

فَلَا مَفْرُوعَ أَوْ مَفْرُوعَةً لِلنَّاسِ : অমুক ব্যক্তি মানুষের আশ্রয়স্থল।

উপরিউক্ত শব্দ দু'টি

এ সকল

ক্ক্রে একই রকম ব্যবহৃত হয়।

(ف) فَرَعًا - مِنْهُ : ভয় করা।

(س) فَرَعًا : ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া।

- إِلَيْهِ : ফরিয়াদ করা, আশ্রয় নেওয়া।

- الرَّجُلُ : ফরিয়াদে সাড়া দেওয়া, সাহায্য করা।

- مِنْ تَوْبِهِ : জমাত হওয়া।

(إِفْعَالٌ) إِفْرَاعًا : ভয় দেখানো।

- عَنْهُ : ভীতি দূর করা।

(تَفْعِيلٌ) تَفْرِيعًا : ভয় দেখানো।

فِي الْقُرْآنِ : فَفَرَعَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ .

مَادَّةٌ : (ف-জ-ع) , جنس : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : مَلَجًا , ضِدُّ : مَهَرَبٌ

الِاسْتِعَانَةُ : সাহায্য প্রার্থনা।

(الِاسْتِعْجَالُ) اسْتِعَانَةً - فَلَا أَوْ يَفْلَانِ : সাহায্য প্রার্থনা করা।

(تَفْعِيلٌ) تَعْوِيثًا , (إِفْعَالٌ) إِعَانَةً , (مُفَاعَلَةٌ) مُعَاوَنَةً , عَوَانًا - عَلَى الشَّيْءِ : সাহায্য করা।

عَوَّثَتِ الْمَرْأَةُ : প্রৌড় বয়সী হওয়া।

أَعَانَهُ مِنْهُ : যুক্তি দেওয়া।

تَعَاوَنَ وَأَعْتَوْنَ الْقَوْمَ : পরস্পরে সাহায্য করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

مَادَّةٌ : (ع-ও-ন) , جنس : آجَوْفٌ وَأَوْنِي

مُرَادٌ : اِعْتِصَادٌ , ضِدُّ : إِعَانَةٌ

বাক্যটি **نَعْمَ مَا دَقَّقْتَهُ** -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে **قَرِينَةٌ**-এর পূর্বে **دَقَّقْتَهُ** বিদ্যমান থাকাই একটি **نِعْمًا**।
 অপর এক উদাহরণে এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে: **إِنْ تَعَلَّيْتُ** অর্থৎ, যদি তুমি কর ভালো এবং সে কর্ম সাধুদের উপযুক্ত। এখানে **نِعْمَتٍ** মানে **نِعْمَتٌ**।
فِي الْقُرْآنِ : حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

আল্‌মুইমিন : সাহায্যকারী :
(إِنْعَالَ) إِعَانَةٌ - قَلَاءٌ : সাহায্য করা।
فِي الْحَدِيثِ : وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ
مُرَادٌ : التَّسَاعُدُ ، ضِدُّ : التَّمْيِدُ / التَّهْلِكُ

التدريبات

১. الف. ما هو الأدب لغة واصطلاحاً وما موضوعه وما غرضه؟
 ب. ما هو مكانة المقامات للحريري في الأدب العربي -
 ج. اكتب شرف الأدب ومنافعه.
 د. من تكلم بالعربية أولاً.
 ه. حرر نبذة من ترجمة الحريري وأذكر وجه تاليف المقامات.
 و. لم سمى الأدب أدباً؟
২. الف. شكل العبارة وترجمها فصيحة.
 قوله : اللهم إنا نحمدك على ما علمت من البيان وألهمت من التبيان كما نحمدك على ما أسبغت من العطاء وأسبغت من الغطاء ---- إلى خطط الخطيبات.
 ب. أعرب قوله كما نعوذ بك".
 ج. اجعل أسماء الجموع في العبارة المذكورة مفردة والمفردات جموعاً.
 د. اكتب ما تعلم عن كلمة اللهم.
 ه. ما الفرق بين البيان والتبيان والفضل والفضول؟
 و. اكتب حل لغات الألفاظ الآتية : أسبغت - اللسن - الهذر - إطار - مسامح - إزراء - الفاضح -
৩. الف. ترجم العبارة بعد تشكيلها .
 قوله : وعزيمة قاهرة ولا معتية .
 ب. علام عطفت عزيمة قاهرة وإن تسعدنا وما عاملهما؟
 ج. بم تشعلق حتى وهل تحتتمل إن تكون عاطفة؟
 د. اكتب حل لغات الألفاظ الآتية : الهداية - تعضد - غواية - فكاهاة - عزيمة - هوى - غوائل .
 ه. اكتب التشبيه المودع في حصائد الألسنة وغوائل الزخرفة.

الف. ترجم فصیحة.

ز. وبعد فإنه قد جرى ببعض اندية الأدب وإن يدرك الظالع شأو الضليع .

ح. الواد فى قوله : وبعد والفاء فى قوله : فانه قد جرى/ قوله : فلما لم يسعف" لأى معنى؟

ج. علام عطف "وبعد" ولفتة بعد فى أى محل من الإعراب وكيف؟

د. أوضـع غرض المصنف بقوله : فلما لم يسعف بالإقالة الخ.

ر. قوله : "فأشار من إشارته حكم" أوضـع هذه العبارة : من المراد - بمن" فى قوله : من إشارته حكم .

ز. "تلو البديع" فى أى محل من الإعراب؟ وكلمة تلو أى نوع من الأسماء المعربة .

ح. اكتب لغات الكلمات الآتية : أندية - خيت - المقامات - عزى - ضليع - يسعف - ابتدع .

الف. ترجم العبارة فصیحة ثم اكتب وجوه الإعراب للآيات .

ز. ولله در القائل فلو قبل مبكاها بكيت صباية - يسعدى شغيت النفس قبل التندم هم

بعضون أنهم يحسنون صنعا.

ب. اوضح المثالين : "الباحث عن حثفه الخ والجادع مارن الخ" ثم اذكر الواقعة التى أشير إليها فى كل مثال .

ج. أوضـع ماذا أراد الحريرى بأيراد قول القائل : فلو قبل مبكاها الفضل للمتقدم؟ ثم اعرب ولله

درالقائل.

د. الفاء فى قوله : فالحق بالأخسرین/ لأى معنى؟

هـ. اية صنعة وجدت فى اقتباس الآيات وما تعريف تلك الصنعة؟

و. اذكر مواد الكلمات الآتية : المتغابى - السحابى - المناهى - المعانى - العجماوات -

د. ما لفرق بين جاهل ومتجاهل وما أراد بالعجماوات والجمادات وما الفرق بين الغمر بالفتح والكسر

والضم - وما اشتقاقها؟

الف. شكل وترجم - ثم إذا كانت الأعمال بالنيات ----- وهو نعم المعين.

ب. اكتب لغات الكلمات الآتية : ملح - منحى - يصم - مفرع .

ج. قوله "لاعلى ولا ليا" فى أى محل من الأعراب؟

الف. اكتب وجوه أعراب الجمل الآتية .

اللهم إنا نحمدك على ما علمت من البيان والهمت/ أسبـلت من العطاء .

اللهم فعقق لنا هذه الصنية . اللهم فصل عليه .

ب. اكتب أضداد الكلمات التالية : ركدت - خيت - مجهول - طاعة - الظالع - الضليع

ج. ضع كل واحد من الكلمات الآتية فى جملتين : مقامات - أتلو - بادرة - مضفة .

المقامة الأولى الصنعانية

প্রথম মাকামা : সান'আর গল্প

● মাকামার সারসংক্ষেপ ●

আল্লামা হারীরী তাঁর মাকামাত গ্রন্থের প্রতি দশটি মাকামার প্রথমটি উপদেশমূলক গল্পরূপে উপস্থাপন করেছেন। সে মতে প্রথম মাকামাটিও একটি উপদেশমূলক গল্প।

এ মাকামার সারসংক্ষেপ হলো, হারিস ইবনে হাখাম ইয়ামনের প্রসিদ্ধ শহর সান'আ ভ্রমণকালে একটি সমাবেশে উপস্থিত হন। তিনি সেখানে শ্রোতাদের প্রচণ্ড ক্রন্দনরোলন চমতে পান। সেই ক্রন্দনরোলনের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি দেখেন, জনৈক ব্যক্তি সেখানে অনলবধী বক্তৃতা দিচ্ছেন। বক্তৃতা শেষ করার পর লোকটি এক পর্যায়ে লোক চক্কর অন্তরালে একটি গিরিওহায় তাঁর আস্তানায় ফিরে যান। হারিসও চূপিচূপি তাঁর পিছু নেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন, সেই বক্তা তাঁর এক শিষ্যসহ উন্নতমানের ময়দার রুটি, বকরির ভূনা গোশত ও নবীয়ের পাত্র নিয়ে খেতে বসেছেন। হারিস জিজ্ঞেস করলেন, একি! আপনি যে সমাবেশে মানুষকে দুনিয়াবিমুখতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে জোরালো বক্তৃতা দিলেন। এখন দেখি, আপনার সামনে এক জমকালো বিলাসী খাবারের আয়োজন! হারিসের এহেন প্রশ্ন শুনে তিনি প্রথমে বেশ দ্বিগ্ধ হন। পরে তাঁর জ্ঞেধাঙ্গি স্তিমিত হলে কবিতা পাঠ করে এভাবে হারিসের প্রশ্নের উত্তর দেন যে, আসলে আমি আমার জীবিকা নির্বাহের একটি অবলম্বন হিসেবে বক্তৃতা ও উপদেশকে পেশা রূপে বেছে নিয়েছি। হারিস তাঁর এ জবাব শুনে বিস্মিত হন এবং তাঁর শিষ্যকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, বক্তা সাহিত্যকুল শিরোমনি আবু যায়েদ সাদ্জজী।

الْمَقَامَةُ الْأُولَى الصَّنَعَانِيَّةُ

প্রথম মাকামা : সান'আর গল্প

حَدَّثَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ، قَالَ: لَمَّا
اِقْتَعَدْتُ غَارِبَ الْإِغْتِرَابِ، وَأَنَا نَتْنِي
الْمُتَرَبِّعَ عَنِ الْأَثْرَابِ، طَوَّحْتُ بِنِ طَوَائِعِ
الزَّمَنِ، إِلَى صَنْعَاءِ الْيَمَنِ، فَدَخَلْتُهَا
خَاوِيَ الْوِفَاضِ، بِأَدَى الْإِنْفَاضِ، لَا أَمْلِكُ
بُلْفَةً، وَلَا أُجِدُّ فِي جَرَابِي مَضْفَةً.

অনুবাদ : হারিস ইবনে হাম্মাম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন
: যখন আমি প্রবসনের [বাহন জলুর] পিঠে চেপে বসলাম
এবং দারিদ্র্য আমাকে বাল্যবন্ধুদের থেকে দূরে সরিয়ে
দিল, তখন কালের দুর্ধোগ আমাকে ইয়ামনের [রাজধানী]
সান'আয় নিক্ষেপ করল। তখন আমি খলিশূন্য ও প্রকাশ্য
পাথেয় নিঃশেষিত অবস্থায় সেখানে প্রবেশ করলাম।
[আর এমতাবস্থায় যে] আমি সামান্য পাথেয়ের অধিকারী
ছিলাম না এবং আমি আমার থলিতে এক টুকরো মাংস
পাচ্ছিলাম না।

শাখিক অনুবাদ : الْمَقَامَةُ الْأُولَى : প্রথম মাকামা সান'আর গল্প হারিস ইবনে হাম্মাম
বর্ণনা করেন قَالَ তিনি বলেন لَمَّا যখন اِقْتَعَدْتُ আমি চেপে বসলাম غَارِبَ الْإِغْتِرَابِ এবং
আমাকে দূরে সরিয়ে দিল طَوَّحْتُ তখন আমাকে নিক্ষেপ করল بِنِ طَوَائِعِ কালের
দুর্ধোগ الزَّمَنِ ইয়ামনের রাজধানী সান'আয় فَدَخَلْتُهَا তখন আমি সেখানে প্রবেশ করলাম الْوِفَاضِ
খলিশূন্য অবস্থায় بِأَدَى الْإِنْفَاضِ প্রকাশ্য পাথেয় নিঃশেষিত অবস্থায় لَا أَمْلِكُ আমি অধিকারী ছিলাম না
بُلْفَةً সামান্য পাথেয়ের আর আমি فِي جَرَابِي আমার থলিতে এক টুকরো মাংস وَلَا أُجِدُّ

শব্দ বিশ্লেষণ

দাঁড়বার স্থান, মজলিস, বক্তৃতা, গল্প।
الْمَقَامَةُ وَالْمَقَامُ : (ج) مَقَامَاتُ

الْأُولَى (اسْمُ تَفْخِيلٍ، مُؤ. مَصْدَرٌ-أَوَّلُ-ن) (ج) أَوَّلُ، أَوَّلِيَّاتُ :
প্রথম, প্রধান।

الصَّنَعَانِيَّةُ وَالصَّنَائِي :
সান'আ সংক্রান্ত, সান'আ সম্বন্ধীয়।

الْمَقَامَةُ الصَّنَعَانِيَّةُ :
সান'আ সংক্রান্ত গল্প, সান'আর গল্প।

حَدَّثَ :
বর্ণনা করেছে।

(تَفْعِيلٌ) تَعْدِيًا :
বর্ণনা করা।

(اِفْعَالٌ) إِشْدَادًا :
আবিষ্কার করা, সৃষ্টি করা।

(ن) حُدُوثًا :
সৃষ্টি হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَقَالَ أَنَاكَ حَدِيثٌ مُوسَى .
مَاءٌ : (ج - د - ث) .

جَنَسٌ : صَحِيحٌ
مُرَادٌ : رَوَى

الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ :
হারীর মাকামা গল্পগুলোর রূপকারের।

কল্পিত নাম। এ কল্পিত নামটি দ্বারা লেখক নিজেকেই বুঝিয়েছেন।

لَمَّا :
এ হরফটি যদি فِعْلٌ مَاضٍ -এর পূর্বে ব্যবহৃত হয় তখন

শর্তের অর্থ প্রকাশ করে এবং তার পরে দুটি জুমলা আসে।

আর فِعْلٌ مُضَارٍ -এর পূর্বে ব্যবহৃত হলে হরফে নকী।

এবং حَرْبٌ إِسْنَيْنًا : -এর পূর্বে আসলে جَمْلَةٌ يَسْبِقُهَا -এর

صَنْعَاءُ নামে দুটি জায়গা রয়েছে- ক. দিম্যশকে অবস্থিত একটি গ্রাম খ. ইয়ামনের রাজধানী। এখানে ইয়ামনের রাজধানী
উদ্দেশ্য। এজন্য ইয়ামনের দিকে اِسْمَاتٌ করে الْيَمَنِ বলেছেন এবং এই صَنْعَاءُ -এর প্রাচীন নাম হলো زَال যা বাকি এ
শহরটি প্রথম আবাস করেন তার নাম ছিল সান'আ। তাই তার নামে শহরটির নামকরণ করা হয়েছে।

এখানে নিম্নলিখিত -এর পূর্বে এসে জিন্স অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং শব্দের অর্থ প্রকাশ করাচ্ছে।

আমি চেপে বসলাম। : اِقْتَعَدْتُ

বাহনরূপে গ্রহণ করা, চেপে বসা। : اِقْتِعَالُ

বসা। : قَعُودًا

فِي الْقُرْآنِ : يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا .

মাদ্দে : (ফি-এ-এ) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مَرَادُفٌ : رَكِبْتُ , ضِدٌّ : تَزَلَّيْتُ

গার্ব : (জ) غَارِبٌ : ও ঘাড় অথবা কুঁজ ও ঘাড়ের মধ্যবর্তী স্থান।

يَقُولُ الْعَرَبُ : حَبَلَك عَلَى غَارِبِكَ .

মাদ্দে : (গ-র-ব) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مَرَادُفٌ : ظَهَرَ/سَاسَمَ

الْأَغْرَابُ , اِقْتِعَالُ مَصْدُ : দেশ ত্যাগ করা, প্রবসন।

(ন) غُرُوبًا : অন্ত যাওয়া।

غُرْبَةً : প্রবাসী হওয়া।

(ক) غُرَابَةٌ - الْكَذِبُ : অস্পষ্ট হওয়া।

অপরীক্ষিত হওয়া। : السُّنَى -

فِي الْحَدِيثِ : بَدَأَ الْإِسْلَامَ غُرْبَةً وَسَبْعُونَ كَمَا بَدَأَ

মাদ্দে : (গ-র-ব) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مَرَادُفٌ : الْكُفْرُ/الْغُرَابَةُ , ضِدٌّ : الْإِقَامَةُ

أَنَاتٌ : দূরে সরিয়ে দিল।

(إِفْعَالٌ) إِنَاءٌ : দূরে সরিয়ে দেওয়া।

মাদ্দে (ন, ..) , جِنْسٌ : مَرَادُفٌ : تَأْفِيفٌ بَيْنَ وَهْمٍ وَهَيْئَةٍ

দ্বিধা হওয়া। : مَصْدُ :

مَشْرَبَةٌ : দাবিদ্রা।

(مُقَاعَلَةٌ) مَتَارِبَةٌ : বন্ধ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : أَوْ مَشْكِنًا ذَا مَتْرَبَةٍ .

মাদ্দে : (ত-র-ব) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مَرَادُفٌ : الْمَشْكَنَةُ , ضِدٌّ : الْفَيْتُ

(জ) أَتْرَابٌ : (ও) تَرْبٌ : সমবয়সী, বাল্যবন্ধু।

فِي الْقُرْآنِ : عَرَبًا أَتْرَابًا .

مَادَّةُ : (ত-র-ব) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مَرَادُفٌ : الْإِقْرَانُ .

মুহিত : নিষ্কোপ করল।

(إِنْفَعِلٌ) تَطَوُّعًا - يَم : নিষ্কোপ করা।

(ن) طَوْعًا : দিশেহারা হওয়া, ধ্বংস হওয়া।

(إِفْعَالٌ) إِطَاعَةً : নিঃশেষ করা, ধ্বংসের উপক্রম করা।

মাদ্দে : (ট-ও-হ) , جِنْسٌ : أَجُوفٌ وَأَوَى

مَرَادُفٌ : فَحَرَّتْ

(ج) طَوَائِعُ : (খ) مُطِيعَةٌ : দুর্যোগ, মুসিবত।

فَالْشَّاعِرُ تَهْتَلُ بَيْنَ الْحَرَى

لِبَيْتِكَ يَزِيدُ ضَارِعٌ لِيَحْصُوهُ *

وَمُخْتَصِطٌ مِمَّا تَطْبِيعُ الطَّرَائِضُ

মাদ্দে : (ট-ও-হ) , جِنْسٌ : أَجُوفٌ وَأَوَى

مَرَادُفٌ : التَّوَالِيَةُ/الْعَوَادَةُ

الزَّمَنُ : (জ) أَزْمَانٌ , أَزْمَنَ . (জ) أَزْمِنَةً , أَزْمَنَ . وَالزَّمَانُ :

সময়, কাল।

فَالْشَّاعِرُ : أَبَا مَنَزَلِي سَلَسِي سَلَامٍ عَلَيَّ كَمَا *

هَلِ الْآزْمَنُ الْكَلَامِي مَضِيحٌ رَوَّاجِعٌ

মাদ্দে : (জ-ম-ন) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مَرَادُفٌ : الْوَقْتُ/الذَّمَرُ

صَنَاءُ الْيَمِينِ : ইয়ামনের (রাজধানী) সান'আ।

دَخَلْتُ : আমি প্রবেশ করলাম।

(ن) دَخُولًا , مَدْخَلًا : প্রবেশ করা, ঢুকা।

(إِفْعَالٌ) إِدْخَالًا : প্রবেশ করানো।

মাদ্দে : (দ-খ-ল) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مَرَادُفٌ : وَلَجْتُ , ضِدٌّ : خَرَجْتُ

خَارٍ (خَادِي) : (ফা, মড) : শূন্য, খালি, অন্তঃসার শূন্য।

(ض, س) خِيًا , خَوَانَةً , خَوَاءٌ : শূন্য হওয়া, খালি হওয়া, বিরান হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : كَانَتْهُمْ أَعْمَانًا زُنُحَلٌ خَاوِيَةً

মাদ্দে : (খ-ও-ই) , جِنْسٌ : لَفِيفٌ مَقْرُونٌ

مَرَادُفٌ : الْفَارِغُ/الْخَالِي , ضِدٌّ : الْمَمْلُوءُ

(ন) حَمَوًا، حَمَوَاتٌ - عَلَى الشَّيْءِ، وَحَوْلَهُ : চক্র দেওয়া ।
 الرُّجُلُ : ভ্রমার্ত্ত হওয়া ।
 فِي الْحَدِيثِ : اللَّهُمَّ ارْحَمْ بَهَائِنَا الْعَانِيَةَ .
 মাদে : (হ-ও-ম) , جنس : آجُوفٌ وَأَوَى
 مُرَادُفٌ : الْعَطْشَانُ
 أَرُوْدُ : আমি খোজ করি (করছিলাম) ।
 (ন) رَوَّادٌ (إِنْفِعَالٌ) إِرْيَادًا : সন্ধান করা, খোজ করা, চাওয়া ।
 فِي الْقُرْآنِ : قَرِيبُونَ يَطْفِئُونَ نَوْرَ اللَّهِ .
 (إِفْعَالٌ) أَرَادَ : ইচ্ছা করা, চাওয়া ।
 قَالَ الشَّاعِرُ : وَقَالَ رَأَيْدُهُمْ أَرَسُوا نِزَاوِلَهَا
 فَتَحَقَّقَ كَمَلُ أَمْرٍ أَيْ جَرَى يَنْفَدَارِ
 مَادَّةُ : (র-ও-দ) , جنس : آجُوفٌ
 مُرَادُفٌ : أَطْلُبُ/الْتِمِشُ
 (ج) مَسَارَحٌ , (و) مَسَرَحٌ : চারণভূমি ।
 (ف) سَرَحًا - سَرَّوَجًا - أَلْمَاسِيَّةُ : গবাদি পশু চরতে যাওয়া ,
 গবাদি পশু চরানো :
 فِي الْقُرْآنِ : وَحِينَ تَرْمِثُونَ وَحِينَ تَسْرِعُونَ .
 মাদে : (স-র-হ) , جنس : صَحِيحٌ
 مُرَادُفٌ : أَلْتَرَعَى
 (ج) لَمَسَحَاتٌ , (ر) لَمَعَةٌ : দৃষ্টি, ভঙিৎ দৃষ্টি ।
 (ف) لَمَعًا : দেখা, চমকানো ।
 (إِفْعَالٌ) إِمَاحًا (إِنْفِعَالٌ) إِمْسَاحًا : হালকা দৃষ্টিতে দেখা ।
 فِي الْقُرْآنِ : كَلَّمَكَ الْبَصَرُ .
 مَادَّةُ : (ল-ম-হ) , جنس : صَحِيحٌ
 مُرَادُفٌ : نَظَرُ
 (ج) مَسَايِخُ , (ر) مَسْبِيحَةٌ : বিচরণক্ষেত্র ।
 (ض) سَيِّحًا : ভ্রমণ করা ।
 فِي الْقُرْآنِ : فَيَسْبِعُونَ فِي الْأَرْضِ .
 مَادَّةُ : (স-য-হ) , جنس : آجُوفٌ بَائِسٌ
 مُرَادُفٌ : سَالِدٌ
 (ج) غَدَوَاتٌ , (و) غَدَاةٌ : সকাল, প্রভাত ।
 فِي الْقُرْآنِ : بِالْفُجُوِّ وَالْأَسَالِ .
 مَادَّةُ : (গ-ও-দ) , جنس : تَافِيسٌ وَأَوَى
 مُرَادُفٌ : الْبُكُورَةُ، ضِدُّ الْكُرُوحِ

(ج) رَوَّحَاتٌ , (و) رَوَّحَةٌ : বিকাল, সন্ধ্যা ।
 فِي الْحَدِيثِ : لَعْنَةُ أَوْ رَوَّحَةٍ فَيُجَبِّلُ اللَّهُ .
 মাদে : (র-ও-হ) , جنس : آجُوفٌ وَأَوَى
 مُرَادُفٌ : مَسَاءٌ، ضِدُّ غَدُوٍّ
 (ن) كَرَّمَ، كَرَّمَ (ج) كَرَامٌ، كَرَمًا : দানশীল, সম্ভ্রান্ত ।
 (د) كَرَّمَ، كَرَّمَ (ج) كَرَامَةٌ : দানশীল হওয়া, সম্ভ্রান্ত হওয়া, সম্মানিত হওয়া ।
 فِي الْقُرْآنِ : أَنْ رَمَى غَنِيَّ كَرِيمٌ .
 মাদে : (ক-র-ম) , جنس : صَحِيحٌ
 مُرَادُفٌ : سَخِيٌّ، ضِدُّ بَخِيلٍ/لَيْيَمٍ
 أَخْلَقَ : আমি মলিন করব ।
 (إِفْعَالٌ) إِخْلَافًا - أَلْتَرَبُ : পুরানো হওয়া ।
 أَلْتَرَبُ : পুরানো করা ।
 أَلْتَرَبُ : যৌবন শেষ হওয়া ।
 (ن. س. ك) أَحْلَقْتُ، خَلَقًا - أَلْتَرَبُ : পুরানো হওয়া ।
 (ن) خَلَقًا، خَلَقَةً : সৃষ্টি করা ।
 (س) خَلَقًا، (ك) خَلَقًا، خَلْقَةً، خَلَاقَةً : নরম ও মসৃণ হওয়া ।
 خَلَقَ الشَّيْءُ لَهُ : উপযুক্ত হওয়া ।
 خَلَقَ الْعِلْمُ : চরিত্রবান হওয়া ।
 فِي الْحَدِيثِ : أَبْلَى وَأَخْلَقَ قَالَ الشَّاعِرُ : وَطَرَلْ مَقَامُ
 أَلْتَرَا فِي الْعَقْرِ مَخْلَقٌ لِدَيْبَاجِيَّتِهِ فَاعْتَرَبَ تَنْجِدَهُ
 মাদে : (খ-ল-ক) , جنس : صَحِيحٌ
 مُرَادُفٌ : أَبْلَى، ضِدُّ أَحْمَدُ
 دَيْبَاجَةٌ (ج) دَيْبَاجَاتٌ - وَدَيْبَاجٌ (ج) وَدَيْبَاجٌ، وَدَيْبَاجٌ
 دَيْبَاجٌ : চেহারা, রেশমী কাপড় ।
 أَلْتَرَبُ : [তার কাছে] আমি প্রকাশ করব ।
 (ن) بَوَّحًا - إِلَيْهِ : প্রকাশ করা, প্রকাশ পাওয়া ।
 (إِفْعَالٌ) إِبَاحَةً - أَلْتَرِ : প্রকাশ করা ।
 أَلْتَرِ : জায়েজ করা । বৈধ করা ।
 فِي الْحَدِيثِ : إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَرَّاحًا .
 مَادَّةُ : (ব-ও-হ) , جنس : آجُوفٌ
 مُرَادُفٌ : أَظْهَرَ، ضِدُّ أَخْفَى
 حَاجَةٌ (ج) حَاجٌ، حَاجَاتٌ، حَوَاجٌ، حَوَاجٌ : প্রয়োজন, অভাব ।
 فِي الْقُرْآنِ : لِيَتَلَكَّمُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُورِكُمْ .
 مَادَّةُ : (হ-ও-জ) , جنس : آجُوفٌ
 مُرَادُفٌ : فَتَقَرَّ، ضِدُّ غَنِيَ

أَدِيبٌ (صف، مذ، مصد : أدب-ك) (ج) أدياب :
 قَالَ الشَّاعِرُ : لَيْسَ الْبَيْتُ قَدَمَاتٍ وَاللَّهِ
 إِنَّمَا الْبَيْتُ بِبَيْتِ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ

মাদে : (অ-দ-ব) , جنس : مَهْمُوزٌ قَامٌ

তফরুজ : দূরীভূত করে দেবে।

(تَفَعُّل) تَفَرُّجًا : খোলা : দূরীভূত করা। প্রশস্ত করা।

(ن) فَرَجًا : উন্মুক্ত করা। দূরীভূত করা। প্রশস্ত করা।

(تَفَعُّل) تَفَرُّجًا : দূরীভূত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَإِذَا السَّمَاءُ فُرْجَتْ .

مُرَادُفٌ : تَفَرُّجٌ , ضِدٌّ : تَبَقُّعٌ .

رُؤْيَةٌ (ف) مصد : দেখা, প্রত্যক্ষ করা।

رُؤْيَةٌ : দর্শন।

(أَفْعَال) إِرَاءَةٌ : দেখানো।

مَادَةٌ : (ر-য-ই) , جنس : مَرْكَبٌ (مَهْمُوزٌ عَيْنٌ وَ نَاقِصٌ يَائِنٌ)

مُرَادُفٌ : تَنْظَرٌ , ضِدٌّ : غَضٌّ

عَمَّةٌ : (ج) عَمَمٌ : দুঃখ, বেদনা, বিষাদ।

فِي الْقُرْآنِ : كَمْ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ حَمَّةً .

مَادَةٌ : (غ-ম-ম) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِينَ

مُرَادُفٌ : يَسْفَى , ضِدٌّ : تَنْظَمَاءُ

تُرْوَى : পিপাসা নিবারিত করবে।

(أَفْعَال) إِرْوَاءٌ : পিপাসা নিবারণ করা।

فِي الْحَدِيثِ : أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا وَارْوَانَا

مُرَادُفٌ : يَسْفَى , ضِدٌّ : تَنْظَمَاءُ

رَوَايَةٌ (ض) مصد : বর্ণনা করা।

رَوَايَةٌ : (ج) رَوَايَاتٌ : বর্ণনা।

عَلَّةٌ : (ج) عِلَلٌ : তীব্র পিপাসা।

(ن) عُلُولًا : আত্মসাৎ করা।

عَلٌّ (مَحْمُول) (س) , عِلَّةٌ : তীব্র পিপাসাত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : مَا كَانَ لَنَبِيٍّ أَنْ يَغْلُفَ .

مَادَةٌ : (غ-ল-ল) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِينَ

শাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : فَطَفِقْتُ أَجُوبَ الْهَائِمِ :

আর ইসম তার সিম্বার মতকর্ম ফেলেলে টপকিত
 مِثْلُ الْهَائِمِ হলো তার খবর। আর

মুজাফ ও মুজাফ ইলাইহি মিলে মুরাক্বাবে ইযাকী হয়ে
 মাসদার মাহযুফের সিম্বার। অতঃপর مَوْصُوفٌ এবং
 مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ ফেয়েলের অজুব মিলে

أَجُوبٌ عَلَيَّ :

مِنْ أَجُوبٍ لِعَلَّائِي ... رَوَّحَاتِي ফায়েল সিম্বার অরুদু

মুতআল্লিক অরুদু ফেয়েলের সাথে।

بَيْنَ ثَلَاثِي الْوَحْدَةِ وَبَيْنَ ثَلَاثِي الْوَحْدَةِ

অন্তঃপর মিলে মিলে

أَجُوبٌ مِثْلُ الْوَحْدَةِ وَبَيْنَ ثَلَاثِي الْوَحْدَةِ

অন্তঃপর মিলে মিলে

مِثْلُ الْوَحْدَةِ وَبَيْنَ ثَلَاثِي الْوَحْدَةِ

ফেয়েলের

বালাগাত

قَوْلُهُ : أَجُوبُ طَرَقَاتِهَا مِثْلُ الْهَائِمِ الْهَائِمِ :

এর মাঝে

قَوْلُهُ : أَجُوبُ طَرَقَاتِهَا مِثْلُ الْهَائِمِ الْهَائِمِ :

দেওয়া হয়ে

এখানে

سَارِعٌ

এর

সাবেত করা হয়েছে। তাই এখানে

অন্তঃপর

এর মাঝে

قَوْلُهُ : أَجُوبُ طَرَقَاتِهَا مِثْلُ الْهَائِمِ الْهَائِمِ :

এখানে

সাবেত করা হয়েছে। তাই এখানে

এর মাঝে

قَوْلُهُ : أَجُوبُ طَرَقَاتِهَا مِثْلُ الْهَائِمِ الْهَائِمِ :

এখানে

এর মাঝে

এর মাঝে

এর মাঝে

এর মাঝে

এর মাঝে

حَتَّىٰ أَدْتَنِيَ خَايِمَةُ الْمَطَافِ، وَهَدَّتْنِي
فَاتِحَةُ الْأَلْطَافِ، إِلَى نَادِ رَحِيمٍ، مُخْتَرِ
عَلَى زَحَامٍ وَتَحِيْبٍ، فَوَلَجْتُ غَابَةَ الْجَمْعِ،
لِأَسْبَرِ مَجْلِبَةَ الدَّمْعِ، فَرَأَيْتُ فِي بَهْرَةِ
النَّحْلَةِ، شَخْصًا شَخَّتِ الْخِلْقَةَ، عَلَيْهِ
أُحِبُّ السِّيَاحَةَ، وَلَكِ رَنَّةُ النِّيَاحَةِ، وَهُوَ
يَطْبَعُ الْأَسْجَاعَ بِجِوَاهِرِ لَفْظِهِ، وَيَقْرَعُ
الْأَسْمَاعَ بِزَوَاجِرِ عَظْمِهِ.

অনুবাদ : অবশেষে ঘুরাফেরার পরিসমাপ্তি আমাকে পৌঁছে দিল এবং অনুগ্রহের সূচনা আমার পথ-নির্দেশনা করল এমন এক বিশাল সভার প্রতি, যা ছিল লোকের তিড়ু ও ক্রন্দনরোলে পূর্ণ। অতঃপর আমি অশ্রু বিসর্জনের কারণ অব্যেপনের জন্য সেই সমাবেশের ভেতরে প্রবেশ করলাম। তখন আমি সভার মাঝখানে শীর্ণগঠন বিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। তাঁর কাঁধে রয়েছে সফরের সঞ্চল [অথবা ইবাদতের সামগ্রী]। তাঁরই এ ক্রন্দন-ধ্বনি। তিনি তাঁর শব্দের রক্তমালা দ্বারা ছন্দ সৃষ্টি করছেন এবং তাঁর তীতি সঞ্চারক উপদেশ দ্বারা কর্ণকুহর ঝংকত করে তুলছেন।

শাস্তিক অনুবাদ : وَهَدَيْتُنِي السَّبِيلَ পরিসমাণ্ডি السَّبِيلَ ঘুরাফেরার হাতিয়া এবং
আমার পথ নির্দেশনা করল فَاتَّبَعْتُ অনুগ্রহের إِلَى প্রতি نَادٍ এক সভার رَجِيْب বিশাল سَحْتَرِ যা ছিল পূর্ণ
عَلَى লোকের ভিড় وَتَوَجَّيْتُ ও ক্রন্দনরোলে اتَّوَجَّيْتُ অতঃপর আমি প্রবেশ করলাম الْغَمْع সমাবেশের ভেতরে
فِي سَبِيلِ السَّابِقِ সবার فِي سَبِيلِ السَّابِقِ অংশ বিজয়নের কারণ قَرَأْتُ তখন আমি দেখতে পেলাম الْحَلْفَةَ الْحَلْفَةَ সফরের
মাঝখানে تَخَمَّ এক ব্যক্তিকে السَّابِقِ শীর্ণ গঠন বিশিষ্ট عَلَيْهِ তার কাঁধে রয়েছে أَمِيَّة সযল السَّابِقِ সফরের
وَكَمْ তাঁর فِي السَّابِقِ এ ক্রন্দন ধ্বনি هُوَ তিনি يَطْعَمُ সৃষ্টি করেছেন سَجَاعَ ছদ্ম بَحْرَامِ রক্তমালা দ্বারা لَفْظِهِ শব্দের
وَيُفْرَعُ এবং স্বংকৃত করে তুলছেন الْإِنْسَاءَ কর্ণকহর رَعَطِهِ ভীতি সঞ্চারক উপদেশ দ্বারা ।

শব্দ বিশ্লেষণ

حَتْمٌ (حَرْفُ جَارٍ) : অবশেষে, পরিশেষে।

অদত্ত : [আমাকে] পৌছে দিল।

আদায় করা, পৌছানো : تَفْعِيلٌ تَأْدِيَةٌ (ض) آدِيًا

(تَفَعَّلَ) تَادِيًا - لَهُ حَقُّهُ : প্রাপ্য আদায় করা ।

- اَلْب : পৌছা ।

مَادَّةُ : (ا . د . ی) ، جَنَسٌ : نَاقِصٌ بِأَنِّي

مُرَادُفٌ : أَوْصَلْتُ

خَاتَمَةٌ : (ج) خَوَاتِمُ، خَاتِمَاتٌ : परिमयादि, समाप्त, परिशिष्ट।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ .

مَادَّةُ : (خ - ت - م) ، جِنْسُ : صَحِيفُ

مُرَادِفٌ : أَخِيرُ/أَقْصَى ، ضِدٌّ : فَاتِحَةٌ

अदक्षिण करा, घुराफेरा करा । : (ن) : المَطَافُ

مَطَانُ : प्रधानिणेर हान ।

فِي الْقُرْآنِ : فَطَافَ عَلَيْهِمْ طَائِفٌ

مَادَّةُ : (ط. و. ف) ، جنس : أَحْمَفَ وَأَوَى

مُرَادُفٌ : الدَّوْرَانُ ، ضِدٌّ : السَّكُونُ

[আমার] পথ নির্দেশনা করল : هَدَىٰ

(ض) هِدَايَةٌ - إِلَى : দিকনির্দেশনা দেওয়া, পথ প্রদর্শন করা ।
আরো তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে ।

فِي الْقُرْآنِ : إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ .

مُرَادِف : اَرشَدَت / دَلَّتْ ، ضِد : اَضَلَّتْ

فَاتِيحَةٌ : (ج) فَوَاتِحُ : सूचना, प्रारम्भ, भूमिका ।

(ف) فَتَعَا : খোলা, উন্মুক্ত করা।

সাওয়া প্রার্থনা করা, উল্লোচন কামনা করা : **اِسْتَفْتَا**

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّا فَتَعْنَاكَ فَنَحْنُ مُبِينٌ .

مرادف : مقدمة ، ضد : خاتمة

(ج) الطَّافَ. (و) لَطَفَ : অনুগ্রহ, অনুকম্পা।

(ج) اُنْفَاثٌ : فَرْطٌ

فِي الْقُرْآنِ : لَا أَرَى مِنْكَ الطُّفَّ الَّذِي كُنْتَ أَغْرِفُهُ .

মাদে : (ল. প. ফ), جنس : صحيح

مُرَادُ : الْغَطَاءُ / الرُّفْقُ / الْجَوْرُ

নাদ : (জ) أَنْدِيَّةٌ , تَوَادٍ , (জ) أَنْدِيَّةٌ : সভা, মজলিস।

فِي الْقُرْآنِ : وَقَاتَمُونَ فِي نَادِيكُمْ السُّكْرَ .

মাদে : (ন. দ. ও), جنس : ناقص

مُرَادُ : مُبْجِلٌ / مَجْتَمِعٌ

রজিব : (জ) رَحِبٌ : প্রশস্ত, বিশাল, বিশালায়তন।

تَفْعِيلٌ تَرْجِيئًا : অভ্যর্থনা জানানো।

(স) رَحِبًا (ك) رَحَابَةً : প্রশস্ত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَصَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَّبَتْ .

মাদে : (র. হ. ব), جنس : صحيح

مُرَادُ : وَاسِعٌ , ضِدُّ : ضَيِّقٌ

مَحْتَوٍ (ف), (ম) : অন্তর্ভুক্তকারী, শামিলকারী,

اِفْتِعَالٌ اِحْتِيََاءٌ , (ض) حَوَايَةً - السَّنْ أَوْ عَلَى السَّنْ :

অন্তর্ভুক্ত করা, শামিল করা, ধারণ করা।

فِي الْقُرْآنِ : أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظَمٍ .

মাদে : (হ. ও. য), جنس : لَيْفٌ مَقْرُونٌ

مُرَادُ : مُتَشَبِّهٌ

زَحَامٌ : লোকের ভিড়।

زَحَامٌ (ف), مَتَاعِلَةٌ : ভিড়। ভিড় করা।

اِفْتِعَالٌ اِزْدِحَامًا : ঠেলাঠেলি করা।

مُرَادُ : حَقْدٌ / زَحْمَةٌ .

تَحْيِيَةٌ : ক্রন্দনরোল।

تَحْيِيَةٌ (ف), (ض) مص : চিৎকার করে ক্রন্দন করা।

فِي الْقُرْآنِ : قَسَمْتُ لَهُمْ مَن قَطِي تَعْبَةٍ .

মাদে : (ন. হ. ব), جنس : صحيح

مُرَادُ : بَكَاءٌ , ضِدُّ : ضَحْكٌ

ولجت : আমি প্রবেশ করলাম।

(ض) وَلَوْحًا : প্রবেশ করা।

فِي الْقُرْآنِ : حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِ الْغِيَابِ .

মাদে : (ও. ল. জ), جنس : يقال يانئ

مُرَادُ : دَخَلَ , ضِدُّ : خَرَجَتْ

غَابَةٌ (ج) غَابَاتٌ , غَاب : বাশের ঝাড়, নিহুড়ি, জনতার সমাবেশ।

مَادَةٌ : (غ. য. ব), جنس : أجوف

مُرَادُ : وَسَطٌ / دَاخِلٌ , ضِدُّ : خَارِجٌ

الْجَمْعُ : (ج) جَمْعٌ : লোকের সমাবেশ, জমায়েত।

(ن) جَمْعًا : একত্র করা।

فِي الْقُرْآنِ : هَذَا يَوْمَ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ الْأَوَّلِينَ .

মাদে : (হ. ম. ও), جنس : صحيح

مُرَادُ : التَّجْلِيْسُ / التَّأَدُّي

استمر : আমি যাচাই করি।

(ن. ض) سَبَرًا : যাচাই করা।

فِي الْحَدِيثِ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا تَدْخُلُهُ حَتَّى أَسْبِرَهُ .

মুরাদ : أَخْتَبِرُ

مَجْلِيَّةٌ : কোনো কিছু হাসিল করার উপায়, কারণ।

(ن) جَلَبًا : টেনে আনা।

فِي الْحَدِيثِ : لَا جَلَبَ وَلَا جَنْبَ

مُرَادُ : سَبَبٌ

الْدَمْعُ : (ج) دَمْعٌ , أَدْمَعٌ : অশ্রু, চোখের পানি।

رَأَيْتُ : আমি দেখলাম, দেখতে পেলাম।

(ن) رَأَى , رُؤْيَةً : দেখা।

بُهْرَةً (ج) بَهْرٌ : মধ্যস্থল, মাঝখান।

اِغْيَالًا اِهْتِرَارًا : মধ্যরাত হওয়া, মধ্যাহ্ন হওয়া।

(ن) بَهْرًا - هـ : বিজয়ী হওয়া।

فِي الْحَدِيثِ : إِنَّهُ سَارَ لَيْلَةً حَتَّى أَبْهَارَ اللَّيْلِ .

মুরাদ : وَسَطٌ / غَابَةٌ

الْحَلَقَةُ : (ج) حَلَقٌ , حَلَقَاتٌ : বৃত্ত, সভা, মজলিস।

فِي الْحَدِيثِ : تَهَيَّ عَنِ الْحَلَقِ قَبْلَ الصَّلَاةِ .

মাদে : (হ. ল. ক), جنس : صحيح

مُرَادُ : الْجَمْعُ / التَّأَدُّي / التَّجْلِيْسُ

شَخْصٌ : (ج) أَشْخَصٌ , أَشْخَاصٌ , شُخُوصٌ :

দূর থেকে পরিদৃষ্ট মানুষ বা অন্য কিছু দের দেহাবয়ব, ব্যক্তি।

فِي الْحَدِيثِ : لَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ الْوُ .

মাদে : (শ. খ. ব), جنس : صحيح

مُرَادُ : نَفْسٌ

شَخْتٌ , صَف : (ج) شَخَاتٌ : শীর্ণকায়, শীর্ণগঠন বিশিষ্ট।

(ك) شَخُونَةٌ : শীর্ণ দেহের অধিকারী হওয়া।

فِي الْحَدِيثِ : إِنَّ لَأَكْ ضَيْقًا شَخِيئًا .

মাদে : (শ. খ. ত), جنس : صحيح

مُرَادُ : شَيْئٌ , ضِدُّ : سَيِّئٌ

الْحَلَقَةُ : (ج) خَلَقٌ : প্রকৃতি, গঠন।

(ن) خَلَقًا : সৃষ্টি করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَتَبَارَكَ الَّذِي أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ .

মাদে : (শ. খ. ত), جنس : صحيح

وَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ أَخْلَاطُ الزَّمْرِ، إِحَاطَةُ الْهَالَةِ
بِالْقَمَرِ، وَالْأَكْسَامِ بِالشَّمْرِ، قَدَلْتُ الْيَبِ
لِاتِّسَاسٍ مِنْ قَوَائِدِهِ، وَالْتَقِطْتُ بَعْضَ قَوَائِدِهِ،
فَسَمِعْتُ يَقُولُ جِبْنَ خَبِّ فِي مَجَالِهِ،
وَهَدَرْتُ شَقَاشِقُ ارْتِجَالِهِ : أَيُّهَا السَّادِرُ فِي
غُلَوَائِهِ، السَّادِلُ ثَوْبَ خِلَالِهِ، الْجَامِعُ فِي
جَهَالَتِهِ، الْجَانِحُ إِلَى خُرْعِيَالَتِهِ!

অনুবাদ : আর আলোকবৃত্ত কর্তৃক চন্দ্রকে এবং খোসা
কর্তৃক ফলকে আবৃত করার মতো বিভিন্ন শ্রেণির
লোকজন তাকে বেষ্টন করে রেখেছে। অতঃপর তাঁর
কিছু কল্যাণকর কথা আহরণ করার জন্য এবং তাঁর কিছু
অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করার জন্য আমি তাঁর প্রতি ধীরে ধীরে
এগুলাম। এরপর যখন তিনি তাঁর ময়দানে দ্রুত চললেন
এবং তাঁর অনর্গল কথনের ফেনা ধ্বনি তুলল তখন আমি
তাকে বলতে শুনলাম : হে বাড়াবাড়িতে উদ্ভ্রান্ত [অথবা
সীমা লঙ্ঘনে নিভীক], অহংকারের বস্ত্র পরিহিত, বিভ্রান্তিতে
লাগামহীন [এবং] অসার কথা ও কাজে দাবিত ব্যক্তি!

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ أَخْلَاطُ الزَّمْرِ বিভিন্ন শ্রেণির লোকজন আবৃত
করার মতো إِحَاطَةُ الْهَالَةِ আলোকবৃত্ত কর্তৃক الْقَمَرِ চন্দ্রকে এবং খোসা بِالشَّمْرِ ফলকে قَدَلْتُ الْيَبِ অতঃপর আমি ধীরে
ধীরে এগুলাম الْيَبِ তাঁর প্রতি لِاتِّسَاسٍ আহরণ করার জন্য مِنْ قَوَائِدِهِ তার কিছু কল্যাণকর কথা وَالْتَقِطْتُ এবং সংগ্রহ
করার জন্য بَعْضَ قَوَائِدِهِ কিছু অমূল্য রত্ন فَسَمِعْتُ তখন আমি শুনলাম يَقُولُ তাকে বলতে جِبْنَ যখন خَبِّ তিনি দ্রুত
চললেন فِي مَجَالِهِ তার ময়দানে وَهَدَرْتُ এবং ধ্বনি তুলল شَقَاشِقُ ফেনা ارْتِجَالِهِ তার অনর্গল কথন هَذَا হে السَّادِرُ
উদ্ভ্রান্ত فِي غُلَوَائِهِ নিজে বাড়াবাড়িতে السَّادِلُ পরিহিত ثَوْبَ বস্ত্র خِلَالِهِ আপন অহংকার الْجَامِعُ লাগামহীন
إِنِّي আপন বিভ্রান্তিতে الْجَانِحُ দাবিত ব্যক্তি إِلَى خُرْعِيَالَتِهِ নিজের অসার কথা ও কাজে।

শব্দ বিশ্লেষণ

বেষ্টন করে রেখেছে। : (قَدْ) أَحَاطَتْ :

(إِئْتَالَ) إِحَاطَةٌ - بِالشَّمْرِ : ঘিরে নেওয়া, বেষ্টন করা। :

(ن) حَوَاطَ - حَيْطَةً، جَبَاطَةً : সংরক্ষণ করা, তত্ত্বাবধান করা। :

- بِه : বেষ্টন করা। :

فِي الْقُرْآنِ : وَأَحَاطَتْ بِهِمْ خَطِيبَتُهُمْ :

سَادَةٌ : (ج. و. ط.)، جِنْس : অর্জুণ

مُرَادٌ : طَرَقَتْ

(ج) أَخْلَاطُ، (و) خَلَطَ : বিভিন্ন রকমের/ শ্রেণির,

নানান প্রকারের।

(ض) خَلَطَةٌ (تَغْلِيظًا) - الشَّرِّ بِالشَّرِّ :

মিশ্রিত করা, মিলানো।

فِي الْقُرْآنِ : وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ الْخَلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ

عَلَى بَعْضٍ :

سَادَةٌ : (ج. و. ط.)، جِنْس : অর্জুণ

مُرَادٌ : أَصْنَافُ أَنْوَاعٍ

(ج) زَمَرٌ، (و) زَمَرَةٌ : দল, শ্রেণি, সজ্জা

الْهَالَةِ : (ج) هَالَاتٌ : চন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বস্থ আলোকবৃত্ত।

الْقَمَرُ : (ج) أَقْمَارٌ : চন্দ্র, চাঁদ।

فِي الْقُرْآنِ : لَا الشَّمْسُ يَبْقَى لَهَا أَنْ تَدْرِكَ الْقَمَرَ :

سَادَةٌ : (ث. م. و. ر.)، جِنْس : সচিব

مُرَادٌ : الْهَيْلَالُ :

(ج) أَكْسَامٌ، كَيْسَمٌ، أَكْمَةٌ، أَكْسِيمٌ، (و) كَمٌّ : মুকুল বা

ফলের উপরস্থ খোসা।

فِي الْقُرْآنِ : وَالْتَقَلَّ ذَاتُ الْأَكْسَامِ :

سَادَةٌ : (ث. م. و. ر.)، جِنْس : মস্কাফ

مُرَادٌ : غِيَطَةُ التَّدْوَرِ وَغَاةُ الظِّلِّع

الشَّمْرِ : (ج) شِمَارٌ، شَمْرٌ، أَشْمَارٌ : ফল।

فِي الْقُرْآنِ : كَلَّمَا مِنْ تَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ :

سَادَةٌ : (ث. م. و. ر.)، جِنْس : সচিব

مُرَادٌ : نَاقِيَهَةٌ

كَلَفْتُ : আমি ধীরে ধীরে চললাম।

(ض) دَلَمًا دَلَوْتُ : পায়ে শিকল পরিহিত ব্যক্তির নাম ধীরে ধীরে চলা।

অগ্রসর হওয়া : أَلْحَسَّ

চলা, নিকটবর্তী হওয়া : أَلَحَّ : تَلَحُّفًا - أَلَحَّ

মাদে : (দ. ল. ফ), جنس : صَحِيح

مَرَادُف : اِنْقَرَضَتْ / اِنْقَرَضَتْ , جُنْد : بَعْدَتْ

তার কিছু কল্যাণকর কথা আহরণ করার জন্য : لَا قَتِيسَ مِنْ قَوَائِدِ

আমি আহরণ করি/করছি/করব : أَلْحَسَّ

জ্ঞান আহরণ করা : (اِتِّعَالَ) اِتِّبَاسًا , (ض) قَبَسًا - اَلْعِلْمُ

فِي الْقُرْآن : اَنْظُرُوا تَقْتِيسَ مِنْ تَوَرُّكُم

মাদে : (ক. ব. স), جنس : صَحِيح

مَرَادُف : اَكْتَسَبَ / اَخَذَ

কল্যাণকর বিষয়/ কথা : (و) قَائِدًا : كَلَامًا

মাদে : (ফ. য. দ), جنس : أَجَوُف

مَرَادُف : التَّائِبَات , جُنْد : الْمَوَارَات

আমি সংগ্রহ করি/ করছি/ করব : اَلْتَقَطُ

কুড়ানো, সংগ্রহ করা : (ن) لَقَطًا : كُفْلَانَا

فِي الْقُرْآن : يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّابَرَةِ

মাদে : (ল. ক. ট), جنس : صَحِيح

مَرَادُف : اَجْتَمَعَ

অংশ, কিছু, অনেকের মধ্যে অন্যতম : (ج) اِبْعَاضًا : اَشْه

فِي الْقُرْآن : وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي بَعْدَكُمْ

মাদে : (ফ. র. দ), جنس : صَحِيح

مَرَادُف : خَشِيَ

এক, একক মুক্তা, অনুপম : (و) قَرِيدًا , قَرِيدًا : اَنْوَاعًا

রত্ন, অমূল্যরত্ন : اَنْوَاعًا

فِي الْقُرْآن : لَقَدْ جُتِّمَمْنَا فَرَادَى

মাদে : (ফ. র. দ), جنس : صَحِيح

مَرَادُف : جَوَاهِر

সম্মিলিত : اَمَامَ

শোনা, শ্রবণ করা : (س) سَمِعًا , سَمِعًا : يَكُونُ

স্রুত চললেন : سَمِعَ

(ن) سَمِعَ : سَمِعَ

(س) سَمِعَ : سَمِعَ

বর্ণিত করা, ধোকা দেওয়া : (س) سَمِعَ : سَمِعَ

فِي الْحَدِيثِ : سَمِعَ عَنِ السَّيْرِ بِالْحِجَازَةِ فَقَالَ مَا دُونَ الْعَبْرِ

মাদে : (খ. ব. ব), جنس : مَضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مَرَادُف : اَسْرَعَ , جُنْد : دَلَفَ

মজাল : (ج) مَجَالًا : مَجَالًا

মাদে : (জ. ও. ল), جنس : أَجَوُف وَأَوَى

مَرَادُف : مَبْدَأًا , جُنْد : دَارًا

শব্দ করল, ধনি তুলল : اَلْهَدَرْتُ

(ض) هَدَرًا , هَدِيرًا (تَفْعِيل) تَهْدِيرًا - الْبَيْعِيرُ

বিড়বিড় করা, ধনি তোলা, শব্দ করা : اَلْهَدَرْتُ

খুনের প্রতিশোধ গ্রহণ রহিত : اَلْهَدَرْتُ

করে দেওয়া : اَلْهَدَرْتُ

قَالَ الشَّاعِرُ الْاَخْطَلُ : ذَا هَدَرْتُ شَقَائِفَهُ وَتَشَيْتُ

لَهُ الْاُظْفَارُ تَرَكَ لَهُ الْهَدَاءَ

মাদে : (হ. দ. র), جنس : صَحِيح

مَرَادُف : صَوْنًا , جُنْد : صَوْنًا / سَكَنَتْ

(ج) شَقَائِفًا , (و) شَقَائِفًا : اَلْهَدَرْتُ

থেকে নির্গত ফেলা : اَلْهَدَرْتُ

মাদে : (শ. ক. শ. ক), جنس : مَضَاعَفٌ رُبَاعِي

مَرَادُف : اَلْهَدِيرُ

اِرْتِجَالًا (اِتِّعَالَ) اِرْتِجَالًا

উৎপন্নমতিত্বের সাথে কথা বলা, অনর্থক কথন, তাৎক্ষণিক বলা : اِرْتِجَالًا

(تَفْعِيل) تَرْجِيلًا : اِرْتِجَالًا

পায়ে হাটা : اِرْتِجَالًا

فِي الْحَدِيثِ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَحِبُّ التَّيَاسُّنَ فِي كَهْمِهِ وَتَرْجِيلِهِ

মাদে : (ও. জ. ল), جنس : صَحِيح

مَرَادُف : بَدَاخَةٌ

السَّادُ (ف), (ن) اَلْهَدَرْتُ

হতবুদ্ধি হওয়া, উদ্ভ্রান্ত হওয়া, বেপরোয়া হওয়া : اَلْهَدَرْتُ

চল স্থলিয়ে দেওয়া : (ص) سَدَرًا , سُدْرًا : اَلْهَدَرْتُ

দেহান্তরে গমন করে ফিরে না আসা : اَلْهَدَرْتُ

চল স্থলে পড়া : (اِتِّعَالَ) اِنْسِدَارًا - اَلْهَدَرْتُ

নিচে নামা : اَلْهَدَرْتُ

فِي الْحَدِيثِ : الَّذِي يَسْدُرُ فِي الْبَحْرِ كَالْمَتَحَنِّطِ فِي دَمِهِ

মাদে : (স. দ. র), جنس : صَحِيح

مَرَادُف : اَلْهَدِيمُ , جُنْد : اَلْمُطَيَّنِّ

বাড়াবাড়ি, সীমালঙ্ঘন, যৌবনের শুরু, নব্যযৌবন : اَلْهَدَرْتُ

(ن) غَلَرًا : اَلْهَدَرْتُ

মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া : اَلْهَدَرْتُ

إِلَامَ تَسْتَمِرُّ عَلَىٰ غَيْبِكَ، وَتَسْتَمِرُّ مَرْغَىٰ
بَغْيِكَ، وَحَتَّامَ تَتَنَاهَىٰ فِي زَهْوِكَ، وَلَا
تَنْتَهَىٰ عَنْ لَهْوِكَ، تُبَارِزُ بِمَغْصَبَتِكَ،
مَالِكَ نَاصِبَتِكَ، وَتَجْتَرِي بِقُبْحِ سَيْرَتِكَ،
عَلَىٰ عَالَمِ سِرِّتِكَ، وَتَتَوَارَىٰ عَنْ قَرِينِكَ،
وَأَنْتَ بِمَرَأَىٰ رَقِيبِكَ، وَتَسْتَخْفِي مِنْ
مَمْلُوكِكَ، وَمَا تَخْفَىٰ خَافِيَةً عَلَىٰ مَلِيكَكَ .

অনুবাদ : কতকাল তুমি তোমার বিভ্রান্তিতে অবিচল থাকবে এবং তোমার বিরুদ্ধাচরণের চারণভূমিকে উপভোগ্য মনে করবে [অথবা তোমার বিরুদ্ধাচরণের তৃণরাজিকে সুস্বাদু মনে করবে?] কখন তুমি তোমার দম্ভের প্রান্তসীমায় পৌছবে এবং তোমার খেলাধুলা থেকে বিরত হবে না? তুমি তোমার অপরাধ দ্বারা তোমার ভাগ্যনিয়ন্ত্রার বিরুদ্ধে লড়াই করছ এবং তোমার মন্দ চরিত্র দ্বারা তোমার অন্তর্যামীর বিরুদ্ধে দুঃসাহস প্রদর্শন করছ। তুমি তোমার নিকটবর্তী লোক থেকে লুকাচ্ছ, অথচ তুমি তোমার পর্যবেক্ষকের দৃষ্টির সীমার মধ্যে রয়েছ। তুমি তোমার ভৃত্য থেকে আত্মগোপন করছ, অথচ তোমার প্রভুর কাছে কোনো গোপন বিষয় গোপন নেই।

শাস্তিক অনুবাদ : إِلَامَ تَسْتَمِرُّ তুমি অবিচল থাকবে عَلَىٰ غَيْبِكَ তোমার বিভ্রান্তিতে وَتَسْتَمِرُّ এবং উপভোগ্য মনে করবে مَرْغَىٰ চারণভূমিকে بِغْيِكَ তোমার বিরুদ্ধাচরণের وَحَتَّامَ কখন তুমি تَتَنَاهَىٰ প্রান্তসীমায় পৌছবে وَلَا تَنْتَهَىٰ তোমার দম্ভের عَنْ লেহু তোমার খেলাধুলা فِي زَهْوِكَ তুমি লড়াই করছ وَتَجْتَرِي এবং তুমি দুঃসাহস প্রদর্শন করছ بِقُبْحِ তোমার অপরাধ দ্বারা سَيْرَتِكَ তোমার ভাগ্যনিয়ন্ত্রার বিরুদ্ধে عَالَمِ তোমার অন্তর্যামীর وَتَتَوَارَىٰ তুমি লুকাচ্ছ عَنْ قَرِينِكَ তোমার নিকটবর্তী লোক وَأَنْتَ অথচ مِنْ مَمْلُوكِكَ তোমার পর্যবেক্ষকের তুমি আত্মগোপন করছ وَتَسْتَخْفِي তোমার ভৃত্য থেকে وَمَا تَخْفَىٰ কোনো গোপন বিষয় عَلَىٰ مَلِيكَكَ তোমার প্রভুর কাছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

الَامَ : (إِلَى حَرْفِ جَزَاءٍ بَدَلًا مَا إِسْتَفْهَامِيَّةً) কতকাল
تَسْتَمِرُّ : তুমি অবিচল থাকবে।
اِسْتَفْعَالٌ : অটল থাকা, অবিচল থাকা।
(ن) مُرَوَّرٌ : অতিক্রম করা।
فِي الْقُرْآنِ : وَأَنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُهَا وَيَقُولُوا بِحَرِّ مُتَكَبِّرٍ
مَاذَه : (م-ر-ر) , جنس : مَصَاعِفٌ ثَلَاثِينَ
مُرَادُفٌ : تَدَوَّرَ , ضِدٌّ : تَعَدَّدَتْ
عَنَى : বিভ্রান্তি।
عَنَى (ض) مَصَد : বিভ্রান্ত হওয়া, পথভ্রষ্ট হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : قَدَرَتَيْنِ الرَّشْدُ مِنَ النِّقَى .
مَاذَه : (ع-و-ي) , جنس : لَغِيفٌ مَقْرُون
مُرَادُفٌ : اَلْقَلَاةُ , ضِدٌّ : اَلْهَيْبَةُ
تَسْتَمِرُّ : তুমি উপভোগ্য মনে করবে, সুস্বাদু মনে করবে।
اِسْتَفْعَالٌ : সুস্বাদু মনে করা, উপভোগ্য মনে করা।

(س-ك) مَرَاةً - الطَّعَامُ : খাবার সুস্বাদু হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : فَكَلَّوْهُ مَيْتَانِ مَرْتَبًا .
مَاذَه : (م-ر-ر) , جنس : مَهْمُوزٌ لَمْ
مُرَادُفٌ : تَسْتَطِيبٌ , ضِدٌّ : تَسْتِمِرٌّ [ভিক্ত মনে করা]
مَرْغَىٰ (ج) مَرَاةً : চারণভূমি, তৃণ-লতা, ঘাস।
(ف) رَغِيًا - اَلنَّاسِيَةُ : চরানো।
اَلْأَقْبَرُ رَغِيَةً رَعَاةً : শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা।
فِي الْقُرْآنِ : وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْغَىٰ .
مَاذَه : (ر-ع-ي) , جنس : نَاقِصٌ يَائِي
مُرَادُفٌ : مَسْرَحٌ
بَغْيٍ (ض) مَصَد : বিরুদ্ধাচরণ করা।
بَغْيٍ : বিরুদ্ধাচরণ।
فِي الْقُرْآنِ : إِنَّمَا بَغْيَكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ .
مَاذَه : (ب-غ-ي) , جنس : نَاقِصٌ يَائِي
مُرَادُفٌ : اَلطُّغْيَانُ , ضِدٌّ : اَلْعَدَالَةُ

حَتَّامَ (حَتَّى حَرْفٌ جَارٌ، بَعْدَهَا مَا لَا يَنْفُخُهَا مَيْتَةٌ) :

কখন, কখন পর্যন্ত, কবে নাগাদ।

تَتَنَاهَى : তুমি প্রাণ্তসীমায় পৌছবে, শেষমাত্রায় পৌছবে।

(تَفَاعَلٌ) تَنَاهَى : প্রাণ্তসীমায় পৌছা, শেষ সীমায় উপনীত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ .

مَادَّةُ : (ন. ১০. ১) , جِنْسٌ : تَاقِصٌ يَائِي
مُرَادُفٌ : تَبَلُّغٌ (الْيَهَائَةِ) , جُنْدٌ : تَنْتَهَى (عَنِ)

زَهَوٌ (ن) مَصْدٌ : অহঙ্কার করা, দম্ব করা।

زَهَوٌ : দম্ব, অহঙ্কার।

فِي الْحَدِيثِ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى الْعَامِلِ الْمَزْهُو .

مَادَّةُ : (জ. ১০. ১) , جِنْسٌ : تَاقِصٌ وَאוِي

مُرَادُفٌ : حَيْلَاءٌ , جُنْدٌ : تَرَاوَعَ

(لَا) تَنْتَهَى : তুমি বিরত হবে না।

(اِنْتِعَالٌ) اِنْتَهَى : عَنِ الشَّيْءِ : বিরত থাকা, নিবৃত্ত হওয়া।

- إِلَى مَوْضِعٍ كَذَا : পৌছা।

فِي الْقُرْآنِ : فَهَلْ أَنْتُمْ مُتَّقِنُونَ .

مَادَّةُ : (ন. ১০. ১) , جِنْسٌ : تَاقِصٌ يَائِي

مُرَادُفٌ : تَمَتَّعَ , جُنْدٌ : تَشْتَغِلُ

لَهُو (ن) مَصْدٌ : খেলা করা।

لَهُو : খেলাধুলা।

(تَفَعُّلٌ) تَلَهَّى - بِكَذَا : কোনো কিছুর প্রতি অনুরাগ বা

বিরাগের মাধ্যমে মনকে সান্ত্বনা দেওয়া, ব্যাপৃত হওয়া।

(اِنْعَالٌ) اِنْهَى : উদাসীন করা।

فِي الْقُرْآنِ : اِعْلَمُوا أَنَّ الْعَبْرَةَ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوٌ
وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ .

مَادَّةُ : (ল. ১০. ১) , جِنْسٌ : تَاقِصٌ وَאוِي

مُرَادُفٌ : لَعَبٌ , جُنْدٌ : عَمِلٌ

لَبَّازٌ : লড়াই করছ, লড়াই চালিয়ে যাচ্ছ।

(مُتَاعَلَةٌ) مُبَارَزَةٌ : লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া।

(ن) بَرَزَ مُبَارَزًا : বের হওয়া।

(اِنْعَالٌ) اِبْرَأَ : বেরা করা, প্রকাশ করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَسَّأَ بَرَزُوا لِيُحَاكَمُوا .

مَادَّةُ : (ব. ১০. ১) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : تَحَارَبَ

مَنْصِبٌ (ج) مَنَاصٍ (مَعَاوِي) : অপরাধ, পাপ, গুনাহ।

مَنْصِبٌ : নাফরমানি করা, বিরুদ্ধাচরণ করা।

فِي الْقُرْآنِ : تَمَعَّصُ أَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى .

(এ. ১০. ১) , جِنْسٌ : تَاقِصٌ يَائِي

زَيْلٌ : حَيْطِنَةٌ , جُنْدٌ : طَاعَةٌ

بَلِكٌ (أ) مَذ (ج) مُلَاكٌ , مُلْكٌ : মালিক, স্বত্বাধিকারী।

مَالِكٌ : মালিক হওয়া।

مَالِكٌ : মালিক বানানো।

فِي الْقُرْآنِ : يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا .

زَيْلٌ : صَاحِبٌ , جُنْدٌ : عَبْدٌ / مَمْلُوكٌ

نَاصِيَةٌ (ج) نَوَاصٍ (نَوَاصِي) , نَاصِيَاتٌ :

মাথার অগ্রভাগ, মাথার অগ্রভাগের চুল। রূপক অর্থে ভাণ্ড।

فِي الْقُرْآنِ : بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَذَابَةٍ .

مَادَّةُ : (ন. ১০. ১) , جِنْسٌ : تَاقِصٌ

مُرَادُفٌ : مُقَدِّمُ الرَّأْسِ .

تَجَرَّى : তুমি দুঃসাহস প্রদর্শন করছ।

(اِنْتِعَالٌ) اِنْتَرَى : (ك) جَرَأَ - عَلَى كَذَا : দুঃসাহসী হওয়া,

দুঃসাহস প্রদর্শন করা।

فِي الْحَدِيثِ : لَكِنَّهُ اِنْتَرَى وَجَعًا

مَادَّةُ : (জ. ১০. ১) , جِنْسٌ : مَهْمُوزٌ

مُرَادُفٌ : تَشَجَّعَ , جُنْدٌ : تَجَبُّنٌ

تَجَبُّنٌ : কথা, কাজ ও আকৃতির মন্দা।

تَجَبُّنٌ (ك) مَصْدٌ : মন্দ হওয়া, বিশী হওয়া।

اِنْتَفِيزٌ : তৎক্ষণাৎ।

فِي الْعَرَبِيِّ : فَيَنْتَفِيزُ اَقْوَلٌ وَلَا اَقْبَحُ .

مَادَّةُ : (ক. ১০. ১) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : تَسَيَّرَ , جُنْدٌ : حَسَنٌ

يُسَّرَ (ج) يَسَّرَ : জড়াস, গুরুত্ব, জীবন যাপনের ধারা, আকৃতি, পরিচয়।

فِي الْقُرْآنِ : سَتَجِدُنَا يَسِّرَتَهَا الْاَوَّلَى .

مَادَّةُ : (স. ১০. ১) , جِنْسٌ : اَجَوَفٌ يَائِي

مُرَادُفٌ : عَادَةٌ .

عَالِمٌ (ج) عَلَمَاءٌ , عَلَمٌ : জ্ঞানী, বিদ্বান, আলিম।

فِي الْقُرْآنِ : اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ .

أَتَظُنُّ أَنْ سَتَنْفَعَكَ حَالُكَ، إِذَا أَنْ
إِزِيحَ حَالُكَ، أَوْ يَنْقُذَكَ مَالُكَ، حِينَ
تُوفِّقُكَ أَعْمَالُكَ، أَوْ يُغْنِيَنَّ عَنْكَ نَدْمُكَ،
إِذَا زَلَّتْ قَدَمُكَ، أَوْ يَغْطِفُكَ عَلَيْكَ
مَعْشَرُكَ، يَوْمَ يَضُكُّ مَحْشَرُكَ، هَلَّا
انْتَهَجْتَ مَحَجَّةَ اهْتِدَائِكَ، وَعَجَلْتَ
مُعَالَجَةَ دَائِكَ، وَفَلَلْتَ شِبَاةَ اعْتِدَائِكَ،
وَقَدَعْتَ نَفْسَكَ فِيهِ أَكْبَرَ أَعْدَائِكَ .

অনুবাদ : তুমি কি ধারণা করছ যে, যখন তোমার বিদায়ের
সময় ঘনিয়ে আসবে তখন তোমার [স্বাচ্ছন্দ্যময়] অবস্থা তোমার
উপকারে আসবে? অথবা যখন তোমার আমল তোমাকে ধ্বংস
করবে তখন তোমার দন-সম্পদ তোমাকে রক্ষা করবে? কিংবা
যখন তোমার চরণ স্থলিত হবে তখন তোমার অনুতাপ তোমার
উপকার করবে? অথবা যেদিন তোমার পুনরুত্থান তোমাকে
[অন্যদের সাথে] মিলিত করবে সেদিন তোমার দলবল তোমার
প্রতি অনুগ্রহ করবে? তুমি কেন তোমার হেদায়েতের পথে
চলছ না এবং তোমার ব্যাধির চিকিৎসার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা করছ
না? তুমি তোমার সীমালঙ্ঘনের ধার ভেঙ্গে দিচ্ছ না [অর্থাৎ
তুমি তোমার সীমালঙ্ঘনের তীব্রতাকে স্তিমিত করছ না] এবং
তুমি তোমার রিপুকে বারণ করছ না [অর্থাৎ দমন করছ না],
অথচ সে তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু?

শাব্দিক অনুবাদ : أَتَظُنُّ তুমি কি ধারণা করছ أَنْ যে سَتَنْفَعُكَ তোমার উপকারে আসবে حَالُكَ তোমার [স্বাচ্ছন্দ্যময়]
অবস্থা إِذَا যখন ঘনিয়ে আসবে إِزِيحَ حَالُكَ তোমার বিদায়ের أَوْ অথবা يَنْقُذُكَ তোমাকে রক্ষা করবে مَالُكَ তোমার সম্পদ
نَدْمُكَ যখন তোমাকে ধ্বংস করবে أَعْمَالُكَ তোমার আমল أَوْ يُغْنِيَنَّ عَنْكَ কিংবা তোমার উপকার করবে
তোমার অনুতাপ إِذَا যখন স্থলিত হবে قَدَمُكَ তোমার চরণ أَوْ يَغْطِفُكَ عَلَيْكَ অথবা অনুগ্রহ করবে তোমার প্রতি
মَعْشَرُكَ তোমার দলবল يَوْمَ যেদিন يَضُكُّ তোমাকে মিলিত করবে তোমার পুনরুত্থান مَحْشَرُكَ তোমার
চলছ না এবং দ্রুত করছ না مُعَالَجَةَ চিকিৎসার ব্যবস্থা دَائِكَ তোমার ব্যাধি وَفَلَلْتَ তুমি ভেঙ্গে দিচ্ছ না
তোমার সীমালঙ্ঘনের ধার شِبَاةَ তোমার সীমালঙ্ঘনের তীব্রতাকে স্তিমিত করছ না
তোমার রিপুকে وَاقِدَعْتَ অথচ সে তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু أَكْبَرَ أَعْدَائِكَ

শব্দ বিশ্লেষণ

(أ) تَظُنُّ : তুমি [কি] ধারণা করছ?

(ن) ظَنًّا : মনে করা, ধারণা করা।

فِي الْقُرْآنِ : إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مَلَأْتُ حِسَابِيهٖ

مَادَّةُ : (ط-ن-ن) , جِنْسُ : مُصَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادُفُ : تَخَسُّبُ , جِنْدُ : تَعْلُمُ

سَتَنْفَعُكَ : তোমার উপকারে আসবে, উপকার করবে।

نَفْعُ (ف) نَفْعًا : উপকার করা।

فِي الْقُرْآنِ : لَا أَمْلِكُ نَفْسِي نَفْعًا وَضَرًا .

مَادَّةُ : (ن-ف-ع) , جِنْسُ : صَحِيحٌ

مُرَادُفُ : يُفِيدُ , جِنْدُ : تَضَرُّ

حَالُ (ح) أَحْوَالُ , أَحْوَالُ : অবস্থা, আকৃতি, প্রকৃতি।

(ن) حَوْلًا : পরিবর্তিত হওয়া। বছর অতিক্রম করা।

فِي الْقُرْآنِ : لَا يَبْغُوزُ عَنْهَا حَوْلًا .

مَادَّةُ : (ح-ر-ل) , جِنْسُ : أَجْوَفُ وَأَوْبَى , مُرَادُفُ : كَانَ

أَنْ : সময় হলো, [-হবে], ঘনিয়ে আসল [-আসবে]।

(اض) آتِيًا : সময় আসা, সময় হওয়া।

أَنْ يَحِثُّ : تَقْلُوبٌ مِنْ "أَنْتِي يَأْنِي أَنْتِي"

فِي الْقُرْآنِ : أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ .

مَادَّةُ : (ا-ي-ن) , جِنْسُ : أَجْوَفُ يَأْنِي

مُرَادُفُ : حَانَ , جِنْدُ : قَرِيبٌ

إِزِيحَ حَالُ : বিদায়।

إِزِيحَ (الْفِعَالُ) مَصْرُ : বিদায় হওয়া, রওয়ানা হওয়া।

عَنِ السَّكَّانِ : স্থানান্তরিত হওয়া।

فِي الْحَدِيثِ : فَمَنْ تَجَاوَزَ وَلَا رَحْلَةً .

مَادَّةُ : (ر-ح-ل) , جِنْسُ : صَحِيحٌ

مُرَادُفُ : مُعَادَرَةٌ , جِنْدُ : أَقَامَةٌ

يَنْقُذُ : রক্ষা করবে।

(الْعَمَلُ) إِنْقَادًا , (ن) نَفْعًا : মুক্তি দেওয়া, রক্ষা করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَأَنْفَقَكُمْ مِنْهَا
 مَادَّة : (ন. ক. ড.) : খরচ : صحيح
 مُرَادُف : يَخْلِصُ / يَنْجُو : جَد : يَخْلُصُ
 ধন-সম্পদ, বিত্ত-বৈত্তব : (জ) : آمُرَال :
 فِي الْقُرْآنِ : أَمَالٌ وَالْبَشَرُ زَيْنَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 مَادَّة : (ম. র. ল.) : খরচ : أَجْرٌ وَارِي : مُرَادُف : ثَرْوَةٌ
 تَوْحِي :
 ধরংস করবে :
 (أَفْعَال) : إِيَّائَا :
 ধরংস করা :
 (س) : وَيَقَا :
 فِي الْقُرْآنِ : أَوْ يُؤَيِّدُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا
 مَادَّة : (ও. ব. ক.) : খরচ : يَمَالُ وَارِي
 مُرَادُف : تُهْلِكُ : جَد : تَعْوِمُ
 (ج) : أَعْمَال : (و) : عَمَل :
 আমল, কর্ম, কাজ :
 (س) : عَمَل :
 আমল করা, কাজ করা :
 فِي الْقُرْآنِ : جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
 مَادَّة : (এ. ম. ল.) : খরচ : صحيح : مُرَادُف : أَعْمَال
 যথেষ্ট হবে (উপকার করবে) :
 يُعْنِي :
 (أَفْعَال) : إِيَّائَا - عَن :
 উপকার করা, যথেষ্ট করা :
 (س) : عِيَا :
 ধনী হওয়া :
 فِي الْقُرْآنِ : مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ
 مَادَّة : (এ. ন. য.) : খরচ : نَاقِصٌ بَائِي
 مُرَادُف : يَنْفَع : جَد : يَنْفَعُ
 লক্ষ্য, অনুতাপ :
 تَدَم : (س) : مَد :
 লঙ্ঘিত হওয়া, অনুতাপ হওয়া :
 فِي الْقُرْآنِ : فَاصْبِرْ مِنَ الْتَّائِبِينَ
 مُرَادُف : حَجَل / حَيَا : جَد : وَقَاة
 স্থলিত হলো [-হবে] :
 زَلَّت :
 (ض) : زَلَّ : زَلَّ :
 বিচ্যুত হওয়া, পদস্থলিত হওয়া :
 (أَفْعَال) : زَلَّ :
 পদস্থলন ঘটানো :
 فِي الْقُرْآنِ : فَازْلَمْ الشَّيْطَانُ
 مَادَّة : (জ. ল. ল.) : খরচ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
 مُرَادُف : زَلَّت : جَد : تَبَيَّنَتْ
 পদ, চরণ, পা : (ج) : أَقْدَام :
 (ن) : قَدِيمَا :
 আসা, আগমন করা :
 فِي الْقُرْآنِ : وَكَذَّبَتْ أَقْدَامَنَا
 مَادَّة : (ক. ড. ম.) : খরচ : صحيح : مُرَادُف : رَجُلٌ

يَعْتَبُف :
 অনুগ্রহ করবে, দয়া করবে :
 (ض) : عَفَفًا :
 অনুগ্রহ করা, দয়া করা :
 (تَفَعُّل) : تَعَفُّفًا :
 সদর হওয়া :
 قَالَ النَّاسُ : سَلَامٌ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبَاءِ وَصَلَّى
 عَطُوفٌ رَوْفٌ مِّنْ يَّمْسِي بِأَحْمَد
 مَادَّة : (এ. ট. ফ.) : খরচ : صحيح
 مُرَادُف : يَرْحَمُ : جَد : يَطْلُمُ
 (ج) : مَعَايِير :
 দলবল, দল, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় :
 فِي الْقُرْآنِ : يَا مَعْشَرَ الْجِينَ وَالْإِنْسِ
 مَادَّة : (এ. শ. র.) : খরচ : صحيح
 مُرَادُف : يَجْمَعُ / يَجَارِي : جَد : يَفْرُقُ
 (ج) : أَيَّام : (م) : أَيَّامُ :
 দিন, কাল, দিবস :
 أَيَّامُ اللَّهِ :
 পূর্ববর্তী সম্প্রদায়কে দেওয়া আত্মা তা আলাদা
 পুরকার ও শাস্তিসমূহ :
 أَيَّامُ الْعَرَبِ :
 আরব জাতির যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস :
 رَيْنُ الْأَيَّامِ :
 সময়ের প্রয়োজনবোধ :
 رَيْنُ الْيَوْمِ :
 যুগপ্রবর্তক :
 رَيْنُ الْيَوْمِ :
 মাসের শেষ দিন :
 رَيْنُ الْيَوْمِ :
 যুগপ্রবর্তক :
 رَيْنُ الْيَوْمِ :
 মাসের শেষ দিন :
 رَيْنُ الْيَوْمِ :
 দীর্ঘ কঠিন দিন :
 رَيْنُ الْيَوْمِ :
 রোজভিত্তিক কারবার করা :
 رَيْنُ الْيَوْمِ :
 فِي الْقُرْآنِ : الْيَوْمِ أَكَلْتُمْ لَكُمْ وَبَيْنَكُمْ
 مَادَّة : (ই. ও. ম.) : খরচ : لَيْفِيفٌ مَقْرُون
 مُرَادُف : نَهَارٌ : جَد : تَبَل
 মিলিত করবে, একত্র করবে :
 يَضُم :
 (ن) : ضَمًا :
 একত্র করা, মিলিত করা, মিলানো :
 (أَفْعَال) : انْضِمَامًا :
 মিলিত হওয়া :
 فِي الْعَوْنِ : لَا تَعَاوَدُ فِي رَدِّيهِ
 مَادَّة : (ض. ম. ম.) : খরচ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
 مُرَادُف : يَجْمَعُ / يَجَارِي : جَد : يَفْرُقُ
 (ج) : مَعَايِير :
 পুনরুত্থান, পুনরুত্থানস্থল :
 (ن) : حَسْرًا :
 একত্র করা :
 فِي الْقُرْآنِ : مَرَّ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
 الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْعَشْرِ
 مَادَّة : (ح. শ. র.) : খরচ : صحيح
 مُرَادُف : يَجْمَعُ / خَفَرٌ

(هَلَا) اِنْهَجَتْ : তুমি [কেন] পথে চলছ [না]।

(اِنْهَجَال) : পথচলা, পথ সন্ধান করা।

(ن) هَجَا : পথ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : لِكُلِّ جَعَلْنَا شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا .

মাদে : (ন-১০-জ) : جَس : صَبِيح , مُرَاف : سَلَكَتْ

مَحَجَّة (ج) مَحَاج : পথ, রাস্তার মাঝ।

মাদে : (হ-১-জ) : جَس : صَبِيح , مُرَاف : سَلَكَتْ

مُرَاف : مَنَاج : طَرِيق

اِهْتَدَاء : (حَاصِل مَصْدَر) : হেদায়েত।

اِهْتَدَاء : (اِتِّجَال) : হেদায়েত প্রাপ্ত হওয়া।

مُرَاف : رُفْد : ضَلَّ

(هَلَا) عَجَلَتْ : দ্রুত ব্যবস্থা করেছ [করছ না]।

(تَفْعِيل) تَفْعِيلًا (ي) عَجَلًا : তাড়াহুড়া করা, দ্রুত ব্যবস্থা করা।

فِي الْقُرْآنِ : اَعَجَلْتُمْ أَمْرَكُمْ .

মাদে : (এ-১-জ-ল) : جَس : صَبِيح

مُرَاف : اَسْرَعَتْ : ضَد : اَبْطَأَتْ

مُعَالَجَة (مُعَالَجَة) : চিকিৎসা করা।

مُعَالَجَة : (حَاصِل مَصْدَر) : চিকিৎসা।

(تَفَاعُل) تَعَالَجًا : চিকিৎসা গ্রহণ করা।

মাদে : (এ-১-ল-জ) : جَس : صَبِيح , مُرَاف : مَدَاوَا

দা : (জ) اَدْرَا : রোগ, ব্যাধি।

فِي الْعَدِيثِ : فَإِنْ فِى إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ .

মাদে : (১০-১-১) : جَس : مُرَبِّ (أَجْرًا وَآوَى وَمَهْمَزٌ لَام)

مُرَاف : مَرَضَ : ضَد : صَحَّ

(هَلَا) فَكَلَّتْ : তুমি ধার ভেঙ্গে দিয়েছ [দিচ্ছ না]।

(ن) فَلا : ধার ভেঙ্গে দেওয়া, ভোতা করা।

(اِتِّجَال) اِنْفَلَا , (تَفْعِيل) تَفَلَّلَ : পরাজিত হওয়া।

فِي الْعَدِيثِ : ضَجَّكَ أَوْ فَلَكَ أَوْ جَمَّ كَلَّا لَكَ

মাদে : (ফ-১-ল) : جَس : مَضَاعَف ثَلَاثِي , مُرَاف : كَسَرَتْ

شِبَاة (ج) شَبَا : ধার, ঠীকতা।

মাদে : (শ-১-ব-১) : جَس : نَاقِص وَآوَى

مُرَاف : حَذَّ : ضَد : قَلَّ

اِعْتَدَا : (حَاصِل مَصْدَر) : সীমালঙ্ঘন।

اِعْتَدَا : (اِتِّجَال) : সীমা লঙ্ঘন করা।

عُدْوَانًا (ج) عُدَاوَة : সীমালঙ্ঘন করা।

(ن) عُدْوَا : দৌড়ানো।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ اللَّهَ لَا يُجِيبُ كُلَّ مُغْتَمِعٍ أَيْمَهُ .

মাদে : (এ-১-১-১) : جَس : نَاقِص وَآوَى

مُرَاف : فَلَغَا : اِفْرَاط : ضَد : تَفْرِيط / تَفْصِير

(مُ) قَدَعَتْ : বারণ করেছ [করছ না]।

قَدَعَا : বাধা দেওয়া, বারণ করা।

قَدَعَا : বিরত থাকা।

فِي الْعَدِيثِ : اِقْدَعُوا هَذِهِ النَّفُوسَ فَإِنَّهَا طَلْعَةٌ .

মাদে : (অ-১-১-১) : جَس : صَبِيح

مُرَاف : نَبَعَتْ : ضَد : اُؤْنَتْ

نَفْس (ج) اَنْفَس : প্রাণ, আত্মা, রিপু।

مُرَاف : شَهَرَتْ

اَكْبَر (ج) اَكْبَر : বড়, অপেক্ষাকৃত বড়।

فِي الْقُرْآنِ : قُلِ اللَّهُ أَكْبَرُ شَهَادَةً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ .

মাদে : (ক-১-ব-১) : جَس : صَبِيح

مُرَاف : اَعْظَم : ضَد : اَضْفَر

(ج) اَعْنَاء : (ج) اَعْنَاء (أَعَادِي) : (র-১-১) : جَس : اَعْنَاء

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ .

মাদে : (এ-১-১-১) : جَس : نَاقِص وَآوَى

مُرَاف : مَضَاعَف : ضَد : اَصِيدَا

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : هَلَا اِنْهَجَتْ مَحَجَّةً اِهْتَدَايَكَ :

হলা হরফে তখফিয এটি সর্বদা ফেয়লের শুরুতে ব্যবহৃত হয়।

যদি مُخَاطَب -এর পূর্বে বসে তাহলে -কে

অতীতের কৃতকর্মের জন্য ডিরকার করা উদ্দেশ্য হয়। আর যদি

কে ভবিষ্যতে

কাজের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়

বাক্যয়েল مُعْجَزة লম্বা আর مُضَاعَف আর مُضَاعَف

ইশ্বেত ইশ্বেত ইশ্বেত ইশ্বেত ইশ্বেত ইশ্বেত ইশ্বেত ইশ্বেত

ফেয়লের ফেয়লে -

قَوْلُهُ : قَوْمِي أَكْبَرُ اَعْدَايَكَ :

এখানে -এর হরফটি تَفْعِيل [কারণদর্শনের] -এর জন্য ব্যবহৃত

হয়েছে।

বালাগাত

قَوْلُهُ : يَمُوتُ مَعْتَرِكٌ قَدُمُكَ :

হরফে جَسাস مُضَارِع -এর মাঝে -এর

قَوْلُهُ : مَعْتَرِكٌ وَآوَى :

হরফে جَسাস নাকিস -এর মাঝে -এর

قَوْلُهُ : قَلَّتْ شِبَاةٌ اَعْتَدَايَكَ :

এখানে -এর اِسْمَات -এর

اِسْمَاتِ اَلْمُتَّحِدَةِ بِهِ اِلَى اَلْمُتَّحِدَةِ

أَمَّا الْحِمَامُ مِيعَادُكَ؟ فَمَا إِعْدَادُكَ؟
وَبِالنَّشِيبِ إِنْذَارُكَ؟ فَمَا أَغْدَارُكَ؟ وَفِي
الْخُذِّ مَقِيلُكَ؟ فَمَا قِيلُكَ؟ وَإِلَى اللَّهِ
مَصِيرُكَ؟ فَمَنْ نَصِيرُكَ؟ طَالَمَا
أَيَقُظُكَ الدَّهْرُ فَتَنَاعَسْتَ، وَجَذَبَكَ
الرُّوعُ طَفَعَا عَسْتَ، وَتَجَلَّتْ لَكَ الْعَبِيرُ
فَتَعَامَيْتَ، وَحَصَصَ لَكَ الْحَقُّ
فَتَمَارَيْتَ، وَأَذْكُرَكَ الْمَوْتُ فَتَنَاسَيْتَ،
وَأَمْنَكَ أَنْ تَرَايَ فَمَا أُسَيْتَ.

অনুবাদ : মৃত্যু কি তোমার প্রতিশ্রুত সময় নয়? [অথবা, সাবধান, মৃত্যু তোমার প্রতিশ্রুত সময়,] সূতরাং তোমার কি প্রতুতি রয়েছে? চুলের গুহতা দ্বারা তোমাকে ভীতি প্রদর্শন করা হয় না? [অথবা, চুলের গুহতা দ্বারা তোমাকে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে,] সূতরাং তোমার কি অজুহাত রয়েছে? কবরে কি তোমার শয্যা হবে না? [অথবা, কবরে তোমার শয্যা হবে] তখন তোমার কি বক্তব্য থাকবে? আল্লাহর কাছে কি তোমার প্রত্যাবর্তন হবে না? [অথবা, আল্লাহর কাছে তোমার প্রত্যাবর্তন হবে] তখন তোমার সাহায্যকারী কে হবে? কালাবর্ত তোমাকে বহুবার জাগ্রত করেছে। কিন্তু তুমি তন্দ্রার ভান করে রয়েছে। উপদেশ তোমাকে আকৃষ্ট করেছে, কিন্তু তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে পিছুটান দিয়েছ। তোমার সামনে শিকার উপকরণ উদ্ভাসিত হয়েছে, কিন্তু তুমি অন্ধ সেজে বসেছ। তোমার কাছে সত্য প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু তুমি অমথ্য সন্দেহ করেছ। মৃত্যু তোমাকে [পরকালের কথা] স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তুমি ভুলে থাকার ভান করেছ। [স্মৃতির প্রতি] সমবেদনা জ্ঞাপন করা তোমার জন্য সহজ ছিল, কিন্তু তুমি সমবেদনা জ্ঞাপন কর নি।

শাখিক অনুবাদ : الْحِمَامُ : মৃত্যু কি নয় مِيعَادُكَ তোমার প্রতিশ্রুত সময় فَمَا সূতরাং কি রয়েছে إِعْدَادُكَ তোমার প্রতুতি بِالنَّشِيبِ চুলের গুহতা দ্বারা إِنْذَارُكَ তোমাকে ভীতি প্রদর্শন করা فَمَا সূতরাং কি রয়েছে أَغْدَارُكَ তোমার অজুহাত فِي الْخُذِّ কবরে কি হবে না قِيلُكَ তোমার শয্যা فَمَا তখন তোমার কি বক্তব্য থাকবে إِلَى اللَّهِ আল্লাহর কাছে مَصِيرُكَ তোমার প্রত্যাবর্তন فَمَنْ কখন কে হবে نَصِيرُكَ তোমার সাহায্যকারী طَالَمَا বহুবার أَيَقُظُكَ জাগ্রত করেছে الدَّهْرُ তোমাকে فَتَنَاعَسْتَ কিন্তু তুমি তন্দ্রার ভান করে রয়েছে وَجَذَبَكَ তোমাকে আকৃষ্ট করেছে الرُّوعُ উপদেশ টুটিয়ে তোমাকে فَتَعَامَيْتَ কিন্তু তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে পিছুটান দিয়েছ উদ্ভাসিত হয়েছে لَكَ তোমার সামনে الْعَبِيرُ শিকার উপকরণ فَتَمَارَيْتَ কিন্তু তুমি অন্ধ সেজে বসেছ وَحَصَصَ তোমার কাছে الْحَقُّ সত্য প্রকাশিত হয়েছে لَكَ তোমার কাছে فَتَنَاسَيْتَ কিন্তু তুমি অমথ্য সন্দেহ করেছ وَأَذْكُرَكَ তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে الْمَوْتُ মৃত্যু فَتَنَاسَيْتَ কিন্তু তুমি ভুলের ভান করেছ وَأَمْنَكَ তোমার জন্য সহজ ছিল أَنْ تَرَايَ সমবেদনা জ্ঞাপন করা فَمَا أُسَيْتَ কিন্তু তুমি সমবেদনা জ্ঞাপন করনি।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَمَّا حَرْفُ التَّنْبِيهِ أَوْ مَقَرَّةُ الْإِسْتِفْهَامِ مَعَ مَا النَّاسِيفَةِ :
সাবধান, নয় কি?

الْحِمَامُ : মৃত্যু

مَادَّةُ : (ج. م. م.) جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
مُرَافِقٌ : الْمَوْتُ : جَذ : الْحَيَاةُ

مِيعَادُ (ج. مِرَاعِدٌ : প্রতিশ্রুতির সময় বা স্থান, প্রতিশ্রুত সময় :
(ض) رَعْنًا : مِرْعَادَةٌ : প্রতিশ্রুতি দেওয়া :

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ .
مَادَّةُ : (و. ع. د.) جنس : مِيقَالٌ وَأَوَى

مُرَافِقٌ : مِرْعَادٌ وَمِيقَاتٌ

إِعْدَادُ (إِفْعَال) : مصد : প্রস্তুত করা :

أَغْدَارُ (حَاصِلِ مَصْدَرٍ) : প্রতিশ্রুতি :

(ن) عَدَا : গণনা করা :

(تَفَعُّل) تَعَدَّدَا : সংখ্যায় অধিক হওয়া :

فِي الْقُرْآنِ : وَأَعْدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ .

مُرَافِقٌ : تَهْنِئَةٌ

النَّشِيبُ : (حَاصِلِ مَصْدَرٍ) : চুলের, গুহতা :

النَّشِيبُ (ض) : مصد : গুহ চুল বিশিষ্ট হওয়া :

فِي الْقُرْآنِ : وَاشْتَغَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا .

مَادَهُ : (শ. য. প.) , جنس : اجوف يائس

مُرَادُف : شَيْخُوخَةٌ , عَيْدٌ , شَيْبَابٌ

اِنْتَذَرُ (اِنْعَمَال) مصد : اِذْثِي اِنْدَارْشَن كَرَا :

اِنْتَذَرُ : (حَاصِل مَصْدَر) : اِذْثِي اِنْدَارْشَن , سَتَكْشِي كَرَنْ

ان (ض) : نَذَرًا , نَذَرًا : مَانُتْ كَرَا :

فِي الْقُرْآنِ : وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ .

مَادَهُ : (ন. ড. র.) , جنس : صَحِيح

مُرَادُف : تَرْفِيهِ , عَيْدٌ , تَبْخِيرٌ

(ج) : اَعْذَارُ , (و) : عَذْرُ : اَوْجَر , اَزْجَاهَات , اَحْكَمَات :

اَعْذَارُ (اِنْعَمَال) مصد : اَوْجَر اَعْرَاشَ كَرَا :

فِي الْقُرْآنِ : يَعْذِرُونَ إِلَيْكَ قُلُوبُ لَا تَعْتَزُّونَ .

مُرَادُف : مَعَاذِيرٌ

الْكُذُّ : (ج) : اَلْحَاوُ , لُغُوذُ : বগলী কবর, কবর :

فِي الْعَوْدِ : اَلْكُذُّ لَنَا وَالشُّقُّ لِبَغِيرِنَا .

مَادَهُ : (ল. হ. দ.) , جنس : صَحِيح

مُرَادُف : قَبْرٌ

مَقْبِيلٌ : (ظَرْفٌ أَوْ مَصْدَرٌ مِمَّا) : দুপুরে শয়নের জায়গা, শয্যা :

(ض) : مَقْبِلًا , قَبْلُولَةٌ : দ্বিপ্রহরে শোয়া :

قَبْلٌ , قَبْلٌ (ن) : مصد : কথা বলা :

فِي الْقُرْآنِ : أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ أَحْسَنُ مُسْتَقَرًّا وَمُقْبِلًا .

مَادَهُ : (ত. য. ল.) , جنس : اجوف يائس

مُرَادُف : مُضْجِعٌ

قَبْلٌ (حَاصِل مَصْدَر) : কথা, বক্তব্য :

فِي الْقُرْآنِ : وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ .

مَادَهُ : (ত. য. ল.) , جنس : اجوف واوى

مُرَادُف : كَلَامٌ / حَدِيثٌ

مَصْصِيرٌ : (ج) : مَصَارِيرُ : পরিণাম, প্রত্যাবর্তন :

مَوْصِيرٌ (ض) : مصد : প্রত্যাবর্তন করা :

فِي الْقُرْآنِ : وَإِلَى اللَّهِ الْمَوْصِيرُ .

مَادَهُ : (স. য. র.) , جنس : اجوف يائس

مُرَادُف : مَرْجِعٌ , عَيْدٌ , مَهْرَبٌ

نَصِيرٌ : (ফ. ম. ড.) : نَصْرًا , اَنْصَارُ : সাহায্যকারী :

(ن) : نَصِيرًا : সাহায্য করা :

فِي الْقُرْآنِ : يَنْصُرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيَنْصُرُ الشُّعْبَةَ .

مَادَهُ : (ন. স. র.) , جنس : صَحِيح

مُرَادُف : مُنِصِّرٌ , عَيْدٌ , مُنِصِّرٌ

طَالَمَا (طَال) : فِعْلٌ , بَعْدَهُ مَا الْكَافَّةُ أَوْ الْمَصْدَرَةُ :

বহুবার, অনেকবার ।

خَطٌّ : জাহাজ করল/ করেছে ।

(اِنْعَمَال) اِنْعَمَالًا : জাহাজ করা, সজাগ করা ।

خَطٌّ : اِنْعَمَالًا : জাহাজ হওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : تَحْسِبُهُمْ اَيْقَاطًا وَهُمْ رَقُودٌ

مَادَهُ : (ই. ক. গ.) , جنس : مِثَال

مُرَادُف : نِيَّةٌ , عَيْدٌ , اَرْقُودٌ

الدَّهْرُ : (ج) : دَهْوَرٌ / اَدَهْرٌ : যুগ, দীর্ঘকাল ।

فِي الْعَوْدِ : لَا تَسْبُوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ

مَادَهُ : (দ. হ. র.) , جنس : صَحِيح

مُرَادُف : اَلْعَصْرُ

تَنَاعَسَتْ : তুমি তন্দ্রার ভান করেছে ।

(اِنْعَمَال) تَنَاعَسًا : তন্দ্রার ভান করা, ঘুমের ভান করা ।

(ن) : نَعَسًا : তন্দ্রা যাওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : أَوْ يَغْشِيهِمُ الْعَاسُ .

مَادَهُ : (ন. হ. স.) , جنس : صَحِيح

مُرَادُف : تَنَاقُوسٌ , عَيْدٌ : تَقِظَتْ

جَدَبٌ : আকৃষ্ট করল/ করেছে ।

(ض) : جَذَبًا : টানা, আকৃষ্ট করা ।

(اِنْعَمَال) اِنْعَمَالًا : আকৃষ্ট হওয়া ।

- فِي السَّيْرِ : দ্রুত চলা ।

مَادَهُ : (জ. ড. প.) , جنس : صَحِيح

مُرَادُف : سَحَبٌ / قَادٌ

الْوَعَطُ : (ض) : مصد : উপদেশ দেওয়া ।

الْوَعَطُ (حَاصِل مَصْدَر) : উপদেশ ।

تَفَاعَسَتْ : তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে পিছুটান দিয়েছ ।

(اِنْعَمَال) تَفَاعَسًا : বক্স উঠু করা ।

- عَنِ الْأَمْرِ : পিছু টান দেওয়া ।

(ن) : قَعَسًا : ধনী হওয়া ।

بَكَرَ : (ত. য. স.) , جنس : صَحِيح

مُرَادُف : تَأَخَّرَتْ , عَيْدٌ : تَقَدَّمَتْ

تَجَلَّجَتْ : উদ্ভাসিত হয়েছে ।

(اِنْعَمَال) تَجَلَّجًا : উদ্ভাসিত হওয়া ।

(ن) : جَلَّجًا : উদ্ভাসিত করা ।

উপরে উঠা, বৃদ্ধ করা, সুউচ্চ করা : (أَفْعَالٌ)
 (ن) عَلُوا : বৃদ্ধ হওয়া, সুউচ্চ হওয়া :
 فِي الْقُرْآنِ : تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ -
 مَاذَه : (ع. ل. و) , جَس : نَاقِصٌ رَاوِي
 مُرَادُفٌ : تَرَفَّعَ . جَس : تَصَعَّدَ / تَنَزَّلَ
 دَان , اُنْزِلَان , سَدَاةَار :
 (ن) (ض) مَصَد :
 فِي الْقُرْآنِ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ -
 مَاذَه : (ب. ر. ر) , جَس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
 مُرَادُفٌ : عَطِيَّةٌ , جَس : يَخْلُ
 دَان করতে পার, দিতে পার :
 (أَفْعَالٌ) اَيْلَا : (مِنْ الزَّوَالِ) :
 فِي الْقُرْآنِ : مَا لَكُمْ مِّنْ وَلَايِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ :
 مَاذَه : (و. ل. و) , جَس : لَوْ يَفْ مَفْرُون
 مُرَادُفٌ : تَعَطَّى
 تَرَفَّعَ :
 - عَيْن :
 (س) رَغَبَةً - عَيْن :
 - فَيَ أَوْ إِلَى :
 (تَفَعُّلٌ) تَرَفَّعَ :
 فِي الْقُرْآنِ : وَمَنْ يَرْغَبْ عَنِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا -
 مَاذَه : (و. غ. ب) , جَس : صَحِيح
 مُرَادُفٌ : تَعَرَّضَ , جَس : تَجَبَّلَ
 هَادٍ : (فَا , مَذ , مَص) (ج) هَادُونَ , هَادَا :
 (ض) هَادَا :
 فِي الْقُرْآنِ : وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَسَادَهُ مِّنْ هَادٍ -
 مَاذَه : (د. د. و) , جَس : نَاقِصٌ يَزَاوِي
 مُرَادُفٌ : مُرِيدٌ , جَس : مُجِلٌّ
 تَسْتَهْدِي :
 (الِشْتِعَالُ) اِسْتَهْدَا (مِنْ الْهَدَايَةِ) :
 فِي الْقُرْآنِ : وَأَنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ -
 مُرَادُفٌ : تَسْتَهْدِي , جَس : تَسْتَهْدِي
 رَاد (ج) آزاد , آزوده :
 (تَفَعُّلٌ) تَزَوَّدَ (ن) زَوَّدَا :
 (أَفْعَالٌ) آزاده : (تَفَعُّلٌ) تَزَوَّدَا :
 فِي الْقُرْآنِ : تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى -
 مَاذَه : (ز. و. د) , جَس : اَجُوبٌ رَاوِي

مُرَادُفٌ : اَهْبَهُ , جَس : عَدِمَ / عَدِمَ / عَدِمَ
 تَسْتَهْدِي :
 (الِشْتِعَالُ) اِسْتَهْدَا - الشَّى : (مِنْ الْهَدَايَةِ) :
 হাদিয়া , উপঢৌকন চাওয়া :
 (أَفْعَالٌ) اِهْدَا :
 فِي الْقُرْآنِ : وَأَنَّى مُرِيدُهُ الْيَهُودُ يَهْدِيهِ -
 مَاذَه : (د. و. و) , جَس : نَاقِصٌ يَزَاوِي
 مُرَادُفٌ : تَسْتَهْدِي , جَس : تَسْتَهْدِي
 تَغْلِبُ :
 (تَفَعُّلٌ) تَغْلِبَ :
 (ض) غَلَبَ :
 فِي الْقُرْآنِ : وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَتَرُونَ -
 مَاذَه : (ع. ل. ب) , جَس : صَحِيح
 مُرَادُفٌ : تَوَزَّرَ / تَرَفَّعَ , جَس : تَغْلِبُ
 حَبَّ (ض) مَص :
 (أَفْعَالٌ) اَحْبَا :
 فِي الْقُرْآنِ : فَأَتَيْنَاهُمُ بِالْحَبِّ فَغَالِبُكُمْ
 مَاذَه : (ح. ب. ب) , جَس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
 مُرَادُفٌ : مَوَدَّ , جَس : عَادَا
 تَوَبَّ (ج) اَتَوَاب , اَتَوَب , تَوَاب :
 فِي الْقُرْآنِ : رَبِّكَ يَبْكُ فَطْمَحَ -
 مَاذَه : (ث. و. ب) , جَس : اَجُوبٌ رَاوِي
 مُرَادُفٌ : كَسَا , جَس : غَرَمَ
 تَسْتَهْدِي :
 (أَفْعَالٌ) اِسْتَهْدَا :
 (ن) (س) شَهَرَا :
 مُرَادُفٌ : تَسْتَهْدِي , جَس : تَكْرَرُ
 تَوَاب :
 فِي الْقُرْآنِ : تَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ -
 مَاذَه : (ث. و. ب) , جَس : اَجُوبٌ رَاوِي
 مُرَادُفٌ : جَزَا , جَس : غَرَمَا (مَالِيَةً)
 تَسْتَهْدِي :
 (أَفْعَالٌ) اِسْتَهْدَا : (ض) شَرَا :
 فِي الْقُرْآنِ : وَلَا تَسْتَفْرِجُوا بِأَيَّامِنِ سَعَا قَلِيلًا -
 مَاذَه : (ث. ر. و) , جَس : نَاقِصٌ يَزَاوِي
 مُرَادُفٌ : تَسْتَهْدِي , جَس : تَوَبَّ

(জ) يَوَاقِيتُ, (র) يَاقُوتُ : রত্ন, মণি-মুক্তা।

(জ) صَلَاتُ, (র) صَلَوةٌ : দান, অনুগ্রহ, পুরস্কার, উপঢৌকন।
فِي الْحَدِيثِ : إِنَّهُ اشْتَرَى رِيثَ بَغِيْرَا وَأَعْطَانِي وَصَلًا مِنْ ذَمِّ.

সাহে : (ও.স.ল.), গিন্স : ষকাল ওয়াঈ

মু'আদু : الْحَبَائِزُ/الْمُعِطَةُ

অধিক জড়িত, (জ) أَعَالِقُ : (মড.)

অধিক সম্পর্কিত।

(স) عَلَقًا - بِالشَّيْءِ : জড়িত হওয়া, আসক্ত হওয়া।

(তফসিল) تَغْلِيْقًا : লটকানো, ঝুলানো।

فِي الْقُرْآنِ : ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً -

সাহে : (ও.স.ল.ক.), গিন্স : صَحِيح

মু'আদু : أَقْرَبُ, ضِدُّ : أَبْعَدُ.

অন্তর, হৃদয় : (জ) قُلُوبُ

(তফসিল) تَغْلِيْقًا, (স) قَلْبًا : উন্টিয়ে দেওয়া।

(তফসিল) تَغْلِيْقًا : উন্টে যাওয়া।

(স) قَلْبًا : উন্টে চোটে বিশিষ্ট হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ.

সাহে : (ও.স.ল.ব.), গিন্স : صَحِيح

মু'আদু : قُرُوْأُ, ضِدُّ : جَسَدُ

(জ) مَوَاقِيتُ, (র) مَوَاقِيتُ : সময়, ওয়াক্ত।

فِي الْقُرْآنِ : قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ.

সাহে : (ও.স.ল.ক.), গিন্স : وَمِثَالُ وَأَوَى

الصَّلَاةِ : (জ) مَصْرُاتُ : নামাজ, সালাত।

فِي الْقُرْآنِ : حَافِظًا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى.

সাহে : (স.স.ল.ক.), গিন্স : نَاقِصٌ يَأْتِي

مُعَالَاةً : (مُعَالَاةٌ) مَصَدُّ : মূল্য বৃদ্ধি করা, অধিক মূল্যে ক্রয় করা।

فِي الْقُرْآنِ : لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ.

মু'আদু : الزَّيَادَةُ, ضِدُّ : النِّقْصُ/الْتَرَجُّصُ

(জ) صُدَقَاتُ, (র) الصَّدَقَةُ, الصَّدَقَةُ : মাহুর।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَتَرَا النَّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ.

সাহে : (স.স.ল.ক.), গিন্স : صَحِيح

মু'আদু : مُهَرَّرٌ, ضِدُّ : أَجُورٌ

أُفْرَأُ (অধিক অগ্রগণ্য) : (মড.)

(স) أَثَرًا : প্রাধান্য দেওয়া, অগ্রাধিকার দেওয়া।

(ন) أَثَرًا : অনুসরণ করা। বর্ণনা করা।

مَوَالَاةً : ধারাবাহিকতা, নিরবচ্ছিন্নতা।

مَوَالَاةً : (مُعَالَاةٌ) مَصَدُّ : ধারাবাহিকভাবে করা।

مَوَالَاةً : (مُعَالَاةٌ) مَصَدُّ : তত্ত্বাবধায়ক হওয়া।

الْمُعَوِّظُ : أَلْهَمَ وَالِ مِنْ وَالَاءٍ.

সাহে : (ও.স.ল.ক.), গিন্স : لَيْفِيْفٌ مَفْرُوقٌ

مُرَادُ : تَتَابَعٌ

(জ) مَدَقَاتُ, (র) صَدَقَاتُ : দান-খয়রাত, সদকা, অনুদান।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِيْنِ.

সাহে : (স.স.ল.ক.), গিন্স : صَحِيح

মু'আদু : بِرٌّ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : وَتَرَعَّبَ عَنْ هَآؤِ زَادَ تَسْتَهْدِيهِ :

উল্লেখিত বাক্যে مَوْضُوع শব্দটি হেঁচকা আঁচ

মিলে এবং مَوْضُوع তারপর مَوْضُوع

মিলে এবং مَوْضُوع তারপর مَوْضُوع

মিলে এবং مَوْضُوع তারপর مَوْضُوع

মিলে এবং مَوْضُوع তারপর مَوْضُوع

মিলে এবং مَوْضُوع তারপর مَوْضُوع

মিলে এবং مَوْضُوع তারপর مَوْضُوع

মিলে এবং مَوْضُوع তারপর مَوْضُوع

মিলে এবং مَوْضُوع তারপর مَوْضُوع

মিলে এবং مَوْضُوع তারপর مَوْضُوع

মিলে এবং مَوْضُوع তারপর مَوْضُوع

বালাগাত

قَوْلُهُ : تَرَعَّبَ قَلْبًا تَعَبَهُ :

এখানে جِنَاسٌ مُكْتَنَفٌ এর মধ্যে تَوَعَّبٌ

قَوْلُهُ : تَرَعَّبَ تَسْتَهْدِيهِ :

এ বাক্যের মধ্যে উভয় تَسْتَهْدِيهِ এর মধ্যে

قَوْلُهُ : تَعَبَهُ تَعَبَهُ :

এর মধ্যে تَعَبَهُ এবং تَعَبَهُ

قَوْلُهُ : بَرَأَيْتُ الصَّلَاتِ الصَّلَاةِ :

এখানে جِنَاسٌ لَاحِقٌ এর মধ্যে بَرَأَيْتُ

এবং بَرَأَيْتُ এর মধ্যে بَرَأَيْتُ

قَوْلُهُ : وَمَثَالُ الصَّدَقَاتِ الصَّدَقَاتِ :

এ বাক্যে جِنَاسٌ مُعَرَّفٌ এর মধ্যে

(مُفَاعَلَة) مُرَاسَئَةً : ভালবাসা, সাধুনা দেওয়া ।
 (إِفْعَال) إِيْسَاسًا : অন্তরঙ্গ করা, প্রত্যক্ষ করা, অনুভব করা ।
 فِي الْقُرْآنِ : إِيْسَاسَتٌ نَارًا لِعَلِّیْ أَرَبِیْكُمْ مِنْهَا .
 مَادَّةُ : (أ. ن. س) , جِنْس : مَهْمُوزٌ قَا .
 مُرَادُفٌ : أَحَبُّ / أَطِيبُ , ضِدُّ : أَبْغَضُ / أَنْكَرُ
 تِلَاوَةٌ : (حَاصِلٌ مُصَدَّرٌ) : তেলাওয়াত ।
 تِلَاوَةٌ : (ن) مَصْد : পাঠ করা, তেলাওয়াত করা ।
 فِي الْقُرْآنِ : وَإِذَا تُبِیْتُ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ .
 مُرَادُفٌ : قَرَأَهُ .
 الْقُرْآنُ : আদ্বাহর কালাম, কুরআন ।
 قُرْآنٌ : (ف) مَصْد : পড়া, পাঠ করা ।
 (ف) قَرَأَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ : সালাম পৌছানো ।
 فِي الْقُرْآنِ : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا
 مَادَّةُ : (ق. ر. ১) , جِنْس : مَهْمُوزُ اللَّامِ
 مُرَادُفٌ : كِتَابٌ / مَصْعَفٌ , ضِدُّ : لَهْوُ الْحَدِيثِ
 تَأْمُرُ : তুমি আদেশ কর ।
 (ن) أَمَرَ : নির্দেশ দেওয়া, আদেশ করা ।
 (إِفْعَال) إِيْتِمَارًا : হুকুম পালন করা ।
 فِي الْقُرْآنِ : وَأَمَرَ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ .
 مَادَّةُ : (أ. م. ২) , جِنْس : مَهْمُوزٌ قَا .
 مُرَادُفٌ : تَحْكُمُ , ضِدُّ : تَنْهَى
 الْعُرْفُ : (ج) أَعْرَفَ , عُرْفٌ : দান, অনুদান, সংকাজ ।
 فِي الْقُرْآنِ : تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ .
 مُرَادُفٌ : الْبَرُّ , ضِدُّ : الشُّكْرُ
 تَنْتَهَكُ : তুমি অপমানিত কর, দলিত কর ।
 (إِفْعَال) إِيْتِهَامًا : অপমানিত করা, দলিত করা ।
 (ف) نَهَى - : প্রভাবিত করা ।
 مَادَّةُ : (ن. ১০) , جِنْس : صَحِيحٌ
 مُرَادُفٌ : تَهَكُّمٌ , ضِدُّ : تَعْظِيمٌ / تَكْوِيمٌ
 الْجَمْعُ : সংরক্ষিত চারদিক, সংরক্ষিত এলাকা বা তার সীমারেখা ।
 فِي الْعَوْنِ : أَلَا إِنَّ لِكُلِّ مُلْكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمًى اللَّهِ مَحْرَمُهُ .

مَادَّةُ : (ح. ম. ১) , جِنْس : نَاقِصٌ يَائِي
 مُرَادُفٌ : أَلْمَسَ , ضِدُّ : مَفْتُوحٌ
 تুমি বাধা দাও/ বাচাও ।
 رَكَّعَ : রক্ষা করা, বাধা দেওয়া ,
 (ض) مَنَعَ . حِمًى : রোধ করা, বাচানো ।
 (فَعْل) تَعَوَّبَ , (إِفْعَال) إِيْحَمَاءُ :
 ক্ষতিকর বিষয় থেকে বেঁচে থাকা । বিরত থাকা ।
 (فَعْل) إِيْحَاءُ - الْحَيْدُ : অধিক গরম করা ।
 - الْمَكَانُ : সংরক্ষিত এলাকা বানানো ।
 (ض) حَمًى (النَّارُ) : উত্তপ্ত হওয়া ।
 فِي الْقُرْآنِ : يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ .
 مَادَّةُ : (ح. ম. ১) , جِنْس : نَاقِصٌ يَائِي
 مُرَادُفٌ : تَنَهَّى / تَنَعَّ , ضِدُّ : تَأَمَّرُ / تَشْتَفِلُ
 الْتَكْرُ : অসংকাজ, মন্দ কাজ ।
 الْتَكْرُ (ض) مَصْد : না চেনা, না জানা ।
 فِي الْقُرْآنِ : وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ .
 مُرَادُفٌ : مُنْكَرٌ , ضِدُّ : مَعْرُوفٌ
 لَا تَتَحَامَى : তুমি বেঁচে থাক না, বিরত থাক না ।
 (تَفَاعُل) تَعَايَا : বেঁচে থাকা, বিরত থাকা ।
 فِي الْقُرْآنِ : إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَبِيَّةَ .
 مَادَّةُ : (ح. ম. ১) , جِنْس : نَاقِصٌ يَائِي
 مُرَادُفٌ : لَا تَتَمَتَّعُ , ضِدُّ : لَا تَشْتَفِلُ
 تَزْحِجُ : তুমি দূরে রাখ, সরিয়ে রাখ ।
 (فَعْل) زَحَزَحَهُ - : দূরে রাখা, সরিয়ে রাখা ।
 فِي الْقُرْآنِ : فَسَنَ زَحَرْنَا عَنِ النَّارِ وَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ قَارَ
 مَادَّةُ : (ز. ح. ১) , جِنْس : مُصَاعَفٌ رَائِي
 مُرَادُفٌ : تَبَوَّأَ , ضِدُّ : تَقَرَّبَ
 الظُّلْمُ : জুলুম, অত্যাচার ।
 الظُّلْمُ (ض) مَصْد : অত্যাচার করা ।
 فِي الْقُرْآنِ : وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ .
 مَادَّةُ : (ظ. ল. ১) , جِنْس : صَحِيحٌ
 مُرَادُفٌ : جَوَّدَ / تَعَزَّى , ضِدُّ : عَدَّى

তুমি লিখ হও, তুমি কর। [এখানে লিখ হওয়া] : تَفْعَلُ

(স) غَشَبَان : ঢেকে রাখা, আবৃত করা।

(স) غَشَبَان : (ন) غَشَرًا - مُشَرًّا : কারও কাছে গমন করা।

- الْأَمْر : কোনো কাজে লিখ হওয়া।

غَشَس (স) غَشِيَا, غَشِيَا - غَشِيَا : বেঁধে হওয়া।

(স) غَشَاوَةً - الْأَمْر فَلَا : কোনো বিষয় কর্তৃক কাউকে

লিখ রাখা।

(تَفْعِيل) تَفْعِلُ : ঢেকে রাখা।

فِي الْقُرْآن : تَفْعِيلُهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ -

مَاوَهُ : (গ-শ-য), جَس : নাবিস বানী

مُرَاف : تَفْعِلُ / تَبَايُرُ , جَد : تُعْرِضُ

تَفْعِلُ : তুমি ভয় কর।

(স) جَسِيَا , غَشِيَا : - : ভয় করা।

(تَفْعِيل) تَفْعِلُ : ভয় দেখানো।

فِي الْقُرْآن : إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ -

مَاوَهُ : (গ-শ-য), جَس : নাবিস বানী

مُرَاف : تَخَا , جَد : تَأَمَّنُ

النَّاس (إِسْمُ النُّعْمِ يَشْفَقُ قَوْمَهُ , رَفَعُ , رَاجِدُ إِنْسَان :

মানুষ, মানবজাতি, জিন ও মানব।

فِي الْقُرْآن : وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ

مَاوَهُ : (ন-ও-স), جَس : أَجَوَّ وَارِي

مُرَاف : أَلْبَسَرُ , جَد : أَلْحَيَّانُ

أَحَق (إِسْمُ تَفْعِيلِ, مَذ) : অধিক শ্রেয়।

(ن) حَقًا : - : সত্যতা বা অধিকারে অগ্রণী হওয়া।

(ض) حَقًا - عَلَيَّ : অপরিহার্য হওয়া। আবশ্যক হওয়া।

(ن) حَقًا - الْأَمْر : প্রমাণিত ও অবধারিত হওয়া।

الْقُرْآن : لَمَّهَادَتَنَا أَحَقَّ مِنْ شَهَادَتِيهَاس

مَاوَهُ : (হ-ও-ন), جَس : مُصَافَعُ ثَلَاثِي

مُرَاف : أَجَعَرُ / أَلْبَقُ , جَد : أَهْوَنُ

أَنْشَدَ : শ্রোক আবৃত্তি করল।

(إِنْشَاد) إِنْشَادًا : আবৃত্তি করা।

(ن) ض) نَشَدًا : হারানো বস্তু অনুসন্ধান করা।

فِي الْعِدْبِ : سَمِعَ رَجُلًا يُنْشِدُ سَالَةً فِي الْمَسْجِدِ -

مَاوَهُ : (ন-শ-দ), جَس : صَبِيح

مُرَاف : قَرَأ / دَرَس , جَد : سَكَّت

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : تَغِيثُ عَنِ النَّكَرِ وَلَا تَتَحَاوَاهُ :

শব্দটি আদর্শ হলো تَغِيثُ ফেয়েল

হচ্ছে عَنِ النَّكَرِ এবং مَفْعُولُ بِهِ مَحْذُوف -এর

এবং حَالِيهِ টা রাও আর -এর সাথে مَتَعَلِّق -এর

এবং حَال এবং دُوَالْحَال অতঃপর حَال জুমলাটি

মিলে تَغِيثُ -এর ফায়েল।

قَوْلُهُ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ :

হচ্ছে النَّاس আদর্শ হলো تَخْشَى ফেয়েল

আর حَالِيهِ টা রাও এবং مَفْعُولُ بِهِ

أَنْ تَخْشَاهُ আর مُضَاف এবং إِسْمُ تَفْعِيلِ أَحَق

এবং مُضَاف তারপর مُضَاف إِلَيْهِ হয়ে

জুমলা মিলে এবং مُبْتَدَأ এবং جُمْلَةٌ

মিলে دُوَالْحَال এবং حَال অতঃপর

তারা تَخْشَى ফেয়েলের তাবে তাকে

এবং جُمْلَةٌ فِيهِ মিলে এবং কাবে

বালাপাত

قَوْلُهُ : ثُمَّ تَفْشَاهُ وَتَغْشَى :

এখানে تَغْشَى এবং تَفْشَى

হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَتَغْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ :

এ বাক্যের মধ্যে উভয়

হয়েছে।

تَبَّاطِلَ دُنْيَا ثَنَّى إِلَيْهَا أَنْصَابَهُ
مَا يَسْتَفِيقُ غَرَامًا بِهَا وَقَرَطَ صَبَابَهُ
وَلَوَدَرَى لَكِفَاهُ مِمَّا يَرُومُ صَبَابَهُ
ثُمَّ إِنَّهُ لَبَدَّ عَجَاجَتَهُ، وَعَبَّضَ مُحَاجَتَهُ،
وَأَعْتَصَدَ شُكُوتَهُ، وَتَابَطَ هِرَاوَتَهُ، فَلَمَّا
رَبَّتِ الْجَمَاعَةُ إِلَى تَحَفُّزِهِ، وَرَأَتْ تَأْمِيَهُ
لِمَزَايِلَةِ مَرْكَزِهِ، أَدْخَلَ كُلُّ مِنْهُمْ يَدَهُ فِي
جَنِبِهِ، فَأَقْعَمَ لَهُ سَجَلًا مِنْ سَنَبِهِ.

অনুবাদ : [শ্লোকের অনুবাদ] সেই দুনিয়াদার ব্যক্তি হোক, যে দুনিয়ার প্রতি তার মনোযোগ ফিরিয়ে দিয়েছে সে দুনিয়ার প্রতি আসক্তি ও প্রেমাতিশায্যের কারণে প্রকৃতিস্থ হয় না। যদি যে [দুনিয়ার পরিচয়] জানত, তবে সে যা পেতে ইচ্ছা করছে তার থেকে যৎসামান্যই তা জন্য যথেষ্ট হতো। অতঃপর তিনি তাঁর ধূলি সিক্ত করলেন [অর্থাৎ, তিনি তার বজব্য বন্ধ করলেন।] এবং তিনি তার মুখের ফেনা শুকিয়ে নিলেন। তিনি তাঁর পানির মশক কাঁধের সাথে ঝুলিয়ে নিলেন এবং তাঁর যষ্টি বগলদা বা করলেন। অতঃপর যখন লোকজন তার গমনোদ্যোগ প্রত্যক্ষ করল এবং তার স্বস্থান ত্যাগের প্রতুতি দেখল তখন তাদের প্রত্যেকেই নিজের জেবে হাত প্রবিষ্ট করল এবং নিজ নিজ দান দ্বারা তার থলি ভর্তি করে দিল।

শাস্তিক অনুবাদ : ثَنَّى ধংস হোক দুনিয়াদার ব্যক্তি ثَنَّى ফিরিয়ে দিয়েছে إِلَيْهَا দুনিয়ার প্রতি أَنْصَابَهُ তার মনোযোগ مَا يَسْتَفِيقُ হয় না যে প্রকৃতিস্থ হয় না بِهَا আসক্তি দুনিয়ার প্রতি وَقَرَطَ صَبَابَهُ ও প্রেমাতিশায্যের কারণে সে জানত وَلَوَدَرَى তবে তার জন্য যথেষ্ট হতো مِمَّا يَرُومُ যা সে পেতে ইচ্ছা করছে صَبَابَهُ যৎসামান্যই তা জন্য অতঃপর ثُمَّ إِنَّهُ লব্ধ করলেন عَجَاجَتَهُ তার ধূলি وَعَبَّضَ এবং তিনি শুকিয়ে নিলেন مُحَاجَتَهُ তার মুখের ফেনা وَأَعْتَصَدَ এবং তিনি কাঁধের সাথে ঝুলিয়ে নিলেন شُكُوتَهُ তার পানির মশক وَتَابَطَ এবং বগল দা বা করলেন هِرَاوَتَهُ তার লাঠি لَمَّا অতঃপর যখন رَبَّتِ প্রত্যক্ষ করল الْجَمَاعَةُ লোকজন إِلَى تَحَفُّزِهِ তার গমনোদ্যোগ وَرَأَتْ এবং দেখল تَأْمِيَهُ তার প্রতুতি أَدْخَلَ তার প্রবিষ্ট করল كُلُّ مِنْهُمْ তাদের প্রত্যেকেই يَدَهُ স্বীয় হাত فِي جَنِبِهِ নিজের জেবে ভর্তি করে দিল سَجَلًا তার থলি مِنْ سَنَبِهِ নিজ দান দ্বারা।

শব্দ বিশ্লেষণ

تَبَّ : (মفعول مطلق ليقول مقرر أي تَبَّ تَبَّ) : ধংস হোক।

(ض) تَبَّ، تَبَّ، تَبَّ، تَبَّ : ধংস হওয়া।

(تفعيل) تَبَّجَبَّ : ধংস করা।

فِي الْقُرْآنِ : تَبَّتَ بَدَأَ أَيْ لَهَبٌ وَتَبَّ -

مَّاءُ : (ت. ب. ب.) جَسَّ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادُفٌ : مَلَاكَ، جَسَدٌ : سَلَاةٌ

طَالِبٌ (ف. ا. م. ذ.) (ج) طَلَبٌ، طَلَبٌ، طَلَبٌ : طَلَبَةٌ

ছাত্র, প্রার্থী, অন্বেষী।

(ن) طَلَبًا : আবেদন করা। প্রার্থনা করা। অন্বেষণ করা।

فِي الْقُرْآنِ : سَمِعَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ

فِي الْحَدِيثِ : طَلَبَ الْعِلْمَ فَرِيضَةً عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

مَّاءُ : (ط. ل. ب.) جَسَّ : صَحِيجٌ

مُرَادُفٌ : مُقَيِّشٌ / تَنْبِيهُ / رَائِدٌ / جَسَدٌ / قَاعِدٌ / أَسَافَةٌ

طَالِبٌ دُنْيَا : দুনিয়াদার, দুনিয়ালোভী।

دُنْيَا : (ج) دُنَى : পার্থিব জীবন, ইহকাল, ইহজগৎ।

(س) دَنَا : দুর্বল হওয়া, নিকট হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا -

مَّاءُ : (د. ن. ي.) جَسَّ : تَابِصٌ

مُرَادُفٌ : أَعْلَامٌ، جَسَدٌ : الْآخِرَةُ

ثَنَّى : ফিরিয়ে দিয়েছে।

(ض) ثَنَّبًا : ফিরিয়ে দেওয়া।

(التفعيل) ثَنَّنَا : ফিরে যাওয়া।

(إِعْمَال) إِنشَاءً - عَلَيْهِ : প্রশংসা করা ।

(إِسْتِفْعَال) إِشْفَاءً : ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করা ।

فِي الْقُرْآنِ : لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُشْرِكُونَ صُدُّوا عَنْهُ -

فِي الْحَدِيثِ : قَبْلَ أَنْ يَفْشَى رَجُلُهُ -

مَادَّة : (ث. د. ي.) , جِنْس : نَاقِصٌ بِأَيِّ

مُرَافِق : صَرَفٌ

انْصِبَابٌ : আকর্ষণ, মনোযোগ, অনুরাগ ।

(إِنْفِعَال) إِنصِبَابًا (س) صِبَابَةً : আকৃষ্ট হওয়া, আসক্ত হওয়া ।

(ن) صَبًا : প্রবাহিত করা ।

فِي الْقُرْآنِ : أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا -

مَادَّة : (ص. প. ব.) , جِنْس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَافِق : الشَّرْقُ/الْعَبْ/الْمَيْدَانُ , ضِدُّ : الْإِعْرَاضُ

(مَا) يَسْتَوْفِقُ : সে প্রকৃতিস্থ হয় না ।

(إِسْتِفْعَال) إِشْفَاقَةً (إِنْعَال) إِفَاقَةً : আরোগ্য লাভ করা ।

- مِنْ مَرَجٍ : সুস্থ হওয়া ।

- مِنْ نَوْمٍ : জাগ্রত হওয়া ।

- مِنْ غَفْلَةٍ : সচেতন হওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : قُلْنَا أَفَأَنْتَ قَالَتْ سُبْحَانَكَ ثَبَّتَ إِلَيْكَ -

مَادَّة : (ف. ও. ق.) , جِنْس : أَحْوَجٌ وَأَوَى

مُرَافِق : يَسْتَرْيِعُ , ضِدُّ : يَفْشَى/يَضَعُ

عَرَامٌ : আসক্তি, অন্তরের যাতনাদায়ক ভালোবাসা, ধ্বংস, শাস্তি ।

(س) عَرَمًا , عَرَامَةً , مَقْرَمًا - الدِّينُ : ঋণ পরিশোধ করা ।

- فِي الصَّجَارَةِ : গাছা দেওয়া ।

(إِعْمَال) إِعْرَامًا (تَفْعِيل) تَغْرِيمًا - ه - الْمَدِينُ :

ঋণ পরিশোধ অপরিহার্য করে দেওয়া । দায়গ্রস্ত সাব্যস্ত করা ।

أَعْرَمَ بِالشَّيْءِ : কোনো বস্তুর প্রতি অধিক আকৃষ্ট হওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا -

مَادَّة : (غ. ر. م.) , جِنْس : صَحِيحٌ

مُرَافِق : النِّعْمُ , ضِدُّ : الْكَفَرَةُ

قَرَطٌ : আতিশয়া ।

قَرَطُ (ن) مَصْد : সীমালঙ্ঘন করা ।

فِي الْقُرْآنِ : مَا قَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

مَادَّة : (ف. ر. ط.) , جِنْس : صَحِيحٌ

مُرَافِق : مُبَاقَةٌ , ضِدُّ : إِعْتِدَالٌ

صِبَابَةٌ : প্রেম, ভালবাসা ।

صِبَابَةٌ (س) مَصْد : আসক্ত হওয়া ।

قَالَ الْكَافِرُ : وَلَسْتُ تَصَبُّ إِلَيَّ الطَّاعِنِينَ إِذَا

صَدَيْتُكَ لَمْ يَصَبِّ

مَادَّة : (ص. প. ব.) , جِنْس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي -

مُرَافِق : الْعُجْبُ/تَوَقَّانٌ

(كُو) دَرَى : [যদি] সে জানত ।

(ض) دَرَى , وَرَابَةٌ , وَرِيَّةٌ : জানা ।

فِي الْقُرْآنِ : لَا تَدْرِي نَفْسٌ مَادَا تَكْسِبُ غَدًا -

مَادَّة : (د. ر. ي.) , جِنْس : نَاقِصٌ بِأَيِّ

مُرَافِق : عَلِيمٌ , حَيْكَلٌ

كَفَى (ض) كِفَايَةً : [হতো] - যথেষ্ট হল

যথেষ্ট হওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا -

مَادَّة : (ك. ف. ي.) , جِنْس : نَاقِصٌ بِأَيِّ

مُرَافِق : اقْتَنَعَ

(مَا) يَرُومُ : [যা] সে পেতে ইচ্ছা করছে ।

(ن) رَوَّمَ , مَرَامًا - ه : অন্বেষণ করা । কিছু পেতে ইচ্ছা করা ।

مَادَّة : (ر. و. م.) , جِنْس : أَحْوَجٌ وَأَوَى

مُرَافِق : يُوَيْدُ/يَطْلُبُ , ضِدُّ : يَكْرَهُ

صِبَابَةٌ (ج) صِبَابَاتٌ , صَبَّاحٌ : পাত্রে অবশিষ্ট পানি, যতসামান্য ।

قَالَ الْأَخْطَلُ : جَادَ الْفِلَالُ لَمْ يَدَاثْ صِبَابَتِي

مَادَّة : (ص. প. ব.) , جِنْس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَافِق : فَضَّلْتُ , ضِدُّ : جَمِيعٌ

لَيْدٌ : সিক্ত করল ।

(تَفْعِيل) تَلْيِيدًا - الْمَطَرُ الْأَرْضَ : মাটিকে জমিয়ে দেওয়া ।

সিক্ত করা ।

(ن) كَبُرًا بِأَلْكَانٍ : অবস্থান করা । আটকে থাকা ।

سَعَى : যত্নে কাজে নিরত ছিল তা থেকে : كَبُرَ عَجَاجَتُهُ

বিরত হলো ।

مَادَّة : (ل. প. د.) , جِنْس : صَحِيحٌ

مُرَافِق : طَوَى

عَجَاجَةٌ : (ج) عَجَاجٌ : ধোয়া । মানুষের হেঁচ ।

(ض. س) عَجَا : আওয়াজ বুলন্দ করা ।

فِي الْحَدِيثِ : اَفْضَلُ الْحَجِّ الْمَجُّ وَالْحَجُّ الْمَجُّ رَفَعُ

الصَّوْتِ بِالتَّحْجَةِ وَالْحَجُّ صَبَّ دَمِ الْهَدْيِ

يُقَالُ : كَفَّ عَجَاجَتَهُ عَلَيْهِ : সে তার প্রতি আক্রমণ করল ।

مَادَهُ : (ع-ج-ج) , جُنْس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادٌ : مُبَارَا , ضَدٌّ : طَبَعٌ

عَيْضٌ : নিল । তকিয়ে

(تَفْعِيلٌ) تَفْعِيضًا : তকিয়ে নেওয়া ।

(ض) غَيْضًا : তকিয়ে দেওয়া । তকিয়ে যাওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا تَفِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ

مَادَهُ : (ع-ي-ض) , جُنْس : أَجَوَفٌ بَيَاسِي

مُرَادٌ : جَعَفٌ , ضَدٌّ : بَلَّلٌ

مُجَاجَةٌ : (ج) مُجَاجٌ : মুখের ফেনা, পুথু, নির্ঘাস ।

(ن) مَجَا : পুথু ফেলা ।

فِي الْحَدِيثِ : أَخَذَ مِنَ الدَّلْوِ حُشْوَةً مَاءٍ فَمَجَّهَا فِي يَمِينِهِ .

مَادَهُ : (م-ج-ج) , جُنْس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادٌ : رَيْسٌ

إِعْتَصَدَ : কাঁধের সাথে ঝুলিয়ে নিল ।

(اِفْتِئَالَ) اِفْتِئَادًا : কাঁধের সাথে ঝুলিয়ে নেওয়া ।

- يُمْلَأُن : সাহায্য নেওয়া ।

(ن) عَصَدَاهُ : বাহুতে আঘাত করা । সাহায্য করা ।

فِي الْقُرْآنِ : سَنَدُّ عَصَدِكَ بِأَوْيَكِ

مَادَهُ : (ع-ض-د) , جُنْس : صَحِيح

مُرَادٌ : عُلُقٌ (بِالْمَضَدِ)

شَكْوَةٌ : (ج) شَكْوَاتٌ : মশক, পানি রাখার চর্ম নির্মিত পায় ।

فِي الْحَدِيثِ : كَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ شَكْوَةٌ يَنْفَعُ

فِيهَا زَيْبًا .

مَادَهُ : (ش-ك-و) , جُنْس : نَاقِصٌ وَآوِي

مُرَادٌ : قَرِيَّةٌ

تَأَيَّطَ : বগলদাবা করল ।

(تَفْعُلٌ) تَأَيَّطًا : বগলদাবা করা ।

بِقَوْلِ الْعَرَبِ : تَأَيَّطَ شُرَا

بِالنَّحْيِ : أَمَا وَاللَّهِ إِنْ أَحَدَكُمْ لَيُسْرِجُ سَيْلَانِي

سَيْلَانِي .

مَادَهُ : (ب-ط) , جُنْس : مَهْمُوزُ الْفَاءِ

مُرَادٌ : (ج) هَرَاوِي , هُرِي , هِرِي : দণ্ড, যষ্টি, লাঠি ।

نَا هَرَاوِي : লাঠি দ্বারা আঘাত করা ।

فِي الْحَدِيثِ : خَرَجَ صَاحِبُ الْهَرَاوَةِ - أَرَادَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

مَادَهُ : (ه-ر-و) , جُنْس : نَاقِصٌ وَآوِي

مُرَادٌ : الْعَصَا

رَبَّتْ : অপলক দৃষ্টিতে প্রত্যাক করল ।

يَا رُبَّو , رَبَّاهُ , تَفَعَّلَ تَرَبَّيًّا : অপলক দৃষ্টিতে তাকানো ।

تَفَعَّلَ تَرَبَّيَّةً : গাওয়া ।

فَالشَّاعِرُ يَا صَاحِبِ إِيْنِي أَرْجُو كَمَا * لَا تَحْرَمَانِي إِيْنِي أَرْجُو كَمَا

مَادَهُ : (ر-ن-و) , جُنْس : نَاقِصٌ وَآوِي

مُرَادٌ : نَظَرْتُ / رَأَيْتُ , ضَدٌّ : غَضَّتْ

الْجَمَاعَةُ : (ج) جَمَاعَاتٌ : সমবেত লোকজন ।

(ا) جَمَعًا : একত্র করা ।

إِلْتِمَاعًا : একমত হওয়া । একত্র করা ।

فِي الْحَدِيثِ : يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ

مَادَهُ : (ج-م-ع) , جُنْس : صَحِيح

مُرَادٌ : طَائِفَةٌ , ضَدٌّ : مُتَفَرِّقَةٌ

نَعْفَرُ : গমনোদ্যোগ ।

تَعَفَّرَ (تَفَعَّلَ) مَصَد : উঠা বা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়া ।

إِلْتِمَاعًا : اِحْتِفَازًا : উদ্যত হওয়া, তাড়াহুড়া করা ।

غَرَا غَرَارًا : খাকা দেওয়া ।

مَادَهُ : (ع-ف-ز) , جُنْس : صَحِيح

مُرَادٌ : تَهَيَّأَ

رَأَى : দেখল ।

(ا) رَأَى , رُؤْيَا : দেখা, প্রত্যাক করা ।

إِلْتِمَاعًا : إِرَافًا : দেখানো, প্রদর্শন করা ।

إِلْتِمَاعًا : شَرَاهَا , رَمَاهَا : বাস্তবের বিপরীত ভালো দেখানো ।

تَفَعَّلَ تَرَبَّيَّةً : বাস্তবের বিপরীত ভালো দেখানো ।

وَقَالَ : اِصْرِفْ هَذَا فِى نَفَقَتِكَ اَوْ فَرِّقْهُ عَلَى رَفَقَتِكَ . فَقَبِلَهُ مِنْهُمْ مُغَضِبًا ، وَاَنْشَأَ عَنْهُمْ مَثْنِيًا ، وَجَعَلَ يُوَدِّعُ مَنْ يَشِيعُهُ ، لِيَخْفَى عَلَيْهِ مَهْبِعُهُ ، وَتَسْرِبُ مَنْ يَتَّبَعُهُ ، لِكَيْ يَجْهَلَ مَرَبِعُهُ . قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَامٍ : فَاتَّبَعْتُهُ مُوَارِيًا عَنْهُ عِيَانِي ، وَقَفَوْتُ اِثْرَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَرَانِي ، حَتَّى اِنْتَهَى اِلَى مَغَارَةٍ ، فَاَنْسَابَ فِيهَا عَلَى غَرَارٍ .

অনুবাদ : আর বলল, এগুলো আপনি আপনার ব্যয় খাতে অথবা আপনার আপনজনদের মধ্যে বিতরণ করুন। তখন তিনি আনত নয়নে তাদের থেকে তা গ্রহণ করলেন এবং [তাদের] প্রশংসা করে তাদের থেকে বিদায় নিলেন। আর যারা তাঁকে এগিয়ে দিচ্ছে তাদেরকে তিনি বিদায় জানাতে লাগলেন, যাতে তাদের কাছে তার পথ অজ্ঞাত থাকে এবং যারা তাঁর পেছনে চলছে তাদেরকে তিনি পৃথক করতে লাগলেন, যাতে তাঁর আস্তানা অজানা থাকে। হারিস ইবনে হামাম বলেন, অতঃপর আমি তাঁর থেকে নিজেকে গোপন রেখে তাঁর পেছনে পেছনে চললাম এবং আমি এভাবে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে লাগলাম, যাতে তিনি আমাকে না দেখেন। অবশেষে তিনি একটি গুহায় পৌঁছলেন এবং চুপিসারে তাতে দ্রুত বেগে প্রবেশ করলেন।

শাস্তিক অনুবাদ : قَالَ আর বলল اِصْرِفْ আপনি খরচ করুন هَذَا এগুলো اَوْ আপনার ব্যয় খাতে অথবা رَفَقَتِكَ আপনার আপনজনদের মধ্যে فَقَبِلَهُ তখন তিনি তা গ্রহণ করলেন مِنْهُمْ তাদের থেকে اَنْشَأَ আনত নয়নে এবং وَجَعَلَ বিদায় নিলে يُوَدِّعُ তাদের থেকে اَوْ প্রশংসা করে مَنْ যারা তাঁকে এগিয়ে দিচ্ছে لِيَخْفَى তাদেরকে عَلَيْهِ যাতে অজ্ঞাত থাকে وَتَسْرِبُ তাদের কাছ থেকে যারা তাঁর পেছনে চলছে لِكَيْ যারা তাঁর পেছনে পেছনে চললাম يَجْهَلَ তাদেরকে مَرَبِعُهُ তার পথ অজানা থাকে قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَامٍ হারিস ইবনে হামাম বলেন اِتَّبَعْتُهُ তাদেরকে مُوَارِيًا আমি তাঁর পেছনে পেছনে চললাম عَنْهُ গোপন রেখে اِثْرَهُ তাঁর থেকে নিজেকে وَفَوْتُ এবং আমি এভাবে অনুসরণ করতে লাগলাম حَتَّى আমি এভাবে অনুসরণ করতে লাগলাম اِنْتَهَى তিনি পৌঁছলেন اِلَى একটি গুহায় مَغَارَةٍ এবং اَنْسَابَ তাতে দ্রুত বেগে প্রবেশ করলেন فِيهَا তাতে اَوْ প্রশংসা করে

শব্দ বিশ্লেষণ

আপনি খরচ করুন। اِصْرِفْ
ফিরিয়ে দেওয়া, খরচ করা। اِصْرِفْ
فِى الْقُرْآنِ : وَلَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ .
মাদে : (স. র. ফ) جَس : صَجِعَ
مُرَاوٍ : اَنْتَفَقَ : جَد : اَخْرَجَ
نَفَقَةٌ : (জ) نَفَقَاتُ : نَفَقَاتُ : اَنْفَاقُ :
ব্যয়খাত, খরচের খাত। اَنْفَاقُ :
(إِقْعَال) اَنْفَاقُ :
খরচ করা। اَنْفَاقُ :
فِى الْقُرْآنِ : وَأَتَقَاتُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ
মাদে : (ন. ফ. ق) : جَس : صَجِعَ
مُرَاوٍ : مَصْرَفٌ : صَرْفٌ
আপনি বিতরণ করুন। فَرِّقْ

অনুভবিত। تَفَرَّقَ :
পৃথক করা, বিতরণ করা। تَفَرَّقَ :
অনুভবিত। تَفَرَّقَ :
পৃথক হওয়া। تَفَرَّقَ :
فِى الْعَدِيثِ : لَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يَفْرُقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ .
মরাও : قَسَمَ : جَد : اَجْمَعَ
رَفَقَةٌ : (জ) رِفَاقٌ : رَفَقٌ : اَرْفَاقٌ :
আপনজন, বন্ধু-বান্ধব।
فِى الْعَدِيثِ : اللَّهُمَّ بِالرِّفَاقِ الْأَعْلَى
মাদে : (অ. র. ফ. ق) : جَس : صَجِعَ
مُرَاوٍ : صَدِيقٌ : صَاحِبٌ : جَد : عَدُوٌّ
ফিল : গ্রহণ করল/ করলেন।
(س) قَبُولًا : قَبُولًا :
গ্রহণ করা।
(تَفَرَّقَ) تَفَرَّقَ :
চুমো দেওয়া।

(إِفْعَال) اِتَّبَعَا عَلَيْهِ : অভিযুক্তী হওয়া।

গমন করা। - اَتَّبَعُوا

(تَفَعُّل) تَقَبَّلَ : গ্রহণ করা, কবুল করা।

فِي الْقُرْآنِ : رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

مَاذِهِ : (ق. ব. ল), جَس : صَحِيح

مُرَادُف : أَخَذَ، جَذَد : تَرَكَ / رَدَّ

مَقْبُضًا : (حَال) (فَا، مَذ) : চক্ষু বন্ধ করে, আনত নয়নে।

قَالَ عَلَيْهِ رَض : فَكَمْ أَغْضَى الْجَفُونِ عَلَى الْقُدَى

مَاذِهِ : (غ. ض. ی), جَس : نَاقِص يَائِي

مُرَادُف : مُتَوَاضِعًا، جَذَد : مُتَكَبِّرًا

إِنْشَى : (ফিরে গেলে, বিদায় নিলে)

(إِنْفِعَال) اِنْشَاءً - عَنْ ... : ফিরে যাওয়া, বিদায় নেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : أَلَا إِنَّهُمْ يَخُنُونَ صُدُورَهُمْ :

مُرَادُف : رَجَعَ

مُتَنَبِّيًا (حَال) (فَا، مَذ) : প্রশংসা করে।

(إِفْعَال) اِنْشَاءً : প্রশংসা করা।

فِي الْحَدِيثِ : لَا أَحْصِي نَفَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَتَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ .

مَاذِهِ : (ث. ن. ی), جَس : نَاقِص يَائِي

مُرَادُف : حَامِدًا / سَاوِدًا، جَذَد : ذَامًا

(جَعَلَ) يُوَدِّعُ : বিদায় জানাতে লাগলেন।

(تَفَعُّل) تَوَدَّعًا : পরিত্যাগ করা। বিদায় জানানো।

(ف) وَدَّعَا : ছেড়ে দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى

مَاذِهِ : (و. د. ع), جَس : بِمَقَال

مُرَادُف : يَبُذِّعُ، جَذَد : يَسْتَقْبِلُ

يَسْتَبِيعُ : এগিয়ে দিচ্ছে।

(تَفَعُّل) تَسْبِيحًا : এগিয়ে দেওয়া, বিদায় দেওয়া।

(ض) سَبَّحًا : ছড়িয়ে পড়া।

مَاذِهِ : (ش. ی. ع), جَس : أَجَوَزُ يَائِي

مُرَادُف : يَسْبِيحُ / يُوَدِّعُ، جَذَد : يَسْتَقْبِلُ

(ل) يَخْلَى : [যাতে] গোপন থাকে, অজ্ঞাত থাকে।

(س) خَفَا، خَفِيَ : গোপন থাকা।

مَهْبِيعُ : (ج) مَهَابٌ : উদ্ভূত ও প্রশস্ত রাস্তা।

عَاج (ض) هَاجَ - الشَّنْ : প্রশস্ত হওয়া। সম্ভারিত হওয়া।

قَالَ عَلَيْهِ رَض : اِتَّقُوا الْيَمَعَ وَالْتَزِمُوا الْمَهْبِيعَ

مَاذِهِ : (ه. ی. ع), جَس : أَجَوَزُ يَائِي

مُرَادُف : طَرِيقٌ / مَسْجِدٌ

يَسْرُبُ : পৃথক করতে লাগলেন।

(تَفَعُّل) تَسْرَبًا : পৃথক করা।

(ن) سَرَبًا - اَلْمَاءُ : পানি প্রবাহিত হওয়া। বের হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا .

مَاذِهِ : (س. ر. ب), جَس : صَحِيح

مُرَادُف : يَتَوَرَّقُ

يَتَبَيَّنُ : পেছনে পেছনে চলছে।

(س) تَبَيَّنَا : অনুকরণ করা, পেছনে পেছনে চলা।

فِي الْحَدِيثِ : فَأَمَرْنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ .

مَاذِهِ : (ت. ب. ع), جَس : صَحِيح

مُرَادُف : يَتَقَفَّوْا، جَذَد : يَتَقَدَّمُ

(لِكُنْ) يَجْهَلُ (مَع) : [যাতে] অজানা থাকে।

(س) جَهَلًا - جَهْلًا : অজানা থাকা, অজ্ঞাত থাকা।

فِي الْقُرْآنِ : قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ .

مَاذِهِ : (ج. ه. ل), جَس : صَحِيح

مُرَادُف : يَنْكُرُ، جَذَد : يَعْرِفُ

مَرَبِعُ : (ج) مَرَابِعُ : আস্তানা, বাসস্থান।

(ف) رُبُوعًا : প্রবেশ করল।

رَبَعًا بِالْمَكَانِ : স্থির হওয়া ও অবস্থান করা।

فِي الْحَدِيثِ : هَلْ تَرَكَ مَقْبِلٌ مِنْ رِبْعٍ .

مَاذِهِ : (ر. ب. ع), جَس : صَحِيح

مُرَادُف : مَتَوَلَّى، جَذَد : مَوْتَدَّ

إِشْبَعَتْ : আমি পেছনে পেছনে চললাম।

(إِفْعَال) اِتَّبَعَا : অনুসরণ করা, পেছনে পেছনে চলা।

فِي الْقُرْآنِ : إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

مَاذِهِ : (ت. ب. ع), جَس : صَحِيح

مُرَادُف : تَبِعْتُ، جَذَد : عَمَيْتُ

مُؤَارِبًا (حَال) (فَا، مَذ) : গোপন রেখে।

(مُتَاعِلَةً) مُؤَارَاةً : গোপন রাখা।

فِي الْقُرْآنِ : كَيْفَ يُؤَارِي سَرَاةَ أَيْمَى

مَاذِهِ : (و. ر. ی), جَس : لَيْفَتٌ مُتَفَرِّقٌ

مُرَادُف : مُخْفِيًا، جَذَد : مُظْهِرًا .

(ض) عَسَلًا : দৌত করা।

(إِفْتَعَالَ) إِفْعَالًا : গোসল করা।

فِي الْقُرْآنِ : قَاغِيْرًا وَوَجُوعًا .

مَّادَّةُ : (غ-ج-ل) , جِنْسُ : صَحِيح

مُرَادُفُ : تَطْف

رَجُلٌ : (ج) أَرْجُلٌ : পা।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَفَّيْنِ .

مَّادَّةُ : (و-ج-ل) , جِنْسُ : صَحِيح

مُرَادُفُ : قَدَمٌ , ضِدُّ : رَأْسٌ

هَجَمْتُ : হঠাৎ আমি হাজির হলাম।

(ن) هَجُومًا : অতর্কিতভাবে আসা, হঠাৎ প্রবেশ করা। একে

অন্যের উপর অতর্কিত আক্রমণ করা।

مَّادَّةُ : (و-ج-م) , جِنْسُ : صَحِيح

مُرَادُفُ : دَخَلْتُ

وَجَدْتُ : আমি পেলাম।

(ض) وَجَدًا , وَجُودًا : পাওয়া।

(إِفْعَالَ) إِبْعَادًا : সৃষ্টি করা।

فِي الْقُرْآنِ : إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَلَكَهُمْ .

مَّادَّةُ : (و-জ-দ) , جِنْسُ : مِثَالٌ وَآوَى

مُرَادُفُ : أَلْقَيْتُ مَدً : فَتَدْتُ

مُتَافِقِينَ (نَا, مَد) : পরস্পরে হাঁটু সরাবর করে উপবিষ্ট। ঘটিত সহচর।

(مُعَاوَلَةً) مُتَافَعَةً : পরস্পরে হাঁটু বরাবর করে বসা।

(ض) تَفَعَّلًا : প্রতিহত করা। প্রহার করা। জড়িয়ে থাকা।

فِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ : أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ

مِثْلَ ثُغْمَةِ الْبَعِيرِ .

مَّادَّةُ : (ث-ف-ن) , جِنْسُ : صَحِيح

مُرَادُفُ : مُصَاحِبًا / مُسْنَدًا (رُكْبَتَيْنِ)

تَلْمِيذٌ : (ج) تَلَامِيذٌ , تَلَامِيذَةٌ : ছাত্র, শিষ্য, শ্রাব্দে ম।

قَالَ الشَّاعِرُ لَيْسَ

فَالنَّاسُ يَجْلُو مَنَازِلَهُمْ كَمَا * يَجْلُو التَّلَامِيذُ لَوْلَا كَيْفِيَّةُ

مَّادَّةُ : (ل-م-ড) , جِنْسُ : صَحِيح

مُرَادُفُ : طَالِبٌ / مُتَعَلِّمٌ

خَبِيرٌ : (ج) خَبِيرٌ , أَخْبَارٌ : রুটি।

فِي الْقُرْآنِ : أَحْبَلُ قَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا .

مَّادَّةُ : (خ-প-ز) , جِنْسُ : صَحِيح

مُرَادُفُ : رَغِيْفٌ

سَبِيحٌ , سَبِيحٌ : সাদা আটা, ময়দা।

مَّادَّةُ : (س-م-ড) , جِنْسُ : صَحِيح , مُرَادُفُ : حَوَائِي

এক বছরের ছাগল-ছানা। : جَدَاءٌ , جَدَائِيٌّ

(ج-د-ي) , جِنْسُ : نَاقِصٌ يَائِي

مُرَادُفُ : جَدَّاحٌ / بَهْمَةٌ

حُضًا : গোসল, গরম পানি। : جُنْدٌ

فِي الْقُرْآنِ : جُنْدًا يَمْعِلُ حَنِيذٌ .

(ض) حُنْدًا : হুনা করা।

مَّادَّةُ : (ح-ن-ذ) , جِنْسُ : صَحِيح

مُرَادُفُ : مَشْوَى , ضِدُّ : مَسْنُوعٌ

قَبَالَةٌ : সম্মুখে, সামনে, অগ্রে।

مَّادَّةُ : (ق-ب-ل) , جِنْسُ : صَحِيح

مُرَادُفُ : أَسَامٌ , ضِدُّ : خَلْفٌ / وَرَاءُ

مَاطَا , جَالَا : (ج) حَوَائِي , حَوَائِيٌّ : মটকা, জালা।

مَّادَّةُ : (خ-প-و) , جِنْسُ : نَاقِصٌ وَآوَى

مُرَادُفُ : جَوِيٌّ

مُتَبَدِّلٌ : (ج) أَنْيَذٌ : আকুর বা বেকুর নিতানে পানীয়। বেকুর ডেজানো পানি।

مَّادَّةُ : (ن-প-ড) , جِنْسُ : صَحِيح

مُرَادُفُ : عَصِيْرٌ

مُخْبِرٌ : (ج) أَخْبَارٌ , أَخْبِيرٌ : সংবাদ, [গৌণ অর্থ] বক্তৃতা, বহিষ্কৃত অবস্থা।

فِي الْقُرْآنِ : كَيْفَ تَخْبِرُ عَلَى مَا لَمْ يَحُطْ بِهِ خَبِيرًا .

مَّادَّةُ : (خ-প-ব-র) , جِنْسُ : صَحِيح

مُرَادُفُ : نَبَأٌ

مُخْبِرٌ : সংবাদ বা পরীক্ষারূপ অবগতি, [এখানে] অভ্যন্তরীণ অবস্থা।

زَفَرٌ : উচ্চদীর্ঘ শ্বাস ছাড়ানো।

(ض) زَفَرًا , زَفِيرًا : দীর্ঘশ্বাস ছাড়া, উচ্চশ্বাস ছাড়া।

فِي الْقُرْآنِ : لَّهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَزَفِيرٌ .

مَّادَّةُ : (ز-ف-ر) , جِنْسُ : صَحِيح

مُرَادُفُ : تَنَفَّسٌ

زَفَرَةٌ : (ج) زَفَرَاتٌ : দীর্ঘশ্বাস, উচ্চশ্বাস।

مُرَادُفُ : تَنَفَّسٌ

الْقَيْطُ : (ج) أَقْبَاطٌ , قَيْطٌ : গরমের তীব্রতা, গ্রীষ্মকাল।

(ض) قَيْطًا : তীব্র গরম পড়া।

مَّادَّةُ : (ق-ي-ط) , جِنْسُ : أَجَوَفٌ يَائِي

مُرَادُفُ : الصَّبْفُ / الصَّبْفُ (الصَّبْفُ) , ضِدُّ : الْبَرْدُ

(كَادَ) يَتَمَحَّرُ : কেটে পড়ার উপক্রম করলে।

أَنْفَعَلُ : বিচ্ছিন্ন হওয়া, কেটে পড়া।

(ض) مَسَرًّا , مَسَرًّا (تَفْعِيلٌ) مَسَرًّا : পৃথক করা।

এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হওয়া : **سَارَ - السَّيْرُ** :
(إِنْفَعَال) **إِسْيَارًا** , (إِنْفَعَال) **إِسْيَارًا** , (إِسْفَعَال) **إِسْيَارًا** :
পৃথক হওয়া । বিচ্ছিন্ন হওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : **تَكَادَ تَمَيَّزَ مِنَ الْقَبِيْطِ** -

مَادَّه : (ম. য. র) , **جَنَسَ** : **أَجُوفَ يَأْوِي**

مِرَادُف : **يَتَفَرَّقُ**

الْقَبِيْطُ : তীব্র ক্ষোভ, ক্রোধ ।

الْقَبِيْطُ (ض) **مَص** : আঁক করা ।

تَفَعَّلَ **تَقَبَّطًا** (إِنْفَعَال) **إِغْيَابًا** : ছুঁ হওয়া, ক্রোধান্বিত হওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : **وَالْكَافِرِينَ الْقَبِيْطَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ** -

مَادَّه : (ঘ. য. প) , **جَنَسَ** : **أَجُوفَ يَأْوِي**

مِرَادُف : **الْقَبِيْطُ** , **جَنَسَ** : **الْأَنَاءُ**

لَمْ يَزَلْ : ... রইল/ রইলেন, থাকল/ থাকলেন ।

يَحْمِلُ : বিক্ষরিত নেত্র তাকালেন । প্রথর দৃষ্টিতে তাকালেন ।

تَعَلَّلَ **حَلَلَةً** : প্রথর দৃষ্টিতে তাকানো ।

مَادَّه : (ম. য. ল. ন) , **جَنَسَ** : **صَحِيح**

مِرَادُف : **يَتَوَقَّعُ (النَّظَرُ)**

خَفَّتْ : আমি ভয় করলাম ।

أَشَاحَا করা, ভয় করা : **سَفَافًا** : (স)

فِي الْقُرْآنِ : **أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ** -

مَادَّه : (খ. ও. ফ) , **جَنَسَ** : **أَجُوفَ وَآوِي**

مِرَادُف : **فَزِعَتْ** , **جَنَسَ** : **أَمِنْتُ**

يَسْتَطُو : আক্রমণ করবেন ।

كَارَ করা : **سَطَا** , **سَطَرًا** , (إِنْفَعَال) **إِسْطَاءً** - **بِمَ رَعَّيْبٍ** : আক্রমণ করা ।

فِي الْقُرْآنِ : **يَكَادُونَ يَسْطُرُونَ** -

مَادَّه : (স. প. ও) , **جَنَسَ** : **نَاقِصَ وَآوِي**

مِرَادُف : **يَقْرَأُ**

عَلَى : (এল) **خَرَجَ جَارٌ أَمِنْتُ إِلَى بَابِ التَّكَلُّمِ** : আমার প্রতি

جَبَّتْ : নির্বাণিত হলো ।

نَبَاتَ যাওয়া, স্তিমিত হওয়া । **خَبَّرًا** : (ন)

إِنْفَعَال **إِخْيَاءً** : নিভিয়ে দেওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : **كُلَّمَا خَبَتْ ذُنُوبُهُمْ سَمِعُوا** -

مَادَّه : (খ. ব. ও) , **جَنَسَ** : **نَاقِصَ وَآوِي**

مِرَادُف : **خَبَّتْ** , **جَنَسَ** : **ذَكَّتْ**

نَارُ : (জ) **أَنُورُ** , **نِيرَانُ** , **زَيْرٌ** : অগ্নি, [এখানে] ক্রোধান্বিত ।

تَوَارَى : লুপ্ত হলো, স্তিমিত হলো ।

تَوَارَى : আত্মগোপন করা, স্তিমিত হওয়া ।

تَوَارَى : (হ. ও. র) , **رَبَّ** - **الزُّنْدُ** :

পাথরের ঘর্ষণে অগ্নি বের করা ।

النَّارُ : - অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : **حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ** -

مَادَّه : (ও. র. য) , **جَنَسَ** : **لَيْفَ مَقْرُون**

مِرَادُف : **خَبَا** , **جَنَسَ** : **تَلَطَّى**

أَوَارَ : (জ) **أَوْرَ** : গরম, স্থূলিক, পিপাসা, ধোয়া ।

مَادَّه : (অ. ও. র) , **جَنَسَ** : **مُرَّجَبَ (مَهْمُوزٌ فَاءٌ وَأَجُوفٌ وَآوِي)**

مِرَادُف : **لَهَبٌ**

أَشْدَّ (إِنْفَعَال) إِشْدَادًا : আবৃত্তি করল/ করলেন ।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : **فَأَمَلَهُنَّ رَبُّنَا خَلَعَ تَعْلِيمَ** :

مَقْرُون **بِمَ** ফেয়েল যমীর ফায়েল " " শব্দটি হলো

আর **تَا** **تَا** শব্দটি হলো -এর অর্থে হয়ে **مَضَان** আর **تَا** **تَا** শব্দটি হলো

مَضَان **إِلَيْهِ** এবং **مَضَان** **إِلَيْهِ** অর্থে হয়ে **مَضَان** **إِلَيْهِ** অর্থে হয়ে

مَضَان **إِلَيْهِ** অর্থে হয়ে **مَضَان** **إِلَيْهِ** অর্থে হয়ে **مَضَان** **إِلَيْهِ** অর্থে হয়ে

مَضَان **إِلَيْهِ** অর্থে হয়ে **مَضَان** **إِلَيْهِ** অর্থে হয়ে **مَضَان** **إِلَيْهِ** অর্থে হয়ে

قَوْلُهُ : **وَقَبَّالَتْهَا خَابِيَةً تَبَيَّنَ** :

এখানে **قَبَّالَتْهَا** **قَبَّالَتْهَا** আর **قَبَّالَتْهَا** **قَبَّالَتْهَا** অর্থে হয়ে

قَبَّالَتْهَا **قَبَّالَتْهَا** অর্থে হয়ে **قَبَّالَتْهَا** **قَبَّالَتْهَا** অর্থে হয়ে

قَبَّالَتْهَا **قَبَّالَتْهَا** অর্থে হয়ে **قَبَّالَتْهَا** **قَبَّالَتْهَا** অর্থে হয়ে

قَبَّالَتْهَا **قَبَّالَتْهَا** অর্থে হয়ে **قَبَّالَتْهَا** **قَبَّالَتْهَا** অর্থে হয়ে

قَوْلُهُ : **يَكُونُ ذَاكَ خَيْرٌ وَهَذَا خَيْرٌ** :

এখানে **يَكُونُ** **يَكُونُ** আর **يَكُونُ** **يَكُونُ** অর্থে হয়ে

يَكُونُ **يَكُونُ** অর্থে হয়ে **يَكُونُ** **يَكُونُ** অর্থে হয়ে

يَكُونُ **يَكُونُ** অর্থে হয়ে **يَكُونُ** **يَكُونُ** অর্থে হয়ে

يَكُونُ **يَكُونُ** অর্থে হয়ে **يَكُونُ** **يَكُونُ** অর্থে হয়ে

বালাগাত

قَوْلُهُ : **ذَاكَ خَيْرٌ وَهَذَا خَيْرٌ** : এখানে **خَيْرٌ** এবং

خَيْرٌ **خَيْرٌ** অর্থে হয়ে **خَيْرٌ** **خَيْرٌ** অর্থে হয়ে

خَيْرٌ **خَيْرٌ** অর্থে হয়ে **خَيْرٌ** **خَيْرٌ** অর্থে হয়ে

خَيْرٌ **خَيْرٌ** অর্থে হয়ে **خَيْرٌ** **خَيْرٌ** অর্থে হয়ে

خَيْرٌ **خَيْرٌ** অর্থে হয়ে **خَيْرٌ** **خَيْرٌ** অর্থে হয়ে

مَادَهُ : (প.গ.য), جَنَسٌ : تَانِصٌ يَأْنِي
مُرَاوُنٌ : أَطْلَبُ، حَنْدٌ : أَتَرُكُ

الْخَيْبِصَةُ، الْخَيْبِصُ : খেজুর ও ঘি-এর তৈরি হাদুয়া।

(ض) حَبَصًا : মিশ্রিত করা, মেশানো।

مَادَهُ : (খ.প.স), جَنَسٌ : صَحِيج

مُرَاوُنٌ : حَبَصَةٌ

أَنْشَبْتُ : আমি গােখে দিয়েছি।

(إِفْعَالٌ), إِنْشَابٌ (تَفْعِيلٌ) تَنْشِبًا - :

আটকে দেওয়া, গােখে দেওয়া।

(س) تَنْشَبًا نَشْرُومًا، نَشْبَةٌ : আটকে যাওয়া, বিধে যাওয়া।

قَالَ الشَّاعِرُ : إِذِ الْمَجِيَّةِ أَنْشَبْتُ أَظْفَارَهَا .

مَادَهُ : (ন.শ.প), جَنَسٌ : صَحِيج

مُرَاوُنٌ : رَكَزْتُ

شَصَّ : (জ) شُصْرَسُ : বড়শি, পাকা চোর।

(ض) س (س) شُصْرَسًا، شِصَامًا - الْمَعِيْنَةُ :

জীবিকা সংকীর্ণ হওয়া।

(ن) شَصًا، (إِفْعَالٌ) إِشْصَامًا - عَنْ كَذَا :

বাধা দেওয়া। সরিয়ে দেওয়া।

بِالنَّاتَةِ وَالنَّاشَةِ : বকরি বা উটের দুধ কম হওয়া।

(ض) شَصًا : দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরা।

فِي الْحَدِيثِ : إِنَّ مَاتِيْنَنَا شُصَّصَ .

مَادَهُ : (শ.স.স), جَنَسٌ : مُضَاعَفٌ ثُلَاثِي

مُرَاوُنٌ : يَتَنَارُهُ

شِصِصَةٌ، شِصِصٌ (ج) شِصُورٌ : এক প্রকার মাছ। এক

প্রকার নিরমানের খেজুর।

يَقَالُ : التَّغْلُفُ يَنْبُتُ وَيَبُو التَّغْرُ وَالشَّصُّ مَثَلُ يَغْرُبُ

لِلْقَوْمِ يَوْمَهُ يَوْمَهُ يَوْمَهُ الْجَعْدُ وَالرَّيْزُ وَهُمْ مِنْ أَصْلِ وَاجِدٍ

مَادَهُ : (শ.য.স), جَنَسٌ : أَجْوَفُ يَأْنِي

صَبِرْتُ : আমি বানিয়েছি।

(ض) صَبْرُورَةً : হওয়া।

(تَفْعِيلٌ) تَحْصِيْرًا : বানানো।

فِي الْحَدِيثِ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَهْدًا إِنِّي عَنْهَا فَتَانًا صَائِرًا إِلَيْهِ .

مَادَهُ : (স.য.র), جَنَسٌ : أَجْوَفُ يَأْنِي

وَعَطَّ : উপদেশ, ওয়াজ।

رَعَطٌ (ض) مَصَدٌ : উপদেশ দেওয়া।

أَحْبَوْلُهُ، أَحْبَوْلٌ : (ج) أَحَابِيلُ : ফাদ, জাল।

فِي الْحَدِيثِ : أَلَيْسَ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ .

مَادَهُ : (চ.প.ল), جَنَسٌ : صَحِيج

مُرَاوُنٌ : شَبَكَةٌ .

أُرِيعُ : আমি অবেষণ করি/ইজি।

(إِفْعَالٌ) إِرَافَعَةٌ : বোজ করা। কৌশল অবলম্বন করা। অবেষণ করা।

(ن) رَوْعًا رَوْعَانًا : চুপিসারে কোনো দিকে ধাবিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : قَرَأَ عَلَيْهِمْ قُرْآنًا بِأَلْبَينَ .

مَادَهُ : (র.ও.গ), جَنَسٌ : أَجْوَفُ وَأَوَى

مُرَاوُنٌ : أَطْلَبُ/أَبْنَى

الْقَيْصُ : (ج) قَيْصَافٌ : নর শিকার।

الْقَيْصِصَةُ (ج) قَيْصَافٌ : মাদী শিকার।

(ض) قَيْصَافٌ : শিকার করা।

أَلْجَأَ : বাধা করল/করেছে।

(إِفْعَالٌ) إِلْجَاءٌ : বাধা করা।

(ف) لَجَأًا، لُجُومًا، (س) لَجَأًا، (إِفْعَالٌ) إِلْجَاءٌ : অশ্রয় নেওয়া।

مَادَهُ : (ল.জ.ও), جَنَسٌ : مَهْمُوزٌ لَام

مُرَاوُنٌ : أَجْبَرُ .

الْدُّهُرُ : (ج) دُّهُورٌ : যুগ, কাল, কালাবর্ত।

وَلَجَجْتُ : আমি প্রবেশ করেছি।

(ض) دَلَجْتُ، لَجَجْتُ : প্রবেশ করা।

(إِفْعَالٌ) إِلْجَاءٌ : প্রবেশ করানো।

فِي الْقُرْآنِ : حَتَّى يَلْجَ الْجَمَلُ فَيَنْسَ الْعَبَاطُ .

مَادَهُ : (و. ل. ج) ، حَسَنٌ : وَشَالِ وَارِي
مُرَادُفٌ : دَخَلَتْ

لُطْفٌ : (ن) مَصَد : হওয়া, ছোট হওয়া।
لُطْفٌ : সূক্ষ্মতা।

(ك) لُطْفَانَةٌ : পবিত্র হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : مَوْلَى اللُّطِيفِ الْخَيْرِ .

مَادَهُ : (ل. ط. ف) ، حَسَنٌ : صَحِيحٌ
مُرَادُفٌ : رَقَّةٌ

إِحْتِيََالَ : (اَنْتِعَالَ) مَصَد : কৌশল অবলম্বন করা।

(ن) حَوْلًا : পরিবর্তন হওয়া।

- حِيلَةٌ : ফন্দি করা।

- حِيلَوْلَةٌ : প্রতিবন্ধক হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ .

مَادَهُ : (ح. و. ل) ، حَسَنٌ : أَجْوَفُ وَارِي
مُرَادُفٌ : كِبَاسَةٌ

عَلَى اللَّيْثِ : বাঘের উপস্থিতিতে।

اللَّيْثُ : (ج) لُبُوثٌ ، مَلَيْقَةٌ : বাঘ, সিংহ।

مَادَهُ : (ل. ي. ث) ، حَسَنٌ : أَجْوَفُ يَائِي

مُرَادُفٌ : أَسَدٌ ، ذَنْبٌ

عَيْصٌ : (ج) أَعْيَاصٌ ، عَيْصَانٌ : ঘন গাছগাছালি, ঝোপ।

مَادَهُ : (ع. ي. ص) ، حَسَنٌ : أَجْوَفُ يَائِي

مُرَادُفٌ : أَجَمَةٌ

(لَمْ) أَهَبَ : আমি ভয় করি নি।

(س) حَبِيْبًا ، حَبِيْبَةً ، مَهَابَةً : আতঙ্কিত হওয়া। ভয় করা।

(تَفَعَّلَ) تَهَيَّبًا ، تَهَيَّبًا - فِي :

ভীত করা, আতঙ্কিত করা।

الْحَدِيثُ : نَزَعَتْ مِنْهُمْ حَبِيْبَةَ الْإِسْلَامِ .

مَادَهُ : (و. ي. ب) ، حَسَنٌ : أَجْوَفُ يَائِي

مُرَادُفٌ : لَمْ أَخَفْ ، حَسَنٌ : لَمْ أَمْنُ

صَرَفٌ (ض) مَصَد : সরানো, ফেরানো।
مُرَادُفٌ : اَلْتَّحَادَةُ .

صَرَفٌ الدَّمْعُ : কালের আপদ, কালাবর্তে সংঘটিত বিষয়।

(لَا) تَبَيَّنَتْ : প্রকল্পিত হয় নি।

(ض) تَبَيَّنًا ، تَبَيَّنَاتًا : স্পন্দিত হওয়া, প্রকল্পিত হওয়া।

(ن) تَبَيَّنًا - السَّاءُ : পানি প্রবাহিত হওয়া।

مَادَهُ : (ن. ب. ض) ، حَسَنٌ : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : عَدَّتْ ، تَجَرَّكَتْ

قَرِيصَةٌ : (ج) قَرِيصٌ ، قَرَانِصٌ : বাহু, কাঁধ বা স্তন ও

কাঁধের মধ্যবর্তী মাংসপিণ্ড, যা ভয়ের সময় কেঁপে উঠে।

فِي الْحَدِيثِ : حَيَّيْ بِهَمَّا تَرْتَعِدُ قَرِيصَتُهُمَا .

مَادَهُ : (ف. ر. ص) ، حَسَنٌ : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : اَلْكَيْفُ

(لَا) شَرَعَتْ : [আমাকে] অবতরণ করায় নিঃ

(ف) شَرَعًا - بِهِ وَفِينَا وَعَلَيْنَا : অবতরণ করানো।

فِي الْقُرْآنِ : لِكُلِّ جَعَلْنَا شَرَعًا وَمِنْهَا جَا .

مَادَهُ : (ش. ر. ع) ، حَسَنٌ : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : أَدَخَلَتْ / أَنْزَلَتْ

مَوْرِدٌ : (ج) مَرَارِدٌ : পানির ঘাট, পানস্থান।

يُدْرِسُ : কলঙ্কিত করে/..করতে পারে।

(تَفَعَّلَ) تَذَنَّبًا : ময়লা করা, কলঙ্কিত করা।

(س) دَنَسًا : কলঙ্কিত হওয়া, ময়লা হওয়া।

قَالَ الشَّاعِرُ : إِذَا أَلْمَرَ يَدْرِسُ مِنَ اللَّوْمِ عَرَضَةً *

فَكُلُّ رِدَاءٍ يَرْتَدِيهِ جَيْبِلٌ

مَادَهُ : (و. ن. س) ، حَسَنٌ : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : يَتَوَقَّعُ ، يَتَوَقَّعُ ، حَسَنٌ : يَتَوَقَّعُ

عَرَضٌ : (ج) أَعْرَاضٌ : সদাচার, সন্মান, মর্যাদা।

فِي الْحَدِيثِ : أَنْ إِعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ كَعَرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا .

مَادَهُ : (ع. ر. ض) ، حَسَنٌ : صَحِيحٌ

نَفْسٌ (ج) أَنْفُسٌ ، نُفُوسٌ : আত্মা, প্রাণ, মন ।
مَرِيضَةٌ : (ج) مَرَضٌ ، حَرَامٌ : লোভী, লোলুপ ।
فِي الْقُرْآنِ : مَرِيضٌ عَلَيْكُمْ .

مَادَهُ : (ح. ر. ص) , جِنْس : صَحِيح
مَرَاوُن : طَائِعَةٌ , ضِد : قَانِعَةٌ

(لَوْ) أَنْصَفَ : [যদি] ন্যায্য বিচার করত ।

(إِنْعَال) إِنْصَافًا : ন্যায্যবিচার করা, ন্যায্য বিচার করা ।

(ن. ض) إِنْصَفًا : অর্ধেক হওয়া, বরাবর হওয়া ।
فِي الْحَدِيثِ : وَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ رِشْلَ أَحَدٍ ذِمًّا مَا بَلَغَ مِنْ أَحَدِهِمْ وَلَا تَوْبَعَهُ
مَادَهُ : (ن. ص. ف) , جِنْس : صَحِيح
مَرَاوُن : عَدْلٌ , عَدْلٌ , ضِد : ظَلَمَ

الدَّهْرُ : (ج) أَذْهُرٌ , دُهُورٌ : কাল, যুগ, কালাবর্ত ।

(ف) دَهْرًا - الْقَوْمُ وَيَأْتِيهِمْ : কোনো বিষয় এসে উপনীত হওয়া ।
فِي الْقُرْآنِ : وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ
مَادَهُ : (د. ر.) , جِنْس : صَحِيح
مَرَاوُن : الْقَصْرُ .

حُكْمٌ : (ج) أَحْكَامٌ : নির্দেশ, ফয়সালা, বিচার ।
فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ .

مَادَهُ : (ح. ক. ম) , جِنْس : صَحِيح
مَرَاوُن : قَضَاءٌ

(لَمَّا) مَلَكَ : অধিকারী করত না ।

(تَفْعِيل) تَمْلِكُ : মালিক বানানো । অধিকারী বানানো ।

(لَمَّا) مَلَكَ : অধিকারী হতো না ।

(ض) مَلَكَ , مَلِكٌ : মালিক হওয়া । অধিকারী হওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَا فِي يَدِهِ . (م. ل.)

(ك) , جِنْس : صَحِيح مَرَاوُن : حَارٌ , ضِد : قَدَدٌ

الْحُكْمُ (ج) أَحْكَامٌ : কামত, সিদ্ধান্ত, ফয়সালা ।

مَرَاوُن : إِمَارَةٌ

أَهْلٌ (ج) أَهْلُونَ , أَهَالٌ , أَهَالٌ , أَهْلَاتٌ : অহল ।

পরিবার, আত্মীয়, অধিকারী, কোনো গুণে গণ্যমান্য, অনুসারী ।

فِي الْقُرْآنِ : هُوَ أَهْلُ التَّوْبَةِ وَأَهْلُ السَّغِيرَةِ .

مَادَهُ : (ا. ه. ل) , جِنْس : مَهْمُوزٌ قَاءٌ

مَرَاوُن : أَلْ / أُسْرَةٌ / دُو

تَقِيصَةٌ : (ج) تَقَايِصٌ : দোষ, ত্রুটি, কলঙ্ক ।

(ن) تَقَصًا : হ্রাস পাওয়া ।

فِي الْحَدِيثِ : يَنْقُصُ الرُّطْبُ إِذَا بَسَّ

مَادَهُ : (ن. ن. ص) , جِنْس : صَحِيح

مَرَاوُن : التَّيْنُ

أَهْلُ التَّقِيصَةِ : অযোগ্য, ত্রুটিযুক্ত ।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : أَبْيَسُ الْخَيْمَةِ :

এ জুমলাটি خَيْمَتِ ফেয়েলের لَيْسَتْ থেকে হয়েছে ।

قَوْلُهُ : لَمَّا مَلَكَ الْحُكْمَ أَهْلُ التَّقِيصَةِ :

যদি অহল বাবে তফসিল -এর থেকে নেওয়া হয় তাহলে
২য় অহল তَقِيصَةِ আর مَفْعُولُ بِهِ ১ম তার
অহল তَقِيصَةِ হবে এবং خَيْمَتِ তার ফায়েল হবে । আর
অহল তَقِيصَةِ হতে নেওয়া হয় তাহলে مَادَهُ
হবে -এর ফায়েল, আর الْحُكْمُ হতে মَلَكَ হবে

বালাগাত

قَوْلُهُ : لَيْسَتْ الْخَيْمَةُ أَبْيَسَ الْخَيْمَةِ :

এখানে خَيْمَتِ এবং خَيْمَةِ-এর মধ্যে

قَوْلُهُ : أَتَشَبَّهَ يَحْيَىٰ فِي كُلِّ شَيْءٍ :

এ বাক্যের মধ্যে شَيْءٍ এবং شَيْءَةٍ

قَوْلُهُ : أَرْبَعُ الْفَيْصِ بِهَا وَالْفَيْصَةُ :

এখানে الْفَيْصِ এবং الْفَيْصَةِ

ثُمَّ قَالَ لِيْ : اَذُنْ فَكُلْ ، وَاِنْ شِئْتَ فَقُمْ ، وَقُلْ . فَانْتَفَتُّ اِلَى تَلْمِيْذِيْهِ ، وَقُلْتُ : عَزَمْتُ عَلَيْكَ بِمَنْ يُّسْتَذْنَعُ بِهٖ الْاَذَى ، لِتُخْبِرَنِيْ مَنْ ذَا ؟ فَقَالَ : هٰذَا اَبُوْ زَيْدٍ السَّرُوْجِيُّ ، يَسْرَاجُ الْفُرَّاءِ وَتَاجُ الْاَدْبَاءِ . فَاَنْصَرَفْتُ مِنْ حَيْثُ اَتَيْتُ ، وَقَضَيْتُ الْعَجَبَ مِمَّا رَأَيْتُ .

অনুবাদ : অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, নিকটে আস এবং খাও। আর যদি তুমি উঠে যেতে চাও তবে উঠ যাও। এবং [যা ইচ্ছা হয়] বল। তখন আমি তাঁর শিষ্যের দিকে ফিরে তাকলাম এবং বললাম, আমি তোমাকে সেই সত্তার কসম দিচ্ছি, যার সাহায্যে দুঃখ কষ্ট দূরীভূত করা হয়। তুমি অবশ্যই অবশ্যই আমাকে জানাবে, ইনি কে? উত্তরে সে বলল, ইনি আবু যায়দ সারাজী, ভবঘুরেদের [প্রবাসীদের] প্রদীপ, সাহিত্যিককুল শিরোমুকুট। অতঃপর আমি যেখান থেকে এলাম সেখানে ফিরে গেলাম এবং আমি যা দেখলাম তাতে অত্যন্ত আশ্চর্যবিত্ত হলাম।

শাব্দিক অনুবাদ : অতঃপর কাল তিনি আমাকে অذن নিকটে আস এবং খাও। আর যদি তুমি চাও তবে উঠে যাও। এবং বল। তখন আমি ফিরে তাকলাম। তার শিষ্যের দিকে গিয়ে এবং আমি বললাম عَلَيْكَ আমি তোমাকে কসম দিচ্ছি সেই সত্তার কসম দিচ্ছি দূরীভূত করা হয়। যার সাহায্যে দুঃখ-কষ্ট। তুমি অবশ্যই আমাকে জানাবে। ইনি কে? উত্তরে সে বলল। সারাজী সারাজী ভবঘুরেদের প্রদীপ। সাহিত্যিককুল শিরোমুকুট। অতঃপর আমি সেখানে ফিরে গেলাম। যেখান থেকে এলাম। এবং অত্যন্ত আশ্চর্যবিত্ত হলাম। যা দেখলাম তাতে।

শব্দ বিশ্লেষণ

নিকটে আস, নিকটবর্তী হও। اَذُنْ

(ن) اَذُنْ : নিকটবর্তী হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى .

مَادَهُ : (د-ن-و) . جَنَسَ : تَأَقَّصَ وَآوَى .

مُرَاوَيْفٌ : اقْرَبَ

كُلٌّ : আহার কর, খাও।

(ن) اَكَلًا , مَأْكَلًا : আহার করা, খাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : كَلَّمُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُنْسُوا

مَادَهُ : (أ-ك-ل) . جَنَسَ : مَهْمُوزٌ ...

مُرَاوَيْفٌ : اِطْعَمَ

(اَنْ) شِئْتَ : [যদি] তুমি চাও।

(ن) شَيْئًا . مَشِيئَةً : চাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ

مَادَهُ : (ض-ي-ا) . جَنَسَ : مَرْكَبٌ (اَجَوَفٌ بَيْنَ مَهْمُوزَ لَا)

مُرَاوَيْفٌ : قَصَدْتُ

قُمْ : দাঁড়াও, উঠে যাও।

(ن) قِيَامًا : উঠে যাওয়া, দাঁড়ানো, সোজা হওয়া।

- اِلَى : প্রত্যুত্ত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ .

مَادَهُ : (ن-و-م) . جَنَسَ : اَجَوَفٌ وَآوَى ,

مُرَاوَيْفٌ : اِذْهَبَ

قُلْ : বল।

(ن) قَوْلًا , مَقَالًا : বলা।

اِنْتَفَتُّ : আমি ফিরে তাকলাম।

(اِنْتَعَالَ) اِنْتَفَتًّا : ফিরে তাকানো, লক্ষ্য করা।

(ض) نَفْسًا (اِنْكَلَامًا) : বেপরোয়াভাবে কথা বলা।

فِي الْقُرْآنِ : لَا تَلْعَنُوهُمْ وَمِنْكُمْ اَعْدَا .

مَادَهُ : (ل-ب-ت) . جَنَسَ : صَحِيحٌ ,

مُرَاوَيْفٌ : نَظَرْتُ

تَلَامِيذٌ : (ج) تَلَامِيذٌ : ছাত্র। শিষ্য।
عَزَمْتُ : আমি কসম দিলাম। দিচ্ছি।

(ض) عَزَمْتُ (عَلَى) : শপথ দেওয়া, সংকল্প করা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা।
(افْتِحَالًا) اِخْتِزَامًا , (تَفَعُّلًا) تَعَزَّيْتُ : সংকল্প করা।
فِي الْقُرْآنِ : فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ .
مَادَهُ : (ع-ز-م) , جنس : صَحِيحٌ , مُرَادُفٌ : اَتَمَسْتُ
يَسْتَدْفِعُ (مَج) : দূরীভূত করা হয়।
(اِسْتِفْعَالًا) اِسْتَدْفَعَا :

দুইদ্বিত করা।
إِلَى : দেওয়া, পরিশোধ করা।

(ن) اَدْفَعَا : প্রতিহত করা, ধাক্কা দেওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : فَأَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ .

মাদে : (د-ف-ع) , جنس : صَحِيحٌ
مُرَادُفٌ : يَزَالُ , يَنْدُ , يَتَوَزَّرُ
الْأَذَى , الْأَذَى , الْأَذَى : কষ্ট, দুঃখ।

(س) أَذَى , أَذَى , (تَفَعُّلًا) تَأَذَّى : কষ্ট পাওয়া।

(اِفْعَالًا) اِيْذَاءٌ : কষ্ট দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : كُلُّهُ أَذَى قَاعَتِزِلُوا النِّسَاءَ .

মাদে : (أ-ذ-ي) , جنس : مُرَكَّبٌ (مَهْمُوزٌ قَا- نَاقِصٌ بَائِي)
مُرَادُفٌ : اَلْقَسْرُ

لَتُخَيِّرَنَّ (لَمْ تَاكِدْ بَائِنُونَ تَاكِدْ خَفِيْفَةً) :

হুমি অবশ্যই অবশ্যই আমাকে জানাবে।

(اِفْعَالًا) اِخْبَارًا : সংবাদ দেওয়া।

(ن) خَبَّرَا , (اِفْعَالًا) اِخْبَارًا : পরীক্ষা করা, যাচাই করা।
فِي الْقُرْآنِ : كَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خَيْرًا .

মাদে : (خ-ব-র) , جنس : صَحِيحٌ , مُرَادُفٌ : لَتُبَيَّنَّا
سِرَاجٌ : (ج) سُرُجٌ : প্রদীপ, বাতি।

মাদে : (س-র-ج) , جنس : صَحِيحٌ
مُرَادُفٌ : مَضْبَحٌ

(ج) عُرِبَا (ر) عَرَبِيٌّ : ভাষ্যে, প্রবাসী, মুসাফির।
فِي الْعُوَيْثِ : بَدَأَ الْاِسْلَامَ عَرَبِيًّا . سَمِعُوهُ كَمَا بَدَأَ

মাদে : (ع-র-ব) , جنس : صَحِيحٌ
مُرَادُفٌ : اَلْمُسَافِرُ , يَنْدُ : اَلْمَوْفُومُ

تَاَجُ : (ج) اَتَرَجُ , يَنْجَانُ : তাজ, মুকুট, শাখী টুপি।

فِي الْعُوَيْثِ : اَلْعَمَانُ يَنْجَانُ الْعَرَبِ .

مَادَهُ : (ت-ي-ج) , جنس : اَعُوْثٌ بَائِي , مُرَادُفٌ : اِكْتَلِفُ
(ج) اَدْبَا , اَدْبَابٌ (ص-ف-مذ) : সাহিত্যিক।

(ك) اَدْبَا : শিষ্ট হওয়া। সাহিত্যিক হওয়া।

فِي الْعُوَيْثِ : اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَادَبَةُ الْوَلِيِّ فِي الْاَرْضِ
মাদে : (ا-দ-ব) , جنس : مَهْمُوزٌ قَا .

مُرَادُفٌ : يَلْبِغُ / يَنْصَبُ

اِنْصَرَفْتُ : আমি ফিরে গেলাম।

(اِنْفِعَالًا) اِنْصَرَفَا : ফিরে যাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : ثُمَّ اِنْصَرَفُوا صَرَفَ اللّٰهِ قُلُوْبَهُمْ .

মাদে : (ص-র-ফ) , جنس : صَحِيحٌ .

مُرَادُفٌ : يَجْعَلُ / اِنْفَيْتُ

مِنْ حَيْثُ اَتَيْتُ : যেখান থেকে এলাম।

اَتَيْتُ : আমি এলাম।

(ض) اَتَيْتَا : আসা।

فِي الْقُرْآنِ : يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ .

মাদে : (أ-ت-ي) :

جنس : مُرَكَّبٌ (مَهْمُوزٌ قَا- نَاقِصٌ بَائِي)

مُرَادُفٌ : جَاءَ , يَنْدُ , ذَهَبَ

اَقْصَيْتُ : আমি পূরণ করলাম।

(ض) قَضَاءٌ (اَلْحَاجَةُ) : পূরণ করা।

- اَلْعَجَبُ : অবাক হওয়া।

- اَلدَّيْنُ : পরিশোধ করা।

فِي الْقُرْآنِ : قُلْنَا قُضِيَ لِلْمُؤْمِنِ الْاَجَلَ -

মাদে : (ق-ض-ي) , جنس : نَاقِصٌ بَائِي

مُرَادُفٌ : اَتَمَسْتُ

اَلْعَجَبُ : বিস্ময়, আচর্য।

(س) عَجَبًا مِنَ الْاَمْرِ وَكَهْ : আশ্চর্যবিত্ত হওয়া।

(اِسْتِفْعَالًا) اِسْتَعْجَبَا - وَهْ : আশ্চর্যবিত্ত হওয়া।

(اِفْعَالًا) اِعْجَبَا : (تَفَعُّلًا) تَعَجَّبَا : আশ্চর্যবিত্ত করা।

(تَفَعُّلًا) تَعَجَّبَا وَهْ : আশ্চর্যবিত্ত হওয়া।

مَادَهُ : (ع-ج-ب) , جنس : صَحِيحٌ , مُرَادُفٌ : اَلْقَرَابَةُ

رَأَيْتُ : আমি দেখলাম।

(ف) رَوَيْتُ : দেখা।

قَضَيْتُ الْعَجَبَ مِنْ ... : অত্যন্ত আশ্চর্যবিত্ত হলাম।



المقامة الثانية الحلوانية

দ্বিতীয় মাকামা : হলওয়ানের গল্প

● মাকামার সারসংক্ষেপ ●

আল্লামা হারীরী এ মাকামায় অভিনব উপমা-উৎপ্রেক্ষা সম্বলিত ছয়টি কাব্যশ্লোক উপস্থাপন করেছেন। এ প্রসঙ্গে এভাবে কাহিনী সাজিয়েছেন যে, ইরাকের হলওয়ান শহরে আবু য়ায়েদ সাদ্ধজীর সাথে হারিস ইবনে হাম্মামের বেশ অন্তরঙ্গ সাহিত্য-আড্ডা জমে উঠে। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর আবু য়ায়েদ সাদ্ধজী অভাব-অনটনের শিকার হয়ে জীবিকা অন্বেষণের তাগিদে ইরাক ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। ফলে তাদের উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকে। হারিস ইবনে হাম্মাম তাঁর জন্মস্থানে ফিরে যান। একদিন তিনি সেখানকার লেখক-সাহিত্যিকদের আড্ডাস্থল এক গ্রন্থাগারে হাজির হন। তিনি সেখানে দেখতে পান, অতি সাধারণ বেশে একজন ঘনশূশ্রুমণ্ডিত মানুষ গ্রন্থাগারে প্রবেশ করে মজলিসের পেছনে এসে বসেন। এক পর্যায়ে লোকটি তাঁর পাশে অধ্যয়নরত জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি যে গ্রন্থটি পাঠ করছেন তার নাম কি? লোকটি উত্তরে বললেন, কবি আবু উবাদা বুহতুরীর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। লোকটি তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এতে কি রস উপভোগ করার মতো কোনো কাব্যশ্লোক আপনি পেয়েছেন? পাঠক একটি শ্লোক উদ্ধৃত করলে তিনি বললেন, একি আর তেমন উল্লেখযোগ্য? এর চেয়েও তো উৎকৃষ্ট শ্লোক রয়েছে। এ বলে তিনি দু'টি কাব্যশ্লোক শোনালেন। উপস্থিত লোকজন তার শ্লোক দু'টি শুনে পছন্দ করেন এবং শ্লোকগুলো কায় রচিত, তা জানতে চান। উত্তরে তিনি বলেন, এগুলো আমার রচিত। উপস্থিত লোকজন তাঁর এ দাবিকে সম্বোধন করে দৃষ্টিতে দেখল। সুতরাং তাদের একজন প্রশ্ন করল যে, যদি আপনি সত্যিই উপরিউক্ত কবিতার রচয়িতা হয়ে থাকেন, তবে আমি একটি নতুন কাব্যশ্লোক পেশ করছি। আপনি তার অনুকরণে শ্লোক রচনা করে দেখান। তিনি এক মুহূর্তের মধ্যেই দুটো শ্লোক শুনিয়ে তার উত্তর দিলেন। এতে উপস্থিত লোকজন তাঁর উৎপন্নমতি কাব্য প্রতিভার স্বীকৃতি প্রদান করল। তিনি তাদের মুগ্ধতা লক্ষ্য করে আরও দুটো শ্লোক তাদেরকে শোনান। এতে উপস্থিত জনতা তার প্রকৃত মর্যাদা বুঝতে সক্ষম হলো। হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন, আমি এসব কাণে দেখে একটু ভালোভাবে তাকিয়ে দেখলাম, এ বিশ্বকর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখা লোকটি আমার সেই পূর্ব পরিচিত আবু য়ায়েদ সাদ্ধজী। তার চুল-দাড়ি শুষ্ক হয়ে যাওয়ার তাকে আমার চিনতে বিশেষ হয়েছে। তাঁর এত দ্রুত চুল-দাড়ি শুষ্ক হয়ে যাওয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি একটি কবিতায় এ বলে তার উত্তর দেন যে, দুঃখ-দুর্দশার ক্রমাগত আমার বার্ষিক্যকে ত্বরান্বিত করেছে।



1997-1998

الْمَقَامَةُ الثَّانِيَةُ الْحُلُونِيَّةُ

দ্বিতীয় মাকামা : হলওয়ানের গল্প

حَكَى الْحَارِثُ بْنُ قَسَّامٍ : قَالَ : كَلَيْفْتُ مَذَّ
مِيطَتْ عَيْنِي الثَّمَانِيَمْ، وَنَبِطْتُ بِسَى
الْعَمَامِيَمْ، بِأَنْ أَغْشَى مَعَانَ الْأَدَبِ، وَأَنْضَى
إِلَيْهِ رِكَابَ الطَّلَبِ، لِأَعْلَقَ مِنْهُ بِمَا يَكُونُ
لِي زِينَةً بَيْنَ الْأَنْثَامِ، وَمَزْنَةً عِنْدَ الْأَوَامِ .
وَكُنْتُ لِفَرْطِ اللَّهَجِ بِإِقْبَابِهِ، وَالطَّمَعِ فِي
تَقْصُصِ لِبَاسِهِ، أَبَاحْتُ كُلَّ مَنْ جَلَّ وَقَلَّ .

অনুবাদ : হারিস ইবনে হাম্মাম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: যখন থেকে আমার তাবিজ-কবজ খুলে নেওয়া হলো এবং আমাকে পাগড়ি পরানো হলো তখন থেকে আমি সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করতে এবং এনুদ্দেশ্যে [জ্ঞান] অন্বেষণের বাহনজন্তুকে দুর্বল করতে [অর্থাৎ, অধিক সফর করতে] ভীষণ আগ্রহী হয়েছি, যাতে আমি তার সাথে এরূপ আন্তরিকভাবে জড়িয়ে পড়ি, যা সৃষ্টি-সমাজে আমার জন্য ভূষণ হবে এবং পিপাসার সময় বারিবহ মেঘ স্বরূপ হবে। আর আমি সাহিত্যের আলো আহরণের জন্য আগ্রহাতিশয্যে এবং সাহিত্যের পরিচ্ছদ গ্রহণের প্রতি লোভের কারণে ছোট-বড় সবার সাথে [সাহিত্য-নিয়ে] আলোচনা করতাম।

শাব্দিক অনুবাদ : الْحَارِثُ بْنُ قَسَّامٍ দ্বিতীয় মাকামা হলওয়ানের গল্প হারিস ইবনে হাম্মাম বর্ণনা করেন قَالَ তিনি বলেন كَلَيْفْتُ ভীষণ আগ্রহী হয়েছি مَذَّ যখন থেকে مِيطَتْ খুলে নেওয়া হলো عَيْنِي আমার থেকে الثَّمَانِيَمْ তাবিজ-কবজ وَنَبِطْتُ এবং পরানো হলো بِسَى আমাকে الْعَمَامِيَمْ পাগড়ি أَغْشَى আমি প্রবেশ করতে وَأَنْضَى সাহিত্যের আসরে এবং বাহনজন্তুকে দুর্বল করতে إِلَيْهِ এনুদ্দেশ্যে رِكَابَ الطَّلَبِ অন্বেষণের বাহন أَغْلَقَ যাতে আমি এরূপ আন্তরিকভাবে জড়িয়ে পড়ি مِنْهُ তার সাথে يَكُونُ যা হবে لِي আমার জন্য زِينَةً ভূষণ وَمَزْنَةً সময় Eِنْدَ الْأَوَامِ পিপাসা لِفَرْطِ اللَّهَجِ আগ্রহাতিশয্যে بِإِقْبَابِهِ সাহিত্যের আলো আহরণের জন্য وَالطَّمَعِ এবং লোভের কারণে تَقْصُصِ লিআসাহিত্যের পরিচ্ছদ গ্রহণের প্রতি أَبَاحْتُ প্রতি كُلَّ مَنْ জল وَقَلَّ আর আমি আলোচনা করতাম

শব্দ বিশ্লেষণ

বর্ণনা করল [করেন] : حَكَى

বর্ণনা করা : (ض) حَكَى

অনুকরণ করা : (مُعَاكَاةً) مُعَاكَاةً

فِي الْحَدِيثِ : مَا سَرَّيْنِي أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنْ لِي كَذَا وَكَذَا .

سَأَلَهُ : (ح. ك. ي.) ، جَسَسَ : صَجِجَ ، مُرَاوَفٌ : رَوَى

كَلَيْفْتُ : আমি ভীষণ আগ্রহী হয়েছি

(م) كَلَفًا : আসক্ত হওয়া, ভীষণ আগ্রহী হওয়া

(تَفَعُّلٌ) تَكَلَّفًا : কঠিন কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করা

فِي الْحَدِيثِ : أَرَأَيْكَ كَلَيْفْتُ بِعِلْمِ الْفَرَّانِ .

سَأَلَهُ : (ك. ل. ن. ف.) ، جَسَسَ : صَجِجَ .

مُرَاوَفٌ : تَقْتُ ، جَسَدٌ : حَرَفْتُ

যখন থেকে : مَذَّ

مِيطَتْ (مع) : সরিয়ে নেওয়া/ খুলে নেওয়া হলো

(ض) مِيطًا ، مِيطَاطًا : দূর করা, দূর হওয়া

(إِعْقَالٌ) إِمَاطَةً : পৃথক হওয়া, পৃথক করা

فِي الْحَدِيثِ : أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ .

سَأَلَهُ : (م. ي. ط.) ، جَسَسَ : أَجَوَفَ يَأْسِرُ

مُرَاوَفٌ : أَرَأَيْتَ ، جَسَدٌ : أَثْبَتْتُ

(ج) الثَّمَانِيَمْ : তাবিজ-কবজ

فِي الْحَدِيثِ : الثَّمَانِيَمْ وَالرُّقْمُ وَالْيَتُوكَةُ مِنَ الشَّرِكِ .

سَأَلَهُ : (ت. م. م.) ، جَسَسَ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَاوَفٌ : الْأَحْرَازُ

مَادَّةُ : (অ. ক. প.) : جنس : صَحِيع
 مُرَافِق : الْأَوَّلُ مُرَافِق
 অন্বেষণ : مُطَلِّبُ
 অন্বেষণ করা : مُطَلِّبُ (ন) : صَد
 فِي الْحَدِيثِ : طَلَبَ الْعِلْمَ قَرِيبَةً عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ -
 مَادَّةُ : (ط. ل. ب.) : جنس : صَحِيع، مُرَافِق : الْبَغِيَّةُ
 عَلَنِي : أَمِي آتَوْرِيكَتَابِه جَزِيئِه پِطَب [পড়ি]
 (س) عَلَوْتُ، عَلَنًا، عَلَنًا (إِفْعَالًا) اِعْتَلَا - رَيْتُهُ :
 জড়িয়ে পড়া, জড়িত হওয়া, ভালোবাসা, আসক্ত হওয়া।
 تَغَلَّبَ (تَغَلَّبَ) : مُطَلِّبًا :
 فِي الْقُرْآنِ : خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَنٍ
 مَادَّةُ : (ع. ل. ق.) : جنس : صَحِيع
 مُرَافِق : اِتَّصَلَ / اِفْتَرَقَ : صَد : اِفْتَرَقَ
 يَكُونُ : হয়, হবে।
 (ن) كَوْنًا : হওয়া।
 زَيْنَةُ : سَاجِدًا، ذُخْرًا، شَوَاهِدًا، اِطْلَاقًا :
 শোভিত করা, সজ্জিত করা : تَزَيَّنَا :
 تَعَلَّلَ (تَعَلَّلَ) : تَزَيَّنَا :
 فِي الْقُرْآنِ : فَخَرَّ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ -
 مَادَّةُ : (ز. ي. ن.) : جنس : اَجَوَفُ يَائِي
 مُرَافِق : حُسْنٌ، صَد : شَيْنٌ
 يَبِينُ : মাধ্যম, মাঝে।
 الْأَنَامُ : মাখলুক, সৃষ্টি জগৎ, সৃষ্টি সমাজ।
 مَزْنَةٌ (ج) مَزْنٌ : মেঘ, বারিবহ মেঘ, সফেদ মেঘ।
 فِي الْحَدِيثِ : مَا تَقُولُونَ هَذِهِ قَالُوا السَّعَابُ قَالُوا
 وَالْمَزْنُ قَالُوا وَالْمَزْنُ
 مَادَّةُ : (م. ز. ن.) : جنس : صَحِيع
 مُرَافِق : السَّعَابُ / الْوَسَائِلُ
 عِنْدَ : (عَرَفَ زَمَانَ وَمَكَانَ) :
 الْأَوَّلُ (ج) أَوَّلٌ : পিপাসা, পিপাসার তীব্রতা।
 (ن) أَوَّلًا : পিপাসায় কাতর হওয়া, তীব্র পিপাসিত হওয়া।
 مَادَّةُ : (أ. و. ه.) : جنس : مُرَافِقٌ مَهْمُوزٌ قَاءَ اَجَوَفُ وَآوَى
 مُرَافِق : اَلْبَطْشُ : صَد : الرُّيُ
 (كُنْتُ) .. أَهَابِكُ : আলোচনা করতাম।
 (مُعَايَلَةً) مَبَاحَثَةً : আলোচনা করা।
 قَرَطَ : অতিশয়তা, অতিশয়া।

نَسِطَتْ (م. ح.) : كُلاَنُوهُ هَلَا، پَرَانُوهُ هَلَا :
 (ن) نَوَطًا رِيَابًا (فَعْلًا) : كُلاَنُوهُ :
 مَادَّةُ : (ن. و. ط.) : جنس : اَجَوَفُ وَآوَى، مُرَافِق : عَلَقَتْ
 (ج) الْعَصَائِمُ، (و) عَصَائِمُ :
 فِي الْحَدِيثِ : دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ
 يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عَصَائِمُ سُرْدَاةٍ -
 (أَن) اَغْشَى : গমন / প্রবেশ করবে [করতে]।
 (س) غَشِيَانَا : আচ্ছন্ন করা, আবৃত করা, প্রবেশ করা, আসা।
 (إِسْتَعْمَالَ) اِسْتَعْمَلَا : আবৃত হওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : وَاسْتَعْمَلُوا رِيَابَهُمْ -
 مَادَّةُ : (غ. ش. ي.) : جنس : نَاقِصٌ يَائِي
 مُرَافِق : اُدْخَلَ، صَد : اُخْرَجَ
 مَعَانٍ : মঞ্জিল, মজলিস, আসর।
 قَالَ الشَّاعِرُ الْمُعْتَرِي : مَعَانٍ مِّنْ أَحَبَّتْنَا مَعَانٍ
 تُجِبُّ الشَّاهِدَاتُ بِهِ الْقِيَانُ
 مَادَّةُ : (م. ع. ن.) : جنس : صَحِيع، مُرَافِق : اَلْمُعْتَرِلُ
 (ج) اَدَابٌ : সাহিত্য, শিষ্টাচার।
 (أَن) اَنْضَى : বাহনজন্তু দুর্বল করবে [করতে]।
 (إِفْعَالًا) اِنْعَضَا - اَلْيَجِيرُ وَالرَّكَابُ :
 - الْقَوْبُ : শীর্ণ করা, দুর্বল করা।
 (ن) نَضَوَا، (إِفْعَالًا) اِنْعَضَا : টানা।
 - الْقَوْبُ : [কাপড়] খুলে ফেলা।
 فِي الْحَدِيثِ : قَالَ عَلِيٌّ (رَض) كَيْسَانٌ لَوْ رَحَلْتُمْ
 فَيَهِنُ / الْمَطِيُّ لَا تَنْصَبُوهُمْ
 مَادَّةُ : (ن. ض. و.) : جنس : نَاقِصٌ
 مُرَافِق : اَهْزَلَ، صَد : اَقْوَى
 (ج) رِكَابٌ، (و) رَاحِلَةٌ (مِنْ غَيْرِ لَفْظِهَا) :
 বাহনজন্তু, বাহনের উট।
 এ শব্দটি সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে :
 ১. কেউ বলেন এটা اِسْمُ جَمْعِ তার কোনো ঐক্য নেই।
 ২. কেউ বলেন, এটা جَمْعِ তবে তার ঐক্য কি এ ব্যাপারে
 দুটি অস্তিত্ব রয়েছে।
 ক. এর ঐক্য হচ্ছে رَكْبَةٌ
 খ. কেউ কেউ বলেন, তার ঐক্য হচ্ছে [ভিন্ন শব্দমূল থেকে]
 رَكْبٌ، رِكَابَاتٌ، رِكَابٌ।
 فِي الْقُرْآنِ : فَاِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِ -

وَأَسْتَسْقَى الْوَيْلَ وَالْظَّلَّ، وَأَتَعَلَّلُ بِعُصَى
وَلَعْلَ، فَلَمَّا حَذَلْتُ حُلُومًا، وَقَدِيرَتُ
الْإِخْوَانَ، وَسَبَرْتُ الْأَوْزَانَ، وَخَبَرْتُ مَا شَانَ
وَزَانَ، أَلْفَيْتُ بِهَا أَبَا زَيْدِ السَّرُوجِيِّ،
يَتَقَلَّبُ فِي قَوَالِبِ الْإِنْتِسَابِ، وَخَبِطُ فِي
أَسَالِيبِ الْاِكْتِسَابِ، فَيَدْعِي تَارَةً أَنَّهُ مِنْ
أَلِ سَاسَانَ، وَيَعْتَرِزِي مَرَّةً إِلَى أَقْبَالِ عَسَانَ

অনুবাদ : এবং আমি [সাহিত্যের] প্রবল কৃষ্টি ও হালকা কৃষ্টি কামনা করতাম। আর আশা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে প্রবেশ লাভ করতাম। অতঃপর যখন আমি হলওয়ে-উপনীত হলাম এবং বন্ধু-বান্ধবদেরকে পরীক্ষা করলাম, আর [মানুষের] পরিমাপ অনুমান করলাম এবং ভালো-মন্দ যাচাই করে দেখলাম তখন সেখানে আবু হামদ সার্কাজীকে দেখতে পেলাম। সে বংশ বর্ণনার ছাঁচে যেখাড়া পরিবর্তন করছে এবং জীবিকা উপার্জনের কৌশলের ক্ষেত্রে দিশাহারা হয়ে ঘুরছে। সুতরাং সে একবার দাবি করছে যে, সে সাসানী বংশোদ্ভূত। আর সে গাসসানী রাজ পরিবারের পরিচয়ে পরিচিত হচ্ছে।

[illegible]

শব্দ বিশ্লেষণ

আমি পানি/ বৃষ্টি প্রার্থনা করতাম। : **كُنْتُ أَسْتَسْقِي**

(اِسْتِغْفَال) اِسْتِغْفَاء : پانی वा वृष्टि प्रार्थना करा ।

(س) سَفِيًّا : পান করানো।

(افْعَال) اِسْتَقَاءَ : পানি পান করতে দেওয়া । পান করানো ।

فِي الْقُرْآنِ : وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ / وَأَسْقَيْنَاكُمْ
مَاءً فُرَاتًا .

فِي الْحَدِيثِ : خَرَجَ يَسْتَسْقِي فَقَلْبَ رِدَائِهِ .

مَادَّةُ : (س - ق - ی) ، جِنْسُ : نَاقِصٌ یَائِی

مُرَادِفُ : اِسْتَمَطَرَ

প্রবল বৃষ্টি, বড় বড় ফোটার বৃষ্টি : **الْوَيْلُ، الْوَيْلُ** :

(ض) رَنَّا : । प्रवण वृष्टि वर्षण करा ।

فِي الْقُرْآنِ : فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ .

مَادَّةُ : (و. ب. ل) ، جِنْسٌ : مِثَالُ وَاوِي

مُرَادِفُ : الدَّيْعَةُ ، ضِدُّ : طَلٌّ

হাল্কা বৃষ্টি, সিক্ততা, অর্দ্রতা : **الَطَّلُ** (ج) **طَلَلٌ**, **طَلَلٌ** :

(ن) طَلًّا - السَّاءُ : शनका वृष्टि द्वारा सिक्त करा ।

فِي الْقُرْآنِ : فَإِنْ لَمْ يُصْبِهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ .

مَادُّهٖ : (ط. ل. ل. ل) ، جِنْسُ : مُضَاعَفٌ ثُلَاثِيٌّ

مُرَادِفُ : الرِّذَاذُ، ضِدُّ : الْوَيْلُ

আমি ব্যস্ত থাকতাম, প্রবোধ লাভ করতাম : **كُنْتُ أَعْلَى**

সান্ত্বনা লাভ করা : (اِنْتَعَالَ) اَعْتَلَا

বারবার পান করানো। প্রবোধ লাভ করা. : نَفْعًا تَعْلَمُ

মশগুল হওয়া, ব্যস্ত হওয়া ।

অসুস্থ হওয়া : اَضْرَ عَلًا

পুনরায় বা বারবার পান করা : - عَلَّاءُ عَلَّاءُ :

পুনরায় বা বারবার পান করানো। -

অসুস্থ করা : اَعْلَا :

قَالَ الْجَرِيرُ : تَعْلَلْ وَهْمَ سَاغِيَةٍ بِسَنَاهَا

مَاَدَ : (ع. ل. ل.) , جِنْس : مُضَاعَفٌ ثُلَاثِي
مُرَاوِفٌ : اِسْتِغَالٌ / اَتْلُفِي .

عَسَى وَلَعَلَّ : আশা ও আকাঙ্ক্ষা।

عَسَى : (فِعْلٌ مُقَاتِلَةٌ) । আশা, আকাঙ্ক্ষা, সন্তর্পণ, অচিরেই ।
فِي الْقُرْآنِ : عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ .

مَاَدَ : (ع. স. য়) , جِنْس : نَاقِصٌ يَائِي
مُرَاوِفٌ : لَعَلَّ

لَعَلَّ : حَرْفٌ تَرْجِي . আশা, আকাঙ্ক্ষা।
فِي الْقُرْآنِ : لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .

مَاَدَ : (ع. ল. ল.) , جِنْس : مُضَاعَفٌ ثُلَاثِي
مُرَاوِفٌ : لَيْتَ/عَسَى

(لَمَّا) حَلَلْتُ : [যখন] আমি উপনীত হলাম।

(ن.ض) حَلَا , حُلُولًا : অবতরণ করা, উপনীত হওয়া।

حَلَا : বৈধ হওয়া।

(تَفْعِيل) تَحَلَّلْتُ : বৈধ করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

مَاَدَ : (ع. ল. ল.) , جِنْس : مُضَاعَفٌ ثُلَاثِي

مُرَاوِفٌ : تَزَلَّتْ , ضِدٌّ : اِرْتَحَلْتُ

حُلُولًا : ইরাকের একটি শহরের নাম।

বাগদাদ ও হামদানের মাঝে অবস্থিত ইরাকের একটি শহরের নাম। হুলওয়ান ইবনে ইমরান এ শহরটির ভিত্তি স্থাপন করেন। তার নামেই শহরটির নামকরণ হয়। ইয়রত ওয়র (রা.)-এর খেলাফতকালে এ শহরটি বিজিত হয়।

(قَدْ) بَلَّوْتُ : আমি পরীক্ষা করলাম।

(ن) بَلَّرًا , بَلَاءً : (اِفْتِحَال) اِسْتِغْلَاءٌ : পরীক্ষা করা।

(س) بَلَّى , بَلَاءً : জীর্ণ হওয়া, পুরাতন হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْغُرُوبِ وَالْجُورِ

مَاَدَ : (ب. ল. ও) , جِنْس : نَاقِصٌ يَائِي

مُرَاوِفٌ : اِسْتَحْبَرْتُ / جَرَبْتُ / اِسْتَعْنَيْتُ

(ج) اِسْتَحْبَرْتُ , اِسْتَعْنَيْتُ : তাই, সাধী, বন্ধ, সহোদর। : اَخًا (و) اَخًا :

فِي الْقُرْآنِ : فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ .

مَاَدَ : (أ. خ. و) , جِنْس : مُرَكَّبٌ (مَهْمُوزٌ قَا) وَنَاقِصٌ يَائِي
مُرَاوِفٌ : اِلِصْحَابُ / اِلِصْحَابُ , ضِدٌّ : اِلِصْحَابُ

سَبَرْتُ (ن) سَبَرًا : অনুমান করলাম।

(ج) اِرْزَأَانُ , (و) وَزَنَ : ওজন, পরিমাপ।

فِي الْقُرْآنِ : اِلِزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ .

مَاَدَ : (و. ز. ن) , جِنْس : مُثَالٌ يَائِي

مُرَاوِفٌ : اِلِاقْدَارُ

خَبِرْتُ : যাচাই করে দেখলাম।

(ن) خَبَرًا , خَبِيرَةً , (اِفْتِحَال) اِخْتِبَارًا : অবগত হওয়া, জানা,

পরীক্ষা করা, যাচাই করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَكَفَيْتَ تَصْمِيرَ عَلَى مَا لَمْ تَحِطْ بِهِ خَبَرًا .

مَاَدَ : (خ. ب. ر) , جِنْس : صَحِيعٌ

مُرَاوِفٌ : عَرَفْتُ , ضِدٌّ : جِهَلْتُ

(مَا) شَانُ : [যা] কলঙ্কিত করে, [যদ]।

(ض) شَيْنًا : দোষারোপ করা, দোষ উন্মোচন করা, কলঙ্কিত করা।

مَاَدَ : (ش. য. ন) , جِنْس : اَجَوَفٌ يَائِي

مُرَاوِفٌ : عَابَ , ضِدٌّ : زَانَ

(مَا) زَانَ : [যা] সুসজ্জিত/ সুন্দর করে, [ভাষা]।

(ض) زَيْنًا : সজ্জিত করা, সুন্দর করা।

(تَفْعِيل) تَزَيْنًا : সজ্জিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ .

مَاَدَ : (ز. য. ন) , جِنْس : اَجَوَفٌ يَائِي

مُرَاوِفٌ : حَلَى , ضِدٌّ : شَانَ

اَلْفَيْتُ : আমি [দেখতে] পেলাম।

(اِفْتِحَال) اِلْفَاءُ : পাওয়া।

(ن) لَفَا - فَلَا حَقَّهُ : কারও প্রাপ্য হ্রাস করা।

(تَفَاعُل) تَلَانِيًا : সংশোধন করা।

فِي الْقُرْآنِ : اَلْفَتَى سَدَّهَا كَذَى الْبَابِ .

مَاَدَ : (ل. ف. ও) , جِنْس : نَاقِصٌ يَائِي

مُرَاوِفٌ : وَجَدْتُ , ضِدٌّ : قَدَدْتُ/عَدَدْتُ

يَتَقَلَّبُ : সে যথোচ্ছা পরিবর্তন করছে।

(تَقَلَّبَ) تَقَلَّبًا : আবর্তিত হওয়া।

— فِي الْأُمُورِ : নিজের ইচ্ছামতো পরিবর্তন করা

— عَلَى فِرَاقِهِ : বিছানায় এপাশ-ওপাশ করা।

فِي الْقُرْآنِ : لَا يَغُرُّكُمْ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ .

مَادَّةُ : (ق. ল. ব.) , جِنْس : صَحِيح

مُرَافِقُ : يَتَنَوَّعُ / يَتَصَرَّفُ , ضِد : يَخْتُلِفُ

(ج) قَوْلَالِيبُ , (و) قَالِبُ : ছাচ, ফর্মা।

فِي الْحَدِيثِ : كَانَ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَلْبَسْنَ الْقَوَالِبَ

مَادَّةُ : (ق. ল. ব.) , جِنْس : صَحِيح

مُرَافِقُ : مَقْبَلُ / مَضْبَغُ

الْإِنْتِسَابُ (إِنْتِعَال) مَصَد : বংশধারা বর্ণনা করা।

— إِلَى : পরিচয় দেওয়া, পরিচিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا .

مَادَّةُ : (ন. স. ব.) , جِنْس : صَحِيح

مُرَافِقُ : الْأَعْيَزَاءُ

يَخْطِطُ : দিশেহারা হয়ে ঘুরছে।

(ض) خَطَّطَ , (تَفَعَّل) تَخَطَّطَ : দিশেহারা হয়ে ঘুরা।

— السَّيْطَانُ : অপ্রকৃতিস্থ করা।

(إِنْتِعَال) اخْتِطَأَ : উসিলা ব্যতীত কারো নিকট প্রার্থনা করা।

فِي الْقُرْآنِ : يَخْطِطُ الشَّيْطَانُ مِنَ النَّاسِ .

قَالَ الشَّاعِرُ : وَلَبَّيْكَ يَزِيدُ ضَارِعٍ لِيَحْضُومِي

وَمُخْتِطٍ مِمَّا تُطِيعُ الطَّرَائِعُ

مَادَّةُ : (খ. ব. ট.) , جِنْس : صَحِيح

مُرَافِقُ : يَمُتُّ

(ج) أَسَالِيبُ , (و) أَسْلُوبُ : পছন্দ, ধারা, কৌশল।

يُقَالُ : أَخَذَ فُلَانٌ فِي أَسَالِيبِ مِنَ الْقَوْلِ «وَأَنَّ أَنْفَهُ

لَقَدْ أَسْلُوبَ» إِذَا كَانَ مُتَكَبِّرًا

مَادَّةُ : (স. ল. ব.) , جِنْس : صَحِيح

مُرَافِقُ : طَرَفٌ / وَجْهٌ

الْإِنْتِسَابُ (إِنْتِعَال) مَصَد : উপার্জন করা।

فِي الْقُرْآنِ : لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ .

مَادَّةُ : (ক. স. ব.) , جِنْس : صَحِيح

مُرَافِقُ : الْإِعْصَادُ

يَدْعَى : সে দাবি করছে।

(إِنْتِعَال) إِدْعَاءٌ : দাবি করা।

فِي الْقُرْآنِ : لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ

فِيهَا مَا تَدْعُونَ .

مَادَّةُ : (দ. এ. ও.) , جِنْس : نَاقِصٌ وَآوِي

مُرَافِقُ : يُطَالِبُ

نَارَةٌ : (ج) تَارَاتُ , تَبَرُّ , تَبَرُّ : একবার, কখনও।

فِي الْقُرْآنِ : فِيهَا خَلْقُكُمْ وَفِيهَا يُعِيدُكُمْ وَفِيهَا

تُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى .

مَادَّةُ : (ত. য. র.) , جِنْس : أَجَوَفٌ يَأْنِي

مُرَافِقُ : مَرَّةً , ضِد : دَوَامًا

الْأَلُ : পরিবার-পরিজন, বংশ।

سَاسَانُ : পারস্য রাজবংশ।

مَادَّةُ : (স. ও. স.) , جِنْس : أَجَوَفٌ وَآوِي

يَغْتَرِزِي : ...পরিচয়ে পরিচিত হচ্ছে।

(إِنْتِعَال) إِعْتَرَا : সম্পৃক্ত হওয়া, পরিচিত হওয়া,

পরিচয় দেওয়া,

(ن) عَزَا : সম্পৃক্ত করা।

مَادَّةُ : (এ. জ. ও.) , جِنْس : نَاقِصٌ وَآوِي

مُرَافِقُ : يَنْتَسِبُ

مَرَّةً : (ج) مَرٌّ , مَرَارٌ , مَرٌّ , مَرَّةً , مَرَّةً : একবার, কখনো।

فِي الْقُرْآنِ : سَعَّيْنَهُمْ مَرَّتَيْنِ .

مَادَّةُ : (ম. র. র.) , جِنْس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَافِقُ : نَارَةٌ , ضِد : دَائِمًا

(ج) أَقْيَالٌ قَبِيلُ , (و) قَبِيلٌ : সমাজপতি, হিময়ারী সম্রাটদের উপাধি।

مَادَّةُ : (অ. য. ল.) , جِنْس : أَجَوَفٌ يَأْنِي

مَرَاوِدٌ : مَلُوكٌ

হিময়ারের রাজবংশ, শামের রাজবংশ। : عَسَّانٌ

مَادَّةٌ : (غ. - س. - ن) : جِنْسٌ : صَحِيحٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : أُبَاجُ كُلَّ مَنْ جَلَّ وَقَلَّ :

কুল হলা : جَلَّ وَقَلَّ মাউসুল ইসমে মাউসুল মন ইসমে মূضান আর মূضান শব্দার্থ

مُضَانٌ -এর কুল মিলে : كُلِّ مِيلَةٍ ও : مَوْصُولٌ অতঃপর

مَنْ : مَفْعُولٌ بِهِ ফেয়েলের অতঃপর : أُبَاجُ

قَوْلُهُ : لِأَعْلَقَ مِنْهُ بِمَا يَكُونُ لِي زَيْنَةً بَيْنَ الْأَنْثَامِ :

মিলে : مَعْفُورٌ ও : مَعْفُورٌ عَلَيْهِ শব্দ দুটি : زَيْنَةٌ ও : زَيْنَةٌ

হলা : حَبِيرٌ মধ্যকার তার নাকসের ফেয়েলে : يَكُونُ

يَكُونُ : مُضَافٌ ও : مُضَافٌ ইলাইহি মিলে : بَيْنَ الْأَنْثَامِ

ইসম : ظَرَفٌ -এর

قَوْلُهُ : أَعْلَلُ بِعَلَى وَلَعَلَّ :

ইসমের অর্থে : تَعْلَلٌ ইসমের অর্থ : عَسَى ফেয়েল হলেও তা

بِأَ : حَرْفٌ অতঃপর উভয়টাই : تَرْجَمَةٌ -এর : كَلَمٌ

أَعْلَلُ : مَجْرُورٌ ও : جَارٌ : مَجْرُورٌ -এর : جَرَّ

ফেয়েলের সাথে : مُتَعَلِّقٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَخَبِرْتُ مَا شَانَ وَزَانَ :

ইসমে : مَا মা'ফয়েল : خَبِرْتُ ফেয়েল : هَالِيَا

وَزَانَ : مَوْصُولٌ ও : مَوْصُولٌ অতঃপর : شَانَ : شَارَ

مَفْعُولٌ بِهِ ফেয়েলের

قَوْلُهُ : نَبَذْتَنِي نَارَهُ أَنَّهُ إِلَى أَقْبَالِ عَسَّانَ :

ফেয়েলের : نَبَذْتَنِي শব্দটি : نَارَهُ ফায়েল : حَبِيرٌ ফেয়েল

এর মধ্যে : أَنَّهُ : مَفْعُولٌ আর : مَفْعُولٌ فِيهِ

এর সাথে : ثَابِتٌ এটা : مِنْ آلِ سَكَّانَ এবং : أَنَّ

مَعْنَى : نَارَهُ : شَبَّ : خَبِرْتُ : خَبِرْتُ : مَعْلُومٌ

ফেয়েলের : مَفْعُولٌ فِيهِ হিসাবে

বালাগাত

قَوْلُهُ : وَكُنْتُ لِمَرْطِ اللَّهْجِ بِاتِّجَابِهِ :

এখানে : تَوَرَّ : (আলা)-এর : تَنْجِبُ কে : آدَبٌ

সাথে : مُنْجِبٌ উল্লেখ আছে : مُنْجِبٌ মাহযুফ রয়েছে।

অতঃপর এখানে : اسْتِعَارَةٌ : سَكَّانِ

এর জন : مُنْجِبٌ -এর : مُنَاجٍ এখানে : إِقْبِشَ (আহরণ করা)

করা : ثَابِتٌ -এর মধ্যে : إِقْبِشَ : সুতরাং

তরশিহে : تَرَشِيحِهِ হয়েছে।

قَوْلُهُ : جَلَّ وَقَلَّ :

এর সাথে : صَنَعَتْ : طَبَانَ -এর : قَلَّ ও : جَلَّ

قَوْلُهُ : اسْتَسْقَى الرَّيْلَ وَالطَّلَّ :

এখানে : وَطَلَ -এর সাথে : أَوْيَبَ (সাহিত্যিক) কে

এর সাথে : طَلَّ -এর : طَلَّ : أَوْيَبَ : تَنْجِبُ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর

এর সাথে : مُنْجِبٌ উল্লেখ আছে : مُنْجِبٌ মাহযুফ রয়েছে। সুতরাং

উভয় জায়গায় : اسْتِعَارَةٌ : مُصَرَّحٌ হয়েছে।

وَيَبْرُزُ طَوْرًا فِي شِعَارِ الشُّعْرَاءِ، وَيَنْبَسُ
حِينَ كَبُرَ الْكِبَرُ، يَبْدُ أَنَّهُ مَعَ تَلَوْنِ حَالِهِ،
وَيَبِينُ مُحَالِهِ، يَتَحَلَّى بِرَوَاءٍ وَرَوَايَةٍ،
وَمُدَارَاةٍ وَدِرَاسَةٍ، وَبَلَاغَةٍ رَانِيَةٍ، وَبِدِيهَةٍ
مُطَاوِعَةٍ، وَأَدَابٍ بَارِعَةٍ، وَقَدَمٍ لِأَعْلَامِ الْعُلُومِ
فَارِعَةٍ، فَكَانَ لِمَحَاسِنِ آلِيهِ، يَنْبَسُ عَلَى
عِلَاتِيهِ، وَلِيسَعَةِ رَوَايَتِهِ، يُضَيِّ إِلَى رُؤْيَتِهِ.

অনুবাদ : কখনও সে কবিদের পোশাকে আত্মপ্রকাশ
করছে। আর কখনও বিংশশাঙ্গীদের অহঙ্কারকে
পরিধানরূপে গ্রহণ করছে। তবে তার অবস্থা কেউ
তার অযথা কথা প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও সেই লোকটি এর
চেহারার উজ্জ্বল্য, কথার বর্ণনা, সৌহার্দ্য, সূক্ষ্ম জ্ঞান
বিমুগ্ধকর সাহিত্যালঙ্কার, স্বেচ্ছাধীন উৎপন্নমতিত্ব, সুউচ্চ
গুণ-গরিমা ও নানা জ্ঞানের উচ্চ পর্বতমালায় আরোহণকারী
চরণ [ইত্যাদি ভূষণ] দ্বারা ভূষিত হয়। সুতরাং
জ্ঞান-গরিমার সৌন্দর্যের কারণে তার দোষ-ত্রুটি ঢাকা
পড়ে যেত এবং তার জ্ঞানালোচনার ব্যাপকতার কারণে
তার দর্শনের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হতো।

শাব্দিক অনুবাদ : وَيَبْرُزُ সে আত্মপ্রকাশ করছে। طَوْرًا কখনও
পরিধানরূপে গ্রহণ করছে। حِينَ কখনো। كَبُرَ الْكِبَرُ বিংশশাঙ্গীদের অহঙ্কারকে
نَبَسُ তার অবস্থা কেউ। تَلَوْنِ তার অযথা কথা প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও।
يَبِينُ সেই লোকটি। مُحَالِهِ এর। يَتَحَلَّى চোহারার উজ্জ্বল্য।
رَوَايَةٍ কথার বর্ণনা। مُدَارَاةٍ সৌহার্দ্য। دِرَاسَةٍ সূক্ষ্ম জ্ঞান।
بَلَاغَةٍ সাহিত্যালঙ্কার। رَانِيَةٍ বিমুগ্ধকর। بِدِيهَةٍ উৎপন্নমতিত্ব।
مُطَاوِعَةٍ সুউচ্চ। أَدَابٍ গুণ-গরিমা। بَارِعَةٍ সুউচ্চ।
قَدَمٍ উচ্চ পর্বতমালায়। أَعْلَامِ নানা জ্ঞানের।
فَارِعَةٍ আরোহণকারী। فَكَانَ চরণ। لِمَحَاسِنِ সুতরাং।
آلِيهِ সৌন্দর্যের কারণে। يَنْبَسُ তার দোষ-ত্রুটি।
عَلَى তার দোষত্রুটি। عِلَاتِيهِ ব্যাপকতার কারণে।
رَوَايَتِهِ জ্ঞানালোচনার। يُضَيِّ আকর্ষণ সৃষ্টি হতো।
إِلَى প্রতি। رُؤْيَتِهِ তার দর্শনের।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَبْرُزُ : আত্মপ্রকাশ করছে।

(ن) يَبْرُزُ : প্রকাশিত হওয়া, আত্মপ্রকাশ করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَمَّا يَبْرُزْ لِبِجَالَتِكَ وَجُتُودِهِ .

مَادَهُ : (প. র. - জ.) : جَس : صَحِيح

مُرَافِق : يَطْفُرُ : جَد : يَغْفِقُ

طَوْر : (ج) أَطْوَار : অবস্থা, পাল্লা, কখনও।

فِي الْقُرْآنِ : وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا .

مَادَهُ : (ط. - ও. - র.) : جَس : أَجَوَفَ وَأَوَى

مُرَافِق : جِيئًا / تَارَةً : جَد : دَانِسًا

شِعَار : (ج) أَشْيَرَةً : شُعْر : গায়ের সাথে লেগে থাকা বস্ত্র।

পোশাক, প্রতীক।

فِي الْعَدِيثِ : الْإِنْسَارُ شِعَارُ الْإِنْسَانِ وَتَارَةً .

مَادَهُ : (ش. - ও. - র.) : جَس : صَحِيح

مُرَافِق : شِيَاب

(ج) شُعْرَاءُ : (و) شَاعِر : কবি, কবিতা রচনাকারী।

يَنْبَسُ : পোশাক পরিধান করছে, আবরণরূপে গ্রহণ করছে।

نَبَسُ (س) لَبَسَ : পোশাক পরিধান করা।

جِيئًا (ج) أَحْيَانًا : (ج) أَحْيَانًا : সময়, কখনও।

فِي الْقُرْآنِ : مَلَأْنِي عَلَى الْإِنْسَانِ جِيئًا مِنَ الدَّفْعِ .

مَادَهُ : (ح. - ও. - ন.) : جَس : أَجَوَفَ يَلْزِي

مُرَافِق : مَرَّةً / تَارَةً : جَد : دَانِسًا

كَبِير : অহঙ্কার, দম্ব, গর্ব।

مَادَهُ : (ক. - প. - র.) : جَس : صَحِيح

مُرَافِق : تَكْبِير : جَد : تَوَاضَع

(ج) كِبَرًا : كِبَار : (و) كِبِير : বড়, সমাজপতি, বিংশশাঙ্গী।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمْ الْقِسْمَ .

مَادَهُ : (ك. ب. ر.) , جَنَسَ : صَحِيحٌ
مَرَاوُفٌ : اَلْعَظْمَاءُ , جُنْدٌ : اَلْمُسَفَرَاءُ

بَيْدٌ (أَنْ) : তবু, কিন্তু, তবু।

فِي الْحَدِيثِ : نَحْنُ الْأَخْرَجُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
بَيْدَ أَنَّهُمْ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا .

مَادَهُ : (ب. য. দ.) , جَنَسَ : أَجْوَفُ يَأْنِي

مَرَاوُفٌ : غَيْرُ جُنْدٍ

مَعَ , مَعَ : সাথে, সঙ্গে, সবেও।

فِي الْقُرْآنِ : لَا تَخَفْ إِنْ لَلَّهُ مَعَا

تَكُونُ : বৈচিত্র্য।

تَلَوْنُ (تَفَعَّلَ) مَصْد : রঙীন হওয়া, বৈচিত্র্যময় হওয়া।

تَفَعَّلَ (تَلَوْنًا) : রং করা।

فِي الْحَدِيثِ : اَللُّونَ لَوْنُ الدِّمِّ وَالرَّيْبُ رَيْحُ النَّيْسِ .

مَادَهُ : (ل. ও. ন.) , جَنَسَ : أَجْوَفُ وَآوَى

مَرَاوُفٌ : تَتَنَوَّرُ

حَالٌ : (ج) أَحْوَالٌ , أَحْوَلٌ : কাদা মাটি অবস্থা, আকৃতি-প্রকৃতি।

فِي حَدِيثِ الْكَوْكَبِ : وَحَالَهُ النَّيْسُ أَيْ طَبِئُهُ

مَادَهُ : (ح. ও. ল.) , جَنَسَ : أَجْوَفُ وَآوَى

مَرَاوُفٌ : كَبِنَةٌ

تَبَيَّنَ (تَفَعَّلَ) مَصْد : প্রকাশ পাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

مَادَهُ : (ب. য. ন.) , جَنَسَ : أَجْوَفُ يَأْنِي

مَرَاوُفٌ : ظُهُورٌ , جُنْدٌ : خَفَاءٌ

مَحَالٌ : অযথা কথা, বক্তৃ, কাঠিন, অসম্ভব।

اَلْمَحَالُ : مَوْ اَلْكَلَامِ الْمَعْدُولُ عَنْ وَجْهِهِ

مَادَهُ : (ح. ও. ল.) , جَنَسَ : أَجْوَفُ وَآوَى

مَرَاوُفٌ : بَاطِلٌ / كَيْدٌ , ضِدٌّ : مُسَكِّنٌ / سَنَدٌ

يَتَحَلَّى : ভূষিত হয়।

تَفَعَّلَ (تَحَلَّى) : অলংকার পরা, ভূষিত হওয়া, সজ্জিত হওয়া।

سَجَّجَتْ (تَفَعَّلَ) : সজ্জিত করা।

فِي الْقُرْآنِ : يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ .

مَادَهُ : (ح. ল. য.) , جَنَسَ : لَغِيْفٌ مَقْرُونٌ

مَرَاوُفٌ : يَتَزَيَّنُ

رَوَاءُ : সৌন্দর্য, চেহারার ঐচ্ছল্য।

رَبًّا , رَبًّا , رَوَى - الشَّجَرُ : সবুজশ্যামল হওয়া।

مَادَهُ : (র. ও. য.) , جَنَسَ : لَغِيْفٌ مَقْرُونٌ

مَرَاوُفٌ : الزَّيْنَةُ , جُنْدٌ : اَلْقَبَاحَةُ

رَوَائِهِ : বর্ণনা।

رَوَائِهِ (ض) مَصْد : বর্ণনা করা।

مُدَارَاهُ : সৌহার্দ্য।

مُدَارَاهُ (مُعَاوَلَةٌ) مَصْد : পরস্পর বিনম্র ব্যবহার করা।

(ف) دَرَأَ - يَرِي : প্রতিহত করা।

دَرَائِهِ : সুস্থ জ্ঞান।

دَرَائِهِ (ض) مَصْد : কষ্ট করে জানা, কৌশলে জানা।

(إِنْعَالٌ) إِدْرَاءٌ : জানানো।

فِي الْقُرْآنِ : لَا تَدْرِي نَفْسٌ مَادَا تَكْسِبُ غَدًا .

مَادَهُ : (দ. ও. য.) , جَنَسَ : نَاقِصٌ يَأْنِي

مَرَاوُفٌ : عِلْمٌ

بِلَاغَةٌ : সাহিত্যলঙ্কার।

بِلَاغَةٌ (ك) مَصْد : সুসাহিত্যিক হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : هَذَا بِلَاغٌ لِلنَّاسِ

مَادَهُ : (ب. ল. গ.) , جَنَسَ : صَحِيحٌ

مَرَاوُفٌ : قَصَاحَةٌ , جُنْدٌ : خَطَأٌ

رَائِعَةٌ (ف. م.) (ج) رَوَائِعٌ , رَوَّعٌ : মনোমুগ্ধকর, বিমুগ্ধকর।

(ن) رَوَّعًا مِنْهُ : ভয় পাওয়া।

مُذَّجٌ : - ه الْأَمْرُ : মুগ্ধ করা।

(إِنْعَالٌ) إِرَاعَةٌ : ভয় দেখানো। মুগ্ধ করা।

فِي الْقُرْآنِ : قَلَمًا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوَّعِ .

مَادَهُ : (র. ও. গ.) , جَنَسَ : أَجْوَفُ وَآوَى

مَرَاوُفٌ : مُعْجِبَةٌ , جُنْدٌ : مُتَكَبِّرَةٌ

بَدَنُهُ (ج) بَدَانُهُ : উপলব্ধি

(ف) بَدَانُهُ : উপস্থিত জবাব দেওয়া, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা দেওয়া।

مَادَهُ : (ب. د. د. م.) : جَنَس : صَحِيح

مُرَافِق : اِرْتِبَاعٌ

مُطَاعَاةٌ (ف. ا.) : অনুগত।

(مُتَاعِلَةٌ) مُطَاعَاةٌ : অনুকরণ করা।

(ن) طَوْعًا : অনুগত হওয়া, স্বৈচ্ছায় কোনো কাজ করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَهُ اسْلَمَ مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا .

مَادَهُ : (ط. و. ع.) : جَنَس : أَجْرَفَ وَارَى

(ج) أَدَابٌ, (و) أَدَبٌ : গুণ-গরিমা।

بَارِعَةٌ (ف. ا.) : সুউচ্চ, মাত্রাপূর্ণ।

(ن. س. ك.) بَرَّاعَةٌ : জ্ঞান-গরিমা বা গুণে পূর্ণ হওয়া/ অসামান্য হওয়া।

(تَفَعَّلَ) تَبَرَّعًا : দান করা, সদকা করা।

مَادَهُ : (ب. ع. ر.) : جَنَس : صَحِيح

مُرَافِق : فَانِقَةٌ : نَازِلَةٌ .

قَدَّمَ : (ج) أَقْدَامٌ , قُدَّامٌ : পা, চরণ।

فِي الْعِدِيثِ : أَلْحَنَةً تَعَتَّ أَقْدَامُ الْأَمْهَاتِ .

مَادَهُ : (ق. د. م.) : جَنَس : صَحِيح

(ج) أَعْلَامٌ, (و) عِلْمٌ : উচ্চ পর্বত, খাগা, নেতা, চিহ্ন।

مَادَهُ : (ع. ل. م.) : جَنَس : صَحِيح

مُرَافِق : جِبَالٌ

(ج) عِلْمٌ, (و) عِلْمٌ : ইলম, জ্ঞান।

قَارِعَةٌ (ف. ا.) : قَارِعٌ (ج) : [পর্বতে] আরোহণকারী। উচ্চ অংশ।

(ف) قَرَعًا - التَّحِيلُ : আরোহণ করা।

(تَفَعَّلَ) تَفَرُّعًا - الْأَرْضُ : প্রদক্ষিণ করা।

- الْمَسَائِلُ : মূলনীতি থেকে উপবিধি বের করা।

(ج) مَحَاسِنُ, (و) حُسْنٌ (وَالْجَمْعُ عَلَى خِلَافِ الْفَعْيَانِ) :

সুন্দর গুণাবলি, সৌন্দর্য।

فِي الْقُرْآنِ : وَيُحْسِنُونَ صَنَاعًا .

مَادَهُ : (ح. س. ن.) : جَنَس : صَحِيح

مُرَافِق : أَلْتَرْتَبَةُ , جَنْد : قَبِيع

أَلْتَرْتَبَةُ : (ج) أَلْ , أَلَتْ : প্রতিযোগিতা, [এখানে] মানুষকে মুস্তফা করার

কাজে অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত গুণাবলি।

قَدَّ الرَّاجِعُ : قَدَّ أَرْكَبُ الْآلَةِ بَعْدَ الْآلَةِ

مَادَهُ : (ا. و. ل.) : جَنَس : مُرَكَّبٌ (مَمْرُزٌ قَا - وَاجِرُفٌ وَارَى)

مُرَافِق : عِدَّةٌ / أَدَابٌ

(كَانَ) يَلْبِسُ : ঢেকে দেওয়া হতো, ঢাকা পড়ে যেত।

(إِنْعَالَ) إِلْبَاسًا : আবৃত করা, ঢাকা, পরিধান করা।

فِي الْقُرْآنِ : يَلْبِسُونَ نِيَابًا حُضْرًا .

مُرَافِق : يَعْطِي , جَنْد : يُكْشَفُ

(ج) عِلَاتٌ , عِلَلٌ , (ج) أَعْلَالٌ, (و) عِلَّةٌ : দোষ-ত্রুটি।

قَالَ الشَّاعِرُ : قَالَ لِي كَيْفَ أَنْتَ؟ قُلْتُ : عَلِيلٌ

سَهْرًا نِيمٌ وَحَزَنٌ طَوِيلٌ

مَادَهُ : (ع. ل. ل.) : جَنَس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَافِق : عَيُوبٌ / أَمْزَاحٌ , جَنْد : مَعَارِسٌ

سَعَةٌ : ব্যাপকতা।

سَعَةٌ (س. ح. م.) : প্রশস্ত হওয়া, ব্যাপক হওয়া।

(تَفَعَّلَ) تَوَسَّعَةً : প্রশস্ত করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَبِيعَ كُلُّ شَيْءٍ عَيْلًا .

مَادَهُ : (و. س. ع.) : جَنَس : مِثَالٌ وَارَى

رَوَايَةً (ض) مَدَّ : বর্ণনা করা, [এখানে] জ্ঞানালোচনা।

(كَانَ) يَضْحَى : আকর্ষণ সৃষ্টি করা হতো, ...সৃষ্টি হতো।

(إِنْعَالَ) إِنْبَاءٌ : আকর্ষণ সৃষ্টি করা, আকৃষ্ট করা।

(ن) صَبَأٌ : শিশু সুলভ কাজ করা।

(س) صَبَأٌ - الْكِبَى : আশ্রয়ী হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : لَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ

وَأَكُنَّ مِنَ النَّجَّاهِينَ .

مَادَهُ : (ص. ب. و.) : جَنَس : نَاقِصٌ وَارَى

مُرَافِق : مِمَالٌ , جَنْد : يُعْرَضُ

رَوَايَةً (ف) مَدَّ : দেখা, দর্শন করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : بَيَّنَّ أَنَّهُ مَعَ تَلَوْنِ حَالِهِ :

এটা غَيْرَ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং غَيْرَ -এর
মতোই সর্বদা إِصَافَت -এর সাথেই ব্যবহৃত হয়। তবে তার
মাঝে এবং غَيْرَ -এর মাঝে তিনটি পার্থক্য আছে-

১. **إِنَّمَا مَعَ الْأَسْمَاءِ مُضَافٌ إِلَيْهِ** -এর **لَفْظُ بَيِّنَةٍ** ১.
مُضَافٌ إِلَيْهِ -এর **غَيْرِ** জরুরি, তবে **وَالْغَيْرِ**
-এর জন্য এটা জরুরি নয়; বরং এটাও হতে পারে এবং
অন্যটাও হতে পারে।

২. اِسْتِنَاءٌ -এর জন্য আসে, আবার
কখনও صَلَتْ -এর জন্য আসে কিন্তু لَفْظٌ শুধুমাত্র
اِسْتِنَاءٌ -এর জন্য আসে صَلَتْ -এর জন্য আসে না।

مُسْتَقْنِي مُنْقَطِعٌ وَ مُسْتَقْنِي مُصْمِلٌ . لَقَطٌ غَيْرٌ ٥
উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়, কিন্তু لَقَطٌ বিন্দু ও
مُسْتَقْنِي مُنْقَطِعٌ -এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।
مُسْتَقْنِي مُصْمِلٌ -এর জন্য ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং
এখানে বিন্দু মুযাফ আর الخ أَنَّهُ মুযাফ ইলাইহি। মুজাফ
ও মুযাফ ইলাইহি মিলে يَلْتَسِ كَبَرٌ مُسْتَقْنِي আর تَكُونُ مِنْهُ
إِلْتِقَاءٌ ইত্যাদি হলো। مُسْتَقْنِي مِنْهُ আর
حَالِكٌ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে مَعْفُونٌ عَلَيْهِ আর
مَعْفُونٌ تَبِينٌ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে مَعْفُونٌ
অন্তঃপর مَعْفُونٌ وَ مَعْفُونٌ عَلَيْهِ মিলে -এর
يَتَعَلَّى مُضَاهٍ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে
ফেয়েলের اَرْفَى।

قَوْلُهُ : رَقَدِم لِأَعْلَامِ الْعُلُومِ فَارَعَةً :

مَتَعَلِّقٌ لَا عِلَامَ الْعِلْمِ জার ও মাজরর মিলে
 قَدَمِ قَارِعَةٍ -এর সাথে। -এর
 -এর صِفَتِ।

قَوْلُهُ : فَكَانَ لِمَخَابِسِ آلَاتِهِ يَلْبَسُ الخ :

-এর সাথে। **يَبْسُ** হলো **مُتَعَلِّق** -এর **لِمَعَالِينِ** **أَتَيْتِ**
 আর **كَانَ** -এর সম্পর্ক **يَبْسُ** -এর সাথে। অর্থাৎ মূলত
لِغَيْرِ رَوَائِبِهِ **كَانَ** **يَبْسُ** -এর রূপ হলো **يَقُولُ** -এর
 -এর **يَبْسُ** হচ্ছে **يُضْنِي** -এর সাথে। আর **يَحْلَبُ**
عَارِضِهِم -এর **مُتَعَلِّق** হলো **يَرْغَبُ** -এর সাথে। এবং
لِغَيْرِ رَوَائِبِهِ -এর **مُتَعَلِّق** হবে **يَسْعَى** -এর সাথে।

বাঙ্গালাগাত

قَوْلُهُ : تَلَوْنُ حَالِهِ ، وَتَبَيَّنَ مَعَالِهِ :

جِنَاسٌ مُرَدُّوْفٌ -এর মাঝে -مَحَالٌ ও حَالٌ ইবারতে উল্লেখিত হয়েছে।

قَوْلُهُ : قَدِمَ لِأَعْلَامِ الْعُلُومِ فَارَعَةَ :

এখানে যদি **أَعْلَمَ** -এর অর্থ সুউচ্চ পর্বত নেওয়া হয় তাহলে এখানে **إِذَافَةُ الْمُسَبِّحَةِ بِهِ إِلَى الْمُسَبِّحِ** হবে। কেননা علوم কে **إِلْعَامُ** [পর্বত]-এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর যদি পর্বত চূড়া উদ্দেশ্য হয় তাহলে এখানে **إِسْتِعَارَةُ** **إِشْبَارِهِ** হয়েছে, কেননা তখন **عِلْمٌ** কে পর্বতের সাথে **تَشْبِيهِ** দেওয়া হয়েছে। আর এখানে **مُسَبِّحُهُ** মাহযুফ রয়েছে। আর পর্বতের জন্য চূড়া **لَاوَمٌ** এখানে তা **عِلْمٌ** -এর জন্য সাবেত করা হয়েছে। অতএব **أَعْلَمَ** -এর মধ্যে **إِسْتِعَارَةُ تَخْيِيلِيَّةٌ** হয়েছে। আর পর্বতে আরোহণ করা **إِسْتِعَارَةُ تَرْشِيحِيَّةٌ** -এর মধ্যে **قَارَعَةٌ** সুস্তরায় **مُنَاسِبٌ** হয়েছে।

قَوْلُهُ : لِيَحَاسِنَ آلَتُهُ :

এখানে উক্শ্ণ গুণাবলি এবং গুণগরিমাকে **أَلْتَن** [হাতিয়ারের] সাথে **نَفْب** দেওয়া হয়েছে। অতএব **بِمِ** উল্লেখ আছে, **نَفْب** মাহযুফ রয়েছে। তাই এখানে **إِنْعَارَ** **مَصْرَعَه** হয়েছে।

لِخَلَابَةٍ عَارِضَةٍ يُرْغَبُ عَنْ مَعَارِضِهِمْ
وَلِعُدْوَةٍ إِيرَادِهِ يُسَعِّفُ بِمَرَادِهِ. فَتَعَلَّقَتْ
بِأَهْدَابِهِ، لِيَخْصَانِصَ أَهْدَابِهِ، وَتَأَسَّتْ فِي
مَصَافَاتِهِ، لِنَفَائِصِ صِفَاتِهِ، شِعْرُ:
فَكُنْتُ بِهِ أَجْلُوْهُ مُؤَمِّنِي، وَأَجْتَلِي
زَمَانِي طَلُقَ الْوَجْهَ، مَلْتَمِعَ الصَّبَا
أَرَى قَرْنَهُ قُرْنِي، وَمَعْنَاهُ غَنِيَّةُ
وَرُؤْيَتَهُ رِيًّا، وَمَحْيَا لِي حَيًّا

স্বাভাবিক প্রার বাগ্ণিতার খলচাতুরীর কারণে তার বিরোধিতার পরাজয়প্রভা প্রদর্শন করা হতো এবং তার উপস্থাপনার মাধ্যমেই কারণে তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করা হতো। অতএব আমি তার বিশেষ গুণ-গরিমার কারণে তার আঁচল জড়িয়ে ধরলাম এবং তার উৎকৃষ্ট গুণাবলির কারণে তার নিখাদ বন্ধুত্বের জন্য আগ্রহী হলাম। [শ্লোকের অনুবাদ] : অতএব আমি তার মাধ্যমে আমার দুর্ভাবনার মরচে দূরীভূত করতাম এবং আমি আমার জীবনকালকে দীপ্তবদন ও আলোকোজ্জ্বল প্রত্যক্ষ করতাম। আমি তার সান্নিধ্যকে বন্ধুত্ব এবং তার গৃহকে নির্ভর, তার দর্শনকে তৃপ্তি এবং তার জীবনকে আমার জন্য [জীবন-] বারি মনে করতাম।

শাস্তিক অনুবাদ : لِخَلَابَةٍ খলচাতুরীর কারণে عَارِضَةٍ তার বাগ্ণিতার يُرْغَبُ পরাজয়প্রভা প্রদর্শন করা হতো عَنْ তার বিরোধিতায় وَعُدْوَةٍ ইরাদে এবং মাধ্যমের কারণে তার উপস্থাপনার يُسَعِّفُ পূর্ণ করা হতো بِمَرَادِهِ তার উদ্দেশ্য। অতএব আমি জড়িয়ে ধরলাম بِأَهْدَابِهِ তার আঁচল لِإِخْصَانِصِ তার বিশেষ গুণ-গরিমার কারণে وَتَأَسَّتْ فِي তার নিখাদ বন্ধুত্বের জন্য مَصَافَاتِهِ তার উৎকৃষ্ট গুণাবলির কারণে শِعْرُ : فَكُنْتُ بِهِ أَجْلُوْهُ مُؤَمِّنِي অতএব আমি তার মাধ্যমে দূরীভূত করতাম আমার দুর্ভাবনার মরচে وَأَجْتَلِي এবং আমি প্রত্যক্ষ করতাম زَمَانِي আমার জীবনকাল طَلُقَ الْوَجْهَ দীপ্ত বদন مَلْتَمِعَ الصَّبَا আলোকোজ্জ্বল أَرَى আমি মনে করতাম قَرْنَهُ তার সান্নিধ্য قُرْنِي বন্ধুত্ব وَمَعْنَاهُ গৃহ غَنِيَّةُ নির্ভর وَرُؤْيَتَهُ এবং তার দর্শন رِيًّا তৃপ্তি وَمَحْيَا এবং তার জীবন لِي আমার জন্য حَيًّا বারি।

শব্দ বিশ্লেষণ

খলতা, খলচাতুরী : خَلَابَةٌ
নয়ম কথায় আকৃষ্ট করা : (ن) خَلَبًا، خَلَابَةً، (مُعَاغَلَةً) مُعَاغَلَةً :
فِي الْحَدِيثِ : إِذَا بَايَعْتَ قَعْلَ لَا خَلَابَةَ.
مَادَّةُ : (خ. ل. ب.) ، جَسَنٌ : صَحِيحٌ
مُرَادُفٌ : خِدَاعٌ ، خُدْ : صِلَاحٌ
বাগ্ণিতা, বক্তব্যের স্বচ্ছ উপস্থাপন : (ج) عَارِضٌ :
প্রদর্শন করা : (ض) عَرَضًا :
বিরোধিতা করা : (مُعَاغَلَةً) مُعَاغَلَةً :
উপেক্ষা করা, বিমুখ হওয়া : (اِفْعَالٌ) اِفْعَارًا :
فِي الْقُرْآنِ : وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ النَّفْوِ مُعْرِضُونَ .
مُرَادُفٌ : اِبْرَاكُ / اِلْسَن .
পরাঙ্কুখতা/ বিমুখতা : (كَانَ) يُرْغَبُ . (مَج) - عَن ... :
প্রদর্শন করা হতো :
ধাবিত হওয়া, আকৃষ্ট হওয়া : (س) رَغِبًا ، رَغْبَةً - إِلَى :
বিমুখ হওয়া, বিমুখতা প্রদর্শন করা : - عَن ... :

উৎসাহিত করা : (اِنْعِيْل) تَرْغِيْبًا :
فِي الْقُرْآنِ : وَمَنْ يَرْغَبْ عَنِ مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيفًا .
মাদ্দা : (ر. غ. ب.) ، جَسَنٌ : صَحِيحٌ
মুরাদুফ : مُعْرِضٌ ، خُدْ : يَشْتَعِلُ
বিরোধিতা : مُعَارَضَةٌ :
মুকার্ফা (مُعَاغَلَةً) مَص : :
مُرَادُفٌ : مُقَابَلَةٌ / مُنَاقَضَةٌ ، خُدْ : مُوَافَقَةٌ / مُطَاوَعَةٌ
মাধুর্য : عَذْوَةٌ :
স্বাভাব ও মাধুর্যপূর্ণ হওয়া : (ك) مَص : :
فِي الْقُرْآنِ : مَا عَذَّبَ مُرَادُفٌ .
মাদ্দা : (ع. ذ. ب.) ، جَسَنٌ : صَحِيحٌ
মুরাদুফ : مُسَبِّحٌ / مُجَلِّسٌ ، خُدْ : تَنَاقُضٌ / مُرَادُفٌ
উপস্থাপনা : اِبْرَادُ :
উপস্থাপন করা : (اِفْعَالٌ) مَص : :

وَلَيْسْنَا عَلَى ذَلِكَ بِزَهَّةَ ، بِنَشِئُ إِلَى كُلِّ
يَوْمٍ نَزَهَةً ، وَنَدْرَأُ عَنْ قَلْبِي شُبُهَةً ، إِلَى أَنْ
جَدَحْتُ لَهُ بِدِ الْإِمْلَاقِ كَأَسِ الْفِرَاقِ ، وَأَعْرَأُ
عَدَمُ الْعِرَاقِ يَتَطْلُبُ الْعِرَاقِ ، وَلَفْظَتُهُ
مَعَارِزُ الْإِرْزَاقِ إِلَى مَفَاوِزِ الْأَفَاقِ ، وَنَظَمَتُهُ
فِي سِلْكِ الرَّفَاقِ خُفُوفُ رَابَةِ الْإِخْفَاقِ ،
فَتَحَدَّ لِلرَّحْلَةِ غِرَارَ عَزْمَتِهِ ، وَظَعَنَ بِقَتَادِ
الْقَلْبِ بِأَرْزَمَتِهِ .

অনুবাদ : আমরা এভাবে একটা সময় কাটালাম যে, প্রতিদিন সে আমার জন্য একটা আনন্দের যোগান দিত এবং আমার অন্তর থেকে সংশয় দূরীভূত করত। অবশেষে অভাবের হাত তার জন্য বিচ্ছেদের পেয়ালা [পানীয়] প্রস্তুত করে দিল এবং মাংসহীন হাঁড়ের অবিদ্যমানতা তাকে ইরাক ছাড়তে উদ্বুদ্ধ করল। সদয় ব্যবহারের অনুপস্থিতি তাকে নানা দিক-দিগন্তের বিয়াবানে নিক্ষেপ করল এবং বার্ষিকতার ঝাণ্ডা-সঞ্চলন তাকে পরিব্রাজক-দলের ডোরে গেঁথে দিল। ফলে সে বহুদূর ত্যাগের জন্য তার সংকল্পের ধারে শান দিল এবং [আমার] অন্তর তার লাগাম দ্বারা টেনে নিয়ে বিদায় গ্রহণ করল :

[illegible]

শব্দ বিশ্লেষণ

আমরা থাকলাম / অবস্থান করলাম / কাটলাম। : لَبَّنَا

(س) لُبًّا، (تَفَعَّلَ) نَلْبًا : অবস্থান করা।

[[نَعَالٍ] إِبَاءًا، (تَفْعِيلٌ) تَلْبِيًّا : অবস্থান করানো।

فِي الْقُرْآنِ : كَمْ لَيْسْتُمْ قَالُوا لَيْسْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ .

مَادَّةُ : (ل - ب - ث) ، جِنْسُ : صَیِّغُ

مُرَادِفٌ : مَكْنَنًا ، ضِدٌّ : ذَهَبْنَا .

কালের একটি অংশ, কাল : (ج) بُرْهَةٌ, بُرْهَاتٌ :

يُقَالُ : أَقَمْتُ عِنْدَهُ بَرْهَةً مِنَ الدَّهْرِ

مَادَّةُ : (ب - ر - ه) ، جنس : صَحْبِ

مَرَادِفُ : زَمَانٌ / مَدَّةٌ

সে সৃষ্টি করত/ যোগান দিত। : **يَنْشِئُ**

(إِنْعَال) : إِنَاءٌ : । সৃষ্টি করা, তৈরি করা ।

فِي الْقُرْآنِ : ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ / وَنُشِئُ السَّعَابَ الثِّقَالَ

مَادَّةٌ : (ن - ش - هـ) ، جِنْسٌ : مَهْمُوزُ اللَّامِ

مُرَادِفٌ : يَخْلُقُ ، ضِدٌّ : يُهْلِكُ

କ୍ଳ : । ପ୍ରତି

يَوْمَ (ج) أَيَّامٌ : দিন, প্রত্যহ ।

نَزْهَةٌ : (ج) نَزْوٌ : । প্রমোদ ভ্রমণ, আনন্দ ।

(স.ক) نَزَاهَةٌ : মন্দ থেকে দূরে থাকা।

(تَفَعَّلَ) تَزَرُّمًا : আনন্দ ভ্রমণে বের হওয়া।

(تَفْعِيل) تَسْرِبُهَا : পবিত্রতা বর্ণনা করা।

فِي الْحَدِيثِ : فَرَخِصَ فِيهِ فَتَنَزَّهُ عَنْهُ قَوْمٌ

مَادَّةٌ : (ن - ز - ه) ، جنس : صَحِيبٌ

مُرَادِفٌ : سُرُورٌ / فَرَحَةٌ . ضِدٌّ : حُزْنٌ

يَذَرُ : সে দূরীভূত করে [করত] :

(ف) ذَرَأَ : ذَرَأَةً : প্রতিহত করা, দূরীভূত করা :

فِي الْحَدِيثِ : إِذْرَأُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ .

مَادَّةُ : (দ-র-এ) , جنس : مَهْمُوزٌ لَمْ

مُرَادُ : يَجْلُو/يَذْفَعُ

قَلْبُ : (ج) قُلُوبٌ : অন্তর, হৃদয় :

شَبَّهَ : (ج) شَبَّهَ , شَبَّهَاتٌ : সন্দেহ, সংশয়, সাদৃশ্য :

فِي الْحَدِيثِ : مَنْ وَقَعَ فِي الشَّبَّاهَاتِ كُرَاعَ بَرَعَى حَوْلَ الْيَمَى

مَادَّةُ : (শ-ব-এ) , جنس : صَحِيح

مُرَادُ : رَبَّيْتُ , ضِدُّ : طَمَنَيْنَتْ

إِلَى أَنْ : অবশেষে :

جَدَّحَتْ : মিশ্রিত করল, প্রস্তুত করে দিল :

(ف) جَدَّحًا , (تَفْعِيلٌ) تَجْدِيحًا :

মেশানো, মিশ্রিত করা [এখানে প্রস্তুত করা] :

فِي الْحَدِيثِ : أَنْزَلَ فَاجَدَّحَ لَنَا .

مَادَّةُ : (জ-দ-চ) , جنس : صَحِيح

مُرَادُ : مَرَجَتْ/تَهَيَّأَتْ , ضِدُّ : تَشَرَّتْ

يَدُّ : (ج) أَيْدٍ , (ج) أَيَادٍ : হাত, শক্তি, ক্ষমতা :

إِمْلَاقٌ : অভাব :

إِمْلَاقٌ (إِفْعَالٌ) مَصْدُ : অভাবী হওয়া :

(س) مِلَقًا , (تَفْعُلٌ) تَمْلَقًا : চাটুকানিতা করা :

فِي الْقُرْآنِ : لَا تَتَمَلَّقُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ .

مَادَّةُ : (ম-ল-দ) , جنس : صَحِيح

مُرَادُ : أَلْفَقَرَّ , ضِدُّ : أَلْفَيْقَرَّ

كَأَسَ : (ج) كُوُوسٌ , كُوُوسٌ كَأَسَاتٌ , كِبَاسٌ :

পানীয় ভরা পেয়লা :

فِي الْقُرْآنِ : يَكْأَسُ مِنْ مَعِينٍ بَيْضًا .

مَادَّةُ : (ক-এ-এ) , جنس : مَهْمُوزٌ عَيْنٌ

مُرَادُ : قَدَحٌ

الْفِرَاقُ : বিচ্ছেদ, বিরহ :

الْفِرَاقُ (مُفَاعَلَةٌ) مَصْدُ : পৃথক হওয়া :

تَفْعِيلٌ تَفْرِيقًا : পৃথক করা, বিচ্ছেদ করা :

تَفْعُلٌ تَفَرُّقٌ : বিচ্ছেদ হওয়া, পৃথক হওয়া :

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ تَفَرُّقَ يَعْزِ الْكَلَّ كَلًّا مِنْ سَعْيِهِ .

مَادَّةُ : (ফ-র-ক) , جنس : صَحِيح

مُرَادُ : فِرَقَةٌ , ضِدُّ : وَصَلٌ/صِلَةٌ

أُغْرَى : উদ্বুদ্ধ করল :

إِنْعَالٌ إِغْرَاءٌ : উদ্বুদ্ধ করা :

-الْعُدَاوَةُ بَيْنَهُمْ : শত্রুতা সৃষ্টি করা :

(س) غَرَاءٌ - يَكْذِبُ : অধিক আশ্রয়ী হওয়া :

فِي الْقُرْآنِ : وَأَغْرَيْنَا بَيْنَكُمُ الْعُدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ .

مَادَّةُ : (গ-র-য়) , جنس : نَاقِصٌ يَائِي

مُرَادُ : يَرْغُضُ , ضِدُّ : أَسْكَنَ

عَدِمَ : অব্যাদ্যমানতা :

عَدِمَ , عَدَمٌ (س) مَصْدُ : বিনাস করা :

فِي الْحَدِيثِ : إِنَّكَ تَكْسِبُ الْعَدَمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ .

مَادَّةُ : (এ-দ-এ) , جنس : صَحِيح

مُرَادُ : الْفَقْدَانُ , ضِدُّ : وُجُودٌ

(ج) الْغُرَاقُ , (و) عَرَقٌ : মাংসহীন হাড় :

এ শব্দটির অর্থ নিয়ে ভাষাবিদদের মতভেদ রয়েছে ।

ইমাম খলীল বলেন, এর অর্থ গোস্তবিহীন হাড় । আবু জায়েদ

ও ইবনে কুতাইবা বলেন, এর মানে গোস্তযুক্ত হাড় । আবু

ওবাইদা, ইবনুল আনবারী ও ইমাম আসমায়ী বলেন, এর অর্থ

গোস্তের টুকরা ।

فِي الْحَدِيثِ : فَجَعَلْتُ لَا أَكُلُ الْغَرَاقَ وَلَا أَضَعُهُ/وَقَالَ

الشَّاعِرُ : عَ حَمْرَاءُ تَبْرِي اللَّحْمَ عَنْ عَرَاقِهَا .

مَادَّةُ : (এ-র-ক) , جنس : صَحِيح

مُرَادُ : مُضَنَّةٌ/عِظَامٌ

تَطْلِيْقٌ (تَفْعِيلٌ) مَصْدُ : ছেড়ে দেওয়া, ছাড়া, ত্যাগ করা :

فِي الْقُرْآنِ : فَطَلَّقُوا مِنْ لِعْدَتِهِمْ .

مَادَّةُ : (ট-ল-ক) , جنس : صَحِيح

مُرَادُ : تَرَكَّ , ضِدُّ : أَخَذَ

اَلْعِرَاقُ : ইরাক।

ইরাক : প্রসিদ্ধ আরব মুসলিম রাষ্ট্র। কুফা, বসরা, মোসুল ও বাগদাদ তার প্রধান প্রধান নগরী। বহু প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি। ইতিহাসের অনেক রক্তক্ষয়ী বিপর্যয়ের নীরব সাক্ষী। ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রভূমি। আকাশী খেলাফতের শেষ নিদর্শনস্থল। ইরাক শব্দের অর্থ কারও মতে উপকূল। দজলা ও ফোরাতেহর তীরে অবতীর্ণ হওয়ায় এ নামকরণ করা হয়েছে। কারও মতে, এর মানে সমান ইরাকের ভূমি সমতল হওয়ায় তাদের মতে এ নাম রাখা হয়েছে। কেউ অবশ্য অন্য মতও পোষণ করেন।

لَقَطَطَ : নিষ্কেপ করল।

(ض.س) لَقَطَطَ : নিষ্কেপ করা, ফেলে দেওয়া।

(تَفَعَّلَ) تَلَقَّطَ : উচ্চারণ করা, কথা বলা।

فِي الْقُرْآنِ : مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْنِي رَقِيبٌ عَيْنٌ .

مَاَدَّةُ : (ল.ফ.ظ) , جِنْس : صَحِيح

مُرَادُ : رَمَتْ

(ج) مَعَارُزُ , (و) مَعْرَ : অভাব, সংকট, অনুপস্থিতি।

(س) عَوْرًا : দারিদ্র্য হওয়া, অভাব গ্রস্ত হওয়া।

مَاَدَّةُ : (ع.و.ز) , جِنْس : أَجَوَفٌ وَادٍ

مُرَادُ : صَبِيحٌ , ضِدُّ : الْخَفَضُ

اَلْأَرْقَاقُ (إِنْعَالٌ) مَص : সদয় ব্যবহার করা, উপকার করা।

(ن.س.ك) رَقَقًا - يَهْ وَلَهُ وَعَلَيْهِ : সদয় আচরণ করা, কোমল আচরণ করা।

فِي الْحَدِيثِ : مَا كَانَ الرَّقْقُ فِي سَنٍ إِلَّا زَانَةً .

مَاَدَّةُ : (র.ফ.ق) , جِنْس : صَحِيح

مُرَادُ : اَلْإِعَانَةُ اَلْقَفْعُ , ضِدُّ : اَلْإِخْرَارُ

(ج) مَقَاوِرُ , مَقَارَاتُ , (و) مَقَارَةٌ : বিয়াবান, মুক্তি, সাফল্য, ক্ষণ।

فِي الْقُرْآنِ : فَلَا تَحْسِبُهُمْ مَعَارِجَ مِنَ الْعَذَابِ .

مَاَدَّةُ : (ফ.ও.জ) , جِنْس : أَجَوَفٌ وَادٍ

مُرَادُ : اَلصَّحْرَاءُ , ضِدُّ : اَلْأَيْمُرَانُ

(ج) أَفَاقٌ , (و) أَفُقٌ , أَفُقٌّ : দিক, দিগন্ত।

فِي الْقُرْآنِ : سُبْرَتُهُمْ آيَاتُنَا فِي الْآفَاقِ .

مَاَدَّةُ : (أ.ف.ق) , جِنْس : مَهْمُوزٌ فَاءٌ

مُرَادُ : اَلْأَقْطَارُ .

تَطَلَّمَ (ض) تَطَلَّمَ : تَطَلَّمَ : [মালা] গেঁথে দিল।

فِي الْحَدِيثِ : رَأَيْتُ تَتَابِعَ كَيْطَامٍ بِأَلٍ قَطْعٍ يَلْكِيهِ .

مُرَادُ : سَلَكَ .

يَلْكُ : (ج) سُلْكٌ , أَسْلَكَ : মালার সুতা, ডোর।

فِي الْحَدِيثِ : كَيْطَامٌ بِأَلٍ قَطْعٍ يَلْكُ .

مَاَدَّةُ : (স.ল.ক) , جِنْس : صَحِيح

مُرَادُ : اَلتَّحِيْطُ

(ج) رِقَاقٌ , رِقْقٌ , أَرْقَاقٌ , (و) رِقَقَةٌ , رِقَاقَةٌ :

সফর সঙ্গীদের দল, পরিব্রাজকের দল।

فِي الْحَدِيثِ : لَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رِقَّتِكَ .

مَاَدَّةُ : (র.ফ.ق) , جِنْس : صَحِيح

مُرَادُ : رَمَيْلٌ

خَفُوقٌ : সঞ্চলন।

خَفُوقٌ ن (ض) : কশিত হওয়া, নড়া, সঞ্চলিত হওয়া।

(إِنْعَالٌ) إِخْفَاقٌ : বঙ্কিত হওয়া, ব্যর্থ হওয়া।

فِي الْحَدِيثِ : كَانُوا يَنْظُرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى يَخْتَفِ رُؤُسُهُمْ .

مَاَدَّةُ : (খ.ফ.ق) , جِنْس : صَحِيح

مُرَادُ : اَلتَّحَرُّكُ , ضِدُّ : اَلسُّكُونُ

رَأْيَةٌ : (ج) رَأْيَاتٌ , رَأَى : ঝাণা, পতাকা।

(إِنْعَالٌ) إِرْيَاءٌ - اَلرَّأْيَةُ : ঝাণা স্থাপন করা।

(تَفَعَّلَ) تَرَيَّيْتُ - اَلرَّأْيَةُ : ঝাণা বানানো।

مَاَدَّةُ : (র.য.য) , لَفِيْفٌ مَقْرُونٌ

مُرَادُ : تَرَاءٌ

اَلْإِخْفَاقُ : ব্যর্থতা।

اَلْإِخْفَاقُ (إِنْعَالٌ) مَص : অস্থির হওয়া, ব্যর্থ হওয়া।

مُرَادُ : اَلتَّحِيْطُ , ضِدُّ : اَلظَّفَرُ/اَلْفَلَاحُ

شَحَذَ : শান দিল, ধার দিল।

(ف) شَعْنًا : পীড়াপীড়ি করে চাওয়া, তীক্ষ্ণ করা, ধার দেওয়া, শান দেওয়া।

فِي الْحَدِيثِ : نَدَّ يَمْحَرُ مِنْ إِبِلِ الْقَوْمِ .

মারুদ : ফর, চন্দ : ভিত

نَدَّ : (ج) أَنْدَادًا : সমকক্ষ, সমান, সমতুল্য ।

فِي الْقُرْآنِ : فَلَا تَجْعَلُوا لَهُ أَنْدَادًا .

মাদে : (ন-দ-দ) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادُفٌ وَمِثْلُ مَسَائِلٍ , حِنْدٌ : ضَادٌ / مَتَّضِدٌ

فَضْلٌ : গণ-গরিমা ।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَا يَأْتِلِ أَوْلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ
يَأْتُوا أَوْلَى الْقُرْنَى .

ذُو خِلَافٍ : গুণাবলির অধিকারী ।

(ج) خِلَافٌ , خِلَلٌ , (و) خَلَّةٌ : অভ্যাস, গুণ ।

فِي الْقُرْآنِ : لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خَلَّةٌ .

مَادَةٌ : (خ-ল-ল) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادُفٌ : الْخَصْلَةُ , حِنْدٌ : شَيْنٌ

(لَا) حَازَ : একত্র করে নি, [অধিকারী হয় নি] ।

(ن) حَوَّزًا , حِيَازَةً , (إِفْتِعَالٌ) إِحْيَاؤًا : একত্র করা, জমা করা ।

(تَفَعُّلٌ) تَعَوُّرًا : পৃথক হওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَى فِتْنَةٍ .

مَادَةٌ : (ح-و-ز) , جنس : أَجَوَفٌ وَأَوِي

مُرَادُفٌ : جَمْعٌ / حَصَلَ , حِنْدٌ : عَدٌ / نَفَى

مِثْلُ خِلَافِهِ : তার গুণাবলির মতো ।

اسْتَسَرَّ : আশ্রয়গোপন করে রইল ।

(السِّنْفَعَالُ) اسْتَسَرَّ : আশ্রয়গোপন করা, অদৃশ্য হওয়া ।

(الِنْعَالُ) اسْتَسَرَّ : চুপিসারে কথা বলা ।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَسْرَرَتْ لَهُمْ إِسْرَارًا

مَادَةٌ : (س-র-র) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادُفٌ : اسْتَحْفَى / غَابَ , حِنْدٌ : لَاحَ

جِئْتُ : (ج) أَحْبَابًا , (جِع) أَحَابِيْنُ : কাল, যুগ ।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَتَّعَ إِلَى جِئِنٍ

(لَا) أَعْرِفُ : আমি চিনি না, [চিনতাম না]

أَضَى عِرْفَةً , عِرْفَانًا : চেনা, জানা ।

مَادَةٌ : (ب-ع-د) , جنس : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : فِرَاقٌ , حِنْدٌ : وَصَالٌ

(لَا) شَأْنٌ : উদ্বুদ্ধ করে নি, [-করতে পারে নি]

(ن) شَوَّقًا : উদ্বুদ্ধ করা, আকৃষ্ট করা ।

(تَفَعُّلٌ) تَشْوِيْقًا : আকৃষ্ট করা

(إِفْتِعَالٌ) اسْتَحْبَبْتُ : আগ্রহ প্রকাশ করা ।

قَالَ الشَّاعِرُ : ذَكَرْتُ لِلْمُسْتَحْبَبِ خَيْرَ شَرَابٍ .

مَادَةٌ : (শ-ও-ق) , جنس : أَجَوَفٌ وَأَوِي

مُرَادُفٌ : حَنَّتْ , حِنْدٌ : كَر

(مَنْ) سَأَى : [যে-ই] হাকিরে নিয়েছে [আহবান করেছে] ।

(ن) سَوَّقًا : হাকিরে নেওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : وَتَسْتَوِي السَّجِرَيْنِ إِلَى جَهَنَّمَ وَرَدًا

مَادَةٌ : (س-ও-ق) , جنس : أَجَوَفٌ وَأَوِي

مُرَادُفٌ : جَرَّ , حِنْدٌ : تَرَكَ

وَصَالٌ : সান্নিধ্য ।

وَصَالَ (مُفَاعَلَةٌ) مَصَدٌ : পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়া ।

(ن) وَصَلًا , صِلَةً : মিলিত হওয়া ।

- وَصُولًا : পৌছা

فِي الْقُرْآنِ : وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ

وَيَقْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ .

مَادَةٌ : (و-ص-ل) , جنس : مِثَالٌ وَأَوِي

مُرَادُفٌ : صُحْبَةً , حِنْدٌ : قَطَعَ

(لَا) لَاحَ : প্রকাশ পায় নি, আশ্রয়প্রকাশ করে নি ।

(ن) لَوَحًا : প্রকাশ পাওয়া, আশ্রয়প্রকাশ করা ।

(تَفَعُّلٌ) تَلَوَّحًا : দূর থেকে ইশারা করা ।

فِي الْقُرْآنِ : بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ , فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ

مَادَةٌ : (ل-ও-ح) , جنس : أَجَوَفٌ وَأَوِي

مُرَادُفٌ : ظَهَرَ , حِنْدٌ : اخْتَفَى

(مَدَّ) نَدَّ : অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর থেকে ।

أَدْشَا هُوَ , پَلَايَنَ كَرَا , بِيْرَلِ هُوَ । (ض) نَدَّ , يَدَادُ : অদৃশ্য হওয়া, পলায়ন করা, বিরল হওয়া ।

(الِنْعَالُ) يَدَادُ , (تَفَعُّلٌ) تَدَيَّدًا : বিচ্ছিন্ন করা, বিচ্ছিন্ন করা ।

فِي الْقُرْآنِ : بِعَرُفَتِهِ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَائَهُمْ .

মাদে : (এ. র. ফা), جنس : صحيح

مُرَادُفٌ : اعْلَمَ، جَدَّ : اَجْهَلَ

عَرَيْنٌ : (জ) عَرْنٌ : আবাদস্থল, আবাদ, আবাদ

قَالَ الْيَطْرِمَاحُ : كَلَوْنِ سَرَاةٍ تُعْبَانُ الْعَرَيْنِ

মাদে : (এ. র. ন), جنس : صحيح

مُرَادُفٌ : عَيْصَةٌ

আমি পাই না [-পেতাম না] : (لَا) أَجِدُ

(ض) وَجَدُوا : পাওয়া

مُيَبِّنٌ (ফা, মড) : স্পষ্টকারী, সুস্পষ্ট, সংবাদদাতা

بَانَ (إِنْعَالٌ) يَبَانَةٌ : স্পষ্ট হওয়া। স্পষ্ট করা।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ

মাদে (ব. য. ন), جنس : آجَوَفٌ يَابِنُ

مُرَادُفٌ : مَظْهَرٌ / ظَاهِرٌ، جَدَّ : مَكْفٌ / خَفِيٌّ

(كَلَمًا) أَبَتْ : (যখন) আমি প্রত্যাবর্তন করলাম।

(ن) أَوْبًا، بَابًا : ফিরে আসা। প্রত্যাবর্তন করা,

(تَفَعَّلَ) تَوَرَّأَ : প্রত্যাবর্তন করা।

- إِلَى اللّٰهِ : তওবা করা।

فِي الْحَدِيثِ : أَنُيُونُ تَائِيُونُ لِرَبِّكَ حَامِدُونَ .

মাদে : (আ. ও. ব), جنس : مُرَكَّبٌ (مَهْمُوزٌ فَا، أَجَوَفٌ وَادِي)

مُرَادُفٌ : رَجَعْتُ، جَدَّ : أَقَمْتُ

عُرْبَةٌ : প্রবাস।

عُرْبَةٌ (ন) مَصْدُ : প্রবাসী হওয়া।

مُنْبِتٌ : (জ) مَنَابِتُ : উদ্গত হওয়ার স্থান, উৎপন্নস্থল।

(ن) نَبَاتًا : উৎপন্ন হওয়া।

(إِنْعَالٌ) إِنْبَاتًا : উৎপাদন/উৎপন্ন করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَنْبَتَ اللَّهُ نَبَاتًا حَسَنًا .

মাদে : (ন. ব. ত), جنس : صحيح

مُرَادُفٌ : الْفَصْنُ

شُعْبَةٌ : (জ) شُعَبٌ، شِعَابٌ : শাখা, দল।

حَضَرْتُ : আমি উপস্থিত হলাম।

(ن. স) حُضُورًا : উপস্থিত হওয়া।

(إِنْعَالٌ) إِحْضَارًا : উপস্থিত করা।

فِي الْقُرْآنِ : إِذَا حَضَرَ النِّفْسَةَ .

মাদে : (অ. স. র), جنس : صحيح

مُرَادُفٌ : يَحُثُّ، جَدَّ : غَيْثٌ

دَارَ (জ) دَوَّرَ، دَوَّرَ، أَدَوَّرَ : গৃহ, বাড়ি, আগার।

(ج) كَتَبَ، كَتَبَ، (و) كِتَابَ : বই, গ্রন্থ, চিঠি, কিতাব।

دَارَ الْكُتُبِ : গ্রন্থাগার।

مُنْتَدَى : মঞ্জলিস, মাহফিল, [এখানে] মিলনায়তন।

মাদে : (ন. দ. য), جنس : تَائِيصٌ يَابِنُ

مُرَادُفٌ : مَجْلِسٌ / مُتَعَفَى

(ج) الْمَتَادِييُنَ، (ফা, মড, মস) - تَارَبَ - تَفَعَّلَ (و) مَتَادَبَ :

সাহিত্যিক, শিষ্টাচারী।

মাদে : (আ. দ. ব), جنس : صحيح

مُرَادُفٌ : الْأَدِيْبُ .

مُلْتَقَى (اسم ظرف) : সাক্ষাৎনিকেতন, মিলনায়তন।

(س) لِقَاءٌ : সাক্ষাৎ করা।

(إِنْعَالٌ) الْإِنْفَاءُ : মিলিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا .

মাদে : (আ. দ. য), جنس : تَائِيصٌ يَابِنُ

مُرَادُفٌ : مُجْتَمِعٌ

(ج) الْقَاطِنِينَ، (ফা, মড) قَاطِنٌ : স্থানীয়, অধিবাসী।

(ن) قَطْرًا : বসবাস করা, অবস্থান করা।

(تَفَعَّلَ) تَقَطَّيْنَا : বসবাস করানো।

فِي الْحَدِيثِ : تَحَرَّ قَطِيبُ اللّٰهِ .

মাদে : (আ. দ. ন), جنس : صحيح

مُرَادُفٌ : التَّكَايُنُ

(ج) الْمُتَغَرِّبِينَ، (ফা, মড) (و) مُتَغَرِّبٌ : প্রবাসী।

(ن) عُرْبَةٌ (تَفَعَّلَ) تَغَرَّبًا : প্রবাসী হওয়া।

مُرَادُفٌ : الْمَسَاوِيرُ .

فَدَخَلَ دَوْلَابَةً كَثِيرَةً ، وَهَيْبَةً رَقِيَّةً ، فَسَلَّمَ
عَلَى الْجُلَاسِ ، وَجَلَسَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ ،
ثُمَّ أَخَذَ يَبْدِي مَا فِي وَطَائِهِ ، وَيُعْجِبُ
الْحَاضِرِينَ بِفَضْلِ خَطَائِهِ ، فَقَالَ لِمَنْ يَلِيهِ
: مَا الْكِتَابُ الَّذِي تَنْظُرُ فِيهِ ؟ فَقَالَ
دِيَّوَانُ أَبِي عُبَادَةَ ، الْمَشْهُودُ لَهُ بِالْإِجَادَةِ ،
فَقَالَ : هَلْ عَثَرْتَ لَهُ فِي مَا لَمَحْتَهُ ، عَلَى
بَدِيعِ اسْتِمْلَحَتِهِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، قَوْلُهُ :

অনুবাদ : ইত্যবসরে ঘন শূক্ৰমণ্ডিত ও জীর্ণ-জীর্ণ আকৃতির এক ব্যক্তি (সেখানে) প্রবেশ করল। অতঃপর সে উপবিষ্টদের সালাম করল এবং মানুষের সর্বশেষ সারিতে বসে গেল। এরপর তার থলিতে যা কিছু ছিল সে প্রকাশ করতে লাগল এবং তার সুস্পষ্ট বক্তৃতা দ্বারা উপস্থিত লোকদেরকে মুগ্ধ করতে লাগল। অতঃপর সে ব্যক্তি তার নিকটে অবস্থান করছে তাকে বলল, যে কিতাবটি তুমি দেখছ তার নাম কি? সে বলল, কবি ডিওয়ান আবাদার কাব্যসমগ্র, যা উৎকৃষ্টতার ক্ষেত্রে স্বীকৃত। তখন সে বলল, তুমি যা দেখেছ তাতে এমন কোনো অভিনব কিছু কি পেয়েছ, যাকে তুমি রসাত্মক বলে গণ্য করতে পার? উত্তরে সে বলল, হ্যাঁ, কবির এই উক্তি :

শাব্দিক অনুবাদ : فَدَخَلَ ইত্যবসরে প্রবেশ করল دَوْلَابَةً শূক্ৰমণ্ডিত وَهَيْبَةً আকৃতি رَقِيَّةً জীর্ণ-জীর্ণ সَلَّمَ আকৃতির এক ব্যক্তি (সেখানে) প্রবেশ করল। অতঃপর সে সালাম করল عَلَى الْجُلَاسِ উপবিষ্টদের প্রতি وَجَلَسَ এবং বসে গেল فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ সর্বশেষ সারিতে মানুষ ثُمَّ এরপর أَخَذَ প্রকাশ করতে লাগল مَا যা কিছু ছিল وَطَائِهِ তার থলিতে يُعْجِبُ মুগ্ধ করতে লাগল الْحَاضِرِينَ উপস্থিত লোকদেরকে بِفَضْلِ خَطَائِهِ তার সুস্পষ্ট বক্তৃতা দ্বারা فَقَالَ অতঃপর বলল لِمَنْ يَلِيهِ যে ব্যক্তি তার নিকটে অবস্থান করছে তাকে কি الْكِتَابُ الَّذِي تَنْظُرُ فِيهِ যে কিতাবটি তুমি দেখছ فَقَالَ সে বলল সে বলল دِيَّوَانُ أَبِي عُبَادَةَ কাব্যসমগ্র الْمَشْهُودُ لَهُ بِالْإِجَادَةِ যা স্বীকৃত উৎকৃষ্টতার ক্ষেত্রে তখন সে বলল لَهُ তুমি তাতে কি পেয়েছ? هَلْ عَثَرْتَ لَهُ فِي مَا لَمَحْتَهُ এমন কোনো অভিনব কিছু اسْتِمْلَحَتِهِ যাকে তুমি রসাত্মক বলে গণ্য করতে পার فَقَالَ উত্তরে সে বলল نَعَمْ হ্যাঁ কবির এই উক্তি।

শব্দ বিশ্লেষণ

প্রবেশ করল : دَخَلَ :

(ন) دَخُولًا : প্রবেশ করা।

শূক্ৰমণ্ডিত : دَوْلَابِيَّةٌ :

فِي الْقُرْآنِ : يَا أَيُّهَا مَنْ لَا تَأْخُذُ بِلِغَتَيْنِ -

مَا دَا : (অ. হ. য.) , جِنْسٌ : تَأْقِصُ يَأْقِصُ

لِغَتِي : (জ) لَغِي , لَغِي : দাড়ি, শূক্ৰ

كَثَّةً , كَثَّ (জ) كَثَاتٌ : ঘন।

كَثَّ الشُّكْرُ : ঘনশূক্ৰমণ্ডিত।

(স) كَثَّ , كَثَاتٌ : ঘন হওয়া।

فِي الْعِدَّتِ : إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَثَّ الْيَعِيَةِ -

مَا دَا : (ক. হ. থ.) , جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادِفٌ : كَثِيفٌ

فَيْبَةً : (জ) هَيْبَاتٌ : আকার-আকৃতি, অবস্থা।

فِي الْعِدَّتِ : وَفِي يَدِهِ كَهَيْبَةِ الدِّرْقَةِ قَوْصَعَنَا ثُمَّ

جَلَسَ خَلْفَهَا قَبَالَ إِلَيْهَا -

مَا دَا : (অ. হ. য.) , جِنْسٌ : مُرَكَّبٌ (أَجَوَفٌ وَمَهْمُوزٌ لَامٌ)

مُرَادِفٌ : صَوْرَةٌ / مِثْلٌ

رَقِيَّةً : (জ) رَقَاتٌ : জীর্ণ-জীর্ণ

(অ) رَقَاتٌ : জীর্ণ-জীর্ণ হওয়া।

(الْفِعَالُ) إِرْقَاتًا :

আহত হওয়ার পর যুদ্ধের ময়দান থেকে নিয়ে যাওয়া।

الْفِعَالُ) إِرْقَاتًا : জীর্ণ-জীর্ণ হওয়া।

فِي الْعِدَّتِ : فَصَبَّغَتْ الرِّقَاتَ إِلَى السَّائِبِ

مَا دَا : (অ. হ. থ.) , جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادُفُ : اَلْخَلْقُ / اَلْغَيْبُ / اَلْأَيَّانُ
ضِدُّ : اَلْجَدِيدُ / اَلْأَنفِيسُ / اَلْجَنَّةُ
সালাম করল : سَلَّمَ :

(تَقَبَّلَ) তসলীম, সলাত : سَلَامًا :
فِي الْقُرْآنِ : صَلَّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا .
মাদে : (স. ল. ম.), جَس : صَحِيح
মুরাদু : مَرَادُفُ : مَرَى

(ج) جَلَسَ , جُلُوسَ , (و) جَالِسَ
(ج) جَلَسَ , جُلَسَاءُ , (و) جُلُوسَ : উপবিষ্ট

জলস (ض) جُلُوسًا : উপবেশন করা, বসা :
(اِفْعَالُ) اَجْلَسًا : বসানো :

فِي الْقُرْآنِ : تَقَبَّلُوا فِي الْمَجَالِسِ .
মাদে : (জ. ল. স.), جَس : صَحِيح
মুরাদু : قَعْدَ , ضِدُّ : قَامَ

(ج) اَخْرَجَاتِ , (و) اَخْرَجَ : শেষভাগ, সর্বশেষ :
মাদে : (অ. খ. র.), جَس : مَهْمُوزَ قَاءَ

النَّاسِ (اسْمُ جَمْعٍ يَثَلُ قَوْمٍ وَرَفِطُ) (و) اِنْسَانٌ : মানুষ
اَخْرَجَاتِ النَّاسِ : মানুষের সর্বশেষ সারি :
أَخَذَ (ن) أَخَذًا : ধরা, ধারণ করা :

(أَخَذَ) يُعِيدُ : প্রকাশ করতে লাগল :
(اِفْعَالُ) اِيَاءَ : প্রকাশ করা :

فِي الْقُرْآنِ : ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا مِنَ الْآيَاتِ .
মাদে : (ব. দ. ও.), جَس : نَاقِصَ وَاَوَى
মুরাদু : يَطْفِرُ , ضِدُّ : يَخْفَى

(ج) وَطَأَبَ أَوْطَبَ , أَوْطَابَ , (ج) أَوْطَابَ , (و) وَطَبَ :

মুখের মশক, [এখানে] বলি :
قَالَ امْرَأُ الْقَيْسِ : دَأَفَلَتْهُنَّ عَلَيَّاءَ جَرِيضًا وَلَوَادَرَكْتَهُ
صَفِيرَ الْوُطَابِ

মাদে : (ও. ট. ব.), جَس : مِثَالُ وَاَوَى
মুরাদু : قَرَبَ (أَخَذَ) يَعْجِبُ : মুগ্ধ করতে লাগল :

(اِفْعَالُ) اَعْجَبًا : অবাক করা, মুগ্ধ করা, বিস্মিত করা :
(س) عَجِبَ , (تَفَعَّلَ) تَعَجَّبًا : বিস্মিত হওয়া : অবাক হওয়া :
فِي الْقُرْآنِ : يَعْجَبُ الزَّوَّاعُ لَيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ

মাদে : (এ. জ. ব.), جَس : صَحِيح
মুরাদু : يَزُوُّ , ضِدُّ : يَسُوُّ
(ج) حَاضِرُونَ (حَاضِرِينَ) , حَضَرٌ , حِضَارٌ , حُضُورٌ ,
حَضَرَةٌ , (و) حَاضِرٌ : উপস্থিত :
فِي الْحَدِيثِ : وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ .

فَصَلَ : (ج) أَفْصَلَ : সভা ও অসভ্যের ফয়সালা, বিভাজক, সীমা :
فِي الْقُرْآنِ : هَذَا يَوْمَ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ تَكْذِبُونَ .
الْخُطَابَ : বক্তব্য, সম্বোধন :

الْخُطَابَ (مُفَاعَلَةٌ) مَم : পরস্পরে কথোপকথন করা :
فِي الْقُرْآنِ : وَلَا تَحَاطِطِينَ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا .

فَصَلَ الْخُطَابَ : সভাও অসভ্যের বিভাজক, সিদ্ধান্ত, আখ্যাবাদ :
فِي الْقُرْآنِ : وَأَتَيْنَا فَصَلَ الْخُطَابِ .
মাদে : (খ. ট. ব.), جَس : صَحِيح
মুরাদু : مَخَاصِرٌ

যিকি : অবস্থান করছে :
(ض. স) وَلِيًّا : নিকটবর্তী হওয়া :

— وَلِيَّةٌ : দায়িত্ববান হওয়া :
(تَفَعَّلَ) تَوَلَّى : দায়িত্ব অর্পণ করা :

فِي الْحَدِيثِ : كُلُّ مِثْلٍ يَلِدُ
মাদে : (ও. ল. য.), جَس : تَقْيِيدَ مَقْرُوقَ
মুরাদু : يَفْرُبُ / يَذَرُ / يَلْقَى , ضِدُّ : يَتَيْمِدُ
كِتَابَ (ج) كُتُبٌ , كُتُبٌ : বই, গ্রন্থ, কিতাব, চিঠি :
تَنْظُرُ : তুমি দেখছ, তুমি পড়ছ :

(ن) نَظَرًا : দেখা, প্রত্যক্ষ করা :
فِي الْقُرْآنِ : وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ
মাদে : (ন. ট. র.), جَس : صَحِيح
মুরাদু : تَبَيَّنَ

دِيْنَوَانِ (ج) دَوَّارِيْنَ , دِيَاوِيْنَ : গ্রন্থসমগ্র, কাব্যসমগ্র :
রচনাসমগ্র, রেজিষ্টার :

فِي الْحَدِيثِ : لَا يَجْمَعُهُمْ وَيَوْنٌ حَافِظٌ
مَادَّةٌ : (د. ي. و.) : جَمْعٌ : لَيْفٌ مَقْرُونٌ
مُرَادٌ : مَجْمُوعَةُ الشُّرُوفِ قَائِمَةٌ .
أَبُو عَبَّادَةَ (أَبُو عَبْدِ الْبَحْرِيِّ) :

১. বিশিষ্ট আরবি কবির উপনাম ।

الْمَشْهُودُ لَهُ : শীকৃত, সাক্ষাদানের মাধ্যমে সমর্থিত । :
(س. شَهَادَةٌ) : শীকৃতি দেওয়া, হাজির হওয়া । :
سَاحِقٌ : সাক্ষ্য দেওয়া, শীকৃতি দেওয়া, হাজির হওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : شَاهِدٌ وَمَشْهُودٌ .
مَادَّةٌ : (ش. و. د.) : جَمْعٌ : صَحِيحٌ
مُرَادٌ : مُسْلِمٌ مَعْتَرَفٌ

الْإِجَادَةُ (إِعْمَالٌ) : উৎকৃষ্টরূপে করা, সুন্দর করা । :
(ن. جَوْدَةٌ) : সুন্দর হওয়া ।

فِي الْحَدِيثِ : إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْوَدَ
النَّاسِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ
مَادَّةٌ : (ج. و. د.) : جَمْعٌ : أَحْوَفٌ وَأَوْفَى
مُرَادٌ : الْأَمْنِيَّةُ وَالْعَمَلُ : ضِدٌّ : الْقَتْلُ

عَثَرْتُ : ভুমি অবগত হয়েছ/ পেয়েছ । :
(ن. عَثْرًا ، عَثِيرًا ، عَثَارًا) :

عَثَرْتُ : পড়ে যাওয়া । পদস্থলিত হওয়া । :
عَثْرًا ، عَثِيرًا - عَلَى السَّرِّ : অবগত হওয়া । :
(إِعْمَالٌ) : عَثَارًا ، تَعَثِيرًا - :
পদস্থলিত করা । অবহিত করা ।

فِي الْقُرْآنِ : فَإِنْ عَثِرَ عَلَى آثِمًا اسْتَحَقَّ إِثْمًا .
مَادَّةٌ : (ع. و. ر.) : جَمْعٌ : صَحِيحٌ
مُرَادٌ : اِطْلَعْتُ : ضِدٌّ : جَهَلْتُ

لَمَحْتُ : ভুমি দৃষ্টি দিয়েছ, দেখেছ । :
(ف. تَمَسَّكًا : اِقْتِمَالًا) : اِنْسَاءً :

(إِعْمَالٌ) : اِنْسَاءً : লোক চক্ষু থেকে থেকে তাকানো । :
فِي الْقُرْآنِ : كَلَّمَكَ بِالْبَصَرِ .

مَادَّةٌ : (ال. م. ح.) : جَمْعٌ : صَحِيحٌ
مُرَادٌ : رَأَيْتُ : نَظَرْتُ

بَدِيعٌ (ف. م. د.) : :
(ب. بَدَاعَةٌ ، بَدْعًا ، بَدِيعًا) : অনুপম হওয়া । অভিনব হওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
مَادَّةٌ : (ب. د. ع.) : جَمْعٌ : صَحِيحٌ
مُرَادٌ : جَدِيدٌ

اِسْتَمْلَحْتُ : লাবণ্যময়/রসাত্মক গণ্য করতে পার । :
(اِسْتَمْلَحًا) : اِسْتَمْلَحًا : লাবণ্যময় মনে করা, রসাত্মক গণ্য করা । :
فِي الْقُرْآنِ : وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ

مَادَّةٌ : (م. ل. ح.) : جَمْعٌ : صَحِيحٌ
مُرَادٌ : اِسْتَمْلَحْتُ ، جَدِيدٌ : اِسْتَمْلَحْتُ

نَعَمْ : হ্যা, সম্মতি ও ইতিবাচক উত্তর । :
فِي الْقُرْآنِ : قَالَ : نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَيَمُنُّ الْمَعْرِينَ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : وَيَوْنٌ أَيْ عِبَادَةُ الْمَشْهُودِ لَهُ بِالْإِجَادَةِ :

مُصَوِّفٌ وَيَوْنٌ أَيْ عِبَادَةُ : মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে
আর بِالْإِجَادَةِ তার সাথে : এবং لَهُ ফেয়েল শিবহে
অতঃপর সিফাত ও মাওসূফ মিলে উক্ত
মুভতাদা -এর খবর ।

قَوْلُهُ : عَلَى بَدِيعٍ اِسْتَمْلَحْتُهُ :

بَدِيعٌ মাউসূফ আর اِسْتَمْلَحْتُهُ হলো সিফাত ।

বালাগাত

قَوْلُهُ : ذُو لَيْعَةٍ كَفَّةُ الْخ :

এখানে : كَفَّةٌ এবং رَكَّةٌ -এর মধ্যে : لَيْعَةٍ

قَوْلُهُ : يَبْنِي مَا فِي وَطَائِهِ الْخ :

এ বাক্যের মধ্যে : وَطَابٌ এবং : وَطَابٌ :
يَبْنِي : হয়েছে ।

১. আরবি সাহিত্যের খ্যাতনামা কবি আবু উবাদা ওয়াসীদ ইবনে উবাদ আল-বুহদুরী ২০৬ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি তার সমকালীন কবিদের মধ্যে অন্যতম প্রধান কবি হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন । ২৮৪ হিজরিতে এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী যুগশ্রেষ্ঠ কবি ইন্তেকাল করেন ।
দীওয়ালু বুহদুরী নামে দুই খণ্ডে তার কাব্যসমগ্র পাওয়া যায় ।

مَادَّةٌ : (ق. ح. و) . جنس : نَاقِصٌ وَآوِي
 নতুনত্ব সৃষ্টি করেছে/ করেছেন : (إِنْعَالٌ) إِذْعَالٌ :
 অভিনব আকৃতিতে সৃষ্টি করা, নতুনত্ব সৃষ্টি করা :
 أَلْتَشْبِيهِ (تَغْيِيلٌ) مَصْد : উপমা দেওয়া :
 تَشْبِيهُ : উপমা :
 مَادَّةٌ : (ض. ر. م) . جنس : صَحِيح
 (مُفَاعَلَةٌ) مُتَابِهَةٌ : সাদৃশ্য হওয়া :
 مَادَّةٌ : (ش. ب. ه) . جنس : صَحِيح
 مُرَادٌ : أَلْتَشْبِيْلُ
 أَلْمَوْدَعُ (مَف. مَد) : গম্বুজ, অনোর নিকট সংরক্ষিত, [এখানে] ব্যবহৃত :
 (إِنْعَالٌ) إِذْعَالٌ : আমানত রাখা, গচ্ছা রাখা :
 (ف) وَدَعًا : ছেড়ে দেওয়া :
 مَادَّةٌ : (و. د. ع) . جنس : مِثَالٌ وَآوِي
 مُرَادٌ : أَلْمُتَضَمِّنُ/ أَلْمَوْضُوعُ
 أَلْعَجَبُ : আচর্য :
 ضَبْعَةٌ : অবনতি, ধ্বংস :
 (ض) ضَبْعَةٌ : অবনতি হওয়া, ধ্বংস হওয়া, নষ্ট হওয়া :
 (إِنْعَالٌ) إِضَاعَةٌ : নষ্ট করা, ধ্বংস করা :
 فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَضِيعُ أَجْرُ الْمُحْسِنِينَ .
 مَادَّةٌ : (ض. ي. ع) . جنس : أَجَوَزُ يَأْنِي
 مُرَادٌ : هَلَكَ/ فَتَدَّ : হার, হারা :
 أَلْأَدَبُ (ج) أَدَابٌ : সাহিত্য :
 اسْتَفْسَحَتْ : মোটা-তাজা মনে করেছে/করেছেন :
 اسْتَفْعَالٌ اسْتِيسَاءٌ : মোটা তাজা মনে করা :
 (س) سَعًا : মোটা তাজা হওয়া :
 فِي الْقُرْآنِ : وَلَا تَسِينُ وَلَا يَغْنِي مِنْ جَوْعٍ .
 مَادَّةٌ : (س. م. ن) . جنس : صَحِيح
 يَا هَذَا : হে জনাব :
 وَرَمَ : (ج) أَرَامَ : শোথ রোগ :
 وَرَمَ (ح) مَصْد : শরীরে ফুলে যাওয়া :
 فِي الْحَدِيثِ : إِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السَّلَامُ قَامَ فِي الصَّلَاةِ
 حَتَّى تَوَرَّعَتْ قَدَمَاهُ .
 مَادَّةٌ : (و. ر. م) . جنس : مِثَالٌ وَآوِي
 مُرَادٌ : دَمَل
 تَفَحَّتْ : ফুৎকার দিয়েছ/দিয়েছেন :
 (ف) تَفَعَّلَ : ফুৎকার দেওয়া :
 (إِنْعَالٌ) اسْتِنْقَاخًا , (تَفَعَّلَ) تَنَفَّعًا : ফুলে যাওয়া :

فِي الْقُرْآنِ : فَإِذَا نَفَعَ فِي الصُّورِ .
 مَادَّةٌ : (ن. ف. ح) . جنس : صَحِيح
 مُرَادٌ : نَفَعٌ
 صَرَمَ : জোখ, আশুন, ইকন :
 (س) صَرَمًا : প্রজ্বলিত হওয়া :
 مَادَّةٌ : (ض. ر. م) . جنس : صَحِيح
 مُرَادٌ : وَقَوَّةٌ
 أَلْيَتِيَّتُ (ج) أَيْبَاتٌ , بَيُوتٌ : শ্রোত :
 أَلْتَدْرُ (ن) مَصْد : দুর্বল হওয়া :
 أَلْتَدْرُ (ص) : দুর্বল :
 (ك) تَدْرًا : অদ্বত হওয়া, অভিনব হওয়া :
 مَادَّةٌ : (ن. د. ر) . جنس : صَحِيح
 مُرَادٌ : أَلْغَرِيبُ , ضَد : أَلْمُتَعَرِّفُ
 أَلْغَامِعُ (ج) جَوَامِعُ : সমন্বয়ক, একত্রকারী, একাধার, একত্বক :
 فِي الْقُرْآنِ : يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ .
 مَادَّةٌ : (ج. م. ع) . جنس : صَحِيح
 مُرَادٌ : أَلْقَامُ/ أَلْمَطِيْقُ , ضَد : أَلْقَارِقُ
 (ج) مُشَبَّهَاتٌ (بِهَا) , (ر) مَثَبَةٌ : উপমান :
 أَلْقَفَرُ (ج) تَقَوَّرَ : দাঁত, মুণের সামনের দাঁত, মুখ :
 مَادَّةٌ : (ث. غ. ر) . جنس : صَحِيح
 مُرَادٌ : أَلْتَقَرُّ
 أَنْشَدَ : আবৃত্তি করল :
 (إِنْعَالٌ) إِنْشَاءٌ : আবৃত্তি করা :
 نَفَسٌ (ج) أَنْفَسَ , تَقَوَّرَ : প্রাণ, আশা, রিপু :
 أَلْقِدَاءُ (ض) مَصْد : উৎসর্গ করা :
 يَتَعَنَّى إِسْمَ مَفْعُولٍ : উৎসর্গীকৃত :
 (مُفَاعَلَةٌ) مَفَادَةٌ , (تَفَاعَلٌ) تَفَادَيْتَا : মুক্তিপণ আদায় করা ,
 মুক্তিপণ গ্রহণ করে মুক্তি দেওয়া :
 فِي الْقُرْآنِ : وَقَدَيْنَاهُ بِذِيْعٍ عَظِيمٍ .
 مَادَّةٌ : (ف. د. ي) . جنس : نَاقِصٌ يَأْنِي
 مُرَادٌ : إِشْيَارٌ/ تَضْعِيْعَةٌ
 رَأَى (ن) رَوَّاهُ : মুখ করেছে :
 مَشِيَمٌ (ج) مَسَامٍ : মুচকি হাসি, মুচকি হাসির স্থল অর্থাৎ মুখ :
 فِي الْقُرْآنِ : فَتَشِيَمُ ضَاحِكًا .
 مَادَّةٌ : (ب. س. م) . جنس : صَحِيح
 مُرَادٌ : إِشْيَسَامٌ , ضَد : مَسْكَاةٌ

يَفْتَرُ عَنْ لَوْلُو رَطِبٍ وَعَنْ بَرْدٍ
وَعَنْ أَفَاجٍ وَعَنْ طَلْعٍ وَعَنْ حَبِيبٍ
فَاسْتَجَادَهُ مِنْ حَضَرٍ وَاسْتَحْلَاهُ ، وَاسْتَعَادَهُ
مِنْهُ ، وَاسْتَمْلَاهُ . وَسَيَّلَ : لِمَنْ هَذَا الْبَيْتِ
؟ وَهَلْ حَتَّى قَائِلُهُ أَوْ مِثَّتْ ؟ فَقَالَ : أَيْمُ
اللَّهِ ! لِلْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ ، وَلِلصِّدْقِ حَقِيقُ
بِأَنْ يُسْتَمَعَ ، إِنَّهُ - يَا قَوْمَ ! - لَنَجِيكُمْ مَذِ
الْيَوْمِ . قَالَ : فَكَانَ الْجَمَاعَةُ ارْتَابَتْ
بِعَزْوِيهِ ، وَأَبَتْ تَصْدِيقَ دَعْوَتِهِ .

অনুবাদ : সে [প্রেমাস্পদ] তরতাজা মুক্তামালা, শিলাদানা, বাবুনা পুষ্প, মুকুল ও বরুদ দ্বারা মুচকি হাসে। "অতঃপর যারা উপস্থিত ছিল তারা উক্ত শ্লোককে উৎকৃষ্ট মনে করল এবং তা মাধুর্যপূর্ণ জ্ঞান করল। তার কাছে সেই শ্লোকের পুনরাবৃত্তি কামনা করল এবং তার কাছ থেকে শ্লোকদ্বয় লিখিয়ে নিতে চাইল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, এই শ্লোকের রচয়িতা কে? এর রচয়িতা জীবিত আছে, না কি মৃত? সে বলল, আত্মাহর কসম! অবশ্যই সত্য পথ অনুসরণ করা অধিক শ্রেয় এবং সত্য কথা মনোযোগ সহকারে শোনার উপযুক্ত। হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয় সে আজ তোমাদের সাথে কথায় লিপ্ত। হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন, অতঃপর লোকজন যেন [উক্ত শ্লোক দুটি] তার নিজের নামে চালিয়ে দেওয়াকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখল এবং তার দাবি বিশ্বাস করতে অস্বীকার করল।

শাব্দিক অনুবাদ : يَفْتَرُ : সে মুচকি হাসে عَنْ لَوْلُو : মুক্তামালা দ্বারা رَطِبٍ : তরতাজা عَنْ بَرْدٍ : শিলাদানা দ্বারা وَعَنْ أَفَاجٍ : বাবুনা পুষ্প দ্বারা وَعَنْ طَلْعٍ : মুকুল দ্বারা وَعَنْ حَبِيبٍ : বরুদ দ্বারা فَاسْتَجَادَهُ : অতঃপর উৎকৃষ্ট মনে করল উক্ত শ্লোককে لِمَنْ هَذَا الْبَيْتِ : যারা উপস্থিত ছিল তারা وَاسْتَحْلَاهُ : এবং তা মাধুর্যপূর্ণ জ্ঞান করল وَاسْتَعَادَهُ : সেই শ্লোকের পুনরাবৃত্তি কামনা করল مِنْهُ : তার কাছে وَاسْتَمْلَاهُ : এবং তার কাছ থেকে শ্লোকদ্বয় লিখিয়ে নিতে চাইল وَسَيَّلَ : এই শ্লোকের রচয়িতা কে? أَوْ مِثَّتْ : এর রচয়িতা কি জীবিত আছে? অতঃপর সে বলল أَيْمُ اللَّهِ : আত্মাহর কসম! لِلْحَقِّ : অধিক শ্রেয় أَنْ يُتَّبَعَ : অনুসরণ করা وَلِلصِّدْقِ : এবং সত্য কথা حَقِيقُ : উপযুক্ত بِأَنْ يُسْتَمَعَ : মনোযোগ সহকারে শোনার সাথে কথায় লিপ্ত مَذِ الْيَوْمِ : আজ قَالَ : হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন فَكَانَ الْجَمَاعَةُ : অতঃপর যেন لَرْتَابَتْ : লোকজন وَارْتَابَتْ : সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখল وَعَزْوِيهِ : তার নিজের নামে চালিয়ে দেওয়াকে وَابَتْ : এবং অস্বীকার করল تَصْدِيقَ : বিশ্বাস করা دَعْوَتِهِ : তার দাবি।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَفْتَرُ : সে মুচকি হাসে।
(إِنْتِعَال) إِفْتَرَارًا : চমকানো, মুচকি হাসা, ঘ্রাণ লওয়া।
(ض) فَرَا / فَرَارًا : পলায়ন করা।
مَادَهُ : (ف. র. র.) : চিন্তা : مَضَاعَفٌ ثَلَاثِي
مَرَادُون : يَتَسَمَّ / يَضَعُكَ : ضد : يَكُنْ .
لَوْلُو : (ج) لَأَنِي : মুক্তা, মতি, মনি।
رَطِبٌ : (ج) رَطِبٌ : তরতাজা।
فِي الْقُرْآنِ : وَلَا رَطِبٌ وَلَا يَابِسُ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينٍ .
مَادَهُ : (ر. ط. ب.) : চিন্তা : صَحِيح

مَرَادُون : طَرِبٌ : ضد : يَابِسَ
بَرْدٌ : শিলা, বৃষ্টি-শিলা, শিলাদানা।
(ج) أَفَاجٍ : (و) أَفْعَوَانٌ : বাবুনা পুষ্প।
طَلْعٌ : মুকুল, কলি।
(ن) طَلْعًا : উদিত হওয়া, মুকুল ধরা।
فِي الْقُرْآنِ : لَهَا طَلْعٌ تَحِيْدٌ .
مَادَهُ : (ط. ل. ج.) : চিন্তা : صَحِيح
مَرَادُون : تَوَزُّرٌ / زَلِجٌ
حَبِيبٌ : বরুদ।

قَالَ طَرْفَةً : وَإِذَا تَضَعَكَ تَبْدِي حَبَابَ كَرَسَابِ الْمَسْكِ
 بِالنَّاسِ الْخَصْرِ .
 مَادَّةُ : (ح. ب. ب) , جنس : مُتَعَاَف
 مُرَادُف : تَقَاعَة
 اِسْتَعَادَ : উৎকৃষ্ট মনে করল
 (اِسْتَفْعَالَ) اِسْتَعَادَ : উৎকৃষ্ট মনে করা
 مَادَّةُ : (ج. و. د) , جنس : أَجَوَفَ وَادِي
 مُرَادُف : اِسْتَعَسَّ , حُد : اِسْتَقْبَحَ
 (مَنْ) حَضَرَ : যে/যারা উপস্থিত ছিল
 (ن) حَضَرُوا : উপস্থিত হওয়া
 اِسْتَحْلَى : মাধুর্যপূর্ণ জ্ঞান করল
 (اِسْتَفْعَالَ) اِسْتَحْلَى : মাধুর্যপূর্ণ মনে করা, সুমিষ্ট মনে করা
 مَادَّةُ : (ح. ل. و) , جنس : نَاقِصَ رَأْيٍ
 مُرَادُف : اِسْتَعَبَّ
 اِسْتَعَادَ : পুনরাবৃত্তি কামনা করল
 (اِسْتَفْعَالَ) اِسْتَعَادَ : পুনরাবৃত্তি কামনা করা
 اِسْتَمَلَى : লিখিয়ে নিতে চাইল
 (اِسْتَفْعَالَ) اِسْتَمَلَى : লিখিয়ে নিতে চাওয়া
 (اِفْعَالَ) اِمْلَأَ : লেখানো
 مَادَّةُ : (م. ل. ي) , جنس : نَاقِصَ يَأْنِي
 مُرَادُف : اُكْتَسِبَ/اِسْتَكْتَبَ
 سَمِلَ (مِج) : তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো
 (ف) سَوَّلَا : প্রার্থনা করা, জিজ্ঞাসা করা, প্রশ্ন করা
 فِي الْقُرْآنِ : وَلَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْعَفَاءَ .
 مَادَّةُ : (س. ل. ل) , جنس : مَهْمُورَ عَيْنٍ
 مُرَادُف : اِسْتَفْسَرَ
 يَبَيْتٌ : (ج) بَيْتٌ , أَبْيَاتٌ : গৃহ, শ্লোক
 حَيٌّ : (ج) أَحْيَاءُ : জীবিত, জীবনী শক্তি সম্পন্ন
 فِي الْقُرْآنِ : بَلْ هُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ .
 مَادَّةُ : (ح. ي. ي) , جنس : لَفِيفَ مَقْرُونٍ .
 مُرَادُف : رَوَّحِي , حَيْدُ : مَيْتٌ

قَائِلٌ (ف.ا. مذ) (ج) قَوْلٌ , قَبْلُ , قَالَةٌ .
 قَوْلٌ : বক্তা, কথক, রচয়িতা
 (ن) قَوْلًا : কথা বলা
 مَيْتٌ (ج) أَمْوَاتٌ , مَوْتٌ , مَيِّتُونَ : মৃত, জীবনী শক্তি রহিত
 (ن) مَوْتًا : মৃত্যুবরণ করা
 (اِفْعَالَ) اِمَاتَةً : মৃত্যু দান করা
 فِي الْقُرْآنِ : إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ .
 مَادَّةُ : (م. و. ت) , جنس : أَجَوَفَ وَادِي
 مُرَادُف : حَيْفَةٌ , حَيْدُ : حَيٌّ
 أَيْمُ اللَّهِ (يَعْنِي أَيْمَنَ اللَّهِ) : আল্লাহর শপথ [শপথ বাক্য]
 الْحَقُّ : সত্য, সত্যপথ
 (ن. ض. حَقًا) : অপরিহার্য হওয়া, সত্য হওয়া, সঠিক হওয়া
 فِي الْقُرْآنِ : حَقًّا عَلَى الْمُعْصِيَيْنِ .
 مَادَّةُ : (ح. ق. ق) , جنس : مُتَعَاَف ثَلَاثِي
 مُرَادُف : حَيْدُ , حَيْدُ : أَتَابِلُ
 أَحَقُّ (اِسْمُ تَفْضِيلٍ) (مذ) : অধিক শ্রেয়
 فِي الْقُرْآنِ : لَشَهَادَتِنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا .
 مُرَادُف : أَلْيَقُ/أَجْدَرُ
 (أَنْ) يُتَّبَعَ (مِج) : অনুসরণ করা হবে
 (اِفْتِعَالَ) اِتَّبَاعًا : অনুকরণ করা, অনুসরণ করা
 فِي الْقُرْآنِ : اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْتَلْكُمْ أَجْرًا .
 مُرَادُف : يَتَّبِعُ/يَحْتَدِي
 الصَّدَقُ : সত্য কথা
 (ن) مَعْدُ : সত্য কথা বলা
 فِي الْعَدِيثِ : الصَّدَقُ يَنْجِي وَالْكَذِبُ يَهْلِكُ .
 مُرَادُف : يَتَّبِعُ/يَحْتَدِي
 حَقِيقٌ (ص.ف.مذ) (ج) أَحْقَاءُ : উপযুক্ত, যোগ্য
 فِي الْقُرْآنِ : حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ .
 مَادَّةُ : (ح. ق. ق) , جنس : مُتَعَاَف ثَلَاثِي
 مُرَادُف : حَيْدِرٌ

فَتَرَجَّسَ مَا هَجَسَ فِي أَفْكَارِهِمْ ، وَقَطَّنَ
لِمَا بَطَّنَ مِنْ إِسْتِنكَارِهِمْ ، وَحَادَرَ أَنْ
يَفْرَطَ إِلَيْهِ دَمٌ ، فَقَرَأَ إِنْ بَعْضَ الظَّنِّ إِنْهُمْ ،
ثُمَّ قَالَ : يَا رَوَاةَ الْقَرِيضِ ، وَأَسَاءَةَ الْقَوْلِ
الْمَرِيضِ ! إِنْ خَلَاصَةَ الْجَوْهَرِ تَظْهَرُ
بِالسَّبَبِ ، وَبَدَّ الْحَقَّ تَضَعُّ رِذَاءَ الشُّكِّ ،
وَقَدْ قِيلَ فِي مَا غَبَرَ مِنَ الزَّمَانِ : عِنْدَ
الْإِمْتِحَانِ يُكْرَمُ الرَّجُلُ أَوْ يَهَانُ .

অনুবাদ : তখন তাদের চিন্তাধারায় যা উদ্ভিত হলো তা
সে অনুভব করল এবং তাদের যে অস্বীকারের ভাব
লুকিয়ে ছিল তা সে বুঝে নিল। এবং সে ভয় করল যে,
তার প্রতি নিন্দার ঝড়ু বইবে। সুতরাং সে পাঠ করল :
إِنْ بَعْضَ الظَّنِّ [নিশ্চয়ই কোনো কোনো ধারণা পাপের
কারণ]। অতঃপর সে বলল, হে কবিতার বর্ণনাকারীগণ
এবং রুগণ কথার চিকিৎসকগণ! নিশ্চয়ই খাটি জওহর
গলানোর দ্বারা ই প্রকাশ পায় এবং সত্যের হাত সন্দেহের
আবরণ ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। অবশ্য অতীতকালে বলা
হয়েছে : “পরীক্ষার সময় মানুষ সম্মানিত হয় অথবা
লাঞ্ছিত হয়।”

শাব্বিক অনুবাদ : وَقَطَّنَ তখন সে অনুভব করল مَا هَجَسَ তাদের চিন্তাধারায়
এবং তা সে বুঝে নিল لِمَا بَطَّنَ যে ভাব লুকিয়ে ছিল مِنْ إِسْتِنكَارِهِمْ অস্বীকারের
وَحَادَرَ أَنْ যিহে তার প্রতি নিন্দার ঝড়ু তখন সে পাঠ করল إِنْ بَعْضَ الظَّنِّ কোনো কোনো ধারণা
ثُمَّ قَالَ : يَا রুগণ কথার চিকিৎসকগণ! وَرَوَاةَ الْقَرِيضِ কবিতার বর্ণনাকারীগণ
إِنْ خَلَاصَةَ الْجَوْهَرِ খাটি জওহর তপ্পর প্রকাশ পায় بِالسَّبَبِ গলানো দ্বারা
وَبَدَّ الْحَقَّ এবং সত্যের হাত تَضَعُّ চাদরকে رِذَاءَ الشُّكِّ সন্দেহের
وَقَدْ قِيلَ فِي مَا অবশ্য বলা হয়েছে عِنْدَ الزَّمَانِ অতীতকালে
الْإِمْتِحَانِ পরীক্ষার সময় يُكْرَمُ الرَّجُلُ মানুষ সম্মানিত হয় অথবা لَا يَهَانُ লাঞ্ছিত হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

تَوَجَّسَ : অনুভব করল।
(تَفَعَّلَ) تَوَجَّسَ , (إِفْعَالٌ) إِنْجَسًا :
উপলব্ধি করা, অনুভব করা।
(ض) وَجَسًا : শঙ্কিত হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : قَا وَجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً .
مَادَّةُ : (و-ج-س) , وَجَسَ : যিহে ওয়াউ
مُرَادِفٌ : أَحَسَّ
(مَا) هَجَسَ : [যা] মনে উদ্ভিত হলো।
(ن) وَجَسَ : অন্তরে জাগা, মনে উদ্ভিত হওয়া।
(مُفَاعَلَةٌ) مَهَاجَسَةً : চুপিসারে কথা বলা।
مَادَّةُ : (و-ج-স) , وَجَسَ : যিহে
مُرَادِفٌ : خَطَّرَ

(ج) أَفْكَارًا , (و) يَكْرُ : চিন্তা-ভাবনা, চিন্তাধারা।
فِي الْقُرْآنِ : إِنْ فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .
مَادَّةُ : (ف-ك-ر) , وَجَسَ : যিহে
مُرَادِفٌ : تَأَمَّلَ / انْظَرَ .
قَطَّنَ : বুঝে নিল।
(ن) قَطَّنَ , (ك) قَطَّنًا , قَطَّنَةً : বুঝা, উপলব্ধি করা।
مُرَادِفٌ : شَمَّرَ / تَبَيَّنَ
(مَا) بَطَّنَ : [যা] লুকিয়ে ছিল।
(ن) بَطَّنًا , بَطَّنًا : গোপন হওয়া, লুকিয়ে থাকা।
(إِفْعَالٌ) إِبْطَأَ : গোপন করা।
(س) بَطَّنًا : পেটুক হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : يَتْلَمَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ .

مَادَّةٌ : (ب. ط. ن.) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : خَفِيٌّ , ضِدٌّ : ظَهَرٌ
 اسْتَشْكَارٌ : اسْتِفْعَالٌ : مَصْدَرٌ :
 অস্বীকারের ভাব :
 مَادَّةٌ : (ن. ك. ر.) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : يَابِءٌ , ضِدٌّ : إِقْرَارٌ
 حَاضِرٌ : সে ভয় করল, করতে থাকল।
 مَعَاذَةُ : مَعَاذَرَةٌ : (س) حَذَرًا : ভয় করা।
 تَقَعُّبٌ : تَحْذِيرٌ : জীতি প্রদর্শন করা, ভয় দেখানো।
 فِي الْقُرْآنِ : هُمُ الْمَدْعُو فَاحْذَرَهُمْ
 مَادَّةٌ : (ح. ذ. ر.) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : خَافَ , ضِدٌّ : أَمِنَ
 يَفْرُطُ : [এখানে] বড় বইবে।
 (ن) فُرُوطًا , قُرْطًا : অগ্রসর হওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : عَسَى أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا .
 مَادَّةٌ : (ف. ر. ط.) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : يَسْبِقُ
 دَمٌ : (ن) مَصْدَرٌ : নিশা করা।
 دَمٌ : (ج) دُمُومٌ : নিশা।
 مَادَّةٌ : (ذ. م. م.) , جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِينَ
 مُرَادٌ : فَضُووحٌ , ضِدٌّ : مَدْحٌ
 قَرَأَ : সে পাঠ করল।
 - الشَّيْءُ : একত্র করা।
 (ن. ف) قَرَأَةً : পাঠ করা।
 بَعْضٌ : (ج) أَبْعَضُ : অংশ, কোনো কোনো, কোনো এক।
 مَادَّةٌ : (ب. ع. ض.) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : طَائِفَةٌ/فَرْدٌ
 ظَنٌّ : (ج) ظُنُونٌ : ধারণা।
 الظَّنُّ : (ن) مَصْدَرٌ : দৃঢ় বিশ্বাস করা, ধারণা করা।
 فِي الْقُرْآنِ : لِيَتَّبِعُونَا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ .
 مَادَّةٌ : (ظ. ن. ن.) , جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِينَ
 مُرَادٌ : وَهْمٌ , ضِدٌّ : يَكِينٌ .

أَنَّهُ : (ج) أَنَّهُ : [এখানে] গায়েব করল।
 مَادَّةٌ : (ا. ث. م.) , جِنْسٌ : مَهْمُوزٌ قَاءٌ
 مُرَادٌ : ذَنْبٌ , ضِدٌّ : طَاعَةٌ/عِبَادَةٌ
 (ح) رَوَاةٌ , رَاوُونَ , (و. ا. و. ف. ا) : বর্ণনাকারী।
 (ض) رَوَاةٌ : বর্ণনা করা।
 مَادَّةٌ : (و. و. ي.) , جِنْسٌ : لَفِيفٌ مَقْرُونٌ .
 مُرَادٌ : نَاقِلٌ
 الْغَرِيضُ : (ص. ف. م. ذ.) : কবিতা, শের, শ্লোক।
 (ض) قُرْطًا , تَقَعُّبٌ : কর্তন করা।
 (ي. م. ا) إِقْرَاصًا : স্বগ্ন দেওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : مَنْ يَقْرُضَ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا .
 مَادَّةٌ : (ق. ر. و. ض.) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : الشَّمْرُ
 (ج) أَسَاءَةً , يَأْسَاءُ , (ر) أَسَى : চিকিৎসক, ডাক্তার।
 (ض) أَسَأَ : চিকিত্ত হওয়া।
 (ن) أَسْرًا : চিকিৎসা করা।
 مَادَّةٌ : (أ. س. و.) , جِنْسٌ : مُرَكَّبٌ مَهْمُوزٌ قَاءٌ وَنَاقِصٌ وَادِي
 مُرَادٌ : أَطْيَبًا
 الْقَوْلُ : (ج) أَقْوَالٌ , (ج) أَقَاوِيلُ : কথা, বাণী।
 الْقَوْلُ : (ن) مَصْدَرٌ : কথা বলা।
 الْغَرِيضُ : (ص. ف. م. ذ.) : অসুস্থ, দুর্বল।
 (س) مَرَضًا : অসুস্থ হওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : وَلَا عَلَى الْغَرِيضِ حَرَجٌ .
 مَادَّةٌ : (م. ر. و. ض.) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : الضَّعِيفُ , ضِدٌّ : الضَّعِيفُ
 خَلَاَصَةٌ : খাটি, নির্ভেজাল, সারমর্ম।
 (إ. م. ا) إِخْلَاصًا : খাটি করা।
 (ن) خُلُوصًا : খাটি হওয়া।
 فِي الْعَبِيدِ : أَخْلِصْ وَدَيْكَ يَكْفِيكَ الْعَمَلُ الْقَلِيلُ .
 مَادَّةٌ : (خ. ل. و. ص.) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : أَمِيسٌ/أَصْفَاءُ
 الْجَوْهَرُ : (ج) جَوَاهِرُ : জওহর, মূল্যবান বস্তুবিশেষ, মৌল পাথর।

مَادَّةٌ : (ج. و. د. ر.) ، جُنُسٌ أَجَوْفٌ وَأَوْرِي
مَرَادُفٌ : لَوْلُو

তপ্পহর : প্রকাশ পায়।

(ف) ظَهَرُوا : প্রকাশ পাওয়া।

(انْعَمَالٌ) إِظْهَرًا : প্রকাশ করা।

مَرَادُفٌ : تَبَيَّرَ تَبَيَّنَ ، ضِدٌّ : تَغَيَّنَ

السَّبْكُ (ن. ض. ص. د.) : গলানো, গলিয়ে ছাচে ঢালা।

- الْكَلَامُ : পরিমার্জিত করা।

(انْفِعَالٌ) انْبَيَّأَ : বিগলিত হওয়া।

مَادَّةٌ : (س. ب. ك.) ، جُنُسٌ : صَحِيحٌ

مَرَادُفٌ : التَّدْوِيْبُ/الْإِدَاْبَةُ

يَدٌ : (ج. أَيْدٍ) (ج. أَيَادٍ) : হাত, শক্তি, ক্ষমতা।

الْحَقُّ : সত্য।

تَصَدَّعٌ : ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়।

(ف) صَدَعًا : ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া, ফেড়ে দেওয়া।

- عَن : বাধা দেওয়া।

- الْأَمْرُ : প্রকাশ করা।

(مَفْعَلٌ) تَصَدَّعًا : বিচ্ছিন্ন হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : قَاصِدٌ يَمَّا تَوَزَّرَ وَأَعْرَضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ

مَادَّةٌ : (ص. د. ع.) ، جُنُسٌ : صَحِيحٌ

مَرَادُفٌ : تَشَقَّقٌ

رَدَاءٌ : (ج. أَرْدِيَّةٌ) : চাদর, আবরণ, পর্দা।

فِي الْحَدِيثِ : الْكَيْسَرِيَّةُ رَدَائِي

مَادَّةٌ : (ر. د. ي.) ، جُنُسٌ : نَاقِصٌ يَمَائِي

مَرَادُفٌ : حِجَابٌ

الشُّكُّ (ج. شُكُوكٌ) : সন্দেহ।

الشُّكُّ (ن. م. د.) : সন্দেহ করা।

فِي الْقُرْآنِ : مِمَّنْ فِي شَكِّ مَرْيَمَ

مَادَّةٌ : (ش. ك. ل.) ، جُنُسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِينَ

مَرَادُفٌ : رَيْبٌ ، ضِدٌّ : يَفِيْنٌ

(ق. د. ق. ل.) : বলা হয়েছে, অবশ্য বলা হয়েছে।

(مَا) غَبَرَ : [বা] অতীত হয়েছে।

(ن) غُبُورًا : অতিবাহিত হওয়া, অতীত হওয়া, ধূলায়িত হওয়া।

(انْعَمَالٌ) إِغْبَارًا : ধূলা উড়ানো।

(انْعَمَالٌ) إِغْبِرَارًا : ধূলিময় হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَائِرِينَ

مَادَّةٌ : (ع. ب. ر.) ، جُنُسٌ : صَحِيحٌ

مَرَادُفٌ : مَضَى

الزَّمَانُ (ج) أَزْمِنَةٌ : কাল, সময়।

عِنْدَ : কাছে, সময়ে, মুহূর্তে।

الْأَمْتِحَانُ (انْفِعَالٌ) م. : পরীক্ষা করা।

الْأَمْتِحَانُ : পরীক্ষা।

(ف) مَحْتًا : যাচাই করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِيَتَّقُوا

مَادَّةٌ : (م. ح. ن.) ، جُنُسٌ : صَحِيحٌ

مَرَادُفٌ : الْإِخْتِيَارُ

يَكْرُمُ (م. ج.) : সম্মান করা হয়, সম্মানিত হয়।

(انْعَمَالٌ) اِكْرَامًا : সম্মান করা।

(ك) كَرَامَةً : সম্মানিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ

مَادَّةٌ : (ك. ر. م.) ، جُنُسٌ : صَحِيحٌ

مَرَادُفٌ : يَعْظُمُ ، ضِدٌّ : يَهَانُ

الرَّجُلُ (ج) رَجَالٌ ، رَجُلَةٌ ، أَرَجِلٌ : পুরুষ মানুষ।

يَهَانُ (م. ج.) : লাঞ্ছিত করা হয়, লাঞ্ছিত হয়।

(انْفِعَالٌ) إِهَانَةً : লাঞ্ছিত করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَنْ يَهِنِ اللَّهُ فَسَالَهُ مِنْ مُكْرِمٍ

مَادَّةٌ : (و. ن.) ، جُنُسٌ : أَجَوْفٌ وَأَوْرِي

مَرَادُفٌ : يُبْدَلُ

বালাগাত

قَوْلُهُ : يَا زَوْدَةَ الْقَرِيضِ وَأَسَاةَ الْقَوْلِ السَّرِيضِ :

হয়েছে। جُنُسٌ جُنُسٌ مَعْرُوفٌ - এর মধ্যে الْقَرِيضُ وَالْقَرِيضُ

قَوْلُهُ : يَدُ الْحَقِّ تَصَدَّعُ رَدَاءُ الشُّكِّ :

إِسْخَافَةُ الْمُسْتَبِ بِهٖ إِلَى الْمُسْتَبِ - এর মধ্যে رَدَاءُ الشُّكِّ

হয়েছে।

وَهَا أَنَا قَدَّعَرَضْتُ حَبِيبَتِي لِإِخْتِبَارٍ،
عَرَضْتُ حَبِيبَتِي عَلَى الْإِخْتِبَارِ، فَأَيْتَدَّرَ
أَحَدٌ مِنْ حَضَرَ، وَقَالَ: أَعَرَفْتُ بَيْتًا لَمْ
يُنْسَجْ عَلَى مِثَالِهِ، وَلَا سَمَحَتْ قَرِيبَةً
بِمِثَالِهِ، فَإِنِ أَثَرْتُ إِخْتِلَابَ الْقُلُوبِ،
فَأَنْظِمَ عَلَى هَذَا الْأُسْلُوبِ، وَأَنْشَدَ :

فَأَمْطَرْتُ لَوْلَا مِنْ نَرْجِسٍ، وَسَقَتْ
وَرْدًا، وَعَصَّتْ عَلَى الْعُنَابِ بِالْبَرْدِ

অনুবাদ : জেনে রাখ, আমি আমার অভ্যস্তর পরীক্ষার জন্য উপস্থাপন করলাম এবং আমি আমার জাখিল [ঝুড়ি] যাচাইয়ের জন্য সামনে রাখলাম। অতঃপর যারা উপস্থিত ছিল তাদের একজন অগ্রসর হয়ে বলল, আমি এমন একটি শ্লোক জানি, যার ধাঁচে কোনো কবিতা রচিত হয় নি এবং কোনো প্রতিভা তার দৃষ্টান্ত পেশ করতে সক্ষম হয় নি। যদি আপনি [মানুষের] অন্তর আকৃষ্ট করতে আগ্রহী হন তবে এই পদ্ধতিতে কবিতা রচনা করুন এবং সে আবৃত্তি করল : [শ্লোকের অনুবাদ] “অতঃপর সে নাগিস ফুল থেকে মুক্তা বর্ষণ করল এবং গোলাপ ফুলকে সিক্তিত করল, আর কুলের উপর শিলাদানা দ্বারা কামড় বসাল।”

শাখ্বিক অনুবাদ : হা জেনে রাখ قَدَّعَرَضْتُ আমি উপস্থাপন করলাম আমার অভ্যস্তর পরীক্ষার উদ্দেশ্যে عَرَضْتُ আমি সামনে রাখলাম حَبِيبَتِي আমার জাখিল [ঝুড়ি] فَأَيْتَدَّرَ যাচাইয়ের জন্য সামনে রাখলাম অতঃপর অগ্রসর হলো أَحَدٌ একজন حَضَرَ যারা উপস্থিত ছিল وَقَالَ এবং বলল أَعَرَفْتُ আমি জানি بَيْتًا এমন একটি শ্লোক لَمْ يُنْسَجْ কোনো কবিতা রচিত হয়নি بِمِثَالِهِ যার ধাঁচে لَا سَمَحَتْ قَرِيبَةً কোনো প্রতিভা প্রতিভা তার দৃষ্টান্ত পেশ করতে হয়নি إِخْتِلَابَ আকৃষ্ট করতে الْقُلُوبِ অন্তর فَأَنْظِمَ তবে কবিতা রচনা করুন عَلَى هَذَا الْأُسْلُوبِ এই পদ্ধতিতে وَأَنْشَدَ অতঃপর সে বর্ষণ করল لَوْلَا মুক্তা مِنْ نَرْجِسٍ নাগিস ফুল থেকে মুক্তা وَسَقَتْ এবং সিক্তিত করল وَرْدًا গোলাপ ফুলকে وَعَصَّتْ আর কামড় বসাল عَلَى الْعُنَابِ কুলের উপর শিলাদানা দ্বারা।

শব্দ বিশ্লেষণ

هَآ (حَرْفُ التَّيْسِدِ) : জেনে রাখ, সাবধান।

قَدَّعَرَضْتُ : আমি উপস্থাপন করলাম।

(تَفْعِيلٌ) تَعْرِيفًا - كَلَامٌ : উপস্থাপন করা।

(إِقْعَالٌ) يُعَارَضُ : বিমূখ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا -

مَادَّةٌ : (ع. ر. ر. ض.) جِنْسٌ : صَعِيْبٌ

مُرَادٌ : قَدَمْتُ.

حَبِيبَتُهُ : (ج) خَبَايَا : অভ্যস্তরীয় বিষয়, [এখানে] অভ্যস্তর।

(ف) خَبَاءٌ : গোপন করা, লুকানো।

(إِنْعِيَالٌ) إِخْتِبَارٌ : আড়াল হওয়া, আচ্ছাদন করা।

مَادَّةٌ : (خ. ب. .) جِنْسٌ : مَهْمُوزٌ

مُرَادٌ : مَكْتُومٌ/بَاطِنٌ : خِيَدٌ : ظَاهِرٌ

الْإِخْتِبَارُ (إِنْعِيَالٌ) مَد : পরীক্ষা করা।

الْإِخْتِبَارُ : পরীক্ষা।

مَادَّةٌ : (خ. ب. .) جِنْسٌ : صَعِيْبٌ

مُرَادٌ : الْإِنْعِيَالُ

১. এ শ্লোকটির রচয়িতার নাম : মুহাম্মদ ইবনে আহমদ গাসসানী আদ-দিমালকী। উপনাম : আবুল ফারাজ। উপাধি আল-ওরা'ওয়া (الْوَرَا'). তিনি ছিলেন একজন স্বভাব কবি। তাঁর কাব্যের ভাষা প্রাক্কাল ও গভীর ভাবদোষক। উপমা-উৎপ্রেকাসহ কাব্য রচনার তিনি ছিলেন প্রথিতযশা। তার জন্ম সাল অজ্ঞাত। তিনি আনুমানিক ৩৮৫ হিজরি মৃত্যুবিক ৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে ইনতিকাল করেন। তাঁর একটি কাব্যসমগ্রও প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কোনো কোনো টীকাকার তার নাম যিয়ারুদ-দিমালকী বলে উল্লেখ করেছেন, যা সঠিক নয়।

عَرَضْتُ (ض) عَرَضًا - عَلَى... : সামনে রাখলাম, পেশ করলাম।
 حَقِيبَةٌ : (ج) حَقَائِبُ : জাবিল, ঝুড়ি, থলি।
 مَادَّةُ : (ج-ق-ب) , جنس : صَحِيع
 مرادف : وعاء / وقاص
 أَلْعَبَّارُ (افْتِعَال) مصد : যাচাই করা।
 أَلْعَبَّارُ : যাচাই।
 (ن) عُبُورًا : অতিক্রম করা।
 فِي الْقُرْآنِ : فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ .
 مَادَّةُ : (ج-ب-ر) , جنس : صَحِيع
 مرادف : الْأَمْتِعَانُ .
 اِئْتَدَر : অগ্রসর হলো।
 (افْتِعَال) اِئْتَدَارًا , (ن) بَدُورًا , (مَفَاعَلَة) مَبَادَرَةً , بَدَارًا :
 অগ্রসর হওয়া, দ্রুত যাওয়া।
 مَادَّةُ : (ب-د-ر) , جنس : صَحِيع
 مرادف : تَقَدَّمَ / اسْتَبَقَ
 أَحَدٌ : (ج) أَحَادٌ : একজন, একক, একা।
 (مَنْ) حَضَرَ : উপস্থিত ছিল।
 (ن) حَضَرًا : উপস্থিত হওয়া।
 أَعْرَفُ : আমি জানি।
 (ض) عَرَفَانُ , مَعْرِفَةٌ : জানা।
 فِي الْقُرْآنِ : يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ .
 مرادف : أَعْلَمُ , حَيْد : أَعْلَمُ
 بَيْتٌ : (ج) أَبْيَاتُ , بُيُوتٌ : গৃহ, কামরা, শ্রোক, ছন্দ।
 لَمْ يَنْتَسِجْ (مع) : বুনা হয় নি, রচিত হয় নি।
 (ن-ض) نَسَجًا : বুনা করা, বোনা।
 - النِّسْجُ : কবিতা রচনা করা।
 (افْتِعَال) اِنْتَسَجًا : বুনা করা, বোনা।
 مَادَّةُ : (ن-س-ج) , جنس : صَحِيع
 مرادف : لَمْ يَنْتَسِجْ / لَمْ يَنْسِجْ (الحِكَايَة)
 مِثْوَالٌ : (ج) مَثَابِلُ : তাতে কাশড় জড়াবার বেলন, ধাঁচ।

مَادَّةُ : (ن-و-ل) , جنس : أَجَوِفٌ وَأَوَى
 مرادف : طَرَارٌ
 (لَا) سَمَعْتُ : বশিশ করতে পারে নি, পেশ করতে পারেনি।
 (ف) سَمِعًا - ب : বশিশ করা।
 ل- : দান করা।
 مَادَّةُ : (س-م-ح) , جنس : صَحِيع
 مرادف : أَعْطَى , ضِد : مَتَعَتْ
 قَرِينَةٌ : (ج) قَرَانِجُ : প্রতিভা, স্বভাব।
 مِثَالٌ : (ج) أَثِيلَةٌ , مِثْلٌ , مُثَلٌ : উদাহরণ, দৃষ্টান্ত, নজির।
 فِي الْقُرْآنِ : كَيْسٌ كَيْثِلُهُ كَيْ .
 مَادَّةُ : (م-ث-ل) , جنس : صَحِيع
 مرادف : تَطَيَّرَ
 أَثَرْتُ : অগ্রাধিকার দেন।
 (افْعَالٌ) اِثْرًا : প্রাধান্য দেওয়া, অগ্রাধিকার দেওয়া, পছন্দ করা।
 فِي الْقُرْآنِ : بَلْ تَوَثَّرُونَ الْعَيْوَةَ الدُّنْيَا :
 مَادَّةُ : (أ-ث-ر) , جنس : مَهْمُوزٌ فَاءُ
 مرادف : قَضَلْتُ / اخْتَرْتُ
 اِخْتَلَبَ (افْتِعَالٌ) مصد : আকৃষ্ট করা।
 (ن-ض) خَلَبًا : মুগ্ধ করা।
 مرادف : الْإِسَاءَةُ .
 (ج) قَلُوبٌ , (و) قَلْبٌ : অন্তর, হৃদয়, মন।
 أَنْظَمَ : আপনি কবিতা রচনা করুন।
 (ض) نَظَمًا : গীতা, রচনা করা।
 اُسْلُوبٌ : (ج) أَسَالِيبُ : পদ্ধতি, ধাঁচ, ধরন।
 مَادَّةُ : (س-ل-ب) , جنس : صَحِيع
 مرادف : طَرَارٌ / مِثْوَالٌ
 أَنْشَدَ : আবৃত্তি করল।
 (افْعَالٌ) اِنْشَادًا : আবৃত্তি করা।
 اَمْطَرْتُ : সে বর্ষণ করল।

(إِنْعَال) বৃষ্টি বর্ষণ করা । : إِنْمَاطَرًا :

(ن) مُطَوَّرًا : গমন করা ।

فِي الْقُرْآنِ : فَأَمَطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا .

مَادَّةُ : (ম. - প. - র) : جِنْس : صَبِيع

مُرَادِف : مَطَلَّتْ

لَوْلَوْ : (ج) لَأَلَيْنِ : [এখানে- অশ্রু উদ্দেশ্য] : মুক্তা, মতি, মণি,

نَرْجِس : [এখানে- চন্দ্র উদ্দেশ্য] : নার্গিস ফুল,

হলুদ বর্ণের এক প্রকারের ফুল, যার উপর একটি পাতা আবৃত থাকে, ফলে ফুলটি সহজে দৃষ্টিত আসে না, নার্গিস ফুল ।

قَالَ ابْنُ الْمَعْتِزِ : وَسَيَانُ قَدْ خَدَعَ التَّنْعَاسَ جَفُونَهُ
فَعَكَى بِمُفْلَةٍ ذَبَرَلِ التَّرْجِيسَ .

مَادَّةُ : (ন. - র. - জ. - স) : جِنْس : صَبِيع

سَقَّتْ : পানি পান করাল, সিঁধিত কবল ।

(ض) سَقَّى : তৃষ্ণা নিবারণ করা, সিঁধিত করা ।

فِي الْقُرْآنِ : وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا .

مَادَّةُ : (স. - ক. - য) : جِنْس : تَقْطِصُ يَأْنِي

مُرَادِف : أَشْرَبْتُ / أَرَوْتُ

وَرْدَةٌ : (জ) وَرْدَةٌ : [এখানে-গণ্ডেশ উদ্দেশ্য] : গোলাপ,

فِي الْقُرْآنِ : فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالْيَدَاهَانِ .

مَادَّةُ : (ও. - র. - দ) : جِنْس : مِثَالٌ وَآوَى

عَضَّتْ : কামড় দিল, কামড় বসাল ।

فِي الْحَدِيثِ : عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ .

مَادَّةُ : (এ. - স. - স. - স) : جِنْس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادِف : قَرَضَ / لَدَعَ

عُتَابٌ : কালসে লালবর্ণের বিলেতী কুল, বরই, বদরী ।

[এখানে-আঙ্গুলের মাথা উদ্দেশ্য]

مَادَّةُ : (এ. - ন. - ব) : جِنْس : صَبِيع

بَرْدٌ : [এখানে-দাঁত উদ্দেশ্য] : শিলা, বৃষ্টি-শিলা, শিলাদানা,

فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ،
حَتَّىٰ أَنْشَدَ فَأَعْرَبَ :

سَأَلَتْهَا حِينَ زَارَتْ نَضَوَ بَرْقِعِهَا أَلْ
قَانِي وَإِدَاعَ سَمْعِي أَطْيَبَ الْخَبِيرِ
فَرَحَرْتُ شَفَقًا غَشَى سَنَا قَمَرٍ
وَسَاقَطَتْ لَوْلَا مِنْ خَاتَمِ عَطِيرٍ
فَحَارَ الْحَاضِرُونَ لِبِدَاهَتِهِ ، وَاعْتَرَفُوا
بِنِزَاهَتِهِ ، فَلَمَّا آنَسَ اسْتِنْفَاسَهُمْ بِكَلَامِهِ
، وَانْصَابَهُمْ إِلَى شُعْبِ إِكْرَامِهِ ، أَطْرَقَ
كَطْرِفَةُ الْعَيْنِ .

অনুবাদ : অতঃপর সে দৃষ্টিপাত পরিমাণ অথবা তার চেয়ে কম সময় অপেক্ষা করল। তারপর সে আবৃত্তি করল এবং একটি অভিনব কবিতা আবৃত্তি করল : শ্লোকের অনুবাদ "যখন সে [প্রিয়া] সাক্ষাৎ করতে এলো তখন আমি তাকে তার লাল বোরকা [ওড়না] খুলে ফেলার জন্য এবং আমার কানে উত্তম সংবাদ পরিবেশন করার জন্য অনুরোধ করলাম। অতঃপর সে লাল দিগন্ত রেখা সরিয়ে ফেলল, যা তাঁদের আলোকে ঢেকে রেখেছিল এবং সে আতরমাখা অঙ্গুরি [মুখ] থেকে মুক্তামালা [বাণী] ঝরালো। অতঃপর উপস্থিত জনতা তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কারণে হতভয় হলো এবং তার অপবাদমুক্তির কথা স্বীকার করল। এরপর যখন সে তার কপাল প্রতি তাদের আকর্ষণ ও তার সম্মানের ঘোঁড়ি [অথবা নানা প্রকার সম্মানের প্রতি তাদের আগ্রহ প্রত্যাক্ষ করল তখন সে চোখের পলকপাত পরিমাণ মাথা নিচু করল।

শাখিক অনুবাদ : فَلَمْ يَكُنْ سے অপেক্ষা করেন। তবে الْبَصَرُ কَلِمَ দৃষ্টিপাত পরিমাণ أَقْرَبُ অথবা তার চেয়ে কম সময় أَنْشَدَ তারপর সে আবৃত্তি করল نَافِرَبْ এবং একটি অভিনব কবিতা سَأَلْتُهَا আমি তাকে অনুরোধ করলাম جِيْنَ زَارَتْ যখন সে সাক্ষাৎ করতে এলো فَتَضَرَّ খুলে ফেলা তার বোরকা الْفَانِي পাণ্ডা লাল وَأَبْدَاعُ এবং পরিবেশন করার জন্য سَمِعِي আমার কান أَطْيَبُ উত্তম الْكَبِيرُ সংবাদ فَرَحَزَعَتْ অতঃপর সে সরিয়ে ফেলল فَتَقَاتُ লাল দিগন্ত রেখা غُطِيَ ঢেকে রাখল سَنَائِرُ চাঁদের আলো وَسَاقَطَتْ এবং সে ঝরাশো নَزُولُ মুক্তামালা مِنْ থেকে خَاتِمِ অঙ্গুরি غُطِيَ অতঃপর মাথা فَتَارَ হতভব হলো الْحَاضِرُونَ উপস্থিত জনতা لِيَدْفِنِي তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কারণে وَاعْتَرَفُوا এবং স্বীকার করল سَرَفَانِي তার অপবাদ মুক্তির أَنَسُ এরপর যখন সে প্রত্যক্ষ করল اِسْتِنَابَهُمْ তাদের আকর্ষণ يَكْلَامِي তার কথার প্রতি اِنْصِبَاهُمْ তাদের আগ্রহ اِلَى প্রতি غُفِي ঘাঁটি اِكْرَامِي তার সম্মানের أَطْرُقُ তখন সে মাথা নিচু করল كَطَرَتِي চোখের পলকপাত পরিমাণ।

শব্দ-বিশ্লেষণ

दृष्टिपातः । : $\frac{1}{2}$

দৃষ্টিপাত করা। : مَصَّ (ف) مص : ।

مُرَادِف : نَظَر

لَبَّصَرَ (ج) أَبْصَارٌ : दृष्टिशक्ति, चक्षुः ।

فَإِنِّي الْقُرْآنُ : لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ .

نَمَادَة : (ب. ص. ر) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : الْعَيْنُ

अपेक्षाकृत, अधिक निकटवर्ती, : (اسم تفضیل, مذ) :
[এখানে] অপেক্ষাকৃত কম সময়।

(স.ক) قُرْبًا، قُرْبَانًا : নিকটবর্তী হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ .

ماده : (ق. ر. ب) ، جنس : صحیح

مراد: ادنیٰ، ضد: ابعدا
أَفَرَأَيْتُمُ اللَّيْلَ إِذَا الْفَجَّ

الحَرْبُ (إِقْدَارٌ) عَرَبِيٌّ : অর্জন কামে কাৰতা আৰু কৰণ ।

سَأَلْتُ : আমি অনুরোধ করলাম ।

(f) سَوَّالًا : আবেদন করা, প্রার্থনা করা, জিজ্ঞাসা করা।

فِي الْقُرْآنِ : لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ ، إِنْ تُهْدَلَكُمْ تَسْأَلُكُمْ .

مَادَّةٌ : (স. - ল) , جنس : مهْمَوْز عَيْن
 مرادف : لِحْسَنَتٌ .

جَيْنٌ : (জ) أَحْيَانٌ , (জ) أَحْيَانٌ : সময়, মুহূর্ত, [যখন] :
 زَارَتْ : সাক্ষাৎ করতে এলো।

(ن) زَوَّرَ , زَيَّارَةٌ : জিয়াবৃত করা, সাক্ষাৎ করা।
 تَفْعِيلٌ تَزْوِيرٌ : জালিয়াতি করা।

فِي الْحَدِيثِ : تَهَيَّيْتُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقَبْرِ , أَلَا تَزُورُونَهَا .
 مَادَّةٌ : (জ. - র) , جنس : أَجَوَفٌ وَأَوَى

مرادف : لَقِيْتُ
 تَضَوُّ (ن) مَص : অনাবৃত করা, বসন খুলে ফেলা।

(إفعال) انضأ : দুর্বল করা, জীর্ণ শীর্ণ করা।
 مَادَّةٌ : (ন. - স. - র) , جنس : نَاقِصٌ وَأَوَى

مرادف : كَشَفٌ/ خَلَعٌ , ضِد : كَسْبٌ/ تَغْطِيَةٌ
 بَرَقِعٌ : (জ) بَرَقِعٌ : বোরকা, বুরকা, হেজাব।

مَادَّةٌ : (ব. - র. - গ) , جنس : صَحِيحٌ
 مرادف : حِجَابٌ

أَلْقَانِي (فا, مذ) : গাঢ় লাল, তীব্র লালবর্ণ।
 (ن) قَتَرًا - أَلْقَى : রং গাঢ় লাল হওয়া।

- أَلْمَل : জমা করা।

مَادَّةٌ : (ফ. - ন. - ও) , جنس : نَاقِصٌ وَأَوَى
 مرادف : الْأَحْمَرُ

إِدْبَاعٌ (إفعل) مَص : আমানত রাখা, [এখানে] পরিবেশন করা।
 (ف) وَدَعَا : ছেড়ে দেওয়া।

مَادَّةٌ : (ও. - দ. - গ) , جنس : مِثَالٌ وَأَوَى
 مرادف : أَمَانَةٌ/ تَقْدِيمٌ .

سَمِعَ : (জ) أَسْمَعَ , أَسَمِعَ (জ) , أَسَمِعَ : কান, শ্রবণেন্দ্রিয়।

فِي الْقُرْآنِ : حَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ
 وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ .

مَادَّةٌ : (স. - ম. - গ) , جنس : صَحِيحٌ
 مرادف : أذن (إليه)

أَطْيَبَ (اسم تفضيل, مذ) : (জ) أَطْيَبٌ : উত্তম, উৎকৃষ্ট।

فِي الْقُرْآنِ : إِلَيْهِ بِصَدْعِ الْكَلِمِ الطَّيِّبِ .

أَطْيَبُ : (প. - য. - ব) , جنس : أَجَوَفٌ
 مرادف : حَمِيمٌ

أَخْبَرَ (ج) أَخْبَارٌ , أَخْبِيرُ : সংবাদ, সম্ভেল।
 خَرَجَتْ : সে সরিয়ে ফেলল।

(إفعل) وَخَرَجَ : সরিয়ে ফেলা, দূরে সরিয়ে নেওয়া, দূর করা।
 (تفعيل) دُرَّةٌ : দূরে সরা, হটা।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَنْ وَخِجَ عَنِ النَّارِ فَقَدْ نَارَ .
 مَادَّةٌ : (জ. - হ. - জ. - হ) , جنس : مُصَاعَفٌ رِبَاعِيٌّ

مرادف : أَرَأَيْتَ , ضِد : أَثْبَتُ
 نَقَى : (জ) أَشْفَأَ : লাল দিগন্ত রেখা।

[এখানে লাল বোরকা অর্থাৎ লাল ওড়না উদ্দেশ্য]।
 مَادَّةٌ : (শ. - ফ. - গ) , جنس : صَحِيحٌ

عُشِيَ (تفعيل) تَغْشِيَةٌ : ঢেকে রাখল [রেখেছিল]।
 فِي الْقُرْآنِ : فَلَكَ عَشِيَهُمْ فِي الظُّلِّ دَعَا اللَّهَ .

مَادَّةٌ : (গ. - শ. - য) , جنس : نَاقِصٌ بَاقِيٌّ
 سَنَا : [এখানে আলো, রশ্মি]।

فِي الْقُرْآنِ : يَكَادُ سَنَا بَرَقِهِ .
 مَادَّةٌ : (স. - ন. - য) , جنس : نَاقِصٌ

مرادف : ضَوْءٌ
 قَمَرٌ : (জ) أَقْمَرَ : চাঁদ।

فِي الْقُرْآنِ : اقْصَرَّتِ السَّاعَةُ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ .
 مَادَّةٌ : (ফ. - ম. - ও) , جنس : صَحِيحٌ

مرادف : هِلَالٌ
 سَنَاقِمَرٌ : [এখানে- চেহারার দীপ্তি উদ্দেশ্য]।

سَاقَطَتْ : [একাধারে] ঝরাগেলো।
 (إفعل) سَاقَطَتْ : [লাগাতার] ঝরানো।

فَعَلَهُ دَعَا : ফেলে দেওয়া।
 (ن) مَقْرَمًا : পড়ে যাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : تَسَاقَطَ عَلَيْكَ رَطَبًا جَنِبًا .
 مَادَّةٌ : (স. - ফ. - গ) , جنس : صَحِيحٌ

مرادف : قَطَرٌ
 خَاتَمٌ : (জ) خَوَاتِمٌ : আংটি, অঙ্গুরি, [এখানে মুখ উদ্দেশ্য]।
 فِي الْقُرْآنِ : وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ .

فِي الْقُرْآنِ : فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْعُوا إِلَيْهِمْ
أَسْأَلُهُمْ .

মাদে : (অ.ন.স) , جنس : مَهْمُوز

مُرَادُ : تَوْجِيس / أَمْر

إِسْتِثْنَاءٌ : আকর্ষণ

إِسْتِثْنَاءٌ (استعمال) মদে : আকৃষ্ট হওয়া

মাদে : (অ.ন.স) , جنس : مَهْمُوز

مُرَادُ : اجْتِنَابٌ .

কলাম : কথা, আলোচনা, বাক্য

انْتِصَابٌ (انفعال) মদে : আহ্বাহী হওয়া

انْتِصَابٌ : আহ্বাহ

شُعَبٌ (ج) شِبَابٌ : ঘাটি, গিরিপথ

(ج) شُعَبٌ , (و) شُعْبَةٌ : শাখা, নানা প্রকার

মাদে : (শ.এ.ব) , جنس : صَحِيح

مُرَادُ : مَخْفَرٌ

إِكْرَامٌ : সম্মান

إِكْرَامٌ (إفعال) মদে : সম্মান করা

أَطْرَقَ : মাথা নিচু করল

(إفعال) أَطْرَقًا : মাথা নিচু করা, দৃষ্টি আনত করা

(ن) طَرِيقًا : রাস্তা

كَقَوْلِ الشَّاعِرِ :

أَطْرَقَ كَرَى أَطْرَقَ كَرَى * إِنَّ السَّعَامَةَ فِي الثُّرَى .

মাদে : (ট.র.ফ) , جنس : صَحِيح

مُرَادُ : غَضٌّ

طَرَفَةٌ : একবার পলকপাত করা

(ض) طَرَفَةً : পলকপাত করা

فِي الْقُرْآنِ : وَلَا يَرْتَدَّ إِلَيْهِمْ طَرَفُهُمْ .

মাদে : (ট.র.ফ) , جنس : صَحِيح

مُرَادُ : نَظَرَةٌ

عَيْنٌ : (ج) عَيْنٌ , أَعْيُنٌ , أَعْيَانٌ : চোখ

فِي الْقُرْآنِ : وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا .

মাদে : (এ.ই.ন) , جنس : آجُوزٌ بِأَيْنِ

مُرَادُ : الْبَصَرُ

مَادَةٌ : (ع.ত.ম) , جنس : صَحِيح

عَطَرَ (صف, مذ) : আভর মাখা, সুগন্ধিময়

(س) عَطَرَ , (تفعّل) تَعَطَّرًا : সুগন্ধিময় হওয়া

(تفعّل) تَعَطَّرًا : সুগন্ধিময় করা, সুগন্ধযুক্ত করা

فِي الْحَدِيثِ : وَهِيَ أَعَطَّرَ نِسَاءَ النَّاسِ .

মাদে : (এ.ট.র) , جنس : صَحِيح

مُرَادُ : طَيِّبٌ / مُطَيِّبٌ

حَارٌّ : হতভম্ব হলো

(س) حَيْرًا , حَيْرَةً , حَيْرَانًا : কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া

الْرَّجُلُ : দিশেহারা হওয়া

(تفعّل) تَحَيَّرًا : হতভম্ব করা

فِي الْقُرْآنِ : كَأَنكَ يَاسَيَّةُ الْفَيَّاسِ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا .

মাদে : (এ.ই.র) , جنس : آجُوزٌ بِأَيْنِ

مُرَادُ : بَهْتٌ

(ج) حَاضِرُونَ , حُضُرٌ , حِضَارٌ (و) حَاضِرٌ : উপস্থিত জনতা

بِدَاهَةٍ : উৎপন্নমতিত্ব, প্রত্যক্ষপন্থমতিত্ব

بِدَاهَةٍ (ف) مَدَّة : তৎক্ষণাৎ জওয়াব দেওয়া

মাদে : (ব.দ.দ) , جنس : صَحِيح

مُرَادُ : ارْتِيَالٌ .

إِعْتَرَفُوا : তারা স্বীকার করল

(إفعال) إِعْتَرَاءًا : স্বীকার করা

فِي الْقُرْآنِ : وَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ .

মাদে : (এ.র.ফ) , جنس : صَحِيح

مُرَادُ : أَقْبَرُوا , ضَدٌّ : أَنْكَرُوا

نَزَاهَةٌ : নিকলুযতা, অপবাদমুক্তি

نَزَاهَةٌ (س) مَدَّة : নিকলুয হওয়া

(تفعّل) تَنَزَّهًا : পবিত্র হওয়া, নিকলুয হওয়া

(تفعّل) تَنَزَّهًا : পবিত্র করা, পবিত্রতা বর্ণনা করা

মাদে : (অ.ন.জ.দ) , جنس : صَحِيح

مُرَادُ : صَفَاءٌ / نَظَافَةٌ

(لَمَّا) أَنْسَ : [যখন] প্রত্যাক করল

(إفعال) إِنْيَاسًا : অনুভব করা, প্রত্যাক করা

(س) ك) إِنْسًا - إِلَيْهِ : অন্তরঙ্গ হওয়া

ثُمَّ قَالَ : دُونَكُمْ بَيْتَيْنِ آخَرَيْنِ ، وَأَنْشَدَ :

وَأَقْبَلْتُ يَوْمَ جَدِّ الْبَيْنِ فِي حَلٍ

سُودٍ تَعَصَّى بَنَانُ الثَّادِمِ الْحَصْرِ

فَلَاخَ لَيْلٍ عَلَى صَبْحِ أَقْلِهِمَا

غَضَنْ ، وَضَرَسَتْ الْيَلُورَ بِالذَّرْرِ

فَحِينَنِيذِ اسْتَسْنَى الْقَوْمُ قِيَمَتَهُ ،

وَاسْتَفْزَرُوا دِيَمَتَهُ ، وَأَجْمَلُوا عَشْرَتَهُ ،

وَجَمَلُوا قِشْرَتَهُ .

অনুবাদ : অতঃপর বলল : নিন আপনারা, আরও দুটি শ্লোক; এবং আবৃত্তি করল : [শ্লোকের অনুবাদ] “এবং সে [প্রিয়া] বিচ্ছেদ সংঘটিত হওয়ার দিন কালো পোশাকে নির্বাক লজ্জাশীলের মতো আঙ্গুলের মাথা কাটতে কাটতে এগিয়ে এলো। তখন ভোরের উপর রাত্রি ছেয়ে গেল। উভয়কে একটি মগডাল বহন করল এবং সে মুকামালা দ্বারা বেলেয়ার [কাচ] কাটগ।” অতএব তখন লোকেরা তার মর্যাদা উঁচু মনে করল এবং তার [জ্ঞান] বৃষ্টির প্রাবল্য উপলব্ধি করল। তারা তাকে উত্তম সান্নিধ্য দান করল এবং তার উত্তম পোষাকের ব্যবস্থা করল।

শাখিক অনুবাদ : وَأَنْشَدَ আবারও দুটি শ্লোক বলায় : ثُمَّ قَالَ : دُونَكُمْ নিন আপনারা, আরও দুটি শ্লোক করল : وَأَقْبَلْتُ সে এগিয়ে এলো : يَوْمَ جَدِّ الْبَيْنِ বিচ্ছেদ সংঘটিত হওয়ার দিন : فِي حَلٍ পোশাকে : سُودٍ কালো : تَعَصَّى কাটতে কাটতে : بَنَانُ আঙ্গুলের মাথা : الثَّادِمِ লজ্জাশীল : الْيَلُورَ নির্বাক : بِالذَّرْرِ তখন ছেয়ে গেল : لَيْلٍ রাত্রি : عَلَى صَبْحِ ভোরের উপর : أَقْلِهِمَا উভয়কে বহন করল : وَضَرَسَتْ মগডাল : الْغَضَنْ এবং সে : কাটল : الْيَلُورَ কাচ : মুকামালা দ্বারা : فَحِينَنِيذِ অতএব তখন : اسْتَسْنَى লোকেরা : الْقَوْمُ তার মর্যাদা : উঁচু মনে করল : قِيَمَتَهُ তার [জ্ঞান] : وَاسْتَفْزَرُوا উপলব্ধি করল : دِيَمَتَهُ তার [জ্ঞান] : وَأَجْمَلُوا তার উত্তম : عَشْرَتَهُ তার উত্তম : وَجَمَلُوا তার উত্তম : পোষাকের ব্যবস্থা করল : তার উত্তম : পোষাকের।

শব্দ বিশ্লেষণ

دُونَكُمْ , دُونَكَ (اسم فعل بمعنى خَذَ) :

নাও তোমরা, নিন আপনারা।

بَيْتَيْنِ آخَرَيْنِ : আরও দুটি শ্লোক।

أَقْبَلْتُ : সে এগিয়ে এলো।

(إِنَّمَال) إِفْبَالًا : এগিয়ে যাওয়া, সম্মুখীন হওয়া, অগ্রসর হওয়া।

(س) قَبُولًا , (تَفَعَّل) تَقَبُّلاً : গ্রহণ করা।

فِي الْقُرْآن : فَأَقْبَلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

মাদে : (ق. ব. ল), : جِئْتُ : صَبَّحَ

مُرَادُف : تَقَدَّمَ , ضَد : تَخَلَّفَ

(يَوْم) جَدَّ : [যদিন] সংঘটিত হলো, সংঘটিত হওয়ার দিন।

(ض) جَدًا : সংঘটিত হওয়া।

فِي الْحَدِيث : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

جَدَّ فِي السَّيْرِ جَمَعَ بَيْنَ الْعِلَاتَيْنِ

মাদে : (ج. দ. দ), : جِئْتُ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِينَ

মরাদ্ফ : ثَبِتَ/تَحَقَّقَ

الْبَيْنِ : বিচ্ছেদ, মিলন, সম্পর্ক।

الْبَيْنِ (ض) مَد : পৃথক হওয়া।

فِي الْقُرْآن : فَجَعَلْنَا مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا

مَادَّة : (ب. য. ন), : جِئْتُ : أَحْرَفَ يَأْتِي

مُرَادُف : الْفَرَاقُ

(ج) حُلَّيْلٌ , حَلَّالٌ , (و) حَلَّةٌ : নতুন বস্ত্র, পরিধেয় কাপড়ের।

জোড়া, পোশাক।

فِي الْحَدِيث : خَبِرَ الْكَفَيْنِ الْعِلَّةَ وَخَبِرَ الضَّعِيفَةَ

الْكَيْشَ وَلَا تَرْنَ

মাদে : (ج. ল. ল), : جِئْتُ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِينَ

مُرَادُف : الْأَتَوَاتُ

(ج) سَوَّدَ , سَوَّدَان , (و) أَسْوَدَ (صَف , مَذ , مَصَد : سور-স) :

কালো, কৃষ্ণবর্ণ।

فِي الْقُرْآن : يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ

مَادَّةٌ : (স. র. দ.) , جِنْسٌ : آجَوْفٌ رَاوِي
 مُرَادٌ : حَالِكٌ , جِنْدٌ : بِبَحْصٍ
 تَعَصُّصٌ : (স) : عَصَا : কামড়/ কামড়াচ্ছে [দাঁত দ্বারা কাটতে কাটতে]
 فِي الْحَدِيثِ : وَعَصَوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ
 مَادَّةٌ : (ع. ض. ض.) , جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ
 مُرَادٌ : تَضَعُفٌ / تَلَزُّزٌ / تَلَزُّمٌ
 بَنَانٌ : (স) : آسُ : আঙ্গুলের গিরা, আঙ্গুলের মাথা, আঙ্গুল।
 فِي الْقُرْآنِ : وَأَضْرِبُوهُمْ كُلَّ بَنَانٍ
 مَادَّةٌ : (ب. ন. ন.) , جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
 مُرَادٌ : الْأَصَابِعُ
 اللَّتَامُ (ج) : نَادِمُونَ , نَدَامٌ : (স) : لَجَّجْتُ : লজ্জিত, অনুতপ্ত।
 لَدَجَّجْتُ : (স) : تَدَجَّجًا : লজ্জিত হওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : فَتَقَرَّرُوها فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ
 مَادَّةٌ : (ন. দ. ম.) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : الْخَجَلُ
 الْحَصْرُ (الْحَصْرُ) : الْحَصِيرُ (صف, مذ, مص: حصر - س) :
 نِيرَاك, বাকহীন।
 فِي الْقُرْآنِ : أَوْجَاوَكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ
 مَادَّةٌ : (ع. ص. র.) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : الْأَخْرَسُ , ضِدٌّ : الْتَّاطِقُ
 لَاحٌ : (স) : [এখানে-ছেয়ে গেল] , প্রকাশ পেল।
 فِي الْحَدِيثِ : رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَوْمًا يَتَوَضَّؤُونَ قَرَأَى أَعْقَابَهُمْ تَلَوُّوْا
 مَادَّةٌ : (ل. ও. ح.) , جِنْسٌ : آجَوْفٌ رَاوِي
 مُرَادٌ : ظَهَرَ
 لَيْلٌ : (ج) : لَيْلٍ (لَيْلِي), لَيْلِيلٌ : রাত, রজনী।
 [এখানে মাথার চুল উদ্দেশ্য]।
 فِي الْقُرْآنِ : وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا
 مَادَّةٌ : (ل. য. ল.) , جِنْسٌ : آجَوْفٌ يَائِي
 جِنْدٌ : تَهَارٌ
 صَبِيحٌ : (ج) : أَصْبَحَ : প্রভাত, ভোর [এখানে-চেহারা উদ্দেশ্য]।
 فِي الْقُرْآنِ : وَالصَّبِيحِ إِذَا تَنَفَّسَ
 مَادَّةٌ : (ص. ব. ح.) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : بَكْرَةٌ , ضِدٌّ : مَسَاءٌ

أَقْلٌ : (স) : بَهَنٌ : বহন করল, উত্তোলন করল।
 بَهَنَ : (س) : بَهَنَ : বহন করা, কম করা, উত্তোলন করা।
 فِي الْقُرْآنِ : حَتَّى إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا يَغْلَا
 مَادَّةٌ : (ق. ল. ল.) , جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
 مُرَادٌ : سَمَلٌ / رَفَعٌ
 غَمَصٌ : (ج) : غَمَصَ , غَمَصَانٌ , غَمَصَتَةٌ : শাখা, ডাল, মগডাল।
 قَالَ الشَّاعِرُ : وَمَهْمَهَبٍ كَالْغَمَصِ فَلَتْ لَهُ انْتِصَبَ
 فَأَجَابَ مَا قَاتَلَ الْحَبِيبَ حَرَامٌ
 مَادَّةٌ : (ع. ص. ন.) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : قَرَعَ , ضِدٌّ : أَصَلَ
 ضَرَسَتْ : (স) : [চোয়ালের গোড়ার দাঁত দ্বারা কাটতে লাগল।
 (تَفْعِيلٌ) : ضَرَسًا , (ض) : ضَرَسًا , (مُفَاعَلَةٌ) : مُضَارَسَةٌ :
 চোয়ালের দাঁত দ্বারা কাটা, যাচাই করা।
 فِي الْحَدِيثِ : يَأْكُلُ أَبْرَأَى الْجِمِضِ وَأَضْرَسَ أَنَا
 مَادَّةٌ : (ض. ر. س.) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : عَمَّتْ
 الْيُكُورُ : (স) : [এক প্রকার কাঁচ, একপ্রকার সাদা নির্মল খাতব বস্ত্র।
 বেলোয়ার, [এখানে-আঙ্গুলের মাথা উদ্দেশ্য]।
 مَادَّةٌ : (ب. ল. র.) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : زَجَّاجٌ
 (ج) : دُورٌ , دُرَّاتٌ (و) : الدُّرُّ : [এখানে- দাঁত উদ্দেশ্য]।
 مُجَّا , মতি, মণি।
 مَادَّةٌ : (د. র. র.) , جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
 مُرَادٌ : لَوْلُوْا
 جَبْنَتُهُ (جَبْنٌ مضاف, يُذ مضاف إليه) : (س) : تَبَنَ :
 اِسْتَسْنَى : (س) : [উই মনে করল।
 (اِسْتِغْنَاءٌ) : اِسْتَسْنَاءٌ : উই মনে করা।
 (س) : سَنَاءٌ : উই হওয়া, উচ্চ মর্যাদাশীল হওয়া।
 فِي الْحَدِيثِ : يَشْرُونَ أُمِّيَّيَ بِالسَّنَاءِ
 مَادَّةٌ : (س. ন. ও.) , جِنْسٌ : تَائِيضٌ رَاوِي
 مُرَادٌ : اِسْتَعْظَمَ , ضِدٌّ : اِسْتَنْقَصَ
 الْقَوْمُ : (ج) : أَقْوَامٌ , أَقْوَامٌ , أَقْوَامٌ , أَقْوَامٌ : লোকজন, লোকেরা।
 قَيْسَةٌ (ج) : قَيْسٌ : মর্যাদা, মূল্য, মান।
 مَادَّةٌ : (ق. ও. ম.) , جِنْسٌ : آجَوْفٌ رَاوِي
 مُرَادٌ : تَمَسَّ
 اِسْتَفْرَزُوا : (س) : [প্রাবল্য উপলব্ধি করল।
 (اِسْتِغْنَاءٌ) : اِسْتَفْرَزَا : প্রাবল্য উপলব্ধি করা, বেশি মনে করা।

প্রসাধিত চেহারা নেকাব উন্মোচন : جَلَوَةٌ (ন) مص :
 নেকাব উন্মোচিত চেহারা : [এখানে-গর্ভিত ব্যক্তির বদন-দীপ্তি উদ্ভাস]।
 - العَرُوسُ :
 কনেকে বরের নিকট সাজিয়ে পাঠানো :
 مَآءٌ : (ج-ল-و) ، جَنَسٌ : تَاقِصَ وَآوَى ، مُرَادٌ : بَرِيقٌ
 অম্লিত : গভীর দৃষ্টি দিলাম :
 (إِنْعَال) إِنْعَانًا - النَّظَرُ : গভীর দৃষ্টি দেওয়া :
 فِي الْآمَةِ : গভীরে পৌছা :
 (ف) مَعًا - يَانَعِي : গীকার করা/ গীকার করা : বিপরিতার্থক :
 فِي الْحَوِيْثِ : وَأَمْعَنَتْ نِي كَذَا .
 مَآءٌ : (م-ن) ، جَنَسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : بِالْفَتْ أَدَمْتُ (النَّظَرُ)
 النَّظَرُ : (ج) أَنْظَرُ : দৃষ্টি, অবলোকন :
 (ن) نَظَرًا : দেখা : প্রত্যক্ষ করা :
 فِي الْقُرْآنِ : فَتَظَرُ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ
 مَآءٌ : (ن-ظ-ر) ، جَنَسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : الْإِنْصَارُ
 تَوَسَّمُ (تَفَكَّلُ) مص : অভিজ্ঞতার আলোকে জানা, চেনা :
 পরিচয় লাভ করা, চিহ্নিত করা, চিহ্নের মাধ্যম চেনা :
 (ض) وَسَمًا : চিহ্নিত করা :
 فِي الْحَوِيْثِ : إِنَّهُ كَانَ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ .
 مَآءٌ : (و-س-م) ، جَنَسٌ : مِثَالُ وَآوَى
 مُرَادٌ : تَعَوُّتٌ
 سَرَحَتِ الطَّرْفُ : দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম/ ফেললাম :
 سَرَحَتْ : ছেড়ে দিলাম, নিক্ষেপ করলাম :
 (ف) سَرَحًا : বিচরণ করা :
 فِي الْقُرْآنِ : رَيْبَهَا جَمَالٌ جِئَنَ تَرِيْعُونَ وَجِئَنَ تَسْرُحُونَ .
 مَآءٌ : (س-ر-ح) ، جَنَسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : أَرَسَتْ / رَسَيْتُ
 الطَّرْفُ : (ج) أَطْرَافٌ : চোখ, দৃষ্টি, কেন্দ্রা :
 فِي الْقُرْآنِ : وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنٌ
 مَآءٌ : (ط-ر-ف) ، جَنَسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : الطَّرْفُ الْعَيْنُ
 وَجِئَسَ (ج) مَبَايِمُ : চিহ্নিত করার যন্ত্র, চিহ্ন, পরিচয় :
 مَآءٌ : (و-س-م) ، جَنَسٌ : مِثَالُ وَآوَى
 مُرَادٌ : عِلَامَةٌ

বৃদ্ধ, সম্মানিত ব্যক্তি : شَيْخٌ (ج) شَيْخٌ ، شَيْخَانٌ :
 বৃদ্ধ হওয়া : شَيْخًا ، شَيْخُوخَةً :
 فِي الْقُرْآنِ : وَأَيُّوْنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ
 مَآءٌ : (ش-ي-خ) ، جَنَسٌ : أَجْوَدُ بَيَازِي ، مُرَادٌ : هَرَمٌ
 أَكْمَرُ : চন্দ্রালোকিত হয়ে গেছে :
 (إِنْعَال) إِنْعَارًا : চন্দ্রালোকিত হওয়া :
 (س) قَمَرًا : অধিক শুভ হওয়া :
 مَعَالَةً مَعَامَرَةً ، قَمَرًا ، (ض) قَمَرًا : জুয়া খেলা :
 مَآءٌ : (ق-م-ر) ، جَنَسٌ : صَحِيحٌ
 لَمَّا : (ج) لَبَّالٍ (لَبَّالِي) : রাতি, রজনী :
 أَلْدَجُوجِي (ج) دَبَّاجِي : অন্ধকার রাতি :
 مَآءٌ : (د-ج) ، جَنَسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
 مُرَادٌ : الْمَظْلَمُ
 هَنَأْتُ : আমি ধন্যবাদ দিলাম :
 (تَفْعِيل) تَهْنِئَةً : স্বাগতম জানানো, ধন্যবাদ জানানো :
 (س) هَنَاءٌ : আনন্দিত হওয়া, বৃশি হওয়া :
 فِي الْقُرْآنِ : فَكَلِمَةٌ قَبِيْثًا مُرَاتًا .
 مَآءٌ : (ق-ن-م) ، جَنَسٌ : مُهْمَزٌ لَا
 مُرَادٌ : شَكَرْتُ / بَرَكْتُ ، جُنْدٌ : عَزِيْزٌ
 نَفْسِي : (ج) تَقَوُّسٌ ، أَنْفَسٌ : প্রাণ, আত্মা, নিজ :
 فِي الْقُرْآنِ : فَالْيَوْمَ لَا تَطْلُمُ نَفْسٌ شَيْئًا
 مُرَادٌ : ذَاتُ / رَوْحٌ
 مَوْرِدٌ (ج) مَوَارِدُ : গমনস্থল, গমন, আগমন :
 فِي الْقُرْآنِ : وَيَسَّسَ الْوَرْدَ الْمَوْرُودَ
 مُرَادٌ : مَنَزِلٌ
 إِبْتَدَرْتُ : আমি দ্রুত এগুলাম :
 (إِنْعَال) إِبْتِدَارًا : অগ্রসর হওয়া :
 (ن) يَدُورًا ، مَعَالَةً مَبَادَرَةً : দ্রুত অগ্রসর হওয়া :
 فِي الْحَوِيْثِ : يَدُورُوا بِأَعْمَالٍ قَبْلَ الْفِتَنِ .
 مَآءٌ : (ب-د-ر) ، جَنَسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : تَقَدَّمَ ، جُنْدٌ : تَأَخَّرَتْ
 اسْتَبْلَمَ (إِنْعَال) مص : স্পর্শ করা, চুষন করা :
 (س) سَلَامَةً : নিরাপদ থাকা :
 فِي الْقُرْآنِ : أَمَرْتُ أَنْ أَسْلَمَ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ
 مَآءٌ : (س-ل-م) ، جَنَسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : تَفْعِيلٌ

يَدٌ : (ج) أَيْدٍ (جمع) : হাত, ক্ষমতা, সাহায্য।
 أَحَالَ : পরিবর্তন করে দিয়েছে।
 (أَفْعَال) إِحَالَةً : পরিবর্তন করা।
 - عَلَى الْآخِرِ : অন্যের উপর ন্যস্ত করা।

(ن) حَوَّلَا : পরিবর্তন হওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : وَحَدَّثَ بَيْنَهُمَا الْمَرْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُنْقَرِفِينَ .
 مَادَهُ : (ح. و. ل.) , جَس : أَحْوَجَ وَأَوَى , مُرَادٌ : غَيْرُ
 صِفَةٍ : গুণ, অবস্থা।

صِفَةً (ض) مَص : বর্ণনা করা, প্রশংসা করা।
 فِي الْقُرْآنِ : وَلَكُمْ الْوَيْلُ مَا تَصِفُونَ
 مُرَادُهُ : (ও. ص. ف.) , جَس : وَمَالُ وَأَوَى , مُرَادٌ : حَالُ
 جَهْلَتُ : আমি ভুলে গেছি।

(س) جَهَلَا , جَهَالَةً : অজ্ঞ হওয়া, ভুলে যাওয়া, অজ্ঞতা হওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ
 مَادَهُ : (ج. و. ل.) , جَس : صَحِيح
 مُرَادٌ : نَسِيتُ , ضَد : عَلِمْتُ

مَعْرِفَةٍ : পরিচয়, অবগতি।

مَعْرِفَةٍ (ض) مَص : চেনা, জানা।

فِي الْقُرْآنِ : يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ .

مَادَهُ : (ع. و. ف.) , جَس : صَحِيح , مُرَادٌ : مَنِم
 أَى : কোন বস্তু, কিসে।

৪ শব্দটির কয়েক রকম ব্যবহার রয়েছে :

১. جَزَمَ : فِعْلٌ تَامٌّ । তখন তা দু'টি ফِعْلٌ দেয়।
 -এর জন্য। -এর শর্ত।

يَمَن : أَبَا تَضَرَّبَ أَضْرَبَ : যেমন

২. أَبَاحَ : أَيُّكُمْ أَسَى : যেমন : اسْتَفْهَمَ

৩. سَلَّمَ عَلَى إِبْنِهِمْ أَفْضَلَ : যেমন : اسْمٌ مَوْضُول

৪. زَيْدٌ رَجُلٌ أَوْ رَجُلٌ : যেমন : -এর অর্থ প্রকাশার্থে।

৫. -এর পূর্বে : مَسَاكِي مُعَرِّفٌ بِالْأَمَلِ : -এর জন্য। -এর নস্ব।

وَأَبَا : حَرْفٌ زَيْدٌ : এবং

فِي الْقُرْآنِ : قُلْ أَيْ شَرُّ أَكْبَرُ شَهَادَةٍ

شَيْءٌ (ج) أَشْيَاءُ , (جمع) أَشْيَاءُ , أَشْأَاتُ , أَشْيَاءُ :

বস্তু, জিনিস।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

شَيْئًا : শূন্য করে দিয়েছে।

(تَفْعِيل) تَشْيِيتًا (أَفْعَال) إِشَابَةً : বৃদ্ধ বানানো, শুদ্ধ করা।

(ض) شَيْئَةً : শুদ্ধ হওয়া।

بِي نَفَرَيْنِ : وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْئًا
 (ش. ي. ب.) , جَس : أَجْوَدَ بَابِي , مُرَادٌ : أَشَاعَ
 دَاوِد , شَاظ : لَيْحِي , لَيْحِي :
 الْقُرْآنِ : لَا تَأْخُذْ بِلَيْحَيْتِي
 كَرْت : আমি অপরিচিত মনে করছি।

অপরিচিত মনে করা। চিনতে না পারা।

جَلِيَّةٌ : (ج) جَلِي , حَلِي : গহনা, গঠন-প্রকৃতি।

أَنشَأَ (أَفْعَال) إِنشَاءً : রচনা করল, সৃষ্টি করল।

بِي نَفَرَيْنِ : ثُمَّ أَنْشَأَهُ خَلْقًا آخَرَ .

خَلَلَ (ن) تَوَلَّى : বলেন, বলছেন, বলবেন।

بِي نَفَرَيْنِ : يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ لَإِذَا هُوَ شَيْخُنَا السَّرُوجِيُّ وَقَدْ أَقْرَبَ لَيْلُهُ الدَّجُورِيُّ :

৪১১ : إِذَا এখানে مُفَاجِئَةً পূর্বে বলা হয়েছে,

مَعْدُومٌ করে উল্লেখ -এর শুরুতে এবং তার খবর অনেক সময়

থাকে। কিন্তু এখানে তার খবর অনেক সময় উল্লেখ

রয়েছে, এখানে (هُوَ) আর (هُوَ) শব্দ।

পূর্বে : إِذَا هُوَ شَيْخُنَا السَّرُوجِيُّ وَقَدْ أَقْرَبَ لَيْلُهُ

৪১২ : -এর অর্থ যমীরটি যুলহাস কেননা

نَاجِيًا : إِذَا مُفَاجِئَةً আর যমীর যদিও মুবতাদা, তবে এটা

নাজি -এর মত।

قَوْلُهُ مَا الَّذِي أَحَالَ صِفَتَكَ حَتَّى جَهَلْتُ مَعْرِفَتَكَ :

৪১৩ : এখানে (أَيُّ شَيْءٍ) -এর অর্থ হয়ে মুবতাদা।

مَا الَّذِي جَهَلْتُ مَعْرِفَتَكَ : এখানে (أَيُّ شَيْءٍ) -এর অর্থ

মুসল্ল : مَا الَّذِي جَهَلْتُ مَعْرِفَتَكَ : এখানে (أَيُّ شَيْءٍ) -এর অর্থ

মুসল্ল : مَا الَّذِي جَهَلْتُ مَعْرِفَتَكَ : এখানে (أَيُّ شَيْءٍ) -এর অর্থ

খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায় ইসমিয়াহ।

বালগাশাত

قَوْلُهُ لَمَّا رَأَيْتُ قَلْبَهُ جَدَّوِيَةً وَتَأَلَّى جَلَوِيَةً :

এখানে (جَدَّوِيَةً) -এর অর্থ জলোৎসর্গ।

قَوْلُهُ تَأَلَّى جَلَوِيَةً : এখানে (جَلَوِيَةً) -এর অর্থ

নস্ব।

এখানে আবু য়ায়েদ সারাজীকে সজ্জিত কনের সাথে

দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এখানে (سَجَّيَةً) হয়েছে।

সজ্জিত কনের জন্য (جَلَوِيَةً) লাগে। অতএব (جَلَوِيَةً) -এর অর্থ

নস্ব।

قَوْلُهُ أَيْ شَرُّ شَيْءٍ لَيْحِي حَتَّى أَنْكَرْتُ جَلِيَّةً :

এখানে (لَيْحِي) এবং (جَلِيَّةً) -এর অর্থ

وَقَعُ الشَّرَائِبِ شَيْبٌ * وَالذَّهْرُ بِالنَّاسِ قُلْبٌ
 إِنْ دَانَ يَوْمًا لِشَخِصٍ * فَنِي غَدٍ يَتَقَلَّبُ
 فَلَا تَشِقُّ يَوْمِيضٍ * مِنْ بَرَقِهِ فَهَرَّ خُلْبٌ
 وَأَصْبِرَ إِذَا هُوَ أَضْرَى * بِكَ الْخُطُوبُ، وَالْبُ
 فَمَا عَلَى النَّارِ عَارٌ * فِي النَّارِ جِنَّ يَقْلُبُ
 ثُمَّ نَهَضَ مُفَارِقًا مَوْضِعَهُ، وَمُسْتَضِحًّا
 الْقُلُوبَ مَعَهُ.

অনুবাদ : [শ্লোকের অনুবাদ] “বিপদ-আপদের আগমন
 [আমার কেশদাম] শুভ করে দিয়েছে এবং যুগ মানুষের
 সাথে অধিক পরিবর্তনশীল। যদি সে কোনো দিন
 কোনোব্যক্তির অনুগত হয় তবে সে পরদিন সজোর
 প্রভাব বিস্তার করে। অতএব তুমি তার বিদ্যুতের
 আলোকচ্ছটার প্রতি ভরসা করো না। কেননা সে
 প্রতারক মেঘ। যখন সে তোমার প্রতি বিপদ-আপদকে
 উসকিয়ে দেয় এবং একত্র করে তখন তুমি ধৈর্য ধারণ
 কর। কেননা স্বর্ণের জন্য কোনো লজ্জা নেই, যখন
 তাকে অগ্নিতে উলট-পালট করা হয়। অতঃপর তিনি
 তার স্থান ত্যাগ করে এবং তার সাথে [মানুষের]
 হৃদয়সমূহ নিয়ে উঠে চলে গেলেন।

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَعُ আগমন الشَّرَائِبِ বিপদ-আপদ شَيْبٌ শুভ করে দিয়েছে الذَّهْرُ যুগ النَّاسِ মানুষের জন্য قُلْبٌ
 অধিক আবর্তনশীল إِنْ دَانَ যদি অনুগত হয় يَوْمًا কোনো দিন لِشَخِصٍ কোনো ব্যক্তির غَدٍ পরদিন يَتَقَلَّبُ সে সজোর
 প্রভাব বিস্তার করে فَلَا تَشِقُّ অতএব তুমি ভরসা করো না يَوْمِيضٍ আলোকচ্ছটার প্রতি مِنْ بَرَقِهِ তার বিদ্যুতের فَهَرَّ خُلْبٌ
 কেননা সে প্রতারক وَأَصْبِرَ তুমি ধৈর্যধারণ কর هُوَ أَضْرَى যখন সে উসকিয়ে দেয় بِكَ তোমার প্রতি الْخُطُوبُ
 বিপদ-আপদকে وَالْبُ এবং একত্র করে فَمَا কেননা নেই عَلَى النَّارِ স্বর্ণের জন্য লজ্জা لَجْজَا অগ্নিতে جِنَّ যখন
 وَمُسْتَضِحًّا উলট-পালট করা হয় ثُمَّ نَهَضَ অতঃপর তিনি উঠে গেলেন مُفَارِقًا ত্যাগ করে তার স্থান مَوْضِعَهُ
 এবং সাথে নিয়ে الْقُلُوبَ হৃদয়সমূহ مَعَهُ তার সাথে।

শব্দ বিশ্লেষণ

وَقَعُ (ফ) মস : পতিত হওয়া, [এখানে-আগমন করা]
 (إِفْعَال) ইফআ : পতিত করা
 فِي الْقُرْآنِ : وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ .
 مَاذِهِ : (ও-ই-এ) , جِنْس : ষকাল/আবু
 مُرَادُف : سَقُوطُ/اتِّبَانُ
 (ج) الشَّوَابُ : (ও) شَابَةٌ : বিপদ-আপদ
 مَاذِهِ : (শ-ও-ব) , جِنْس : أَجَوَفُ/وَؤَى
 مُرَادُف : الْأَحْوَادُ
 شَيْبٌ : শুভ করে দিয়েছে
 (تَفَعُّل) تَشَيَّبَ : শুভ করে দেওয়া
 الذَّهْرُ : (জ) ذَهْرٌ : কাল, যুগ
 فِي الْقُرْآنِ : مَلَأْنِي عَلَى الْإِنْسَانِ جِنَّ مِنَ الذَّهْرِ
 مَاذِهِ : (ও-ই-এ) , جِنْس : صَحِيبُ
 مُرَادُف : الْقُرْنُ/الْوَقْتُ

النَّاسُ (النَّمُ جَمْعٌ مِثْلُ قَوْمٍ وَرَقِطٍ) , (و) إِنْسَانٌ (مِنْ
 غَيْرِ لَفْظٍ) : মানুষ
 قُلْبٌ (ص, مذ) : অধিক আবর্তনশীল, অধিক পরিবর্তনশীল
 (ض) قَلْبًا - الشَّيْ : পরিবর্তন করা
 مُرَادُف : مُتَصَرِّكٌ
 (إِنْ) دَانَ : [যদি] সে ঋণ দেয়
 (ض) دَيْنًا : ঋণ দেওয়া
 (إِسْفَعَال) إِسْفَانَةٌ : ঋণ নেওয়া
 فِي الْحَيَاةِ : فَكَيْفَ اللَّهُ أَحَقُّ .
 مَاذِهِ : (ও-ই-এ) , جِنْس : أَجَوَفُ/بَائِي
 مُرَادُف : أَقْرَضَ
 (ج) أَبَاءُ (ج) أَبَاءُ : দিন
 شَخْصٌ (ج) شَخْصٌ , أَشْخَاصٌ : ব্যক্তি
 عَدٌ : আশামীকাল, পরবর্তীকাল

ٱتَّخَذَ : প্রভাব বিস্তার করে, মাথা উচিয়ে দাঁড়ায়।
 ٱتَّخَذَ : প্রভাব বিস্তার করা।
 ٱتَّخَذَ : বিজয়ী হওয়া, প্রভাব বিস্তার করা। (ض. غَلَبَ)
 فِي الْقُرْآنِ : وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَفْلِحُونَ
 مَادَّة : (غ. ل. ب.) , جَنَس : صَحِيح
 مَرَادُف : يَقْتَضِ
 لَا تَشْتَقِ : ভরসা করা না।
 (ح) يَقْتَضِ : وَتَوْفَى : নির্ভরশীল হওয়া, ভরসা করা।
 دُفِّ : দুফ ও মজবুত করা।
 ٱتَّخَذَ : ٱتَّخَذَ : প্রতিশ্রুতি নেওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : وَٱخَذْنَا مِنْهُمْ مِثْقَالَ عِلْيَظٍ .
 مَادَّة : (و. ث. ق.) , جَنَس : مِثَالٍ وَآوَى
 مَرَادُف : لَا تَعْتَمِدُ
 وَمِصْصُ : বলকানি, আলোকচ্ছটা।
 وَمِصْصُ : (ض. مَص) : আস্তে চমকানো, বলকানো।
 ٱتَّخَذَ : আস্তে চমকানো।
 ٱتَّخَذَ : ইঙ্গিত করা। মুচকি হাসা। কোনচোখে তাকানো।
 مَادَّة : (و. م. ض.) , جَنَس : مِثَالٍ وَآوَى
 مَرَادُف : لَمَعَانُ
 بَرَقَ : (ج) بَرَقَ : বিদ্যুৎ তড়িৎ।
 فِي الْقُرْآنِ : يَكَادُ الْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ .
 مَادَّة : (ب. ر. ق.) , جَنَس : صَحِيح
 مَرَادُف : كَهْرَمَاءُ
 خَلَبَ (صف, مذ, مَص) : خَلَبَ (ن) : প্রভারক, বৃষ্টিহীন মেঘ।
 فِي الْحَدِيثِ : إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ لِرَجُلٍ : إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خَلَاةَ
 مَادَّة : (غ. ل. ب.) , جَنَس : صَحِيح
 مَرَادُف : خَادِعٌ , جُنْد : صَلَاحٌ
 إِصْبِيرُ : তুমি ধৈর্য ধারণ কর।
 (ض. صَبَرًا) : ٱتَّخَذَ : ٱتَّخَذَ : ধৈর্যধারণ করা।
 (فَعَال) : ٱتَّخَذَ : ٱتَّخَذَ : ধৈর্যধারণ করতে বলা।
 فِي الْقُرْآنِ : فَصَبْرٌ جَبِيلٌ وَاللَّهُ السَّمْعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ .
 مَادَّة : (ص. ب. ر.) , جَنَس : صَحِيح
 مَرَادُف : أَعِزُّ , جُنْد : أَجِزُّ

ٱتَّخَذَ : [যখন] উসকিয়ে দেয়।
 ٱتَّخَذَ : উসকিয়ে দেওয়া, আসক্ত করা।
 ٱتَّخَذَ : লোভী হওয়া।
 فِي الْحَدِيثِ : مَنْ أَقْنَى كَلْبًا إِلَّا كَلَبَ مَا شِبَّهَ أَوْ صَارَ .
 مَادَّة : (ض. ر. ي.) , جَنَس : تَأْنِيسُ بِلَايِ
 مَرَادُف : أَغْرَى : جُنْد : هَدَأَ
 (ع) ٱلْخَطُوبُ : (و) خَطَبَ : দুঃখাবস্থা, বিপদ-আপদ।
 فِي الْقُرْآنِ : فَمَا خَطَبَكُمْ إِلَيْهَا الْمُرْسَلُونَ .
 مَادَّة : (غ. ط. ب.) , جَنَس : صَحِيح
 مَرَادُف : الشَّرَائِبُ / الشَّدَائِدُ
 أَلَبَ : একত্র করল [করে]।
 (تَفَعَّل) تَأَلَّبَ : (ن. ض) أَلَبَ : সমবেত করা, একত্র করা।
 مَادَّة : (ا. ل. ب.) , جَنَس : مَهْمُوزٌ فَاءُ
 مَرَادُف : جَمَعَ
 (ج) التَّيْبَرُ : (و) تَبَرَّ : কাঁচা সোনা, অপরিশোধিত স্বর্ণ।
 تَبَرَّ : ধ্বংস।
 فِي الْقُرْآنِ : وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا .
 مَادَّة : (ت. ب. ر.) , جَنَس : صَحِيح
 مَرَادُف : الذَّهَبُ
 عَارَ : (ج) أَعْيَارُ : দোষ, লজ্জাজনক কথা বা কাজ।
 مَادَّة : (ع. ي. ر.) , جَنَس : أَجَوَفٌ يَأْنِي
 مَرَادُف : عَيْبٌ
 أَلْشَّارُ : (ج) أَنُورٌ , زَيْنَانٌ , زَيْبَرَةٌ : অগ্নি।
 فِي الْقُرْآنِ : فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
 جَمِينٌ : (ج) أَحْيَانٌ , (ج) أَحْيَانٌ : সময় [যখন]।
 يَلْبَبُ : (مع) : উলট-পালট করা হয়।
 (تَفَعَّل) تَقَلَّبَ : পরিবর্তন করা, উলট-পালট করা।
 فِي الْقُرْآنِ : وَتَقَلَّبُوهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ
 نَهَضَ : উঠে [চলে] গেলেন।
 (فَعَال) ٱتَّخَذَ : ٱتَّخَذَ : আগ্রহ করা, দাঁড় করানো, উত্তীর্ণ করা।
 (ا. تَهَضَّأَ) : تَهَضَّأَ : উঠা।
 فِي الْحَدِيثِ : كَانَ الرَّجُلُ يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ .
 مَادَّة : (ن. . . ض.) , جَنَس : صَحِيح
 مَرَادُف : قَامَ

مُفَارِقٌ (ফা, مذ) : (এখানে-ত্যাগ করে)।

مُفَارَقَةٌ (মুফারাক্) : ত্যাগ করা, ছাড়া, পৃথক হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ .

মাদ্ : (ফ. র. ও), جنس : صحيح

مُرَادٌ : بُنَانًا/مُنْفَصِلًا

مَوْضِعٌ (ইস্-ফরফ) (জ) : مَوَاضِعُ : স্থান, কোনো কিছু রাখার জায়গা।

(ফ) وَضْعًا : রাখা।

فِي الْقُرْآنِ : يَعْرِفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِمْ .

মাদ্ : (ও-মু. ও), جنس : مِفَالٌ وَآوِي

مُرَادٌ : مَجْلِسٌ/مَكَانٌ

مُسْتَضَعٌ (ফা, مذ) : (এখানে সাথে নিয়ে)।

إِسْتِعْمَالٌ (ইস্টিমাল) : إِسْتِعْمَالٌ : সাথে নিয়ে যাওয়া।

দশ প্রার্থনা করা।

(স) صُحْبَةٌ : সঙ্গ দেওয়া, সাথী হওয়া।

فِي الْحَدِيثِ : الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدُولٌ .

মুরাদ : مُسْتَرَفًا .

(জ) الْقُلُوبُ, (ও) قَلْبٌ : অন্তর, হৃদয়।

فِي الْقُرْآنِ : كَذَلِكَ يَطِيعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : وَقَعَ الشَّرَائِبُ مَيِّبٌ :

شَيْبٌ মুযাক ও মুযাক ইলাইহি মিলে মুবতাদা।

মূলত ছিল جَبِيْنِي অতঃপর ফেয়েল, ফায়েল ও মাফউল

মিলে ববর।

قَوْلُهُ وَالذَّهْرُ بِالنَّاسِ قُلْبٌ :

এ-র قُلْبٌ মুবতাদা بِالنَّاسِ মুতাআদ্বিক হয়েছ।

সাথে অতঃপর ববর।

قَوْلُهُ إِنْ دَانَ يَوْمًا لِشَخْصٍ فَيَنْ عَيْدٌ بَتَعَلَّبٌ :

হয়ে تَعَلَّبٌ জুমলায় دَانَ يَوْمًا لِشَخْصٍ শর্ত

শর্ত সাথে-এ-র بَتَعَلَّبٌ মুতাআদ্বিক হয়েছ।

তারপর - جَزَا -

قَوْلُهُ إِصْبِرْ إِذَا هُوَ أَضْرَى بِكَ الْخُطُوبُ وَالْبَ :

أَضْرَى মুবতাদা هُوَ মুযাক إِذَا ফেয়েল صَبِرَ ফায়েল

بِكَ الْخُطُوبُ আদ্বিক মুতাআদ্বিক মাফউলে

বিহী। অতঃপর مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ এবং جُمْلًا হয়ে

مَعْطُوف তারপর عَلَيْهِ মিলে ববর।

মুবতাদা ও ববর মিলে جُمْلَةً إِصْبِرْ হয়ে ফেয়েলের

- طَرَفَ زَمَانٍ -

قَوْلُهُ : فَمَا عَلَى النَّبِيِّ عَارٌ فِي النَّارِ جِئِنَ يَغْلِبُ :

মূল ইবারত হবে- مَا شَيْءٌ يَلِيْسُ مَا

مَا عَارٌ ثَابِتًا عَلَى النَّبِيِّ جِئِنَ يَغْلِبُ فِي النَّارِ

এখানে মুযাক جِئِنَ يَغْلِبُ আর ইস্-ম-এর-এ-র عَارٌ শব্দটি

وَعَلَى النَّبِيِّ طَرَفَ আর ثَابِتًا মিলে ইলাইহি

এ-র সাথে মুতাআদ্বিক। অতঃপর -এ-র ববর।

قَوْلُهُ : ثُمَّ نَهَضَ مُفَارِقًا مَوْضِعَهُ :

حال ۱م مُفَارِقًا مَوْضِعَهُ মূলহাল صَبِرَ ফেয়েল

نَهَضَ এবং অতঃপর-এ-র ফায়েল।

বালাগাত

قَوْلُهُ وَالذَّهْرُ بِالنَّاسِ قُلْبٌ الْخ :

এখানে যুগ (ডহর) কে একটি বহুরূপী মানুষের সাথে

نَشَبٌ দেওয়া হয়েছে। বহুরূপী মানুষ যেমন এক এক

সময় এক একরূপ ধারণ করে তেমনি যুগও কারও প্রতি

কখনও অনুকূল হলেও পরাক্ষণে প্রতিকূল হয়ে তার প্রতি

বিরূপ প্রভাব খাটায়। এখানে مُنْجِبٌ উল্লেখ আর بِه

উহা, রয়েছে, সুতরাং এখানে مُنْجِبٌ হয়েছে।

বহুরূপী মানুষের জন্য যেহেতু নিজের রূপ ও অবস্থান

পরিবর্তন করা لَا يُمْرُ যা এখানে مُنْجِبٌ অর্থাৎ-এ-র জন্য

ثَابِت করা হয়েছে, তাই ডহর-এ-র দিকে পরিবর্তনের নিসবত

করার মধ্যে استعارة تخيلية হয়েছে।

قَوْلُهُ : فَلَاتَنْتَبِذْ يَوْمِيْنَ مِنْ بَرِيْهِ فَهُوَ حَلَبٌ :

এখানে যুগ[যুগ] কে মেঘের সাথে তুলনা দেওয়া হয়েছে।

অতএব এখানেও بِالنَّاسِ ইয়ায়েছে। আর মেঘের

জানা বিজলীর মলকানি مُنْجِبٌ অতএব مِنْ بَرِيْهِ

التَّدْرِيبَاتُ

১. الف. تَرَجِمَ الْعِبَارَاتِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ثُمَّ تَرَجَمَهَا : وَلَيْشْنَا عَلَى ذَلِكَ بَرْهَةٌ خُفُوقٌ رَأَيْتَ الْإِنْفَتَاقَ .
 ب. اذْكُرْ مَفْرَدَاتِ الْجُمُوعِ وَجُمُوعَ الْمَفْرَدَاتِ فِي الْعِبَارَةِ الْمَذْكُورَةِ .
 ج. اذْكُرْ مَوَادَّ الْأَلْفَاظِ الْآتِيَةِ مَعَ بَيَانِ أَبْوَابِهَا ١. يَنْشُئُ ٢. إِغْرَا ٣. يَذُّ .
২. الف. تَرَجِمَ الْبَيْتَيْنِ مَوْضِعَهُ : فَمَارَاقِنِي مِّنْ لَّا قِنِي بَعْدَ بَعْدِهِ
 ب. الْبَيْتَانِ لِمَنْ وَمِنْ أَيِّ مَقَامَةٍ هُمَا .
 ج. اذْكُرْ أَبْوَابَ الْأَفْعَالِ فِي الْبَيْتَيْنِ وَمَوَادَّهَا وَمَعَانِيهَا .
 د. اذْكُرْ صِيَغَ الثَّانِيَةِ الْمَذْكُورَةَ فِي الْبَيْتَيْنِ .
৩. الف. تَرَجِمَ الْآيَاتِ مَوْضِعَهُ : كَأَنَّمَا نُبْرِمُ عَنْ لُؤْلُؤٍ * مُنْصَدِّدٍ أَرِ بَرْدٍ أَوْ أَقَاحٍ .
 نَفْسِي الْفِدَاءُ لِغَيْرِ رَاقٍ مَبْسُومَةٍ * وَزَانَهُ شَنْبٌ نَاهِيكَ مِنْ شَنْبٍ
 يَغْتَرُّ عَنْ لُؤْلُؤٍ رَطْبٍ وَعَنْ بَرْدٍ * وَعَنْ أَقَاحٍ وَعَنْ طَلْعٍ وَعَنْ حَبِّ
 ب. لِمَنْ هَذِهِ الْآيَاتُ؟ اكْتُبْ نَبْذًا مِنْ أَحْوَالِهِ .
 ج. بَيِّنِ التَّشْبِيهَاتِ فِي الْآيَاتِ السَّابِقَةِ .
 د. فِي أَيِّ مَنَاسِبَةٍ ذَكَرَ الْحَرِيرِيُّ الْبَيْتَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ؟ وَمَاذَا أَرَادَ بِهِمَا؟
 ه. اسْتَخْرِجِ الْأَفْعَالَ وَالْأَسْمَاءَ الْمُشْتَقَاتِ مِنَ الْآيَاتِ ثُمَّ اذْكُرْ أَبْوَابِهَا .
৪. الف. تَرَجِمَ الْبَيْتَيْنِ قَصِيدَةً : سَأَلْنَهَا جِئْنَ زَارَتْ نَضَوُ بَرْقِهَا ... عَطِوْ
 ب. لِأَيِّ غَرَضٍ أَنْشَدَ الشَّاعِرُ هَذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ وَهَلْ ظَفَّرَ بِهِ أَمْ لَا؟ وَكَيْفَ؟ اكْتُبْ مَوْضِعًا .
 ج. أَوْضِعْ أَركَانَ التَّشْبِيهِ فِي الْآيَاتِ الْمَذْكُورَةِ -
 د. اكْتُبْ حُلَّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ الْآتِيَةِ : جَذَرَةٌ . تَأَلَّقَ . يَمْسِمُ . إِسْتَدْرَكَ . الشَّوَانِبُ . شَيْبَ . أَنْشَأَ . قَلَبَ . أَنْكَرْتُ .
 يَنْفَلِبُ .
৫. الف. اكْتُبْ مُرَادِقَاتِ الْأَلْفَاظِ الْآتِيَةِ ثُمَّ ضَعْ أَيَّ سَيِّ فِي جُمْلٍ مُفِيدَةٍ ...
 مُرَادٌ . نَزْهَةٌ . الْفَرَقُ . الْإِمْلَاقُ . إِمْعَالُ . يَصْغِي . يَرْغَبُ . يَبْدُ . الْإِنْتِسَابُ . حَلَلْتُ . أَبَاجُثُ .
 ب. اكْتُبْ أَضْدَادَ الْكَلِمَاتِ الثَّالِيَةِ : تَفَّتْ . اغْشَى . أَنْطَى . الطَّنْعُ . ائْتَلَلُ . يَلْبَسُ . مَعَارِسُ . عَزُوبَةٌ . خَلَابَةٌ .
 نَأَسَتْ .

القامعة الثالثة الديارية

তৃতীয় মাকামা : স্বর্ণমুদ্রার গল্প

● মাকামার সারসংক্ষেপ ●

তৃতীয় মাকামায় আল্লামা হারীরী কবিতায় অতি উৎকৃষ্টভাবে স্বর্ণমুদ্রার প্রশংসা করেছেন এবং তার কুৎসাও বর্ণনা করেছেন। স্বর্ণমুদ্রার প্রশংসা ও কুৎসা বর্ণনা করা এ মাকামার মূল বিষয়বস্তু। কাহিনীটিকে তিনি এভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, হারিস ইবনে হাম্মাম তাঁর কতিপয় বন্ধুর সাথে একটি কাব্যচর্চার মজলিসে বসে ছিলেন। ইতোমধ্যে জীর্ণ পোশাক পরিহিত একজন বোড়া ব্যক্তি মজলিসে উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত করুণ ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় নিজের দুঃখ-দুর্দশার কথা ভুলে ধরে। হারিস ইবনে হাম্মাম তার ভাষার মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে একটি স্বর্ণমুদ্রা বের করে লোকটিকে বলেন যে, যদি তুমি কবিতায় এর প্রশংসা করতে পার তবে এটি তোমাকে প্রদান করা হবে। লোকটি তৎক্ষণাৎ এগারটা শ্লোকের মাধ্যমে স্বর্ণমুদ্রার প্রশংসা করে। এরপর হারিস আরও একটি স্বর্ণমুদ্রা বের করে তাকে বলেন, যদি তুমি এর কুৎসা বর্ণনা করতে পার তবে এটিও তোমাকে প্রদান করা হবে। লোকটি আবারও তৎক্ষণাৎ নয়টি কাব্য শ্লোকের মাধ্যমে স্বর্ণমুদ্রার কুৎসা বর্ণনা করে। এভাবে সে দুটি স্বর্ণমুদ্রাই পেয়ে যায়। হারিস ইবনে হাম্মাম তার আচরণ দেখে অনুমান করে ফেলেন যে, এ লোকটি সম্ভবত আবু য়ায়েদ সাদ্বজী। বোড়াপনার ভান করা তার অর্থ উপার্জনের একটি কৌশল মাত্র। তখন হারিস তাকে সযোজন করে বললেন, আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। সুতরাং তুমি সোজা হয়ে হাট। এরপর আবু য়ায়েদ সাদ্বজী তিনটি কাব্য শ্লোকের মাধ্যমে তাঁর এ আচরণের ব্যাখ্যা দেন।

الْمَقَامَةُ الثَّالِثَةُ الدِّينَارِيَّةُ

তৃতীয় মাকামা : স্বর্ণমুদ্রা গল্প

رَوَى الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ : قَالَ : نَظَّمْنِي وَأَخَذَانِي إِلَى نَادٍ ، لَمْ يَخْبُ فِيهِ مُنَادٍ ، وَلَا كَبَا قَدَحُ زِنَادٍ ، وَلَا ذَكَتْ نَارُ عِنَادٍ ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَجَادَبُ أَطْرَافَ الْأَنَاشِيدِ ، وَنَتَوَارَدُ طُرْفَ الْأَسَانِيدِ ، إِذْ وَقَفَ بِنَا شَخْصٌ عَلَيْهِ سَلٌّ ، وَفِي مِشْبَتِهِ قَزْلٌ ، فَقَالَ : يَا أَخَايَرُ الدُّخَانِيرِ ، وَبَشَائِرِ الْعُشَايِرِ ! عُمُوا صَبَاحًا ، وَأَنْعِمُوا إِصْطَبَاحًا .

অনুবাদ : হারিস ইবনে হাম্মাম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: এমন একটি মজলিস আমাকে ও আমার কতিপয় বন্ধুকে একত্র করল, যেখানে কোনো আহবানকারী [ভিক্ষুক] বঞ্চিত হয় নি এবং পাথরের ঘর্ষণ অগ্নিহীন হয় নি, এবং বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় নি। একদা আমরা সঙ্গীতের বিভিন্ন দিক নিয়ে টানাটানি [তর্ক-বিতর্ক] করছি এবং নানা রকম অভিনব ঘটনা প্রবাহে অবতরণ করছি: হঠাৎ আমাদের সম্মুখে এক ব্যক্তি এসে দাঁড়াল, যার গায়ে রয়েছে জীর্ণ বস্ত্র, আর চলনে রয়েছে খোঁড়াপনা। অতঃপর সে বলল, হে ধন ভাগ্যসমূহের সম্মানিত অধিকারীগণ ও স্ব স্ব গোত্রের শুভ বার্তার মূর্ত প্রতীকগণ! তোমাদের প্রভাত শুভ হোক এবং তোমাদের ভোরের পানীয় গ্রহণ সুখময় হোক।

শাব্দিক অনুবাদ : الدِّينَارِيَّةُ তৃতীয় মাকামা رَوَى الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ হারিস ইবনে হাম্মাম বর্ণনা করেন قَالَ তিনি বলেন نَظَّمْنِي আমাকে একত্র করল وَأَخَذَانِي إِلَى نَادٍ এবং আমার কতিপয় বন্ধুকে نَادٍ এমন একটি মজলিস لَمْ يَخْبُ فِيهِ مُنَادٍ কোনো আহবানকারী وَلَا كَبَا قَدَحُ زِنَادٍ এবং অগ্নিহীন হয়নি পাথরের ঘর্ষণ وَلَا ذَكَتْ نَارُ عِنَادٍ এবং প্রজ্জ্বলিত হয়নি বিদ্রোহের অগ্নি একদা আমরা Fَبَيْنَا نَحْنُ نَتَجَادَبُ টানাটানি করছি أَطْرَافَ الْأَنَاشِيدِ বিভিন্ন দিক নিয়ে সঙ্গীতের وَنَتَوَارَدُ এবং আমরা অবতরণ করছি طُرْفَ الْأَسَانِيدِ ঘটনা প্রবাহে إِذْ وَقَفَ بِنَا শেখসু এক ব্যক্তি عَلَيْهِ তার গায়ে রয়েছে জীর্ণ বস্ত্র وَفِي مِشْبَتِهِ قَزْلٌ আর তার চলনে রয়েছে খোঁড়াপনা فَقَالَ অতঃপর সে বলল يَا أَخَايَرُ الدُّخَانِيرِ ধনভাগ্যসমূহের সম্মানিত অধিকারীগণ وَبَشَائِرِ الْعُشَايِرِ স্ব স্ব গোত্রের শুভবার্তার মূর্ত প্রতীকগণ عُمُوا صَبَاحًا তোমাদের প্রভাত শুভ হোক وَأَنْعِمُوا إِصْطَبَاحًا এবং তোমাদের সুখময় হোক ভোরের পানীয় গ্রহণ।

শব্দ বিশ্লেষণ

نَظَّمَ (ض) : نظَّمًا : গ্রথিত করল, একত্র করল।
 (ض) : نظَّمًا : সমবেত করা, গ্রথিত করা, একত্র করা।
 - الْقِسْرُ : রচনা করা।
 مَادَهُ : (ن. ط. م.) : جنس : صَحِيح
 مَرَادِي : جَمْعُ : قَزْلٌ
 (ج) : أَخَذَانِي : خَذَانًا : (ر) : خَذَنِي : বন্ধু, সঙ্গী।
 فِي الْقُرَانِ : وَلَا تَمْنَعُونَ أَخْدَانًا
 مَادَهُ : (خ. د. ن.) : جنس : صَحِيح

مَرَادِي : أَصْحَابُ / رُفَقَاءُ : جُنْدُ : أَعْدَاءُ
 نَادٍ : (ج) : أَنْدِيَاءُ : تَوَارِدُ : (ج) : أَنْدِيَاءُ : মজলিস।
 فِي الْقُرَانِ : وَتَأْتُونَ نِي نَادِيَكُمْ الْمُتَكَبِّرِ
 مَادَهُ : (ن. د. ي.) : جنس : تَأْقِصُ بَيَانِي
 مَرَادِي : يَجْلِسُ
 لَمْ يَخْبُ : বঞ্চিত হয়নি।
 (ض) : خَبِيَ : بَارْشَ : বঞ্চিত হয়।
 (تَقْوِيل) : تَغْيِيْبًا : (إِقْعَال) : إِيَابَةً : - : বঞ্চিত করা।

مُنَادٍ : আহবানকারী, [এখানে- ভিক্ষুক] ।
 فِي الْقُرْآنِ : যَوْمَ يَنَادِي الْمُنَادِي .
 مَادَهُ : (ন. দ. য.) , جَنَسَ : নাকিস যারি
 مُرَاوٍ : السَّائِلُ
 لَا كَيْبًا : অগ্নিহীন হয় নি ।
 (ন) كَيْبًا , كَيْبًا - الرَّئِدُ : চকমকি অগ্নিহীন হওয়া ।
 - لَوْجِهِ : উপড় হয়ে পড়া ।
 (إِفْعَال) اِكْبَا - وَجِهَهُ : বিবর্ণ করা ।
 - الرَّئِدُ : চকমকি অগ্নিহীন হওয়া । ধূমল হওয়া ।
 كَيْبَةً : হেঁচটা, ধাক্কা ।
 يُكَلِّمُ جَوَادٍ كَثْرَةً وَكُلُّ عَالِمٍ مَفْرَدٌ وَكُلُّ سَبِيٍّ نَبْرَةٌ .
 مَادَهُ : (ক. প. র.) , جَنَسَ : নাকিস রাও
 مُرَاوٍ : خَبَا , ضَدَّ : ডকা
 চকমকিতে আঘাত করা, ঘর্ষণ করা । (ف) مَصَّ :
 قَدَحَ : ঘর্ষণ ।
 فِي الْقُرْآنِ : فَالْمُورِيَاتِ قَدَحًا .
 مَادَهُ : (ق. দ. হ.) , جَنَسَ : صَحِجَحَ
 مُرَاوٍ : ذَكَّتْ
 (ج) زَنَادَ , أَزْنَدَ , أَزْنَدَ , زَنَدَ : (র) زَنَدَ :
 আশুন জ্বালানোর পাশর ।
 مَادَهُ : (ز. ন. দ.) , جَنَسَ : صَحِجَحَ
 مُرَاوٍ : الْعَوْدُ الْأَعْلَى / حَبِيدَةُ السَّارِ .
 لَا ذَكَّتْ : প্রজ্বলিত হয়নি ।
 (ن) ذَكَا , ذَكَّرَا : প্রজ্বলিত হওয়া ।
 - ذَكَّرُوا : জবাই করা ।
 (س. ক) ذَكَا : মেধাবী হওয়া ।
 (إِفْعَال) اذْكَا : প্রজ্বলিত করা ।
 فِي الْحَدِيثِ : ذَكَاةُ الْحَجَّيْنِ ذَكَاةُ أُمِّ .
 مَادَهُ : (ذ. ক. র.) , جَنَسَ : نَاقِصَ وَاوِي
 مُرَاوٍ : اِسْتَعْمَلَ
 نَارٌ : (ج) أَنْوَرُ , يُنِيرَانُ , نِيرَةٌ : অগ্নি, বহি ।
 عِنَادٌ : বিদ্রোহ ।
 عِنَادُنْ : বিদ্রোহ করা, বিরোধিতা করা ।
 (مُفَاعَلَة) مَعَادَةٌ : বিদ্রোহ হওয়া, বিরোধিতা করা ।
 فِي الْقُرْآنِ : وَالنِّبَا فِي جَنَسٍ كُلِّ كَفَّارٍ عَيْنِي .
 مَادَهُ : (ع. ন. দ.) , جَنَسَ : صَحِجَحَ
 مُرَاوٍ : خَلَّافٌ / بَغَاوَةٌ

حَذَابٌ : পরস্পর টানাটানি করছি ।
 تَعْمَلُ تَجَادِبًا : পরস্পর টানাটানি করা ।
 ضَا جَذَبًا , (إِفْعَال) اِجْتَذَابًا : টানা ।
 مَادَهُ : (ج. ড. প.) , جَنَسَ : صَحِجَحَ
 مُرَاوٍ : يَنْتَعِجُ / نَجِيرٌ
 (ج) أَطْرَافٌ , (ر) طَرَفٌ : দিক, কেনারা ।
 فِي الْقُرْآنِ : أَمِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ وَطَرَفِي النَّهَارِ .
 مَادَهُ : (ط. র. ফ.) , جَنَسَ : صَحِجَحَ
 مُرَاوٍ : الشَّاجِعَةُ .
 (ج) أَنَاثِيْدٌ , (ر) أَنَشُوْدَةٌ : সঙ্গীত, গান ।
 مَادَهُ : (ن. শ. দ.) , جَنَسَ : صَحِجَحَ , مُرَاوٍ : أَغَانِي .
 تَوَارَدُ : আমরা অবতরণ করছি ।
 (تَفَاعُل) تَوَارَدًا : অবতরণ করা ।
 مَادَهُ : (و. র. দ.) , جَنَسَ : مِثَالُ وَاوِي , مُرَاوٍ : نَتَنَازِلُ
 (ج) طَرَفٌ , (و) طَرَفَةٌ : অনুপম, অভিনব, অপূর্ব ।
 (ك) طَرَفَةٌ : নতুন হওয়া । উৎকৃষ্ট হওয়া ।
 مَادَهُ : (ط. র. ফ.) , جَنَسَ : صَحِجَحَ , مُرَاوٍ : غَرَائِبُ
 (ج) أَسَانِيْدٌ , (و) اِسْنَادٌ : সূত্রপরম্পরা [এখানে- ঘটনাপ্রবাহ] ।
 قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : اِلْاِسْنَادُ مِنَ الْوَيْدِي .
 مَادَهُ : (س. ন. দ.) , جَنَسَ : صَحِجَحَ
 مُرَاوٍ : الْأَخْيَارُ
 وَقَفَ : [চলতে চলতে এসে] দাঁড়াল ।
 (ض) وَقُفَا : দাঁড়ানো ।
 فِي الْقُرْآنِ : وَقَفُوهُمْ أَنَّهُمْ مَسْنُونُونَ .
 مَادَهُ : (و. ق. ফ.) , جَنَسَ : مِثَالُ وَاوِي
 مُرَاوٍ : قَامَ / سَكَنَ
 بِنَا (أَيَّ أَمَّا) : আমাদের সম্মুখে ।
 شَخْصٌ : (ج) أَشْخَصٌ , شَخْصٌ : এক ব্যক্তি ।
 سَمَلٌ : (ج) اَسْمَالٌ : পুরনো কাপড়, জীর্ণ বস্ত্র ।
 (ن) سَمَلًا , (ك) سَمَلَةٌ , (إِفْعَال) اِسْمَالٌ - الثَّوْبُ : পুরাতন
 হওয়া, জীর্ণ হওয়া ।
 مَادَهُ : (س. ম. ল.) , جَنَسَ : صَحِجَحَ
 مُرَاوٍ : بَذَلَهُ / خَلَّى , ضَدَّ : جَدِيدٌ
 وَشِبْهُ (فِعْلُهُ لِلْقَوْمِ) : চলার বা হিটার ধরন ।
 (ض) مَحْضًا : চলা ।
 فِي الْقُرْآنِ : كَلَّمَا أَمَّا لَهُمْ مَسْنُونًا فَبِهِ

وَانْظُرُوا إِلَى مَنْ كَانَ دَانِيًا وَنَدَىٰ وَجَدَهُ
وَجَدَىٰ، وَعَقَارٌ وَقُرَىٰ، وَمَقَارٌ وَقُرَىٰ، فَمَا
زَالَ بِهِ قَطُوبُ الْخُطُوبِ، وَحُرُوبُ الْكُرُوبِ،
وَشَرَّرُ شَرِّ الْحُسُودِ، وَانْتِيَابُ الثُّوبِ
السُّودِ، حَتَّىٰ صَفِرَتِ الرَّاحَةُ، وَقَرِعَتِ
السَّاحَةُ، وَعَارَ الْمَنْبَعُ، وَنَبَا الْمَرْبَعُ،
وَأَقْرَى الْمَجْمَعُ، وَأَقْضَ الْمَضْجَعُ،
وَاسْتَحَالَتِ الْحَالُ، وَأَعْوَلَ الْعِيَالُ.

অনুবাদ : তোমরা সেই লোকটির প্রতি দৃষ্টিপাত কর,
ছিল মজলিসী [বা মজলিসের অধিকর্তা], দানশীল, ধনী,
বদান্য, জমিদার, জনপদের অধিপতি, বাগ্মীর মালিক
আতিথেয়তাপরায়ণ। অতঃপর তার উপর একাধারে
চলতে থাকল বিপদ-আপদের ভুঙ্কুটি, দুঃখ-দুর্দশার
ঘাত-প্রতিঘাত, নিন্দুকের অনিষ্টের ফুলিঙ্গ ও কালো
বিপদের পালা পরিবর্তন। ফলে [তার] হস্ত শূন্য হয়ে
গেল, আসিনা বিরান হয়ে গেল, স্বর্না শুকিয়ে গেল,
আবাসস্থল প্রতিকূল হয়ে উঠল, মজলিস শূন্য হলো,
বিছানা কঙ্করাকীর্ণ হলো, অবস্থা পরিবর্তিত হলো,
ছেলেপুলেরা চিৎকার জুড়ে দিল।

শাব্দিক অনুবাদ : وَانْظُرُوا তোমরা দৃষ্টিপাত কর إِلَى مَنْ كَانَ সেই লোকটির প্রতি যে ছিল دَانِيًا মজলিসী دَانِيًا দানশীল
وَجَدَىٰ দানী বদান্য دَاعِيًا জমিদার دَاقِرَىٰ জনপদের অধিপতি دَامِعًا বাগ্মীর মালিক دَاقِرَىٰ আতিথেয়তাপরায়ণ
وَحُرُوبُ অতঃপর একাধারে চলতে থাকল তার উপর قَطُوبُ ভুঙ্কুটি الْخُطُوبُ বিপদ-আপদ وَحُرُوبُ ঘাত প্রতিঘাত
وَالْكُرُوبُ দুঃখ-দুর্দশা شَرُّ ফুলিঙ্গ شَرِّ অনিষ্ট الْحُسُودُ নিন্দুক انْتِيَابُ পালা পরিবর্তন الثُّوبُ বিপদ السُّودُ কালো حَتَّىٰ ফলে
صَفِرَتِ শূন্য হয়ে গেল الرَّاحَةُ হস্ত نُزِعَتْ বিরান হয়ে গেল السَّاحَةُ আসিনা غَارَ শুকিয়ে গেল الْمَنْبَعُ স্বর্না প্রতিবর্তিত
وَأَقْرَى মজলিস শূন্য হলো الْمَجْمَعُ মজলিস أَقْضَى কঙ্করাকীর্ণ হলো الْمَضْجَعُ বিছানা اسْتَحَالَتِ অবস্থা পরিবর্তিত হলো الْحَالُ অবস্থা
وَأَعْوَلَ ছেলেপুলেরা চিৎকার জুড়ে দিল الْعِيَالُ ছেলেপুলেরা।

শব্দ-বিশ্লেষণ

তোমরা দৃষ্টিপাত কর : اَنْظُرُوا
(ন) تَنْظُرًا - إِلَى :
আপেক্ষা করা : اِنْتِظَارًا
فِي الْقُرْآنِ : اِنَّا يَنْظُرُونَ إِلَى الْاٰيٰتِ كَيْفَ خَلِيفَتُ .
মাদে : (ন. - প. - র.), جَنَس : صَجِيع
مُرَافِق : اِلْحَمُوا
نَدَى : (ج) اَنْدَى , اَنْدَاء :
মজলিস, সভা :
مَجْلِسِي বা মজলিসের অধিকর্তা :
فِي الْقُرْآنِ : قَلِيْدًا نَادِيَةً .
মাদে : (ন. - দ. - য.), جَنَس : نَاقِص يَائِي
مُرَافِق : مَجْلِس
نَدَى : دَانِ

নদী : (ج) اَنْدَاء , اَنْدِيَّة :
(س) نَدَى : نَدَاة :
(ن) تَدْرًا :
فِي الْقُرْآنِ : وَتَاتُونَ فِي نَادِيَتِكُمُ الْمُنَكَّر .
মাদে : (ন. - দ. - য.), جَنَس : نَاقِص يَائِي
مُرَافِق : كَرَم / سَبِيح , صَد : شُح
جَدَّة :
ধনাত্যতা, ধন-সম্পদ :
(ض) رَجْدَانًا :
পাওয়া :
(ض) جَدَّة :
সম্পদশালী হওয়া :
فِي الْقُرْآنِ : وَوَجَدَكَ صَلاَةً قَهْلِي .
মাদে : (و. - জ. - দ.), جَنَس : مِثَال وَاوِي
مُرَافِق : اِلْحَمِي , جَد : اَلْفَقْر

جَدَى : ব্যাপক বৃষ্টি, দান, অনুগ্রহ।

(ن) جَدْرًا : দান করা।

(إِعْمَال) جَدًّا : দান করা। দান পাওয়া।

مَادَّة : (ج. د. ر.) : جنس : নাবিস কাওী

مَرَاوُف : عطية.

عَقَار : জমি, স্থাবর সম্পত্তি।

مَادَّة : (ع. ق. ر.) : جنس : صحيح

مَرَاوُف : الْأَرْض

(ج) قَرْيَ : (و) قَرْيَةً : জনপদ, গ্রাম।

فِي الْقُرْآنِ : رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا .

مَادَّة : (ق. ر. ي.) : جنس : نَابِص يَانِي

مَرَاوُف : الْبَادِيَّةُ , جَد : الْحَصْرُ

যে বড় পায়ে মেহমানের : مَقَار : مَقَرَى . مَقَرَّة (ج) :

সামনে "দ্বার" পেশ করা হয়। বাধা।

مَادَّة : (ق. ر. ي.) : جنس : نَابِص يَانِي

مَرَاوُف : جِقَان

قَرَى (ض) مصد : আপায়ন করা, আভিষেয়তা করা।

قَرَى : আতিথ্যের খাবার।

(إِسْتِعْمَال) إِنْقَرَأَ : আতিথ্য প্রার্থনা করা।

مَادَّة : (ق. ر. ي.) : جنس : نَابِص يَانِي

مَرَاوُف : الرِّفَاقَةُ / المَعْبَةُ

مَا زَالَ بِهِ : তার উপর একাধারে চলতে থাকল।

قَطُوبُ : চেহারার মালিন্য, অসুস্থি।

(ض) قَطُوبُ : চেহারা মলিন করা, অসুস্থিত করা।

مَادَّة : (ق. ط. ب.) : جنس : صحيح

مَرَاوُف : مَبُوتًا , جَد : رُورًا

বড় বিষয়, [এখানে-বিপদ-আপদ] : (و) خَطْبُ : فِي الْقُرْآنِ : مَا خَطَبَكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ .

مَادَّة : (خ. ط. ب.) : جنس : صحيح

مَرَاوُف : التَّشْدِيدُ , جَد : الْأَمَانُ

(ج) حُرُوبٌ , (و) حَرْبٌ : শড়াই, যুদ্ধ, [এখানে-ঘাত-প্রতিঘাত]।

مَغَاعِلَةٌ : লড়াই করা, যুদ্ধ করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَأَذَّنَا بِمَرْبٍ مِنَ اللَّهِ .

مَادَّة : (ح. ر. ب.) : جنس : صحيح

مَرَاوُف : أَنْفَعَال , جَد : السَّلْمُ

(ج) الْكَرُوبُ , (و) كَرْبٌ : দুঃখ-দুর্দশা।

فِي الْقُرْآنِ : فَجَبَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ .

مَادَّة : (ك. ر. ب.) : جنس : صحيح

مَرَاوُف : الْهَمُوم , جَد : الْفَرَجُ / الْأَمَانُ

(ج) شُرُورٌ , (و) شَرَارَةٌ : স্থূলিশ, ফুলকি।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّمَا تَرْمِي بِشَرِّ كَالْقَصْرِ

مَادَّة : (ش. ر. ر.) : جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

شَر : (ج) شُرُورٌ : মন্দত্ব, অনিষ্ট, অকল্যাণ।

شَر (ص. ف. م. ذ) : (ج) شَرَارٌ , أَشْرَارٌ , أَشْرَاءُ : মন্দ, খারাপ।

شَر : شَرَارَةٌ (ض. ن. س. م. ص) : মন্দ হওয়া, খারাপ হওয়া।

مَادَّة : (ش. ر. ر.) : جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مَرَاوُف : فَاحِشٌ / سَيِّئٌ , جَد

الْحَسُودُ (ص. ف. م. ذ. م. ج) : حَسَدٌ : নিন্দুক, হিংসুক।

(ن. ض) حَسَدًا : হিংসা করা।

(تَفَاعُل) تَحَسَّدًا : হিংসা করা, একে অন্যকে হিংসা করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَبَيْنَ شَرِّ عَالِيَةٍ إِذَا حَسَدَ .

مَادَّة : (ح. س. د.) : جنس : صحيح

مَرَاوُف : جَعْدٌ , جَد : الرَّافَةُ / الْمَعْبَةُ

إِنْتِيَابٌ : পালা বদল।

إِنْتِيَابُ (إِفْعَال) مصد : পালাক্রমে আসা, পালা পরিবর্তন করা।

(ن) نَوْبًا , رِبَابَةً : স্থলাভিষিক্ত হওয়া।

إِنِّي : বার বার আসা।

(إِفْعَال) إِنَابَةً : স্থলাভিষিক্ত করা।

إِنِّي : অতিমুখী হওয়া, তওবা করা।

فِي الْعَدِيثِ : كُنَّا نَتَنَاقَبُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

مَادَّة : (ن. و. ب.) : جنس : أَجَوُفُ وَآوِي

مَرَاوُف : الْكَدْرَانُ .

(ج) مَوْبٌ , (و) مَوْبَةٌ : বিপদ, মসিবত।

مَادَّة : (ن. و. ب.) : جنس : أَجَوُفُ وَآوِي

مَادَّةٌ : (গ-ও-র) , جِنْسٌ : أَجْوَفٌ رَاوِی
 مَرَاوُنٌ : جَمْرٌ
 مَتَبَعٌ : (ج) مَتَابِعٌ , مَتَابِعٌ : ঝর্না, ঝর্নার উৎসস্থল ।
 مَتَابِعٌ : (ن-ب-د) مَتَابِعٌ , مَتَابِعٌ : পানি উৎসারিত হওয়া ।
 مَادَّةٌ : (স-ও-দ) , جِنْسٌ : أَجْوَفٌ رَاوِی
 مَرَاوُنٌ : حَالِكٌ , جِنْدٌ : بَيْضٌ
 صَفِرَتْ : শূন্য হয়ে গেল ।
 (س) صَفَرًا : খালি হওয়া, খালি হওয়া
 (اِفْعَال) اِصْفَارًا : শূন্য হওয়া/ করা
 يَقُولُ الْعَرَبُ : نَعَزُو بِاللَّهِ مِنْ قَرَعِ الْقَنَاءِ وَصَفَرِ الْإِنَاءِ
 مَادَّةٌ : (ص-ف-ر) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مَرَاوُنٌ : خَلَّتْ , جِنْدٌ : مَلَكْتُ
 الرَّاحَةُ : (ج) رَاحٌ , رَاحَاتٌ : হস্ততাল, হস্ত ।
 يُقَالُ : تَرَكْتُهٗ عَلَى أَنْفَى مِنَ الرَّاحَةِ
 مَادَّةٌ : (ر-و-ح) , جِنْسٌ : أَجْوَفٌ رَاوِی
 مَرَاوُنٌ : كَفٌ
 قَرَعَتْ : বিরান হয়ে গেল ।
 (س) قَرَعًا , قَرَعًا : শরাজিত হওয়া । বিরান হওয়া, খালি হওয়া ।
 (ف) قَرَعًا : করাঘাত করা, আঘাত করা ।
 فِي الْقُرْآنِ : الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ
 مَادَّةٌ : (ق-ر-ع) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مَرَاوُنٌ : خَلَّتْ , جِنْدٌ : مَلَكْتُ
 السَّاحَةُ : (ج) سَاحٌ , سَوَحٌ , سَاحَاتٌ : আসিনা ।
 فِي الْقُرْآنِ : يَسَاحِقُ قَوْمٌ فَكَأَنَّ سَبَاحَ السُّنْدُورِ
 مَادَّةٌ : (س-ي-ح) , جِنْسٌ : أَجْوَفٌ يَلَانِي
 مَرَاوُنٌ : فَنَاءٌ , رَاحَةٌ
 غَارٌ : পানির স্তর নিচে নেমে গেল, শুকিয়ে গেল ।
 (ن) غَوْرًا : পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া, শুকিয়ে যাওয়া ।
 (اِفْعَال) اِغَارَةً : আক্রমণ করা, লুণ্ঠন করা ।
 فِي الْقُرْآنِ : قُلْ اذْنَبْتُمْ إِنِ اصْبَحَ مَا كُمْ غَوْرًا فَمَنْ
 يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ .

مَادَّةٌ : (গ-ও-র) , جِنْسٌ : أَجْوَفٌ رَاوِی
 مَرَاوُنٌ : جَمْرٌ
 مَتَبَعٌ : (ج) مَتَابِعٌ , مَتَابِعٌ : ঝর্না, ঝর্নার উৎসস্থল ।
 مَتَابِعٌ : (ن-ب-د) مَتَابِعٌ , مَتَابِعٌ : পানি উৎসারিত হওয়া ।
 مَادَّةٌ : (স-ও-দ) , جِنْسٌ : أَجْوَفٌ رَاوِی
 مَرَاوُنٌ : حَالِكٌ , جِنْدٌ : بَيْضٌ
 صَفِرَتْ : শূন্য হয়ে গেল ।
 (ن) صَفَرًا : খালি হওয়া, প্রতিফল হওয়া ।
 (اِفْعَال) اِصْفَارًا : তলোয়ার ভোঁতা করা ।
 مَادَّةٌ : (ন-ব-ও) , جِنْسٌ : نَاقِصٌ رَاوِی
 مَرَاوُنٌ : ضَادٌ , رَافَقٌ
 الْمَرَبِعُ : (ج) مَرَابِعٌ : আবাসস্থল, গৃহ ।
 (ن) رِبْعًا - بِالسَّكَّانِ : অবস্থান করা ।
 مَادَّةٌ : (র-ব-ও) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مَرَاوُنٌ : الْمَنْزِلُ
 أَقْوَى : খালি হলো, জনশূন্য হলো ।
 (اِفْعَال) اِقْوَاءً : জনশূন্য হওয়া । ক্ষুধার্ত হওয়া ।
 (س) قِيًّا , قَوَائِمًا - الدَّارُ : বাড়ি জনশূন্য হওয়া ।
 - قَوَى : অধিক ক্ষুধার্ত হওয়া ।
 فِي الْقُرْآنِ : مَتَاعًا لِلْمُنْفِرِينَ .
 مَادَّةٌ : (ق-ও-ই) , جِنْسٌ : لَفِيفٌ مَقْرُونٌ .
 مَرَاوُنٌ : خَلَا , جِنْدٌ : مَلَأَ
 الْمَجْمَعُ : (ج) مَجَامِعٌ , مَجَامِعٌ : মজলিস, সভা ।
 قَالَ الشَّاعِرُ : أَوْلَيْكَ أَبَاتِي فَنَجْنِي بِمِثْلِهِمْ
 إِذَا جَمَعْتُنَا بِأَجْرِ الْمَجَامِعِ
 مَادَّةٌ : (ج-م-ও) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مَرَاوُنٌ : مَجْلِسٌ
 أَقْصَى : কঙ্করাকীর্ণ হলো, শক্ত হলো ।
 (اِفْعَال) اِقْصَا : ধূলি মলিন ও অমসৃণ হওয়া, শক্ত হওয়া ।
 কঙ্করাকীর্ণ হওয়া ।
 (ض) قَوْضِيًّا : শব্দ করা ।

(স) **قَضَا** : কড়ময় হওয়া।

قَالَ الشَّاعِرُ أَبُو ذَنْبٍ : أَمَا لِيَعْنِيكَ لَا يُلَاحِظُ مَضْجَعًا إِلَّا أَقْضَى عَلَيْهِ ذَاكَ الْمَضْجَعُ

مَادَّةُ : (ق. ض. ض.) ، جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِيٌّ

مُرَادِفٌ : خَشِنٌ ، ضِدٌّ : لَانَ

المَضْجَعُ : (ج) مَضَاجِعُ : ا. شایا، بیخانا،

فِي الْقُرْآنِ : تَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ .

مَادَّةُ : (ض - ج - ع) ، جِنْسُ : صَعْبُ

مُرَادُفٌ : مَقْبِلٌ

استعالت : পরিবর্তিত হলো ।

পরিবর্তন হওয়া : (اِسْتِغَالَه) اِسْتِغَالَه

مَادَّةُ : (ح. و. ل.) ، جَنْسٌ : أَخَفُّ وَأَوْثَرُ .

مُرَادُونَ : نَفْسَاتٌ ، ضِدٌّ : نُسُتَاتٌ

অবস্থা: আকার-আকৃতি। (ম) أَحَدًا، أَحَدَةً : **নৈমাল**

ہمکار کا دین : اَعْمَلْ

فِي الْمَوَالِ (فِي الْمَوَالِ) .

अभिमान कदा

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

আবিচার করা : عود : ১০

سادہ : (ع. و. و.)

ج. عِبَالٌ، عِبَائِلٌ، (و) عَيْلٌ : ছেলেপুলে, সম্ভান-সম্ভতি।

فِي الْحَدِيثِ : اَلْخَلْقُ عِبَادُ اللّٰهِ .

مَادَّةُ : (ع. ي. ل) ، جَنْسُ : أَجْوَفُ يَانِي

مرادف : أهل

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ اَنْظُرُوا اِلَى مَنْ كَانَ ذَا نِدْيٍ وَنَدْيٍ الْخ :

এখানে **إِنَّمَا** ফেয়েলে নাকেস, আর **ضَمِير** তার **أَنْتَ** এবং **كَانَ**

ও **مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ** শব্দগুলো **قَرَى** থেকে **نَدَى** মুযাফ

ও **مُضَافٍ** অতঃপর **مُضَافٍ** **إِلَيْهِ** -এর **مُضَافٍ** হয়ে **مُعْطَرَفٌ**

خَبَرَ وَ إِنْ تَارَكَ كَانَ -এর খবর। كَانَ مُضَافٌ إِلَيْهِ

নিয়ে জুমলা হয়ে مِنْ ইসমে মাউসুলের صَلَ অতঃপর صَلَ

এবং মজরুর মিলে রয়েছে।

বালাগাত

نَبْلُهُ نَدَى، وَنَدَى..... قُبُورُهُ وَمَقَابِلُهُ قُبُورُهُ.

-এ- ফুঁ ও ফুঁ -এ মাথা এবং -এ- ফুঁ ও

मातुः शय्ये ।

سُؤْلُهُ : قَطْرَبُ الْخُطُوبِ :

হয়েছে। جناس لأحق -এর মাঝে -خُطْبُ و قُطْبُ

سُورَةُ الْحُرُوبِ : حُرُوبُ الْكُرُوبِ :

হয়েছে। جناس لاحق -এর মধ্যে کُز و کُز

قوله : شَرُّ الْعُسُودِ وَأَنْتِيَابُ النَّوْبِ السُّودِ :

হয়েছে। جناس لایحق - এর মধ্যে - حسد এবং حسد

وَحَلَّتِ الْمَرَابِطُ، وَرَجِمَ الْغَايِطُ، وَأَوْدَى
النَّاطِقُ وَالصَّامِتُ، وَرَتَّى لَنَا الْحَايِدُ
وَالشَّامِتُ، وَالْأَيْنَا الدَّفْعُ الْمَوْقِعُ، وَالْفَقْرُ
الْمَدْرَعُ، إِلَى أَنْ اخْتَذَيْنَا الْوَجَى، وَاغْتَذَيْنَا
الشَّجَى، وَاسْتَبْطُنَا الْجَوَى، وَطَرَيْنَا
الْأَخْشَاءَ عَلَى الطَّوَى، وَانْتَحَلْنَا السُّهَادَ،
وَاسْتَوْطُنَا الْوَهَادَ، وَاسْتَوْطُنَا الْقَتَادَ،
وَتَنَاسَيْنَا الْأَقْتَادَ.

অনুবাদ : আন্তাবল উজাড় হলো, ঈর্ষাকারী দয়র্ষ হল
সরব ও নীরব সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল, নিম্মক এ
বিপদে আনন্দ প্রকাশকারী শত্রু আমাদের জন্য শোক
প্রকাশ করল এবং ধ্বংসকারী যুগ ও ভূমিসাংকারী দৈন্য
আমাদের উপর আবর্তিত হলো। ফলে আমরা জুতা স্বরূপ ধরে নিলাম, গলার হাড়ের
খাদ্যরূপে গ্রহণ করলাম, ক্ষুধার জ্বালাকে আমরা পেটে
চেপে রাখলাম এবং অন্তরাজিকে ক্ষুধার উপর চাপিয়ে
দিলাম, অনিদ্রাকে সুরমারূপে গ্রহণ করলাম এবং শুধাকে
আবাসস্থল বানালাম, কষ্টকময় বৃক্ষকে নরম অনুভব
করলাম এবং হাওদার কাষ্ঠাদির কথা ভুলে গেলাম।

শাব্দিক অনুবাদ : খালি উজাড় হলো الْمَرَابِطُ আন্তাবল رَجِمَ দয়র্ষ হলো الْغَايِطُ ঈর্ষাকারী أَوْدَى ধ্বংস হয়ে গেল النَّاطِقُ
সরব সম্পদ وَالصَّامِتُ নীরব সম্পদ رَتَّى শোক প্রকাশ করল لَنَا আমাদের জন্য الْحَايِدُ নিম্মক الْفَقْرُ ভূমিসাংকারী
প্রকাশকারী শত্রু الْمَدْرَعُ আবর্তিত হলো إِلَى আমাদের উপর الدَّفْعُ যুগ وَالْمَوْقِعُ ধ্বংসকারী الْوَجَى দৈন্য
আমাদের উপর اخْتَذَيْنَا জুতা স্বরূপ ধরে নিলাম الْوَجَى নগ্নপদতা وَاغْتَذَيْنَا খাদ্যরূপে গ্রহণ করলাম الشَّجَى গলার হাড়
আমরা পেটে চেপে রাখলাম الْجَوَى ক্ষুধার জ্বালা وَطَرَيْنَا এবং চাপিয়ে দিলাম الْأَخْشَاءَ অন্তরাজি
ক্ষুধার উপর انتحلنا সুরমারূপে গ্রহণ করলাম السُّهَادَ অনিদ্রা استوطنا আবাসস্থল বানালাম الْوَهَادَ শুধা
অনুভব করলাম الْقَتَادَ কষ্টকময় বৃক্ষ وَتَنَاسَيْنَا এবং আমরা ভুলে গেলাম الْأَقْتَادَ হাওদার কাষ্ঠাদির কথা।

শব্দ বিশ্লেষণ

خَلَّتْ : খালি হলো, উজাড় হলো।

(ن) خَلَّوْا، خَلَاءً : একাকী হওয়া। অতিবাহিত হওয়া। শূন্য হওয়া। উজাড় হওয়া।

(أَفْعَال) إِخْلَاءً : শূন্য করা।

(تَفْعِيل) تَخْلِيَةً : মুক্ত করা, ত্যাগ করা।

(تَفْعِيل) تَخْلِيَةً : নির্জনে থাকা।

فِي الْقُرْآن : وَأَذَا خَلَّوْا إِلَى شَيْطَانِهِمْ .

مَاهُ : (خ. ل. و), جَنَس : কাকস ওয়ী

مَرَاوُف : قَرَعَتْ/ أَقْوَتْ , ضَدَّ : মল্লত

(ج) الْمَرَابِطُ , (و) مَرَبِطٌ : আন্তাবল, গোহাল।

(ن) (ض) رَطَبٌ : বাধা। দৃঢ় করা।

(مُتَعَاكِل) مَرَابِطَةٌ , رِيَابٌ : সীমান্ত গ্রহরায় থাকা।

فِي الْقُرْآن : وَأَعْدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ

وَسَائِلِ الْغَيْبِ

مَاهُ : (ر. ب. ط), جَنَس : صَحِيح
مَرَاوُف : اِنْطَبِيلٌ

دয়র্ষ হলো, দয়া করল।

(س) رَحِمًا , رَحْمَةً : দয়া করা।

الْغَايِطُ (ف.ا) (مذ) غِبَطٌ : ঈর্ষাকারী, ঈর্ষান্বিত।

(ض.س) غَيْطٌ , غَيْطَةٌ : ঈর্ষা করা।

(الْفَيْعَال) اِنْطَبِيلٌ : স্বাভাবিকের অধিকারী হওয়া।

فِي الْعَوْنِ : يَغِيْطُ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ .

مَاهُ : (غ. ب. ط), جَنَس : صَحِيح

مَرَاوُف : حَسَادٌ

অদ্বী : ধ্বংস হয়ে গেল। ধ্বংস করল।

(أَفْعَال) اِنْذَاءً : ধ্বংস হওয়া। ধ্বংস করা।

(ض) وَدَّيَا - اَلْقَائِلُ : রক্তপণ দেওয়া।

مَاهُ : (و. د. ي), جَنَس : مُرَكَّب (مِثَالُ وَادٍ وَنَائِصِ يَائِي)

وَأَسْتَطَبْنَا الْحَيْنَ الْمُجْتَاعَ، وَأَسْتَطَبْنَا
النَّيَّومَ الْمُتَّاعَ، فَهَلْ مِنْ حُرَّاسٍ، وَسَفْ
مُرَّاسٍ، فَوَالَّذِي اسْتَخْرَجْنِي مِنْ قَبْلَةٍ
لَقَدْ أَمْسَيْتُ أَخَا عَيْلَةٍ. لَا أَمْلِكُ بَيْنَهُ
لَيْلَةً. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ : فَأَوَيْتُ
لِمَقَارِفِهِ، وَلَوَيْتُ إِلَى اسْتِثْبَاطِ فَقْرِهِ
فَأَبْرَزْتُ دِينَارًا، وَقُلْتُ لَهُ اخْتِيارًا : إِنْ
مَدَحْتَهُ نَظْمًا، فَهُوَ لَكَ حَتْمًا .

অনুবাদ : বিলয়কারী মৃত্যুকে আমরা ভালো মনে করলাম,
অথচ আমরা নির্ধারিত দিন [অর্থাৎ, মৃত্যু]-কে বিলম্বিত
দেখতে পেলাম। অতএব, আছে কি কোনো সমব্যথী
অভিজ্ঞাত ব্যক্তি কিংবা কোনো সাহায্যকারী সুহৃদ ব্যক্তি?
সেই সত্তার শপথ, যিনি আমাকে কায়লা [বিনতে আরকাম]
-এর বংশে সৃষ্টি করেছেন, নিশ্চয়ই আমি এরূপ
দারিদ্র্যাবস্থায় সন্ধ্যাকালে উপনীত হয়েছি যে, আমি একটি
রাত্রি যাপন করার মতো খাবারের মালিক নই। হারিস ইবনে
হাম্মাম বলেন, অতঃপর আমি তার দারিদ্র্যের কারণে দয়র্দ
হলাম এবং আমি তার বাক্যাবলির অর্থ উদ্ঘাটনের প্রতি
আকৃষ্ট হলাম। সুতরাং আমি একটি স্বর্ণমুদ্রা বের করলাম
এবং তাকে পরীক্ষা স্বরূপ বললাম, যদি তুমি পদ্যে এই স্বর্ণ
মুদ্রার প্রশংসা করতে পার তবে এটা নিশ্চিত তোমার।

গাঙ্গিক অনুবাদ : اسْتَطَبْنَا আমাদের ভালো মনে করলাম الْحَيْنَ মৃত্যু اسْتَطَبْنَا বিলয়কারী অথচ আমরা
إِلْمَحًا দেখতে পেলাম النَّيَّومَ দিন نَحْلَ নির্ধারিত فَهَلْ অতএব আছে কি مِنْ حُرَّ কোনো অভিজ্ঞাত ব্যক্তি أو সমব্যথী
مِنْ কিংবা কোনো সুহৃদ ব্যক্তি مُرَّاسٍ সাহায্যকারী আমাকে সৃষ্টি করেছেন اسْتَخْرَجْنِي
لَا আমি لَا أَمْلِكُ দারিদ্র্যাবস্থায় أَخَا عَيْلَةٍ অতঃপর قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন
لِمَقَارِفِهِ তার দারিদ্র্যের কারণে وَلَوَيْتُ إِلَى اسْتِثْبَاطِ فَقْرِهِ এবং আমি আকৃষ্ট হলাম إِلَى প্রতি
فَأَبْرَزْتُ دِينَارًا সুতরাং আমি বের করলাম একটি স্বর্ণমুদ্রা وَقُلْتُ لَهُ অর্থ তাকে বললাম اخْتِيارًا পরীক্ষা স্বরূপ
إِنْ مَدَحْتَهُ তুমি এই স্বর্ণমুদ্রার প্রশংসা করতে পার فَهُوَ لَكَ حَتْمًا তবে এটা তোমার নিশ্চিত।

শব্দ বিশ্লেষণ

আমরা ভালো মনে করলাম : اسْتَطَبْنَا

সুহাদু মনে করা, উক্টো মনে করা, ভালো মনে করা : (إِسْتِطَابَةً)

উৎকৃষ্ট হওয়া, সুস্বাদু হওয়া : (طَبِيًّا)

মাদে : (ط. ي. ب), جَس : أَجَوَفٌ يَازِي

মারোফ : اسْتَعْمَنَ

হিস : (ط. ي. ب), جَس : أَجَوَفٌ يَازِي

হিস (ض) : مَدَحَ : হাংস হওয়া

(إِقْعَال) : إِحَاةٌ : হাংস করা

মাদে : (ح. ي. ن), جَس : أَجَوَفٌ يَازِي

মারোফ : الْمَوْتُ : حُدَّ : الْأَعْيَا

الْمُجْتَاعُ (ف. م. ذ) : বিলয়কারী, বিলয়কারী

(إِقْعَال) : إِحَاةٌ : (ض) : جَوَّحًا : (إِقْعَال) : إِحَاةٌ :

হাংস করা, নির্মূল করা, মূল উৎপটন করা।

مَادَهُ : (ح. و. ح), جَس : أَجَوَفٌ يَازِي

مَارَافٍ : مَهْلِكٍ / الْمَسْأَلِ

বিলম্বিত দেখতে পেলাম।

বিলম্বিত মনে করা : (إِسْتِطَابَةً)

(إِقْعَال) : إِطَاءٌ : (ك) : يَطْرُؤُ : বিলম্ব করা

فِي الْعَوْنِ : مَنْ بَطَأَ عَمَلُهُ لَمْ يَسْرِعْ نَسَبُهُ .

মাদে : (ب. ط. م), جَس : مَهْمُزٌ لَمْ

مَارَافٍ : إِسْتَخْرَجْنَا : حُدَّ : إِسْتَعْرَعْنَا

اليَوْمَ : (ح) : أَيَّامٌ : দিন, দিবস

الْمُتَّاعَ (م. ف. م. ذ) : নির্ধারিত

(إِقْعَال) : إِحَاةٌ : নির্ধারণ করা, প্রস্তুত করা।

(ض) نَبِيًّا : নির্ধারিত হওয়া, প্রতৃত হওয়া।

مَادَهُ : (ত. য. হ.) , جنس : জাতি

مَرَاوُفٌ : الْمَقْدَرُ

حُرٌّ : (ج) أَحْرَارٌ : স্বাধীন, সম্রাজ, অভিজাত।

مَادَهُ : (হ. র. র.) , جنس : مُصَاعَفٌ ثَلَاثِي

مَرَاوُفٌ : الْمُعْتَقُ / الْكَرِيمُ , ضَدُّ : الْعَبْدُ / الْوَلِيمُ

أَسِي (ফা, মড) (ج) أَسَاءَ : সমবায়ী।

(ن) أَسَاءَ : সমবেদনা দেওয়া। সমবেদনা জ্ঞাপন করা।

مُعَاَلِفَةٌ : مُوَالِيَةٌ : আর্থিক সাহায্য করা।

مَادَهُ : (أ. স. র.) , جنس : مُرَكَّبٌ (مَهْمَزٌ فَا. وَنَاقِصٌ رَاوِي)

مَرَاوُفٌ : طَيِّبٌ / مُتَعَاظِفٌ

سَحَّ (صف, মড) (ج) رَسَّاحٌ : সুহৃদ, উদার।

(ف) سَعَى : দান করা।

مَرَاوُفٌ : كَرِيمٌ , ضَدُّ : بَخِيلٌ

مُوَالِي (ফা, মড) : সমবেদনা জ্ঞাপনকারী, সাহায্যকারী।

مَرَاوُفٌ : نَاصِرٌ / مُبِينٌ

اسْتَخْرَجَ : [এখানে- সৃষ্টি করেছেন] বের করছেন।

(إِسْتِغْفَالٌ) : اسْتَخْرَجًا : বের করা, নির্গত করা।

(إِفْعَالٌ) : إِخْرَجًا : বের করা।

(ن) خَرُوجًا : বের হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : رَبِّ أَخْرَجْنِي مَخْرَجَ صَدْنِ -

مَادَهُ : (খ. র. জ.) , جنس : صَحِيحٌ

مَرَاوُفٌ : خَلَقَ , ضَدُّ : أَمَاتَ

قَبِيلُهُ (بَنْتُ الْأَرْقَمِ) : আওস ও খায়রাজ গোত্রের মাতা।

(لَقَدْ) أَمْسَيْتَ : আমি সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি।

(إِفْعَالٌ) : إِمْسَاءً : সন্ধ্যায় উপনীত হওয়া।

فِي الْحَوَائِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْتُ أَشْهَدُكَ وَأَشْهَدُ حَلَّةَ عَزِيكَ -

مَادَهُ : (ম. স. য.) , جنس : نَاقِصٌ يَائِي

مَرَاوُفٌ : صَرْتُ , ضَدُّ : أَصْبَعْتُ

أَخُو عَيْلَةٍ (يَمَعْنَى صَاحِبِ عَيْلَةٍ) : দরিদ্র, অভাবী।

مَرَاوُفٌ : الْفَقْرُ , ضَدُّ : الْفَيْسُ

عَيْلَةٍ : দরিদ্র, অভাব।

لَا أَمْلِكُ : আমি মালিক নই।

(ض) مِلْكًا : মালিক হওয়া।

রাত্রি যাপন করার মতো খাবার।

رَاحِيَّةٌ : রাত্রি যাপন করা।

مَادَهُ : (প. য. ত.) , جنس : أَجْرَفٌ يَائِي

مَرَاوُفٌ : قَوْتُ

রাত্রি, রজনী। (ج) لَيْلَاتٌ

أَوْتٌ : দয়াদ্র হলাম, অনুগ্রহশীল হলাম।

- إِلَى : আশ্রয় নেওয়া।

أَوْتٌ : كَدٌ : দয়া করা।

فِي الْقُرْآنِ : أَوْ أَوَى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ -

مَادَهُ : (أ. য. র.) , جنس : مُرَكَّبٌ (مَهْمَزٌ فَا. وَلَفِيْفٌ مَقْرُون)

مَرَاوُفٌ : أَشْفَقْتُ , ضَدُّ : ظَلَمْتُ

(ج) مَفَاقِرٌ (عَلَى خِلَافِ فَقْرٍ) : দারিদ্র্য, অভাব।

(ك) مَفَاقِرٌ : দরিদ্র হওয়া, নিঃশ্র হওয়া।

فَقْرًا : فَقَارَةٌ :

- إِلَى : মুখাপেক্ষী হওয়া।

(إِسْتِغْفَالٌ) : اسْتَغْفَرًا : দরিদ্র হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : لِلْفَقَرَاءِ الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ -

مَادَهُ : (ফ. য. র.) , جنس : صَحِيحٌ

مَرَاوُفٌ : إِمْلَأَ عَيْلَةً , ضَدُّ : أَلْفَيْسُ

كُوَيْتٌ : আকৃষ্ট হলাম, আকৃষ্ট করলাম।

(ض) لَبَّأً : লিঙ্গা : ফিরে চাওয়া, খাবিত হওয়া, দয়াদ্র হওয়া।

- بِه : উপেক্ষা করা।

(انْفِعَالٌ) : تَلَوِيَةً : মাথা ঘুরিয়ে নেওয়া।

- عَنْهُ : গড়িমসি করা।

فِي الْقُرْآنِ : إِذْ تَصْدِرُونَ وَلَا تَلَوْنَ عَلَى أَحَدٍ -

مَادَهُ : (অ. য. র.) , جنس : لَفِيْفٌ مَقْرُون

مَرَاوُفٌ : صِلْتُ , ضَدُّ : أَعْرَضْتُ

إِسْتِنْطَابٌ : উদঘাটন করা।

(إِسْتِغْفَالٌ) : اسْتِنْطَابًا : উদঘাটন করা, আবিষ্কার করা, উদ্ভাবন করা।

(ض) نَبَطًا - الْبَيْتُ : কূপ থেকে পানি বের করা।

فِي الْقُرْآنِ : لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَ مِنْهُمْ -

مَادَهُ : (অ. য. র.) , جنس : صَحِيحٌ

مَرَاوُفٌ : اسْتَخْرَجَ / ابْتَدَعَ

(ج) فَعَرَّ : (أ) فَعَرَّةٌ : বাক্যাবলি, বাক্য।

مَادَّه : (ف.ق.ر) ، جَس : صَحِيح
مِرَاوُن : اَلْكَلَامُ

আমি বের করলাম : اَبْرَزْتُ

প্রকাশ করা, বের করা : اِبْرَازًا : (إِفْعَال)

প্রকাশ পাওয়া, বের হওয়া : اِبْرَازًا : (ن)
فِي الْقُرْآنِ : وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ .

মাদ্দের : (প.র.জ) , جَس : صَحِيح

মিরাউন : اَطْهَرْتُ , ضَدَّ : اَبْطَنْتُ / اَخْفَيْتُ

ধ্বংস করা : (ج) دَانِيًا : اِبْرَازًا

ফি আল-কিতাব : لَمْ يَبْرُزُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا .

মাদ্দের : (দ.ন.র) , جَس : صَحِيح

অভিহিত করা, যাচাই করা : اِخْتَبَارًا (إِفْعَال) مَدَّ :

(إِنْ) مَدَحْتُ : [যদি] তুমি প্রশংসা করতে পার :

(ف) مَدَحًا : প্রশংসা করা, গুণ কীর্তন করা :

পরস্পর প্রশংসা করা : (تَفَاعُل) مَدَحًا :

قَالَ الشَّاعِرُ : كَرَّمَ مَنَى أَمْدَحُهُ أَمْدَحُهُ وَالرَّوَى مَيَّتْ

وَأَذَا مَالَهُ لَعْنَهُ وَفَوَى .

মাদ্দের : (ম.দ.জ) , جَس : صَحِيح

মিরাউন : حَمِدْتُ

নয়, শ্রদ্ধা, ছন্দ : نَقَطُ

পদ্য রচনা করা : (ض) مَدَّ :

তবে এটা তোমার : قَهْوَلُكَ :

নিকিত : حَتَمٌ :

অবধারিত হওয়া, নিকিত হওয়া : (ض) مَدَّ :

(تَفَعُّل) تَحَنَّنًا : অপরিস্রব হওয়া, নিকিত হওয়া, বাধ্যতামূলক হওয়া :

فِي الْقُرْآنِ : كَانَ عَلَى رِجْلِكَ حَتَمًا مَقْطُوعًا .

মাদ্দের : (হ.ত.ম) , جَس : صَحِيح

মিরাউন : وَأَجِبًا / حَقًّا

مَقْطُوعٌ مَوْصُوفٌ وَصِفَتُهُ وَصَحَّ مَوَاسٍ
অতঃপর মিলে মক্কাবাদ।

আর মক্কাবাদ উহা খবর। তারপর মক্কাবাদ ও খবর মিলে
- جَمْلُهُ اِسْتِفْهَامِيَّةٌ اِنْشَائِيَّةٌ

قَوْلُهُ : قَوْلَانِ اِسْتِخْرَاجِيَّيْنِ مِنْ قِبَلَةٍ لَقَدْ اَمْسَبَتْ اَخَا
عَلَيْكَ لَا اَمْلِكَ بَيْتَ لَيْلَةٍ :

মিলে এটা অস্ট্রাজিইট মিন কিলে কসমের জন্য
মক্কাবাদ ও মক্কাবাদ মিলে মক্কাবাদ ও মক্কাবাদ

মিলে মক্কাবাদ আর মক্কাবাদ লক্কাবাদ নাকস
লা অমিলে বইট লক্কাবাদ কসমের নাকস।

হাল। অতঃপর হাল ও হাল মিলে ইসমে নাকস।
ফেয়েল নাকস তার ইসমে নিয়ে জম্লে হয়ে কসম ও
জওয়াবে কসম মিলে জম্লে ফসিযে।

قَوْلُهُ : قُلْتُ لَهُ اِخْتِبَارًا اِنْ مَدَحْتَهُ نَطْمًا فَهَوَّلَكَ حَتْمًا :

অস্ট্রাজি, যমীর ফায়েল আর কু মক্কাবাদ/আম্লিক, কু
হলে। কু মিলে মিলে ও মিলে মিলে মিলে মিলে

ফায়েল। ফেয়েল ও ফায়েল মিলে কাকল ও হরফে শর্ত
নটম মিলে ফায়েল বা ফায়েল, যমীর মিলে আর মিলে

শব্দটি মাসদার মাহযুফের সফাত। সফাত ও মাইসুফ
মিলে মিলে মিলে অতঃপর মিলে ফেয়েল তার ফায়েল

ফেয়েল কু মিলে মিলে মিলে মিলে মিলে মিলে মিলে
এর মধ্যে মিলে মিলে মিলে মিলে মিলে মিলে

মিলে মিলে মিলে মিলে মিলে মিলে মিলে মিলে
এর সাথে মিলে মিলে মিলে মিলে মিলে মিলে

অতঃপর মিলে মিলে মিলে মিলে মিলে মিলে
জমা। জম্লে মিলে মিলে মিলে মিলে মিলে

বালাগাত

قَوْلُهُ : قِبَلَةٍ . عَلَبَةٍ . لَيْلَةٍ :

এ শব্দগুলোর মাঝে পরস্পর লাজিম হয়েছে।

قَوْلُهُ فَأَنْتَ اِسْفَاقِيْمٌ وَلَكِنَّكَ اَلْخ :

এর মাঝে লাজিম হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : فَهَلْ مِنْ حَيْرٍ اَبَى رَسَنُ مَوَاسٍ :

অর্থাৎ : আর তুমি অতিরিক্ত। আর জ্ঞান। - اِسْتِفْهَامُ

এবং মাইসুফ ও সফাত মিলে মিলে মিলে মিলে মিলে

فَانْبَرَىٰ يُنْشِدُ فِي الْحَالِ، مِنْ غَيْرِ انْتِحَالٍ :
اَكْرَمَ بِهِ اَصْفَرَ، رَأَتْ صَفْرَتَهُ

جَوَابُ اَفَاتِي تَرَأَتْ سَفْرَتَهُ
مَا ثَوْرَةً سَمِعْتُهُ وَشَهْرَتَهُ

قَدْ اَدْوَعْتُ سِرَّ الْفِنْيِ اَسْرَتَهُ
وَقَارَنْتُ نَحْجَ الْمَسَاعِي خَطَرَتَهُ

وَحَبَبْتُ اِلَى الْاَنَامِ غُرَّتَهُ
كَأَنَّمَا مِنَ الْقُلُوبِ نَفَرَتَهُ

بِهِ يَصُولُ مَنْ حَوْتَهُ صَرَّتَهُ

অনুবাদ : সুতরাং সে তৎক্ষণাৎ কুঞ্জিলকব্ব-
ব্যতিরেকে কবিতা আবৃত্তি করে এগিয়ে এলো :
[কবিতার অনুবাদ] কতই না সম্মানিত এই হলুদ বর্ণমুদ্রা-
যার হলুদ বর্ণ [দর্শকদেরকে] মুগ্ধ করেছে। এই বর্ণমুদ্রা
দিগন্ত জুড়ে বিস্তৃত, যার সফর সুদূর প্রসারিত। ফর
সুনাম ও সুখ্যাতি ক্রমধারা সূত্রে বর্ণিত। তার কারুকর্মে
ধন্যাত্যতার রহস্য নিহিত রাখা হয়েছে। প্রচেষ্টার
সফলতার সাথে এর সঞ্চলন জড়িত রয়েছে এবং তার
বদন-দীপ্তি সমগ্র সৃষ্টির কাছে প্রিয় করে দেওয়া হয়েছে
যেন তার গলিত ধাতু অন্তরেরই একটি অংশ। যার
থলি তাকে [বর্ণ মুদ্রাকে] জমা করেছে সে এই বর্ণমুদ্রার
সাহায্যেই আক্রমণ করে।

শাস্তিক অনুবাদ : فَانْبَرَىٰ সে এগিয়ে এলো কবিতা আবৃত্তি করে التَّحَالِ তৎক্ষণাৎ কুঞ্জিলকব্ব-
ব্যতিরেকে কবিতা আবৃত্তি করে এগিয়ে এলো : اَكْرَمَ بِهِ হলুদ বর্ণমুদ্রা رَأَتْ মুগ্ধ করেছে صَفْرَتَهُ যার হলুদ বর্ণ
جَوَابُ বিস্তৃত বিস্তৃত হলুদ বর্ণ সَفْرَتَهُ যার সফর সুদূর প্রসারিত تَرَأَتْ ক্রমধারা সূত্রে বর্ণিত
اَفَاتِي সুনাম ও সুখ্যাতি সَفْرَتَهُ যার সুনাম وَشَهْرَتَهُ সুখ্যাতি
قَدْ নিহিত রাখা হয়েছে سِرَّ الْفِنْيِ ধন্যাত্যতার রহস্য اَسْرَتَهُ তার কারুকর্মে
وَقَارَنْتُ প্রচেষ্টার সফলতার সাথে এর সঞ্চলন جَحْجَحَ জড়িত রয়েছে
وَحَبَبْتُ এবং প্রিয় করে দেওয়া হয়েছে اِلَى الْاَنَامِ সমগ্র সৃষ্টির কাছে
غُرَّتَهُ তার বদন-দীপ্তি যেন তার গলিত ধাতু مِنْ অন্তরের একটি অংশ
كَأَنَّمَا তার গলিত ধাতু بِهِ বর্ণমুদ্রার সাহায্যেই
يَصُولُ আক্রমণ করে مَنْ যার حَوْتَهُ তাকে জমা করেছে صَرَّتَهُ তার থলি।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَنْبَرَى : এগিয়ে এল।

(اِنْفَعَال) اِنْبَرَى : এগিয়ে আসা, সম্মুখীন হওয়া।

(ض) بَرَى : শীর্ণ করা।

(مُفَاعَلَة) مَبَارَأَ : প্রতিযোগিতা করা।

مَدَّ : (প-র-য়), جنس : নাকিস বানী

مَرَادَف : تَقَدَّمَ, جَدَّ : تَخَلَّفَ

يُنْشِدُ : কবিতা আবৃত্তি করছে [করে]।

(اِنْعَال) اِنْشَادًا : আবৃত্তি করা।

(ض) تَنَافَا : হারানো জিনিস তালাশ করা।

فِي الْحَالِ : তৎক্ষণাৎ, তখনই।

اِنْتِحَالَ (اِنْفَعَال) مَدَّ : অন্যের রচনা নিজের নামে চালিয়ে দেওয়া, কুঞ্জিলকব্বি।

(ا) تَعَلَّأ : কারো কথা নিজের নামে চালানো। দান করা।

مَدَّ : (অ-জ-ল), جنس : صَعِيج

اَكْرَمَ بِهِ (فِعْل التَّعَجُّبِ) : কতই না সম্মানিত।

اَصْفَرَ : হলুদবর্ণ।

(اِنْفَعَال) اَصْفَرًا : হলুদবর্ণ হওয়া।

مَدَّ : (অ-ফ-র), جنس : صَعِيج

رَأَتْ : মুগ্ধ করল/ করেছে।

(ا) رَوَّأ : মুগ্ধ করা।

سَفْرَةً : হলুদ রং, হলুদ বর্ণ।

عَرَّبَ (مب) : বিচরণশীল, বিবৃত।

(ا) جَرَّبَ : বিচরণ করা, অতিক্রম করা, ভ্রমণ করা, কর্তন করা।

(إِفْعَالٌ) إِعَابَةٌ : উত্তর দেওয়া।

মাদে : (জ-ও-ব), جِنْسٌ : জন্ম, وَادٍ

مِرَادٌ : قَطَاعٌ -

فِي الْقُرْآنِ : وَتَمَرَدَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ -

(জ) أَنَاؤُ, (র) أَفَقٌ : দিগন্ত, আকাশের কেনারা।

فِي الْقُرْآنِ : وَهُوَ بِالْأَفَقِ الْأَعْلَى -

مَادَةٌ : (অ-ফ-ন), جِنْسٌ : মেশুর, কান

مِرَادٌ : أَطْرَافٌ/جِهَاتٌ

تَرَامَتْ : সুদূর প্রসারিত হয়েছে।

(تَفَاعَلٌ) تَرَامَيْتُ : পরস্পর তীর নিক্ষেপ করা।

(ض) رَمَيْتُ : [এখানে সুদূর প্রসারী হওয়া]। নিক্ষেপ করা।

فِي الْقُرْآنِ : مَا رَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى -

মাদে : (র-ম-য), جِنْسٌ : নাক্ষত্রিক

سَفَرَةٌ : সফর, ভ্রমণ।

(مَفَاعَلَةٌ) مَسَافَرَةٌ (ض) سَفَرًا : ভ্রমণ করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ -

মাদে : (স-ফ-র), جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مِرَادٌ : رَحْلَةٌ

مَأْثُورَةٌ (مِف, مِث) : ক্রমধারা সূত্রে বর্ণিত, আলোচিত।

(ن) أَثَرًا : ক্রমধারা সূত্রে বর্ণিত হওয়া, আলোচনা করা, বর্ণনা করা।

মাদে : (অ-থ-র), جِنْسٌ : مَهْمُوزٌ كَمَا

مِرَادٌ : مَنقُولَةٌ/مُعَدَّةٌ

سَمْعَةٌ : সুনাম।

فِي الْحَدِيثِ : إِنَّمَا فَعَلَ سَمْعَةً وَرِيَاءً -

মাদে : (স-ম-য), جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مِرَادٌ : صَبِيحٌ/مَشْرِقٌ, جِنْدٌ : خَزَى/فُتَيْبَةٌ

شَهْرَةٌ : প্রশিক্ষি, সুখ্যাতি।

(ف) شَهَرًا : (تَفَعَّلَ) تَشَهَّرًا : প্রশিক্ষ করা।

(اِفْتِخَالٌ) اِشْتَهَارًا : প্রশিক্ষ হওয়া। প্রশিক্ষ করা।

মাদে : (শ-হ-র), جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مِرَادٌ : ثَنَاءٌ/سَمْعَةٌ, جِنْدٌ : عَارِ/خَزَى

(قَد) أَوْدَعَتْ (مَج) : নিহিত রাখা হয়েছে।

(إِفْعَالٌ) إِدْعَاءٌ : নিহিত রাখা, আমানত রাখা।

مِرَادٌ : ضَمْنٌ

سِرٌّ (ج) أَسْرَارٌ : রহস্য, তাৎপর্য।

মাদে : (স-র-র), جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مِرَادٌ : حَبِيبَةٌ -

الْقَيْسِيُّ : ধন্যভাজা।

الْقَيْسِيُّ (س) مَصْدٌ : ধনী হওয়া।

(إِفْعَالٌ) إِغْنَاءٌ - غَنَى : উপকার করা।

فِي الْقُرْآنِ : مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ -

মাদে : (গ-ন-য), جِنْسٌ : نَاقِصٌ يَائِسٌ

(ج) أَسْرَ, (ও) سَرَّ, سَرَرٌ : হস্ততালুর রেখা, [এখানে- কাকুকা]।

فِي الْحَدِيثِ : تَبَيَّنَ أَسْرِيرُ وَجْهِهِ -

مِرَادٌ : خَطُوطٌ/تَفَرُّشٌ -

قَارَنَتْ : জড়িত রয়েছে।

(مُفَاعَلَةٌ) مَقَارَنَةٌ, قَرَأَتْ : সঙ্গী হওয়া, মিলিত হওয়া, জড়িত থাকা।

(ض) قَرَنًا : সংযুক্ত করা, বাঁধা।

فِي الْقُرْآنِ : مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ -

মাদে : (অ-র-ন), جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مِرَادٌ : صَاحِبَتْ, جِنْدٌ : قَارَنَتْ

نَجَّحٌ : সফলতা।

نَجَّحَ (ف) مَصْدٌ : সফল হওয়া।

(تَفَعَّلَ) تَنَجَّحًا : সফল করা।

فِي الْحَدِيثِ : أَلَيْسَ أَنْبِيعَ الْمُسْتَغْنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ -

মাদে : (অ-ন-জ), جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مِرَادٌ : غَفَرٌ/أَقْلَعٌ, جِنْدٌ : غَابَ

(ج) أَلْسَاغِينَ (ر) بَسَمَى : চোটা-সাধনা, প্রচোটা।

(ف) سَغَبًا : চোটা করা।

فِي الْقُرْآنِ : الَّذِينَ عَمِلَ سَغَبًا فِي الْعِيمَةِ الدُّنْيَا -

মাদে : (স-য-য), جِنْسٌ : نَاقِصٌ يَائِسٌ

مِرَادٌ : مَجْهُدٌ -

خَطَرَةٌ : সঙ্কলন।

خَطَرَةٌ (ض) : সঙ্কলিত হওয়া, নড়াচড়া করা।

وَإِنْ تَفَانَّتْ تَوَانَّتْ عِثْرَتُهُ
بِأَحَبِّ نَضَارَةٍ، وَنَضْرَتُهُ
وَحَبِّدًا مَغْنَانَةً وَنَضْرَتُهُ
كَمْ أَمِيرٍ بِهِ اسْتَنْتَبَتْ إِمْرَتُهُ
وَمَتَرَفٍ لَوْلَاهُ دَامَتْ حُسْرَتُهُ
وَجَيْشٍ هِمَّ هَزَمَتُهُ كَرَّتُهُ
وَبَدْرَتِمِ أَنْزَلَتْهُ بَدْرَتُهُ
وَمُسْتَشْبِطٍ تَقَلَّطَى جَمْرَتُهُ
أَسْرَ نَجْوَاهُ فَلَانَتْ يَشْرَتُهُ
وَكَمْ أَسِيرٍ أَسْلَمَتْهُ أُسْرَتُهُ

অনুবাদ : যদিও তার পরিবার-পরিজন বিলীন হয়ে যায় অথবা দুর্বল হয়ে যায় তবু হে [শ্রোতৃমণ্ডলী]! তার ঝাটি সোনা ও তার ঔজ্জ্বল্য অতি উত্তম। তার স্বনির্ভরতা ও তার সহায়তা অতি প্রশংসনীয়। অনেক শাসনকর্ত্তা আছে, যার শাসন ক্ষমতা তার দ্বারা বহাল রয়েছে। যথেষ্ট ভোগ-বিলাসে নিমগ্ন এরূপ অনেক লোক রয়েছে যে, যদি এই স্বর্ণমুদ্রা না থাকত তবে তার আক্ষেপ স্থায়ী হতো। বহু দুর্ভাবনার বাহিনীকে তার পায়তারা বদল পরাজিত করেছে। বহু পূর্ণচন্দ্রে হাজার স্বর্ণ-মুদ্রার খলি নিচে নামিয়ে দিয়েছে। অনেক অগ্নিশর্মা ব্যক্তি, যার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হচ্ছে, সে তার সাথে [অর্থাৎ, স্বর্ণমুদ্রা বা তার মন্ত্রণাদাতার সাথে] গোপন আলাপ করল, অমনিই তার ক্রোধের তীব্রতা স্তিমিত হয়ে গেল। আর এমন অনেক বন্দী, যাকে তার পরিবার-পরিজন সমর্পণ করে গেছে-

শাব্বিক অনুবাদ : وَإِنْ تَفَانَّتْ : যদিও বিলীন হয়ে যায় অথবা দুর্বল হয়ে যায় عِثْرَتُهُ তার পরিবার-পরিজন بِأَحَبِّ হে [শ্রোতৃমণ্ডলী]! অতি উত্তম وَنَضْرَتُهُ তার ঝাটি সোনা وَحَبِّدًا অতি প্রশংসনীয় مَغْنَانَةً তার স্বনির্ভরতা وَنَضْرَتُهُ তার সহায়তা كَمْ أَمِيرٍ : অনেক শাসনকর্ত্তা রয়েছে তার দ্বারা ইমরত রয়েছে إِمْرَتُهُ যার শাসন ক্ষমতা وَجَيْشٍ যথেষ্ট ভোগ-বিলাসে নিমগ্ন এরূপ অনেক লোক রয়েছে যদি এই স্বর্ণমুদ্রা না থাকত তবে স্থায়ী হতো هِمَّ হَزَمَتُهُ তার আক্ষেপ বহু দুর্ভাবনার বাহিনী হَزَمَتُهُ পরাজিত করেছে কَرَّتُهُ তার পায়তারা বদল বহু পূর্ণ চন্দ্র وَبَدْرَتِمِ : অনেক অগ্নিশর্মা ব্যক্তি নিচে নামিয়ে দিয়েছে بَدْرَتُهُ তার হাজার স্বর্ণমুদ্রার খলি مُسْتَشْبِطٍ এবং অনেক অগ্নিশর্মা ব্যক্তি تَقَلَّطَى প্রজ্বলিত হচ্ছে جَمْرَتُهُ যার ক্রোধাগ্নি أَسْرَ : সে তার সাথে গোপন আলাপ করল فَلَانَتْ স্তিমিত হয়ে গেল يَشْرَتُهُ তার ক্রোধের তীব্রতা وَكَمْ أَسِيرٍ : আর এমন অনেক বন্দী أَسْلَمَتْهُ যাকে সমর্পণ করে গেছে أُسْرَتُهُ তার পরিবার-পরিজন।

শব্দা বিশ্লেষণ

وَإِنْ تَفَانَّتْ : যদিও বিলীন হয়ে যায়।
(تَفَاعَلَ) تَفَانَّى، (ف. ن. ي.) : ফান : নিশেষ হওয়া, ক্লীন হওয়া, ধ্বংস হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : كُلٌّ مِّنْ عَلَيْهَا قَانٍ -
مَادَّة : (ফ. ন. য.) : جيش : নাকিস বাহিনী
مُرَادُف : هَلَكْتُ : হত : দুর্বল হয়ে গেল [যায়]-
(تَفَاعَلَ) تَوَانَّى، (ض. س. و.) : تَوَانَّى : দুর্বল/নিহত হওয়া।
مَادَّة : (ও. ন. য.) : جيش : লিফিৎ মুরুও
مُرَادُف : صَفَعْتُ/اِفْتَرْتُ : হিত : ফৌত
عِثْرَةٌ : পরিবার-পরিজন।
فِي الْحَدِيثِ : إِنَّ تَارَكَ نَيْكَمَ الْقَلْبَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَعِثْرَتِي -
مَادَّة : (ع. ت. ر.) : جيش : صَحْبِج

مُرَادُف : أَهْلُ الْاَقْرَابَةِ
بِأَحَبِّ (حَزَنَ التَّيْدَا وَالْمَتَادَى مَحْذُوف) : হে [শ্রোতৃমণ্ডলী]!
حَبِّدًا (حَبَّ فِعْلُ الْمَدْحِ وَذَا فَاعِلُهُ) : অতি উত্তম এটা।
نَضَارٌ وَنَضْرَةٌ : مَخْصُوصٌ بِالْمَدْحِ لِحَبِّدًا
نَضَارٌ : ঝাটি সোনা।
مَادَّة : (অ. ন. য. র.) : جيش : صَحْبِج، مُرَادُف : دَقَبٌ
نَضْرَةٌ : ঔজ্জ্বল্য।
(অ. স. ক.) : نَضْرَةٌ : সজীব হওয়া, ঔজ্জ্বল হওয়া।
تَنْضِيرًا : সজীব/ ঔজ্জ্বল করা।
فِي الْحَدِيثِ : نَضَّرَ اللَّهُ إِمْرًا سَبْعَ مَقَالَتَيْنِ -
مَادَّة : (অ. ন. য. র.) : جيش : صَحْبِج
مُرَادُف : التَّهْمَةُ

মগ্নতা, অমুখাপেক্ষিতা : مَغْنَةً

فِي الْقُرْآنِ : مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ .

مُرَادٌ : الْكَفَايَةُ/الْفَيْ

نُصْرَةٌ : সহায়তা, সহযোগিতা, সাহায্য :

(ن) نُصْرَةٌ : সাহায্য করা

(اِسْتَنْصَارًا : সাহায্য চাওয়া

فِي الْقُرْآنِ : وَمَوْ خَيْرَ النَّاصِرِينَ .

مَادَّةُ : (ন.স.র.) , جنس : صَحِيح

مُرَادٌ : الْمَسَاعَدَةُ , جُنْد : الْقَصْرُ

أَمْرٌ : হুকুমদাতা, শাসনকর্তা : (ف.ম.)

(ن) أَمْرًا : নির্দেশ দেওয়া। হুকুম দেওয়া।

مُرَادٌ : حَاكِمٌ

اِسْتَحْتَيْتُ : বহাল রয়েছে, ঠিক রয়েছে।

(اِسْتَفْعَالٌ) اِسْتَيْبَأَ : অব্যাহত থাকা, বহাল থাকা।

تَفْعِيلٌ) تَتَبَّعَ : ধ্বংসের বদদোয়া করা। ধ্বংস করা।

(ض) تَبَّأَ , تَبَّأَ , تَبَّأَ : ধ্বংস হওয়া/-করা।

قَالَ الشَّاعِرُ : عَلَى مُسْتَنْبِ كَالْمَجْرَةِ تَعْمَلُ .

مَادَّةُ : (ত.প.প.) , جنس : مَصَاعِفٌ ثَلَاثِينَ

مُرَادٌ : اِسْتِقَامَتٌ , جُنْد : زَالَتْ

أَمْرَةٌ : শাসন ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব।

أَمْرَةٌ (ن) : (ك) مَصَد : শাসন ক্ষমতার অধিকারী হওয়া।

فِي الْحَدِيثِ : لَا تَسْتَلِ الْإِمَارَةَ .

مَادَّةُ : (أ.ম.র.) , جنس : مَهْمُزٌ ,

مُرَادٌ : إِمَارَةٌ وَرَلَايَةٌ

مُتَعَرِّفٌ (م.ম.ম.) : যথেষ্ট ভোগ-বিলাসে নিমগ্ন বিগুশাঙ্গী।

(إِفْعَالٌ) اِتْرَفَا : (تَفْعِيلٌ) تَتَرَّفَا : 6 :

بِهَجْلَاتِي/ অবাধ্য বানিয়ে দেওয়া।

(س) تَرَفَا : (تَعْمَلٌ) تَتَرَّفَا : ভোগবিলাসী হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتَعَرِّفِينَ .

مَادَّةُ : (ত.প.প.) , جنس : صَحِيح

مُرَادٌ : مُتَعَرِّفٌ

دَامَتْ : স্থায়ী হতো।

(ن) دَوَّمَ , دَوَّمَ : স্থায়ী হওয়া, সর্বদা থাকা।

(اِفْعَالٌ) اِدَامَةً : স্থায়ী করা, সর্বদা রাখা।

مَادَّةُ : (দ.প.ম.) , جنس : اَجْوَدُ وَاوِي

مُرَادٌ : مَا يَرْجَحُ مَا زَالَ

أَكْثَرُ : (ج) حَمَرَاتٌ : আক্ষেপ, অনুতাপ।

فِي الْقُرْآنِ : يَا حَمْرَةَ عَلَى الْعِيَادِ .

مَادَّةُ : (ح.স.র.) , جنس : صَحِيح

مُرَادٌ : الْاَلْفُ/الْاَلْفَامَةُ

جُنْدٌ : বাহিনী, সেনাবাহিনী।

مَادَّةُ : (ج.স.র.) , جنس : اَجْوَدُ يَانِي , مُرَادٌ : جُنْدٌ

مَادَّةُ : (ج) حَمْرَةٌ : দুঃখ-চিন্তা, দুঃখিতা, দুর্ভাবনা।

مَادَّةُ : (ج) حَمْرَةٌ : দুঃখিত করা, উত্তপ্ত করা, দুঃখিত করা।

مَادَّةُ : (ج) حَمْرَةٌ : দুঃখিত করা।

(اِفْعَالٌ) اِفْعَالٌ : চিন্তিত/ দুঃখিত হওয়া।

مَادَّةُ : (হ.ম.ম.) , جنس : مَصَاعِفٌ ثَلَاثِينَ , مُرَادٌ : حَزَن

فَرِحْتُ : পরাজিত করেছে।

(ض) فَرِحْتُ : পরাজিত করা।

(اِفْعَالٌ) اِنْهَزَمَا : পরাজিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : قَهَرْتُمْ بِأَذْنِ اللَّهِ .

مَادَّةُ : (হ.ম.ম.) , جنس : صَحِيح

مُرَادٌ : قَهَرْتُ/عَلَيْتُ , جُنْد : تَصَرَّتْ

كُرَّةُ : (ج) كُرَاتٌ : পায়তারা বদল।

كُرَّةُ (ن) مَد : পায়তারা বদল করা।

পুনরায় আক্রমণ করা, ফিরিয়ে দেওয়া।

(تَعْمَلٌ) تَكْرَرًا : বারবার হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : قُلُوا أَنْ لَنَا كُرَّةٌ .

مَادَّةُ : (ক.প.প.) , جنس : مَصَاعِفٌ ثَلَاثِينَ

مُرَادٌ : رَجَعَةٌ

بَدَرٌ : (ج) بَدَوْرٌ : চতুর্দশী চন্দ্র, চন্দ্র।

مَادَّةُ : (প.দ.র.) , جنس : صَحِيح

بِمِ الْبَحْرِ الْقَاءِ وَتَحْمَلًا : পূর্ণ, সম্পূর্ণ।

(ض) تَحْمَلًا : পরিপূর্ণ হওয়া।

(اِفْعَالٌ) اِسْمًا : পরিপূর্ণ করা।

مَادَّةُ : (ত.প.ম.) , جنس : مَصَاعِفٌ ثَلَاثِينَ

مُرَادٌ : كَامِلٌ , جُنْد : نَاقِصٌ

أَنْزَلْتُ : নিচে নামিয়ে দিয়েছে।

(اِفْعَالٌ) اِنْزَالًا : অবতীর্ণ করা, নিচে নামানো।

(ض) اِنْزَالًا : অবতীর্ণ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ .

مَادَّةُ : (ন.প.ল.) , جنس : صَحِيح

مَرَاوِنَ : أَوْرَدَتْ ، جُنِدَ : رَفَعَتْ
হাজার স্বর্ণমুদ্রার ধলি । : مَرَاوِنَ : ج (ج) بَدَوْرَ ، بَدَرَاتُ :
অগ্নিশর্মা ব্যক্তি । : مَسْتَفْطِط (فا، مذ) :

উত্তেজিত হওয়া, প্রজ্জ্বলিত হওয়া ।
অগ্নিশর্মা হওয়া, প্রজ্জ্বলিত হওয়া ।

مَادَهُ : (ش. ي. ط) ، جُنِسَ : أَجُوفَ بَيَانِي

مُرَادُف : مَتَلَهَبٌ / غَضَبَانٌ

تَتَلَطَّى : প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে ।

تَفَعَّلَ تَلَطَّى : প্রজ্জ্বলিত হওয়া, ক্রোধান্বিত হওয়া ।

تَفَعَّلَ تَلَطَّى : প্রজ্জ্বলিত করা ।

فِي الْقُرْآنِ : فَأَنْذَرْتُمْ نَارًا تَلَطَّى .

مَادَهُ : (ل. ط. ي) ، جُنِسَ : نَاقِصٌ بَيَانِي

مُرَادُف : تَلَهَبٌ ، جُنِدَ : تَحَدَّدَ

جَمَعَهُ : (ج) جَمَعَ : প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, জ্বলন্ত অঙ্গার ।

فِي الْحَدِيثِ : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ السَّيْرِ فِيهِ
كَالْقَائِضِ عَلَى الْجَمْرِ .

مَادَهُ : (ج. م. ر) ، جُنِسَ : صَبِيحٌ

مُرَادُف : تَلَهَبٌ ، جُنِدَ : تَتَحَدَّدُ

أَسَرَ : (إِفْعَالٌ) إِسْرَارًا : গোপন আলাপ করল ।

إِفْعَالٌ) إِسْرَارًا : গুপ্তি করা । গোপন আলাপ করা, গোপন করা ।

(ن) سَرَّوْرًا : মুগ্ধ করা, সুস্থি করা ।

إِسْتَفْعَالَ) إِسْرَارًا - عُنَى : আড়াল হওয়ার, অদৃশ্য হওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : سَرَّاءُ مَتَنِكُمْ مِّنْ أَسْرِ الْقَوْلِ وَمَنْ جَمَرَ بِهِ

مَادَهُ : (س. ر. ر) ، جُنِسَ : مَضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادُف : نَاقِصٌ / أَخْفَى ، جُنِدَ : جَمَرَ

الْجُجُجِيُّ : গোপন বিষয়, রহস্য ।

(ن) تَجَرَّأَ تَجَاءً : মুক্তি লাভ করা ।

مُفَاعَلَةٌ) مَتَجَاءً : মুক্তি দেওয়া, রেহাই দেওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : مَا يَكُنْ مِنْ تَجَرُّوٍ ثَلَاثَةً إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ .

مَادَهُ : (ن. ج. و) ، جُنِسَ : نَاقِصٌ رَاوِي ، مُرَادُف : سَرَّ

لَانَتْ : নরম হয়ে গেল, স্তিমিত হয়ে গেল ।

(ض) كَبِنًا : নরম হওয়া, স্তিমিত হওয়া ।

(إِفْعَالٌ) إِلَانَةً : নরম করা, স্তিমিত করা ।

مَادَهُ : (ل. ي. ن) ، جُنِسَ : أَجُوفَ

مُرَادُف : تَرَانَتْ / تَعَيَّنَتْ ، جُنِدَ : حَقِيقَتْ / صَلَبَتْ

كُسْرَةً : تَجَاهِلًا ، تَيْدَةً :

أَسِيرٌ (ص. ف. مذ) (ج) أَسْرًا ، أَسْرَى : বন্দী, কয়েদী ।

(ض) أَسْرًا : বন্দী করা, কয়েদ করা ।

فِي الْقُرْآنِ : وَإِنْ يَأْتِوَكُمْ أَسْرَى تَفْدُوهُمْ .

مَادَهُ : (أ. س. ر) ، جُنِسَ : مَهْزُورٌ كَأَنَّ

مُرَادُف : مَحْبُوسٌ / سَجِينٌ ، جُنِدَ : مُطْلَقٌ / حَرٌّ

أَسْلَمَتْ (إِفْعَالٌ) إِسْلَامًا : সমর্পণ করে গেছে ।

(إِفْعَالٌ) إِسْلَامًا : সমর্পণ করা, সোপান করা ।

لَهُ : অনুগত হওয়া, মুসলমান হওয়া ।

(س) سَلَامَةً : নিরাপদ থাকা ।

فِي الْحَدِيثِ : السَّلَامُ مِنَ سَلَمِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ .

مَادَهُ : (س. ل. م) ، جُنِسَ : صَبِيحٌ ، مُرَادُف : قَوَّضَتْ

أُسْرَةً : (ج) أَسْرٌ : পরিবার-পরিজন ।

مَادَهُ : (أ. س. ر) ، جُنِسَ : مَهْزُورٌ ، مُرَادُف : عَيْتَرَةٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : وَإِنْ تَنَانَتْ أَوْ تَوَانَتْ عَيْتَرَةٌ :

এটা পূর্বের মত - এর সাথে সম্পৃক্ত অর্থাৎ মূল ইবারত হবে

يَسْأَلُكَ مِنْ حُرَّتِهِ مَرَّتَهُ وَإِنْ تَنَانَتْ أَوْ تَوَانَتْ عَيْتَرَتُهُ

এখানে يَسْأَلُكَ مِنْ حُرَّتِهِ আর تَنَانَتْ عَيْتَرَتُهُ

হলো - جَزَاءً مُقَدَّمٌ -

قَوْلُهُ : بِأَحَبِّهَا نَضَارَةً وَنَضْرَةً :

এ- হِجْلًا আর يَقَامُ অর্থাৎ মাহযুক মাহযুক

مَدَحٌ مَدَحٌ فَكَيْفَ لَمْ يَدَحْ مَدَحٌ فَكَيْفَ لَمْ يَدَحْ مَدَحٌ فَكَيْفَ لَمْ يَدَحْ

হলো تَنَانَةً وَنَضْرَةً আর تَنَانَةً وَنَضْرَةً

قَوْلُهُ : كَمْ أَمِيرٍ يَسْتَحْبِبُّ إِمْرَتَهُ :

এখানে كَمْ শব্দটি خَيْرَتَهُ কَمْ যার অর্থ হবে অনেক বা বহু আর

يَسْتَحْبِبُّ تَحْبِيْبٌ এবং تَحْبِيْبٌ অতঃপর تَحْبِيْبٌ

قَوْلُهُ : وَتَحْرِيْقُ لَوْلَاهُ دَامَتْ حَسْرَتُهُ :

এখানে تَحْرِيْقُ র শব্দটি ر - এর অর্থ হয়ে

قَوْلُهُ : وَإِنْ تَنَانَتْ أَوْ تَوَانَتْ :

এখানে تَنَانَتْ وَ تَوَانَتْ - এর মাঝে

বালাগাত

قَوْلُهُ : وَإِنْ تَنَانَتْ أَوْ تَوَانَتْ :

এখানে تَنَانَتْ وَ تَوَانَتْ - এর মাঝে

أَنفَذَهُ حَتَّى صَفَّتْ مَسَرَّتَهُ

وَحَقَّ مَوْلَى أَبَدَعْتَهُ فِطْرَتَهُ

لَوْلَا التَّقَى لَقَلَّتْ جَلَّتْ قَدَرَتَهُ

ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ، بَعْدَ مَا أَشَدَّهُ، وَقَالَ : أَنْجَزَ

حُرْمًا وَعَدًا، وَسَخَّ خَالَ إِذَا رَعَدَ . فَتَبَيَّنَتْ

الدِّينَارُ إِلَيْهِ، وَقَلَّتْ : حَذَّهِ غَيْرَ مَا سَوَى

عَلَيْهِ ، فَوَضَعَهُ فِي فِيهِ ، وَقَالَ : بَارَكَ

اللَّهُمَّ فِيهِ .

অনুবাদ : তাকে এই স্বর্ণমুদ্রা পরিগ্রহণ দিয়েছে : তার আনন্দ নির্মল হয়েছে। সেই প্রভুর শপথ, সৃজনশীলতা তাকে অভিনব রূপ দান করেছে, ফ্রা আল্লাহীভীতি না থাকত তবে আমি নিশ্চয়ই বলতাম, তবু [অর্থাৎ, স্বর্ণ মুদ্রার] শক্তিরই মহান।

অতঃপর সে উক্ত কবিতা আবৃত্তি করার পর তার হাত সম্প্রসারিত করল এবং বলল, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যা ওয়াদা করে তা পূর্ণ করে এবং মেঘ যখন গর্জন করে তখন বৃষ্টি বর্ষণ করে। তখন আমি স্বর্ণমুদ্রাটি তার দিকে ছুঁড়ে দিলাম এবং বললাম, তুমি অনাক্ষিপ্তরূপে তা গ্রহণ কর। সুতরাং সে স্বর্ণমুদ্রাটি তার মুখের ভিতর রাখল এবং বলল, আল্লাহ! তুমি এতে বরকত দাও।

শাব্দিক অনুবাদ : أَنفَذَ তাকে [এই স্বর্ণমুদ্রা] পরিগ্রহণ দিয়েছে حَتَّى ফলে صَفَّتْ নির্মল হয়েছে مَسَرَّتَهُ তার আনন্দ رَحَى তার আনন্দ নির্মল হয়েছে। সেই প্রভুর শপথ أَبَدَعْتَهُ তাকে অভিনব রূপ দান করেছেন فِطْرَتَهُ তার সৃজনশীলতা لَوْلَا যদি আল্লাহ ভীতি না থাকত لَقَلَّتْ তবে আমি নিশ্চয়ই বলতাম جَلَّتْ মহান হয়েছে حَذَّهِ তার শক্তি ثُمَّ অতঃপর بَسَطَ সম্প্রসারিত করল وَأَشَدَّهُ তার হাত أَنْجَزَ কবিতা আবৃত্তি করার পর وَقَالَ এবং বলল أَنْجَزَ পূর্ণ করে وَسَخَّ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি إِذَا যখন رَعَدَ মেঘ বর্ষণ করে فَتَبَيَّنَتْ তখন আমি ছুঁড়ে দিলাম الدِّينَارُ স্বর্ণমুদ্রাটি إِلَيْهِ তার দিকে وَقَلَّتْ এবং বললাম حَذَّهِ তুমি তা গ্রহণ কর عَالِيهِ অনাক্ষিপ্তরূপে فَوَضَعَهُ সুতরাং সে স্বর্ণমুদ্রাটি রাখল فِي فِيهِ তার মুখের ভিতর وَقَالَ এবং বলল بَارَكَ اللَّهُمَّ فِيهِ হে আল্লাহ! তুমি এতে বরকত দাও।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَنفَذَ : পরিগ্রহণ দিয়েছে।
(إِنْفَال) إِنْفَادًا : (ن) نَفَذًا : নিষ্কৃতি দেওয়া।

(س) نَفَذًا : রক্ষা পাওয়া, মুক্তি লাভ করা।
فِي الْقُرْآنِ : فَانْفَذَكُمْ مِنْهَا .

مَادَّ : (ن.ق.ذ) , جنس : صَحِيع

مَرَادُ : أَنْجَى/أَخْلَصَ , جند : أَسْر

صَفَّتْ : পরিকার হয়েছে, নির্মল হয়েছে।
(ن) صَفَاءً : স্বচ্ছ হওয়া, পরিকার হওয়া, নির্মল হওয়া।

مُتَعَالَةً مَصَانَةً : (تَعَالَى) تَصَانِيًا : আন্তরিকভাবে।

بَالَوَابَسَا : অকৃত্রিমভাবে ভালোবাসা।

مَادَّ : (ص.ف.و) , جنس : نَاقِصٌ رَاوِي

مَرَادُ : خَلَسَتْ/جَلَّتْ , جند : كَذَرَتْ

مَسَرَّتَهُ : (ن) مَسَرَّ : আনন্দ দেওয়া, মুগ্ধ করা।

مَسَرَّةً : আনন্দ, ক্ষুধা।
الْقُرْآنُ : تَسَرُّ التَّظَاهِيرِ

مَادَّ : (س.و.ر) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مَرَادُ : فَوْح , جند : حَزَن

حَقَّ : (ج) مَقْرُوقٌ : সত্য।
(ن.ض.ع) حَقًّا : সত্য প্রমাণিত হওয়া, অপরিহার্য হওয়া।

الْمَالُ : اِغْنَاءٌ : সত্য বলা, অপরিহার্য করা।

فِي الْقُرْآنِ : أَلْهَقَ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُسْتَرِينَ .

مَادَّ : (ح.ق.ق) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مَرَادُ : اِسْتَعْقَانٌ .

مَوْلَى : প্রভু, মালিক, মুনিব, স্বাধীন, কৃতদান।

فِي الْقُرْآنِ : ذَلِكَ يَأْتِي اللَّهُ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ

الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ .

مَادَّ : (و.ل.ي) , جنس : لَفِيفٌ مَقْرُوقِي

مَرَادُ : أَسَالِكُ/الزُّبُرُ/الزُّبُرُ , جند : عَبْدُ/عَلَامٌ

وَحَقَّ مَوْلَى : মালিকের হকের কসম।
أَبَدَعَتْ : অভিনব রূপ দান করেছে।
(إِنْفَال) إِنْفَادًا : অনুপম রূপে সৃষ্টি করা।
فِطْرَتَهُ : সৃজনশীলতা, সৃষ্টি-সৃজনা।

(ন.ض) فَطَرَهُ : উদ্ভাবন করা, সৃষ্টি করা, সূচনা করা।

مَرَادُف : اَلْخَلْفَةُ .

اَلشَّقَى : ভীতি।

اَلشَّقَى (ض) مصد : ভয় করা।

(اِنْتِعَالَ) اِنْعَا : মৃত্যুকী হওয়া, পরহেজগার হওয়া, ভয় করা।

فِي الْقُرْآن : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ .

مَادَهُ : (অ.ফ.ই.) , جِئْتُ : লুইব মরুও

مَرَادُف : اَلْخَوْفُ/اَلْخَفِيَّةُ , جُئِد : اَلْخَوْفُ/اَلْأَمْنُ

جُئِد : মহৎ বা মহান হয়েহে।

(اِنْعَالَ) اِنْعَالَ : সম্মান করা।

(ض) جَلَّأ : মহৎ বা মহান হওয়া।

مَادَهُ : (জ.ল.ল.) , جِئْتُ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي , مَرَادُف : عَطَّتْ

قُدْرَةُ : শক্তি, সামর্থ্য।

قُدْرَةُ (ض) مصد : শক্তি-সামর্থ্য রাখা।

(اِنْعَامِل) تَنَدِيرًا : নির্ধারণ করা।

فِي الْقُرْآن : أَوْ لَيْسَ اللَّهُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ

مَادَهُ : (অ.দ.র.) , جِئْتُ : صَحِيح

مَرَادُف : اِسْتِطَاعَةُ , جُئِد : عَجَزَ

بَسَطَ : সম্প্রসারিত করল।

(ن) بَسَطَ : সম্প্রসারিত করা।

(اِنْعَالَ) اِنْعَالَ : প্রশ্নারিত হওয়া, অকণ্ট হওয়া।

فِي الْقُرْآن : اَللَّهُ يَفْقِضُ وَيَنْسُطُ .

مَادَهُ : (ব.স.প.) , جِئْتُ : صَحِيح

مَرَادُف : قَفِئْتُ , جُئِد : قَفِئْتُ

يَدُ : (জ.আই.) , جِئْتُ : هَاز , ক্ষমতা, সাহায্য।

بَعْدَ اَتَمَدَةِ : উক্ত কবিতা আবৃত্তি করার পর।

اَتَجَزَّ : ওয়াদা পূর্ণ করল [করে]।

(اِنْعَالَ) اِنْعَالَ : প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা, ওয়াদা পূরণ করা।

(ن) نَجَزًا : প্রয়োজন মিটানো।

قَالَ عِيْسَى بْنُ دَاوُدَ : حَلَاةَ الْفَضْلِ يَوْمَئِذٍ يَنْجُو لَآخِرَ

فِي الْعَرَفِ كَتَبَ يَنْجُو

مَادَهُ : (ন.জ.র.) , جِئْتُ : صَحِيح

مَرَادُف : اَوْتَمَى , جُئِد : اَخْلَفَ

خَرَّ : (জ.অরার.) : স্বাধীন, সম্ভ্রান্ত, অভিজাত।

وَعَدَ : ওয়াদা করল [করে]।

(ض) وَعَدَ , وَعَدَ : ওয়াদা করা।

(اِنْعَالَ) اِنْعَالَ : ধমক দেওয়া, প্রতিশ্রুতি দেওয়া।

فِي الْقُرْآن : وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا يَسْمَعُونَ فِي الْأَرْضِ

مَادَهُ : (অ.এ.দ.) , جِئْتُ : مِثَالًا وَأَوْقَى , مَرَادُف : عَهْدَ

سَمَحَ : বর্ষণ করল [-করে]।

(ن) سَمَحًا , سَمَحًا : প্রচুর পরিমাণে বর্ষিত হওয়া।

(تَفَعَّلَ) تَسَحَّجًا : অবিরামভাবে বর্ষিত হওয়া।

فِي الْعَدِيثِ : يَمِينُ اللَّهِ لَا يَفِيضُهَا سَمًا وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ .

مَادَهُ : (স.জ.প.) , جِئْتُ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مَرَادُف : فَطَلَ/أَطْفَرَ

خَالَ : (জ.খিলান.) : মেঘ।

(س) خَبَلًا , خَبَلَةً , خَبَلًا : ধারণা করা।

مَادَهُ : (অ.এ.ল.) , جِئْتُ : أَجَوَفٌ يَاثِي , مَرَادُف : سَحَابٌ

رَعَدَ : গর্জন করল [করে]।

(ن) رَفَ , رَعَدًا , رَعَدًا : গর্জন করা, ডাকা, ধমক দেওয়া।

(اِنْعَالَ) اِنْعَالَ : প্রকৃশিত হওয়া/-করা।

فِي الْقُرْآن : فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعَدٌ

مَادَهُ : (অ.এ.দ.) , جِئْتُ : صَحِيح , مَرَادُف : صَوَقَ

تَبَدَّتْ : নিক্ষেপ করলাম, ছুড়ে দিলাম।

(ض) تَبَدَّدًا : নিক্ষেপ করা, ছুড়ে মারা।

(اِنْعَالَ) تَبَدَّدًا : শক্রতাবলত পৃথক হওয়া।

فِي الْعَدِيثِ : فَتَبَدَّدَ خَاتَمَةُ النَّاسِ خَوَاتِمِهِمْ .

مَادَهُ : (অ.ব.ড.) , جِئْتُ : صَحِيح

مَرَادُف : وَبِئَتْ/طَرَقَتْ/أَلْقَيْتْ

اَلدِّينَارُ : (জ.ডানবিস.) : স্বর্ণমুদ্রা।

خَذَ : তুমি গ্রহণ কর।

(ن) أَخَذًا : ধরা, গ্রহণ করা।

فِي الْقُرْآن : خَذَ الْعَقُورُ أَمْرًا بِالْعَرَفِ وَأَعْرَضَ عَنِ الْعَامِلِينَ .

مَادَهُ : (অ.এ.ড.) , جِئْتُ : مَهْمُوزٌ قَا , مَرَادُف : تَسَلَّكَ

عَجِرَ مَا سَوَى عَلَيْهِ : অনাক্ষিপ্তরূপে।

أَسَفَ (س) اَسَفًا : আক্ষেপ করা।

فِي الْقُرْآن : فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضَبَانَ اَسَفًا .

مَادَهُ : (অ.স.ফ.) , جِئْتُ : مَهْمُوزٌ قَا

مَرَادُف : مَحْزُورٌ عَلَيْهِ/مَحْزُورٌ

وَضَعَ : সে রাখল।

(ف) وَضَعَ : গঠন করা। রাখা।

مَرَادُف : اَلْقَى

فِي قِيَمِهِ : তার মুখের মধ্যে।

فِي الْقُرْآن : اَلْيَوْمَ تَعْلَمُ عَلَى اَنفُسِهِمْ

مَادَهُ : (অ.এ.দ.) , جِئْتُ : أَجَوَفٌ وَأَوْقَى , مَرَادُف : قَمَ

بَارَكَ : তুমি বরকত দাও।

(اِنْعَالَ) مَبَارَكَةً : বরকত দেওয়া।

اَللَّهُمَّ : হে আল্লাহ।

ثُمَّ شَرَّ لِلْإِنْسَانِ، بَعْدَ تَرْفِيقِ النَّاءِ،
فَنَشَأَتْ لِي مِنْ فُكَاهِيهِ نَشْوَةٌ غَرَامٍ،
سَهَلَتْ عَلَى إِنْشَائِ غَيْرِامٍ، فَجَرَدَتْ لَه
وَيَسَارًا آخَرَ، وَقُلْتُ لَهُ : هَلْ لَكَ فِي أَنْ
تَذُمَّهُ، ثُمَّ تَضُمَّهُ؟ فَأَنْشَدَ مُرْتَجِلًا، وَشَدَا
عَجَلًا : الْأَشْعَارُ :

تَبَّالَهُ مِنْ خَادِعٍ مَخَافِي

أَصْفَرَ ذِي وَجْهَيْنِ كَالْمَنَافِقِ

অনুবাদ : অতঃপর সে পূর্ণ প্রশংসা করে প্রত্যাবর্তনঃ
জন্য প্রস্তুত হলো। কিন্তু [ততক্ষণে] তার রসিকতাঃ
কারণে আমার মধ্যে [তার প্রতি] এমন ভালোবাসার ঘোর
সৃষ্টি হয়ে গেল, যা আমার জন্য নতুন করে দগ্ধস্ত হওয়া
সহজ করে দিল। সুতরাং আমি তার জন্য আর একটি
স্বর্ণমুদ্রা বের করলাম এবং তাকে বললাম, তোমার কি
এতে আগ্রহ আছে যে, তুমি এ স্বর্ণমুদ্রাটির কুৎসা বর্ণনা
করবে, অতঃপর তুমি এটিও নিয়ে নেবে? তখন সে
প্রত্যাৎপন্নমতিত্বের সাথে আবৃত্তি করল এবং দ্রুত গেয়ে
উঠল : [কবিতার অনুবাদ]-ধ্বংস হোক সেই প্রতারক,
প্রবন্ধক, মুনাফিকের ন্যায় দু'মুখো হলুদবর্ণ স্বর্ণমুদ্রাটির।

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ অতঃপর সে শَرَّ সে প্রস্তুত হলো। بَعْدَ تَرْفِيقِ النَّاءِ প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রশংসা করার
পর পَر আমার জন্য সৃষ্টি হয়ে গেল مِنْ فُكَاهِيهِ আমার জন্য সৃষ্টি হয়ে গেল তার রসিকতার কারণে ঘোর, নেশা غَرَامٍ ভালোবাসা
لَهُ সহজ করে দিল عَلَى আমার জন্য إِنْشَائِ নতুন করা فَجَرَدَتْ দগ্ধস্ত হওয়া সুতরাং আমি বের করলাম
أَنْ তার জন্য آخَرَ আরেকটি স্বর্ণমুদ্রা وَقُلْتُ لَهُ এবং তাকে বললাম هَلْ لَكَ فِي তোমার কি এতে আগ্রহ আছে যে, তুমি
تَذُمَّهُ তুমি এ স্বর্ণ মুদ্রাটির কুৎসা বর্ণনা করবে ثُمَّ অতঃপর তুমি এটিও নিয়ে নিবে فَأَنْشَدَ তখন সে আবৃত্তি করল
وَشَدَا প্রত্যাৎপন্নমতিত্বের সাথে وَشَدَا এবং গেয়ে উঠল عَجَلًا দ্রুত كَبِيتَا ধ্বংস হোক সেই প্রতারক مِنْ خَادِعٍ সেই
প্রতারক أَصْفَرَ প্রবন্ধক ذِي وَجْهَيْنِ দু'মুখো كَالْمَنَافِقِ মুনাফিকের ন্যায়।

শব্দ বিশ্লেষণ

শَرَّ : প্রস্তুত হল।

(تَفْعِيل) تَشْيِيرًا : ক্ষিপ্ত হওয়া। ক্রিপড় উঠানো, হাতা গোছানো, ক্ষিপ্ত হওয়া।

- فِي الْأَمْرِ : তৎপর হওয়া।

- لِلْأَمْرِ : প্রস্তুত হওয়া।

الْإِنْشَاءُ (إِنْفَعَال) : প্রত্যাবর্তন করা, প্রত্যাবর্তন।

فِي الْقُرْآنِ : إِلَّا أَنَّهُمْ يَشْنَوْنَ صُدُورَهُمْ :

مَادَّةُ : (ث. ن. ي.) : جُنْس : تَائِيضُ يَائِي

مُرَادُفُ : الرَّجُوعُ

تَوْفِيقٌ (تَفْعِيل) : পূর্ণ করা।

الْفَتَاءُ (ج) : أُثْبِتَةُ : প্রশংসা।

(ض) : تَبَّأ : ঘুরিয়ে/ ফিরিয়ে দেওয়া। ভাঁজ করা।

- الرَّجُلُ : বিরত রাখা।

(إِنْفَعَال) : إِنْشَاءً : প্রশংসা করা।

بِالسَّعْدِ : لَا أَحْصَى ثَنَاءً عَلَيْكَ .

مُرَادُفُ : الْعَمْدُ/الْمَدْحُ : حَيْدُ : أَلْذَمُّ

نَشَأَتْ : সৃষ্টি হলো, সৃষ্টি হয়ে গেল।

(ن) : نَشَأَ : তৈরি হওয়া, সৃষ্টি হওয়া।

(إِنْفَعَال) : إِنْشَاءً : রচনা করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى

مَادَّةُ : (ن. ش. ه.) : جُنْس : مَهْمُوزُ الْأَلَم

مُرَادُفُ : حَدَّثَتْ .

فُكَاهِيَةُ : রসিকতা, খোশগল্প।

(س) : نَكَّاهُ : প্রফুল্ল ও রসিক হওয়া।

- مَتْنُهُ : বিস্তারিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : قَطَّلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ

مَادَّةُ : (ف. ل. ه.) : جُنْس : صَحِيح

مُرَادُفٌ : مُرَاحٌ، ضِدٌّ : جُدٌّ
 نَشْرَةٌ : نَشَا : ! যোরা, নেশা।
 (স) نَشْرَةٌ : (اِفْتِخَالٌ) اِنْشَاءً : ! নেশাশ্রুত হওয়া।
 (তফেইল) تَنْشِيَةٌ : (تَفَعُّلٌ) تَنْشِيًا : ! হওয়া।
 مَادَّةٌ : (ن. - শ. - ও), جِنْسٌ : تَائِيصٌ وَآوِي
 مُرَادُفٌ : سَكَّرَ
 غَرَامٌ : গ্রেম, ভালোবাসা।
 (স) غَرَمًا، غَرَامَةً - الدِّينُ : কারো ঋণ ইত্যাদি পরিশোধ করা।
 فِي الْقُرْآنِ : اِنْ عَذَابُهَا كَانَ غَرَامًا
 مَادَّةٌ : (ع. - র. - ম.), جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادُفٌ : عَشَّقَ
 سَهَّلَتْ : ! সহজ করে দিল।
 (تَفْعِيلٌ) تَسَهَّلًا : ! সহজ করা।
 (ك) سَهْلَةٌ، سَهْلَةً - الْآخِرُ : ! সহজ হওয়া।
 فِي الْحَدِيثِ : اَللَّهُمَّ سَهِّلْ
 مَادَّةٌ : (স. - হ. - ল), جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادُفٌ : يَسَّرَتْ، ضِدٌّ : صَعَّبَتْ
 اِثْتِنَافٌ (اِفْتِخَالٌ) مَصْدُ : ! নতুন করে করা, সূচনা করা।
 مَادَّةٌ : (أ. - ন. - ف), جِنْسٌ : مَهْمُوزٌ فَا
 مُرَادُفٌ : اِسْتِثْنَاةٌ/اِبْتِدَاءُ
 اِغْتِرَامٌ (اِفْتِخَالٌ) مَصْدُ : ! দগ্ধত হওয়া, গম্ভ্যপ্রাপ্ত হওয়া।
 (স) غَرَامَةً : ! জরিমানা আদায় করা।
 فِي الْقُرْآنِ : اِنَّا لَمَعْرِضُونَ
 مَادَّةٌ : (ع. - র. - ম.), جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادُفٌ : غَرِمَ، ضِدٌّ : غَنِمَ
 جَرَدَتْ : আমি বের করলাম, পৃথক করলাম।
 (تَفْعِيلٌ) تَجَرَّدًا : ! পৃথক করা, উনুক্ত করা বিবর্ত করা।
 (تَفَعُّلٌ) تَجَرَّدًا : ! বিবর্ত হওয়া।
 مَادَّةٌ : (ج. - র. - দ), جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادُفٌ : اُخْرَجَتْ، ضِدٌّ : اُدْخِلَتْ
 دِينَارٌ : (ج) دَنَانِيرٌ : ! স্বর্ণমুদ্রা।
 آخِرٌ : অন্য একটি, আর একটি, অপরাট।
 هَلْ لَكَ (أَيُّ هَلْ لَكَ رَغْبَةٌ فَيُ...) : তোমার কি এতে আগ্রহ আছে :

تَذَمُّرٌ : তুমি কুৎসা বর্ণনা করবে।
 (ن) ذَمًّا : ! নিন্দা করা, কুৎসা বর্ণনা করা।
 (تَفْعِيلٌ) تَذَمُّرًا : ! অধিক নিন্দা ও সমালোচনা করা।
 قَالَ الرَّاهِزُ بْنُ عِمْرَانَ : اِنَّ الْمَوْتَةَ وَالْحِسَابَ يَلَاهُمَا
 قَرْنًا يَهْدَا الْبِكْرَهُمُ الْمَذْمُومُ
 مَادَّةٌ : (ড - ম - ম), جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
 مُرَادُفٌ : تَعَيَّبَ، ضِدٌّ : تَمَدَّحَ
 تَضَمُّ : তুমি মিলিত করবে, মিলিয়ে নেবে।
 (ن) ضَمًّا : ! মিলানো, মিলিত করা।
 (اِفْتِخَالٌ) اِنْضِمًّا : ! মিলিত হওয়া।
 مَادَّةٌ : (ض. - ম. - ম), جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
 مُرَادُفٌ : تَلَقَّعَ، ضِدٌّ : تَفَرَّقَ
 اُنْتَشَدَ : আবৃত্তি করল।
 (اِفْتِخَالٌ) اِنْشَادًا : ! আবৃত্তি করা।
 مُرْتَبِلًا (حَال) (فَا، مَذ) : ! প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সাথে।
 (اِفْتِخَالٌ) اِرْتِبَاةً : ! উৎপন্নমতিত্বের সাথে কথা বলা।
 مَادَّةٌ : (র - জ - ল), جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادُفٌ : بَدِيهَةٌ
 شَدَا : গাইল, গেয়ে উঠল।
 (ن) شَدْرًا : ! অনুসরণ করা, আবৃত্তি করা, গাওয়া।
 (اِفْتِخَالٌ) اِشْدَاءً : ! সঙ্গীতে পারদর্শী হওয়া।
 مَادَّةٌ : (শ. - ড. - ও), جِنْسٌ : تَائِيصٌ وَآوِي
 مُرَادُفٌ : اُنْتَشَدَ
 عَجِلًا (حَال) (صَد، مَذ) : ! দ্রুত করে, তড়িঘড়ি করে।
 (س) عَجَلًا، عَجَلَةً : ! তড়িঘড়ি করা।
 فِي الْقُرْآنِ : اَعْجَلْنِمُ امْرَأَتَكَ
 مَادَّةٌ : (ع. - জ. - ল), جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادُفٌ : سَرِعًا، ضِدٌّ : بَطِيئًا
 (ج) اَلْأَشْعَارُ : (و) شِعْرٌ : ! কবিতা।
 تَبَّ (مَتَعُولٌ مُطْلَقٌ لِفِعْلٍ مَعْدُومٍ أَيْ تَبَّ تَبًّا) : ! ধ্বংস হোক।
 (ن) تَبًّا، تَبًّا : ! ধ্বংস হওয়া, ধ্বংস করা।
 فِي الْقُرْآنِ : تَبَّتْ يَدَايِي لِهَيْبٍ وَتَبَّ
 مُرَادُفٌ : هَلَاكَ
 خَادِعٌ (فَا، مَذ) : ! প্রতারণক।

يَبْدُو بِوَصْفَيْنِ لِعَيْنِ الْوَامِقِ
زَيْنَةَ مَعْتَرَقٍ، وَلَوْنِ عَاشِقِ
وَحَبَّةَ عِنْدَ ذَوَى الْحَقَائِقِ
يَبْدُو إِلَى إِرْتِكَابِ سَخَطِ الْخَالِقِ
لَوْلَا، لَمْ تَقْطَعْ يَمِينُ سَارِقِ
وَلَا بَدَتْ مَظْلِمَةٌ مِنْ فَايسِقِ
وَلَا أَشْمَزَتْ بِإِخْلٍ مِنْ طَارِقِ
وَلَا شَكَا الْمَظْطُورُ مَظْلَ الْعَانِقِ

অনুবাদ : সে আগ্রহীর দৃষ্টির সামনে প্রেমাস্পদের
সাজ-সজ্জা ও প্রেমিকের বর্ণ এ দুটি গুণ নিয়ে
আত্মপ্রকাশ করে। তাত্ত্বিকদের মতে, তার ভালোবাসা
সৃষ্টিকর্তার অসন্তুষ্টিতে লিপ্ত হওয়ার প্রতি আহ্বান করে।
যদি স্বর্ণমুদ্রা না থাকত তবে চোরের ডান হাত কাটা যেত
না এবং পাপাচারী থেকে অত্যাচার প্রকাশ পেত না।
এবং কোনো কৃপণ রাত্রিকালে আগমনকারী অতিথির
কারণে বিরক্ত হতো না। আর টালবাহানার শিকার
[স্বর্ণদাতা] ব্যক্তি অস্বীকারকারী [স্বর্ণী] ব্যক্তির টালবাহানার
অভিযোগ করত না।

শাব্দিক অনুবাদ : يَبْدُو : সে আত্মপ্রকাশ করে। عَيْنِ الْوَامِقِ : আগ্রহীর দৃষ্টির সামনে। زَيْنَةَ : সাজসজ্জা। مَعْتَرَقٍ : প্রেমাস্পদ। وَلَوْنِ : বর্ণ। عَاشِقِ : প্রেমিক। الْحَقَائِقِ : তার ভালোবাসা। يَبْدُو : তাত্ত্বিকদের মতে। الْخَالِقِ : সৃষ্টিকর্তা। سَخَطِ : অসন্তুষ্টি। الْوَامِقِ : সৃষ্টিকর্তা। لَوْلَا : যদি স্বর্ণমুদ্রা না থাকত। يَبْدُو : কাটা। يَمِينُ : ডান হাত। سَارِقِ : চোর। مَظْلِمَةٌ : অত্যাচার। فَايسِقِ : পাপাচারী। أَشْمَزَتْ : বিরক্ত হতো। بِإِخْلٍ : কোনো কৃপণ। طَارِقِ : রাত্রিকালে আগমনকারী। শিকার। شَكَا : অভিযোগ করত। الْمَظْطُورُ : টালবাহানার শিকার। الْعَانِقِ : অস্বীকারকারী ব্যক্তি।

শব্দ বিশ্লেষণ

সে আত্মপ্রকাশ করে : يَبْدُو :
(ن) يَبْدُو : আত্মপ্রকাশ করা, প্রকাশ পাওয়া।
(إِعْثَال) إِبْدَاءٌ : প্রকাশ করা।
فِي الْحَدِيثِ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ بَيْعِ الْيَمَارِ قَبْلَ بُدُو الصَّلَاةِ .
مَادَّةُ : (ب. د. و) ، جِنْسٌ : نَاقِصٌ وَآوَى
مَرَادُفٌ : يُظْهَرُ
يُوصَفَيْنِ : দুটি গুণ নিয়ে, দুটি গুণসহকারে।
وَصَفٌ : (ج) أَوْصَاءٌ : গুণ।
مَادَّةُ : (و. ص. ف) ، جِنْسٌ : مِثَالٌ وَآوَى
مَرَادُفٌ : حَصْلَةٌ
عَيْنٌ : (ج) عَيْنٌ ، كَعَيْنٌ : চক্ষু, দৃষ্টি।
وَامِقٌ : (ف. م. د) : আগ্রহী, আসক্ত।

ভালোবাসা : (ض) وَمَقًا ، مَقَّةً :
(تَفْعَلُ) تَوْمَقًا : বন্ধুত্ব স্থাপন করা।
مَادَّةُ : (و. م. ق) ، جِنْسٌ : مِثَالٌ وَآوَى
مَرَادُفٌ : الْعَاشِقُ/الْمُحِبُّ ، جِنْدٌ : الْمَعْرُوضُ/الْعَدُو
زَيْنَةُ : সাজ-সজ্জা।
مَعْتَرَقٍ : (م. ف. د) : প্রেমাস্পদ।
(س) عِشْقًا : ভালোবাসা, প্রেম করা।
قَالَ الْأَخْطَلُ : وَمَعْتَرَقٌ بِرَقَصٍ كُلِّ بَوْمٍ
تَرَى وَجْهَهُ أَبَدًا كَلَامًا
مَادَّةُ : (ع. ش. ق) ، جِنْسٌ : صَبِيعٌ
مَرَادُفٌ : مَعْتَرَقٌ
لَوْنٌ : (ج) أَلْوَانٌ : রঙ, বর্ণ, প্রকার।
عَاشِقٌ : (ف. م. د) : প্রেমিক, আসক্ত।

مُرَادٌ : حَبِيبٌ / وَامِكٌ
 حَبِ (ض) মদ : ভালোবাসা
 عِنْدَ (ظَرْف) : নিকটে
 ذَوِ الْحَقَائِنِ : তত্ত্বজ্ঞানীগণ, তাত্ত্বিক সম্প্রদায়
 مُرَادٌ : اَعْلَى الْعِلْمِ وَالرُّشْدِ
 (ج) الْحَقَائِقِ : (و) حَقِيقَةٍ : তত্ত্ব, তাৎপর্য
 مَادَّةٌ : (ح. ق. ق.) : جنس : مَصَاعِدُ ثَلَاثِي
 مُرَادٌ : نَظَرِيَّةٌ / مَعْنَى
 يَدْعُو (ن) دَعْوَى : আহ্বান করে
 اِرْتِكَابَ (اِفْتِعَالَ) مَد : নিষ্ঠ হওয়া
 (س) رُكُوبٌ : সওয়ার হওয়া, আরোহণ করা
 مَادَّةٌ : (ر. ك. ب.) : جنس : صَبِيع
 مُرَادٌ : اِسْتِغَالَ
 سَخَطٌ : سَخَطٌ (س) مَد : অসন্তুষ্ট হওয়া
 سَخَطٌ : অসন্তুষ্ট
 فِي الْقُرْآنِ : اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ
 مَادَّةٌ : (س. خ. ط.) : جنس : صَبِيع
 مُرَادٌ : غَضَبٌ : ضِدَّ رِضَاً
 اَلْخَالِقِ (فَا. مَذ) : সৃষ্টিকর্তা
 (ن) خَلَقًا : সৃষ্টি করা
 فِي الْقُرْآنِ : خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا
 مَاد : (خ. ل. ق.) : جنس : صَبِيع
 مُرَادٌ : قَاطِر
 كَوْلَاهُ (اِى الدِّيَارِ) : যদি তা [অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রা] না থাকত।
 لَمْ تَقَطِعْ : কাটা যায় নি, [কাটা যেত না]
 (ف) قَطَعًا : অতিক্রম করা, ছিন্ন করা, টুকরা করা
 (تَفْعِيل) تَقَطَّعًا : টুকরা টুকরা করা
 فِي الْقُرْآنِ : السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَيْدِيَهُمَا
 مَاد : (ق. ط. ع.) : جنس : صَبِيع
 مُرَادٌ : لَمْ تُقَصَّ

يَمِينٌ : (ج) اَيْمَانٌ : ডান হাত
 فِي الْقُرْآنِ : مِنْ سَبْعِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ
 اَيْدِيهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ
 (ق. م. ن.) : جنس : مِثَالٌ يَانِي
 سَارِقٌ (فَا. مَذ) (ج) سَرَقَةٌ : চোর
 (ض) سَرَقٌ : চুরি করা
 فِي الْقُرْآنِ : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَيْدِيَهُمَا
 مَاد : (س. ر. ق.) : جنس : صَبِيع
 مُرَادٌ : لَمْ
 لَا يَنْتَ : (ج) اَنْتَ : প্রকাশ পায় নি [পেত না]
 (ن) يُلْكَ : প্রকাশ পাওয়া
 مَقَالَةٌ : (ج) مَقَالِمٌ : জুলুম, অবিচার, অত্যাচার
 (ض) ظَلَمًا : জুলুম করা, অন্যায় করা
 فِي الْقُرْآنِ : لَا تَظْلِمُونَ فَبِئَلَا
 مَاد : (ظ. ل. م.) : جنس : صَبِيع
 مُرَادٌ : جَوْرٌ : ضِدَّ عَدْلٍ
 فَاسِقٌ (فَا. مَذ) (ج) فَسَقَةٌ : فَاسِقٌ : পাপচাঙ্গী
 (ن. ض. س.) : جنس : فُسْقًا :
 পাপচারী হওয়া, পাপিষ্ট হওয়া, ফাসেক হওয়া
 فِي الْقُرْآنِ : وَمَا يَعْصِي لَهٗ اِلَّا الْفَاسِقِينَ
 مَاد : (ف. س. ق.) : جنس : صَبِيع
 مُرَادٌ : اَتَمُّ / طَائِمٌ : ضِدَّ مُطِيعٌ / عَادِلٌ
 لَا اَشَارَتْ : (ا) : [হতো না] বিরক্ত হয় নি
 (اِبْتِغَالَ) اِسْتَمْرَارًا : অপছন্দ করা, সম্বোধ্য বোধ করা, বিরক্ত হওয়া
 (ا) اَسْمَرًا : দূরে সরে
 فِي الْقُرْآنِ : اِذَا ذَكَرَ اللّٰهُ وَعَدَهُ اَشَارَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
 مَاد : (ش. م. ز.) : جنس : صَبِيع
 مُرَادٌ : اَنْزِعَ / تَصَابَتَ : ضِدَّ اِبْتِهَاجَ
 يَخْلُ (فَا. مَذ) (ج) يَخَالٌ : কৃপণ
 (س. ك.) يَخَلًا : কৃপণতা করা, কৃপণ হওয়া

(إِنْعَال) إِنْعَالًا : কৃপণ পাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ .

مَادَّةٌ : (ب . خ . ل) ، جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادِفٌ : شَعِيعٌ ، ضِدٌّ : سَغَى

طَارِقٌ (فا، مذ) (ج) طَرَاقٌ، أَطْرَاقٌ :

ব্রাহ্মিকালে আগমনকারী অতিথি ।

রাতে আগমন করা : (ن) طُرُوقًا :

مَادَّةٌ : (ط - ر - ق) ، حَسْرَةٌ : صَعْبَةٌ

مُكَادِفٌ : وَارِدٌ (بِالْأَلِفِ) / قَاصِدٌ (بِالْأَلِفِ)

অভিযোগ করে নি। (করত না) । ১৫১

[illegible]

(۱) **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** : **اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِكَ**

আভ্যোগ গ্রহণ করা : (إلحاح)

يُؤَيِّسُ الْقُرْآنُ : إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى

سادہ : (ش. ک

سَرَادِف : اَتِهِم

শিকার : المَطْطُول (মড, মড) :

نَظَّلَ (ن) مَص : ا

টালবাহানা। : طَلَّ

في الحديث : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ .

سَادَّة : (م . ط . ل)

অস্বীকারকারী : : أَلْعَائِقُ (ফা, মড, مص)

(ن) عَرَفًا، (افْعَالٌ) إِعْرَاقًا، (تَفْعِيلٌ) تَعْرِيقًا :

বিরত রাখা, অস্বীকার করা।

فِي الْقُرْآنِ : قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّظِينَ .

مَاَذَهْ : (ع. و. ق) ، جنس : أَجَوَفْ وَأَوَى

مُرَادِفُ : الْمُنْكَرُ / الْغَائِبُ ، ضِدُّ : الْمَقْرُ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : يَبْدُو بِوَصْفَيْنِ لِعَيْنِ الْوَامِقِ الْع :

এখানে: تَرْجَمَ ذُرَّ الْعَالِ হচ্ছে ফেয়েল تَدْرَجُ

হলো ^১দিশা

জাব লَقَاتُ الْمَاطِ মরদালে মিনহ

এ মাস্কর মিনে মতা আলিক : : : ফেয়েলের সাথে

নিল থেকে, وَمِنْهُ: এটা, اِنَّ: এর, كَذٰلِكَ: এভাবে

হাস্যকর। এখানে 'এক' মিলে 'হরফে' জায়েগ।

স্বাক্ষর : মিলে শিবদে

এবং আল-হাল অতঃপর ১১১ হাবা ১১১ মাথা

আমি নিজে যাকাত দিচ্ছি। আমি ফায়ের তার ফায়ের

যদিও এখানে বলা হয়েছে যে "এই পুস্তকটিতে লিখিত আছে"।

মুতাআল্লিকসহ جسدہ یعیبہ

অথবা **زِينَهُ مَعْشُوقٍ وَلَوْنُ عَاشِقٍ** এটা মুবতান। মাহবুবে

খবর অর্থাৎ عَائِشَةُ وَنَائِبُهَا لَوْنُ عَائِشَةَ

এ সময় **وَصْفَيْنِ** আর মুবদাল মিনহ হবে না।

وَلَا أَسْتَعِيدُ مِنْ حَسَوْدٍ رَاشِقٍ
وَشَرُّ مَا فِيهِ مِنَ الْخَلَائِقِ
أَنْ لَيْسَ يُغْنِي عَنْكَ فِي الْمَضَائِقِ
إِلَّا إِذَا قَرَّ فِرَارَ الْأَيْنِ
وَأَمَّا لِمَنْ يَبْذُلُهُ مِنْ حَالِي
وَمَنْ إِذَا نَجَاهُ نَجْوَى الْوَامِقِ
قَالَ لَهُ قَوْلَ الْمَحِقِّ الصَّادِقِ
لَا رَأَى فِي وَصْلِكَ لِي فَفَارِقِ

অনুবাদ : এবং অশুভ দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপকারী হিংস্র
থেকে আশ্রয় কামনা করা হতো না এবং তার মধ্যে
যতগুলো স্বভাবজাত অভ্যাস রয়েছে তন্মধ্যে সর্বশেষ
গুণ এই যে, সে কষ্টের সময় [অথবা ধলিতে বসে
অবস্থায়] তোমার কোনো উপকারে আসে না। হ্যাঁ, [হিংস্র
উপকারে আসে] যখন সে পলায়নকারী ভৃত্যের মতো
পলায়ন করে। ধন্যবাদ সেই ব্যক্তিকে, যে তাকে [হিংস্র
স্বর্ণমুদ্রাকে] সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গ থেকে নিক্ষেপ করে, অর্থাৎ
ধন্যবাদ সেই ব্যক্তিকে, যে তার সাথে একান্ত আত্মিক
বন্ধুর মতো যখন গোপন আলোচনা করে, তখন তার
সত্যনিষ্ঠ ও সত্যবাদীর মতো বলে দেয় যে, তেমনি
সাথে মিলনের ব্যাপারে আমার কোনো ইচ্ছা নেই
সুতরাং তুমি পৃথক হয়ে যাও।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَا أَسْتَعِيدُ مِنْ حَسَوْدٍ হিংস্র দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপকারী
আশ্রয় কামনা করা হয় নি [হতো না] : لَا أَسْتَعِيدُ (মজ) :
আশ্রয় কামনা করা/চাওয়া : اِسْتَعَاذَ : اِسْتَعَاذَ : اِسْتَعَاذَ :
مُرَادٌ : اَلْتَّيْنِ :
অতিশয় হিংস্র, নিম্নক : حَسَوْدٌ (মব, মড) :
দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপকারী : رَاشِقٌ (ফা, মড) :
তীর ছোঁড়া, দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপ করা : رَشَقًا : (ন)
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকানো : يَبْزُرُهُ -
পরস্পর তীর নিক্ষেপ করা : مَنَاعِلَةً مُرَاشِقَةً :
ফী الْحَدِيثِ : قَرَّ شَرُّ مَا رَشَقًا -
مَادَّةُ : (র. শ. স. স.) : جَنَسٌ : صَحِيحٌ
মُرَادٌ : اَلْعَيْنِ :
সর্বনিকৃষ্ট, সব চেয়ে মন্দ : شَرٌّ : (জ) : شَرٌّ : اَشْرَارٌ :
স্বভাবজাত অভ্যাস, চরিত্র : (ج) : خَلَائِقٌ : (و) : خَلِيقَةٌ :
উপকারে আসে না : لَيْسَ يُغْنِي :

শব্দ বিশ্লেষণ

আশ্রয় কামনা করা হয় নি [হতো না] : لَا أَسْتَعِيدُ (মজ) :
আশ্রয় কামনা করা/চাওয়া : اِسْتَعَاذَ : اِسْتَعَاذَ : اِسْتَعَاذَ :
مُرَادٌ : اَلْتَّيْنِ :
অতিশয় হিংস্র, নিম্নক : حَسَوْدٌ (মব, মড) :
দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপকারী : رَاشِقٌ (ফা, মড) :
তীর ছোঁড়া, দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপ করা : رَشَقًا : (ন)
তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকানো : يَبْزُرُهُ -
পরস্পর তীর নিক্ষেপ করা : مَنَاعِلَةً مُرَاشِقَةً :
ফী الْحَدِيثِ : قَرَّ شَرُّ مَا رَشَقًا -
মَادَّةُ : (র. শ. স. স.) : جَنَسٌ : صَحِيحٌ
মُرَادٌ : اَلْعَيْنِ :
সর্বনিকৃষ্ট, সব চেয়ে মন্দ : شَرٌّ : (জ) : شَرٌّ : اَشْرَارٌ :
স্বভাবজাত অভ্যাস, চরিত্র : (ج) : خَلَائِقٌ : (و) : خَلِيقَةٌ :
উপকারে আসে না : لَيْسَ يُغْنِي :

উপকার করা : اِعْنَاءٌ :
মُرَادٌ : يَنْفَعُ : جِنْدٌ : يَضُرُّ
কষ্ট, সংকট অথবা সংকীর্ণস্থান, ধলি : اَلْمَضَائِقِ : (و) : مَضِيقٌ :
বিস্তারিত : وَلَا يَكُنْ فِي صَبِيٍّ وَمَا يَمْكُرُونَ -
মَادَّةُ : (স. স. স.) : جِنْسٌ : اَجَبَتْ يَانِي
মُرَادٌ : عِشْرَةٌ / عِيْدٌ : جِنْدٌ : رَحْمَةٌ / سَعَةٌ
পলায়ন করল [কারে] : فَرَّ :
পলায়ন : فِرَارٌ :
পলায়ন করা : فَرَّ (س. س.) :
হেদন করা : اَلْعَيْنِ : اِقْرَارًا :
বিস্তারিত : يَوْمَ يَكُنُ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاهُوَ وَصَاحِبِهِ وَنَجِيهِ
মَادَّةُ : (ন. স. স.) : جِنْسٌ : مَضَاعِفٌ ثَلَاثِي
মُرَادٌ : اَبْنٌ / عَرَبٌ :
পলায়নকারী [ভৃত্য] : اَبْنٌ : اَبْنٌ : اَبْنٌ :

تَفَعَّلْتُ : আমি দিয়ে দিলাম ।
 (ن) تَفَعَّلَ - يَتَفَعَّلُ : দান করা ।
 الرِّيحُ : প্রবাহিত হওয়া ।
 الطَّبُّ : ড্রাগ ছড়িয়ে পড়া ।
 سَادَهُ : (ন-ফ-হ) : جنس : صحيح
 مرادف : أعطيت .
 الدِّينَارُ : (ج) دَنَانِيرُ : স্বর্ণমুদ্রা ।
 الثَّانِي : (فأ-مذ) : দ্বিতীয়
 (ض) ثَنِيًا : দ্বিতীয় হওয়া ।
 عَوَّدُ : তুমি সংরক্ষণ কর ।
 (تفعيل) تَعَوَّدُ : রক্ষা করা ।
 فِي الْقُرْآنِ : عَوَّدُ يَأْتِيهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ
 مَاد : (ع-و-ذ) : جنس : أجوف وأوي
 مرادف : أعيد
 (ج) المَثَانِي : (و) مَثْنٍ : সূরা ফাতিহা ।
 সূরা ফাতিহা একটি নাম । সূরাটি মক্কায় একবার,
 আবার মদীনায় একবার অর্থাৎ দু'বার নাযিল হওয়ার কারণে
 অথবা নামাজে বারবার পঠিত হওয়ার কারণে এটি বলা হয় ।
 أَلْفَى : সে ফেলে দিল [রাখল]
 (افعال) أَلْفَاءُ : ফেলে দেওয়া, নিক্ষেপ করা ।
 (س) لَفَاءُ : সাক্ষাৎ করা ।
 فِي الْقُرْآنِ : وَكَذَلِكَ أَلْفَى السَّامِرِيُّ .
 مَاد : (ل-ق-ي) : جنس : تايض يائين
 مرادف : طرح
 قَم : (ج) أَوْرَاهُ : أَسَمَامُ : মুখ, মুখগব্বর ।
 قَرَنَ : সে মিলিয়ে রাখল ।
 (ض) قَرَنًا : মিলানো ।
 (إفعمال) اقتران : মিলিত হওয়া ।
 فِي الْقُرْآنِ : وَمَا كُنَّا لَهُ مُقِرِّينَ
 مَاد : (ق-র-ন) : جنس : صحيح
 مرادف : وصل , جند : تارق
 تَوَامَّ : (ج) تَوَامُّمٌ : تَوَامُّمٌ : জমজ
 (مفاعلة) مَتَاكَمَةٌ : أَخَاهُ : জমজ জন হওয়া ।
 (إنكفاء) : সে ফিরে গেল ।
 (إفعمال) إِنْكَفَاءُ : ফিরে যাওয়া, পরাজিত হওয়া ।

(ف) كَفَّاهُ : ফিরে যাওয়া ।
 - الرَّجُلُ : বিতাড়িত করা ।
 سَادَهُ : (ك-ف-ه) : جنس : تَهْوِزُ لَمْ
 مرادف : رجع
 يَحْمَدُ : সে প্রশংসা করে
 (س) حَمْدًا : প্রশংসা করা ।
 مَعْدَى (مصدر ميمي) : প্রত্যতে উপনীত হওয়া ।
 প্রত্যতে আগমন করা ।
 (تفعّل) تَفَعَّلَ : সকালের খাবার খাওয়া ।
 فِي الْحَدِيثِ : تَعَدُّوْا خِمَاصًا وَتَرَوْوْا بَطَانًا
 سَادَهُ : (غ-و-ر) : جنس : تايض وأوي
 مرادف : بَكُورَةٌ , جَد : عَشِيَّةُ
 يَمْدَحُ : ... গুণকীর্তন করে
 (ن) مَدَحًا : গুণকীর্তন করা ।
 التَّادِي (فأ-مذ) : (ج) أَنْدِيَّةُ , نَوَادٍ : أنداء : মজলিস, সভা ।
 (ن) تَدَوُّوا - أَلْقَرُوا : সমবেত হওয়া । মজলিসে উপস্থিত হওয়া ।
 - أَلْقَرُوا : মজলিসে একত্র করা ।
 দান করা । পৃথক হওয়া ।
 تَدَى : দান-দাক্ষিণ্য, বখশিশ ।
 (س) تَدَى , نَدَاوَةٌ - الْقَتَى : সিদ্ধ হওয়া ।
 تَأَجَّى : চুপসারে বলল ।
 (مفاعلة) مَتَاجَاةٌ : চুপে চুপে কথা বলা ।
 قَلْبٌ : (ج) قُلُوبٌ : অন্তর, হৃদয় ।
 تَعَارَجَ : বোড়াপনা ।
 تَعَارَجَ (مفاعلة) مَص : বোড়ামির তান করা, ঝুড়িয়ে চলা ।
 (ن) (ض) , عُرُوجًا : চড়া, আরোহণ করা ।
 فِي الْقُرْآنِ : لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ .
 مَاد : (ع-ر-ج) : جنس : صحيح
 مرادف : قَزَل (مُتَكَلِّفًا)
 كَيْدٌ : কৌশল, ষড়যন্ত্র, দুর্ভাবসন্ধি ।
 (ض) كَيْدًا : ষড়যন্ত্র/ কৌশল অবলম্বন করা ।
 فِي الْقُرْآنِ : أَنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَآكِيدٌ كَيْدًا .
 سَادَهُ : (ك-ي-د) : جنس : أجوف يائين
 مرادف : مَكْرٌ / خِيَالٌ : جَد : صلاح

إِسْتَعَدَّتْ : আমি ফিরতে অনুরোধ করলাম।

إِسْتَعَادَ (إِسْتَعَادَ) : ফিরে আসতে চাওয়া।

(ن) عَوَدًا : ফিরে আসা।

إِنْعَادٌ (إِنْعَادٌ) : ফিরিয়ে দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : هَرَّ اللَّيْلِ بَيْدَ الْخَلْقِ ثُمَّ يَعْبُدُ .

مَادَهُ : (ع. و. د.) , جَس : أَجَوَفَ وَادِي

مُرَادُفٌ : اسْتَرْجَعْتُ

فَقَدْ عَرِفْتُ (مَج) : তোমার পরিচয়।

প্রকাশিত হয়ে গেছে।

(ض) عَرَفَ , عَرَفَانًا , مَعْرِفَةً : চেনা।

وَشَى : (এখানে-চমকপ্রদ কথাবার্তা)।

(ض) وَشَى , وَشَى - الثَّوْب : কাপড়ের উপর কৃত কারুকার্য।

(تَفْعِيل) تَوَشَّى - الْكَلَام : মিথ্যা বলা।

فِي الْقُرْآنِ : سَلَّمَهُ لَا شَيْءَ فِيهَا :

مَادَهُ : (و. শ. য.) , جَس : لَفَيْتُ مَقْرُون

مُرَادُفٌ : تَوَشَّى / زُخْرَفَ

তুমি সোজা হও।

إِسْتَعَادَ (إِسْتَعَادَ) : সোজা হওয়া, স্থির হওয়া।

(ن) قَبَّأً : দণ্ডায়মান হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : اسْتَعِمَّ كَمَا أُمِرْتُ .

مَادَهُ : (ق. ও. ম.) , جَس : أَجَوَفَ وَادِي

مُرَادُفٌ : اسْتَعْدَلُ , ضَدَّ : أَعَوَّجَ

مَشَى (ض) مَشَى , تَفَعَّلَ تَشَّى : চলা, হাঁটা।

وَفِي الْقُرْآنِ : وَمِنْهُمْ مَنْ يَشَى عَلَى بَطْنِهِ .

مَادَهُ : (م. শ. য.) , جَس : نَاقِصٌ يَأْتِي

مُرَادُفٌ : سَيَّرَ

حَبَّيْتُ (مَج) : তুমি ধন্যবাদার্থ হও, তোমাকে ধন্যবাদ।

(تَفْعِيل) تَعَبَّ : সালাম জানানো, ধন্যবাদ জানানো।

(س) حَيَّ , حَيَّ : দীর্ঘজীবী হওয়া, বেঁচে থাকা।

فِي الْقُرْآنِ : إِذَا حَبَّيْتُمْ يَعْبِئْكُمْ كَمَا أَحْسَنَ مِنْهَا .

مَادَهُ : (ح. য. য.) , جَس : لَفَيْتُ مَقْرُون

مُرَادُفٌ : سَلَّمْتُ

إِكْرَامٌ : শ্রদ্ধা, সম্মান।

إِكْرَامٌ (إِكْرَامٌ) : সম্মান করা, শ্রদ্ধা করা।

نَحْنُ (س) حَيَّةٌ (دُعَانِيَّة) : তুমি বেঁচে থাক, দীর্ঘজীবী হও।

إِكْرَامٌ (و) كَرَمٌ : সম্ভ্রান্ত লোক, অভিজাত লোক।

إِكْرَامٌ : সম্ভ্রান্ত / অভিজাত / সম্মানিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَتَغْفِرُ وَرَزَقَ كَرِيمٌ

مَادَهُ : (ك. ও. ম.) , جَس : صَحِيعٌ

مُرَادُفٌ : حَرَّ , ضِدَّ : لَيْيَمٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : مَا أَغْزَرَ وَبَلَّكَ :

এ বাক্য সম্পর্কে তিনটি অভিমত রয়েছে।

১. أَغْزَرَ عَظِيمٌ -এর নিকট مَا مَوْصُولٌ যার অর্থ سَيُورِيهِ

এটা أَغْزَرَ وَبَلَّكَ -এর মধ্যে যুক্ততাদা এবং শব্দ।

২. أَغْزَرَ وَبَلَّكَ مَا بِمَعْنَى الَّذِي -এর নিকট أَغْزَرَ وَبَلَّكَ

হলো তার صَلَّةٌ অতঃপর مَوْصُولٌ এবং মিলে

যুক্ততাদা। আর أَغْزَرَ عَظِيمٌ হওয়া শব্দ।

৩. أَغْزَرَ مَا بِمَعْنَى إِنْجَاهٍ -এর মতে, قَرَأَ -এর

আর এটা তারকীবে যুক্ততাদা এবং أَغْزَرَ وَبَلَّكَ

قَوْلُهُ : إِنْكَفَأَ يَدَاهُ :

এখানে بِمَنْعِ النَّادِي الخ এবং يَحْمَدُ مَقْدَاهُ

হয়েছে। إِنْكَفَأَ ফেয়েলের চেয়ে উচ্চ।

বালাগাত

تَفْصِيلُهُ (তারি বর্ষণ) -এর সাথে

نَسَبُهُ (উল্লেখ) আর

মাহযুফ। সুতরাং এখানে إِسْعَادَةٌ مَصْرُوعَةٌ পাওয়া গেছে।

قَوْلُهُ : فَتَفَحَّطَ بِالْبَيْتَارِ الْقَانِي ... بِالْمَقَانِي :

হয়েছে। إِنْكَفَأَ -এর মাঝে

قَوْلُهُ : إِنْكَفَأَ يَحْمَدُ مَقْدَاهُ وَبَدَعَ النَّادِي :

হয়েছে। إِنْكَفَأَ -এর মাঝে

قَوْلُهُ : قَدْ عَرِفْتُ بِوَفْئِكَ فَاسْتَعِمَّ فِي مَشْيِكَ :

হয়েছে। إِنْكَفَأَ -এর মধ্যে

فَقُلْتُ : أَنَا الْحَارُثُ، فَكَيْفَ حَالُكَ
وَالْحَوَادِثُ ؟ فَقَالَ : أَتَقَلَّبُ فِي الْحَالَيْنِ :
بُؤْسٍ وَرَخَاءٍ ، وَأَتَقَلَّبُ مَعَ الرَّتَعَيْنِ : زَعَزَعٌ
وَرَخَاءٌ . فَقُلْتُ : كَيْفَ إِدْعَيْتَ الْقَرْلَ ، وَمَا
مِثْلُكَ مِنْ هَزَلٍ ! فَاسْتَسَرَّ بِشَرِّهِ الَّذِي كَانَ
تَجَلَّى ، ثُمَّ أَتَشَدَّ حِينَ وَلَّى :

تَعَارَجْتُ لَا رَغْبَةَ فِي الْعَرَجِ
وَلَكِنْ لَأَقْرَعَ بَابَ الْفَرْجِ
وَأَلْقَى حَبْلِي عَلَى غَارِي
وَأَسْلَكَ مَسْلَكَ مَنْ قَدْ مَرَجَ
فَإِنْ لَأَمِينُ الْقَوْمِ قُلْتُ اعْذِرُوا
فَلَيْسَ عَلَى أَعْرَجٍ مِنْ حَرْجٍ

অনুবাদ : উত্তরে আমি বললাম, আমি হারিস। তবে দুঃখ-দুর্দশার মাঝে তোমার অবস্থা কি? তখন সে বলল, আমি কষ্ট ও স্বচ্ছলতা এই দুই অবস্থার মধ্যে আবর্তিত হচ্ছি এবং ঝঞ্ঝা বায়ু ও মৃদু সমীরণ এই দুই বায়ুর মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছি। অতঃপর আমি বললাম, কি করে তুমি ষোড়াপনার দাবি করলে? অথচ তোমার মতো মানুষ তো অভিনয় করে না। তখন তার বদন-দীপ্তি অদৃশ্য (মলিন) হয়ে গেল, যা ফকফক করছিল। অতঃপর সে ফিরে যেতে যেতে আবৃত্তি করল : (প্রোক্তের অনুবাদ) আমি ষোড়া সেজেছি ষোড়াপনার প্রতি আগ্রহী হয়ে নয়; বরং স্বচ্ছলতার দুয়ারে কড়া নাড়বার জন্য। এবং যাতে আমি আমার পিঠে রশি ফেলে ইচ্ছামতো চলতে পারি (অথবা আমার পিঠে আমার রশি ফেলে দেওয়া হয়।) এবং আমি তাদের পথ অনুসরণ করতে পারি, যারা (তালোকে মন্দের সাথে) মিশ্রণ করেছে। অতএব যদি জনগণ আমাকে ভর্ৎসনা করে তবে আমি বলব, তোমরা আমার ওজর গ্রহণ কর। কেননা ষোড়ার জন্য কোনো অসুবিধা নেই।

শাখিক অনুবাদ : فَقُلْتُ উত্তরে আমি বললাম أَنَا الْحَارُثُ আমি হারিস। তবে তোমার অবস্থা কি? فَقَالَ তখন সে বলল أَتَقَلَّبُ আমি আবর্তিত হচ্ছি فِي الْحَالَيْنِ দুই অবস্থার মধ্যে কষ্ট وَرَخَاءٍ এবং স্বচ্ছলতা وَأَتَقَلَّبُ এবং ঘুরপাক খাচ্ছি مَعَ الرَّتَعَيْنِ দুই বায়ুর মাঝে زَعَزَعٌ ঝঞ্ঝাবায়ু ও مৃদু সমীরণ وَمَا مِثْلُكَ مِنْ هَزَلٍ অতঃপর আমি বললাম কَيْفَ কি করে إِدْعَيْتَ الْقَرْلَ তুমি দাবি করলে ষোড়াপনার অথচ নয়/করে না الَّذِي كَانَ تَجَلَّى তার বদন দীপ্তি অদৃশ্য হয়ে গেল بِشَرِّهِ তার ভয়ানকতা ثُمَّ أَتَشَدَّ অতঃপর সে ফিরে যেতে যেতে আবৃত্তি করল وَأَتَشَدَّ অতঃপর সে ফিরে যেতে যেতে তَعَارَجْتُ আমি ষোড়া সেজেছি لَا রগে নেই وَرَغْبَةَ فِي الْعَرَجِ ষোড়াপনার প্রতি আগ্রহী হয়ে নয় وَأَسْلَكَ কড়া নাড়বার জন্য مَسْلَكَ مَنْ قَدْ মৃদু যাত্রা করে যাওয়া وَمَا মতো মানুষ مِنْ যারা হَزَل অভিনয় করে فَاسْتَسَرَّ তখন অদৃশ্য হয়ে গেল بِشَرِّهِ তার ভয়ানকতা ثُمَّ أَتَشَدَّ অতঃপর সে ফিরে যেতে যেতে তَعَارَجْتُ আমি ষোড়া সেজেছি لَا রগে নেই وَرَغْبَةَ فِي الْعَرَجِ ষোড়াপনার প্রতি আগ্রহী হয়ে নয় وَأَسْلَكَ কড়া নাড়বার জন্য مَسْلَكَ مَنْ قَدْ মৃদু যাত্রা করে যাওয়া وَمَا মতো মানুষ مِنْ যারা হَزَل অভিনয় করে فَاسْتَسَرَّ তখন অদৃশ্য হয়ে গেল بِشَرِّهِ তার ভয়ানকতা ثُمَّ أَتَشَدَّ অতঃপর সে ফিরে যেতে যেতে তَعَارَجْتُ আমি ষোড়া সেজেছি لَا রগে নেই وَرَغْبَةَ فِي الْعَرَجِ ষোড়াপনার প্রতি আগ্রহী হয়ে নয় وَأَسْلَكَ কড়া নাড়বার জন্য মসলেক মন কদ মরজ আমাকে ভর্ৎসনা করে জনগণ قُلْتُ আমি বলব اعذروا আমাকে ভর্ৎসনা করে কেননা فَلَيْسَ عَلَى أَعْرَجٍ مِنْ حَرْجٍ ষোড়ার জন্য অসুবিধা।

শব্দ বিশ্লেষণ

কَيْفَ : কিরূপ? কেমন?
حَالٌ : (ج) أَحْوَالٌ : অবস্থা।
(ج) حَوَادِثٌ , حَادِثَاتٌ (أ) حَادِثَةٌ : দুর্দশা, দুর্ভাগ্য, দুর্ঘটনা।
أَتَقَلَّبُ : আমি আবর্তিত হচ্ছি।
(تَقَلَّبُ) : তপ্পন : আবর্তিত হওয়া।

بُؤْسٌ : কষ্ট।
بُؤْسٌ (س) مَصْد : অতিশয় অভাবী হওয়া।
إِفْتِسَالٌ : বিষণ হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : أَخَذْنَاهُمْ بِأَلْسِنَاهُمْ وَالْعَصَا -
مَادَّة : (أ) (س) : جِيَس : مَهْمُوزٌ عَيْن
مُرَادٍ : شِدَّةٌ / حُسْنٌ , حَيْدٌ , وَرَخَاءٌ

رَحَاءٌ : স্বচ্ছলতা :

فِي الْحَدِيثِ : أَذْكَرُ اللَّهِ فِي الرَّحَاءِ يَذْكُرُكَ فِي السَّيِّئَةِ .
مَادَّةُ : (র-খ-য়/র-খ-ও) , جِنْسُ : تَائِقُصْ وَادِي / يَائِنُ
مُرَادُفُ : سَعَّةٌ , ضِدُّ : بَوْسٌ

أَنْقَلِبُ : আমি ঘুরপাক খাচ্ছি :

(ت) الرِّبْحَانِ (الرِّبْعَانِ) , (ج) أَرْوَاهُ , رِيَّاحٌ , (و) رِيحٌ :
বায়ু, বাতাস ।

الْإِنْفَعَالُ (إِنْفَلَا) : পরিবর্তিত হওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَافِحٍ .

مَادَّةُ : (র-য-জ) , جِنْسُ : أَجْوَفُ يَائِنُ

مُرَادُفُ : الْهَوَاءُ

زَعَزَعَ : (ج) زَعَزَعَ : ঝঞ্ঝা বায়ু ।

(فَعْلَلَةٌ) زَعَزَعَةً : ভীষণভাবে নাড়া দেওয়া ।

مَادَّةُ : (জ-য-জ) , جِنْسُ : مُضَاعَفٌ يَائِنُ

مُرَادُفُ : حَاصِصٌ , ضِدُّ : رَحَاءٌ

رَحَاءٌ : মৃদু সমীরণ ।

فِي الْقُرْآنِ : تَجَرَّيَ بِأَمْرِهِ رَحَاءٌ .

مَادَّةُ : (র-খ-য়) , جِنْسُ : تَائِقُصْ يَائِنُ

مُرَادُفُ : لَبِئْتُهُ , ضِدُّ : زَعَزَعَ

أَدْعَيْتُ : তুমি দাবি করলে ।

(اِفْتَعَالٌ) ادْعَاءٌ : দাবি করা ।

الْقَزْلُ : ষোড়শপনা ।

الْقَزْلُ (س) مَصْدُ : ষোড়শ হওয়া ।

مَا هَزَلَ : রসিকতা করে না, অভিনয় করে না ।

(ن) هَزَلَ : রসিকতা করা ।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا هُوَ بِالْهَزَلِ .

مَادَّةُ : (হ-য-জ) , جِنْسُ : صَحِيحٌ

اسْتَسْرَرُ : অদৃশ্য হয়ে গেল ।

(اِسْتِفْعَالٌ) اسْتَسْرَرَا : অদৃশ্য হওয়া ।

مُرَادُفُ : اسْتَغْفَى , ضِدُّ : ظَهَرَ / تَجَلَّى

بَشَّرَ : বদন-দীপ্তি, চেহারাৰ ওজ্জ্বল্য ।

(ض) بَشَّرَ , (اِسْتِفْعَالٌ) اسْتَبَشَّرَا : খুশি হওয়া ।

(اِفْعَالٌ) اِشْتَارَا (تَفَعُّلٌ) تَبَشَّرَا : সুসংবাদ দেওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : بَشَّرَ الَّذِينَ آمَنُوا .

مَادَّةُ : (প-শ-র) , جِنْسُ : صَحِيحٌ

مُرَادُفُ : بَشَّاشَةٌ , ضِدُّ : عُبُوسَةٌ

كَانَ تَجَلَّى : ফকফক করেছিল [করছিল] ।

(تَجَلَّى) تَجَلَّى : উদ্ভাসিত হওয়া, প্রকাশ পাওয়া ।

مُرَادُفُ : ظَهَرَ , ضِدُّ : اسْتَسْرَرُ

سَمِعْتُ : সে আবৃত্তি করল ।

(يَتَلَّ) اِشْتَارَا : আবৃত্তি করা ।

جُنَّ وَدَى : যখন সে ফিরে গেল [ফিরে যেতে যেতে] ।

(تَفَعُّلٌ) تَوَلَّى : অভিব্যক্ত কর । ফিরে যাওয়া ।

পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা ।

فِي الْقُرْآنِ : ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ .

مَادَّةُ : (ও-ল-য়) , جِنْسُ : لَغِيْفٌ مَقْرُوْقٌ

مُرَادُفُ : اُدْبِرَ / رَجَعَ , ضِدُّ : اَقَامَ .

نَعْلًا رَجَتْ (تَعَاوَل) تَعَارَجَا : আমি ষোড়শ সেজেছি ।

رَغِيْبَةٌ : আগ্রহ, অনুরাগ ।

رَغِيْبَةٌ اَسْ اَمَص - فِي ... : আগ্রহ/ অনুরাগ করা ।

مُرَادُفُ : شَوَّقٌ / تَوَقَّقَ , ضِدُّ : اِعْرَاضٌ

الْعَرَجُ (س) مَصْدُ : ষোড়শ হওয়া ।

الْعَرَجُ : ষোড়শপনা ।

مُرَادُفُ : الْقَزْلُ .

(لَا) اَقْرَعَ : কড়া নাড়াবার জন্য ।

(ن) قَرَعَا : কড়া নাড়ানো ।

يَابَّ : (ج) اَبْوَابٌ , يَبْيَانٌ : দরজা, দুয়ার ।

فِي الْقُرْآنِ : لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ .

مَادَّةُ : (প-ও-ব) , جِنْسُ : اَجْوَفُ وَادِي , مُرَادُفُ : مَدَخَلَ

الْفَرْجُ : স্বচ্ছলতা ।

الْفَرْجُ (س) مَصْدُ : উন্মুক্ত হওয়া ।

(ض) فَرَجَا : উন্মুক্ত করা, প্রশস্ত করা ।

(تَفَعُّلٌ) تَفَرَّجَا : উন্মুক্ত হওয়া ।

فِي الْعِدْيَةِ : وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ قَرِيْبًا

مَادَّةُ : (ফ-র-জ) , جِنْسُ : صَحِيحٌ

مُرَادُفُ : الرَّحَاءُ , ضِدُّ : الْقَصِيْقُ

الْقَى : [যাতে] আমি ফেলতে পারি ।

(اِنْفَالٌ) اِنْفَاءٌ : ফেলা, নিক্ষেপ করা ।

(س) لَفَّاءٌ : সাক্ষাৎ করা ।

فِي الْقُرْآنِ : وَالْقَى الْأَلْوَحَ .

مَادَّةُ : (ল-ফ-য) , جِنْسُ : تَائِقُصْ يَائِنُ

مُرَادُفُ : اَسْرَعَ , ضِدُّ : اَعْقَدَ / اَعْلَقَ

جَبَلٌ : (ج) جَبَالٌ , اَحْبَلٌ , اَحْبَالٌ : রশি, রজ্জ ।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَعَصُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا .
 مَادَّة : (ح. ب. ل. د.) , جنس : صَحِيح , مَرَاوُف : الرَّشَاءُ

গারব : (জ) عُزَارِبُ : পিঠের অগ্রভাগ, পিঠ
 يَقَالُ : حَبْلُكَ عَلَى غَارِبِكَ
 مَرَاوُف : الرَّشَاءُ

أَسْلَكَ : আমি চলতে পারি। [যাতে]

(ن) سَلَكًا - سُلُوكًا - চলা

إِنْفَعَال - النِّكَاحُ - প্রবেশ করা।

إِنْفَعَال - فِي الشَّرِّ : প্রবেশ করা।

فِي الْقُرْآنِ : كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ .

مَادَّة : (س. ل. د. ك.) , جنس : صَحِيح

مَرَاوُف : أَمْنِيْن / أَدْخَلَ

مَسْلُوك : (ج) مَسَالِك : পথ।

مَرَاوُف : طَرِيقٌ

قَدْ مَرَجَ : মিশ্রণ করেছে।

(ن) مَرَجًا : মেশানো। নষ্ট করা।

الْكِبْ : মিথ্যা চর্চায় লিপ্ত হওয়া।

(س) مَرَجًا : গোলাযোগপূর্ণ হওয়া, নষ্ট হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ -

مَادَّة : (م. ر. ج.) , جنس : صَحِيح , مَرَاوُف : خَلَطَ

لَمْ : [ভর্সনা করল (করে)]

(ن) لَوْمًا , مَلَامَةً : তিরস্কার করা, ভর্সনা করা।

(إِنْفَعَال) إِنْصَلَاةً : খারাপ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ -

مَادَّة : (ل. و. م.) , جنس : أَجَوُّ وَأَوَى

أَعْبُرُوا (ض) عُدْرًا : তোমরা [আমার] গুঞ্জর গ্রহণ কর।

أَعْرَجَ (ص.ف.مذ) : ষোড়া।

(س) عَرَجًا : ষোড়া হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ .

حَرَجٌ : পাপ, অসুবিধা।

حَرَجٌ (س) مَصْد : পাপাচারী হওয়া। সংকটময় হওয়া।

(إِنْفَعَال) إِخْرَاجًا : সংকটে ফেলা।

(تَفْعِيل) تَحْرِيجًا : বিরক্ত করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ .

مَادَّة : (ج. ر. ج.) , جنس : صَحِيح

مَرَاوُف : بَاسٌ / آثِمٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : فَكَيْفَ حَالُكَ وَالْحَرَاوَاتُ :

কَيْفَ শব্দটির পর إِسْم হলে তা রূপ হিসাবে কَيْف হই।
 আর যদি فِعْل হই তাহলে مُتَعَرِّف مُطْلَق অথবা حَال হিসাবে
 حَال হই।

এখানে কَيْف-এর পরে إِسْم রয়েছে, অতএব কَيْف এ জায়গায়
 مُتَعَرِّف হই। আর حَال হই। মুখাফ ও মুখাফ ইলাইহি মিলে
 مُتَعَرِّف আর وَالْحَرَاوَاتُ শব্দটি مُتَعَرِّফ অতঃপর عَلَيْهِ এবং
 مُتَعَرِّফ মিলে : مُؤَخَّر : মিলে।

কَيْف শব্দটি

অথবা বাক্যটি মূলত এক্ষপ ধরা যেতে পারে।

কَيْف শব্দটি

অথবা বাক্যটি মূলত এক্ষপ ধরা যেতে পারে।

কَيْف শব্দটি

অথবা বাক্যটি মূলত এক্ষপ ধরা যেতে পারে।

কَيْف শব্দটি

অথবা বাক্যটি মূলত এক্ষপ ধরা যেতে পারে।

কَيْف শব্দটি

অথবা বাক্যটি মূলত এক্ষপ ধরা যেতে পারে।

কَيْف শব্দটি

অথবা বাক্যটি মূলত এক্ষপ ধরা যেতে পারে।

কَيْف শব্দটি

অথবা বাক্যটি মূলত এক্ষপ ধরা যেতে পারে।

কَيْف শব্দটি

অথবা বাক্যটি মূলত এক্ষপ ধরা যেতে পারে।

কَيْف শব্দটি

অথবা বাক্যটি মূলত এক্ষপ ধরা যেতে পারে।

কَيْف শব্দটি

অথবা বাক্যটি মূলত এক্ষপ ধরা যেতে পারে।

কَيْف শব্দটি

অথবা বাক্যটি মূলত এক্ষপ ধরা যেতে পারে।

কَيْف শব্দটি

অথবা বাক্যটি মূলত এক্ষপ ধরা যেতে পারে।

কَيْف শব্দটি

অথবা বাক্যটি মূলত এক্ষপ ধরা যেতে পারে।

কَيْف শব্দটি

التَّذْرِيبَاتُ

১. الف. فَكَّلِ الْعِبَارَةَ ثُمَّ تَرَجِمَهَا فَصِيحَةً : قَالَ نَظَمْنِي وَأَخْدَانِي نَادٍ الْحَايِدَ وَالشَّامِتَ .
- ب. ضَمَّ الْكَلِمَاتِ فِي جُمْلٍ مُبِيدَةٍ إِلَى أَرْبَعِ شَيْئَاتٍ : الْمَقَامَةِ . بَكْتِ . بِخَيْرُونَ . الْوَدُوقُ . شَفِيتُ . خَاتَمٌ
- ج. ضَمَّ مُتَحَقِّقَاتِ أَحَدِ الْمَصَادِرِ الْآتِيَةِ فِي أَرْبَعِ جُمْلٍ : الْبَكَاءُ . الْإِحْسَانُ . التَّوْفِيقُ . الظَّنُّ .
২. الف. تَرَجِمِ الْعِبَارَةَ فَصِيحَةً : رَأَى لَنَا الْحَايِدُ وَالشَّامِتُ لَا أَمْلِكُ بَيْتَ لَيْلَةٍ .
৩. الف. أَكْتُبْ مُرَادِفَاتِ الْكَلِمَاتِ الْآتِيَةِ مَعَ مَعَانِيهَا ثُمَّ ضَمَّ كُلَّ كَلِمَةٍ فِي جُمْلَةٍ .
- ب. أَكْتُبْ مُرَادِفَاتِ الْكَلِمَاتِ الْآتِيَةِ مَعَ مَعَانِيهَا ثُمَّ ضَمَّ كُلَّ كَلِمَةٍ فِي جُمْلَةٍ : إِخْتَذَيْنَا . الْجَوْعُ . السُّهَادُ . أَسِ .
- مُؤَابَى . الْحَيْنِ . اسْتَبْطَأْنَا .
- د. أَكْتُبْ جُمُوعَ الْأَسْمَاءِ الْمَفْرَدَاتِ وَمُفْرَدَاتِ الْجُمُوعِ فِي الْعِبَارَةِ الْمَذْكُورَةِ ثُمَّ ضَمَّ كُلَّ اسْمٍ فِي جُمْلٍ مُبِيدَةٍ
৪. الف. تَرَجِمِ فَصِيحَةً وَأَوْضَحْ مَعَانِيَ الْأَشْعَارِ : وَقَارَنْتِ نَجْعَ الْمَسَاعِي خَطَرْتُهُ كَمْ أَمِيرٍ بِهِ اسْتَبَّتْ إِمْرَتُهُ .
- ب. إِلَامُ تَرَجِمِ الصَّمَانِ فِي حَوْتِهِ . وَصَرَّتُهُ . وَصَرَّتُهُ .
- ج. عَيَّنْ أَبْوَابَ الْكَلِمَاتِ الثَّالِثَةِ ثُمَّ اسْتَعْمِلْهَا فِي جُمْلٍ مُبِيدَةٍ فِي بَابٍ سِوَى الْبَابِ الْمُسْتَعْمَلِ مِنْهَا .
- تَبَاكُّهُ مِنْ خَادِعٍ مُضَافٍ سَخِطَ الْخَالِيقِ .
৫. الف. تَرَجِمِ الْآيَاتِ فَصِيحَةً .
- ب. عَيَّنْ مَرَجِعَ الصِّمِيرِ فِي كَلِّ .
- ج. نَمِّنْ لِكُلِّ مَعْنَى مِنْهَا .
- د. كَالْمُتَنَاقِ هَذَا مُشَبَّهٌ بِهِ فَسَا هُوَ الْمَشَبَّهُ وَمَا وَجَّهَ الشَّبِيهِ .
- ه. مَا هُوَ لَوْ عَاشَتْ وَمَا سَبَّبَ تَلَوُّهُ بِهَذَا اللَّوْنِ .
- و. زَيْنَةُ مَعْشَرِي فِي أَيِّ مَحَلٍّ مِنَ الْإِعْرَابِ .
- ز. أَعْرَبِ الْبَيْتَ الْأَوَّلَ .
৬. الف. تَرَجِمِ الْعِبَارَةَ فَصِيحَةً : قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَامٍ فَنَاجَيْتِي قَلْبِي بِأَنَّهُ أَبُو زَيْدٍ وَإِنْ تَعَارَفَهُ لَكَيْدٌ فَاسْتَعْدَّتْ فَاسْتَسْرَ بِشَرِّهِ الَّذِي كَانَ تَجَلَّى .
- ب. أَكْتُبْ مُرَادِفَاتِ الْكَلِمَاتِ الْآتِيَةِ مَعَ مَعَانِيهَا ثُمَّ ضَمَّ كُلَّ كَلِمَةٍ فِي جُمْلَةٍ (أَبَةُ ثَمَانِيَةِ شَيْئَاتٍ) قَالَ نَاجَيْتِي .
- كَيْدٌ . اسْتَعْدَّتْ . عَرَفْتُ . جَنَيْتُ . حَالَ . الْعَوَادُ . مَشَى . إِكْرَامٌ .
- د. أَكْتُبْ مَعْنَى الْوَشْيِ وَجَمْعَهُ ثُمَّ أَذْكَرْ مَا الْمَرَادُ بِالْوَشْيِ مِنْهَا .

المقامة الرابعة الرميائية

চতুর্থ মাকামা : দিময়াতের গল্প

মাকামার সারসংক্ষেপ

চতুর্থ মাকামায় আল্লামা হারীরী দু'জন ব্যক্তির একটি সাহিত্যপূর্ণ কথোপকথন উপস্থাপন করেছেন। তাদের একজনের আচার-আচরণ অপরজনের আচার-আচরণের সম্পূর্ণ বিপরীত। একজন ভালো কাজ করেন, অপরের উপকার করেন। অপরের মন্দ আচরণের জবাবে ভালো আচরণ করেন অপরজন অপরের ভালো আচরণের জবাবে ভালো আচরণ করেন আর মন্দ আচরণের জবাবে মন্দ আচরণ করেন। কাহিনীটি আল্লামা হারীরী এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, হারিস ইবনে হাম্মাম তার সাথীদের নিয়ে সফর করে শেষ রাতে এক জায়গায় অবস্থান করেন। কাফেলার লোকজন সেখানে ঘুমিয়ে পড়েন। সবার ঘুমিয়ে পড়ার পর দু'জনের কথোপকথনের আওয়াজ শোনা গেল। কথার আওয়াজ শুনে হারিস ইবনে হাম্মাম তা শুনে চোঁটা করেন। তিনি শুনে পান, একজন অপরজনকে জিজ্ঞেস করছেন, জনগণের সাথে আপনার আচরণ কি রকম? অপরজন অভ্যস্ত সাহিত্যপূর্ণ ভাষায় উত্তর দেন যে, আমি মানুষের মন্দ আচরণের জবাবে সদাচরণ করি। তিনি তার কথা সম্যক করার পর প্রথমজন বলেন, আমার আচরণ সমানে সমান। আমি মানুষের ভালো আচরণের জবাবে ভালো আচরণ করি এবং মন্দ আচরণের জবাবে মন্দ আচরণ করি। এ কথোপকথনের মধ্য দিয়েই তাদের রাত শেষ হয়ে যায়। হারিস ইবনে হাম্মাম উভয়ের সাহিত্যপূর্ণ আলাপ-আলোচনা শুনে মুগ্ধ হন এবং তাদের পরিচয় নেওয়ার জন্য গিয়ে দেখেন, আলাপকারী দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন আবু যাহেদ সান্নাজী, আর অপর ব্যক্তি সান্নাজীর ছেলে। তারা উভয়ে আর্থিক দৈন্যদশার শিকার। এজন্য হারিস ইবনে হাম্মাম তাদের আর্থিক সহায়তা দানের জন্য বিত্তবানদের নিকট আবেদন করেন। কাফেলার লোকেরা তাদের যথেষ্ট সাহায্য করে। সবার আর্থিক সাহায্য হাতিয়ে নেওয়ার পর আবু যাহেদ সান্নাজী গোসল করার ভাওতা দিয়ে তার ছেলেকে নিয়ে পার্শ্ববর্তী জনপদে গিয়ে শালিয়ে যায়। কাফেলার লোকেরা তাদের ফিরে আসার জন্য অনেক সময় ধরে অপেক্ষা করতে থাকে। অবশেষে তারা বুঝতে পারল যে, লোকটি ধোঁকা দিয়েছে। হারিস তার হাওদা বাঁধতে গিয়ে দেখেন হাওদার কাঠের উপর তিনটি শ্লোক লেখা রয়েছে। তাতে তাদের প্রতি হারিসের উপকার ও তাদের শালিয়ে যাওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে।

الْمَقَامَةُ الرَّابِعَةُ الدِّمِيَاطِيَّةُ

চতুর্থ মাকামা : দিমিয়াতের গল্প

أَخْبَرَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَامٍ : قَالَ : طَعَنْتُ إِلَى دِمِيَاطَ ، عَامَ هِيَاطٍ وَمِيَاطٍ ، أَنَا يَوْمَئِذٍ مَرْمُوقُ الرَّخَاءِ ، مَرْمُوقُ الْإِخَاءِ ، أَسْعَبُ مَطَارِفِ الثَّرَاءِ ، وَأَجْنَلِي مَعَارِفِ السَّرَاءِ ، فَرَأَيْتُ صَغَبًا قَدْ شَقُوا عَصَا الشِّقَاكِ ، وَارْتَضَعُوا أَفَاوِيقَ الْوِفَاكِ ، حَتَّى لَاحُوا كَأَسْنَانِ الْمُسْطِ فِي الْإِسْتِوَاءِ ، وَكَالْنَفْسِ الْوَاحِدَةِ فِي النَّيَامِ الْأَهْوَاءِ .

অনুবাদ : হারিস ইবনে হামাম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি গোলযোগ ও বিভক্তির [দুর্ভিক্ষের] বছর দিমিয়াতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। তখন আমি ছিলাম স্বচ্ছলতার কারণে কাক্ষিত [এবং] ভ্রাতৃত্বের জন্য অতীষ্ট ব্যক্তি। আমি ধনাঢ্যতার চাদর টেনে বেড়াইতাম, আর আনন্দের বদন-দীপ্তি প্রত্যক্ষ করতাম। সুতরাং আমি এমন কিছু সাথীর সফর-সঙ্গী হলাম, যারা বিভেদের লাঠি ভেঙ্গে ফেলেছে এবং ঐক্যের দুগ্ধ পান করেছে। ফলে তারা সমতার ক্ষেত্রে চিরুণীর দস্তুরাজির মতো এবং মনোবাসনার মিলনের ক্ষেত্রে একাত্মার মতো আত্মপ্রকাশ করেছে।

শাব্বিক অনুবাদ : أَخْبَرَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَامٍ الدِّمِيَاطِيَّةُ দিমিয়াতের গল্প হারিস ইবনে হামাম বর্ণনা করেন قَالَ তিনি বলেন طَعَنْتُ আমি রওয়ানা হলাম عَامَ দিমিয়াতের উদ্দেশ্যে বছর هِيَاطٍ وَمِيَاطٍ গোলযোগ ও বিভক্তি يَوْمَئِذٍ আর তখন আমি ছিলাম مَرْمُوقُ কাক্ষিত مَرْمُوقُ الْإِخَاءِ স্বচ্ছলতা أَسْعَبُ অতীষ্ট ব্যক্তি مَطَارِفِ الثَّرَاءِ ভ্রাতৃত্ব وَأَجْنَلِي مَعَارِفِ السَّرَاءِ আনন্দ-দীপ্তি Fَرَأَيْتُ صَغَبًا قَدْ شَقُوا عَصَا الشِّقَاكِ আনন্দ-দীপ্তি كَرَأَيْتُ সূতরাং আমি সফর-সঙ্গী করলাম এমন কিছু সাথীকে هَتَمَ তারা ভেঙ্গে ফেলেছে هَتَمَ লাঠি الشِّقَاكِ বিভেদ وَارْتَضَعُوا أَفَاوِيقَ الْوِفَاكِ এবং দুগ্ধ পান করেছে هَتَمَ লাঠি লাঠি الْوِفَاكِ ঐক্যের দুগ্ধ حَتَّى লসে كَالنَّفْسِ الْوَاحِدَةِ একাত্মার মতো كَالنَّفْسِ الْوَاحِدَةِ একাত্মার মতো فِي النَّيَامِ الْأَهْوَاءِ মনোবাসনা।

শব্দ বিশ্লেষণ

অখ্বার (অফাল) অখ্বার : বর্ণনা করলেন [করেন] :

طَعَنْتُ : আমি রওয়ানা হলাম।

(ف) طَعَنًا - إِلَى : স্ববেশ করা, [উদ্দেশ্যে] রওয়ানা হওয়া।

- مِنْ : বের হওয়া, [থেকে] রওয়ানা হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : يَوْمَ طَعْنَكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ .

مَادَّةُ : (ظ - ع - ن) , جِنْسُ : صَبِيح

مَرَاوِفُ : رَعْلَتُ (مِنْ) , جِنْدُ : أَقْسَتْ

دِمِيَاطُ : নাম : ঈশ্বরের উপস্থিতি

عَامُ : (ج) أَعْوَامُ : বছর, দিন

فِي الْقُرْآنِ : ثُمَّ بَأْتَى بَعْدَ ذَلِكَ عَامٍ فِيهِ مَعَاكِ النَّاسِ وَفِيهِ مَعْمُورُونَ .

مَادَّةُ : (ع - و - م) , جِنْسُ : أَجَوِفٌ وَآوَى

مَرَاوِفُ : سَكَنَ

هِيَاطُ : হৈ হুটোড়, গোলযোগ, উল্লি, নৈকট্য।

(مَعَاوِلُهُ) هِيَاطُ , (مِنْ) هِيَاطُ : হৈচৈ করা, গোলযোগ করা।

يَقُولُ الْعَرَبُ : أَصْبَعُوا فِي هِيَاطٍ وَمِيَاطٍ .

مَادَّةُ : (و - ي - ط) , جِنْسُ : أَجَوِفٌ بَأْتَى

مَرَاوِفُ : وَصَبَّاحُ / صَبَّاحُ , جِنْدُ : سَكَنَتْ / صَنَتْ

(أَفْعَال) إِزْعَاعًا : ক্রমা দান করা।
فِي الْقُرْآنِ : وَالْأَلْيَافُ بَرِيعُونَ أَوْلَادُهُمْ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ .

মাদে : (র-জ-ع) , جنس : صحيح
(জ) أَفَارِيقَ (জ) يَتَّقِي ، يَتَّقِي ، فَيَقَاتُ ، أَفَوَاقُ ، (র) يُقَفِّعُ :
দুইবার দোহনের মাঝে ওলানে যে দুখ জমা হয়।

يَقُولُ الْعَرَبُ : أَرْضَعْنِي أَفَارِيقَ بَرِيم .

মাদে : (ব-ই-ق) , جنس : أَجَوَفُ يَانِي

مَرَادُفُ : اللَّيِّنُ

الْوَقَائِي : একা

الْوَقَائِي (مُعَاكَلَة) - فَيُ أَوْ عَلَى الشَّرِّ : অনুকূল হওয়া।

- بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ : সংযুক্ত করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا تَوَرِّقِيضُ إِلَّا بِالْو .

মাদে : (ও-ফ-ق) , جنس : وَمَا تَوَرِّقِيضُ إِلَّا بِالْو

مَرَادُفُ : الْإِيْحَادُ / الْإِيْقَائِي , جَد : شَقَائِي

لَاخِرًا : তারা আত্মপ্রকাশ করেছে।

(ن) لَوْحًا : উদিত হওয়া। আত্মপ্রকাশ করা।

(تَفَعَّل) تَلَوَّحًا : প্শট হওয়া। প্রকাশ পাওয়া।

মাদে : (ল-ও-ح) , جنس : أَجَوَفُ وَادِي

مَرَادُفُ : فَطَهَرُوا , جَد : خَمِي

(ج) أَسْتَأْن ، أَسْنَةً ، أَسْنُ ، (র) سِنٌ : দাঁত, দন্ত।

فِي الْحَدِيثِ : النَّاسُ كَأَسْنَانِ الْمَشْطِ .

মাদে : (স-ন-ن) , جنس : مُصَاعَفُ ثَلَاثِي

مَرَادُفُ : نَابِي

مَشْطُ : (ج) أَسْنَانُ , مِشَاطُ : চিরনী, কঁকুই।

فِي الْحَدِيثِ : إِنَّهُ طَبَّ فَيُ مِشَاطٍ أَوْ مِشَاطَةٍ .

মাদে : (ম-শ-ط) , جنس : صَحِيح

الْأَسْتَوَاءُ : সমতা।

الْأَسْتَوَاءُ (إِسْتِفْعَال) مَصَد : সমান হওয়া।

(تَفَعَّل) تَسَوَّاهُ : সঠিক করা, সোজা করা, বরাবর করা।

فِي الْقُرْآنِ : لَا تَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ .

মাদে : (স-ও-و) , جنس : مُرَكَّبُ (أَجَوَفُ وَادِي وَمَهْمُوزُ لَام)

مَرَادُفُ : الْإِعْتِدَالُ , جَد : تَعَادُلٌ

الْأَنفُسُ : (ج) تُنَوِّمُ , أَنْفَسَ : আত্মা, প্রাণ।

الْوَاحِدَةُ , التَّارِجَةُ : এক।

(ض) وَحْدًا , وَحْدَةً : একাকী হওয়া।

(تَفَعَّل) تَوَحَّجِدُ : একক স্থির করা।

(أَفْعَال) إِحْدَادُ : একাকী ছেড়ে দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً

মাদে : (ও-হ-د) , جنس : مِشَاطُ وَادِي

مَرَادُفُ : مُتَفَرِّدٌ , جَد : مُجْتَمِعَةٌ

الْمِشَاطُ : মিলন।

الْمِشَاطُ (أَفْعَال) مَصَد : যুক্ত হওয়া, মিলিত হওয়া।

মাদে : (ল-ও-م) , جنس : مَهْمُوزُ عَيْن

مَرَادُفُ : إِحْدَادٌ , جَد : إِفْتِرَاقٌ

(ج) الْأَهْوَاءُ , (ر) هَوًى : মনোবাসনা, খেয়াল-খুশি।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى .

মাদে : (ও-ও-ই) , جنس : تَقْيِيدُ مَقْرُون .

مَرَادُفُ : مُطْلَبٌ / غَرَضٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : وَأَنَا بِمَوْجِزٍ مَرْمُوزٍ الرَّخَاءِ وَمَوْجُوزٍ الْإِخَاءِ :

এই বাক্যটি جَمْعُ مَرْمُوزٍ থেকে ফেলেসের طَمَنُنٌ

হয়েছে এবং أَصْحَابُ مَطَارِ الرَّخَاءِ ও।

قَوْلُهُ : قَدْ شَفَرُوا عَمَّا الْيَقَانِ :

এ জুমলাটি এবং তার পরবর্তী বাক্যটি مَحَاً -এর

قَوْلُهُ : حَتَّى لَأَمْرًا كَأَسْنَانِ الْمَشْطِ :

এখানে حَتَّى -এর مُتَعَلِّقٌ হলো

বালাপাত

قَوْلُهُ : دِمِطَاطٌ إِلَى عَامٍ هِطَاطٌ وَمِطَاطٌ :

এখানে جِنَاسُ مَرْمُوزٍ -এর মধ্যে هِطَاطٌ এবং دِمِطَاطٌ

قَوْلُهُ : مَرْمُوزُ الرَّخَاءِ وَمَوْجُوزُ الْإِخَاءِ :

এ বাক্যে جِنَاسُ مَرْمُوزٍ -এর মধ্যে وَجْوَظٌ এবং مَرْمُوزٌ

قَوْلُهُ : أَصْحَابُ مَطَارِ الرَّخَاءِ وَأَجْنَلِي مَعَارِكِ الْخ :

এই বাক্যে جِنَاسُ مَرْمُوزٍ -এর মধ্যে مَعَارِكُ এবং مَطَارِ

قَوْلُهُ : أَفَارِيقَ الْوَقَائِي :

এই বাক্যে جِنَاسُ مَرْمُوزٍ -এর মধ্যে أَفَارِيقَ এবং الْوَقَائِي

قَوْلُهُ : إِسْأَلُهُ الْمُتَعَبِّ بِه إِلَى الْمُتَعَبِّ :

এই বাক্যে جِنَاسُ مَرْمُوزٍ -এর মধ্যে إِسْأَلُهُ এবং الْمُتَعَبِّ

উপনীত হওয়া : (ض) تَزَوَّلَا :
 উপনীত হওয়ার জায়গা, ঘর, মনযিল : (ج) مَنَازِلُ :
 আমরা অবতরণ করতাম : (ض) كُنَّا وَرَوْنَا :
 অবতরণ করা : (ض) وَرَدُوا :
 পথের ধারে অবস্থিত : পানস্থান, পানির ঘাট : (ج) مَنَازِلُ :
 তৃষ্ণার্ত হওয়া : প্রথমবার : (ن) نَهَلًا مِّنَ الْأَخْضَاءِ :
 পান করা :

مَادَّه : (ن. ه. ل.) : جَنَس : صَحِيح
 مُرَادُف : مُؤَيَّد
 আমরা লুফে নিতাম : ছোঁ মেরে নিতাম : (ض) كُنَّا اخْتَلَسْنَا :
 (اِقْتِعَالَ) اخْتَلَسْنَا :
 ছোঁ মেরে নেওয়া : লুফে নেওয়া : (ض) خَلَسَا خِلَاسِي - الشَّيْ :
 ছোঁ মেরে নেওয়া :
 জলদি করা : (مُتَاعِلَةً) مُتَاعِلَةً :
 مَادَّه : (خ. ل. س.) : جَنَس : صَحِيح
 مُرَادُف : اخْتَلَفْنَا / اِسْتَرْفَعْنَا
 অলঙ্ঘন করা, ধামা : (س.) مَدَّ :
 (اِقْتِعَالَ) اِتَّبَاعًا (تَغْوِيلًا) تَلَيْسًا :
 অবস্থান করানো :
 فِي الْقُرْآن : فَلَيْسَتْ رِيسَتَيْنِ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ .
 مَادَّه : (ل. ب. ث.) : جَنَس : صَحِيح
 مُرَادُف : اَلْمَكْتُوبُ / اِلِخَامَةُ : ضَدَّ : اَلشَّيْرُ
 আমরা বিলম্বিত করতাম না : (كُنَّا) لَمْ نَطْلُ :
 (اِقْتِعَالَ) اِطْلَأَ :
 শীর্ষায়িত করা, বিলম্বিত করা, লম্বা করা : (ن) طَوَّلَا :
 লম্বা হওয়া :
 فِي الْقُرْآن : اَفْعَالٌ عَلَيْكُمْ اَلْمَعْدُ .
 مَادَّه : (ط. و. ل.) : جَنَس : اَجَوَزَ وَاوَى
 مُرَادُف : لَمْ يَكُنْ : ضَدَّ : لَمْ يَنْقُصْ
 অবস্থান করা, ধামা : (ن) مَدَّ :
 (اِقْتِعَالَ) اِسْتَكَنَّ :
 ধামানো, অবস্থান করানো :
 فِي الْقُرْآن : فَكُنْتَ غَيْرَ بَعِيْثٍ .
 مَادَّه : (م. ك. ث.) : جَنَس : صَحِيح
 مُرَادُف : اَللَّيْثُ : ضَدَّ : اَلشَّيْرُ

সামনে এলো : প্রকাশ পেল : (ض) عَنَّا عُنُونًا :
 দেখা দিল :
 (اِقْتِعَالَ) اِعْتِنَانًا :

সামনে আসা : দেখা দেওয়া : প্রকাশ পাওয়া :
 উপেক্ষা করা, মুখ ফিরানো : (ض) عَنِ الشَّيْرِ -
 قَالَ الشَّاعِرُ : فَعَنَ لَنَا سِرْبٌ كَأَنَّ نَعَاجَهُ عَذَارَى دَوَارٍ فَرَسٍ
 مَلَاةٍ مَذْبَلٍ .
 مَادَّه : (ع. ن. ن.) : جَنَس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
 مُرَادُف : عَرَضَ / طَهَّرَ
 ব্যবহার করা : (اِقْتِعَالَ) مَدَّ :
 مُرَادُف : اِسْتِعْمَالَ اِسْتِغْدَامُ
 (ج) رَكَابٌ : رَكَابٌ : رَكَابٌ :
 উট : বাহনজন্তু :
 (ج) رَكَابٌ : (و) رَاكِبَةٌ (مِنْ غَيْرِ لَفْظِهِ) :
 উট : বাহনজন্তু :
 (ج) لَيْلَةٌ : لَيْلٌ : لَيْلَاتُ :
 রাত, রজনী :
 নবযৌবনা : (ج) قَبِيْثَةٌ :
 (س. قَسَى) : تَفَعَّلَ : تَفَعَّلَتْ :
 যৌবনপ্রাপ্ত হওয়া :
 فِي الْقُرْآن : فَيَسَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ قَبِيْثَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ .
 مَادَّه : (ف. ت. ي.) : جَنَس : نَاقِصٌ بَائِي
 مُرَادُف : حَدِيثَةٌ / شَابَةٌ
 যৌবন :
 (اَلشَّجَابُ) :
 যৌবনে উপনীত হওয়া : (ض) مَدَّ :
 (عِدَائِيَّةٌ) عِدَائِيَّةٌ :
 কালো কাক সদৃশ, কালো কাকের মতো :
 مَادَّه : (غ. د. ف.) : جَنَس : صَحِيح
 مُرَادُف : غَرَابِيَّةٌ
 (اَلْهَابُ) (ج) اَهْبَ : اَهْبَ : اَهْبَ :
 চামড়া, বাকল [এখানে- পালক] :
 فِي الْعِدِيَّةِ : اَيْسًا اِهْبَابٌ دُبْعٌ فَقَدْ طَهَّرَ .
 مَادَّه : (أ. ه. ب.) : جَنَس : مَهْمُوزٌ قَامَ .
 مُرَادُف : جَلَدٌ
 (اِقْتِعَالَ) اِسْتَرْفَعْنَا :
 আমরা রাত্রিকালে সফর করলাম :
 (اِقْتِعَالَ) اِسْتَرْفَعْنَا : (ض) سَرَى :
 বৈশ ভ্রমণ :
 করা, রাত্রিকালে সফর করা :

فِي الْقُرْآنِ : مُنَحَّانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ .

মাদে : (স. র. যি) , جنس : ناقص يائى

مُرَافِقٌ : مَرْثَا (بِالْيَلِ)

آنَ نَضًا (أَنْ مَصْدَرِيَّةٌ) : সরিয়ে দেওয়া, খুলে ফেলা, উন্মুক্ত করা :

(ن) نَضُوا : খুলে ফেলা। সরিয়ে দেওয়া :

الليل : (ج) كَيْلَالٍ (كَيْلَانٍ) , كَيْلَالٌ : রাত, রজনী।

(أَنْ) سَلَتْ (أَنْ مَصْدَرِيَّةٌ) : বিদূরিত করা, সরিয়ে দেওয়া :

(ض) سَلْنَا : বিদূরিত করা। সরিয়ে দেওয়া :

(ض) سَلْنَا , (إِفْتِحَالٌ) إِنْشِلَاثٌ - أَلْقَصَعَةٌ : আস্থল দিয়ে

পাত্র চাটা।

مَادَةٌ : (স. ল. ত) , جنس : صَحِيح

مُرَادٌ : أَرَالَ , جِنْدٌ : أَتَيْتُ

الصَّبِيحُ : (ج) أَصْبَحَ : প্রভাত, ভোর, প্রভাস, উষা।

خَضَابٌ : (কলপ, চুল কালো করার রঙ)।

(إِفْتِحَالٌ) إِنْخِطَابًا , (تَغْلُفٌ) تَغْضِبًا : মেহেনী রঞ্জিত হওয়া।

(ض) خَضَابًا (تَغْلُفٌ) تَغْضِبًا : কলপ লাগানো।

فِي الْحَدِيثِ : سَمِعَ أَبُو مُرَيْرَةَ هَذَا خَضَبَ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ

مَادَةٌ : (খ. হ. ব) , جنس : صَحِيح

مَلَلْنَا : (আমরা বিরক্ত হলাম [...হয়ে গেলাম])

(স) مَلَلًا , مَلَلًا : অতিষ্ঠ হওয়া, বিরক্ত হওয়া।

(إِفْتِحَالٌ) إِمْلَاً - عَلَيْهِ الْأَمْرُ : বিরক্ত করা।

الْكِتَابَ عَلَى الْكَاتِبِ : লিখানো।

وَسَمِعْتُ : أَمَلَى إِمْلَاً - الْكِتَابَ عَلَى الْكَاتِبِ : লেখানো।

فِي الْحَدِيثِ : فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا .

مَادَةٌ : (ম. ল. ল) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادٌ : سَمِعْنَا , جِنْدٌ : فَرَحْنَا

السَّيْرِ (ض) مَدَّ : রাত্রিকালে সফর করা, নৈশ ভ্রমণ।

مَلْنَا : আমাদের আবিষ্ট হলাম।

(ض) مَلَا , مَلَا : ধাবিত হওয়া, আকৃষ্ট হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ .

مَادَةٌ : (ম. যি. ল) , جنس : آجُوف

الْكَرَى : اذْكُرْ

كَرَى (س) مَدَّ : তদ্রূপ আসা।

(إِفْتِحَالٌ) إِكْرَاءٌ : ভাড়া দেওয়া।

(إِفْتِحَالٌ) إِكْرَاءٌ : ভাড়া নেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : حَتَّى إِذَا أَدْرَكْنَا الْكَرَى عَرَسَ .

مَادَةٌ : (ক. র. যি) , جنس : ناقص يائى

مُرَادٌ : مُعَاسٍ / تَهْوِيْمٌ , جِنْدٌ : أَلْهَرُ

مَادَةٌ : আমরা পেলাম।

(إِفْتِحَالٌ) مُصَادَقَةٌ : পাওয়া, লাভ করা।

(ن) ضَدًّا : বিমুখ হওয়া, বাধা দেওয়া, সরে যাওয়া।

(إِفْتِحَالٌ) إِصْدَاقًا : সরিয়ে দেওয়া, ফিরিয়ে দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : سَجَّزَى الَّذِينَ يَصْدُقُونَ عَنْ آيَاتِنَا .

مَادَةٌ : (স. দ. দ) , جنس : صَحِيح

مُرَادٌ : وَجَدْنَا

أَرْضٌ : (ج) أَرْضُونَ , أَرْضٌ , أَرْضِي : ভূমি, জমি, পৃথিবী।

مُغْضَلَةٌ (ف), (مُ) : সজীব।

(إِفْتِحَالٌ) إِفْضَالًا , (إِفْتِحَالٌ) إِفْضَالًا : (স) خَضَلًا :

সিক্ত হওয়া। সজীব হওয়া।

مَادَةٌ : (খ. হ. ল) , جنس : صَحِيح

مُرَادٌ : مُبْغِلَةٌ / مُخْضَرَةٌ , جِنْدٌ : مُغْضَبَةٌ

(ج) أَلْرُبَا , أَلْرُبَا , (و) رُبُو : উচ্চ ভূমি।

فِي الْقُرْآنِ : كَمَلَّ جَنَّةُ يَرْمُوهُ أَصَابَهَا وَابِلٌ .

مَادَةٌ : (র. ব. যি) , جنس : ناقص يائى

مُرَادٌ : أَلْكَدَى

مُعْتَلَةٌ (ف), (مُ) : মৃদু সমীরণ বিশিষ্ট।

(إِفْتِحَالٌ) إِفْضَالًا : মৃদু আবহাওয়া বিশিষ্ট হওয়া, মৃদু সমীরণ

বিশিষ্ট হওয়া। ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া।

(إِفْتِحَالٌ) إِفْضَالًا - : أَلْهُدَى : ব্যাধিগ্রস্ত করা, অসুস্থ করা।

مَادَةٌ : (স. হ. হ) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادٌ : رَيْبَةٌ , جِنْدٌ : مُزْغَعَةٌ

الصَّبَا : (ج) صَبَاتٌ , أَمْبَاءٌ : প্রভাতের পূর্বাব্দী মৃদু বায়ু।

(ন) صَبْرًا : আকৃষ্ট হওয়া।

قَالَ الشَّاعِرُ : نَسِيمُ الصَّبَاجَاتِ بِرَبِّهَا الْقَرْنَفِلِ

مَادَهُ : (স.ব.প.ও) , ضَدَّ : মর্মে

مُرَادُف : قُبُولُ , ضَدَّ : دَبُورُ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : كُنَّا نَسِيرُ النَّجَاءَ :

مَفْعُولُ مُطْلَقٌ مِنْ -এর- نَسِيرُ النِّجَاءِ শব্দটি এখানে غَيْرِ لَفْظٍ

قَوْلُهُ : لَا نَرَحُلُ إِلَّا كُلَّ هَرَجَاءَ :

لَا نَرَحُلُ إِلَّا كُلَّ هَرَجَاءَ : এখানে مُسْتَشْنَى مُفْرَغُ এখানে رِكَابٌ إِلَّا كُلَّ هَرَجَاءَ

قَوْلُهُ : وَعَنْ لَنَا إِعْمَالُ الرِّكَابِ غَدَا فَيَبِغِ الْإِهَابِ :

-এর- عَنْ لَنَا إِعْمَالُ الرِّكَابِ মুরাকাবে ইযাফী হয়ে আছে এখানে ফায়েল غَدَا فَيَبِغِ الْإِهَابِ এবং قَتَبِ الشُّبَابِ মুযাফ ও صَفَتْ -এর- لَيْلَةَ মুযাফ ইলাইহে মিলে মুরাকাবে ইযাফী হয়ে আছে। অতঃপর مَجْرُورُ وَ صَفَتْ মিলে فِي হরফে জারের

বালাগাত

قَوْلُهُ : حَتَّى لَاحُوا كَأَنَّانِ الْمُنْطِ الْخ :

উল্লিখিত বাক্যে صَحْبُ হলো مُنْبُ আর كَانَ হরফে তাশবীহ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে وَجْهُ الشُّبُو হলো فِي الْإِنْتِرَاءِ আর مُنْبُ بِهِ

قَوْلُهُ : كَالنَّفْسِ الْوَاحِدَةِ فِي التَّيَامِ الْهَوَاءِ :

এখানে صَحْبُ হচ্ছে مُنْبُ আর كَانَ হরফে তাশবীহ মাউসুফ ও সিফাত মিলে وَجْهُ الشُّبُو হলো فِي التَّيَامِ الْهَوَاءِ

قَوْلُهُ : سَلَتْ الصُّبُح :

এখানে ভোরের অন্ধারকে خُطَاب [কলপ]-এর সাথে تَشْبِيহে দেওয়া হয়েছে, এখানে بِهِ উল্লেখ আছে, এবং مُنْبُ মাহযুফ রয়েছে। অতএব এখানে مُسْتَعَارَةٌ مُصْرَحَةٌ রয়েছে।

فَتَخَيَّرْنَا مِنْهَا لِبْنِيسَ، وَمَحَطَّا
لِلتَّغْرِيسِ. فَلَمَّا حَلَّهَا الْخَلِيطُ، وَهَذَا
بِهَا الْأَطِيطُ وَالْفَطِيطُ، سَمِعْتُ صَيَّا مِنْ
الرِّجَالِ، يَقُولُ لِسَمِيرِهِ فِي الرِّجَالِ: كَيْفَ
حُكْمُ سَيْرَتِكَ، مَعَ جَنِيكَ وَجَيْرَتِكَ؟ فَقَالَ
أَرَعَى الْجَارَ، وَلَوْ جَارَ، وَأَبْذُلُ الْوَصَالَ، لِمَنْ
صَالَ، وَأَحْتَمِلُ الْخَلِيطُ، وَلَوْ أَبْدَى
التَّخْلِيطُ، وَأَوْدُ الْحَمِيمَ، وَلَوْ جَرَّ عَرِي
الْعَمِيمَ.

অনুবাদ : অতঃপর সে স্থানকে আমরা উট থামাবার স্থান
এবং শেষ রাতি যাপনের জায়গা হিসাবে মনোনীত
করলাম। অতঃপর যখন সফর সঙ্গী সেখানে অবতরণ
করল এবং সেখানে উটের আওয়াজ ও [মানুষের] নাক
ডাকা খেমে গেল তখন আমি একজন উচ্চৈঃস্বর বিশিষ্ট
পুরুষ ব্যক্তিকে তার রাত্রিতে গল্প করার সাথীকে হাওদায়
বসে বলতে শুনলাম, তোমার সমকালীন ব্যক্তিবর্গ ও
প্রতিবেশীদের সাথে তোমার আচরণ কি রকম? উত্তরে
সে বলল, আমি প্রতিবেশীর সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাধি,
যদিও সে অবিচার করে। যে ব্যক্তি [আমার উপর]
আক্রমণ করে তাকে আমি আমার সান্নিধ্য দান করি,
আমি সাথীকে [অর্থাৎ সাথীর পিড়ন] সহ্য করি, যদিও সে
কৃত্রিমতা প্রকাশ করে। আমি বন্ধুকে ভালোবাসি, যদিও
সে আমাকে গরম পানি গিলায়।

শাব্দিক অনুবাদ : فَتَخَيَّرْنَا অতঃপর আমরা সে স্থানকে মনোনীত করলাম
وَمَحَطَّا উট থামাবার স্থান
وَالْفَطِيطُ এবং জায়গা হিসেবে لِلتَّغْرِيسِ শেষ রাতি যাপনের
وَهَذَا অতঃপর যখন সেখানে অবতরণ করল
وَالْخَلِيطُ এবং সেখানে খেমে গেল
وَالْأَطِيطُ উটের আওয়াজ
وَالْفَطِيطُ এবং [মানুষের] নাক ডাকা
وَسَمِعْتُ তখন আমি
وَالصَّيَّا উচ্চৈঃস্বর বিশিষ্ট ব্যক্তিকে
وَالرِّجَالِ مِنْ পুরুষ
وَالرِّجَالِ তার রাত্রিতে গল্প করার সাথীকে
وَالرِّجَالِ হাওদায় বসে
وَالرِّجَالِ কি রকম [বিধান]
وَالرِّجَالِ তোমার আচরণ
وَالرِّجَالِ তোমার সমকালীন ব্যক্তিবর্গের সাথে
وَالرِّجَالِ ও তোমার প্রতিবেশীদের সাথে
وَالرِّجَالِ উত্তরে সে বলল
وَالرِّجَالِ আমি লক্ষ্য রাধি
وَالرِّجَالِ প্রতিবেশী
وَالرِّجَالِ যদিও সে
وَالرِّجَالِ অবিচার করে
وَالرِّجَالِ আমি দান করি
وَالرِّجَالِ সান্নিধ্য
وَالرِّجَالِ তাকে যে ব্যক্তি
وَالرِّجَالِ আক্রমণ করে
وَالرِّجَالِ আমি সহ্য করি
وَالرِّجَالِ সাথী
وَالرِّজَالِ যদিও সে প্রকাশ করে
وَالرِّجَالِ কৃত্রিমতা
وَالرِّجَالِ আমি ভালোবাসি
وَالرِّجَالِ বন্ধু
وَالرِّجَالِ যদিও সে আমাকে গিলায়
وَالرِّجَالِ গরম পানি।

শব্দ বিশ্লেষণ

تَخَيَّرْنَا : আমরা মনোনীত করলাম।
(تَفَعَّلَ) تَخَيَّرْنَا، (إِفْعَالًا) اِخْتَيَّرْنَا :

নির্বাচন করা, মনোনীত করা, পছন্দ করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا .

مَادَّ : (خ-ي-ر) ، جَنَسَ : أَجَوَفَ يَأْنِي

مَرَاوَفَ : اِصْطَفَيْنَا .

مَنَاحُ (إِسْمُ ظَرْفٍ) : উট বসার বা বসানোর জায়গা, অবস্থানস্থল।

(إِفْعَالًا) إِنَاخَةُ : উট বসানো।

- بِأَلَمَكَانِ : অবস্থান করা।

مَادَّ : (ن-و-خ) ، جَنَسَ : أَجَوَفَ يَأَوِي

مَرَاوَفَ : مَبْرُكٌ/مَنْزِلٌ

(ج) الْعَمِيمُ، (و) أَمِيسُ : যেটে রক্ত বা ঈষৎ হরিদ্রাত কালা রঙের উট।

مَادَّ : (ع-ي-س) ، جَنَسَ : أَجَوَفَ يَأْنِي

مَرَاوَفَ : الْأَيْلُ

مَحَطَّ، مَحَطَّةٌ : (ج) مَحَاطٌ، مَحَطَّاتٌ :

থামার জায়গা, উপনীত হওয়ার স্থান।

(ن) مَحَا - مُلَاكٌ : নামা, অবতরণ করা।

- الشُّرَى : নামানো, অবতীর্ণ করা।

(ج) رَحَلًا، أَرَحَلًا، (ر) رَحَلَ : হাওদা। মনবিল। অবস্থানস্থল।
 (ف) رَحَلًا، رَحِيلًا، رَحَالًا - عَنِ الْمَكَانِ : ছেড়ে যাওয়া।
 - إِلَى الْمَكَانِ : গমন করা।
 - الْبَعِيرُ : হাওদা/ বাধা।
 كَيْفَ : কেমন, কি রকম।
 حُكْمٌ : (ج) أَحْكَامٌ : ফয়সালা, নির্দেশ, বিধান।
 سَبْرَةٌ : (ج) سَبَرٌ : অভ্যাস, আচার-আচরণ, জীবন-চরিত।
 فِي الْقُرْآنِ : سَبْعِينَ سَبْرَتَهَا أَرْبَى .
 سَاءَهُ : (س. ی. ر.) , جِنْس : অজুওঁ যান্নি
 مَرَادُفٌ : عَادَهُ
 حَيْثُ : (ج) أَجْيَالٌ، حَيْلَانٌ : প্রজন্ম, সমকালীন ব্যক্তিবর্গ।
 سَاءَهُ : (ج. ی. ل.) , جِنْس : অজুওঁ যান্নি
 مَرَادُفٌ : مَنَاصِرُ
 (ج) حَيْثُ، (و) جَارٌ : প্রতিবেশী, পড়শী।
 فِي الْقُرْآنِ : إِنْ جَارَكُمْ .
 سَاءَهُ : (ج. و. ر.) , جِنْس : অজুওঁ রাও
 مَرَادُفٌ : حَيْرَانٌ .
 أَرَعَى : সম্মান বা অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখি।
 (ف) رَعَى، رَعَايَةً - الْجَارُ : সম্মান বা অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা।
 - الْمَاشِيَةِ : গবাধিপত্য চালানো।
 فِي الْقُرْآنِ : قَسَا رَعَوَهَا حَقَّ رَعَايَتِهَا .
 سَاءَهُ : (ر. ع. ی.) , جِنْس : নাকিস যান্নি
 مَرَادُفٌ : أَحْفَظُ
 جَارٌ : (ج) حَيْرَانٌ، حَيْرَةٌ، جَوَارٌ، أَجْوَارٌ : প্রতিবেশী, পড়শী।
 جَارٌ (ن) جَوْرًا : সে অবিচার করল [করে]।
 (ن) جَوْرًا - عَلَى قُلَانٍ : অবিচার করা, জুলুম করা।
 (إِنْعَمَال) إِجَارَةٌ : আশ্রয় দেওয়া, রক্ষা করা।
 - عَنْ كَذَا : সরিয়ে দেওয়া। বিচ্যুত করা।
 فِي الْقُرْآنِ : وَمِنْهَا جَائِزٌ .
 سَاءَهُ : (ج. و. ر.) , جِنْس : অজুওঁ রাও
 مَرَادُفٌ : ظَلَمٌ/ تَعَدَّى . حُدَّ : এদল

أَبْدَلُ : আমি দান করি, ব্যয় করি।
 (ض) بَدَلًا : দান করা। ব্যয় করা।
 الرِّصَالُ : সান্নিধ্য, সংসর্গ।
 الرِّصَالُ (مُفَاعَلَةً) مَصَد : সম্পর্ক রাখা।
 صَالًا (ن) صَوْلًا، وَصِيًّا صَوْلَاتًا : আক্রমণ করল [করে]।
 أَمْتَلُ : আমি সহ্য করি, বহন করি।
 (إِنْعَمَال) اِئْتِمَالًا : সহ্য করা। বহন করা।
 مَرَادُفٌ : أَصْبَرُ
 الْخَلِيطُ (يَقَعُ لِلرَّاجِدِ وَالْإِثْنَيْنِ وَالْجَنَعِ يَلْفِظُ وَاحِدٍ
 وَيَمْنَعُ اِثْنًا عَلَى خُلَطَاءٍ وَخُلُطٍ) : সাধী।
 أَبْدَى : সে প্রকাশ করল [করে]।
 (إِنْعَمَال) اِبْدَاءٌ : প্রকাশ করা।
 الْخَلِيطُ : কৃত্রিমতা।
 الْخَلِيطُ (تَفْعِيل) مَصَد : ডেজাল করা, কৃত্রিম করা।
 (ض) خُلُطًا : মিশ্রণ করা।
 (إِنْعَمَال) اِخْتِلَاطًا : মিশে যাওয়া, মিশ্রিত হওয়া।
 (تَفْعِيل) تَخْلِيطًا : কৃত্রিম করা, ডেজাল করা।
 - فِي الْكَلَامِ : বাজে কথা বলা।
 فِي الْقُرْآنِ : خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا .
 سَاءَهُ : (خ. ل. ط.) , جِنْس : صَحْبِج
 مَرَادُفٌ : التَّخْلِيطُ، حُدَّ : الْإِخْلَاصُ
 أَوْدُ : (س) وَدًا، وَدَادًا : আমি ভালোবাসি, আগ্রহ করি।
 (س) وَدًا، وَدَادًا، وَدَّةً : ভালোবাসা, মহন্বত করা।
 (مُفَاعَلَةً) وَدَادًا، وَدَادَةً : বন্ধুত্ব স্থাপন করা।
 فِي الْقُرْآنِ : يَوْمَ أُحُدْ كُنتُمْ أَنْ يَمُومَ أَلْفَ سَنَةٍ .
 سَاءَهُ : (و. د. د.) , جِنْس : مُرَكَّبٌ (مِقَالٌ رَاوَى وَ مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي)
 مَرَادُفٌ : أَحَبُّ، وَدَّ : أَبْقَصُ
 الْكَيْمِيمُ : (ج) أَحْسَنًا : নিকটাত্মীয়, একান্ত আন্তরিক ও
 (ح. م. م.) , جِنْس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
 فِي الْقُرْآنِ : كَانَتْ وَلِيَّ حَبِيمٍ .
 سَاءَهُ : (ح. م. م.) , جِنْس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مَرَاوُنَ : اَلصَّٰدِقُ (اَلْخَلِیْصُ) , ضَدُّ عَدُوٍّ

সে গিলাল গিলায় : جَرَعَ :

পানি এক এক ঢোক করে : اَلْمَاءُ - (تَفْعِيلُ) تَجَرَعًا -

পান করানো, গিলানো। গলাধঃকরণ করানো।

(س) جَرَعًا, (ف) جَرَعًا, (نَقْلُ) تَجَرَعًا, (اِئْتِمَالُ) اِجْتِرَاعًا :

এক সাথে গলধঃকরণ করা।

فِي الْقُرْآنِ : يَجْرَعُهُ وَلَا يَكْدُ بِسَيْفِهِ .

مَاذِهِ : (ج-ر-ع) , جَنَسٌ : صَحِيحٌ

مَرَاوُنَ : سَقَانِي .

اَلْحَمِيمُ : (ج) حَمَّازٌ : গরম পানি।

(ن) حَمًا : গরম করা, উত্তপ্ত করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَسَقَوْا مَاءً حَمِيمًا .

مَاذِهِ : (ج-م-م) , جَنَسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مَرَاوُنَ : اَلْمَاءُ الْفَارَّ .

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : سَيْفَتُ مَيْتًا فِي الرِّجَالِ :

এখানে حَال থেকে مَيْتًا বাক্যটি بِقَوْلٍ لِسَيِّدِهِ

- جَوَابُ : لَمَّا حَلَّتْهَا اَلْغَلْطَةُ اَلْعِجْمَانِيَّةُ سَيْفَتُ জুমলাটি

قَوْلُهُ : كَيْفَ حُكِّمَ سَيِّدُكَ وَجَبَرْتُكَ :

এই বাক্যে حُكِّمَ শব্দটি خَبَرٌ مُقَدِّمٌ আর كَيْفَ

سَعٍ جَبَلُكَ মুযাফ ইলাইহি। আর وَجَبَرْتُكَ এবং مُضَاف

মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে سَيِّدُكَ -এর اَتْرُف। অতঃপর

مُبْتَدَأٌ مُؤَكَّرٌ কে নিয়ে مُضَافٌ اِلَيْهِ حُكِّم শব্দটি তার

مُجْمَلَةٌ خَبَرِيَّةٌ اِنْشَائِيَّةٌ।

قَوْلُهُ : اَرَعَى الْجَارَ وَلَوْ جَارٌ :

اَرَعَى الْجَارَ এটা مُقَدِّمٌ جَزَاءً [যাদের মতানুসারে]

وَالْعَبْرَاءُ اَلْعَبْرَاءُ অথবা اَرَعَى الْجَارَ [যাদের মতে]

اَرَعَى الْجَارَ হওয়া নাজায়েজ] لَوْ হরফে শর্ত জুমলা

হয়ে مُقَدِّমٌ আর ২য় মতানুসারে اَرَعَى الْجَارَ জাযা মাহযুফ।

বালাপাত

قَوْلُهُ : هَدَاهَا اَلْأَطِیْطُ وَالْفَوْطِیْطُ :

اَطِیْطُ এবং غَطِیْطُ -এর মাঝে جَنَاسٌ لَا جِنَاسٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ : سَيْفَتُ مَيْتًا مِنَ الرِّجَالِ فِي الرِّجَالِ :

اَرَعَى الْجَارَ وَلَوْ جَارٌ -এর মাঝে جَنَاسٌ لَا جِنَاسٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ : اَرَعَى الْجَارَ وَلَوْ جَارٌ :

اَرَعَى الْجَارَ وَلَوْ جَارٌ -এর মাঝে جَنَاسٌ مُسْتَوْفَى

قَوْلُهُ : اَبْدَلُ الرِّصَالِ لِمَنْ صَالَ :

اَرَعَى الْجَارَ وَلَوْ جَارٌ -এর মাঝে جَنَاسٌ مُرَدُّونَ

قَوْلُهُ : اَحْتَمِلُ الْخَلِیْطُ وَلَوْ اَبْدَى التَّخْلِیْطُ :

اَرَعَى الْجَارَ وَلَوْ جَارٌ -এর মাঝে جَنَاسٌ مُرَدُّونَ

قَوْلُهُ : اَرَدَ اَلْعَمِيمَ وَلَوْ جَرَعَتِ اَلْعَمِيمَ :

اَرَعَى الْجَارَ وَلَوْ جَارٌ -এর মাঝে جَنَاسٌ مُتَنَاسِلٌ

اَرَعَى الْجَارَ وَلَوْ جَارٌ -এর মাঝে جَنَاسٌ مُتَنَاسِلٌ

اَرَعَى الْجَارَ وَلَوْ جَارٌ -এর মাঝে جَنَاسٌ مُتَنَاسِلٌ

اَرَعَى الْجَارَ وَلَوْ جَارٌ -এর মাঝে جَنَاسٌ مُتَنَاسِلٌ

اَرَعَى الْجَارَ وَلَوْ جَارٌ -এর মাঝে جَنَاسٌ مُتَنَاسِلٌ

اَرَعَى الْجَارَ وَلَوْ جَارٌ -এর মাঝে جَنَاسٌ مُتَنَاسِلٌ

اَرَعَى الْجَارَ وَلَوْ جَارٌ -এর মাঝে جَنَاسٌ مُتَنَاسِلٌ

اَرَعَى الْجَارَ وَلَوْ جَارٌ -এর মাঝে جَنَاسٌ مُتَنَاسِلٌ

وَأَفْضَلَ الشَّقِيقِ، عَلَى الشَّقِيقِ، وَأَفْضَى
لِلْعَشِيرِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِإِلْعَاشِيرِ،
وَأَسْتَقِيلَ الْجَزِيلَ، لِلنَّزِيلِ، وَأَعْمُرَ الزَّمِيلَ
بِالْجَمِيلِ، وَأَنْزِلَ سَمِيرَى، مَنْزِلَةَ أَمِيرَى،
وَأَجِلْ أُنَيْسَى، مَحَلَّ رَيْبَسَى، وَأَوْدِعْ
مَعَارِفَى، عَوَارِفَى، وَأُولَى مُرَافِقَى،
مُرَافِقَى،

অনুবাদ : আমি সুহৃদ বন্ধুকে সহোদর ভাইয়ের উপর
অগ্রাধিকার দেই। আমি আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য
পরিপূর্ণভাবে আদায় করি, যদিও সে এক দশমাংশ
প্রতিদান না দেয়। আমি অতিথির জন্য [কৃত] মনের
অতিথ্যেতাকে কম মনে করি। আমি সফরসঙ্গীত
সংব্যবহার দ্বারা ঢেকে নিই। আমি আমার রাত্রির
করার সাথীকে আমার নেতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করি।
আমি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুকে আমার মনিবের স্থানে
উপনীত করি। আমি আমার পরিচিতদের কাছে আমার
দান-দাক্ষিণ্য আমানত রাখি। [অর্থাৎ, তাদেরকে আমি
বখশিশ করি]। আমি আমার সহচরকে আমার কল্যাণ
দান করি।

শাস্তিক অনুবাদ : أَفْضَلَ আমি অগ্রাধিকার দেই الشَّقِيقِ সুহৃদ বন্ধুকে সহোদর ভাইয়ের উপর
আমি পরিপূর্ণভাবে আদায় করি لِلْعَشِيرِ আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য যদিও সে প্রতিদান না দেয়
দশমাংশ وَأَسْتَقِيلَ আমি কম মনে করি الْجَزِيلَ অধিক অতিথ্যেতাকে لِلنَّزِيلِ অতিথির জন্য [কৃত] আমি ঢেকে দেই
مَنْزِلَةَ সফরসঙ্গীত সংব্যবহার দ্বারা أَنَزِلَ আমি অধিষ্ঠিত করি سَمِيرَى আমার রাত্রির গল্পকার সাথীকে
মর্যাদায় أَمِيرَى আমার নেতা أَجِلْ আমি উপনীত করি أُنَيْسَى আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুকে আমার মনিবের স্থানে
আমি আমানত রাখি مَعَارِفَى আমার পরিচিতদের কাছে عَوَارِفَى আমার দান-দাক্ষিণ্য আমানত রাখি
সহচরকে مُرَافِقَى আমার কল্যাণ।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَفْضَلَ : আমি অগ্রাধিকার দেই।
(تَفَضَّلَ) : অগ্রাধিকার দেওয়া।
أَلْشَّقِيقُ (صف، مذ) : (ج) شُقُقَاءُ :
সুহৃদ বন্ধু, হিতৈষী বন্ধু।
(س) شُقُقَاءُ (إفعال) : إِشْقَاقًا :
দয়া করা। শঙ্কাবোধ করা।
فِي الْقُرْآنِ : وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ
مَادَهُ : (ش - ف - ق) : جَس : صَحِيع
مُرَافِدٌ : الْمُحِبُّ : جَدُّ : عَدُوٌّ
أَلْشَّقِيقُ (صف، مذ) : (ج) أَشْقَاءُ :

কোনো বস্তুর সমান দুই ভাগের একভাগ, সহোদর ভাই।

(ن) شَقًا : চিরা, বিদীর্ণ করা।

(مُعَاغَلَةٌ) : مُعَاغَلَةٌ - ه : শত্রুতা করা। বিরুদ্ধাচরণ করা।

فِي الْقُرْآنِ : ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

مَادَهُ : (ش - ف - ق) : جَس : مُعَاغِدٌ ثَلَاثِي

مُرَادٌ : الْأَخُ
أَفْضَى : আমি পূর্ণ করি, পরিপূর্ণভাবে আদায় করি।
(ن) وَدَّ : পূর্ণ করা, পরিপূর্ণভাবে আদায় করা।
(إفعال) : إِفْعَاءً : পূর্ণ করা।
لِلْعَشِيرِ (صف) : (ج) عَشْرَاءُ : পোত্র, নিকটাত্মীয়, বন্ধু, বামী, ভ্রাতা।
(مُعَاغَلَةٌ) : مُعَاغَلَةٌ - ه : মিলেমিশে অবস্থান করা।
فِي الْقُرْآنِ : وَأَنْزِلَ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ -
مَادَهُ : (ع - ش - ر) : جَس : صَحِيع
مُرَادٌ : الرَّفِيقُ / الْأَقْرَبُ
لَمْ يَكُنْ بِإِلْعَاشِيرِ : প্রতিদান দেয় নি [দেয় না]।
(مُعَاغَلَةٌ) : مُكَافَأَةٌ : مَكْفَأٌ : মোকাবিলা করা। সদৃশ।
হওয়া। প্রতিদান দেওয়া।

(إفعال) : إِفْعَاءً - ه : ائْتَاءً : উষ্ট্রে দেওয়া।

(إِنْفَعَال) أَنْفَعًا : বিক্রি হওয়া : ফিরে আসা : পরাজিত হওয়া :

- إِلَى كَذَا : ইকে পড়া :

- الْكَوْنُ : পরিবর্তিত হওয়া :

فِي الْحَدِيثِ : إِمْرًا بِأَكْفَاءِ الْقُدُورِ -

مَادَّةُ : (ك. ب. هـ) , جِنْسُ : مَهْمُوزُ اللَّامِ

مُرَادُفُ : لَمْ يَجَازِ

الْعَشِيرُ (صف, مذ) (ج) أَغْشَرًا : এক দশমাংশ :

(ن, ض) عَشْرًا , (تَفْعِيل) تَعَشِيرًا :

দশটির মধ্যে একটি বা এক দশমাংশ গ্রহণ করা : নয়ের পর

দশ পূর্ণ করা : দশম হওয়া :

أَسْتَقِيلُ : আমি কম মনে করি :

(إِسْتِفْعَال) اسْتَقْلَلًا : কম মনে করা :

(إِفْعَال) اِفْلَلًا - الشَّى : বহন করা : উচু করা : হাস করা :

(ض) فَلًا , قَلًا , قَلَّةً : কম হওয়া :

فِي الْقُرْآنِ : إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا تَكْفُرُكُمْ -

مُرَادُفُ : اسْتَنْقِصَ , ضِدُّ : اسْتَكْبَرُ

الْحَزَنُ : (ج) أَجْزَالُ , جِزَالٌ (أَيِ الْعَطَاءِ الْجَزِيلِ) :

প্রচুর দান, [এখানে অধিক অতিথ্যেতা উদ্দেশ্য] :

الْتَزِيلُ (صف, مذ) (ج) تَزَلُّوْا : অত্যাগত, অতিথি, উপনীত :

(ض) تَزَوُّوْا : অবতীর্ণ হওয়া : উপনীত হওয়া :

فِي الْقُرْآنِ : فَتَزَلْ مِنْ حَيْثُمْ -

مَادَّةُ : (ن. ز. ل) , جِنْسُ : صَحِيح

مُرَادُفُ : الضَّيْفُ

أَغْمَرُ : আমি ঢেকে নিই :

(ن) غَمَرًا : নিমজ্জিত করা : আচ্ছাদিত করা, ঢেকে নেওয়া :

(س) غَمَرًا - صَدَرُهُ عَلَى فُلَانٍ : বিবেচপূর্ণ হওয়া :

مَادَّةُ : (غ. م. هـ) , جِنْسُ : صَحِيح

مُرَادُفُ : أَغْطَى / اسْتَرَّ , ضِدُّ : أَتْرَعَ / أَظْهَرُ

الرُّمَيْلُ (ج) زُمْلًا : বাহনজন্তুতে আরোহী দুজনের একজন :

সফরসঙ্গী, সমপেশাজীবী :

(تَفْعِيل) تَزَمَّلًا , (إِفْعَال) اِزْمَلًا : কাপড় জড়ানো :

(تَفْعِيل) تَزَمَّلًا : আবৃত করা : গোপন করা :

فِي الْحَدِيثِ : زَيْلَتُنِي زَيْلَتُونِي -

مَادَّةُ : (ز. م. ل) , جِنْسُ : صَحِيح

مُرَادُفُ : الرَّفِيقُ / الرَّدِيفُ

الْجَمِيلُ : (ج) جَمَلًا : সুন্দর, কমনীয় : সম্ভাবহার :

(تَفْعِيل) تَجَمَّلًا : সুন্দর করা :

(ك) جَمَالًا : সুন্দর হওয়া :

فِي الْحَدِيثِ : إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ -

مَادَّةُ : (ج. م. ل) , جِنْسُ : صَحِيح

مُرَادُفُ : الْخَبِيرُ , ضِدُّ : الْقَبِيحُ

أَنْزَلَ (إِفْعَال) أَنْزَالَ : আমি অবতীর্ণ করি, অধিষ্ঠিত করি :

سَمِيرٌ (ج) سَمَرًا : রাহিবেলায় গল্প করার সাথী :

مَنْزِلَةٌ (ج) مَنَازِلٌ : মর্যাদা, অবতরণস্থল, বাড়ি :

أَمِيرٌ (ج) أَمْرًا : নেতা, রাজা, শাসনকর্তা :

فِي الْقُرْآنِ : وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ -

مَادَّةُ : (أ. م. هـ) , جِنْسُ : مَهْمُوزُ فَه

مُرَادُفُ : الْأَعْيُنُ , ضِدُّ : مَأْمُورٌ

أَجَلَ : আমি উপনীত করি :

(إِفْعَال) اِفْلَلًا : উপনীত করা : স্থান দেওয়া :

أَنْبَسَ : (ج) أَنْسًا : অন্তরঙ্গ বন্ধু :

قَالَ الشَّاعِرُ عَابِرُ بْنُ الْحَارِثِ :

وَلَدَةٌ لَيْسَ بِهَا أَنْبَسُ * إِلَّا الْبَعَائِيرُ وَالْأَنْعَامُ

مَادَّةُ : (أ. ن. هـ) , جِنْسُ : مَهْمُوزٌ

مُرَادُفُ : حَبِيبٌ , ضِدُّ : عَدُوٌّ

مَحَلٌّ (ج) مَحَالٌ : স্থান, জায়গা :

رَئِيسٌ (ج) رِؤَسًا : মনিব, নেতা, প্রধান :

مَادَّةُ : (ر. هـ. س) , جِنْسُ : مَهْمُوزٌ عَيْنٌ

مُرَادُفُ : سَيِّدٌ , ضِدُّ : خَادِمٌ

أَوْعٌ : আমি আমানত রাখি, [অপরের নিকট] গচ্ছিত রাখি :

(إِفْعَال) اِبْنَعًا : গচ্ছিত রাখা, আমানত রাখা :

مَادَّه : (و. د. ع) , جِنْس : مِثَال وَارِی

مُرَادِف : اَتَنَسِن , ضَد : اَخُوْن

(ج) مَعَارِفُ , (و) مَعْرِف : পরিচিত ব্যক্তি, পরিচিত জ্ঞান।

مُرَادِف : مَالُوْف , ضَد : غَرِيب / مَجْهُوْل

(ج) عَوَارِفُ , (و) عَارِفَة : দান-দাক্ষিণ্য, ববশিশ।

مَادَّه : (ع. ر. ف) , جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : هِبَة / عَطِيَّة , ضَد : صَن

أُولَى : আমি দান করি, অনুগ্রহ করি।

(إِفْعَال) اِيْلَا : অনুগ্রহ করা, দান করা।

(ح) وَلَايَة : অভিভাবক হওয়া। সাহায্য করা।

فِي الْحَدِيث : لَنْ يَبْلُغَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ إِمْرَأَةٌ .

مَادَّه : (و. ل. ي) , جِنْس : كَيْفِيَّة مَفْرُوق .

مُرَادِف : أُعْطِيَ , ضَد : أُضِن

مُرَافِق (ف. ا. م) : সফরসঙ্গী, সহচর।

(مُفَاعَلَة) مُرَافَقَة : সফরসঙ্গী হওয়া। সহচর হওয়া।

مَادَّه : (ر. ف. ق) , جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : الرِّفِيقُ

(ج) مَرَافِقُ , (و) مَرَفِيق : উপকৃত হওয়ার বস্তু, কল্যাণ।

إِنِ الْقُرْآنُ : وَأَبْدِيكُمْ إِلَى السَّرَافِقِ :

مَادَّه : (ر. ف. ق) , جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : الْمَعُونَة / النِّفْع , ضَد : الضَّرَر

বালাগাত

قَوْلُهُ : أَفْضَلُ الشَّفِيقِ عَلَى الشَّفِيقِ :

হয়েছে। جِنَاس لَاحِق -এর মাঝে الشَّفِيقِ

قَوْلُهُ : رَأَيْتُ بِالْعَشِيرِ وَأَنْ لَمْ يُكَافِئْ بِالْعَشِيرِ :

হয়েছে। جِنَاس مُتَمَازِل -এর মাঝে الْعَشِيرِ

قَوْلُهُ : رَأَيْتُ الْجَزِيلَ لِلْمَنْزِلِ :

হয়েছে। جِنَاس لَاحِق -এর মধ্যে الْجَزِيلِ

قَوْلُهُ : وَاغْمَرُ الزَّمِيلَ بِالْجَمِيلِ :

হয়েছে। جِنَاس لَاحِق -এর মাঝে الْجَمِيلِ ও الزَّمِيلِ

قَوْلُهُ أَنْزَلَ سَيِّرِي مَنْزِلَةَ أَمِيرِي :

হয়েছে। جِنَاس لَاحِق -এর মাঝে أَمِيرِ

قَوْلُهُ : أُولَى مُرَافِقِي مُرَافِقِي :

হয়েছে। جِنَاس مُعَرَّف -এর মাঝে مُرَافِقِي

এখানে جِنَاس مُعَرَّف -এর মাঝে مُرَافِقِي

وَأَلَيْنَ مَقَالِي، لِيَلْقَانِي، وَأَدِينُ تَسْلَانِي،
عَنِ السَّالِي، وَأَرْضِي مِنَ الْوَقَاءِ، بِاللِّقَاءِ،
وَأَقْنَعُ مِنَ الْجَزَاءِ، بِأَقْلٍ الْأَجْزَاءِ، وَلَا
أَتَظَلُّمُ، جِئْنِ أَظْلَمُ، وَلَا أَنْقَمُ، وَلَوْ لَدَغْنِي
الْأَرْقَمُ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ : وَيَكُ - يَا بَنِي -
إِنَّمَا يَضُنُّ بِالضُّنَيْنِ، وَيُنَاقِسُ فِي
الضُّمَيْنِ، لِيَكُنْ أَنَا لَا أَتْنِي، غَيْرَ الْمَوَاتِنِ،
وَلَا أَسِمُ الْعَانِي، بِمُرَاعَاتِي،

অনুবাদ : আমি শক্রর সাথে নম্র ব্যবহার করি। আমি ভালোবাসা ভুলে যাওয়া লোকের সর্বদা খোজ-খবর নিই। আমি সম্পূর্ণ প্রাপ্যের পরিবর্তে সামান্যতেই সন্তুষ্ট থাকি। আমি সবচেয়ে কম অংশ প্রতিদানে তুষ্ট থাকি। আমি জুলুমের অভিযোগ করি না, যখন জুলুমের শিকার হই। আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করি না, যদিও গোবরা সাপ আমাকে দংশন করে। অতঃপর তার সাথী তাকে বলল, আক্ষেপ তোমার জন্য, হে বৎস! কৃপণের সাথেই কেবল কৃপণতা করা হয় এবং মূল্যবান বস্তুর প্রতিই আগ্রহ করা হয়। তবে আমি অনুগত লোক ব্যতীত [কারো প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য] অগ্রসর হই না এবং আমি দক্ষিককে আমার সহমর্মিতার জন্য চিহ্নিত করি না।

শাব্দিক অনুবাদ : আমি নম্র ব্যবহার করি **وَأَلَيْنَ** আমি সর্বদা খোজ-খবর নেই **عَنِ السَّالِي** ভালোবাসা ভুলে যাওয়া লোকের **أَرْضِي** আমি সন্তুষ্ট থাকি **مِنَ الْوَقَاءِ** সম্পূর্ণ প্রাপ্যের পরিবর্তে সামান্যতেই **أَقْنَعُ** আমি সন্তুষ্ট থাকি **مِنَ الْجَزَاءِ** প্রতিদানে **بِأَقْلٍ الْأَجْزَاءِ** সবচেয়ে কম অংশ **وَلَا أَتَظَلُّمُ** অভিযোগ করি না **جِئْنِ أَظْلَمُ** যখন জুলুমের শিকার হই **وَلَا أَنْقَمُ** আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করি না **وَلَوْ لَدَغْنِي** যদিও আমাকে দংশন করে **الْأَرْقَمُ** গোবরা সাপ **فَقَالَ لَهُ** অতঃপর তাকে বলল **صَاحِبُهُ** তার সাথী **وَيَكُ** আক্ষেপ তোমার জন্য **إِنَّمَا يَضُنُّ بِالضُّنَيْنِ** কেবল কৃপণতা করা হয় **وَيُنَاقِسُ فِي** আগ্রহ করা হয় **الضُّمَيْنِ** মূল্যবান বস্তুর প্রতিই **لِيَكُنْ أَنَا لَا أَتْنِي** তবে **غَيْرَ الْمَوَاتِنِ** অনুগত লোক **وَلَا أَسِمُ** আমি চিহ্নিত করি না **الْعَانِي** দক্ষিক আমার সহমর্মিতার জন্য।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَلَيْنَ : আমি নরম [নম্র] করি।

لِقَاءٌ (إِقْعَالٌ) : কোমল করা, নরম করা।

لِقَاءٌ (ض) : লিষ্টা, লিষ্টা : কোমল হওয়া, নরম হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : قَبَسَ رَحِمَهُ مِنَ الْوَلَوْنِ لَهُمْ.

سَادَهُ : (ال-ي-ن) : جَس : أَجَوَفُ بَانِي

مُرَادِي : الْأَطْف : جَس : أَظ

مَقَالٌ (حَاصِلٌ مُصَدَّرٌ) : কথাবার্তা, মৌখিক ব্যবহার।

مَقَالٌ (ن) : مَصَد : কথা বলা।

فِي الْقُرْآنِ : مَن أَصَدَّنِ مِنَ اللَّهِ قِيلًا

سَادَهُ : (ال-ي-ن) : جَس : أَجَوَفُ وَابِي

مُرَادِي : قَوْلٌ

الْقَالِي (ف-ا) : (م-ذ) : قَلَا : শক্র, বিদ্বেষপোষণকারী।

(ن-ض) : قَلِي : قَلَا : বিদ্বেষ পোষণ করা, শত্রুতা করা।

فِي الْقُرْآنِ : سَادَعَكَ رَبُّكَ وَمَا عَلَى.

سَادَهُ : (ق-ل-ي) : جَس : نَاقِصٌ بَانِي

مُرَادِي : الْمَبْقِصُ : جَس : الْمَحِب

أَدِينُ : আমি সর্বদা করি।

(إِقْعَالٌ) : سَادَهُ : দীর্ঘস্থায়ী করা, সর্বদা করা।

(ن) : وَكَلَا : সর্বদা হওয়া, দীর্ঘস্থায়ী হওয়া।

سَادَهُ : (ال-ي-ن) : جَس : أَجَوَفُ وَابِي

مُرَادِي : أَلَيْنُ

تَسَالٌ (ف) : مَصَد : তলব করা। খোজ-খবর নেওয়া। চাওয়া।

আবেদন করা। প্রশ্ন করা।

السَّالِي (ف-ا) : م-ذ : বিস্মৃতকারী, ভুলে যাওয়া ব্যক্তি।

(ن) : سَلَا : سَلَا : (س-م-ل) : سَلَا - السَّالِي : নিশ্চিত হওয়া।

ভুলে যাওয়া। সন্ধান পাওয়া। নিশ্চিত হওয়া।

مَادَهُ : (স. ল. ও. য়), جُنُس : تَائِيصَ رَاوِي / يَائِي

مِرَادُ : التَّائِيصُ

আমি সন্তুষ্ট থাকি : أَرْضَى

সন্তুষ্ট হওয়া : (স) رَضِيَ، رَضَوْنَا

فِي الْقُرْآنِ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

مَادَهُ : (র. স. য়), جُنُس : تَائِيصَ يَائِي

مِرَادُ : اخْتَارَ

অলোচনা : السَّوْفَاءُ

পূর্ণ করা : (ض) مَصَد : الرِّقَاءُ

فِي الْقُرْآنِ : يُوَفُّونَ بِالْأَنْدَرِ -

مَادَهُ : (ও. ফ. য়), جُنُس : كَيْفِي مَقْرُون

مِرَادُ : التَّصَامُ، ضَدُّ : التَّلَاءُ / التَّقْصَانُ

التَّلَاءُ : (ফ) لَفَاء - الْعُرْو : মাটি, তুচ্ছ জিনিস, সামান্য বস্তু

খিলা, ছাল উঠানো : (ফ) لَفَاء - الْعُرْو : ছিলা, ছাল উঠানো

প্রাণের চেয়ে কম দেওয়া : - هُفَّة

(স) لَفَاء - الشَّيْ : অবশিষ্ট থাকা। বাকি থাকা

(إِنْفَعَال) إِنْفَاء - الشَّيْ : বাকি রাখা

فِي الْحَدِيثِ : فَرَضِيَتْ مِنَ الرِّقَاءِ بِاللَّفَاءِ

مَادَهُ : (ল. ফ. য়), جُنُس : مَهْمُوزٌ لَام

مِرَادُ : الْعَيْسُ / التَّقْصَانُ، ضَدُّ : الرِّقَاءُ / التَّصَامُ

أَقْنَع : আমি অল্পে তুষ্ট থাকি

(ف) قَتَعَا، قَنَاعَةً : অল্পে তুষ্ট থাকা

(تَفْعِيل) تَقْنِينًا : তুষ্ট করা

فِي الْقُرْآنِ : أَطْعِمُوا الْفَنَانِ

مَادَهُ : (ফ. ন. য়), جُنُس : صَحِيح

مِرَادُ : أَرْضَى، ضَدُّ : أَطْعَمَ

الْجَزَاءُ : প্রতিদান

الْجَزَاءُ : (ض) مَصَد - هُفَّةً وَعَلَى كَذَا : বিনিময় দেওয়া

(إِنْفَعَال) إِجْرَاء عَنْهُ (مُقَاعَلَةً) مَجْرَاءَةً : যথেষ্ট হওয়া। প্রতিদান দেওয়া

فِي الْقُرْآنِ : جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حَسَبًا

مَادَهُ : (জ. স. য়), جُنُس : تَائِيصَ يَائِي

مِرَادُ : التَّكَاثُفُ

أَقْل : (اسم تَفْضِيل، مذ) : কম। অপেক্ষাকৃত কম, সবচেয়ে কম

(ض) قِلَّة، قِلَّة : কম হওয়া

الرَّجُلُ : - কম সম্পদশালী হওয়া

الْجِنْم : - ক্ষীণকায় হওয়া, ছোট হওয়া

الشَّيْ : - উচু করা। বহন করা

إِنْفَعَال) إِتْلَاء - الشَّيْ : - কম করা। উচু করা। বহন করা

(ج) الْأَجْزَاءُ، (و) جَزَاء : কোনো জিনিসের একাংশ, অংশ

فِي الْقُرْآنِ : وَلَهَا جَزَاءٌ مَّسْمُومٌ

مَادَهُ : (জ. স. য়), جُنُس : مَهْمُوزٌ لَام

مِرَادُ : الْأَنْصِبَاءُ

لَا أَتَطَلَّمُ : আমি জুলুমের অভিযোগ করি না

(تَنْفَعْل) تَطَلَّمُ مِنْهُ : জুলুমের অভিযোগ করা

- هُفَّة : প্রাণ কম দেওয়া

- الرَّجُلُ : জুলুমের উপর সবার করা

(ض) طَلَّمَا : অভ্যাচার করা

(س) طَلَّمَا، (إِنْفَعَال) إِفْلَامًا - الْبَلُّ : রাত অন্ধকার হওয়া

إِفْلَامًا - اللَّيْلُ : অন্ধকার করা

الرَّجُلُ : - অন্ধকারে প্রবেশ করা। মজলুম হওয়া

فِي الْقُرْآنِ : ثُمَّ تَوَلَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

مَادَهُ : (ظ. ল. য়), جُنُس : صَحِيح

مِرَادُ : أَشْكُو (الظُّلْم)

أَظْلَمُ (مَج) : আমি জুলুমের শিকার হই

(ض) طَلَّمَا، مَطْلَمَةً : জুলুম করা

لَا أَنْفَعُ : আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করি না

(ض. س) نَفَا - مِنْهُ : শাস্তি দেওয়া। প্রতিশোধ নেওয়া

- الْأَمْرُ عَلَى فُلَانٍ أَوْ مِنْ فُلَانٍ :

দোষারোপ করা। অত্যন্ত অপছন্দ করা

(إِنْفَعَال) إِتْقَانًا - مِنْهُ : শাস্তি দেওয়া। প্রতিশোধ নেওয়া

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا تَقْتُمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ

مَادَهُ : (অ. ন. য়), جُنُس : صَحِيح

مِرَادُ : أَقْصَى / أَتَى

لَدَغ : দংশন করল (করে)

(ف) لَدَغًا : দংশন করা

- يَكْلُمُهُ : ভাষনা করা। কষ্টদায়ক কথা বলা

فِي الْحَدِيثِ : لَا يَلْدَغُ الْمُؤْمِنُ فِى جُوعٍ وَاحِدٍ مَّرَّتَيْنِ

مَادَهُ : (অ. দ. য়), جُنُس : صَحِيح

مِرَادُ : كَسَحَ

الْأَرْقَمَ : (ج) أَرْقَمٌ : গোখরা সাপ, সাদা-কালো মিশ্রিত রঙের সাপ ।
 مَادَهُ : (ر.ق.م) ، جِنْسٌ : صَحِيجٌ
 مُرَادٌ : الْأَقْمَى
 صَاحِبٌ (ج) صَعْبٌ ، أَصْعَابٌ ، صِعَابَةٌ ، صِعَابٌ ، صُعْبَانٌ :
 সাদী, সহচর ।

وَلَيْكَ كَلِمَةُ التَّحَسُّرِ وَ التَّندُمِ وَ التَّعَجُّبِ :

আক্ষেপ তোমার জন্য ।

(يَا) بَنَى (تَضَيَّرَ) : (হে) আমার বৎস ।

يَضُنُّ (مع) : কাৰ্পণ্য করা হয় ।

(ض.س) ضَنَّ ، ضِنَّةٌ : কৃপণতা করা ।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا مَوْ عَلَى الْغَيْبِ بِضَرِيحٍ .

مَادَهُ : (ض.ن.ن) ، جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادٌ : يَجْعَلُ ، ضَدُّ : يَجْعَلُ

الضَّيِّقِينَ (صف، مذ) (ج) أَضْنَاءُ : অভিশয় কৃপণ, ব্যয়কৃষ্ট ।

مُرَادٌ : يَجْعَلُ ، ضَدُّ : يَجْعَلُ

يُنَاقِصُ (مع) : অগ্রাহ করা হয় ।

(مُفَاعَلَةٌ) مُنَافَسَةٌ : প্রতিযোগিতা করা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা, অগ্রাহ করা ।

(ك) نَفَاةٌ : উৎকৃষ্ট হওয়া ।

(س) نَفَسًا - بِالنَّشْرِ : কৃপণতা করা ।

فِي الْقُرْآنِ : وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسِينَ .

مَادَهُ : (ن.ف.স) ، جِنْسٌ : صَحِيجٌ

مُرَادٌ : يَرْبُحُ/يُنَازِعُ ، ضَدُّ : يَغْرُبُ

الشَّيْمِينَ (صف، مذ) (ج) رُشَانٌ : মূল্যবান, দামী ।

(ك) تُسَانَةٌ - الشَّيْ : মূল্যবান হওয়া ।

(مُفَاعَلَةٌ) مُسَاسَةٌ - فِي السَّلَامةِ : দরদাম করা ।

فِي الْحَدِيثِ : كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ .

مَادَهُ : (ث.ম.ন) ، جِنْسٌ : صَحِيجٌ

مُرَادٌ : قَرِيبٌ ، ضَدُّ : رَخِيسٌ

لَا أَمْسَ : আমি আশি না, অমসর হই না ।

(إِفْعَالٌ) إِيْنَاءٌ : দেওয়া ।

(ض) إِيْنَاءٌ : আসা ।

فِي الْقُرْآنِ : يَوْمَئِذٍ الرَّكُوعُ .

مَادَهُ : (أ.ث.য) ، جِنْسٌ : مُرَكَّبٌ (مُهمَزٌ فَاءٌ) نَاقِصٌ بِأَيٍّ

مُرَادٌ : لَا أَمْسَ ، ضَدُّ : لَا أَهْبُ .

الْمَوَاتِي (ف.ا. مذ) : অনুগত, মুণ্ডাফিক ।
 (مُفَاعَلَةٌ) مَوَاتَةٌ ، وَتَاءٌ : একমত হওয়া, অনুগত হওয়া ।

مَادَهُ : (و.ث.ا) ، جِنْسٌ : مُرَكَّبٌ (مِثَالٌ وَآوِي وَمُهمَزٌ اللَّامِ)

مُرَادٌ : الْمُرَافِقُ ، ضَدُّ : الْمَخَالِفُ

لَا أَمْسَ : আমি চিহ্নিত করি না ।

(ض) وَمَسًا ، يَسَةً : চিহ্নিত করা ।

(تَفْعُلٌ) تَوَسَّأَ : পরিশ্রম লাভ করা ।

مَادَهُ : (و.স.ম) ، جِنْسٌ : مِثَالٌ وَآوِي

مُرَادٌ : أَعْيَنَ

الْعَائِي (ف.ا. مذ) (ج) عُنَاءٌ ، عُنَى : দাষ্টিক, অহংকারী ।

(ن) عُنَا : সীমালঙ্ঘন করা, অহংকার করা ।

فِي الْقُرْآنِ : وَعَتُوا عُنُوًا كَثِيرًا .

مَادَهُ : (ع.ث.و) ، جِنْسٌ : نَاقِصٌ وَآوِي

مُرَادٌ : التَّكْثِيرُ/الْعَيْنَةُ ، ضَدُّ : التَّوَضُّعُ/الْمَوَاتِي

مُرَاعَاةٌ : সহমতি ।

مُرَاعَاةٌ (مُفَاعَلَةٌ) مَرَّ : অপরের অধিকার সংরক্ষণ করা ।

مُرَادٌ : مُعَافَاةٌ

বালাগাত

قَوْلُهُ : أَلَيْسَ مَقَالِي لِلْقَالِي :

جِنَاسٌ -এর মাঝে -এর- قَالِي এবং مَقَالِي মধ্যে

উপস্থিত হয়েছে ।

قَوْلُهُ : أَوَيْمَ تَسَالِي عَنِ السَّالِي :

جِنَاسٌ -এর মাঝে -এর- سَالِي এবং تَسَالِي মধ্যে

উপস্থিত হয়েছে ।

قَوْلُهُ : أَرْمَضُ مِنَ الْوَقَاءِ بِاللِّقَاءِ :

جِنَاسٌ -এর মাঝে -এর- لِقَاءٌ এবং وَقَاءٌ মধ্যে

উপস্থিত হয়েছে ।

قَوْلُهُ : أَقْنَعُ مِنَ الْجَزَاءِ بِأَقْلٍ الْأَجْزَاءِ :

جِنَاسٌ -এর মাঝে -এর- أَجْزَاءٌ এবং أَقْلٍ মধ্যে

উপস্থিত হয়েছে ।

وَلَا أَصَافِي، مَن يَأْبَىٰ انْصَافِي، وَلَا
أَوَاحِي مَن يُلْغِي الْأَوَاحِي، وَلَا أُمَالِي، مَن
يُغْنِبُ أُمَالِي، وَلَا أَبَالِي، يَمَن صَرَم
جِبَالِي، وَلَا أَدَارِي، مَن جَهَل مِقْدَارِي، وَلَا
أَعْطِي زَمَامِي، مَن يُخْفِرُ ذِمَامِي، وَلَا
أَبْذُل وَدَادِي، لِأَضْدَادِي، وَلَا أَدْعُ إِيْعَادِي،
لِلْمُعَادِي، وَلَا أَعْرِسُ الْآيَادِي، فِي أَرْضِ
الْأَعَادِي، وَلَا أَسْمَعُ بِمَوَاسَاتِي، لِمَن
يَفْرَحُ بِمَسَاءَتِي -

অনুবাদ : যে ব্যক্তি আমার সাথে সুবিচার করতে অস্বীকৃতি জানায় আমি তার সাথে নিখাদ বন্ধুত্ব রাখি না এবং যে ব্যক্তি আমার ভ্রাতৃত্বের রশিকে [অর্থাৎ বন্ধনকে] অকেজো করে দেয় আমি তার সাথে ভ্রাতৃত্ব রাখি না। যে ব্যক্তি আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ করে দেয় আমি তার সহযোগিতা করি না। যে ব্যক্তি আমার [বন্ধুত্বের] রশি ছিন্ন করে আমি তাকে পরোয়া করি না এবং যে আমার মর্যাদা চেনে না, তার সাথে আমি নম্র ব্যবহার করি না। যে আমার সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আমি তাকে আমার লাগাম দেই না [অর্থাৎ, আমি তর অনুগত হই না]। আমি আমার প্রতিপক্ষকে আমার ভালোবাসা দান করি না এবং আমার বিরোধীকে হুমকি দিতে ছাড়ি না। আমি শত্রুদের ভূমিতে অনুগ্রহের চারা রোপণ করি না এবং যে ব্যক্তি আমার দুঃখে আনন্দ বোধ করে তার জন্য আমি আমার সমবেদনা জ্ঞাপন করে অনুগ্রহ প্রদর্শন করি না।

শাব্দিক অনুবাদ : لَا أَصَافِي আমি নিখাদ বন্ধুত্ব রাখি না। مَن يَأْبَىٰ انْصَافِي যে ব্যক্তি অস্বীকৃতি জানায় আমার সাথে সুবিচার করতে لَا أَوَاحِي আমি তার সাথে ভ্রাতৃত্ব রাখি না। مَن يُلْغِي الْأَوَاحِي যে ব্যক্তি অকেজো করে দেয় আমার ভ্রাতৃত্বের রশিকে لَا أُمَالِي আমি তার সহযোগিতা করি না। مَن يُغْنِبُ أُمَالِي যে ব্যক্তি ব্যর্থ করে দেয় আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা لَا أَبَالِي আমি তাকে পরোয়া করি না। مَن صَرَم جِبَالِي আমি তার সাথে নম্র ব্যবহার করি না। مَن جَهَل مِقْدَارِي আমি তার মর্যাদা চেনে না। وَلَا أَعْطِي زَمَامِي আমি তাকে আমার লাগাম দেই না। مَن يُخْفِرُ ذِمَامِي যে ভঙ্গ করে আমার প্রতিশ্রুতি وَلَا أَدْعُ إِيْعَادِي আমি ছাড়ি না। لَا أَعْرِسُ الْآيَادِي বিরোধীকে হুমকি দিতে لَا أَسْمَعُ بِمَوَاسَاتِي আমি অনুগ্রহ প্রদর্শন করি না। وَلَا أَعْرِسُ الْآيَادِي অগ্রহের চারা রোপণ করি না। وَلَا أَسْمَعُ بِمَوَاسَاتِي আমি অনুগ্রহ প্রদর্শন করি না। وَلَا أَسْمَعُ بِمَوَاسَاتِي আমার সমবেদনা জ্ঞাপন করে لَا أَفْرَحُ بِمَسَاءَتِي তার জন্য যে ব্যক্তি আনন্দবোধ করে আমার দুঃখে।

শব্দ বিশ্লেষণ

আমি নিখাদ বন্ধুত্ব রাখি না। : لَا أَصَافِي :
(مُفَاعَلَةٌ مُّصَافَاةً، (إِنْفَاعِلٌ) إِصْفَاءً :
নিখাদ বন্ধুত্ব রাখা, অকৃত্রিমভাবে ভালোবাসা।

(أَن) صَفَرُوا، صَفَاءً، صُفْرًا :
বন্ধ হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : أَفْصَحَكُمْ رُكْمًا بِالْيَمِينِ -
مَاءَهُ (ص. ف. و.)، جَنَسٌ : تَأْقِصُ رَأْوَى
مُرَادُفٌ : أَخْلَصُ (الرَّوَدُ)

অস্বীকার করে, অস্বীকৃতি জানায়। : يَأْبَىٰ :

(ف. ض.) إِبَاءً، إِبَاءَةً :
অস্বীকার করা।

إِنْصَافٌ (إِنْفَاعِلٌ) مَصَدَرٌ :
অর্ধেক পৌছ, অর্ধেক নেওয়া, সুবিচার করা।

আমি ভ্রাতৃত্ব রাখি না। : لَا أَوَاحِي :
(مُفَاعَلَةٌ مُّوَاحَاةً - إِيْحَاءٌ :
ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা।
فِي الْقُرْآنِ : أَحْسَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ -

مَاءَهُ : (أ. خ. و.)، جَنَسٌ : مَرْكَبٌ (مَهْمَزٌ قَا) وَتَأْقِصُ رَأْوَى
يُلْغِي :
অকেজো করে দেয়, নষ্ট করে দেয়।

(إِنْفَاعِلٌ) إِلْفَاءً :
অকেজো করা, নষ্ট করা।
(أَن) نَفَرُوا :
নষ্ট হওয়া, অনর্থক হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ -
مَاءَهُ : (أ. خ. و.)، جَنَسٌ : تَأْقِصُ رَأْوَى

مَرَادُونَ : مُبْعِدٌ ، حَتَدٌ : مُبْعِلٌ
 (জ) أَوَّاحٌ ، أَخْبَا ، أَوَّاحٌ : (র) أَخْبَةٌ :
 بِقَالَ : حَتَدَ اللَّهُ بِكَ أَوْ أَخْبَا أَيْخَاهُ .
 مَادَّةٌ : (অ-খ-য) ، حَيْشٌ : مَهْمُوزٌ فَا ، وَنَاقِصٌ يَائِنٌ
 مَرَادُونَ : أَسْبَابٌ
 لَا أَمَالِي : (مُتَاعِلَةٌ) : আমি সহযোগিতা করি না :
 (مُتَاعِلَةٌ) مُتَالًا ، مَلَا : সাহায্য করা : সহযোগিতা করা :
 (ف) مَلَا ، مَلَا : ভরে দেওয়া, পরিপূর্ণ করা :
 (স) مَلَا : পূর্ণ হওয়া :
 (ক) مَلَا ، مَلَا : সম্পদশালী হওয়া :
 مَادَّةٌ : (ম-ল-ম) ، حَيْشٌ : مَهْمُوزٌ لَام
 مَرَادُونَ : أَسَاعِدُ / أَيْمَنَ ، حَيْشٌ : أَسْرُ
 يَخْتِيبُ : বার্থ করে দেয়, নষ্ট করে দেয় :
 (تَفْعِيلٌ) تَخْتِيبًا : বঞ্চিত করা : বার্থ করা : নষ্ট করা :
 (إِفْعَالٌ) إِخَابَةً : বার্থ করা, বঞ্চিত করা :
 (ض) خَيْبَةً : বঞ্চিত হওয়া : বার্থ হওয়া : নিরাশ হওয়া :
 (تَفْعِيلٌ) تَخْتِيبًا : বঞ্চিত হওয়া : নিরাশ হওয়া :
 (ج) أَمَلٌ ، (و) أَمَلٌ : আশা, প্রত্যাশা, আকাঙ্ক্ষা :
 لَا أَمَالِي : আমি পরোয়া করি না :
 (مُتَاعِلَةٌ) مَبَالَاةٌ ، بَلَاةٌ ، بَالَاةٌ - الْأَمْرُ وَالْأَمْرُ :
 গুরুত্ব দেওয়া, পরওয়া করা :
 (س) بَلَى ، بَلَاةٌ - الشُّوب : জীর্ণ হওয়া :
 (ن) بَلَرَا ، بَلَاةٌ : পরীক্ষা করা : যাচাই করা :
 فِي الْعَدِيثِ : لَا يَبْلِيهِمُ اللَّهُ بَالَةً .
 مَادَّةٌ : (ব-ল-ও) ، حَيْشٌ : نَاقِصٌ وَأَوْيُ / يَائِنٌ
 مَرَادُونَ : إِقْتَمَ .
 صَرَمَ : (অ) صَرَمَ : ছিন্ন করল [করে], কেটে দিল [দেয়]
 (ض) صَرَمَ - الشَّنْ : কর্তন করা, ছিন্ন করা :
 (تَفْعِيلٌ) تَصْرِمَةً : টুকরা টুকরা করা :
 (مُتَاعِلَةٌ) مُصَارَمَةٌ : সম্পর্ক ছিন্ন করা :
 فِي الْقُرْآنِ : إِذَا اتَّصَمُوا لِبَصَرِ مُمْتَنَّا مَصِيحِينَ .
 مَادَّةٌ : (স-র-ম) ، حَيْشٌ : صَحِيحٌ
 مَرَادُونَ : قَطَعَ ، حَيْشٌ : وَاصِلٌ

(ج) حِبَالٌ ، حَبْلٌ ، حَبْلٌ ، حَبْلٌ : (ও) حَبْلٌ : রশি, রজ্জু :
 لَا أَدَارِي : আমি নতুন ব্যবহার করি না :
 (ض) دَرَا ، دَرَاةٌ - دَرَاةٌ - الشَّنْ وَالشَّنْ : কৌশলে জানা :
 (ض) دَرَا ، (تَفْعِيلٌ) تَدْرَاةٌ : (إِفْعَالٌ) إِدْرَاةٌ - الصَّيْدُ :
 ধোকা দেওয়া :
 (مُتَاعِلَةٌ) مُدَارَاةٌ : একে অপরকে প্রহিত করা : নমনীয়তা :
 প্রদর্শন করা : অনুমোদন করা : ধোকা দেওয়া :
 (ف) دَرَا ، دَرَاةٌ : জোরে ধাক্কা দেওয়া :
 فِي الْعَدِيثِ : رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الْإِيمَانِ يَاللَّهُ مُدَارَاةُ النَّاسِ .
 مَادَّةٌ : (দ-র-য) , حَيْشٌ : مَهْمُوزٌ نَاقِصٌ يَائِنٌ
 مَرَادُونَ : أَرَأَيْكَ / أَلَيْسَ ، حَيْشٌ : أَقْسَرُ / أَفْظُ
 جَهْلٌ : চেনে নি [চেনে না] জানে নি [জানে না]
 (س) جَهْلًا ، جَهْلًا : নাজানা : না চেনা :
 يَفْقَدَارُ : (ج) مَقَادِيرُ : পরিমাণ, মর্যাদা :
 مَرَادُونَ : قَدَرٌ / عِزَّةٌ ، حَيْشٌ : دَلٌّ
 لَا أَعْطِي : আমি দেই না :
 (إِفْعَالٌ) إِعْطَاةٌ : দেওয়া : দান করা :
 مَرَادُونَ : أَوْتَى ، حَيْشٌ : أَخَذَ
 زَمَامٌ : (ج) أَرْكَمَ : লাগাম, বাগডোর, নাকডোর :
 فِي الْعَدِيثِ : لَا زَمَامَ وَلَا حِزَامَ فِي الْإِسْلَامِ .
 مَادَّةٌ : (ز-ম-ম) , حَيْشٌ : مُضَاعَفٌ مُكَلِّمٌ
 مَرَادُونَ : يَنْقُصُ ، حَيْشٌ : يَمِينٌ
 يَخْفِضُ : ভঙ্গ করে, নম্যায় করে :
 (إِفْعَالٌ) إِخْفَارًا : [প্রতিশ্রুতি] ভঙ্গ করা, নম্যায় করা :
 (ن) خَفَّرَ : অশ্রয় দেওয়া : রক্ষা করা : নিরাপত্তা দেওয়া :
 - : অশ্রয় দানের বিনিময়ে গ্রহণ করা :
 - بِالْمَعْنَى : প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা :
 - خَفَّرَ ، خَفَّرَ - فَلَانًا : প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা :
 ذِمَامٌ (ج) أَوْمَةٌ : অধিকার, স্বত্ব, মর্যাদা, প্রতিশ্রুতি :
 فِي الْقُرْآنِ : لَا يَرْفَعُونَ فِي مَزِينٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً .
 مَادَّةٌ : (ذ-ম-ম) , حَيْشٌ : مُضَاعَفٌ مُكَلِّمٌ
 مَرَادُونَ : مَعْبَةٌ ، حَيْشٌ : عِدَاةٌ

وَلَا أَرَى الْيَفَايَ، إِلَى مَنْ يَشْمَتُ
يُوقَاتِي، وَلَا أَخْصُ بِعِبَائِي، إِلَّا أَحْبَابِي،
وَلَا أَسْتَطِبُ لِدَائِي، غَيْرَ أَوْدَائِي، وَلَا
أُمْلِكُ خُلَّتِي، مَنْ لَا يَسُدُّ خَلَّتِي، وَلَا
أَصْفَى رَيْتِي، لِمَنْ يَتَمَنَّى مَيْتِي، وَلَا
أَخْلِصُ دُعَائِي، لِمَنْ لَا يَقْعِمُ وَعَائِي، وَلَا
أَفْرِغُ ثَنَائِي، عَلَى مَنْ يَفْرِغُ إِنَائِي، وَمَنْ
حَكَمَ بَانَ أَبْدُلُ وَتَخْزَنُ؟ وَالْيَنْ وَتَخْشَنُ؟
وَأَذُوبُ وَتَجْمَدُ؟ وَأَذْكَو وَتَحْمَدُ؟

অনুবাদ : যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুতে আনন্দিত হয় তার প্রতি আমি আমার জক্ষেপ করার প্রয়োজন মনে করি না এবং আমার বন্ধু-বান্ধব ব্যতীত কাউকে আমি আমার বিশেষ দান করি না। আমার প্রতি ভালোবাসা পোষণকারীগণ ব্যতীত কারও কাছে আমি আমার ব্যাধির জন্য চিকিৎসা কামনা করি না এবং যে ব্যক্তি আমার অভাব মোচন করে না তাকে আমি আমার বন্ধুত্বের অধিকারী করি না। যে ব্যক্তি আমার মৃত্যু কামনা করে তার জন্য আমি আমার মনের ইচ্ছা স্বচ্ছ করি না এবং যে ব্যক্তি আমার খলি ভরে দেয় না তার জন্য আমি আমার একান্ত দোয়া করি না। যে ব্যক্তি আমার পাত্র শূন্য করে দেয় তার উপর আমি আমার প্রশংসা ঢেলে দেই না। কে এই সিদ্ধান্ত দেবে যে, আমি ব্যয় করব, আর তুমি সঞ্চয় করবে? আমি নয় হব, আর তুমি কঠোর হবে? আমি বিগলিত হব, আর তুমি স্থবির হবে? আমি প্রজ্বলিত হব, আর তুমি নির্বাপিত হবে?

শাব্বিক অনুবাদ : لَا أَرَى আমি প্রয়োজন মনে করি না الْيَفَايَ আমার জক্ষেপ করা إِلَى প্রতি يَشْمَتُ যে ব্যক্তি আনন্দিত হয় يُوقَاتِي আমার মৃত্যুতে لَا أَخْصُ আমি কাউকে খাস করি না أَحْبَابِي আমার দান দ্বারা إِلَّا ব্যতীত أَحْبَابِي আমার বন্ধু-বান্ধব لَا أَسْتَطِبُ আমি চিকিৎসা কামনা করি না لِدَائِي আমার ব্যাধির জন্য غَيْرَ ব্যতীত أَوْدَائِي আমার প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী لَا أُمْلِكُ আমি অধিকারী করি না خُلَّتِي আমার বন্ধুত্ব مَنْ যে ব্যক্তি لَا يَسُدُّ মোচন করে না خَلَّتِي আমার অভাব لَا أَصْفَى আমি স্বচ্ছ করি না رَيْتِي আমার মনের ইচ্ছা لِمَنْ সে ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি يَتَمَنَّى কামনা করে مَيْتِي আমার মৃত্যু لَا أَخْلِصُ আমি একান্তভাবে করি না دُعَائِي আমার দোয়া তার জন্য لَا يَقْعِمُ ভরে দেয় না وَعَائِي আমার খলি لَا أَفْرِغُ আমি ঢেলে দেই না ثَنَائِي আমার প্রশংসা عَلَى তার জন্য لَا أَفْرِغُ শূন্য করে দেয় إِنَائِي আমার পাত্র مَنْ কে এ সিদ্ধান্ত দেবে যে وَتَخْزَنُ আমি ব্যয় করব وَتَخْزَنُ আর তুমি সঞ্চয় করবে وَالْيَنْ আমি নয় হব وَتَخْشَنُ আর তুমি কঠোর হবে وَأَذُوبُ আমি বিগলিত হব وَتَجْمَدُ আর তুমি স্থবির হবে وَأَذْكَو আমি প্রজ্বলিত হব وَتَحْمَدُ আর তুমি নির্বাপিত হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَا أَرَى : আমি [প্রয়োজন] মনে করি না।

(ف) رَأَى، رُؤْيَةً : মনে করা। দেখা।

الْيَفَايَ (الْيَفَايَ) : জক্ষেপ করা, দৃষ্টিপাত করা।

(ض) تَفَتَّى - الْكَوَلَمَ : বেরোয়া কথাবার্তা বলা।

- فَلَئِنْ عَنْ رَأْيَةٍ : কিরানো।

يَسْمَتُ : وَلَا يَسْمَتُ : আমি [প্রয়োজন] মনে করি না।

سَمَاءُ : (ال) ف. ت. : যিশ, صَحِيح, مُرَادِف : نظر.

يَشْمَتُ : অপরের দুঃখে আনন্দ বোধ করে।

(س) شَمَاتًا، شَمَاتَةً - يَم : অন্যের বিপদে আনন্দ প্রকাশ করা।

(إِفْعَال) إِشْمَاتًا : অন্যের দুঃখে খুশি করানো।

إِشْمَاتٍ (تَشْمِيَتًا) : ইচ্ছা জবাব দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَا تَشْمِتْ بِسِ الْأَعْدَاءِ.

سَاءَ : (ش-م-ت) : যিশ, صَحِيح, مُرَادِف : يَقْرُءُ.

وَقَاءَ : (ج) وَقَبَات : মৃত্যু, জিরাধান।

(تَفْعَل) تَوَقَّيْتُ : মৃত্যু দান করা।

فِي الْقُرْآنِ : كَلَّمَآ تَوَقَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ.

سَاءَ : (و-ف-ي) : যিশ, لَغِيْفٌ مَقْرُون.

مُرَادِف : مَسَاءٌ/مَوْتٌ : حَيَاة.

لَا أُخْصُ : আমি খাস করি না।

(ন) خَصًّا، خَصْرًا - فَلَا يَأْتِي : খাস করা, বৈশিষ্ট্য দান করা।

(إِخْتِصَالَ) إِخْتِصَاصًا - يَأْتِي : খাস হওয়া, বিশিষ্ট হওয়া।

ءَ بِالْفَتْحِ : খাস করা।

مَادَّةٌ : (খ. ص. ص.) , جِنْسٌ : مُصَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادٌ : أَقْرَدٌ , جُنْدٌ : أَعْدَاءُ

جَبَّاءٌ , حِمْوَةٌ : (ج) أَحْمِيَةٌ : দান, অনুদান।

(ن) حَبِيرًا : নিকটবর্তী হওয়া।

- الْوَلَدُ : নিতহু হেঁচড়িয়ে চলা।

- السَّفِينَةُ : চলা।

(مُفَاعَلَةٌ) مَحَابَّةً , جَبَّاءٌ : সাহায্য করা।

(ج) أَحْبَبْتُ أَحَبَّ , أَحْبَبْتُ , (و) حَبَبْتُ (صف) : বন্ধু, প্রীতিভাজন।

(س, ك) حَبَّ - الْإِنْسَانُ وَالشَّيْءَ : প্রীতিভাজন হওয়া।

(ض) حَبَّ , حَبَّ - الشَّيْءَ : অনুরাগী হওয়া।

- فَلَا : ভালোবাসা। [কম ব্যবহৃত]

أَسْتَطَبْتُ : আমি চিকিৎসা কামনা করি না।

(إِسْتَعْلَالَ) اسْتَعْبَابًا : চিকিৎসা কামনা করা। চিকিৎসা করানো।

(ن, ض) رَطَبًا : চিকিৎসা করা।

مَادَّةٌ : (ط. ب. ب.) , جِنْسٌ : مُصَاعَفٌ ثَلَاثِي

دَاءٌ : (ج) أَدَوَاءٌ : রোগ, ব্যাধি, পীড়া।

فِي الْحَدِيثِ : فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخَرَى دَوَاءٌ .

مَادَّةٌ : (د. و. و.) , جِنْسٌ : مُرَكَّبٌ (مَهْمَزٌ لَامٌ وَجَوْفٌ وَآوِي)

مُرَادٌ : مَرَضٌ , جُنْدٌ : صَحْفَةٌ .

(ج) أَوْدَاءٌ , أَوْدَةٌ : (و) وَدَيْدٌ (صف, مذ) : ভালোবাসা পোষণকারী।

(س) كَوَّدًا , وَدَادًا , مَوْدَةً : কামনা করা।

(مُفَاعَلَةٌ) مُرَادَةً , وَدَادَةً : ভালোবাসা প্রকাশ করা।

(تَفَعَّلَ) تَوَدَّدًا : বন্ধুত্ব করতে চাওয়া।

- الْيَتَى : বন্ধুত্ব করা।

(تَفَاعُلٌ) تَوَادَّدًا - الرَّجُلَانِ : পরস্পরে ভালোবাসা।

مَادَّةٌ : (و. د. د.) , جِنْسٌ : مُصَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادٌ : أَحْبَبْتُ , جُنْدٌ : أَعْدَاءُ .

(لَا) أَمَلْتُ : আমি অধিকারী করি না।

(تَفَعَّلَ) تَمَلَّكًا : মালিক বানানো, অধিকারী করা।

(ض) يَمَلِكُ , تَمَلَّكَةً , تَمَلَّكَةً - الشَّيْءَ : মালিক হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا .

مَادَّةٌ : (م. ل. ل.) , جِنْسٌ : صَرِيحٌ

خَلَّةٌ : (ج) خَلَلٌ : বহুত্ব, বহু, ত্রী, প্রেশাশদ।

(ج) خَلَّلَ : সুআহার্য/ মিষ্ট খাস।

فِي الْقُرْآنِ : لَا يَبْعُ وَلَا يَخْلُ .

مَادَّةٌ : (خ. ل. ল.) , جِنْسٌ : مُصَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادٌ : مَحَبَّةٌ , حِدٌ : عَدَاوَةٌ .

لَا يَسُدُّ : (أ) سَدًا - مَوَاحِنَ : বন্ধ করে না, [এখানে - মোচন করে না]

প্রয়োজন মিটানো, দারিদ্র্য বিমোচন করা।

(ن) سَدًا : বন্ধ করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًا .

مَادَّةٌ : (س. د. দ.) , جِنْسٌ : مُصَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادٌ : يَصْلُحُ / يُؤَدِّي , جُنْدٌ : يَفْسِدُ .

অভাব, প্রয়োজন, অভ্যাস, ছিদ্র।

يَقَالُ فِي الدَّعَاةِ لِلْمَيِّتِ : اَللَّهُمَّ اسْرِدْ خَلَّتَهُ .

مَادَّةٌ : (خ. ল. ল.) , جِنْسٌ : مُصَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادٌ : حَاجَةٌ / قَفَرٌ .

لَا أَصْقَى : আমি স্বচ্ছ করি না।

(تَفَعَّلَ) تَصَفَّى : স্বচ্ছ করা, পরিষ্কার করা।

مُرَادٌ : أَنْفَى .

نَيْتَةٌ : (ج) نَيْتَاتٌ : মনের ইচ্ছা।

يَتَمَنَّى : আকাঙ্ক্ষা করে, কামনা করে।

(تَفَعَّلَ) تَمَنَّى : আকাঙ্ক্ষা করা। কামনা করা।

مُرَادٌ : يَرْجُو .

نَبِيَّةٌ : (ج) نَبِيَّاتٍ : মুত্বা, মুউত।

قَالَ الشَّاعِرُ : إِذِ النَّبِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا .

مَادَّةٌ : (م. ن. ন.) , جِنْسٌ : نَاقِصٌ بَايِن

مُرَادٌ : وَقَاءٌ , جُنْدٌ : حِيَاءٌ

لَا أَخْلِصُ : আমি একান্তভাবে করি না।

(إِثْعَالَ) إِخْلَاصًا : একনিষ্ঠভাবে কাজ করা। একান্তভাবে

কোনো কাজ করা।

(ن) خُلِصًا , خِلَاصًا : নিশাধ হওয়া।

مِنْ الْهَلَائِكِ : মুক্তি পাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : تَعَاذَ اللَّهُ خَلِصًا لَهُ الدِّينِ .

مَادَّةٌ : (خ. ল. ল.) , جِنْسٌ : صَرِيحٌ

مُرَادٌ : لَا أَصْقَى , جُنْدٌ : لَا أَكْذَرُ .

دُعَاءٌ : (ج) أَدْعِيَةٌ : দোয়া, শুভ কামনা।

لَا يُفْقَمُ : ভরে দেয় না।

(إِثْعَالَ) إِثْمَاعًا : (ن) تَقَمَّمَ , (تَفَعَّلَ) تَقَمَّمَ : ভরে দেওয়া, পূর্ণ করা।

يَقَالُ : أَقْعَمَهُ الْغَيْرُ مَسْرَةً أَوْ مَسَاءً
 مَادَّةُ : (অ. - ম. - ম.) : جَسَنٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادُفٌ : لَا يَمْلَأُ : جَدٌ : لَا يَفْرَعُ .

وَعَاءٌ : (জ. - অ. - য.) : أَوْعِيَهُ (জ) : أَوْعَى : থালি , [এখানে] পাত্র ,
 مَادَّةُ : (অ. - ম. - য.) : جَسَنٌ : لَيْفٌ مَقْرُوقٌ
 مُرَادُفٌ : كَبَسَ / إِنَاءٌ

لَا أَفْرَعُ : আমি ঢেলে দেই না ।

(افْعَالٌ) إِفْرَعًا : প্রবাহিত করা । ঢেলে দেওয়া ।

(تَفْعِيلٌ) تَفْرَعًا : খালি করা । শূন্য করা ।

(ن. - م. - ف) قَرَأًا : ফুরোয় : খালি হওয়া । অবসর হওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : رَأَى أَفْرَعٌ عَلَيْنَا صَبْرًا .

মাদে : (অ. - ম. - য.) : جَسَنٌ : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : لَا أَمْبُ : جَدٌ : لَا أَمْنَعُ .

ثَنَاءً (জ. - অ. - য.) : أَثْنَيْتُ : প্রশংসা, সাধুবাদ, তুতি, গুণকীর্তন ।

يُفْرَعُ : শূন্য করে দেয়, খালি করে দেয় ।

(تَفْعِيلٌ) تَفْرَعًا : শূন্য করা, খালি করা ।

مُرَادُفٌ : يُعْلَى : جَدٌ : يَمْلَأُ .

إِنَاءٌ (জ. - অ. - য.) : أَثْنَيْتُ (জ) : أَرَانِ : পাত্র, আধার ।

فِي الْحَدِيثِ : إِذَا وَقَعَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ .

مَادَّةُ : (অ. - ম. - য.) : جَسَنٌ : مُزَكَّيَةٌ (مَهْمُوزَةٌ) : وَتَأْيِضُ يَأْنِ

مُرَادُفٌ : وَعَاءٌ .

حَكَمٌ : সিদ্ধান্ত দিল [দেবে] ।

(ن. - ح. - م) حَكَمًا : সিদ্ধান্ত/ ফয়সালা দেওয়া ।

أَيْذَلُ : আমি ব্যয় করব, আমি দেব ।

(ن. - ب. - ذ) : أَذَى : আমি ব্যয় করব ।

تَخَرُّنٌ : তুমি সম্বয় করবে ।

(ن. - ح. - ز) : خَرَّأْتُ : সম্বয় করা, জমা করা ।

فِي الْقُرْآنِ : وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ .

مَادَّةُ : (অ. - ম. - য.) : جَسَنٌ : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : تَخَرَّرَ : جَدٌ : تَبَدَّلَ

أَلَيْسَ : আমি নব্ব হব ।

(ض. - ل. - ن) : لَبَّأْتُ : নব্ব হওয়া, নরম হওয়া ।

مُرَادُفٌ : أَتَوَّضَعُ : جَدٌ : أَتَكْتَرُ / أَكْثَرُ

تَحْشَنُ (ক) : حَشَنَةً : خَشَانَةً : خُشْرَةً : তুমি কঠোর হবে ।

(ক) : حَشَنَةً : خَشَانَةً : خُشْرَةً : কঠোর হওয়া, কঠিন হওয়া ।

(تَفْعِيلٌ) تَحْشَنُ : অমসৃণ হওয়া ।

مَادَّةُ : (অ. - ম. - য.) : جَسَنٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادُفٌ : تَتَغَلَّطُ : جَدٌ : تَلَيَّنَ .

أَذْوَبٌ : আমি বিগলিত হব ।

(ن. - ذ. - ب) : ذُيِّنَ : প্রবাহিত হওয়া, বিগলিত হওয়া ।

(افْعَالٌ) إِذْبَةً : বিগলিত করা ।

مَادَّةُ : (অ. - ম. - য.) : جَسَنٌ : أَجَوَّ وَآوَى

مُرَادُفٌ : أَتَيْلُ : جَدٌ : أَجْمَدُ

تَجَمَّدُ : তুমি স্থবির হবে ।

(ن. - ج. - م) : جَمَدًا : জমে যাওয়া । স্থবির হওয়া ।

قَالَ الشَّاعِرُ : وَتَسْكَبُ عَيْنَايَا الدَّمْعَ لِيَتَجَمَّدَا .

মাদে : (অ. - ম. - য.) : جَسَنٌ : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : تَرَسَّعَ : جَدٌ : تَدَوَّبَ .

أَذْكُرُ : আমি প্রজ্বলিত হব ।

(ن. - ذ. - ك) : ذُكِيَ : প্রজ্বলিত হওয়া ।

(افْعَالٌ) إِذْكًا : প্রজ্বলিত করা ।

مَادَّةُ : (অ. - ম. - য.) : جَسَنٌ : تَأْيِضُ وَآوَى

مُرَادُفٌ : اِسْتَعْلَ : جَدٌ : تَخَمَّدَ .

تَخَمَّدُ : তুমি নির্বাপিত হবে, নিস্তেজ হবে ।

(ن. - م. - ك) : خَمَدًا : নিস্তেজ হওয়া, নির্বাপিত হওয়া ।

مُرَادُفٌ : تَسَكَّنَ : جَدٌ : تَذَكَّرُو

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : لَا أَخْصِرُ بِعَيْنَيَّ إِلَّا أَجْيَانِي :

এখানে لَا أَخْصِرُ بِعَيْنَيَّ مِنْ أَجْلِ أَنْ لَا أَفْرَعُ .

مُسْتَفْتَى مِنْهُ أَجْيَانِي : অতঃপর أَجْيَانِي হলে

এবং مُسْتَفْتَى مِنْهُ أَجْيَانِي হলে

مُسْتَفْتَى مِنْهُ أَجْيَانِي হলে

বালাগাত

قَوْلُهُ : لَا أَخْصِرُ بِعَيْنَيَّ إِلَّا أَجْيَانِي :

এখানে جَانِي এবং أَجْيَانِي এর মধ্যে

قَوْلُهُ : لَا أَمْلِكُ خَلْقِي خَلْقِي :

এখানে جَانِي এবং أَجْيَانِي এর মধ্যে

قَوْلُهُ : لَا أَصْغِي رَيْثِي رَيْثِي :

এখানে جَانِي এবং أَجْيَانِي এর মধ্যে

قَوْلُهُ : لَا أَغْلِيصُ دُمَانِي دُمَانِي :

এখানে جَانِي এবং أَجْيَانِي এর মধ্যে

لَا وَاللَّهِ! بَلْ نَتَوَارَنُ فِي الْمَقَالِ، وَزَنَ
الْمِثْقَالِ، وَنَتَحَادَى فِي الْفِعَالِ، حَذَوُ
الْيَعَالِ، حَتَّى نَأْمَنَ التَّغَابِنَ، وَنَكْفَى
التَّضَاعُنَ، وَإِلَّا فَلِمَ أَعْلَمُكَ وَتُعَلِّنِي؟
وَأَقْلَمُكَ وَتَسْتَفْلِنِي؟ وَأَجْتَرِحُ لَكَ
وَتَجْرَحُنِي؟ وَأَسْرَحُ إِلَيْكَ وَتَسْرَحُنِي؟
وَكَيْفَ يَجْتَلِبُ إِنْصَافَ بَضِيٍّ! وَأَنْتَى تَشْرِقُ
شَمْسٌ مَعَ غَيْمٍ! وَمَنْتَى أَصْحَبَ وَدَّ يَعْسَفُ!

অনুবাদ : না, আল্লাহর শপথ! বরং আমরা কথাবার্তা
পাল্লার মাপের মতো পরিমাপে সমান থাকব এবং
কাজে-কারবারে জুতোর মাপে জুতো প্রস্তুত করার মতো
সমান সমান থাকব, যাতে আমরা পারস্পরিক ক্ষতি
থেকে নিরাপদে থাকি এবং পারস্পরিক বিদ্বেষ থেকে
রক্ষা পাই। আর যদি তা না হয় তবে কেন আমি
তোমাকে বারবার [শরবত] পান করাব, আর তুমি
আমাকে ব্যাধিগ্রস্ত করবে? আমি তোমাকে উপরে তুলব,
আর তুমি আমাকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে? আমি তোমার
স্বার্থে উপার্জন করব, আর তুমি আমাকে আহত করবে?
আমি তোমার দিকে এগিয়ে যাব, আর তুমি আমাকে
ছেড়ে দেবে? কিভাবে জলুমের পরিবর্তে সুবিচার পাওয়া
যায় এবং কোথায় মেঘের মাঝে সূর্য চমকায়! আর কখন
ভালোবাসাকে অন্যায়ের সঙ্গী বানানো হয়েছে।

শাস্তিক অনুবাদ : لَا وَاللَّهِ! বরং আমরা পরিমাপে সমান থাকব وَزَنَ الْمَقَالِ পাল্লার মাপের মতো وَنَتَحَادَى এবং সমান সমান থাকব فِي الْفِعَالِ কাজ-কারবারে جَذَوُ জুতোর পরিমাপ
মতো حَذَوُ যাতে نَأْمَنَ নিরাপদে থাকি التَّغَابِنَ পারস্পরিক ক্ষতি থেকে وَنَكْفَى এবং রক্ষা পাই التَّضَاعُنَ পারস্পরিক
বিদ্বেষ থেকে وَإِلَّا আর যদি তাই না হয় فَلِمَ তবে কেন أَعْلَمُكَ আমি তোমাকে বারবার পান করাব وَتُعَلِّنِي আর তুমি
আমাকে ব্যাধিগ্রস্ত করবে وَأَقْلَمُكَ আমি তোমাকে উপরে তুলব وَتَسْتَفْلِنِي আর তুমি আমাকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে وَأَجْتَرِحُ আমি
উপার্জন করব لَكَ তোমার স্বার্থে وَتَجْرَحُنِي আর তুমি আমাকে আহত করবে وَأَسْرَحُ আর আমি এগিয়ে যাব إِلَيْكَ তোমার
দিকে وَتُسْرَحُنِي আর তুমি আমাকে ছেড়ে দেবে وَكَيْفَ কিভাবে يَجْتَلِبُ পাওয়া যায় إِنْصَافَ সুবিচার بَضِيٍّ জলুমের
পরিবর্তে وَأَنْتَى এবং কোথায় تَشْرِقُ চমকায় شَمْسٌ সূর্য مَعَ মেঘের মাঝে وَمَنْتَى আর কখন أَصْحَبَ সঙ্গী বানানো
হয়েছে وَدَّ ভালোবাসা يَعْسَفُ অন্যায়ের সাথে।

শব্দ বিশ্লেষণ

না, আল্লাহর শপথ! : لَا وَاللَّهِ :

আমরা পরস্পরে পরিমাপে সমান থাকব : نَتَوَارَنُ :

পরস্পরে পরিমাপে সমান থাকা : (تَفَاعَلٌ) تَوَارَنًا :

ওজন করা, মাপা : (ض) وَزَنًا، زَنَةً :

فِي الْقُرْآنِ : أَلْزَنَ يَوْمِيذٍ الْعَقُ .

مَاذَهُ : (و-ز-ن) ، جُنْسٌ : مِقَالٌ وَآوِي

الْمِقَالُ (مصدر ميمي - ن) : কথাবার্তা, উক্তি :

وَزَنَ (ض) مِدَ : মাপা, ওজন করা :

وَزَنَ (ج) أَوْزَانٌ : ওজন। পরিমাপ।

الْمِثْقَالُ : (ج) مِثَالٌ : সমপরিমাণ। পরিমাপ। ওজন।

পাল্লা, দাঁড়িপাল্লা : د : ৯ দিরহামের সমপরিমাণ ওজন বা তার
চেয়ে কিছু কমবেশি।

فِي الْقُرْآنِ : قَسَنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ .

مَاذَهُ : (ث-ق-ل) ، جُنْسٌ : صَحِيجٌ

مُرَادٌ : مِيزَانٌ / وَزَنٌ

আমরা পরস্পরে সমান সমান থাকব : نَتَعَادَى :

পরস্পরে সমান থাকা : (تَفَاعَلٌ) تَعَادَى :

সামনা সামনি/ পাশাপাশি : (ض) مَعَادَاً، جِدَاً :

অবস্থান করা।

نُمُنَا অনুযায়ী জুতো প্রস্তুত করা : (ن) حَذَوًا، حَذَاً، الثَّمَلُ :

একটি জুতোর। মাপে অপর জুতো তৈরি করা।

অনুসরণ করা : أَوْ حَذَوُ : -

জুতো পরানো : وَلَهُ تَعَالَى : -

মাদে : (হ. ড. র.) , جنس : نَاقِصٌ دَائِي

مُرَادٌ : تَتَسَارَى / تَتَقَابَهُ . جِنْدٌ : تَتَقَارِبُ

(জ) فِعَالٌ , (র) يَقِلُّ : কাছ-কাঁরবার যৌথভাবেকৃত কাজ-কারবার।

সমান, সমপরিমাপ, বিপরীত : حَذَوُ :

(জ) يَمَالُ , أَتَمَلُّ , (র) تَمَلُّ : জুতা, চপ্পল।

فِي الْقُرْآنِ : فَاتَخَلَّعَ نَعْلَيْكَ .

মাদে : (ন. এ. ল.) , جنس : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : حِذَاءٌ .

তামর : تَامَرٌ : আমরা নিরাপদে থাকি।

(স) أَمَأَ , أَمَأَ , أَمَأَ : নিরাপদে থাকা।

فِي الْقُرْآنِ : أَفَأَمِنَ أَهْلَ الْقَرْيَةِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسٌ .

মাদে : (অ. ম. ন.) , جنس : مَهْمُوزٌ الْفَاو .

التَّعَابُ : التَّعَابُ : পারস্পরিক ক্ষতি।

أَتَغَابَنَ (تَغَابَنَ) مَصْد : একে অপরের ক্ষতি করা।

فِي الْقُرْآنِ : ذَلِكَ يَوْمَ التَّغَابُنِ .

মাদে : (এ. ব. ন.) , جنس : صَحِيحٌ , مُرَادٌ : التَّغَادُعُ .

تَكْفَى (مَج) : আমরা রক্ষা পাই।

(ض) كِفَايَةٌ : যথেষ্ট হওয়া।

التَّضَاعُنَ : পারস্পরিক বিষেষ।

تَقَاعَلُ (تَضَاعَنَ , اِتِّفَاعَلُ) : একের প্রতি।

অপরের বিষেষ রাখা।

(س) ضَفَنًا - عَلِيٍّ : বিষেষ পোষণ করা।

- إِلَيْهِ : আকৃষ্ট হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : أَنْ لَنْ يَخْرُجَ إِلَهُ أَضْغَانَهُمْ .

মাদে : (ض. এ. ন.) , جنس : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : التَّيَافُصُ .

وَالْأ : অন্যথায়, আর যদি তা না হয়।

فَلَمْ : তবে কেন, ... কি জন্য।

أَعَلَ (ن) عَلَا , عَلَا : আমি বারবার পান করাব।

(ن) عَلَا , عَلَا : দ্বিতীয়বার পান করা বা করানো।

اِنْعَالًا , اِنْعَالًا : বারবার পান করানো।

মাদে : (এ. ল. ল.) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادٌ : اِنْعَى

تُعَلُّ : তুমি ব্যাধিগ্রস্ত করবে।

اِنْعَالًا , اِنْعَالًا : অসুস্থ/ ব্যাধিগ্রস্ত করা।

(ض) عَلَا : অসুস্থ হওয়া।

(ن) عَلَا - اَللَّهُ فَلَا : অসুস্থ করা।

(ن. مَج) عَلَا - اَلْإِنْسَان : অসুস্থ হওয়া।

মাদে : (এ. ল. ল.) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادٌ : تَمَرَّضَ , جِنْدٌ : تَفَمَّيْنُ

أَقِلُّ : আমি উঠু করব। উপরে তুলব।

(اِنْعَالًا) اِنْعَالًا : উঠু করা। বহন করা।

(ض) ثَلَا , ثَلَا : উঠু করা। উঠু হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : حَتَّى إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا .

মাদে : (এ. ল. ল.) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادٌ : أَرَفَعُ , جِنْدٌ : أَحْفِزُ

تَسْتَقِيلُ : তুমি কম মনে করবে, তুচ্ছ জ্ঞান করবে।

اِسْتِغْفَالًا , اِسْتِغْفَالًا : তুচ্ছ জ্ঞান করা, কম মনে করা।

- يَكْفَى : স্বতন্ত্র/ একক হওয়া।

মাদে : (এ. ল. ল.) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادٌ : تَعَفَّرَ , جِنْدٌ : تَعَلَّلَ

أَجْتَرَحَ : আমি উপার্জন করব।

(اِنْعِيَالًا) اِنْعِيَالًا : উপার্জন করা।

(ن) جَرَحًا - هُ : আহত করা, জখম করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ .

মাদে : (জ. র. এ.) , جنس : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : أَكْتَسَبَ , جِنْدٌ : أَنْفَعُ

تَجَرَّحَ : তুমি আহত করবে।

(س) جَرَحًا : আহত হওয়া।

مُرَادٌ : تَفَرَّحَ , جِنْدٌ : تَسَلَّطَ

أَسْرَحَ : আমি এগিয়ে যাব।

(س) سَرَحًا : নিজেই এগোজনে বের হওয়া।

- إِلَى ثَلَا : এগিয়ে যাওয়া।

(ن) سَرَحًا , سَرَحًا : সকাল বেলায় বের হওয়া।

- النَّاسِيَةِ : চারণভূমিতে যাওয়া।

- الْكُنَى : বের করা। ছেড়ে দেওয়া।

حَسَفَ : অবমাননা, লাঞ্ছনা ।
 حَسَفَ (ض) مص : অবমাননা করা ।
 - الفَسْرُ : চন্দ্রগ্রহণ লাগা ।
 (انفعال) انْحَسَفَ : চন্দ্রগ্রহণ লাগা, ধসে যাওয়া ।
 فِي الْقُرْآنِ : لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ يَنَا .
 مَادَّةُ : (খ-স-ফ) , جنس : صحیح
 مُرَادُ : الإِذْلَاقُ , ضد : الإِكْرَامُ .
 أَبُ : (ج) أَبَاءُ , أبون : পিতা, জনক ।
 حَيْثُ : لِأَزْمِ الْإِضَافَةِ إِلَى الْجَعْلَةِ وَمِنْهُ عَلَى الظَّمِّ عِنْدَ
 الْجَمْهُورِ : যেখানে, যখন ।
 يَقُولُ : সে বলে ।
 (ن) قَوْلًا , مَقَالًا , قَالًا , قَبِيلًا : বলা ।
 جَزَيْتُ : আমি বিনিময় দিয়েছি, প্রতিদান দিয়েছি ।
 (ض) جَزَاءً : বিনিময় দেওয়া, প্রতিদান দেওয়া ।
 (افعال) إِجْرَاءً : যথেষ্ট হওয়া ।
 فِي الْقُرْآنِ : جَزَاءً وَقَاءً .
 مَادَّةُ : (জ-য-য়) , جنس : نَاقِصَ يَانِي
 مُرَادُ : دَنَتْ (مِنْ الدِّينِ)
 أَعْلَى : আমার সাথে সম্পর্ক জুড়েছে ।
 (افعال) إِعْلَاقًا - بَي : সম্পর্ক জোড়া ।
 (تفعيل) تَعْلِيقًا : ঝুলানো ।
 (س) عِلْقًا - وَبَيْ : ভালোবাসা ।
 مَادَّةُ : (এ-ল-ফ) , جنس : صحیح
 مُرَادُ : الْقَصْقُ , ضد : صَرِيمٌ
 وَد : ভালোবাসা । বন্ধুত্ব ।
 جَزَاءً : প্রতিদান, বিনিময় ।
 جَزَاءً (ض) مص : প্রতিদান দেওয়া ।
 يَنْشِي : [হিয়ারত] নির্মাণ করে, গড়ে তোলে ।
 (ض) يَنَاءً , بَنِيَانًا : আবাদ করা, নির্মাণ করা ।
 فِي الْقُرْآنِ : وَيَنْشِي تَوَقُّعَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا .

(প-ন-য়) , جنس : نَاقِصَ يَانِي
 مُرَادُ : صَنَعَ
 (ج) يَسَّسَ : ভিত্তি
 (ن) مص : ভিত্তি স্থাপন করা ।
 (ج) أَسَّسَ , أَسَّسَ : ভিত্তি
 فِي الْقُرْآنِ : أَفْسَنَ أَسَّسَ بَنِيَانَهُ .
 مَادَّةُ : (আ-স-স) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
 مُرَادُ : أَصْلٌ
 كَلَّمَ : আমি মেপেছি ।
 (ض) كَبَّلًا , مَكَّالًا , مَكِيلًا , (افعال) اِكْتَبَالَ : মাপা ।
 فِي الْقُرْآنِ : وَإِذَا كَانَرُفَهُمْ أَوْ رَزَزَهُمْ يَخْسِرُونَ .
 مَاد : (ক-য়-ল) , جنس : أَجَوَفٌ يَانِي
 مُرَادُ : وَزَنْتُ .
 الْخَلِيلُ : (ج) إِخْلَالَ : বন্ধু, প্রিয়জন ।
 مُرَادُ : حَبِيبٌ , ضد : عَدُوٌّ
 كَال : সে মেপেছে ।
 (ض) كَبَّلًا , مَكَّالًا , مَكِيلًا : মাপা । পরিমাপ করা ।
 وَقَاءً : (ض) مص : পূর্ণ করা ।
 فِي الْعَدِيثِ : وَقَاءً لَا غَرَر .
 مَادَّةُ : (ও-ফ-য়) , جنس : لَقِيفٌ مَفْرُوقٌ .
 مُرَادُ : نَقَمٌ .
 كَيْلُ : (ج) أَكْبَالَ : মাপপাত্র, মাপ ।
 الْكَيْلُ (ض) مص : মাপা, পরিমাপ করা ।
 فِي الْعَدِيثِ : كَيْلًا وَكَيْلًا وَزَنًا يَوْزَنُ .
 يَخْسِرُ : (ف) مص : উনো করা, কম করা, জুলুম করা ।
 فِي الْقُرْآنِ : وَتَرَوُوهُ يَخْسِرُ بَخْسٍ .
 مَادَّةُ : (প-খ-স) , جنس : صحیح
 مُرَادُ : نَقَصٌ , ضد : وَقَاءً
 لَمْ أَخْسِرْ : আমি [তাকে] ক্ষতিগ্রস্ত করি নি, কম দেই নি ।
 (انفعال) تَغْيِيرًا , (ض) خَسْرًا , خُسْرَانًا : ধ্বংস করা ।
 ক্ষতিগ্রস্ত করা, কম দেওয়া ।

(স) خَسْرًا، خَيْرًا، خَسَارًا، خَسَارَةً، خَسْرَانًا : হারস হওয়া ।
ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ .

مَادَّةُ : (খ-স-র) : جِنْس : صَبِيح

مُرَادُفُ : أَنْفَصُ ، يَذُ : أَكْثَل

شَرُّ : (জ) شَرَّارٌ ، أَشْرَارٌ ، أَشْرَاءُ : : নিকৃষ্ট, নিচ, অপকৃষ্ট ।

فِي الْحَدِيثِ : تَعَزَّوْا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ أَنْفُسًا .

مَادَّةُ : (শ-র-র) : جِنْس : مُضَاعَفَةٌ ثَلَاثِي

مُرَادُفُ : حَيْسٌ/حَقِيرٌ ، يَذُ : خَيْرٌ

أَلْوَرَى : মাখলুক, সৃষ্টজগৎ, সৃষ্টজীব ।

الْيَوْمَ : (ইওম) : আজ

يَوْمٌ : (জ) أَيَّامٌ , (জ) أَيَّامٌ : দিন

أَخْسَرَ (اسم تفضيل, مذ) : : অধিক ক্ষতিগ্রস্ত, অধিক হানি ।

مُرَادُفُ : أَنْفَصُ ، يَذُ : أَنْفَعُ

أَمْسٍ (مبنى على الكسر) : গতকাল ।

الْأَمْسِ (معرب) : (জ) أَمْسٍ , أَمْسٍ , أَمْسٍ :

পূর্ববর্তী যে কোনো দিন ।

يَطْلُبُ : তলব করে । অন্বেষণ করে । প্রার্থনা করে ।

(ن) طَلَبًا : : তলব করা । অন্বেষণ করা । প্রার্থনা করা ।

جَنَى : (জ) أَجْنًا , أَجْنٍ : চয়িত, ফল, সদা চয়িত ফল ।

فِي الْقُرْآنِ : فَسَاطِطٌ عَلَيْكَ وَطَبًا جَنِيًا .

مَادَّةُ : (জ-ন-ই) : جِنْس : نَاقِصٌ يَائِنِي

مُرَادُفُ : تَمَرَةٌ .

عَرَسَ : (জ) أَفْرَاسٌ , غِرَاسٌ : রোপণকৃত বৃক্ষ, চারা ।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : لِلَّهِ أَبْرُكُ : (كَيْفَةُ التَّعْمِيَّتِ)

মূল ইবারত ছিল مَفْدِي لِلَّهِ أَبْرُكُ ।

এ- মَفْدِي لِلَّهِ أَبْرُكُ হলে মَفْدِي মুনত্ব আর মَفْدِي সহ মَفْدِي আর্থ সাথে
قَوْلُهُ : كَيْفَةُ التَّعْمِيَّتِ : কীভাবে কীভাবে :
মূল ইবারত ছিল كَيْفَةُ التَّعْمِيَّتِ لِلَّهِ أَبْرُكُ
মাসদার মাহযুফ মুনত্ব আর মুনত্ব মুনত্ব
মুযাফ ইলাইহি মিলে মিলে মিলে মিলে
মুনত্ব মুনত্ব মুনত্ব মুনত্ব

বালাগাত

قَوْلُهُ : جَزَيْتُ مِنْ عَلَى أَبِيهِ :

এখানে লেখক দুই আলাপচারী ব্যক্তির মধ্যে পিতার বক্তব্য
এখানে উল্লেখ করে বলেন, যে ব্যক্তি আমার অন্তরে
ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করে তার সেই ভালোবাসাকে
আমি ভিত্তিরূপে গ্রহণ করি এবং তার উপর আমার
ভালোবাসার ইমারত নির্মাণ করি । সে যদি আমার অন্তরে
নিখাদ ভালোবাসার ভিত্তি স্থাপন করে, তবে আমি তার উপর
আমার ভালোবাসার সুদৃঢ় ইমারত নির্মাণ করি । পক্ষান্তরে সে
যদি কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়ে আমার অন্তরে ভালোবাসার দুর্বল
ভিত্তি স্থাপন করে, আমিও তার উপর আমার ভালোবাসার দুর্বল
ইমারত নির্মাণ করি । এখানে লেখক তাঁর ভালোবাসার
প্রতিদান প্রদানকে এমন ব্যক্তির ইমারত নির্মাণের সাথে
তুল্যবোধ দিয়েছেন, যে ভিত্তির দুর্বলতা ও সবলতার বিচার
করে যথোপযুক্ত ইমারত নির্মাণ করে ।

قَوْلُهُ : كَيْفَةُ التَّعْمِيَّتِ عَلَى أَبِيهِ :

এখানে পিতার বক্তব্যে এক বক্তুর ভালোবাসা পোষণ করাকে
অপর বক্তুর ভালোবাসা পোষণ করার সাথে তুল্যবোধ দিয়েছেন
হয়েছে । অর্থাৎ অপর বক্তুর পূর্ণমাত্রায় ভালোবাসা পোষণ করলে
আমিও তাকে পূর্ণমাত্রায় ভালোবাসি । আর সে যদি সে যথার্থ
ভালোবাসা পোষণে ক্রটি করে তবে আমিও তার সাথে সে
মুতাবিক ভালোবাসা পোষণ করি ।

لَا أَبْتَغِي الْغَنَى وَلَا أَنْفُسِي
بِصَفَقَةِ الْمَغْبُونِ فِي حِسِّهِ
وَلَسْتُ بِالْمَوْجِبِ حَقًّا لِمَنْ
لَا يُوْجِبُ الْحَقُّ عَلَى نَفْسِهِ
وَرَبَّ مَذَاقِ الْهُرَى خَالِنِي
أَصْدَقَهُ الرُّدَّ عَلَى لَبْسِهِ
وَمَا دَرَى مِنْ جَهْلِهِ أَنْتَنِي
أَقْضَى غَرِيمِي الدَّيْنَ مِنْ جَنْسِهِ
فَاهْجِرْ مَنْ اسْتَقْبَاكَ هَجْرَ الْقِلَى
وَهَبْهُ كَالْمَلْحُودِ فِي رَمْسِهِ

অনুবাদ : আমি ক্ষতির সম্মুখীন হতে চাই না এবং আমি নিজ অনুভূতিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির কাজ-কারবারে ফিরে যেতে চাই না। [অর্থাৎ, আমি কাউকে ধোঁকা দেই না অথবা আমি পুনরায় ধোঁকা খাওয়ার মতো কাজ-কারবার করি না]। যে ব্যক্তি নিজের উপর আমার অধিকার স্বীকার করে না, আমি তার অধিকার স্বীকার করি না। এবং অনেক ভেজাল ভালোবাসা পোষণকারী আমাকে ধারণ করেছে যে, আমি তার কৃত্রিমতা সত্ত্বেও তার সাথে অমি নিখাদ ভালোবাসা রাখি। এবং সে তার অজ্ঞতাবশত বুঝে নি যে, আমি আমার স্বর্ণদাতাকে স্বর্ণের অনুরূপ জিনিস দ্বারা স্বর্ণ পরিশোধ করি। অতএব, যে তোমাকে নির্বোধ মনে করে তুমি তাকে, শত্রুকে পরিত্যাগ করার মতো পরিত্যাগ কর এবং তুমি তাকে সেই ব্যক্তির মতো মনে কর, যে তার সমাধিতে সমাহিত।

শাব্দিক অনুবাদ : لَا أَبْتَغِي : আমি সম্মুখীন হতে চাই না الْغَنَى ক্ষতির أَنْفُسِي : আমি ফিরে যেতে চাই না بِالصَّفَقَةِ : কাজ-কারবারে الْمَغْبُونِ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির حِسِّهِ নিজ অনুভূতিতে لَسْتُ : আমি নই/আমি করি না الْمَوْجِبِ : স্বীকারকারী حَقًّا অধিকার لِإِمْنِ তার যে ব্যক্তি لَا يُوْجِبُ : স্বীকার করে না الْعَنْ অধিকার نَفْسِهِ নিজের উপর وَأَنْتَنِي : এবং رَبَّ : মাজদারِ مَذَاقِ الْهُرَى ভেজাল ভালোবাসা পোষণকারী خَالِنِي আমাকে ধারণ করেছে যে, আমি নিখাদ ভালোবাসা রাখি أَصْدَقَهُ : তার কৃত্রিমতা সত্ত্বেও الرُّدَّ তার অজ্ঞতাবশত عَلَى : যে আমি لَبْسِهِ : পরিশোধ করি مَا دَرَى : আমার স্বর্ণদাতাকে الدَّيْنَ স্বর্ণ جَنْسِهِ : স্বর্ণের অনুরূপ জিনিস দ্বারা فَاهْجِرْ : অতএব তুমি তাকে পরিত্যাগ কর مَنْ : যে তোমাকে اسْتَقْبَاكَ : নির্বোধ মনে করে هَجْرَ الْقِلَى : শত্রুকে পরিত্যাগ করার মতো وَهَبْهُ : তুমি তাকে মনে কর كَالْمَلْحُودِ : সেই ব্যক্তির মতো যে সমাহিত رَمْسِهِ : তার সমাধিতে।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَا أَبْتَغِي : আমি চাই না, কামনা করি না।
(الْفِتْعَالُ) اِبْتِغَاءً : তালাশ করা, চাওয়া, কামনা করা
مُرَادٌ : أَطْلَبُ
الْغَنَى : ক্ষতি, ধোঁকা
الْغَيْن (ن) : ধোঁকা দেওয়া, ক্ষতি করা
فِي الْحَدِيثِ : مَغْبُونٌ مَنْ كَانَ عَدُوَّهُ شَرًّا مِنْ أَمْسِهِ -
مَادَّهُ : (غ. ب. ن) : جَنْسٌ : صَحِيبٌ
مُرَادٌ : الْخِدَاعُ

لَا أَنْفُسِي : আমি ফিরে যাব না, ফিরে যেতে চাই না।
(الْتِمَالُ) اِنْتِغَاءً : ফিরে যাওয়া।
(ض) نَبَأٌ - السُّئ : ফিরানো। ভাঁজ করা।
- فَلَا : বিরত রাখা।
- السُّئ : দ্বিতীয় হওয়া।
(الْتِمَالُ) تَنْفِيَةً : দ্বিগুণ করা।
مَادَّهُ : (ث. ن. ي) : جَنْسٌ : نَاقِصٌ بِأَنْتَنِي
صَفَقَةٌ : (ج) صَفَقَاتٌ : কাজ-কারবার।

فِي الْحَدِيثِ : نَهَى عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ -

মাদে : (স. ফ. ক) , جِسْ : صحيح

مُرَادٌ : عَدَدٌ

الْمُعْتَبَرُونَ (মফ, মড) : ধোকা খাওয়া ব্যক্তি, ক্ষতিগ্রস্ত।

جِسْ : উপলব্ধি, অনুভূতি।

جِسْ (ম) : মদ : জানা।

(إِنْعَالٌ) إِحْسَانٌ - الشَّرُّ وَالشَّرُّ : জানা। উপলব্ধি করা।

فِي الْقُرْآنِ : قَلْبًا أَحْسَرَ عَيْنِي مِنْهُمْ الْكَفَرُ -

মাদে : (হ. স. স) , جِسْ : مُصَاعَفٌ ثَلَاثِينَ

مُرَادٌ : قَهْمٌ يَعْلَمُ , جِسْ : غِبَاؤُهُ/جَهْلٌ

لَسْتُ : (فعل ناقص) : আমি নই।

الْمُوجِبُ (ফা, মড) : অবধারিতকারী, স্বীকারকারী।

(إِنْعَالٌ) إِيجَابًا : অপরিহার্য করা, অবধারিত করা।

(م) : رُجُوعًا : অপরিহার্য হওয়া। সাব্যস্ত হওয়া। চূড়ান্ত হওয়া।

فِي الْحَدِيثِ : أَلْوَتَرُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ -

মাদে : (ও. জ. ব) , جِسْ : مِقَالٍ وَأَوْتَى

مُرَادٌ : الْمُلْزِمُ

حَقٌّ : (ج) : حُقُوقٌ : অধিকার, প্রাপ্য।

فِي الْحَدِيثِ : إِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا -

মাদে : (হ. ক. ক) , جِسْ : مُصَاعَفٌ ثَلَاثِينَ

لَا يُوجِبُ : অবধারিত করে না, স্বীকার করে না।

نَفْسٌ : (ج) : نَفُوسٌ , أَنْفَسَ : আত্মা, প্রাণ, ব্যক্তি, নিজ সত্তা।

رُبٌّ : অনেক, বহু।

مَلَأَ : অসাধু বহু, মিশ্রণকারী।

(ن) : مَذَقًا - اللَّبَنَ : দুধে পানি মিশ্রিত করা, মেশানো।

(إِنْعَالٌ) إِحْدَاثًا , أَمَّا : اللَّبَنَ : দুধ পানি মিশ্রিত হওয়া।

মাদে : (ম. ড. ক) , جِسْ : صحيح

مُرَادٌ : غِلَاطٌ

مَلَأَ الْهَوَى : ভেজাল ভালোবাসা পোষণকারী।

خَالَ : ধারণা করেছেন।

(س) : خَبَلًا , خَبَلَةً , خَلَا , خَبَلًا : ধারণা করা।

(نَفْعِيلٌ) تَخَبُّلاً : মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা।

فِي الْقُرْآنِ : يَخْتَلِلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهُ تَسْمَى -

মাদে : (হ. ক. ক) , جِسْ : أَجَوْتُ يَأْنِي

مُرَادٌ : حَبِيبٌ , جِسْ : تَبَيَّنَ

أَصْدَقُ : আমি মিথাদ ভালোবাসা রাখি।

(ن) : صَدَقًا - الْوَدَّ : মিথাদ ভালোবাসা পোষণ করা।

مُرَادٌ : أَوْدٌ

الْوَدَّ (স) : মদ : আন্তরিকতা পোষণ করা, ভালোবাসা।

لَيْسَ , لَيْسَ : সন্দেহ, সংশয়, কাটনা, অশুভতা, ভেজাল, কুস্মিতা।

لَيْسَ (ম, ন) : মদ : সম্ভেদযুক্ত করা, উলট পালট করে দেওয়া।

(س) : لَيْسًا - الْقَرَبَ : পরিধান করা।

فِي الْقُرْآنِ : لَا تَنْفِرُوا الْعَقَّ بِالْبَاطِلِ -

মাদে : (ল. ব. স) , جِسْ : صحيح

مُرَادٌ : تَخْلِيْفٌ , جِسْ : إِخْلَاصٌ

مَا دَرَى : সে বুঝেনি।

(م) : دَرَى , دَرَى , دَرَى , دَرَى : জানা, বুঝা।

(مُصَاعَفَةٌ) مُدَارَاةٌ : কোমল আচরণ করা।

فِي الْقُرْآنِ : لَا تَذَرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثَ بَعْدَ ذَلِكَ -

মুরাদ : مَا يَعْلَمُ , جِسْ : مَا جَهِلَ

جَهْلٌ (স) : মদ : না জানা।

جَهْلٌ : অজ্ঞতা, অজ্ঞানতা, মূর্খতা।

مُرَادٌ : أَمِيَّةٌ , جِسْ : عِلْمٌ

أَقْضَى : আমি (খণ) পরিশোধ করি।

(م) : قَضَاءٌ - الدَّيْنِ : ঋণ পরিশোধ করা।

মাদে : (ক. ম. ক) , جِسْ : نَاقِضٌ يَأْنِي

مُرَادٌ : أَوْدَى

عَرِثَمَ (জ) : عَرِثَمًا , غَرَامٌ : ঋণদাতা, ঋণগ্রহীতা, প্রতিপক্ষ।

مُرَادٌ : دَانِي

الدِّينَ : (ج) دُيُونٌ ، أَدِينُ : অণ, কর্জ
 الْحَدِيثُ : حَدَّثَنِ اللّٰهُ أَحَقُّ بِالْقَبُولِ .
 مَادَّةُ : (د-য-ন) , جِنْسُ : اجْنَوفُ يَأْنِي
 مُرَادُفُ : قَرْضُ

جِنْسُ : (ج) أَخْنَأَسُ : স্বজাতি, জাতি, কোনো কিছুর অনুরূপ।
 مَادَّةُ : (ج-ন-স) , جِنْسُ : صَحِيحُ
 مُرَادُفُ : تَوَعُّعٌ , مِثْلُ , ضِدُّ : غَيْرُ
 أَهْجَرُ : তুমি পরিত্যাগ কর।

(ن) هَجَرًا , هِجْرَانًا : সম্পর্ক ছিন্ন করা, পরিত্যাগ করা।
 (مَفَاعَلَةٌ) مُهَاجَرَةٌ : হিজরত করা।
 فِي الْقُرْآنِ : وَاهْجَرْنِي مَلِيًّا .

مَادَّةُ : (و-জ-র) , جِنْسُ : صَحِيحُ
 مُرَادُفُ : أَتْرَكَ , ضِدُّ : خَذُّ

أَسْتَفْعِي : নির্বোধ মনে করল [করে]।

(إِسْتَفْعَالٌ) إِسْتَفْبَاءٌ : নির্বোধ মন করা।

(ض) غَبَاوَةٌ : নির্বোধ হওয়া। অজ্ঞ থাকা।

مَادَّةُ : (غ-ব-য) , جِنْسُ : نَاقِصٌ يَأْنِي

مُرَادُفُ : أَسْتَجْهَلُ

هَجَرُ (ن) مَصْدُ : পরিত্যাগ করা, ছেড়ে দেওয়া।

الْقَلِيلُ (ض, س) مَصْدُ : শত্রুতা রাখা, বিদ্বেষ রাখা।

قَلَى (مصدر بمعنى اسم فاعل) : শত্রু, বিদ্বেষী।

(ض) قَلْبًا : হুনা।

فِي الْقُرْآنِ : مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى .

مَادَّةُ : (ق-ল-য) , جِنْسُ : نَاقِصٌ يَأْنِي

مُرَادُفُ : الْبَغْضُ , ضِدُّ : خَذُّ

هَبَّ : তুমি মনে কর, ধরে নাও।

(ن) وَهَبًا , هَبَةً : মনে করা। ধরে নেওয়া।

এ অর্থে কেবল صَبَغَةُ ব্যবহৃত হয়।

فِي الْقُرْآنِ : يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاءً .

مَادَّةُ : (و-ব-ব) , جِنْسُ : مِثَالٌ رَآوِي

مُرَادُفُ : أَحْسَبُ

الْمَلْحُودُ (مَف, مَذ) : সমাহিত, দাফনকৃত।

(ن) لَعْدًا , (أَفْعَالٌ) إِلْعَادًا - اللَّيْتُ : মৃতকে দাফন করা।

- اللَّحْدُ : কবর খনন করা।

- لِلْيَمِيَّتِ : বগলী করা, খনন করা।

رَمَسَ : (ج) رُمُوسٌ , أَرْمَأَسٌ : কবর, সমাধি।

(ن-ض) رَمَسًا : ঢেকে দেওয়া। দাফন করা। কবরের মাটি জমির সমতল করে দেওয়া।

(أَفْعَالٌ) إِرْمَأَسًا : দাফন করা।

مَادَّةُ : (ر-ম-স) , جِنْسُ : صَحِيحُ

مُرَادُفُ : قَبِرُ

وَالْبَسَ لِمَنْ فِي وَصْلِهِ لُبْسَةً
لِبَاسٍ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ أَنْسِهِ
وَلَا تُرْجَ النُّودَ مِمَّنْ يَرَى
أَنَّكَ مُحْتَاجٌ إِلَى فَلْسِهِ
قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ : فَلَمَّا وَعَيْتُ مَا دَارَ
بَيْنَهُمَا ، تَقَتُّ إِلَى أَنْ أَعْرِفَ عَيْنَهُمَا ،
فَلَمَّا لَاحَ ابْنُ ذُكَّاءٍ ، وَالْحَفَّ الْجَوُّ الضِّيَاءُ ،
عَدَوْتُ قَبْلَ اسْتِغْفَالِ الرِّكَابِ ، وَلَا اِغْتِدَاءَ
الْغُرَابِ .

অনুবাদ : যে ব্যক্তির মিলনে কৃত্রিমতা রয়েছে তার সামনে তুমি সেই ব্যক্তির পোশাকের ন্যায় পোশাক পরিধান কর, যার আন্তরিকতার ব্যাপারে বিমুখতা অবলম্বন করা হয়। তুমি সে ব্যক্তি থেকে ভালোবাসার আশা করো না, যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, তুমি তার পয়সার মুখাপেক্ষী। হারিস ইবনে হাখাম বলেন, আমি যখন তাদের মধ্যকার আলাপ-আলোচনা শুনলাম তখন আমি তাদের উভয় ব্যক্তিকে চেনার জন্য অগ্রহী হলাম। অতঃপর যখন ভোরের আলো উদ্ভাসিত হলো এবং আলো পরিবেশকে ঢেকে নিল তখন আমি বাহনজন্তু রওয়ানা হওয়ার পূর্বে অতি প্রত্যাষে রওয়ানা হলাম। আর আমার প্রত্যাঘ-গমন কাকের প্রত্যাঘ-গমনের মতো নয়। [বরং আরও পূর্বে আমি গমন করলাম।]

শাব্বিক অনুবাদ : لِبَسَ তুমি পোশাক পরিধান কর. وَصْلِهِ যে ব্যক্তির মিলনে. لُبْسَةً কৃত্রিমতা. لِبَاسٍ পোশাক. مَنْ যার. يَرْغَبُ عَنْ أَنْسِهِ যার আন্তরিকতার ব্যাপারে বিমুখতা অবলম্বন করা হয়. وَلَا تُرْجَ তুমি আশা করো না. النُّودَ ভালোবাসা. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ হারিস ইবনে হাখাম বলেন. تَقَتُّ إِلَى أَنْ أَعْرِفَ EYNENHUMA তাদের মধ্যকার আলাপ-আলোচনা শুনলাম. তখন আমি অগ্রহী হলাম. ابْنُ ذُكَّاءٍ তোরের. وَالْحَفَّ الْجَوُّ الضِّيَاءُ আলো উদ্ভাসিত হলো. عَدَوْتُ পূর্বে. قَبْلَ اسْتِغْفَالِ الرِّكَابِ বাহনজন্তু রওয়ানা হওয়া. وَلَا اِغْتِدَاءَ প্রত্যাঘে গমন. الْغُرَابِ কাক।

শব্দ বিশ্লেষণ

لِبَسَ : তুমি পোশাক পরিধান কর।

(س) لِبَسًا : পোশাক পরিধান করা।

وَصَلَ : মিলন, সান্নিধ্য।

وَصَلَ (ض) مَد - الشَّرُّ بِالْفَرِّ : একত্র করা, যুক্ত করা।

(ض) وَصُولًا - إِلَى الْمَكَانِ : পৌছা।

لُبْسَةً : সংশয়, কৃত্রিমতা।

لِبَاسٍ : (ج) لِبْسٌ, لِبْسٌ : পোশাক, পরিচ্ছদ।

يَرْغَبُ : বিমুখতা অবলম্বন করা হয়।

(س) رَغِبًا , رَغْبَةً - عَنَّهُ : বিমুখতা অবলম্বন করা।

أَنْسٍ : আন্তরিকতা, ভালোবাসা, সুদৃশ্যক।

لَا تُرْجَ : তুমি আশা করো না।

(تَفَعَّلَ) تَرْجِيَةً (تَفَعَّلَ) تَرْجِيًا , (اِفْتَعَلَ) اِرْتِيَاءًا : আশা করা।

(ن) رَجَاءً , رَجَوًا , رَجَاءً : আশা করা। ভয় করা।

فِي الْغُرَابِ : مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا .

مَادَهُ (أ.ج.و) , جَنَسَ : نَاقِصٌ وَأَوَى

مَزَادٌ : لَا تَأْمَلُ , يَنْدُ : لَا تَبَاسَ

النُّودَ (س) مَد : ভালোবাসা।

يَرَى , (مِنْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ) : ধারণা করে।

(ف) رَأْيًا , رُؤْيَةً : ধারণা করা। মনে করা।

مُحْتَاجٌ : (فأ, مذ) : মুখাপেক্ষী, দারস্থ।

(اِفْتَعَلَ) اِحْتِيَاجًا : মুখাপেক্ষী হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَيَسْئَلُنَّ عَنْهَا عَلَيْهِمَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ .

অর্থোজন : ।

يُقَالُ : مَا كَانَ فِي نَفْسِهِ حَرَجًا وَلَا لُجَاً (وَيَا لَتَصْفِيرِ) حَرَجًا وَلَا لُجَجًا .

মাদে : (হ. ও. জ.) , جنس : أَجَوَفٌ وَأَوَى

مُرَادُفٌ : مُتَفَقِّرٌ , ضِدٌ : مُسْتَعْنَى .

فَلَسٌ : (জ. অ. ল. স.) , جنس : فَلُوسٌ , অর্থ : পয়সা,

مَادَةٌ : (ফ. ল. স.) , جنس : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : مُعَمَّلٌ

وَعَيْتٌ : আমি শুনলাম, আশ্বস্ত করলাম ।

(ض) وَعَيًْا - الْعَيْدُ : মুশস্ত করা, আশ্বস্ত করা । শোনা । গ্রহণ করা ।

(إِنْعَالٌ) إِنْعَالٌ الْكَلَامِ أَوْ الشَّيْءِ : আশ্বস্ত করা । জমা করা ।

فِي الْحَدِيثِ : نَصَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مَقَالَتِي وَوَعَاها

مَادَةٌ : (ও. ও. য.) , جنس : لَفِيفٌ مُفْرَوِّقٌ

مُرَادُفٌ : حَفِظْتُ , ضِدٌ : نَسِيتُ

مَا دَارَ بَيْنَهُمَا : তাদের মধ্যকার আলাপ-আলোচনা ।

مَا دَارَ : [যা তাদের মধ্যে] চলেছে ।

(ن) دَوَّرًا , دَوَّرَاتٍ - يَتَحَيَّاهُ : চলা, ঘোরা ।

(إِنْعَالٌ) إِدَارَةٌ - الشَّيْءِ : ঘোরা ।

وَوَيْه : ঘোরানো ।

(مَقَاعِلَةٌ) مَدَارَةٌ , وَارًا - وَ : অপরের সাথে ঘোরা ।

- عَلَى الْأَمْرِ : কোনো কাজ সম্পাদন করা ।

(سِتْفَعَالٌ) اسْتِدَارَةٌ - النَّهْيُ : ঘোরা । গোল হওয়া ।

- الشَّيْءِ وَبِهِ : ঘোরানো ।

فِي الْقُرْآنِ : يَلَا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاسِرَةً تُدِيرُونَهَا .

مَادَةٌ : (দ. ও. র.) , جنس : أَجَوَفٌ وَأَوَى

مُرَادُفٌ : طَافَ (حَوْلَ الشَّيْءِ)

تَقَتُّ : আমি অগ্রসরী হলাম ।

(ن) تَوَقَّأَ , تَوَقَّأَتْ - إِلَى الشَّيْءِ : ধাবিত হওয়া, অগ্রসরী হওয়া ।

- مِنْهُ : ডায় করা ।

- إِلَى الْعَائِيَةِ : জলদি করা ।

- عَنْهُ بِالْمَعْنَى : প্রবাহিত হওয়া ।

يَنْفِيهِ : প্রাণ দেওয়া ।

(تَفَعَّلَ) تَتَوَقَّأَ - إِلَى الشَّيْءِ : প্রত্যাক্ষী/অগ্রসরী হওয়া ।

مَادَةٌ : (ত. ও. ক.) , جنس : أَجَوَفٌ وَأَوَى

مُرَادُفٌ : اسْتَفْتَيْتُ , ضِدٌ : أَغْرَضْتُ

أَغْرَفُ : আমি চিনি, চিনব ।

(ض) عَرَفْتُ , عَرَفَاتًا : জানা । চেনা ।

إِلَى أَنْ أَعْرِفَ - عَيْنَهُمَا : আমি তাদের উভয়কে চেনার জন্য ।

عَيْنٌ : (জ. অ. য.) , عَيْنٌ , عَيْنَانِ , ব্যক্তি, সত্তা ।

مَادَةٌ : (জ. ও. য.) , جنس : أَجَوَفٌ يَأْتِي

مُرَادُفٌ : شَخْصٌ

لَا ح : প্রকাশ পেল, উদ্ভাসিত হলো ।

(ن) لَوْحًا : উদ্ভাসিত হওয়া ।

إِنِّي : (জ. অ. য.) , إِنِّي , آتَا : ছেলে, পুত্র ।

إِنِّي السَّيِّبُ : মুসাফির ।

إِنِّي جَلَدٌ : প্রসিক্ত ব্যক্তি ।

إِنِّي الطَّوْدُ : প্রতিধ্বনি ।

هُوَ ابْنُ يَتِيمٍ : সে আগামীর ব্যাপারে ভাবনাহীন ।

هُوَ ابْنُ بَطْنٍ : সে নিজের পেটের ভাবনায় সর্বদা ব্যস্ত ।

إِنِّي ذَكَاةٌ : ভোর, প্রভাত ।

ذَكَاةٌ : (غَيْرُ مُنْصَرِفٍ) : সূর্য ।

الْحَعَفُ : ঢেকে নিল ।

(إِنْعَالٌ) إِحْفَانًا - الْقَوْبُ : ঢেকে নেওয়া, পরানো ।

- السَّائِلُ : পীড়াপীড়ি করে চাওয়া ।

(ف) لَحَفًا : লেগেঘরা আবৃত করা ।

- الْقَوْبُ : কাপড় পরানো ।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا .

مَادَةٌ : (ল. ও. ফ.) , جنس : صَحِيحٌ

الْحَجُّ : (ج) أَجْرًا : পরিবেশ, আকাশ ও ভূমির মধ্যবর্তী।

অংশ, মুক্তাসন।

فِي الْقُرْآنِ : أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ .
مَادَّة : (ج-و-و), جَنَسٌ : لَيْفِيفٌ مَقْرُونٌ .
مُرَادِفٌ : هَوَاءٌ .

الْقَبِيَاءُ : (ج) أَضْوَاءُ : আলো, রশ্মি।

(إِفْعَالٌ) إِضَاءَةٌ : আলোকিত করা। আলোকিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ .

مَادَّة : (ض-و-و), جَنَسٌ : مُرَكَّبٌ (أَجَوَفٌ وَآوِيٌّ وَمَهْمُوزٌ لَامٌ)
مُرَادِفٌ : تَوَرَّ, ضَدٌّ : غُلَمَةٌ .

عَدَوْتُ : আমি প্রত্যাহে রওয়ানা হলম।

(ن) غَدَرًا, غَدْرًا (إِفْعَالٌ) اغْتِيَاءٌ : প্রত্যাহে রওয়ানা হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ .

مَادَّة : (غ-د-و), جَنَسٌ : نَاقِصٌ وَآوِيٌّ
مُرَادِفٌ : يَكْرَتُ .

اسْتِقْلَالٌ (اسْتِفْعَالٌ) مَصْد - الْقَوْمُ : রওয়ানা হওয়া।

- الشَّرُّ : উচ্চ করা। বহন করা।

- يَرَاهُ : স্বতন্ত্র মতের অধিকারী হওয়া।

مَادَّة : (ق-ل-ل), جَنَسٌ : مَصَاعِفٌ ثَلَاثِيٌّ
مُرَادِفٌ : اِرْتِعَالٌ .

الرَّكَابُ : (ج) رُكْبٌ, رُكَابٌ, رُكَابَاتٌ : যানজাহাজ, বাহনের উট।

إِغْتِيَاءٌ (افْعَالٌ) مَصْد : প্রত্যাহে গমন করা।

الْقُرَابُ : (ج) أَغْرَبٌ, غَرْبٌ, غَرْبَانٌ, أَغْرَبَةٌ (جمع) غَرَابِيْنُ :

কাক, বায়স।

الْقُرَابُ : মাথার পেছনের অংশ শিলা, বরফ।

- مِنَ السَّيْبَةِ : এক প্রকার পুরানো বাঁচের নৌকা।

- مِنْ كُلِّ شَيْءٍ : যে কোনো বস্তুর প্রথমমাংশ।

غُرَابُ الْفَأْسِ أَوْ السَّيْفِ : ধার।
وَالْعَرَبُ يَتَنَاقَشُونَ بِهِ إِذَا تَعَقَّ قَبْلَ الرِّجْلِ يَنْقُولُونَ :
غُرَابُ الْبَيْتِ .

يَضْرِبُ بِهِ الْمَنْعِلُ فِي السَّوَادِ وَالْكُورِ وَالْعَذْرِ وَالْبَعْدِ .

يُقَالُ : طَارَ غُرَابُهُ : সে বৃষ্ণ হয়ে গেছে।

أَرْضٌ لَا يَطِيرُ غُرَابُهَا . সবুজ-শ্যামল ভূমি।

بَكَرَ يَكْرُ الْقُرَابُ : সে কাকের মতো অতি ভোরে উঠেছে।

فَلَا أَدْرِي مِنَ الْقُرَابِ : সে কাকের চেয়ে অধিক সতর্ক।

دُونَ هَذَا شَبَّ الْقُرَابِ : কাকের ওজ্রতা এর চেয়ে বেশি।

أَغْرِبَةُ الْقُرْبِ : আরবের কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়।

فِي الْقُرْآنِ : تَبِعَتْهُ غُرَابًا .

مَادَّة : (غ-ر-ب), جَنَسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادِفٌ : الْغَدَاةُ / الْأَسْوَدُ / الْأَبْيَضُ / الزَّأُغُ / الْأَعْمَصُ .

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : وَلَا إِغْتِيَاءَ الْقُرَابِ :

تَصَبَّ عَلَى الْمَصْطَرِ وَهُوَ مَعْطُوكٌ عَلَى الْمَحْدُودِ
وَتَقْدِيرُهُ غَوْتُ إِغْتِيَاءٍ لَا إِغْتِيَاءَ كَذَا وَكَذَا وَلَا إِغْتِيَاءَ
الْقُرَابِ .

وَجَعَلْتَ أَسْتَقْرَى صَوَّبَ الصَّوْبَ اللَّيْلِيَّ،
وَأَتَوَسَّمُ الرَّجُوهَ بِالنَّظَرِ الْجَلِيِّ، إِلَى أَنْ
لَمَحْتُ أَبَا زَيْدٍ وَابْنَهُ يَتَحَادَّثَانِ،
وَعَلَيْهِمَا بَرْدَانِ رَثَانِ، فَعَلِمْتُ أَنَّهَا نَجِيَّةٌ
لَيْلَتِي، وَصَاحِبَا رَوَايَتِي، فَقَصَدْتُهُمَا
قَصْدَ كَلْبٍ يَدْمَأُتِيهِمَا، رَأَتْ لِرَثَائِيهِمَا،
وَأَبَحَّتُهُمَا التَّحَوُّلَ إِلَى رَحْلِي، وَالتَّحَكُّمَ
فِي كَثْرَى وَقَلْبِي.

অনুবাদ : এবং আমি নৈশ-ধ্বনির দিশা ঝুঁজতে লাগলাম, আর উন্মুক্ত দৃষ্টিতে চেহারাগুলোর পরিচয় নিতে লাগলাম। এক পর্যায়ে আমি আবু যায়দ ও তার পুত্রকে দেখতে পেলাম, তারা উভয়ে কথাবার্তা বলছে। তখন তাদের গায়ে ছিল দুটি জীর্ণ চাদর। অতএব, আমি বুঝে নিলাম যে, এ দুজনই আমার রাতে গল্প করার সঙ্গী এবং আমার কাহিনীর দুই নায়ক। তখন আমি তাদের উভয়ের নম্রতার প্রতি বিমুগ্ধ ব্যক্তির অভিযুগী হওয়ার মতো এবং তাদের দুরাবস্থার কারণে দুঃখবোধকারীর মতো তাদের কাছে গেলাম এবং আমার হাওদায় স্থানান্তরিত হওয়া ও আমার কম-বেশি আসবাবপত্রের যথেষ্টা অধিকার চর্চা করার জন্য তাদের উভয়কে অনুমতি দিলাম।

শাস্তিক অনুবাদ : وَأَتَوَسَّمُ النَّيْلَ الصَّوْبَ اللَّيْلِيَّ এবং আমি ঝুঁজতে লাগলাম صَوَّبَ দিশা পরিচয় নিতে লাগলাম الرَّجُوهَ চেহারাগুলো দৃষ্টিতে উন্মুক্ত الْجَلِيِّ অমনি لَمَحْتُ আমি দেখতে পেলাম أَبَا بَرْدَانَ رَثَانَ এবং তাদের গায়ে ছিল رَثَانِ এবং তাদের গায়ে ছিল দুই জীর্ণ চাদর فَعَلِمْتُ অতএব আমি বুঝে নিলাম যে إِنَّهَا এ দুজনই نَجِيَّةٌ গল্প করার সঙ্গী لَيْلَتِي আমার রাত দুই নায়ক وَصَاحِبَا আমার কাহিনী فَقَصَدْتُهُمَا অতঃপর আমি তাদের কাছে গেলাম তাদের দুঃখবোধকারীর মতো দুঃখবোধকারী তাদের দুরাবস্থার কারণে وَأَبَحَّتُهُمَا এবং তাদের উভয়কে অনুমতি দিলাম التَّحَوُّلَ স্থানান্তরিত হওয়া إِلَى رَحْلِي আমার হাওদায় وَالتَّحَكُّمَ এবং যথেষ্টা অধিকার চর্চা করা فِي كَثْرَى وَقَلْبِي আমার কম-বেশি আসবাবপত্রে।

শব্দ বিশ্লেষণ

جَعَلْتُ : আমি শুরু করলাম।
(ف) جَعَلًا : তৈরি করা, সৃষ্টি করা, শুরু করা।
جَعَلْتُ أَسْتَقْرَى : আমি ঝুঁজতে লাগলাম।
أَسْتَقْرَى : আমি ঝুঁজি, ঝুঁজব।
(اِسْتَفْعَلْتُ) اِسْتَفْرَأْتُ : বোজা করা।
(ف) قَرَأْتُ : পড়া, পাঠ করা।
فِي الْقِرَانِ : اقْرَأْ يَا سَيِّدُ الَّذِي خَلَقَ .
مَادَهُ : (ق. র. ও.) , جنس : مَهْمُزٌ لَا
مَرَادُف : اَنْتَبِهْ / اَطْلُبْ
صَوَّبَ : উপকারী ও অক্ষতিকর বৃষ্টি, দিক, দিশা।

بَدَأَ : قَلَانَ مُسْتَقِيمَ الصَّوْبِ إِذَا لَمْ يَزِغْ عَنْ قَصْدِهِ .
مَادَهُ : (ص. ও. ব.) , جنس : أَجَوَفٌ
مَرَادُف : جَهَةٌ نَاجِيَةٌ
الصَّوْبُ : (ج) أَصْرَاتٌ : শব্দ, ধ্বনি।
الَّذِي (نِسْبَةً إِلَى اللَّيْلِ) : নৈশ, রাত্রিকালীন, রাত্রিসংক্রান্ত।
جَعَلْتُ) أَتَوَسَّمُ : আমি পরিচয় নিতে লাগলাম।
(اَنْفَعَلْتُ) تَوَسَّأَ : পরিচয় নেওয়া।
(ج) وَجْهٌ , أَوْجُهُ , مَجْهٌ , (و) وَجْهٌ : চেহারা, মুখমণ্ডল।
النَّظَرُ (ج) أَنْظَارٌ : দৃষ্টি।
النَّظَرُ : (ن. س.) : দেখা, চিন্তা ভাবনা করা।

الشَّيْءُ، উদ্ভাস, শানিত, [এখানে- উন্মুক্ত] : (صف. مذ) : الشَّيْءُ

প্রকাশ পায়। : الشَّيْءُ হয়। : উচ্চ হয়। : (ن) جَلَاءُ

বের হয়। : عَنْ بَلَدٍ وَمِنْهُ

শষ্ট করা। প্রকাশ করা। : الْأَمْرُ - جَلَاءُ

বহিষ্কার করা। : الرَّجُلُ عَنْ بَلَدٍ

মধু বের করার জন্য খোয়া দেওয়া। : السَّحْلُ -

অবশেষে, এক পর্যায়ে, অমনি। : إِلَى أَنْ

আবছা দেখলাম, ... দেখতে পেলাম। : لَسْتُ

হাফা, তড়িৎ দৃষ্টিতে দেখা : الشَّيْءُ وَالْيَاقُوتُ

আবছা প্রত্যক্ষ করা।

চমকানো। : الْبَرْقُ أَوْ النَّجْمُ

দৃষ্টি উঠা। : الْبَصَرُ -

দৃষ্টি দেওয়া। : الشَّيْءُ بِالْبَصَرِ

হাফা/ তড়িৎ দৃষ্টিতে দেখা। : إِلَى قَلْبٍ

চমকপ্রদ বানানো। : الشَّيْءُ -

প্রদর্শন করা। : الرَّجُلُ -

তার। উভয়ে কথাবার্তা বলছে। : يَتَحَادَّثَانِ

পরস্পর কথাবার্তা বলা। : تَحَادَّثَا

বর্ণনা করা। : تَفَعَّلَ تَعْدِيثًا

অবহিত করা, জানানো। : كَذَا وَكَذَا -

فِي الْقُرْآنِ : وَأَمَّا يَنْعَمَ رَبُّكَ فَعَدِثَ

مَادَّةٌ : (ح. د. ث) : جِئْتُ : صَحِيح

مُرَادٌ : يَتَكَلَّمَانِ

عليهما : তাদের উপর, তাদের গায়ে।

চাদর। : (ج) أَبْرَدَ : بَرَدَ

فِي الْعَدِيثِ : كَانَ رَجُلًا قَامَ وَعَلَيْهِ بَرْدَانِ أَخْضَرَانِ

مَادَّةٌ : (ب. ر. د) : جِئْتُ : صَحِيح

مُرَادٌ : رَوَاهُ

(ث) رَتَانِ : (و) رَتَّ : (ج) رَتَّ : رَتَّ

(ض) رَتَانَةٌ : رَتْنَةٌ - الثَّرْبُ : জীর্ণ হয়।

مَادَّةٌ : (ر. ث. ث) : جِئْتُ : مَقَاعِدُ ثَلَاثِينَ

مُرَادٌ : خَلْقَانِ : جِدَّ : جَدِيدَانِ

عَلِمْتُ : আমি জানলাম, বুঝে নিলাম।

(س) عَلِمًا : অবগত হয়।

একান্তে গল্প করার সাথী। : (ج) أَنْبِيَاءُ

(ن) نَجْوًا : نَجْوَى : (مُتَعَلِّقَةٌ) مَتَابَعَةٌ وَنَجَا - الرَّجُلُ :

গোপনে/ চুপিসারে কথা বলা।

চুপিসারে : (فِعَالٌ) إِنْجِيَاءُ - الْقَوْمُ

কথা বলা।

গোপন কথা বলার জন্য নির্দিষ্ট করা। : الرَّجُلُ -

مَادَّةٌ : (ن. ج. و) : جِئْتُ : نَاقِصٌ وَأَوَى

مُرَادٌ : مَارَ

لَيْلَةً : (ج) لَيْلَاتٌ : রাতে, নিশি।

صَاحِبٌ : (ج) صَحَبَ : أَصْحَابَ : صُحْبَةً : صَحَابَ

صَحْبَانِ : صَحَابَةٍ : [এখানে-নায়ক]

বর্ণনা, কাহিনী, উপন্যাস। : (ج) رَوَايَاتُ

রোয়ে (ض) مَدَّ : বর্ণনা করা।

قَصَدْتُ : আমি ইচ্ছা করলাম, অভিযুক্তী হলাম, গেলাম।

قَصَدَ (ض) مَدَّ - وَهُوَ وَالْيَابِ : অভিযুক্তী হয়, যাওয়া,

ইচ্ছা করা।

الشَّاعِرُ : কবিতা রচনা করা।

الشَّيْءُ : টুকরো টুকরো করে কাটা।

فِي الْأَمْرِ : মধ্যপন্থা অবলম্বন করা।

فِي التَّحْكِيمِ : ন্যায্য ফয়সালা করা।

فِي التَّفَقُّهِ : অপচয় ও কার্ণব্য না করা।

فِي شَيْءٍ : সংযতভাবে চলা।

فِي الْقُرْآنِ : رَاقِصٌ فِي مَشِيكِ

مَادَّةٌ : (ق. ص. د) : جِئْتُ : صَحِيح

مُرَادٌ : أَرَدْتُ

كَلِّفَ (صف. مذ) : আসক্ত।

(ص) كَلَّفَ - الشَّيْءُ وَيَم : আসক্ত হয়। বিশ্বাস হয়।

কষ্ট সবেও সয়ে নেওয়া : الْأَمْرُ -

চেহায়ায় মেছতা বা দাগ পড়া : رَجَمَهُ -

আসক্ত/বিমুগ্ধ বানানো : اِنْعَالَ / اِكْلَانًا - وَهَيْكَلًا -

কঠিন কাজের হুকুম দেওয়া : تَفْعِيلُ تَكْلِيْمًا - وَزَمْرًا -

কোনো বিষয় ফরজ বা আবশ্যক করে দেওয়া :

فِي الْقُرْآنِ : لَا يَكْفِي اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَنَسَمًا .

مُرَادٌ : عَاشِقٌ

وَمَانَةٌ : نَمَتْ

وَمَانَةٌ (ك) : مَمَدٌ : নম্র হওয়া :

(س) : دِمْنًا : নরম হওয়া। কোমল হওয়া :

(تَفْعِيلُ) تَدْمِيْمًا : নরম করা/নরম বানানো :

- لَمْ اَلْحَدِيْثُ : উল্লেখ করা :

مَادَّةُ : (د - م - ث) : جُنْسٌ : صَحِيْحٌ

مُرَادٌ : مَدَارَةٌ / لَيْسَتْ .

رَآثٌ (فَا، مَذ) : رَآثَةٌ : শোক প্রকাশকারী, দুঃখবোধকারী :

(ن) رَثْوًا : (ض) رَيْثًا : رَآثَةٌ - اَلْتَرْتُ : শোক প্রকাশ করা :

মৃতের জন্য কান্নাকাটি করা। মৃতের ভালো গুণাবলি উল্লেখ

করে দুঃখ প্রকাশ করা। শোকগীথা রচনা করা :

- لَمْ : দয়া ও অনুগ্রহ করা :

رَثَائَةٌ : পুরানত্ব, দুরাবস্থা :

رَثَائَةٌ (ض) : মদ : জীর্ণ হওয়া। পুরানো হওয়া :

(اِنْعَالَ) اِرْثَانًا - الْقَوْبُ : পুরানো হওয়া। জীর্ণ হওয়া :

أَبَحَّتْ : অনুমতি দিলাম, বৈধ করে দিলাম :

(اِنْعَالَ) اِبْأَحَةً : প্রকাশ করা। বৈধ করা, অনুমতি দেওয়া :

(ن) بُوْحًا، بُوْحَةً، بُوْحًا - اَلشُّرُ : প্রকাশিত/প্রসিদ্ধ হওয়া :

فِي الْحَدِيْثِ : اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ مَعْصِيَةً بِرَآحًا .

مَادَّةُ : (ب - و - ج) : جُنْسٌ : اَجَوَفٌ وَآوِيٌّ

مُرَادٌ : اَحْلَلْتُ / اَذِنْتُ

ضَدُّ : مَتَعْتُ

اَلتَّحْوُلُ (تَفْعِيلُ) : مَمَدٌ : স্থানান্তরিত হওয়া :

فِيْرِهِ : যাবুয়া :

- فِي الْأَمْرِ : কৌশল অবলম্বন করা :

إِنْ : مَوْلًا : পরিবর্তিত হওয়া :

- عَلَيْهِ اَلْعَوَلُ : বছর অতিবাহিত হওয়া :

- اِلَى مَكَانٍ اٰخَرٍ : স্থানান্তরিত হওয়া :

- حَيْلَةً : কৌশল অবলম্বন করা :

مَادَّةُ : (ح - و - ل) : جُنْسٌ : اَجَوَفٌ وَآوِيٌّ

مُرَادٌ : اَلْاِنْصِرَافُ / اَلتَّقَلُّ

হাওদা, বাহন জন্তুর পিঠে স্থাপিত

শিবিকা বিশেষ :

فِي الْحَدِيْثِ : اَلَّا صَلَوًا فِي رَحَالِكُمْ .

مَادَّةُ : (ر - ح - ل) : جُنْسٌ : صَحِيْحٌ

مُرَادٌ : رِكَابٌ / بَيْتٌ

اَلتَّعَكُّمُ (تَفْعِيلُ) : مَمَدٌ : যথেষ্টা অধিকার চর্চা করা :

- فِي الْأَمْرِ : অযৌক্তিকভাবে নিজের মতো মতো কয়সালা করা :

(ن) حَكَمًا - الرَّجُلُ : বিরত থাকা :

- لَمْ وَعَلَيْهِ وَيَتَنَهَمُ : কয়সালা করা :

- اَلْفَرَسُ : লাগামে লোহার পাত লাগানো :

- فَلَانًا عَنْ كَذَا : বিরত রাখা। বাধা দেওয়া :

(ك) حِكْمَةً : বুদ্ধিমান হওয়া :

(تَفْعِيلُ) تَحْكِيْمًا : বিচারক বানানো :

مُرَادٌ : اَلتَّدَقُّلُ

كُفْرٌ : প্রচুর, পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ :

كُفْرُ الشُّرُ : প্রাচুর্য। আধিক্য :

مُرَادٌ : وَفِيْرٌ : ضِدُّ : قَلٌّ

قَلٌّ : কম, সামান্য, অপরাধ পরিমাণ সম্পদ :

- مِّنَ الرِّجَالِ : ক্ষুদ্রাকার ব্যক্তি :

رَجُلٌ قَلٌّ : একা মানুষ, যার কোনো সাথী নেই :

قَلٌّ مِّنْ قَلٍّ : অপরিচিত ব্যক্তি, যার পিতাও অপরিচিত :

بُنْدًا : اَلْعَمْدُ يَلْهُ عَلَى الْقَلِّ وَالْكُفْرِ .

مُرَادٌ : قَلِيْلٌ : ضِدُّ : كَثِيْرٌ

وَطَفِقْتُ أُسِيرَ بَيْنَ السَّيَّارَةِ فَضَلَّهْمَا ،
وَأَهْرَ الْأَعْرَادَ الْمُفِيرَةَ لَهْمَا ، إِلَى أَنْ غَمِرَا
بِالسُّحْلَانِ ، وَاتَّخِذَا مِنَ الْخُلَّانِ ، وَكُنَّا
بِمُعَرَّسٍ تَبَيَّنَ مِنْهُ بَيْنَانُ الْقُرَى ، وَتَشْتَوُرُ
نِزْرَانُ الْقُرَى ، فَلَمَّا رَأَى أَبُو زَيْدٍ امْتِلَاءَ
كَيْسِهِ ، وَانْجِلَاءَ بُوَيْهِ ، قَالَ لِي : إِنْ يَدْنِي
قَدْ اتَّسَعَ ، وَدَرْنِي قَدْ رَسَخَ ، أَفَنَازِدُ لِي فِي
قَصْدِ قَرْيَةٍ لِأَسْتَحِمَّ ، وَأَقْضِيَ هَذَا الْمَهْمَ ،
فَقُلْتُ : إِذَا شِئْتَ فَالْسُّرْعَةَ السُّرْعَةَ ،
وَالرَّجْعَةَ الرَّجْعَةَ .

অনুবাদ : অতঃপর আমি কাফেলার মধ্যে তাদের উভয়ের গুণ-গরিমা প্রচার করতে এবং তাদের জন্য ফলবান বৃক্ষের ডাল ঝাঁকতে শুরু করলাম। ফলে তারা উভয় দান-দাক্ষিণ্যে ডুবে গেল এবং তাদেরকে বন্ধু-বান্ধবের অন্তর্ভুক্ত করা হলো। আমরা তখন এমন এক রাত্রি যাপনস্থলে ছিলাম, যেখানে থেকে জনপদের বাড়িঘর পরখ করে চিনতে পারছিলাম এবং আতিথেয়তার অগ্নিরাশি দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম। অতঃপর আবু যায়দ যখন তার থলি পূর্ণ হতে দেখল এবং তার দূরবস্থা দূরীভূত হতে দেখল তখন সে আমাকে বলল, আমার শরীর ময়লাযুক্ত হয়ে গেছে এবং আমার [শরীরের] ময়লা জমে গেছে। তুমি কি আমাকে গোসল করার জন্য এবং এই প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য গ্রামে যেতে অনুমতি দেবে? উত্তরে আমি বললাম, তুমি যখন [যেতে] চাও তাহলে জলদি জলদি যাও এবং দ্রুত দ্রুত ফিরে এসো।

শাব্বিক অনুবাদ : অতঃপর আমি শুরু করলাম **أُسِيرَ** প্রচার করতে **السَّيَّارَةِ** কাফেলার মধ্যে **فَضَلَّهْمَا** তাদের উভয়ের গুণ-গরিমা এবং **وَأَهْرَ** ঝাঁকতে **الأَعْرَادَ** ডাল/বৃক্ষের ডাল **الْمُفِيرَةَ** ফলবান তাদের জন্য **إِلَى أَنْ غَمِرَا** তারা উভয়ে ডুবে গেল **بِالسُّحْلَانِ** দান-দাক্ষিণ্যে এবং তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হলো **وَكُنَّا** আমরা ছিলাম **بِمُعَرَّسٍ** এমন এক রাত্রি যাপন স্থলে **تَبَيَّنَ مِنْهُ بَيْنَانُ الْقُرَى** যেখান থেকে চিনতে পারছিলাম **وَتَشْتَوُرُ** জনপদের বাড়িঘর **نِزْرَانُ الْقُرَى** এবং দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম **فَلَمَّا رَأَى أَبُو زَيْدٍ امْتِلَاءَ كَيْسِهِ** তার থলি পূর্ণ হওয়া **وَانْجِلَاءَ بُوَيْهِ** তার দূরবস্থা হওয়া **قَالَ لِي** সে আমাকে বলল **إِنْ يَدْنِي قَدْ رَسَخَ** আমার শরীর ময়লাযুক্ত হয়ে গেছে **وَدَرْنِي قَدْ رَسَخَ** আমার [গায়ের] ময়লা জমে গেছে **أَفَنَازِدُ لِي فِي قَصْدِ قَرْيَةٍ لِأَسْتَحِمَّ** তুমি কি আমাকে অনুমতি দিবে গ্রামে যেতে **وَأَقْضِيَ هَذَا الْمَهْمَ** এবং পূর্ণ করার জন্য **إِذَا شِئْتَ فَالْسُّرْعَةَ السُّرْعَةَ** এই প্রয়োজন আমি উত্তরে বললাম **وَالرَّجْعَةَ الرَّجْعَةَ** এবং দ্রুত দ্রুত ফিরে এসো।

শব্দ বিশ্লেষণ

طَفِقْتُ (স) (ض) طَفَقًا ، طُفِقًا - أَفْعَلُ كَذَا :
...করতে শুরু করলাম।

أُسِيرُ : আমি প্রচার করি/করব।
تَفَقُّعِيلُ تَسْيِيرًا : (إِفْعَال) إِسَارَةٌ :

প্রচার করা, চালানো, আলোচনা করা।

طَفِقْتُ أُسِيرُ : আমি প্রচার করতে শুরু করলাম।
(ض) سَيَّرًا - سَيَّارًا ، سَيَّرًا ، سَيَّرَةً ، سَيَّرَةً :

যাওয়া। চলা। সফর করা।

চালানো। : -

الْبَاهِيَةِ : বাহনজন্তু আরোহণ করা। : -

- السَّنَّةُ : আমল করা।
فِي الْقَرْيَانِ : مَوَ الَّذِي سَيَّرَكُم فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ .
مَادَهُ (س-ي-ر) ، جَس : أَجَوْتُ بَيَانِي
سِرَافِي : أُسِيرُ .

السَّيَّارَةُ : (ج) سَيَّارَاتُ : কাফেলা, যাত্রীদল, মোটরগাড়ি।
فِي الْقَرْيَانِ : وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ قَارَسَلُوا وَارْدَهُمْ .
مَادَهُ (س-ي-ر) ، جَس : أَجَوْتُ بَيَانِي
سِرَافِي : قَافِلَةٌ / مَرْكَبٌ

قَصَلَ (ج) قَصْرٌ : অনুহ। অতিরিক্ততা। অবশিষ্ট গুল-গরিমা।
سِرَافِي : كَرَمٌ / فَضِيلَةٌ ، جَد : رَسَامٌ

(طَفَيْتُ) أَهْرَ : আমি ঝোকাতে শুরু করলাম।

(ن) هَرَا - رَيْه (تَفَعِيل) تَهَرَّزَا - : নড়া দেওয়া, ঝাঁকানো।
- الرَّجُلُ : উৎফুল্ল হওয়া।

(اِفْتِعَال) اِفْتَرَزَا : নড়াচড়া করা, কঁপে উঠা।

- لَكَّنَا : উৎফুল্ল হওয়া।

فِي الْحَدِيثِ : اِفْتَرَزَ عُرْشُ الرَّحْمَنِ لَمَوْتَ سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ .
মাদে : (অ-ব-জ), جَس : مُضَاعَفَةٌ ثَلَاثِي .
مُرَادُفٌ : أَحْرَكَ

(ج) أَحْوَدَ، عِيدَنَ، أَعْوَدَ (و) عَوَدَ : কাঠ, গাছের ডাল।

এক প্রকার সুগন্ধি। জিহ্বার গোড়ার হাড়। সারঙ্গী।

مَادَهُ : (ع-و-د), جَس : أَجَوَفَ رَاوِي، مُرَادُفٌ : الْفَضَنُ

الْمُشْمِرَةُ (ف-ا-م) : ফলবান, ফলপ্রসূ।

(اِفْعَال) اِفْتَمَرَا، (ن) تَمَرَا : ফলবান হওয়া। ফল ধরা।

فِي الْقُرْآنِ : كَلَّمَا رَزَقُوا مِنْ ثَمَرِهِ رِزْقًا .

مَادَهُ : (ث-ম-র), جَس : صَحِيح، مُرَادُفٌ : مَنَّحَةٌ

غَيْرَا (م-ج) : তাদের উভয়কে ভুবিয়ে দেওয়া হলো, তারা ভুবে গেল, ঢেকে দেওয়া হলো।

(ن) غَمَرَا - أَلَمَاءُ : পানি উচ্চ হয়ে এসে ভুবিয়ে দেয়।

مُرَادُفٌ : غَطِيًا، سَيَّرَا .

التَّحْلَانُ : দান, অনুদান।

(ف) تَعَلَّا : দান করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً .

مَادَهُ : (ن-ح-ل), جَس : صَحِيح، مُرَادُفٌ : اَلْغَطِيَةُ

اتَّخَذَا (م-ج، ث) : তাদের উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

(اِفْعَال) اِتَّخَذَا : বানিয়ে দেওয়া। নেওয়া। গ্রহণ করা।

(ن) اِتَّخَذَا، مَاتَخَذَا : নেওয়া।

- رَيْه : ধরা।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا .

مَادَهُ : (أ-خ-ذ), جَس : مَهْمُوزُ الْفَاءِ

مُرَادُفٌ : حَازَ، حَصَلَ، جَدَ / فَاتَ / تَقَدَّ

(ج) حَلَانَ، أَخْلَا، (و) خَلِيلٌ : একাধিক বন্ধু।

خَلِيلٌ : ছিদ্রকৃত বস্তু। ক্ষীণকায়।

মুগ্ধ। মূগ্ধ : শেষ রাতে বিশ্রামের জন্য অবস্থান করার জায়গা।

(تَفَعِيل) تَغَرَّسَا، (اِفْعَال) اِغْرَاسَا - الْقَوْمُ :

শেষ রাতে বিশ্রামের জন্য অবস্থান করা।

(ن) عَرَّسَا : আনন্দে থাকা।

- عَنَّهُ : বিমুখ হওয়া।

(س) عَرَّسَا - يَه : ভালোবাসা। আকড়ে থাকা।

(ن) تَمَيَّنَ : আমরা পরখ করে চিনতে পারছিলাম।

(تَفَعَّل) تَمَيَّنَا : স্পষ্ট হওয়া। স্পষ্ট করা। পরখ করা।

পরখ করে চেনা।

وَه : প্রাসাদ, বাড়ি-ঘর।

فِي الْقُرْآنِ : كَانَهُمْ بَنِيَانٌ مَرْصُورٌ .

مَادَهُ : (ب-ন-ই), جَس : نَاقِصٌ يَأْتِي

مُرَادُفٌ : مُقْصُورٌ، عَسَارَةٌ، جَدَ : عُشْبٌ، وَكُفْرٌ

(ج) قُرَى، قُرَى (و) قُرَيْهٌ : জনপদ, গ্রাম, সম্পদ।

(كُنَّا) تَنَظَّرُوا : আমরা দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম।

- النَّارُ : আশুন দেখতে পাওয়া।

(تَفَعَّل) تَنَظَّرَا : প্রকাশিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : إِنِّي أَنْتَبْتُ نَارًا .

مَادَهُ : (ن-و-র), جَس : أَجَوَفَ رَاوِي

مُرَادُفٌ : يَنْصُرُ (النَّيِّرَانُ)

(ج) نَيِّرَانٌ، نَيِّرَةٌ، أَنْوَرُ (و) نَارٌ : অগ্নি।

فِي الْقُرْآنِ : فَمِنْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا .

مَادَهُ : (ن-و-র), جَس : أَجَوَفَ رَاوِي

الْقُرَى : আতিথেয়তা।

الْقُرَى (ض) مَصَد : আতিথেয়তা করা।

رَأَى : দেখল, প্রত্যক্ষ করল।

(ن) رَأَى، رَوَّيَةً : দেখা, প্রত্যক্ষ করা।

إِمْلَاءُ (اِفْعَال) مَصَد : পূর্ণ হওয়া, ভর্তি হওয়া।

(ن) مَلَأَ : পরিপূর্ণ করা।

فِي الْحَدِيثِ : اِمْلَأُوا أَفْوَاهَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ .

مَادَهُ : (م-ল-ই), جَس : مَهْمُوزُ لَام

مُرَادُفٌ : تَعَمُّوهُ، جَدَ : خَلَرُوهُ

كَيْسٌ : খলি, জামিল।

مَادَهُ : (ك-ই-স), جَس : أَجَوَفَ يَأْتِي

مُرَادُفٌ : مَيَّنَا، وَعَا .

إِنْجِلَاءُ (اِفْعَال) مَصَد : দূরীভূত হওয়া।

مُرَادُفٌ : اِنْكَشَافٌ

مُؤَسَّ : দুঃখ।

(ج) اِبْزَسَ : দুঃখবস্থা, কষ্ট, অভাব।

فِي الْقُرْآنِ : اخَذْنَاهُمْ بِأَلْسِنَا وَالْعُقَرَاءَ .

مَادَهُ : (ب-...-স), جَس : مَهْمُوزُ عَيْنَ، مُرَادُفٌ : فُقِرُو

يَدُنْ : (ج) أَبَدًا : দেহ, শরীর।

يَدُنْ : (ج) يَدُونْ : ক্ষুদ্র বর্ম।

فِي الْقُرْآنِ : وَتَجَنَّبَكَ بِبَيْدِكَ :

مَا : (ب) د. ن. : جنس : صحيح, مرادف : حِم / حَمْد

قَدْ اسْتَسَحَّ : (ج) : مয়লাযুক্ত হয়ে গেছে।

(افْتِئَالَ) : اسْتَخَا, (س) : وَخَا, (تَفَعَّلَ) : تَوَسَّخَا :

ময়লাযুক্ত হওয়া, নোংরা হওয়া।

مَا : (و. س. خ) : جنس : وَخَا, مرادف : دَرَج

دَرَج : (ج) : أَدْرَأ : ময়লা, আবর্জনা।

(افْعَالَ) : أَدْرَأَا - الثَّوْبُ : নোংরা করা।

ময়লাযুক্ত হওয়া। - الثَّوْبُ :

(س) : دَرَجًا : নোংরা হওয়া।

مَا : (د. ر. ن) : جنس : صحيح, مرادف : وَسَخ

قَدْ رَسَخَ : জমে গেছে, বসে গেছে।

(ن) : رَسَخًا : দৃঢ়মূল হওয়া, জমে যাওয়া, বসে যাওয়া।

(افْعَالَ) : رَسَخَا - : দৃঢ় করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ :

مَا : (ر. س. خ) : جنس : صحيح

أَفْ تَأَذَّن : তুমি আমাকে অনুমতি দেবে।

(س) : إِذْنًا, أَذْنًا : অনুমতি দেওয়া।

(اسْتَفْعَالَ) : اسْتِئْذَنَّا : অনুমতি চাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِذْنًا لِي :

مَا : (أ. ذ. ن) : جنس : صحيح, مرادف : تَمَنَّع

قَصِدَ (ض) : مَد : গমন করা, যাওয়া, ইচ্ছা করা।

قَرِيبَةً : (ج) : قَرَى, قَرَى : জনপদ, গ্রাম, সম্পদ।

لَاَسْتَجِم : আমার গোসল করার জন্য।

أَسْتَجِم : আমি গোসল করব।

(اسْتَفْعَالَ) : اسْتَحْمَا : গোসল করা।

(ن) : حَمًا : গরম করা, উত্তপ্ত করা।

مَا : (ح. م. م) : جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي, مرادف : اغْتَبِلُ

أَقْبَضِي : পূর্ণ করব। সম্পাদন করব।

لَاَقْبِضِي هَذَا الْيَمِيمَ : এই প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য।

(ض) : قَبَضًا - حَاطَةً : সম্পাদন করা।

উদ্দেশ্য লাভ করা। - وَطَرَةً :

ঋণ পরিশোধ করা। - الدِّين :

الصَّلَاة : নামাজ আদায় করা।

بَيْنَ الْعَصَمَيْنِ : ফয়সালা করা।

قَضَى لَكَ قَضَى نَعْتَهُ / قَضَى أَجَلَهُ / قَضَى عَلَيْهِ :

মৃত্যুবরণ করা।

أَلْهَمَهُ (ف. م. ذ) : (ج) : مَهَامَ : গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ব্যাপ্তিকর বিষয়।

(إِفْعَالَ) : إِهْمَا - الْأَمْرُ فَلَا : চিন্তিত করা।

চিন্তায় ফেলে দেওয়া। দূর্ভাগ্য করা।

النَّيْم : অতিশয় বৃদ্ধ হওয়া।

(ن) : هَمًا, مَهَمَةً - الْأَمْرُ فَلَا : দূর্ভাগ্য/ চিন্তিত করা।

النَّعْمُ جَمْعًا : নষ্ট করে ফেলা।

سَنَنْتَ : তুমি চেয়েছ।

(ف. س) : سَبَنًا, سَبِنَةً : চাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ :

مَا : (ش. ي. ن) : جنس : مُرَكَّبٌ (أَجَوَدُ يَأْتِي وَمُفْرَدٌ لَا)

السَّرْعَةُ (أَيِ الزَّمِ السَّرْعَةُ) : তুমি জলদি যাও।

الرَّجْعَةُ (أَيِ اسْرِعِ الرَّجْعَةَ) : তুমি দ্রুত ফিরে এসো।

(ض) : رَجَعًا : ফিরে আসা।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى غَضَبَانَ :

مرادف : ارْتَدَا :

قَوْلُهُ : إِذَا بَيْنْتَ قَالِ السَّرْعَةَ وَالرَّجْعَةَ :

إِذَا بَيْنْتَ قَالِ السَّرْعَةَ وَالرَّجْعَةَ : এখানে মূল ইবারত ছিল

إِذَا بَيْنْتَ قَالِ السَّرْعَةَ وَالرَّجْعَةَ : আর বিন্ত হলো

تَأْكِيدُ السَّرْعَةَ ۲۳ مُؤَكِّدُ السَّرْعَةَ ۲۴ : আবার

مُعْتَمِدُ السَّرْعَةَ ۲৫ : আর

مُعْتَمِدُ السَّرْعَةَ ২৬ : আর

مُعْتَمِدُ السَّرْعَةَ ২৭ : আর

مُعْتَمِدُ السَّرْعَةَ ২৮ : আর

مُعْتَمِدُ السَّرْعَةَ ২৯ : আর

مُعْتَمِدُ السَّرْعَةَ ৩০ : আর

مُعْتَمِدُ السَّرْعَةَ ৩১ : আর

مُعْتَمِدُ السَّرْعَةَ ৩২ : আর

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : إِذَا بَيْنْتَ قَالِ السَّرْعَةَ وَالرَّجْعَةَ :

إِذَا بَيْنْتَ قَالِ السَّرْعَةَ وَالرَّجْعَةَ : এখানে মূল ইবারত ছিল

إِذَا بَيْنْتَ قَالِ السَّرْعَةَ وَالرَّজْعَةَ : আর বিন্ত হলো

تَأْكِيدُ السَّرْعَةَ ২৩ مُؤَكِّدُ السَّرْعَةَ ২৪ : আবার

مُعْتَمِدُ السَّرْعَةَ ২৫ : আর

مُعْتَمِدُ السَّرْعَةَ ২৬ : আর

مُعْتَمِدُ السَّرْعَةَ ২৭ : আর

مُعْتَمِدُ السَّرْعَةَ ২৮ : আর

مُعْتَمِدُ السَّرْعَةَ ২৯ : আর

বালাগাত

قَوْلُهُ : أَهْرُ الْأَعْوَادِ الْمُنِيرَةِ :

أَهْرُ الْأَعْوَادِ الْمُنِيرَةِ : এখানে দানশীল লোকদের

أَهْرُ الْأَعْوَادِ الْمُنِيرَةِ : আর

أَهْرُ الْأَعْوَادِ الْمُنِيرَةِ : আর

أَهْرُ الْأَعْوَادِ الْمُنِيرَةِ : আর

أَهْرُ الْأَعْوَادِ الْمُنِيرَةِ : আর

أَهْرُ الْأَعْوَادِ الْمُنِيرَةِ : আর

أَهْرُ الْأَعْوَادِ الْمُنِيرَةِ : আর

أَهْرُ الْأَعْوَادِ الْمُنِيرَةِ : আর

فَقَالَ : سَتَجِدُ مَطْلَعِي عَلَيْكَ ، أَسْرَعَ مِنْ
أَرْتِدَادِ طَرْفِكَ إِلَيْكَ ، ثُمَّ اسْتَنْنَ اسْتِئْثَانُ
الْجَوَادِ فِي الْمَضْمَارِ ، وَقَالَ لِأَبْنِهِ : بَدَارُ
بَدَارُ ، وَلَمْ تَخُلْ أَنَّهُ غَرَّ ، وَطَلَبَ الْمَفْرُ
فَلَيْسْنَا تَرْقُبُهُ رَقَبَةَ الْأَعْيَادِ ، وَنَسْتَطْلِعُهُ
بِالطَّلَاعِ وَالرُّوَادِ ، إِلَى أَنْ هَرِمَ النَّهَارُ ،
وَكَادَ جُرُفُ الْيَوْمِ يَنْهَارُ .

অনুবাদ : তখন সে বলল, তোমার চোখের পলক তোমার
কাছে ফিরে আসার চেয়ে অধিক দ্রুত তুমি আমার আগমন
দেখতে পাবে। অতঃপর সে প্রতিযোগিতার ময়দানে
দ্রুতগামী অশ্বের দৌড়ানোর ন্যায় দৌড়াল। এবং সে তার
ছেলেকে বলল, জলদি চল, জলদি চল। আর আমরা ধারণা
করিনি যে, সে প্রতারণা করল এবং সে পালাবার পথ খুঁজ
নিল। সুতরাং আমরা ঈদের [জনা] অপেক্ষা করার মতো
তার অপেক্ষায় বসে থাকলাম এবং আমরা শত্রু অনুসন্ধানী
অগ্রবর্তী বাহিনীর কাছে এবং ঘাস-পানি সন্ধানকারীর কাছে
তার সংবাদ জিজ্ঞেস করতে থাকলাম। অবশেষে দিবস
শেষপ্রান্তে উপনীত হলো এবং দিবসের কেনারা সে পড়ার
উপক্রম করল।

শাব্দিক অনুবাদ : فَقَالَ তখন সে বলল سَتَجِدُ তুমি দেখতে পাবে مَطْلَعِي আমার আগমন عَلَيْكَ তোমার কাছে
অধিক দ্রুত مِنْ চেয়ে اَرْتِدَادِ ফিরে আসা طَرْفِكَ তোমার পলক إِلَيْكَ তোমার নিকট ثُمَّ اسْتَنْنَ অতঃপর সে দৌড়াল
اسْتِئْثَانُ দ্রুতগামী অশ্বের দৌড়ানোর ন্যায় الْمَضْمَارِ প্রতিযোগিতার ময়দানে وَقَالَ لِأَبْنِهِ এবং সে তার ছেলেকে বলল
بَدَارُ জলদি চল, জলদি চল وَلَمْ تَخُلْ আর আমরা ধারণা করিনি যে, সে প্রতারণা করল وَطَلَبَ এবং খুঁজ নিল
الْمَفْرُ পালাবার পথ فَلَيْسْنَا تَرْقُبُهُ সুতরাং আমরা তার অপেক্ষায় বসে থাকলাম وَالْأَعْيَادِ ঈদের [জনা] অপেক্ষা করার
মতো وَنَسْتَطْلِعُهُ এবং আমরা তার সংবাদ জিজ্ঞেস করতে থাকলাম بِالطَّلَاعِ শত্রু অনুসন্ধানী অগ্রবর্তী বাহিনীর কাছে
وَالرُّوَادِ এবং ঘাস-পানি সন্ধানকারীর কাছে إِلَى أَنْ অবশেষে هَرِمَ শেষপ্রান্তে উপনীত হলো النَّهَارُ দিবস এবং উপক্রম
করল جُرُفُ الْيَوْمِ দিবসের কেনারা সে পড়তে।

শব্দ বিশ্লেষণ

تَجِدُ (ض. ج) وَجَدًا ، وَجُودًا : তুমি দেখতে পাবে।

مَطْلَعٌ (مُضَدَّر مِيمٍ) : উদয়, আগমন।

(ن) طَلَعًا : উদিত হওয়া, আগমন করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَجَدْنَا تَطْلُعَ عَلَيَّ قَوْمٍ .

بَدَارُ : (ط. ل. ع) ، جَس : صَحِيحٌ ، مُرَادُفٌ : الْحَمِيئِيُّ

أَسْرَعَ (اسْمُ تَفْضِيلٍ) (مذ) : অধিক দ্রুত, অপেক্ষাকৃত বেশি দ্রুত।

(س. د) سَرَعًا ، يَسْرَعًا ، سَرَاعًا : দ্রুত করা।

(مُضَاعَلَةٌ) سَاعَرًا - إِلَيْهِ : অগ্রসর হওয়া।

- فِي الْآخَرِ : চেষ্টা করা।

(إِفْعَالٌ) إِسْرَاعًا - فِي الْمَشْيِ : দ্রুত চলা।

فِي الْقُرْآنِ : وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مُرَادُفٌ : أَعَجَلَ .

أَرْتِدَادُ (إِفْعَالٌ) مَص : ফিরে আসা, ইসলাম ছেড়ে দিয়ে

অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া।

(ن) رَدًّا : ফিরিয়ে দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَنْ يَرْتِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ .

مَادَهُ : (ر. د. د) ، جَس : مُضَاعَفٌ ، مُرَادُفٌ : رَجُوعٌ .

طَرْفٌ (ج) أَطْرَافٌ : চোখ, চোখের পলক।

فِي الْقُرْآنِ : يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ .

مَادَهُ : (ط. ر. ف) ، جَس : صَحِيحٌ ، مُرَادُفٌ : نَظَرٌ

(س) دৌড়াল।

(إِفْعَالٌ) اسْتِئْثَانُ - الْفَرَسُ : দৌড়ানো।

- يَسْتَبِيحُ : অনুসরণ করা।

- الرَّجُلُ : দাঁত খিলাল করে পরিষ্কার করা।

- الْمَاءُ : পানি পড়া।

- الطَّرِيقُ : সড়ি হওয়া।

فِي الْعَوْنِ : مَنْ كَانَ مُسْتَنَّاً فَلَيْسَتْ بَيْنَ قَدَمَاتِ .

مَادَهُ : (س. ن. ن) ، جَس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادُفٌ : عَدَا

الْجَوَادُ (ج) حَيَادٌ ، أَحْيَادٌ ، أَجَاوِدُ : দ্রুতগামী অশ্ব।

الْجَوَادُ (ج) أَحْوَادٌ ، أَجَاوِدُ ، أَجَاوِدُ ، جَوَادٌ ، جَوَادٌ : দানশীল।

فِي الْقُرْآنِ : رَأَى عُرْسَ عَلَيْهِمُ بِالْعَمِيِّ الصَّافِيَاتِ الْحَيَادِ .

مَادَهُ : (ج. و. د.) : جَس : أَجَوَفَ وَآوَى
 مُرَادُفٌ : الْخَيْلُ / الْفَرَسُ (السَّرِيعُ)
 মোড়দোড়ের প্রতিযোগিতার মরদান।
 الْمَضْمَارُ : (ج) : مَضَامِيرُ :
 مَادَهُ : (ض. م. ر.) : جَس : صَحِيعٌ : مُرَادُفٌ : اَلْجَبَالُ
 این : (ج) : بَنُونَ : اَبْنَاءُ :
 ছেলে, পুত্র।
 بَدَّارُ (اسْمُ فِعْلٍ يَعْني اَسْرَعَ) :
 জলদি কর, জলদি চল।
 فِي الْقُرْآنِ : وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا إِنْشَرَأَ بِرِيدَارٍ -
 مَادَهُ : (ب. د. ر.) : جَس : صَحِيعٌ : مُرَادُفٌ : سَبَقًا -
 لَمْ تَخْلُ :
 আমরা ধারণা করি নি।
 (س) : خَبَلًا : خَالًا : خَبَلَةً : خَبَلًا :
 ধারণা করা।
 غَرَّ :
 সে প্রতারণা করল।
 (ن) : غَرًّا : غِرَّةً : غُرُورًا :
 প্রতারণা করা।
 فِي الْحَدِيثِ : اَلْمُسْوِمُ غَرٌّ كَرِيمٌ -
 مَادَهُ : (غ. ر. و.) : جَس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِ
 مُرَادُفٌ : خَادَعٌ
 সে ঝুজে নিল।
 (ن) : طَلَبًا :
 অন্বেষণ করা।
 اَلْمَغْرُ :
 পালাবার জায়গা, পালাবার পথ।
 (ض) : قَرًّا : قَرَارًا : قَفَرًا :
 পলায়ন করা।
 (ن) : قَرًّا : قَرَارًا : اَلدَّابَّةُ :
 পশুর বয়স বোঝার জন্য দাঁত দেখা।
 - إِلَى الشَّيْءِ :
 গমন করা।
 - عَنِ اَلْأَمْرِ :
 অনুসন্ধান করা।
 فِي الْقُرْآنِ : آيِنَ السَّعْرِ -
 اَلْمِشْيَا :
 আমরা বসে থাকলাম।
 (س) : لَيْثًا : لَيْثًا : لَيْثًا :
 অবস্থান করা।
 اَمَّا تَا :
 আমরা অপেক্ষা করি বা করব।
 (ن) : رَقَبَةً : رَقَبَةً : رَقَبَةً :
 অপেক্ষা করা, পর্যবেক্ষণ করা ভয়।
 (اَفْتِيعَال) : اَرْتَقَبَا : (تَفْعَل) : تَرَقَّبُ :
 অপেক্ষা করা।
 فِي الْقُرْآنِ : وَلَمْ تَرَقَّبْ قَوْلِي -
 مَادَهُ : (و. ق. ب.) : جَس : صَحِيعٌ : مُرَادُفٌ : نَنْظَرُ
 اَلْمِشْيَا :
 আমরা অপেক্ষাকার বসে থাকলাম।
 رَقَبَةً (مَصْدَرٌ لِلنَّظَرِ) :
 অপেক্ষা করা।
 (ج) : اَعْيَادًا : (ر) : عِيدًا :
 ঈদ, খুশির দিন।
 فِي الْحَدِيثِ : لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَمَعْنَا عِيدُنَا -
 مَادَهُ : (ع. و. د.) : جَس : أَجَوَفَ وَآوَى

نَسْتَطِيعُ :
 আমরা তার সংবাদ জিজ্ঞেস করতে থাকলাম।
 (اِسْتِفْعَالًا) : اِسْتِفْعَالًا :
 প্রকৃত অবস্থা জানতে চাওয়া।
 مُرَادُفٌ : يَنْتَقِرُ
 (ج) : اَلطَّلَاعُ : (ر) : طَلِعَ :
 শত্রু অনুসন্ধানী অসুস্থ বহিরা।
 مَادَهُ : (ط. ل. ج) : جَس : صَحِيعٌ
 مُرَادُفٌ : مُقَدِّمَةُ الْجَيْشِ
 (ج) : وَادًا : رَادَةً : رَائِدُونَ : (و) : رَائِدٌ :
 গুপ্তচর, নেতা, ঘাস -
 পানি সন্ধানকারী।
 قَالَ الشَّاعِرُ : وَقَالَ رَائِدُهُمْ اَرْسُو نَزَاوِلَهَا
 فَحَفَّتْ كُلُّ امْرَأَةٍ بِجَرَى بِسَقْدَارٍ
 مَادَهُ : (ر. و. د.) : جَس : أَجَوَفَ وَآوَى
 هَرَمٌ :
 দুর্বল হলো।
 (س) : هَرَمًا : هَرَمًا : هَرَمَةً :
 দুর্বল হওয়া।
 هَرَمًا :
 শিখর।
 - اَلشَّهَارُ :
 দিবস শেখরাতে এসে উপনীত হওয়া।
 فِي الْحَدِيثِ : وَشَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ -
 مَادَهُ : (ه. ر. م.) : جَس : صَحِيعٌ
 مُرَادُفٌ : تَقَارَبَ (الشَّهَارُ)
 উপক্রম করল।
 جُرُفٌ : (ج) : اَجْرًا : جُرُفًا :
 নদীর ধসমান কেনারা।
 فِي الْقُرْآنِ : عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ -
 يُكَلِّفُ قَلَدًا يَبِئْسَ عَلَى جُرُفٍ هَارٍ لَا يَدْرِي مَا تَكِلُ مِنْ نَهَارٍ -
 مَادَهُ : (ج. و. د.) : جَس : صَحِيعٌ : مُرَادُفٌ : جَانِبٌ -
 اَلْيَوْمَ : (ج) : أَيَّامٌ : (مَج) : أَيَّامًا :
 দিবস, দিন।
 كَادَ يَنْهَارُ :
 সে পড়ার উপক্রম করল।
 (اِنْفِيعَال) : اِنْهَارًا :
 ধ্বংস হওয়া, ধসে পড়া।
 (ن) : هَوْرًا :
 ধসিয়ে দেওয়া, ধসে যাওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : فَانْهَارَ بِهِ فَنِي نَارٍ جَهَنَّمَ -
 مَادَهُ : (ه. و. ر.) : جَس : أَجَوَفَ وَآوَى
 مُرَادُفٌ : يَنْهَارُ / يَسْفُطُ

বালাগাত

قَوْلُهُ : كَادَ جُرُفُ الْيَوْمِ يَنْهَارُ :

এখানে তফিহে দেওয়ার হয়েছে।
 এখানে উল্লিখিত মাযহক রয়েছে।
 অতএব
 لَا يَمُ :
 এখানে اِسْتِمَارَةً تَحْيِيْلِيَّةً রয়েছে।
 অতএব
 جُرُفُ :
 এখানে
 اِسْتِمَارَةً تَحْيِيْلِيَّةً রয়েছে।
 অতএব
 يَنْهَارُ :
 এখানে
 اِسْتِمَارَةً تَحْيِيْلِيَّةً রয়েছে।

বিলহ, অবকাশ : (ج) مُهَلَّ :
 مهَلَّة (ف) مهل : সহকারে করা।
 (تَعْمَلُ) تَهْلَلُ (ف) مهَلَّة :
 বীরদ্বিতর সাথে কাজ করা, অবকাশ দেওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : تَهْلِلُ الْكَافِرِينَ أَهْلَهُمْ وَوَيْدًا .
 সাদে : (م. و. ل.) , جنس : صَبِيح
 مُرَاوِدُ : التَّوَدُّدُ / التَّرَائِيضُ
 আমরা যথেষ্ট বিলহ করছি।
 تَفَاعَلُ تَمَادِيًا :
 চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হওয়া, যথেষ্ট বিলহ করা।
 - بِه الشَّرِّ :
 দীর্ঘ হওয়া।
 (افْعَال) اَمَدًا , ثَلَاثًا :
 অবকাশ দেওয়া।
 (ف) مَد :
 রওয়ানা হওয়া।
 اَصْعَمْنَا :
 আমরা নষ্ট করেছি।
 (افْعَال) اِصَاعَةً :
 নষ্ট করা।
 فِي الْقُرْآنِ : مَا كَانَ اللَّهُ يُضَيِّعُ اِبْنَانَكُمْ .
 مُرَاوِدُ : اَنْتَدَبْنَا , ضَدَّ : اَصْلَعْنَا .
 الزَّمَانُ : (ج) اَزْمَنُ , اَزْمَنُ :
 সময়, কাল, যুগ।
 اَبَانُ :
 প্রকাশ পেয়েছে, স্পষ্ট হয়েছে।
 (ض) بَيَانًا :
 প্রকাশ পাওয়া। স্পষ্ট হওয়া।
 الرَّجُلُ (ج) رَجُلًا , رَجُلَةً , اَرَجُلًا , رَجُلَاتٌ :
 পুরুষ, ব্যক্তি, লোক।
 قَدْ مَانَ :
 মিথ্যা বলেছে, মিথ্যা কথা বলেছে।
 (ض) مَيَّنًا :
 মিথ্যা বলা।
 (تَفَاعَل) تَسَائِبًا :
 পরস্পর মিথ্যা বলা।
 قَالَ السَّائِرُ : وَالْفَى قَوْلَهَا كَذِبًا وَمَيَّنًا .
 সাদে : (م. و. ل.) , جنس : صَبِيح
 مُرَاوِدُ : كَذِبٌ , ضَدَّ : سَدَّ
 تَاهَبُوا :
 তোমরা প্রকৃত হও।
 (تَعْمَلُ) تَاهَبًا :
 প্রকৃত হওয়া, প্রকৃত হওয়া।
 সাদে : (أ. و. ب.) , جنس : مَهْمُوزٌ قَا .
 مُرَاوِدُ : اِسْتَعْمَدُوا .
 (ف) مَد :
 রওয়ানা হওয়া।
 الطَّغْنُ :
 রওয়ানা।
 لَا تَلُوُوا :
 জেপ করা না। ফিরে তাকানো না।
 (ض) لَوًا , لَوِيًا , لَوِيًا - عَلِيٍّ :
 অক্ষপ করা, ফিরে তাকানো।
 (تَعْمَلُ) تَلُوَةً :
 মাথা ঘুরিয়ে নেওয়া, ফিরিয়ে নেওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : اِذْ تَصِيدُونَ وَلَا تَلُونُ عَلَى اَمَدٍ .
 সাদে : (أ. و. ل.) , جنس : لَغِيْبٌ مَقْرُون

مُرَاوِدُ : لَا تَعْرِضُوا / لَا تَسْلُوا .
 حَضَرًا : (ج) حَضَرَاتٌ :
 সবুজ-শ্যামল।
 حَضَرَاتٌ :
 সবুজ-ফসলমূল।
 فِي الْقُرْآنِ : فَاعْرِضْنَا مِنْهُ حَضَرًا .
 সাদে : (خ. ض. ي.) , جنس : صَبِيح
 مُرَاوِدُ : حَضَرَةٌ .
 (ج) الدُّمْنُ : (و) دَمَنَةٌ :
 আতাকুড়, আবর্জনা ফেলায় জায়গা।
 সাদে : (د. م. ن.) , جنس : صَبِيح , مُرَاوِدُ : مُزِيلَةٌ
 نَهَضْتُ :
 আমি উঠে দাঁড়ালুম।
 (ف) نَهَضًا , نَهَضًا :
 নাড়া দেওয়া, উঠে দাঁড়ানো।
 فِي النَّعِيَةِ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ .
 সাদে : (ن. و. ض.) , جنس : صَبِيح , مُرَاوِدُ : قَامَ (ب.)
 (ل) أَحَدٌ :
 আমার [বাহন জন্তুর উপর] হাওদা বাধার জন্য।
 (ض) حَدَمًا :
 হাওদা বাধা।
 সাদে : (ح. د. ج.) , جنس : صَبِيح , مُرَاوِدُ : اَرْحَلُ .
 رَاحِلَةٌ : (ج) رَوَاحِلُ (الْأَنْثَى) لِلْمَسَالَفَةِ :
 বাহনের উপযোগী উট বা উটনী।

(ل) اَتَحَمَّلُ :
 আমার বোঝা বহন করার জন্য।
 (تَعْمَلُ) تَحَمَّلًا :
 বোঝা বহন করা।
 (ض) حَمَلًا :
 বহন করা।
 فِي الْقُرْآنِ : يَحْمِلُونَ عَرْشَ رَبِّهِمْ .
 সাদে : (ح. م. ل.) , جنس : صَبِيح , مُرَاوِدُ : اَلْتَوَقُّرُ .
 رَحَلَةٌ (ج) رَحَلَاتٌ :
 সফর।
 رَحَلَةٌ : (ف) مَد :
 রওয়ানা হওয়া।
 وَجَدْتُ :
 আমি দেখতে পেলাম।
 (ض) وَجَدًا , وَجَدًا , وَجَدًا :
 পাওয়া।
 قَدْ كَتَبَ :
 সে লিখে গেছে।
 (ن) كَتَبًا , كِتَابَةً :
 লেখা।
 اَلْقَتَبُ , اَلْقَتَبُ (ج) اَقْتَابٌ :
 হাওদা। অস্ত্ররাজি।
 সাদে : (ق. ث. ب.) , جنس : صَبِيح , مُرَاوِدُ : اَلرَّحَلُ
 حَيْنٌ : (ج) اَحْيَانًا , (ج) اَحْيَانًا :
 সময়, কাল।
 شَمَرُ :
 প্রকৃতি গ্রহণ করল।
 (تَعْمَلُ) تَشْمِرًا :
 প্রকৃতি গ্রহণ করা।
 (ن) مَد :
 পলায়ন করা, পলায়ন।
 فِي الْقُرْآنِ : رَكِبِي حَارِبًا .
 সাদে : (ه. ر. ب.) , جنس : صَبِيح , مُرَاوِدُ : فَرُ

يَا مَنْ غَدَا لِي سَاعِدًا * وَمُسَاعِدًا دُونَ الْبَشَرِ
لَا تَحْسَبَنَّ إِنِّي نَأَيْتُ * كَ عَنْ مَلَالٍ أَوْ أَشْرٍ
لِكُنْتُ مِثْلَ مَنْ أَزَلَّ * وَمِنْ إِذَا طَعِمَ انْتَشَرُ
قَالَ : فَأَقْرَأْتُ الْجَمَاعَةَ الْقَتَبَ ، لِيَعْرِضَهُ
مَنْ كَانَ عَتَبَ ، فَأَعْجَبُوا بِخُرَافَتِهِ ،
وَتَعَوَّدُوا مِنْ أَفْتِهِ ، ثُمَّ إِنَّا طَعْنَا ، وَلَمْ نَذِرْ
مِنْ اعْتِصَافٍ عَنَّا .

অনুবাদ : [শ্রোকের অনুবাদ] হে ঐ ব্যক্তি, যে আমার জন্য বাহ হয়েছে এবং মানুষের সামনে আমার সাহায্যকারী হয়েছে! তুমি মনে করো না যে, আমি তোমার থেকে বিরক্তি কিংবা দস্তের কারণে দূরে সরে গেছি; বরং আমি সর্বদা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, যারা খাওয়া হয়ে গেলে ছড়িয়ে পড়ে [পগার পার হয়ে যায়]। হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন, অতঃপর আমি যাত্রীদলকে সেই হাওদা [র কাঠের লেখাটি] পড়লাম। যাতে তাকে যারা গালি দিয়েছিল তারা তাকে অপারগ মনে করে। ফলে তারা তার মিথ্যা প্রতারণায় আশ্চর্যান্বিত হলো এবং তার আপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করল। অতঃপর আমরা রওয়ানা হলাম এবং আমরা জানি নি যে, কে আমাদের পক্ষে [তার থেকে] এর প্রতিশোধ নিয়েছে [অথবা, আমরা জানতে পারি নি যে, কাকে সে আমাদের পরিবর্তে বদল স্বরূপ গ্রহণ করেছে]।

শাব্দিক অনুবাদ : يَا مَنْ غَدَا (যে ঐ ব্যক্তি) যে আমার জন্য হয়েছে বাহ (হয়েছে) এবং সাহায্যকারী (সাহায্যকারী) Dُونَ الْبَشَرِ (মানুষের সামনে) لَا تَحْسَبَنَّ (তুমি মনে করো না যে, আমি তোমার থেকে দূরে সরে গেছি) عَنْ مَلَالٍ (বিরক্তির কারণে) وَأَشْرٍ (কিংবা দস্তের কারণে) বরং আমি (আমি) أَزَلَّ (সর্বদা) তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম (ছিলাম) যারা (যারা) طَعِمَ (খাওয়া হয়ে গেলে) انْتَشَرُ (ছড়িয়ে পড়ে) قَالَ (হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন) فَأَقْرَأْتُ الْجَمَاعَةَ الْقَتَبَ (অতঃপর আমি পড়লাম) لِيَعْرِضَهُ (যাত্রীদলকে) مَنْ كَانَ عَتَبَ (সেই হাওদা) فَأَعْجَبُوا بِخُرَافَتِهِ (যাতে তাকে অপারগ মনে করে) وَتَعَوَّدُوا مِنْ أَفْتِهِ (তার গালি দিয়েছিল) ثُمَّ إِنَّا طَعْنَا (ফলে আশ্চর্যান্বিত হলো) وَلَمْ نَذِرْ (আমরা জানি নি যে, কে আমাদের পক্ষে) مِنْ اعْتِصَافٍ (এর প্রতিশোধ নিয়েছে) عَنَّا (আমাদের পক্ষে)।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَا مَنْ ! غَدَا

হয়েছে, পরিণত হয়েছে।

(ন) غَدَا : পরিণত করা।

سَاعِدٌ (ج) سَوَاعِدٌ : বাহ, হাতের কনুই থেকে তালু পর্যন্ত অংশ।

مُسَاعِدٌ (س.ع.د) : সহায়, সহায়

مُرَادٌ : ডরাঁয়া

مُسَاعِدٌ (ف.ا.م) : সাহায্যকারী, সহযোগিতা প্রদানকারী

(مُفَاعِلَةٌ) مُسَاعِدَةٌ : সাহায্য করা

(ف.س) سَعَادَةٌ : কল্যাণময় বা সৌভাগ্যবান হওয়া

(إِفْعَالٌ) إِسْعَادًا : সৌভাগ্যবান করা

فِي الْعَوْدِ : كَبَيْكَ وَسَعَدَكَ .

مَادَهُ (س.ع.د) : جَسَّ صَحِيحٌ

مُرَادٌ : الْمَعَانِ .

دُونَ : নিচে, উপরে, পেছনে, সামনে, পূর্বে, ছাড়া, নিষ্পন্নদের।

الْبَشَرِ (الْمُفْرَدُ وَالْمُشْتَرِكُ وَالْجَنَسُ وَالْمَذْكَرُ وَالْمُؤَنَّثُ

وَقَدْ جُمِعَ عَلَى أَشْرَافٍ) : মানুষ

(لَا) تَحْسَبَنَّ : তুমি মনে করো না।

(س.ج) مَسَانًا ، مَحْسَبَةً : মনে করা। ধারণা করা।

نَأَيْتُ : আমি দূরে সরে গেছি।

(ف.ن) نَأَيْتُ : (إِنْقِيَالٌ) إِنْقِيَاءً : দূরে সরানো।

(إِنْقَالٌ) إِنْقَاءً : দূরে সরানো।

فِي الْقُرْآنِ : وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ .

مَاءَهُ : (ন-শ-র) . جِنْسٌ : مُرْكَبٌ (مَهْمُوزٌ عَيْنٌ وَنَاقِصٌ بَاقِيٌّ)

مُرَادٌ : بِمَدِّ

বিরক্তি : مَلَكٌ

দম্ব, অহঙ্কার : أَشْرٌ

দম্ব করা, অহঙ্কার করা : أَشْرٌ (س-م-ع)

فِي الْحَدِيثِ : رَجُلٌ اخْتَلَعَ أَشْرًا وَسَرَحًا .

مَاءَهُ : (া-শ-র) . جِنْسٌ : مَهْمُوزٌ

مُرَادٌ : بِطَرَفٍ .

বরং, কিন্তু : لَكِنْ

সবকালেই, সর্বদা : مَذْ لَمْ أَزَلْ

লَمْ أَزَلْ : আমি সবে যাইনি, স্থানান্তরিত হইনি।

(স-ز-ل) : স্থানান্তরিত হওয়া। সবে যাওয়া।

إِذَا طَمِعَ : [যখন] যেহে তৃপ্ত হয়ে গেল [তৃপ্ত হয়ে যায়]

(স-ط-ع) : খাওয়া, আহার করা।

(إِنْعَال) : আহার করানো।

فِي الْقُرْآنِ : وَإِذَا طَمِعْتُمْ فَاَنْتَشِرُوا .

مَاءَهُ : (ط-ع-م) . جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : أَكَلٌ

إِنْشَفَرَ : ছড়িয়ে পড়া [ছড়িয়ে পড়ে]

(إِنْعَال) : ছড়িয়ে পড়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَإِذَا طَمِعْتِ الصَّلَاةَ فَاَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ

مَاءَهُ : (ন-শ-র) . جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : ذَهَبٌ/بَسَطٌ

আমি পড়লাম : أَقْرَأْتُ

(إِنْعَال) : পড়ানো।

الْجَمَاعَةُ (ج) : جماعات : দল, [এখানে- যাহীদল]

الْقَنْبُ (ج) : أَقْنَابٌ : হাওদা।

[যাতে] অভিযোগমুক্ত, সাব্যস্ত করে, [যাতে] তার : يَمْعُرُ (ج) : গজর গ্রহণ করে।

অভিযোগমুক্ত সাব্যস্ত করা : مَعَّرًا . مَعِيرَةٌ .

গজর গ্রহণ করা।

كَانَ عَتَبَ : শাসিয়েছিল, ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল।

(ض) : عَتَبًا , عَتَبَاتٌ : শাসনো।

أَعَجَبُوا (مع) : তারা আতর্ষাবিষ্ট হলো।

(إِنْعَال) : آعَجَبًا : আতর্ষাবিষ্ট করা।

مِثْقَاةٌ (ج) : خُرَافَاتٌ : মিথ্যা প্রভাষণ।

فِي الْحَدِيثِ : حَدَّثَنِي حُوثِبٌ خُرَافَةً .

مَاءَهُ : (খ-গ-ফ) . جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : أَلْوَاهِي/الْكَذِبُ

তারা আশ্রয় প্রার্থনা করল

(تَعَمَّل) : تَعَمُّدًا : আশ্রয় প্রার্থনা করা।

أَفَةُ (ج) : أَفَاتٌ : আপদ, বালা, মসিবত।

مَاءَهُ : (أ-و-ف) . جِنْسٌ : مُرْكَبٌ (مَهْمُوزٌ قَا- وَجُوفٌ وَآوَى)

مُرَادٌ : عَاةٌ/مُؤِجِبَةٌ . جِنْدٌ : أَمْنٌ .

طَمَعًا : আমরা রওয়ানা হলাম।

(ف) : طَمَعًا : রওয়ানা হওয়া।

(لَمْ نَنْتَر) : আমরা জ্ঞানিনি।

(ض) : وَرَبًّا , دِرَابَةً : জানা।

إِعْتَصَاصٌ : প্রতিশোধ নিয়েছে, বদল স্বরূপ গ্রহণ করেছে।

(إِنْعَال) : إِعْتَصَاةً . عَن : বদলাবরূপ গ্রহণ করা। প্রতিশোধ নেওয়া।

(ن) : عَوَّضًا : বদলা দেওয়া, বিনিময় দেওয়া।

مَاءَهُ : (ع-و-ع) . جِنْسٌ : أَلْوَاهِي

التَّدْرِيبَاتُ

১. الف. تَرْجِمِ الْعِبَارَةَ فَصِيحَةً : أَخْبَرَ الْحَارِثُ بَنَ مَهْمًا قَالَ ظَعَنْتُ إِلَى دِمْبَاطَ عَامَ هِبَاطَ حَتَّى لَأَحُوا
كَاسْنَانَ الْمَشْطِ فِي الْأَسْتَوَاءِ -

ب. اُكْتُبْ مَرَاوِقَاتِ الْكَلِمَاتِ الْآتِيَةِ مَعَ مَعَانِيهَا ثُمَّ ضَعْ كُلَّ كَلِمَةٍ فِي جُمْلَةٍ : عَامٌ. بَرَاءٌ. الرُّوَظُ. تَبَيَّنَ.
تَرْلُورٌ. اخْتِيارٌ. حُجَّةٌ. نَظْمٌ. رَأْيَةٌ. ضَلَّ. تَنْوِينٌ.

২. الف. تَرْجِمِ الْعِبَارَةَ فَصِيحَةً : فَعَنْ لَنَا إِعْمَالُ الرِّكَابِ فِي نَبْلَةٍ فَنِيَّةُ الشَّيْبَابِ عُذَائِيَّةُ الْإِهَابِ فَاسْرَيْنَا ...
لِلتَّعَرِيسِ .

ب. اِجْعَلِ الْجُمُوعَ مُفْرَدَاتٍ : الرُّكُوبُ. غَوَائِلُ. مَحَاسِنُ. مُنُومٌ.
ج. عَيِّنْ أَبْوَابَ الْكَلِمَاتِ الْآتِيَةِ ثُمَّ اسْتَعْمِلْنَهَا فِي بَابٍ آخَرَ سِوَى الْبَابِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ هَهُنَا : أَسْرَيْنَا.
مِلْنَا. مِلْنَا. صَادَقْنَا. تَخَيَّرْنَا. أَعْمَلُ.

৩. الف. تَرْجِمِ الْعِبَارَةَ فَصِيحَةً :

قَوْلُهُ : أَجَلٌ آتِيْسِي مَحَلٌّ رَيْسِي وَلَا ادْعُ الْبِعَادِي لِلْمَعَادِي :

ب. اُكْتُبْ مُفْرَدَاتِ الْجُمُوعِ وَجُمُوعَ الْمُفْرَدَاتِ فِي الْعِبَارَةِ الْمَذْكُورَةِ (أَيَّ عَشْرَةٍ شِئْتَ)
ج. اذْكُرْ مَوَادَّ الْأَلْفَاظِ الْآتِيَةِ : مَقَالِي. الْقَفَالِي. عَوَارِفُ. الْبَيْنُ. السَّالِي. أَرْطَى. الْوَقَاءُ. يَضُنُّ. الْغَائِي.
الْمَوَانِي.

د. اذْكُرْ أَبْوَابَ الْكَلِمَاتِ الْآتِيَةِ وَاسْتَعْمِلْنَهَا فِي بَابٍ آخَرَ سِوَى الْبَابِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ هَهُنَا : يَضُنُّ. يَنَافَسُ.
يُلْفِي. أَدَارِي. أَوَارِي. يَحْيَبُ. أَرِي. أَسِمُ.

ج. ضَعْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْكَلِمَاتِ فِي جُمْلَتَيْنِ. الْمَوَانِي. أَبَالِي. ثَمِينٌ. زَمَامٌ.

৪. الف. شَكِّلْ وَتَرْجِمْ : فَلَمَّا رَأَى زَيْدٌ إِمْتِلَاءَ كَبْسِهِ ... بَدَأَ يَدَارِي.

ب. اُعْرِبْ قَوْلَهُ : السَّرْعَةُ السَّرْعَةُ بَدَأَ يَدَارِي.

ج. اُكْتُبْ حُلَّ لُغَاتِ : بَدَأَ يَدَارِي.

المقامة الخامسة الكوفية

পঞ্চম মাকামা : কূফার গল্প

● মাকামার সারসংক্ষেপ ●

আগ্নামা হারীরী পঞ্চম মাকামায় ফকির বেশে আবু য়ায়েদ সারুজীর ডিস্কা গ্রাণ্ণার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কাহিনীটি এ রকম : হারিস ইবনে হাম্মাম এক রাতে তার কতিপয় বন্ধুর সাথে গল্প করছিলেন। এমন সময় এক ফকির এসে ঘরের দরজায় হাঁক দিল এবং তাদের নিকট রাতে অবস্থানের জায়গা ও খাবার প্রার্থনা করল। তারা দরজা খুলে তাকে খাবার দিলেন এবং তার কথাবার্তায় তারা বুঝতে পারলেন যে, লোকটি আবু য়ায়েদ সারুজী। তখন তারা তাকে একটি গল্প বলার জন্য অনুরোধ করলে তিনি তাদেরকে নিজের একটি অতি বিশ্বয়কর কাহিনী শোনান যে, আমি গত রাতে এক ঘরের সামনে হাজির হয়ে একটি কবিতায় ঘরের অধিবাসীদের নিকট রাত কাটাবার জন্য একটি জায়গা ও খাবার প্রার্থনা করি। তখন একটি সুন্দরিশ কিশোর দরজা খুলে তৎক্ষণাৎ কবিতায় আমার আবেদনের জবাব দিল যে, আমাদের ঘরে খাওয়ার মতো কিছু নেই। আপনাকে আমরা কোথেকে খাবার দেব। আবু য়ায়েদ বলেন, আমি ছেলেটির প্রতিভা ও উপস্থিত জবাব শুনে অত্যন্ত বিম্বিত হলাম। তারপর ছেলেটিকে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলাম। ছেলেটি বলল, আমার নাম য়ায়েদ। আমি ফায়দার অধিবাসী। এখানে বেড়াতে এসেছি। আমি আমার মাতার মুখে শুনেছি, আমার পিতা বিয়ে করার পর আমার মাতা যখন সন্তানসম্ভবা হন তখন আমার পিতা উধাও হয়ে যান। জন্মের পর আমি আর আমার পিতার দেখা পাইনি। জানি না, তিনি জীবিত আছেন, নাকি মৃত্যু বরণ করেছেন।

আবু য়ায়েদ বলেন, আমি ছেলেটির কথা শুনে বুঝে ফেললাম যে, সে ছেলেটি আমার সন্তান। কেননা আমিই এ কাণ্ড ঘটিয়েছিলাম; কিন্তু নিজের আর্থিক দুর্বস্থা ও দৈন্যদশার কারণে তার কাছে নিজের পরিচয় দিতে পারিনি। এ কাহিনী শুনে উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করল যে, আপনি আপনার সন্তানটির সাথে কবে সাক্ষাৎ করতে চান? আবু য়ায়েদ বললেন, কিছু অর্থ-কড়ির ব্যবস্থা হলে তবে দেখা করতে পারি। তখন উপস্থিত লোকজন নিজেরদের উদ্যোগে কিছু অর্থকড়ির ব্যবস্থা করে দিল। আবু য়ায়েদ যখন প্রাপ্ত অর্থতাল নিয়ে চলে যাচ্ছিল তখন হারিস ইবনে হাম্মামও ছেলেটিকে দেখার জন্য তাঁর সাথে যেতে চাইল। আবু য়ায়েদ তখন হারিসের প্রতি তাকিয়ে অটহাসি দিয়ে বললেন, আসলে এটি সম্পূর্ণ বানানো কাহিনী, যা আমি অর্থ উপার্জনের জন্য প্রবৃত্ত করেছি।

الْمَقَامَةُ الْخَامِسَةُ الْكُوفِيَّةُ

পঞ্চম মাকামা : কুফার গল্প

حَكَى الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ : قَالَ : سَمَرْتُ
بِالْكُوفَةِ فِي لَيْلَةٍ أَدْبَمَهَا ذَوْلَوْنَيْنِ ،
وَقَمَرَهَا كَتَعْفُونِيذٍ مِنْ لُجَيْنٍ ، مَعَ رُقَيْهِ غَذُوًّا
يَلْبَانَ الْبَيَانَ ، وَسَحَبُوا عَلَى سَحْبَانَ ذَيْلِ
النَّسْيَانِ ، مَا فِيهِمْ إِلَّا مَنْ يُحَفِّظُ عَنْهُ ،
وَلَا يُتَحَفِّظُ مِنْهُ .

অনুবাদ : হারিস ইবনে হাম্মাম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি কুফায়^১ এমন এক রাত্রিতে গল্প করলাম, যার বাকল ছিল দু'রঙা এবং যার চন্দ্র ছিল রূপার তাবিজের মতো— এমন সাখীদের সাথে, যারা বাগিতার দৃষ্ট দ্বারা লালিত হয়েছে এবং সাহবানের^২ উপর বিমূর্তির আঁচল টেনে দিয়েছে। তাদের প্রত্যেকেই ছিল এমন ব্যক্তি, যার বাণী সংরক্ষণ করা হয় এবং যার থেকে দূরে সরে থাকা হয় না।

শাব্বিক অনুবাদ : الْكُوفِيَّةُ পঞ্চম মাকামা الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ কুফার গল্প হারিস ইবনে হাম্মাম বর্ণনা করেন قَالَ তিনি বলেন سَمَرْتُ আমি গল্প করলাম بِالْكُوفَةِ কুফায় كَتَعْفُونِيذٍ مِنْ لُجَيْنٍ এমন এক রাত্রিতে যার বাকল ছিল ذَوْلَوْنَيْنِ দু'রঙা وَقَمَرَهَا এবং যার চন্দ্র رُقَيْهِ غَذُوًّا তাবিজের মতো يَلْبَانَ الْبَيَانَ রূপার বাগিতার দৃষ্ট দ্বারা লালিত হয়েছে وَسَحَبُوا عَلَى سَحْبَانَ এবং তারা টেনে দিয়েছে مَا فِيهِمْ إِلَّا مَنْ يُحَفِّظُ عَنْهُ সাহবানের উপর বিমূর্তির আঁচল টেনে দিয়েছে তাদের প্রত্যেকেই ছিল এমন ব্যক্তি, যার বাণী সংরক্ষণ করা হয় وَلَا يُتَحَفِّظُ مِنْهُ এবং যার থেকে দূরে সরে থাকা হয় না।

শব্দ বিশ্লেষণ

বর্ণনা করল [করেন] : حَكَى (ض) حِكَايَةً :
আমি রাত্রিতে গল্প করলাম : سَمَرْتُ :
রাত জেগে গল্প করা : سَمَرًا سَوْرًا :
বাদামী বর্ণ হওয়া : (س) سَمَرًا : (أَفْعَلًا) أَسْمَرًا :
فِي الْقُرْآنِ : مُسْتَكْبِرِينَ سَامِرًا تَهْمِزُونَ .
مَادَّة : (س-م-ر) , جَنَس : صَوْنِج

الْكُوفَةُ : ইরাকের একটি প্রসিদ্ধ শহরের নাম।^১
لَيْلَةٌ : (ج) لَيْلَاتٌ : রাত্রি, রজনী।
أَدْبَمَ : (ج) أَدَمَ , أَدَمَ , أَدَمَ : পাকা চামড়া, বাকল।
ذَوْلَوْنَيْنِ : রাতের অন্ধকার।
كَتَعْفُونِيذٍ : (م-د-ن) , جَنَس : مَهْمُوز
مَادَّة : (س-م-ر) , جَنَس : صَوْنِج

১. কুফা : ইরাকের একটি প্রসিদ্ধ শহরের নাম। হযরত সাদ ইবনে আদী ওয়াহাস (রা.) সর্বপ্রথম একটি সেনা ছাউনিরূপে কুফা শহরের গোড়াপত্তন করেন। এর পূর্বে কুফা অঞ্চলের নাম ছিল সুবিতান। সেনা ছাউনি হিসাবে গড়ে উঠার প্রথম দিকে এ এলাকায় হারী বাড়ি-ঘর নির্মাণ করা হতো না। হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.) এ এলাকার গভর্নর হওয়ার পর থেকে এখানে থাকা বাড়ি-ঘরের নির্মাণ শুরু হয়। এক সময় কুফার অনেক বড় বড় মুসলিম মনীষীর অবস্থান ছিল। হযরত কাব্বক আজম (রা.) তাঁর শিলাকতকালে সীসী শিকার এলাকার উদ্দেশ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কে কুফায় প্রেরণ করেন। তার বেদমত ও অবসানের কালে তখন কুফা মুসলিম বিশেষ হাদীস চর্চার একটি বিশেষ কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। হযরত আলী (রা.) কুফার শিক্ষার উন্নয়ন দেখে বসেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, তিনি এ শহরটিকে ইলম দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিচ্ছেন।

ذُو : (تَقْوِيَّة) ذَوَانِ، (ج) ذُرُونُ : অধিকারী, মালিক :
(ثَن) لَوْنَيْنِ (نَصْبًا وَجَرًّا)، وَلَوْنَانِ (رَفْعًا) :

(ر) لَوْن : (ج) أَلْوَانُ : রঙ।
فِي الْقُرْآنِ : وَاخْتِلَافَ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ .

مَادَّة : (ل-و-ن), جِنْس : أَجَوِفٌ وَأَوَى
مُرَادُف : صَنِيعٌ

ذُو لَوْنَيْنِ : দু'রঙা।

قَمَر : (ج) أَقْسَارُ : চাঁদ, চান্দ্র মাসের প্রথম তিন রাত্রি ব্যতীত :
পরবর্তী পুরো মাসের চাঁদকে বলা বলে।

আর মাসের ১ম তিন রাতের চাঁদকে هِلَال বলা হয়।

فِي الْقُرْآنِ : وَالْقَمَرَ قَدَرَتْهُ مَنَازِلُ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ
الْقَدِيمِ :

تَعَوُّيْدُ : (ج) تَعَاوَيْدُ : তাবিজ, কবজ।
قَالَ الشَّاعِرُ : أَوْ مَا تَرَىٰ قَمَرَ السَّمَاءِ

كَأَنَّهُ تَعْرِيدُ فِضَّةٍ .
مَادَّة : (ع-و-ذ), جِنْس : أَجَوِفٌ
مُرَادُف : الْكَيْبِيَّةُ

لُجَيْنٌ : রূপা, চাঁদ।
مَعَ : সাথে, সঙ্গে, নিকট।

رُقُقَةٌ : (ج) رِقَاقٌ، رِقَقٌ، رُقُقٌ، أَرْقَاقٌ :
সাথীদের দল।

مُرَادُف : زَمِيلٌ

عَدُّوا : তাদেরকে খাবার দেওয়া হয়েছে, তারা লাগিত হয়েছে।

(ن) عَدُّوا : আহার দেওয়া, প্রতিপালন করা।

(إِفْعَال) اِغْتَدَا، (تَفَعُّل) تَعَدَّيَا :
খাদ্যরূপে গ্রহণ করা।

مَادَّة : (ع-ذ-و), جِنْس : تَائِصٌ وَأَوَى
مُرَادُف : رَزَقُوا

لَبَانٌ : মহিলার দুধ।

لَبَانٌ (ن, ض) مَصْد : দুধপান করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَنْهَارٍ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ .
مَادَّة : (ل-ب-ن), جِنْس : صَرِيحٌ

مُرَادُف : حَلِيبٌ

الْبَبَانُ : বর্ণনা, বাগিতা।

أَنْبِيَانُ (ض) مَصْد : স্পষ্ট হওয়া, প্রকাশ পাওয়া।

سَحَبًا (ف) سَحَبًا : আঁচল টেনে দিয়েছে।

سَحْبَانٌ : খাতনামা আরব-পণ্ডিত ও বাগী।

ذَيْلٌ : (ج) ذُيُولٌ، أَذْيَالٌ، أَذْيَالٌ :
আঁচল, বর্ষিত অংশ।

قَالَ إِمْرَأُ الْقَيْسِ : خَرَجْتُ بِهَا تَمَشِي تَحْرُورًا نَا .

عَلَىٰ أَثَرِنَا ذَيْلٌ مُرُطٌ مُرَحِّلٌ .

مَادَّة : (ذ-ي-ل), جِنْس : أَجَوِفٌ بَيِّنِي

مُرَادُف : طَرَفٌ/هُدْبَةٌ .

النَّسِيَانُ : বিস্মৃতি।

النَّسِيَانُ (س) مَصْد : ভুলে যাওয়া, বিস্মৃত হওয়া।

(الْعَمَل) اِنْسَاءُ : ভুলিয়ে দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَنَسِيَ آدَمَ وَلَمْ يَزِدْ لَهُ عَزْمًا .

مَادَّة : (ن-س-ي), جِنْس : تَائِصٌ

مُرَادُف : الْخَطَاءُ، جُنْدٌ، الْأَصْوَابُ

مَا فِيهِمْ إِلَّا ... তাদের প্রত্যেকেই ছিল।

مَنْ يُحَفِّظُ : [যার বাগী] সংরক্ষণ করা হয়।

(س) حَفِظًا - عَنَهُ : সংরক্ষণ করা।

(س) حَفِظًا : মুখস্থ করা।

فِي الْقُرْآنِ : قَالَ لَهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ .
مَادَّة : (ح-ف-ظ), جِنْس : صَرِيحٌ

مُرَادُف : يَصِينُ/يَقِي

لَا يَنْتَحِفُظُ : যার থেকে দূরে সরে থাকা হয় না।

(تَفَعُّل) تَحَفُّظًا - مِنْهُ : দূরে থাকা, বেঁচে থাকা।

১. সাহবান ওয়ায়েল আরবি ভাষা ও সাহিত্যের এক অনন্য কিংবদন্তি ও বাগ্গিতার প্রবাদ পুরুষ। তার বংশ পরিক্রমা এরূপ : সাহবান ইবনে মুকার ইবনে ইয়াস ইবনে আদে শামস আল-ওয়ায়েলী। তিনি হিজরি-পূর্ব ১২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। জাহিলী যুগেই তিনি অনান্য বাগ্গিতার জন্য খ্যাত হন। রাসূলুতাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয়নি। হযরত মু'আরিয়া (রা.)-এর শাসনামলে তিনি দামেমশকে অবস্থান করেন। হিজরি ৫৪ সালে একশ' আদি বছর বয়সে আরবি সাহিত্য-ইতিহাসের এ অনন্য প্রতিভা ইহধাম ত্যাগ করেন।

وَيَسْبِلُ الرَّفِيقُ إِلَيْهِ، وَلَا يَسْبِلُ عَنْهُ،
فَاسْتَهْوَانَا السَّرَّ، إِلَى أَنْ غَرَبَ الْقَمَرُ،
وَوَلَّيْنَا السَّهْرَ، فَلَمَّا رَوَّى اللَّيْلُ الْبَهِيمَ،
وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا التَّهْوِيمُ، سَمِعْنَا مِنَ الْبَابِ
نَبَأَ مُسْتَنْبِحٍ، ثُمَّ تَلَتْهَا صَكَّةُ
مُسْتَفْتِحٍ، فَقُلْنَا: مَنِ الْمِلْمُ، فِي اللَّيْلِ
الْمَذْلُومُ؟ فَقَالَ:

يَا أَهْلَ ذَا الْمَغْنَى وَقَيْتُمْ شَرًّا

وَلَا لَيْتُمْ مَا بَقَيْتُمْ ضَرًّا

অনুবাদ : বন্ধুজন যার প্রতি আকৃষ্ট হয়, যার থেকে
বিমুখ হয় না। অতঃপর রাত্রির গল্প-গুজব আমাদেরকে এ
পর্যন্ত বিহ্বল করে রাখল যে, চন্দ্র ডুবে গেল এবং অনিদ্রা
প্রভাবশীল হলো। অতঃপর যখন অন্ধকার রজনী অন্ধকার
বিস্তার করল এবং তন্দ্রা ব্যতীত আর কিছু বাকি রইল না,
তখন আমরা দরজায় কুকুরকে যেউ যেউয়ে উদ্ভুকারী
[এক অজানা আগভুক্ত]-এর পদধ্বনি শুনতে পেলাম।
তারপর দরজা-উন্মোচন প্রত্যাশী ব্যক্তির করাঘাত [-এর
শব্দ ভেসে] এলো। তখন আমরা বললাম, এই নিশ্চিন্দ
অন্ধকার রজনীতে আগমনকারী কে? উত্তরে সে বলল :
[কবিতার অনুবাদ-] হে এই গৃহের অধিবাসীবৃন্দ! তোমরা
অকল্যাণ থেকে বেঁচে থাক এবং তোমরা যতদিন বেঁচে
থাক, ততদিন যেন ক্ষতির সম্মুখীন না হও।

শাব্দিক অনুবাদ : يَسْبِلُ আকৃষ্ট হয় إِلَيْهِ বন্ধুজন عَنْهُ যার থেকে বিমুখ হয় না فَاسْتَهْوَانَا রাত্রির গল্প-গুজব إِلَى أَنْ পর্যন্ত যে غَرَبَ الْقَمَرُ চন্দ্র ডুবে গেল وَوَلَّيْنَا السَّهْرَ অনিদ্রা فَلَمَّا রওঁ অতঃপর যখন رَوَّى اللَّيْلُ রজনী الْبَهِيمَ অন্ধকার বিস্তার করল وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا তন্দ্রা التَّهْوِيمُ তখন আমরা শুনে পেলাম مِنَ الْبَابِ দরজায় পদধ্বনি مُسْتَنْبِحٍ কুকুরকে যেউ যেউয়ে উদ্ভুকারী (এক অজানা আগভুক্ত) ثُمَّ তারপর تَلَتْهَا শব্দ ভেসে এলো مُسْتَفْتِحٍ দরজা উন্মোচন প্রত্যাশী ব্যক্তি فَقُلْنَا তখন আমরা বললাম مَنِ الْمِلْمُ আগমনকারী কে? قَالَ উত্তরে সে বলল : هَذَا الْمَغْنَى হে এই গৃহের অধিবাসীবৃন্দ! وَقَيْتُمْ তোমরা বেঁচে থাক وَوَلَّيْنَا অকল্যাণ থেকে বেঁচে এবং তোমরা যতদিন যেন সম্মুখীন না হও وَمَا بَقَيْتُمْ যতদিন তোমরা বেঁচে থাক وَوَلَّيْنَا ক্ষতি।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَسْبِلُ : আকৃষ্ট হয়।

(ض) مَبْلًا، مَلَا - مَلَا - إِلَيْهِ : আকৃষ্ট হওয়া।

الرَّفِيقُ : (ج) رَفَاقًا : সাথী। বন্ধু। অনুগ্রহশীল।

فِي الْعَدِيَّةِ : الْمِلْمُ بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى -

বিমুখ হয় না, পরাভূত হয় না। : لَا يَسْبِلُ - عَنْهُ :

(ض) مَبْلًا مَلَا - عَنْهُ : বিমুখ হওয়া।

مَادَّة : (م-য-ল) ، جَس : أَحْبَبَ يَأْتِي

مُرَادُ : يَرْغَبُ (إِلَيْهِ) / وَجَدَ / يَرْغَبُ (عَنْهُ)

إِسْتَهْوَى : বিহ্বল করে দিল [-রাখল]।

(إِسْتَهْوَالَ) : হতবুদ্ধি করা, বিহ্বল করে রাখে। :

(ض) هَوَى : পতিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ .

مَادَّة : (ه-য-য়) ، جَس : لَقِيَتْ مَقْرُون -

مُرَادُ : أَعْجَبَ / شَفَّلَ

السَّرَّ : (ج) أَسَارًا : রাত গল্প বলা লোক। রাত,

রাতের গল্প-গুজব।

فِي الْعَدِيَّةِ : نَهَى عَنِ السَّرِّ بَعْدَ الْعِشَاءِ .

إِلَى أَنْ : এই পর্যন্ত যে, ...।

غَرَبَ : ডুবে গেল, অস্তমিত হলো।

(ن) غُرُبًا : ডুবে যাওয়া, অস্তমিত হওয়া।

দেশ ত্যাগ করা। : غَرَبَ، غَرَابَةٌ -

فِي الْحَدِيثِ : نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرِقَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ .

মাদ্ : (গ. র. ব) , جِنْس : صَحِيح

مُرَادُف : أَفْلَ , جُنْد : صَحِيح

الْقَصْرُ : (ج) أَقْمَارُ : চাঁদ

غَلَبَ : প্রভাবশীল হলো।

(ض) غَلَبًا , غَلَبَةً : প্রভাবশীল হওয়া। বিজয়ী হওয়া।

মাদ্ : (গ. ল. ব) , جِنْس : صَحِيح

مُرَادُف : قَهَرٌ , جُنْد : قَهَرٌ

السَّهْرُ : অনিদ্রা।

السَّهْرُ (س) : সমগ্র রাত জাগ্রত থাকা।

(إفْعَال) إِسْهَارًا : বিনিদ্র রাখা।

قَالَ الشَّاعِرُ : مُغْنِمُ الْجَنَانِ لَمْ يَدْرِ مَا لِيذِي

يُكَادُ سَهْرَانِ اللَّيَالِي الْغَيَاوِي

মাদ্ : (স. ব. র) , جِنْس : صَحِيح

مُرَادُف : الرُّقُودُ , جُنْد : نَوْمٌ

رَوَّى : অঙ্ককার বিস্তার করল।

(تَفْعِيل) تَرَوَّى - اللَّيْلُ : অঙ্ককার বিস্তার করা।

(ن) رَوَّى : বিস্মৃত করা, আনন্দিত করা।

মাদ্ : (র. ও. ব) , جِنْس : أَجَوَفٌ وَآوَى

مُرَادُف : أَظْلَمَ , جُنْد : أَشْرَقَ أَضَاءً .

اللَّيْلُ : (ج) لَيْلٍ (لَيَالٍ) , لَيْلًا : রাত্রি, রজনী।

أَلْبَهُمُ : (ج) بَهُمُ , بَهُمُ : কালো, গভীর অঙ্ককার।

فِي الْحَدِيثِ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غَرَّ مَعْجَلَةً بَيْنَ

ظَهَرَتِ خَيْلٌ دَمِعَ بَهْمِ .

মাদ্ : (ব. ও. ম) , جِنْس : صَحِيح

مُرَادُف : الْمُدَّهَمُ / الْكَوَدُ , جُنْد : الْأَشْرَقُ / الْبَيَاضُ

لَمْ يَبْقَ : বাকি রইল না।

(س) بَقَاً , (ض) بَقِيَ : অবশিষ্ট থাকা, বাকি থাকা।

(إفْعَال) إِبْقَاءً : বাকি থাকা, অবশিষ্ট রাখা।

فِي الْقُرْآنِ : وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذَوَالْعَلَالِ وَالْإِكْرَامِ .

مَادَّة : (অ. ব. ক. দ) , جِنْس : كَاتِبٌ بَانِي

مُرَادُف : لَمْ يَنْتِ , جُنْد : لَمْ يَنْتِ

النَّهْيُ : সামান্য ঘুম, ভ্রম।

النَّهْيُ (تَفْعِيل) : সামান্য ঘুম যাওয়া।

মাদ্ : (ও. ও. ম) , جِنْس : أَجَوَفٌ وَآوَى

مُرَادُف : الْكَرَى .

سَبَعْنَا : আমরা সনলাম।

(س) سَبَاً , سَبَاً , سَاعَةً : শোনা।

الْبَابُ : (ج) أَبْوَابٌ , بَيْنَانٌ : দরজা, তোরণ, ফটক।

فِي الْقُرْآنِ : لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ .

মাদ্ : (অ. ও. ব) , جِنْس : أَجَوَفٌ وَآوَى

مُرَادُف : مَدْخَلٌ

نَبَاً : কীণ শব্দ, কুকুরের যেউ যেউ।

(ن) نَبَاً : উচু হওয়া। আশ্বে শব্দ করা। সংবাদ দেওয়া।

মাদ্ : (ন. ব. ও) , جِنْس : مَهْمُوزٌ كَمْ

مُرَادُف : صَوْتُ / نَبَاحٌ , جُنْد : صَنْتٌ

مُسْتَنْبِجٌ (ف. ম) : কুকুরকে যেউ যেউয়ে উদ্ধৃৎকারী।

[অজানা আগতুক]। আরবদের রীতি ছিল, যদি কোনো

মুসাফির রাতের বেলায় রাস্তা হারিয়ে ফেলত তখন কুকুরের

মতো আওয়াজ দিত তার প্রতিউত্তরে আবাদির কুকুর যেউ

যেউ করে উঠে এর দ্বারা মুসাফিররা হারিয়ে ফেলা রাস্তা খুঁজে

পাওয়ার চেষ্টা চালাত।

কুকুরকে যেউ যেউয়ে উদ্ধৃৎ করা।

(س. ف) نَبَاً , نَبَاً : কুকুরের যেউ যেউ করা।

قَالَ الشَّاعِرُ : وَمُسْتَنْبِجٌ فِي جَنَحٍ لَيْلٍ دَعْوَتُهُ

يَسْتَنْبِجُ فِي رَأْسِ صَدِّ مُقَابِلِ

মাদ্ : (ন. ব. ও) , جِنْس : صَحِيح

مُرَادُف : مُنْبِجٌ .

تَلَّتْ : পরে হলো, পরে আসল।

(ن) تَلَّتْ : পরে আসা/ ... হওয়া।

صَكَّةً (ن) مَصَّ (الشَّاءَ لِنَمَرٍ) : জোরে আঘাত করা, থাঙ্গড় মারা।

فِي الْقُرْآنِ : فَصَحَّتْ وَجْهَهَا .

মাদে : (স. ক. ক.) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
مُرَادُفٌ : الْقَرَعَةُ/الذَّنْعَةُ .

مُسْتَفْتِحٌ (ফা. মড) : [দরজার] উন্মোচন প্রত্যাপনা।

(إِسْتَفْتَحَ) : উন্মোচন প্রত্যাপনা করা।

(ف) : فَتَحًا : খোলা, উন্মুক্ত করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتَحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا .

মাদে : (ফ. ত. জ.) , جنس : صَحِيحٌ

مرادف : مُسْتَحْشِفٌ

أَلْمَلِمُ (ফা. মড) : আগমনকারী, উপনীত ব্যক্তি।

(أَفْعَالٌ) : أَلْمَمًا , (ন. লস) : আগমন করা, উপনীত হওয়া।

قَالَ الشَّاعِرُ : غَبِثَ أَلْمَلِمُ الَّذِي نَزَلَ .

মাদে : (ল. ম. ম.) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادُفٌ : الْزَائِرُ/الْنازِلُ

أَلْمَذْلُومُ (ফা. মড) : গভীর অস্বকার, নিছিন্ন অস্বকার।

(فَعْلَالٌ) : أَذْلَمَسًا : ঘোর অস্বকার হওয়া।

মাদে : (দ. ম. ম. ল. ম.) , جنس : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : أَلْبَهْمُ , ضِدٌّ : أَلْمُعْبِي .

أَهْلٌ : (জ) : أَهْلُونَ , أَهَالٌ , أَهَالٌ : পরিবার, আত্মীয়-স্বজন।

أَهْلُ النَّارِ , أَهْلُ السَّمْنَى : গৃহের অধিবাসী।

أَلْمَغْنَى : (জ) : مَغَانٌ : গৃহ, মনমিল।

(স) : غِنَى - بِالْمَكَانِ : অবস্থান করা।

فِي الْقُرْآنِ : كَأَن لَّمْ يَغْتُرَا فِيهَا .

মাদে : (গ. ন. য়.) , جنس : نَاقِصٌ بَائِي

مُرَادُفٌ : أَلْمَتَزَلُ .

وَقَيْسٌ : (মু'আবিযে) : তোমরা রক্ষা পাব, [বেচে থাক]।

(ض) : وَقَيْبًا , وَقَيْبَةً : রক্ষা করা, বাঁচানো, সংরক্ষণ করা।

(إِنْيَمَالٌ) : إِيْقَاءُ : ভয় করা। সতর্ক থাকা। মুশ্বাকী হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَرَقَاهُمُ اللَّهُ شَرْ ذِيكَ الْيَوْمِ .

মাদে : (ও. ন. য়.) , جنس : كَوْنِيْفٌ مَفْرُوزٌ .

مُرَادُفٌ : مُنْتَمٌ/حُنْفِيْمٌ .

شَرْ : অকল্যাণ, দুষ্টি, মশহুদ।

شَرْ (ض. ন. স. মস) : দুষ্টি হওয়া, দুষ্টিমি করা।

شَرْ (إِسْمٌ تَفْعِيلٌ) : (জ) : شَرَّارٌ , أَشْرَارٌ , أَشْرَأُ : অধিক মন্দ, দুষ্টি।

لَا لَقِيْنِيْمٌ : (মু'আবিযে) : তোমরা সম্মুখীন না হও।

(س) : لَقِيْنَا , لَقِيْنَا : সাক্ষাৎ করা। সম্মুখীন হওয়া।

(إِفْعَالٌ) : إِنْقَاءٌ : নিক্ষেপ করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَتَسْتَدْرِكُكُمْ لِقَاءُ يَوْمِكُمْ هَذَا .

মাদে : (ল. ক. য়.) , جنس : نَاقِصٌ بَائِي

مُرَادُفٌ : ذَرَّتُمْ/تَعَرَّضْتُمْ .

مَا يَقِيْنِيْمٌ : [যত দিন] তোমরা বেঁচে থাক।

(س) : بَقَاءُ (ض) : بَقِيْنَا : স্থায়ী হওয়া, বাকি থাকা, বেঁচে থাকা।

(إِفْعَالٌ) : إِبْقَاءُ , (إِسْتِفْعَالٌ) : إِبْقِيْنَا : বাকি রাখা।

فِي الْقُرْآنِ : وَيَسْئَلُ عَنْهُ رَبُّكَ ذَوَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ .

মাদে : (অ. ক. য়.) , جنس : نَاقِصٌ بَائِي

مُرَادُفٌ : تَسْتَمٌ/حُنْفِيْمٌ , ضِدٌّ : تَنْبِيْمٌ

ضَرْ : مَرَرٌ : (জ) : أَشْرَارٌ : কঠোরতা, কঠোরতা।

فِي الْقُرْآنِ : يَتَذَكَّرُ مِنْ نَفْعَةٍ .

মাদে : (স. র. র.) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادُفٌ : خَسَارَةٌ/عَقَبٌ , ضِدٌّ : نَفْعٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : يَا أَهْلَ دَا السَّمْنَى :

এখানে 'দা' শব্দটি إِسْمٌ আদর

مُشَارٌ إِلَيْهِ : অতঃপর

مُضَانٌ إِلَيْهِ -এর

قَوْلُهُ : وَلَا تَقِيْنِيْمٌ ضَرًا :

مَفْعُولٌ بِهِ : 'ফায়েল' আদর

مُضَانٌ : 'মাদাম' আদর

ফায়েলসহ জুমলা হয়ে

قَوْلُهُ : تَقِيْنِيْمٌ : 'এর

বালাগাত

قَوْلُهُ : تَقِيْنِيْمٌ مَا يَقِيْنِيْمٌ :

এর মধ্যে

مَرَاوُنَ : أَلْتَسَكَنَ

তোমরা গ্রহণ কর : (إِسْمٌ فِعْلٌ بِمَعْنَى خُذُوا) : أَتَانِيكَ : ضَيْفٌ : (ج) أَتَانِيكَ ، ضَيْفٌ ، ضَيْفَانٌ ، إِتَانِيكَ : মেহমান, অতিথি।

فِي الْقُرْآنِ : هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ -

مَا هَ : (ض-ই-ফ) , جِنْس : أَجَوَفٌ يَمَانِي

مَرَاوُنَ : نَزِيلٌ ، ضَدٌ : مُضَيِّعٌ

قَنُوعٌ : (صَد, مذ) (ج) قَنُوعٌ : নিজ ভাণ্ডো সত্ত্বষ্ট, অল্পে তৃপ্ত।

(ف) قَنُوعًا : অল্পে তৃপ্ত থাকা।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَطْعِمُوا الْفُقَارَةَ وَالْمُعْتَرَّ -

مَرَاوُنَ : مُكْتَفِيٌّ ، ضَدٌ : غَارِمٌ

حَرٌّ : (ج) أَحْرَارٌ ، حَرَارٌ : স্বাধীন, সম্ভ্রান্ত, জদ্র, অভিজাত।

يَرْضَى : সত্ত্বষ্ট থাকে/ থাকবে।

(س) رَضِيَ ، رِضْوَانًا ، مَرْحَةً : সত্ত্বষ্ট থাকা।

إِخْلَوْلَى : মিষ্ট হয়েছে, মিষ্ট পেয়েছে।

(ن-س) حَلَاوَةً ، (فَاعِلٌ) إِخْلِيلًا : মিষ্টি হওয়া। মিষ্টি মনে করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا -

مَا هَ : (ح-ল-ও) , جِنْس : نَاقِصٌ وَأَوِي

مَرَاوُنَ : حَكَ ، ضَدٌ : أَمَرَ

أَمَرًا : (الْأَلْفُ فِي أَجْرِ الْفِعْلِ لِلِإِضْبَاعِ) : তিক্ত হয়েছে।

(إِفْعَال) إِمْرَارًا : তিক্ত হওয়া।

مَرَاوُنَ : عَلِمْتُ ، ضَدٌ : إِخْلَوْلَى -

مَا إِخْلَوْلَى وَمَا أَمَرَ : যা মিষ্ট হয় ও যা তিক্ত হয়, মিষ্ট-তিক্ত।

যাই হোক।

يَنْفَعُنِي : সে ফিরে যাবে, [বিদায় নেবে]।

(إِفْعَال) إِنْفَاءً : ফিরে যাওয়া।

يَنْفَعُ : প্রচার করে, (পেয়ে)।

(ن-ض) نَفًّا : প্রচার করা।

الْمَرْغُوعُ : মালিশ করা।

(تَفَاعُل) تَنَاقُ : পরস্পর সংবাদ দেওয়া।

مَا هَ : (ن-ث-ث) , جِنْس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مَرَاوُنَ : يُنْفِئُ / يُنْشِرُ

أَجْرًا (الْأَلْفُ فِي أَجْرِ الْفِعْلِ لِلِإِضْبَاعِ) : দান, কল্যাণ, [এখানে-দানের সুনাম]।

مَا تَأْتَالُوا الْيَمَّ حَتَّى تَنْفَقُوا -

مَا هَ : (ب-র-র) , جِنْس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مَرَاوُنَ : الْخَيْرُ / الْإِحْسَانُ

বাক্য বিশ্লেষণ

نَوْلُهُ : أَخَا سِفَارَ طَالٍ وَاسْبَطُ :

نَوْلُهُ : أَخَا : শব্দটি আর সِفَارَ মাউসফ এবং

مَرْصُوفٌ পৃথক জুমলা হয়ে তার সিফাত। অতঃপর صَفَتْ এবং

مِثْلُهُ : أَخَا : এর মِثْلُهُ এবং مِثْلُهُ : এর সিফাত।

نَوْلُهُ : حَتَّى انْتَشَى مُعْتَرِفًا مَصْفَرًا : উভয় শব্দ হয়েছে

إِنْشَى : এর সিফাত।

نَوْلُهُ : قَدْ عَرَفْنَاكُمْ مُعْتَرًا : এর সিফাত।

এই বাক্যে শব্দটি মুত্তরা এবং

نَوْلُهُ : أَمَكُمُ دُونَ الْأَنَامِ طَرًا : এর সিফাত।

دُونَ الْأَنَامِ : অমকুমুল বিহী

مُرَاكَبًا : ইয়াফী হয়ে

এর- : يُبَيِّنُ : আর

مَرْصُوفٌ : অতঃপর জুমলা হয়ে

نَوْلُهُ : دُونَكُمْ ضَيْفًا قَنُوعًا حَرًّا : এর সিফাত।

এই বাক্যে শব্দটি মুত্তরা এবং

نَوْلُهُ : مَوْصُوفٌ ضَيْفًا : এর সিফাত।

এই বাক্যে শব্দটি মুত্তরা এবং

নَوْلُهُ : يَرْضَى بِهَا إِخْلَوْلَى وَمَا أَمَرَ : এর সিফাত।

এই বাক্যে শব্দটি মুত্তরা এবং

নَوْلُهُ : يَرْضَى بِهَا إِخْلَوْلَى وَمَا أَمَرَ : এর সিফাত।

এই বাক্যে শব্দটি মুত্তরা এবং

নَوْلُهُ : يَرْضَى بِهَا إِخْلَوْلَى وَمَا أَمَرَ : এর সিফাত।

এই বাক্যে শব্দটি মুত্তরা এবং

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ : فَلَمَّا خَلَبْنَا
بِعُدْوَةِ نَطْقِهِ ، وَعَلِمْنَا مَا وَرَاءَ بَرْقِهِ ،
إِبْتَدَرْنَا فَتَحَ الْبَابِ ، وَتَلَقَّيْنَاهُ بِالْشَّرْحَابِ ،
وَقُلْنَا لِلْغَلَامِ : هَيَّا هَيَّا ، وَهَلَمْ مَا تَهَيَّا ،
فَقَالَ الضَّيْفُ : وَالَّذِي أَحْلَيْتَنِي ذِرَآئَكُمْ ، لَا
تَلَمَّظْتُ بِقِرَائِكُمْ ، أَوْ تَضَمَّنُوا لِي أَنْ لَا
تَتَّخِذُونِي كَلًّا ، وَلَا تَجْسُمُوا لِأَجْلِي أَكَلًا .

অনুবাদ : হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন, অতঃপর যখন সে তার কথার মাধুর্য দ্বারা আমাদেরকে বিমুগ্ধ করল এবং আমরা তার বিন্দুৎ-দ্যুতির পশ্চাতে যা কিছু রয়েছে, সে সম্পর্কে অবগত হলাম, তখন আমরা দরজা খোলার জন্য দৌড়িয়ে গেলাম এবং আমরা অভ্যর্থনা সহকারে তাকে গ্রহণ করলাম। আর ডৃত্যকে বললাম, জলদি কর এবং যা কিছু প্রস্তুত আছে, হাজির কর। উত্তরে অতিথি বললেন, সেই সত্তার শপথ, যিনি আমাকে তোমাদের গৃহে উপনীত করেছেন, আমি তোমাদের আতিথেয়তার খাবার আশ্বাদন করব না, যে পর্যন্ত না তোমরা আমার ব্যাপারে এই দায়িত্ব নাও যে, তোমরা আমাকে বোঝারূপে গ্রহণ করবে না এবং আমার কারণে তোমরা আহারে কষ্ট করবে না।

শাবিক অনুবাদ : হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন, অতঃপর যখন আমরা আমাদেরকে বিমুগ্ধ করল মাধুর্য দ্বারা **بِعُدْوَةِ** তার কথার **نَطْقِهِ** এবং আমরা সে সম্পর্কে অবগত হলাম **وَرَاءَ** পশ্চাতে যা কিছু রয়েছে **بَرْقِهِ** তার বিন্দুৎ-দ্যুতির **إِبْتَدَرْنَا** তখন আমরা দৌড়িয়ে গেলাম **الْبَابِ** দরজা খোলার জন্য **وَتَلَقَّيْنَاهُ** এবং আমরা তাকে গ্রহণ করলাম **بِالشَّرْحَابِ** অভ্যর্থনা সহকারে **وَقُلْنَا** এবং বললাম **لِلْغَلَامِ** ডৃত্যকে **هَيَّا هَيَّا** জলদি কর **وَهَلَمْ** এবং হাজির কর **مَا تَهَيَّا** যা কিছু প্রস্তুত আছে **الضَّيْفُ** উত্তরে অতিথি বললেন **وَالَّذِي** সেই সত্তার শপথ, যিনি আমাকে উপনীত করেছেন **ذِرَآئَكُمْ** তোমাদের গৃহে **لَا تَلَمَّظْتُ** আমি আশ্বাদন করব না **بِقِرَائِكُمْ** তোমাদের আতিথেয়তার খাবার **أَوْ** যে পর্যন্ত না **تَضَمَّنُوا لِي** আমার ব্যাপারে তোমরা এই দায়িত্ব নাও যে **تَجْسُمُوا** তোমরা আমাকে গ্রহণ করবে না **أَكَلًا** বোঝারূপে **وَلَا تَجْسُمُوا** এবং তোমরা কষ্ট করবে না **لِأَجْلِي** আমার কারণে **أَكَلًا** আহারে।

শব্দ বিশ্লেষণ

خَلَبَ : সে বিমুগ্ধ করল।
(ن) خَلَبًا ، خَلَبًا ، خَلَبًا : বিমুগ্ধ করা।
مُرَادُ : أَرَأَى ، جَدَّ ، أَعْرَضَ
عُدْوَةٍ : মাধুর্য, মিষ্টতা।
مُتَوَنِّة (ك) مَدَّ : মিষ্ট হওয়া, মাধুর্যপূর্ণ হওয়া।
نَطَقَ : কথা, বর্ণনা।
نَطَقَ (ض) مَدَّ : কথা বলা।
عَلِمْنَا : আমরা জানতে পারলাম, অবগত হলাম।
(س) عَلِمًا : জানা। অবগত হওয়া।
وَرَاءَ : পশ্চাতে, সম্মুখে, বিপরীতে, অপরিদিকে।
فِي الْفَرَاغِ : قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَ وَرَاءَهُ .
سَاءَهُ : (و. ر. ه) جَسَّ : مُرَكَّبٌ (مِكَالُ وَادِي وَمَهْمُزُ لَامٍ)
مُرَادُ : خَلَفَ ، جَدَّ ، أَمَامَ

بَرَقَ : (ج) بَرَقَ : বিন্দুত, তড়িৎ।
بَرَقَ (ن) مَدَّ : চমকানো, আলোকিত হওয়া।
إِبْتَدَرْنَا : দৌড়িয়ে গেলাম।
(اِفْتِمَال) إِبْتَدَرْنَا : দৌড়ে যাওয়া।
فَتَحَ (ا) مَدَّ : উন্মোচন করা, খোলা।
مُرَادُ : كَفَتْ ، جَدَّ ، إِبْلَاقَ
الْبَابِ : (ج) أَبْرَأَ ، بَيَّانَ : দরজা, ফটক, তোরণ।
تَلَقَّيْنَاهُ : আমরা গ্রহণ করলাম। অভ্যর্থনা জানালাম।
تَلَقَّيْنَاهُ : (فَعْل) تَلَقَّيْنَاهُ : গ্রহণ করা। অভ্যর্থনা জানানো।
فِي الْفَرَاغِ : إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّانِ .
مَادَهُ : (ا. ن. ي) ، جَسَّ : تَأْيِيسَ بَأْسِي
مُرَادُ : اِسْتَقْبَلْنَا .
الشَّرْحَابِ : تَفَعُّلٌ مَدَّ : বেশআমদেদ জ্ঞাপন করা,
অভ্যর্থনা জানানো।

(مِنْ رَحْمَةٍ) : (ক) রম্ভা : প্রশস্ত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : ضَائِقٌ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَّبَتْ.

مَادَّة : (অ. চ. ব.) : جَنْسٌ صَحِيحٌ مُرَادُفٌ : التَّلَافُفُ الْغُلَامُ : (জ) غُلَامٌ غُلْمَةٌ أَغْلَمَةٌ : কিশোর। ভূতা।

فِي الْقُرْآنِ : أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ.

مَادَّة : (অ. গ. ল. ম.) : جَنْسٌ صَحِيحٌ مُرَادُفٌ : عَبْدٌ خَادِمٌ : وَدٌّ : مَوْلَى

হিসাব কর।

هَبْنَاهُ هَبًّا (اسم فعل يَهْنِي أَنْتَ أَوْ أُخْبِرُ) : জমাদি কর।

هَلُمَّ : (اسم فعل يَهْنِي أَنْتَ أَوْ أُخْبِرُ) : আস, হাজির কর।

فِي الْقُرْآنِ : هَلُمَّ هُنَا نَكْفُمُ.

مَا تَهَيَّأَ : যা প্রস্তুত আছে।

تَفَعَّلَ تَهَيَّأَ : প্রস্তুত থাকা।

تَفَعَّلَ تَهَيَّأَ : প্রস্তুত করা।

مَادَّة : (অ. য. ব.) : جَنْسٌ مُرَكَّبٌ (أَجُوفٌ يَأْتِي وَهْمُوزَ لَامٍ) مُرَادُفٌ : تَأَمَّلَ / حَمَلَ

الصَّيْفُ : (জ) صُورٌ أَصْيَاكُ صِفَانٌ أَصْيَاكُ : মেহমান, অতিথি।

وَالَّذِي (الْوَاوُ يَلْتَقِصُ) : সেই সত্তার শপথ।

أَحَلَّ : উপনীত করেছে (করেছেন)।

أَحَلَّ : উপনীত করা। হালাল করা।

وَالَّذِي (الْوَاوُ يَلْتَقِصُ) : (এখানে গুরুত্ব) : ক্রিয়াকর্তার বা-বাড়ির আঙ্গিনা, উঠোন, আশ্রয়স্থল।

لَا تَلْمِظْتِ : আবাদন করব না।

تَفَعَّلَ تَلْمِظًا (الطَّاءُ) : আবাদন করা।

بَعِثْتِ : আশ্রয়সাৎ করা।

(ن) لَمَّطًا : চোঁট কটে বাওয়া।

فَرَّيْتُ : আতিথেয়তা।

فَرَّيْتُ (ض) مَدَّ : আতিথেয়তা করা।

أَوْ يَمِيزُ إِلَى أَنْ أَوْ لَا أَنْ : যে পর্যন্ত না।

تَضَمَّنُوا : (ক) : دَاخِلٌ : দাখিল হওয়া।

الشَّيْءُ : (অ) : دَاخِلٌ : দাখিল হওয়া।

(س) ضَمَّنًا : দাখিল হওয়া।

تَضَمَّنُوا : (অ) : دَاخِلٌ : দাখিল হওয়া।

مَادَّة : (অ. ম. ন.) : جَنْسٌ صَحِيحٌ مُرَادُفٌ : تَضَمَّنُوا : (অ) : دَاخِلٌ : দাখিল হওয়া।

إِتْعَادًا : (অ) : دَاخِلٌ : দাখিল হওয়া।

كُلُّ الْبَلَدِ عَلَى الْوَأَجِدِ وَالْجَمْعِ : (অ) : دَاخِلٌ : দাখিল হওয়া।

وَالْوَأَجِدِ : (অ) : دَاخِلٌ : দাখিল হওয়া।

كُلًّا : (অ) : دَاخِلٌ : দাখিল হওয়া।

إِتْعَادًا : (অ) : دَاخِلٌ : দাখিল হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَكُنْزٌ كُلُّ عَلَيْهِمُ مَرْوَلٌ : (অ) : دَاخِلٌ : দাখিল হওয়া।

مَادَّة : (অ. ল. ল.) : جَنْسٌ مُضَاعَفٌ : (অ) : دَاخِلٌ : দাখিল হওয়া।

مُرَادُفٌ : وَقَدْ كُنْزٌ : (অ) : دَاخِلٌ : দাখিল হওয়া।

لَا تَحْسَبُوا : তোমরা কষ্ট করবে না।

تَفَعَّلَ تَحْسَبًا : কষ্ট করা।

(س) جَعَلَ تَحْسَبًا : কষ্ট করে কষ্ট করা।

مَادَّة : (অ. ম. ম.) : جَنْسٌ صَحِيحٌ مُرَادُفٌ : لَا تَحْسَبُوا : কষ্ট করা।

أَجَلٌ : (অ) : دَاخِلٌ : দাখিল হওয়া।

أَجَلٌ : (অ) : دَاخِلٌ : দাখিল হওয়া।

أَجَلٌ : (অ) : دَاخِلٌ : দাখিল হওয়া।

أَجَلٌ : (অ) : دَاخِلٌ : দাখিল হওয়া।

أَجَلٌ : (অ) : دَاخِلٌ : দাখিল হওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : مَلَمَّ مَا تَهَيَّأَ : (অ) : دَاخِلٌ : দাখিল হওয়া।

قَوْلُهُ : مَلَمَّ مَا تَهَيَّأَ : (অ) : دَاخِلٌ : দাখিল হওয়া।

قَوْلُهُ : مَلَمَّ مَا تَهَيَّأَ : (অ) : دَاخِلٌ : দাখিল হওয়া।

قَوْلُهُ : مَلَمَّ مَا تَهَيَّأَ : (অ) : دَاخِلٌ : দাখিল হওয়া।

قَوْلُهُ : مَلَمَّ مَا تَهَيَّأَ : (অ) : دَاخِلٌ : দাখিল হওয়া।

قَوْلُهُ : مَلَمَّ مَا تَهَيَّأَ : (অ) : دَاخِلٌ : দাখিল হওয়া।

قَوْلُهُ : مَلَمَّ مَا تَهَيَّأَ : (অ) : دَاخِلٌ : দাখিল হওয়া।

বানানগত

قَوْلُهُ : عَلَيْنَا بِمَا وَرَأَى بِرَحْمَةٍ : (অ) : دَاخِلٌ : দাখিল হওয়া।

قَوْلُهُ : عَلَيْنَا بِمَا وَرَأَى بِرَحْمَةٍ : (অ) : دَاخِلٌ : দাখিল হওয়া।

قَوْلُهُ : عَلَيْنَا بِمَا وَرَأَى بِرَحْمَةٍ : (অ) : دَاخِلٌ : দাখিল হওয়া।

قَوْلُهُ : عَلَيْنَا بِمَا وَرَأَى بِرَحْمَةٍ : (অ) : دَاخِلٌ : দাখিল হওয়া।

قَوْلُهُ : عَلَيْنَا بِمَا وَرَأَى بِرَحْمَةٍ : (অ) : دَاخِلٌ : দাখিল হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : يَسْمُرُونَكُمْ سَوَاءَ الْعَذَابِ .

মাদে : (স. ও. ম.) , جِنْس : أَجَوَّبَ وَأَوَّى

مُرَادِف : أَدَّى

التَّكْلِيفُ : কষ্ট

কষ্টকর বিষয় চাপিয়ে দেওয়া : التَّكْلِيفُ (تَفْعِيل) مصد :

কষ্ট দেওয়া ।

تَفَعَّلَ : تَكَلَّفًا : কষ্ট করা :

فِي الْقُرْآنِ : لَا يَكْلِفُ اللَّهُ تَنَاءً إِلَّا وَسْعَهَا .

مُرَادِف : الْإِيْذَاءُ , ضِد : أَرَاخَ

أَذَى : কষ্ট দিয়েছে [দেয়]

(س) أَذَى : কষ্ট পাওয়া

(إِنْعَال) إِيْذَاءً : কষ্ট দেওয়া :

فِي الْقُرْآنِ : وَالَّذِينَ يُؤْذِنُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

মাদে : (অ. ড. য.) , جِنْس : مَرَكَبَ (مَهْمُوزٌ فَاءٌ وَتَأْقِصُ يَائِي)

مُرَادِف : كَلَّفَ , ضِد : أَرَاخَ

الْمُضْطِيفُ (ف. অ. ম.) : মেজবান, আতিথেয়তাকারী :

(إِنْعَال) إِصَافَةً فَلَانًا عَلَى فَلَانٍ : মেহমানকে স্থান দেওয়া :

خَصُوصًا بِمَعْنَى خَاصًّا فِي مَوْضِعِ الْحَالِ : বিশেষ করে :

أَذَى : কষ্ট, যাতনা ।

أَذَى (س) مصد : কষ্ট পাওয়া

يَغْتَلِيقُ : সম্পর্ক রাখে :

(إِنْعَال) إِغْلَاقًا : সম্পৃক্ত হওয়া, সম্পর্ক রাখা :

- تَلَاوَيْهِ : ভালোবাসা ।

(تَفَعَّل) تَعَلَّفًا - التَّئِي : ঝুলানো ।

مُرَادِف : يَرْتَبِطُ

(ج) أَجْسَامٌ , أَجْسَمٌ , جِسْمٌ (و) جِسْمٌ : দেহ, শরীর, ঘন বস্তু

فِي الْقُرْآنِ : تَعْبِكَ أَجْسَامُهُمْ .

মাদে : (জ. স. ম.) , جِنْس : صَحِيح , مُرَادِف : أَبْدَانٌ

يَقْضِي : পৌছে দেয় :

(إِنْعَال) إِنْصَاءً : পৌছিয়ে দেওয়া, পৌছানো ।

(ن) قَضَاءً , قَضَاءً - التَّكْلَان : শালি হওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : وَقَدْ أَقْضَى بِعَضِّكَ إِلَى بَعْضٍ .

مَادَةٌ : (ف. স. য.) , جِنْس : تَأْقِصُ يَائِي

مُرَادِف : يَوْصِلُ

(ج) الْأَسْقَامُ (و) سَقَمٌ , سَقَمٌ : রোগ-ব্যাদি

فِي الْقُرْآنِ : إِنِّي سَيِّئٌ .

মাদে : (স. ও. ম.) , جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : الْأَمْرَاضُ , ضِد : الْبَصِيحَةُ

الْمَثَلُ : (ج) أَمَثَالٌ : প্রবাদ, প্রবচন, দৃষ্টান্ত, উদাহরণ :

فِي الْقُرْآنِ : فَلَا تَضْرِبُوا إِلَهُ الْأَمْثَالِ .

মাদে : (ম. থ. ল.) , جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : ضَرَبَ مِثْلَ

سَارٌ : প্রসিদ্ধ ও প্রসারিত হয়েছে :

(ض) سَبْرًا , مَسِيرًا - الْكَلَامُ أَوْ الْمَثَلُ :

প্রসিদ্ধ ও প্রসারিত হওয়া ।

مُرَادِف : شَاعَ

الْمَثَلُ السَّائِرُ : প্রচলিত প্রবাদ

سَائِرٌ (ف. অ. ম.) : প্রসিদ্ধ, প্রচলিত :

مُرَادِف : السَّائِعُ

الْمَثَلُ الَّذِي سَارَ سَائِرُهُ : সর্বত্র প্রচলিত প্রবাদ :

خَيْرٌ : (ج) خَيْرٌ : কল্যাণ

خَيْرٌ : (ج) خَيْرٌ , خَيْرٌ : অপেক্ষাকৃত বেশি উৎকৃষ্ট

الْعُضَاءُ : (ج) أَعْمِيَّةٌ : সন্ধ্যার খাবার

(ج) سَوَافِرٌ (و) سَائِرَةٌ : রাত্রির শুরু অংশের আহার

مُسَافِرٍ دَل : মুখ খোলা মহিলা । খোলামেলা ।

মাদে : (স. ও. র.) , جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : يَوْكُرُ

إِنْ يَجْعَلُ : জলদি করার জন্য

(تَفْعِيل) تَجْعِلًا : জলদি করা :

مُرَادِف : لِيَسْرَعَ , ضِد : لِيُؤَخَّرَ

الْمُتَعَيَّنُ (تَفَعَّل) مصد : রাতের খাবার খাওয়া ।

(ن) سَ عَشُوا - عَتَهُ : বিমুখ হওয়া ।

- الرَّجُلُ : রাতকানা হওয়া, ক্ষীণদৃষ্টি হওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَنْ يَمُتْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ .

مَادَّةُ : (ع . ش . ي) . جَنَسٌ : نَاقِصٌ بَائِسٌ
مَرَادُفٌ : اَلْعَنَاءُ . جُنْدٌ : اَلتَّغْيِيلُ
(ل) يَجْتَنِبُ : বেঁচে থাকার জন্য ।

পরিহার করা, বেঁচে থাকা । (اِقْتِبَالَ) اجْتِنَابًا :

(ن) جُنْبًا : প্রতিহত করা । পৃথক করা । দূরে সরানো ।

(ن) جُنْبًا . (س) جُنْبًا : اِلْتِمَ : আকৃষ্ট হওয়া । আগ্রহী ও
ব্যাকুল হওয়া ।

(ن . س . ض) جُنَابَةً - الرَّجُلُ : জুমুশী / নাপাক হওয়া ।

نِسِ الْقُرْآنَ : فَاجْتَنِبُوا الرَّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ :

مَادَّةُ : (ج . ن . ب) . جَنَسٌ : صَحِيحٌ

مَرَادُفٌ : يَغْتَرِزُ . جُنْدٌ : يَتَغَلَّلُ .

আওয়া, আহার করা । (ن) مَصَدٌ :

اَللَّيْلُ : (ج) لَيْلٌ : রাত্রি, রজনী ।

يُعْتَسِي : রাতকানা রোগ সৃষ্টি করে ।

(إِنْفَالٌ) إِفْشَاءٌ : রাতকানা করে দেওয়া ।

রাতকানা রোগ সৃষ্টি করা ।

(تَفْعِيلٌ) تَعَشِيَةُ الرَّجُلِ : রাতের খাবার খাওয়ানো ।

اَللَّيْلُ يَعْتَسِي : যে রাতকানা রোগ সৃষ্টি করে । রাতকানা

রোগ সৃষ্টিকারক ।

اَللَّهْمَّ : হা অবশ্যই । হা ।

تَقَدَّرَ : জুলে উঠে, প্রজ্জলিত হয় ।

(ض) وَقَدَّرُوا، وَقَدَّا، (اِقْتِبَالَ) اِتْقَادًا : প্রজ্জলিত হওয়া ।

(اِفْعَالٌ) اِيقَادٌ : প্রজ্জলিত করা ।

نِسِ الْقُرْآنَ : كَلِمًا أَوْ قَدْرًا تَارًا .

مَادَّةُ : (و . ق . د) . جَنَسٌ : مَقَالٌ وَأَوَى

مَرَادُفٌ : تَتَغَلَّلُ . جُنْدٌ : تَعَمَّدُ

نَارٌ : (ج) أَمَرٌ، نِيْزَانٌ، نِيْرَةٌ : অগ্নি, আগুন ।

اَللَّجُوعُ : ক্ষুধা ।

اَللَّجُوعُ (ن) مَصَدٌ : ক্ষুধার্ত হওয়া ।

نِسِ الْقُرْآنَ : اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ .

مَادَّةُ : (ج . و . ع) . جَنَسٌ : أَجْوَفٌ وَأَوَى

مَرَادُفٌ : سَقَبٌ/طَيٌّ . جُنْدٌ : شَبَعٌ

تَحَوَّلَ : অন্তরায় হয় ।

(ن) حَرَلًا، حُرُولًا، خَبَلُولًا : বাধা হওয়া, অন্তরায় হওয়া ।
نِسِ الْقُرْآنَ : وَاعْتَمَرُوا أَنَّ اللَّهَ يَحَوَّلُ بَيْنَ الْمَرَأِ وَفَلْيِهِ .

مَرَادُفٌ : تَمَنَعٌ

دُونِ : নিচে, উপরে, সামনে, পেছনে, ছাড়া, পূর্বে ।

اَللَّهْجُوعُ : নিদ্রা ।

اَللَّهْجُوعُ (ف) مَصَدٌ : রাত্রে ঘুমানো । যে কোনো সময় ঘুমানো ।

(تَفْعِيلٌ) تَهْجِيْعًا الْقَوْمَ : ঘুমানো ।

فِي الْقُرْآنِ : كَانُوا قَبِيْلًا مِنَ اللَّيْلِ يَهْجَعُونَ .

مَادَّةُ : (و . ج . ع) . جَنَسٌ : صَحِيحٌ

مَرَادُفٌ : اَلتَّقْوَمُ . جُنْدٌ : اَلتَّبَقَةُ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : مُضْمَرًا أَذَى يَتَغَلَّلُ :

مَتَغَلَّلُ এটা مُضْمَرًا ফেয়েলে মাহযফের

আর মাউসফ যুমলাটি তার সিফত । অন্তঃপার

অথবা مُتَغَلَّلُ بِم এর أَحَصُ মিলে مُضْمَرًا এবং صَفَتْ

حَالٌ হয়ে হইয়েছে -এর অর্থ হইয়েছে -এর

অর্থ হইয়েছে -এর অর্থ হইয়েছে -এর অর্থ হইয়েছে -এর

অর্থ হইয়েছে -এর অর্থ হইয়েছে -এর অর্থ হইয়েছে -এর

অর্থ হইয়েছে -এর অর্থ হইয়েছে -এর অর্থ হইয়েছে -এর

অর্থ হইয়েছে -এর অর্থ হইয়েছে -এর অর্থ হইয়েছে -এর

অর্থ হইয়েছে -এর অর্থ হইয়েছে -এর অর্থ হইয়েছে -এর

অর্থ হইয়েছে -এর অর্থ হইয়েছে -এর অর্থ হইয়েছে -এর

অর্থ হইয়েছে -এর অর্থ হইয়েছে -এর অর্থ হইয়েছে -এর

অর্থ হইয়েছে -এর অর্থ হইয়েছে -এর অর্থ হইয়েছে -এর

অর্থ হইয়েছে -এর অর্থ হইয়েছে -এর অর্থ হইয়েছে -এর

অর্থ হইয়েছে -এর অর্থ হইয়েছে -এর অর্থ হইয়েছে -এর

অর্থ হইয়েছে -এর অর্থ হইয়েছে -এর অর্থ হইয়েছে -এর

অর্থ হইয়েছে -এর অর্থ হইয়েছে -এর অর্থ হইয়েছে -এর

অর্থ হইয়েছে -এর অর্থ হইয়েছে -এর অর্থ হইয়েছে -এর

অর্থ হইয়েছে -এর অর্থ হইয়েছে -এর অর্থ হইয়েছে -এর

অর্থ হইয়েছে -এর অর্থ হইয়েছে -এর অর্থ হইয়েছে -এর

বালাগাত

قَوْلُهُ : اَللَّجُوعُ دُونَ اَللَّهْجُوعِ :

হইয়েছে । -এর মাঝে -এর -এর -এর -এর

قَالَ : فَكَأَنَّهُ أَطْلَعَ عَلَى إِرَادَتِنَا ، فَرَمَى
عَنْ قَوْسٍ عَقِيدَتِنَا ، لَا جَرَمَ أَنَّا أَنْسَنَاهُ
بِالْعِزَامِ الشَّرْطُ ، وَأَثْنَيْنَا عَلَى خَلْقِهِ
السَّبْطِ ، وَلَمَّا أَحْضَرَ الْغَلَامَ مَا رَاجَ ،
وَأَذْكَى بَيْنَنَا السَّرَاجَ ، تَأَمَّلْتَهُ فَإِذَا هُوَ أَبُو
زَيْدٍ ، فَقُلْتُ لِصَاحِبِي : لِيَهْنِكُمُ الضَّيْفُ
الْوَارِدُ ، بَلِ الْمَغْنَمُ الْبَارِدُ ! فَإِنْ يَكُنْ أَفَلَّ
قَمَرُ الشَّعْرِى فَقَدْ طَلَعَ قَمَرُ الشَّعْرِ .

অনুবাদ : হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন, যেন তিনি আমাদের মনোভাব সম্পর্কে অবগত হয়ে গেলেন, ফলে তিনি আমাদের বিশ্বাসের ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপ করলেন। তাই আমরা তার শর্ত মেনে নিয়ে তাকে প্রীতিমুগ্ধ করলাম এবং তার সরল স্বভাবের প্রশংসা করলাম। অতঃপর যখন ভৃত্য যা প্রস্তুত ছিল, তা উপস্থিত করল এবং আমাদের সামনে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করল, তখন আমি তাকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলাম। হঠাৎ দেখি, তিনি আবু যায়দ। তখন আমি আমার সাথীদের বললাম, আগত অতিথি তথা অনায়াসলব্ধ সম্পদ তোমাদের জন্য মুবারক হোক। কেননা যদি লুক্কর তারকার চন্দ্র অন্তগত হয়, তবে [হোক, কেননা] কাব্যের চন্দ্র উদিত হয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ : قَالَ হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন فَكَأَنَّهُ তিনি যেন أَطْلَعَ অবগত হয়ে গেলেন আমাদের মনোভাব সম্পর্কে فَرَمَى ফলে তিনি নিক্ষেপ করলেন عَنْ قَوْسٍ ধনুক থেকে থেকে عَقِيدَتِنَا আমাদের বিশ্বাস لَا جَرَمَ তাই/নিশ্চয়ই أَنْسَنَاهُ আমরা তাকে প্রীতিমুগ্ধ করলাম بِالْعِزَامِ الشَّرْطُ শর্ত মেনে নিয়ে وَأَثْنَيْنَا এবং প্রশংসা করলাম عَلَى خَلْقِهِ তার স্বভাবের السَّبْطِ সরল الْغَلَامَ তাকে অতঃপর যখন ভৃত্য তা উপস্থিত করল مَا رَاجَ যা প্রস্তুত ছিল وَأَذْكَى এবং প্রজ্জ্বলিত করল بَيْنَنَا আমাদের মাঝে السَّرَاجَ প্রদীপ تَأَمَّلْتَهُ তখন আমি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলাম فَإِذَا হঠাৎ দেখি তিনি أَبُو زَيْدٍ আবু যায়দ فَقُلْتُ তখন আমি বললাম لِصَاحِبِي আমার সাথীদের لِيَهْنِكُمُ তোমাদের জন্য الضَّيْفُ মুবারক হোক الْوَارِدُ আগত অতিথি بَلِ الْمَغْنَمُ الْبَارِدُ তথা অনায়াসলব্ধ সম্পদ أَفَلَّ যদি অন্তগত হয় قَمَرُ চন্দ্র الشَّعْرِى লুক্কর তারকা فَقَدْ طَلَعَ তবে উদিত হয়েছে قَمَرُ চন্দ্র কাব্য।

শব্দ বিশ্লেষণ

كَأَنَّهُ : যেন সে, যেন তিনি।

أَطْلَعَ : অবগত হয়ে গেল [গেলেন]।

(اِتِّبَاعًا) إِطْلَاعًا - عَلَى الشَّيْءِ : অবগত হওয়া।

(ن) طُلُوعًا : উদিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : أَطْلَعَ الْغَيْبَ .

مَادَّةُ : (ط. ل. ع.) , جَنَسٌ : صَحِيحٌ

مَرَادُفٌ : عَشْرٌ

إِرَادَةٌ : ইচ্ছা, মনোভাব।

إِرَادَةٌ (اِتِّعَالًا) مَصْدَرٌ : ইচ্ছা করা।

فِي الْقُرْآنِ : قَعَا لِمَا يُرِيدُ .

مَادَّةُ : (و. د.) , جَنَسٌ : أَجْرَفٌ وَأَوْقَى

مَرَادُفٌ : قَعَدٌ / مَتَبَةٌ

رَمَى : [তীর] নিক্ষেপ করল (করলেন)।

(ض) رَمَى , وَمَا يَهُ : নিক্ষেপ করা।

فِي الْقُرْآنِ : قَرَّبْنَاهُمْ بِحِمَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ .

مَرَادُفٌ : لَقَطَ .

قَوْسٌ : (ج) قَيْسٌ , أَقْوَسٌ , أَقْوَسٌ , قَيْسٌ : ধনুক।

فِي الْقُرْآنِ : فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى

مَادَّةُ : (ن. و. س.) , جَنَسٌ : أَجْرَفٌ وَأَوْقَى

مَرَادُفٌ : مَرَمَى

عَقِيدَةٌ : (ج) عَقَائِدٌ : বিশ্বাস। মনের বদ্ধমূল ধারণা।

প্রতীতি, প্রত্যয়।

الْصَّيْفُ (জ) صَبَوْتُ، أَصْبَيْتُ، ضَيْفَانُ، ضَيْفَاتُ.

অভিথি, মেহমান।

الْوَارِدُ (ফা) (মড) : অবতীর্ণ।

(মড) وَرُودًا : অবতীর্ণ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ.

مُرَادُ : التَّأْوِيلُ.

بَلْ (حَرْفُ التَّعْطِفِ) : তথা। এমন কি, তথা।

الْمَغْنَمُ : (জ) مَغَانِمُ : অনায়াসলব্ধ সম্পদ, গনিমত।

فِي الْقُرْآنِ : سَيَقُولُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغْنِمٍ.

مَادَّةُ : (গ. ন. ম) : جِنْسُ : صَحِيحُ

مُرَادُ : الْفَتْوَى

الْمَغْنَمُ الْبَارِدُ : অনায়াসলব্ধ সম্পদ।

الْبَارِدُ (ফা) (মড) : শীতল, ঠাণ্ডা।

(ক) يَرْدًا : শীতল হওয়া, ঠাণ্ডা হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا.

مَادَّةُ : (প. র. দ) : جِنْسُ : صَحِيحُ

مُرَادُ : الْفَاتِحَةُ : ضِدُّ : طَلَعُ

أَقْلُ : অন্তগত হলো [হয়]।

(ম. ন. স) أَقْلًا : অদৃশ্য হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : قُلْنَا أَفَلَا قَالَ إِنِّي لَأَ أَحِبُّ الْأَقْلِينَ.

مَادَّةُ : (অ. ফ. ল) : جِنْسُ : مَهْمُوزُ قَاءُ

مُرَادُ : غَرْبُ : ضِدُّ : طَلَعُ

قَمَرٌ : (জ) أَقْمَارٌ : চাঁদ, মাসের প্রথম তিন রাতের পরবর্তী।

২৭ দিনের চাঁদ।

السَّعْرَى : লুক্কর তারকা।

فِي الْقُرْآنِ : وَإِنَّهُ هُوَ رَبُّ السَّعْرَى.

مَادَّةُ : (শ. এ. র) : جِنْسُ : صَحِيحُ

قَدْ طَلَعُ : উদিত হয়েছে।

(অ) طُلُوعًا، مُطْلَبًا : উদিত হওয়া।

بَن : بَزَعٌ : ضِدُّ : غَرْبُ : أَفَلُ

الشَّعْر : (জ) أَشْعَارٌ : কবিতা, কাব্য।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : لَا جَرَمَ أَنَا أَتَسَاءَلُ :

لَا جَرَمَ শব্দটি ইমাম খলীল ও সীবাওয়াইহির মতে, জরম

-এর অর্থে ব্যবহৃত। لَا দ্বারা পূর্বের বক্তব্য খণ্ডন করা উদ্দেশ্যে,

যেমন لَا أَتَسَاءَلُ -এর বিশ্লেষণ নিয়ে নাহবিদগণের মধ্যে

আরও অনেক মতভেদ রয়েছে। এখানে আলোচনা সংক্ষিপ্ত

করার উদ্দেশ্যে কেবল একটি অভিমত উল্লেখ করা হলো।

ضَمِيرُ ফেয়েলে মাযী أَنْ هَرَفُ মুশাক্বাহ বিল ফেয়েলে জরম

শব্দ হলো তার আশ্রিত জুমলাটি তার খবর : جَرَمٌ

জরম -এর ফায়েল : جَرَمٌ جُمْلَةٌ إِسْمِيَّةٌ خَبَرٌ بِإِسْمِ

قَوْلُهُ : لِيَهْنِكُمْ الصَّيْفُ الْوَارِدُ بِلِ الْمَغْنَمِ الْبَارِدِ :

مَنْطُوقٌ عَلَيْهِ মিলে মাউসুফ সিফাত ও মাউসুফ মিলে

مَنْطُوقٌ الْمَغْنَمِ الْبَارِدُ সিফাত ও মাউসুফ মিলে

مَنْطُوقٌ بِهِ তার কুম আর লিহ্না ফেয়েলের ফায়েল।

قَوْلُهُ : فَإِنْ يَكُنْ طَلَعَ قَمَرُ الشَّعْرِ :

এখানে شرط আর ইন যাকাতি বাক্যটি

طَلَعَ قَمَرُ الشَّعْرِ এবং জরম তার কুম

قَائِمٌ مَقَامَ -এর এবং তার কুম

বালাগাত

قَوْلُهُ : لِيَهْنِكُمْ الْمَغْنَمُ الْبَارِدُ :

এর মাঝে جِنْسٌ لَا جَرَمَ -এর

قَوْلُهُ : فَإِنْ يَكُنْ أَفَلُ قَمَرُ الشَّعْرِ :

এ বাক্যের মধ্যে قَمَرٌ কে চন্দ্রের সাথে

দেওয়া হয়েছে এবং এখানে উল্লিখিত

রয়েছে। অতএব এখানে

أَوْ اسْتَسْرَ بَذَرَ الثَّوْرَةِ فَقَدْ تَبَلَّجَ بَذَرَ الثَّوْرِ،
فَسَرَتْ حَمِيًّا الْمَسْرَةَ فِيهِمْ، وَطَارَتْ
السَّيْنَةَ عَنْ مَا فِيهِمْ، وَرَقَضُوا الدَّعَةَ الَّتِي
كَانُوا تَرَوْنَهَا، وَتَابُوا إِلَى تَشْرِيفِ الْفَكَاهَةِ
بَعْدَ مَا طَوَوْهَا، وَأَبَوْ زَيْدٌ مُكَبِّ عَلَى
إِعْمَالِ يَدَيْهِ، حَتَّى إِذَا اسْتَرْفَعَ مَا لَدَيْهِ،
قُلْنَا لَهُ: أَطْرَفْنَا بِغَيْرِيَّةٍ مِنْ غَرَائِبِ
أَسْمَارِكَ، أَوْ عَجِيبَةٍ مِنْ عَجَائِبِ أَسْفَارِكَ.

অনুবাদ : অথবা যদি নাসরা তারকার চতুর্দশী চন্দ্র অদৃশ্য হয়ে যায় তবে [যাক, কেননা] গদ্যের চতুর্দশী চন্দ্র আত্মপ্রকাশ করেছে। তখন তাদের মধ্যে প্রচণ্ড আনন্দ ছড়িয়ে পড়ল [অর্থাৎ, তাদের চেহারায়ে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল।] এবং তাদের চোখের কেনারা থেকে তস্রা উবে গেল। তারা যে বিশ্রাম করতে ইচ্ছা করেছিল, তা ছেড়ে দিল এবং আনন্দ-স্মৃতির মজলিস বন্ধ করে দেওয়ার পর তা আবার প্রসারিত করার জন্য ফিরে এলো। আর এদিকে আবু যায়দ তার দু'হাত ব্যবহারে ব্যাপৃত। অতঃপর যখন তিনি তাঁর সামনে যা কিছু ছিল, তা ভুলে নিতে বললেন, তখন আমরা তাকে বললাম, আপনি আপনার অভিনব গল্প-কাহিনীসমূহ থেকে একটি অভিনব গল্প অথবা আপনার সফরের বিশ্বয়কর ঘটনাবলি থেকে একটি বিশ্বয়কর ঘটনা আমাদেরকে বলুন!

শাব্দিক অনুবাদ : অথবা যদি অদৃশ্য হয়ে যায় বَذَرَ الثَّوْرَةِ নাসরা তারকার চতুর্দশী চন্দ্র তَبَلَّجَ আত্মপ্রকাশ করেছে ছড়িয়ে পড়ল চন্দ্র তখন فَسَرَتْ তখন حَمِيًّا প্রচণ্ড আনন্দ فِيهِمْ তাদের মধ্যে وَطَارَتْ السَّيْنَةَ عَنْ مَا فِيهِمْ তস্রা থেকে উবে গেল الدَّعَةَ সেই বিশ্রাম الْفَكَاهَةِ প্রসারিত করার জন্য تَابُوا ফিরে এলো تَشْرِيفِ الْفَكَاهَةِ আনন্দ-স্মৃতির মজলিস بَعْدَ مَا طَوَوْهَا বন্ধ করে দেওয়ার পর وَأَبَوْ زَيْدٌ مُكَبِّ ব্যাপৃত তার দু'হাত ব্যবহারে اسْتَرْفَعَ مَا لَدَيْهِ অতঃপর যখন তিনি ভুলে নিতে বললেন عَجِيبَةٍ مِنْ عَجَائِبِ أَسْفَارِكَ আপনার অভিনব গল্পসমূহ থেকে একটি বিশ্বয়কর ঘটনা আমাদেরকে বলুন অথবা একটি বিশ্বয়কর ঘটনা اسْفَارِكَ আপনার সফরের।

শব্দ বিশ্লেষণ

অদৃশ্য হয়ে গেল [-হয়ে যায়] : اسْتَسْرَ :
অদৃশ্য হয়ে যাওয়া : اسْتَعْمَلَا :
পরিপূর্ণ চাঁদ, চতুর্দশী চন্দ্র : بَذَرٌ : (ج) بَذَرٌ :
তিনটি তারকার সমষ্টি, নাসরা তারকা : الثَّوْرَةُ :
মাদে : (ن. ث. ر.) جِئْسَ : صَحِيح
আত্মপ্রকাশ করেছে, আলোকিত হয়েছে। : (قَدْ) تَبَلَّجَ :
আলোকিত : (فَعَلَّ) تَبَلَّجًا، (ن) يَلُوكُ :
হওয়া, আত্মপ্রকাশ করা।
মাদে : (ب. ل. ج.) جِئْسَ : صَحِيح
مَرَادُف : أَضَاءَ، ضَدَّ : أَظْلَمَ
গদা : اَلْثَّوْرُ :
ছড়িয়ে দেওয়া : (ن. ض. م.) مَدَّ :
বিস্তার করল, ছড়িয়ে পড়ল। : سَرَتْ
(ض. سُرَى، سَرَابَةً، سَرِيًّا) :
বিস্তার করা। ছড়িয়ে পড়া :
مَرَادُف : اِسْتَعْمَلَا

حَمِيًّا : প্রাথমিক উত্তেজনা, তীব্রতা, প্রচণ্ডতা :
(س) حَمِيًّا، حَمِيًّا - عَلَيْهِ :
উত্তপ্ত হওয়া : اَلثَّارُ :
فِي الْفَرَانِ : يَوْمَ يَحْمِي عَلَىهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ -
মাদে : (ح. م. م. ي.) جِئْسَ : نَاقِصٌ بَيْنَ
اَلْمَسْرَةِ (ج) مَسَارًا : مَسَرَّتْ :
আনন্দ, খুশি : (ن) سَوَّرًا : مَسَرَّتْ :
আনন্দিত করা :
فِي الْفَرَانِ : وَلَنَأْمُ نَصْرَةً وَرُورًا -
মাদে : (س. ر. ر.) جِئْسَ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
مَرَادُف : اَلْفَرَجُ، ضَدَّ : اَلْحَرَنُ
طارَتْ : উড়ে গেল, উবে গেল।
উঠে যাওয়া। উড়ে যাওয়া : طَبَرًا، طَبَرًا :
ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাওয়া : (فَعَلَّ) تَفَلَّتَرًا :
فِي الْفَرَانِ : وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ
মাদে (ط. ي. ر.) جِئْسَ : اَلْجَوْفُ بَيْنَ

مَرَادُفٌ : سَارَتْ، فَبَيَّتَتْ

السَّيِّئَةُ : تَنْتَهَى

السَّيِّئَةُ (স) মস্ : তন্ময় যাওয়া, জাহাজ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : لَا تَأْخُذْهُ سَيِّئَةٌ وَلَا تَوَمَّ

مَادَّةٌ : (و. স. ন) , جِنْسٌ : مِثَالٌ وَادِي

مَرَادُفٌ : مُعَاوِيَةُ , جُنْدٌ : الْيَقْظَانُ

الْمَأَقِي , التَّوَقُّ , التَّوَقُّ (ج) : أَمَّا , أَمَّا , مَوَانٍ , مَائِي :

নাকের দিককার চোখের কেনারা।

নাকের দিককার : الْمَوَقِيُّ , الْمَوَقِيُّ (ج) : مَائِي :

চোখের কেনারা।

مَادَّةٌ : (ম.) , جِنْسٌ : مَهْمُوزٌ عَيْنٌ , مَرَادُفٌ : عَيْنٌ

رَفَضُوا : তারা ছেড়ে দিল।

(ن.) : رَفَضُوا : প্রত্যাখ্যান করা। ত্যাগ করা, ছেড়ে দেওয়া।

(تَفَعَّلَ) تَرَفَّضًا : বিক্ষিপ্ত হওয়া। ভেঙ্গে যাওয়া।

مَادَّةٌ : (র.) , جِنْسٌ : صَبِيعٌ

مَرَادُفٌ : تَرَكُوا , جُنْدٌ : تَنَسَّكُوا

الدَّعَا : প্রশান্তি, আরাম, বিশ্রাম।

(ك) دَعَا , دَعَا : স্থির/প্রশান্ত হওয়া।

مَادَّةٌ : (ও.) , جِنْسٌ : مِثَالٌ وَادِي

مَرَادُفٌ : الرَّاحَةُ , السَّكُونُ

(كَانُوا) تَوَوُّ : ইচ্ছা করেছিল।

(ض) تَوَّأ , نَبَّأ : ইচ্ছা করা।

تَابُوا : তারা ফিরে এলো।

(ن) تَوَّأ , تَوَّأ : ফিরে আসা।

(افْعَلَ) إِثَابَةً : বিনিময় দেওয়া।

مَادَّةٌ : (ث.) , جِنْسٌ : أَحْوَفٌ وَادِي , مَرَادُفٌ : رَجَعُوا

تَشَّر (ن) مَص : ছড়ানো, প্রসারিত করা।

(افْعَلَ) إِنشَاءً : প্রসারিত হওয়া। ছড়িয়ে পড়া।

فِي الْقُرْآنِ : كَيْفَ يَنْشُرُهَا

مَادَّةٌ : (অ.) , جِنْسٌ : صَبِيعٌ

مَرَادُفٌ : بَسَطَ , جُنْدٌ : طَوَّى

الْفِكَاهَةُ : আনন্দ-স্মৃতি, রসিকতা।

الْفِكَاهَةُ (س) مَص : রসিক হওয়া।

بَعَدَ مَا طَوَّأ : বন্ধ করে দেওয়ার পর।

(ض) طَبَّأ : বন্ধ করা, ভাঁজ করা।

فِي الْقُرْآنِ : يَوْمَ تَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجِلِ لِلْكَتَبِ

مَادَّةٌ : (ط.) , جِنْسٌ : لَيْفَتٌ مَقْرُونٌ

مَرَادُفٌ : تَشَّر , جُنْدٌ : تَشَّرُوا

মনোযোগী, [এখানে-ব্যাপৃত] : (ف.) : مَكِبٌ

إِنْبَاءً : উপড় হওয়া।

عَبِه : আত্মনিয়োগ করা, মনোযোগী হওয়া।

إِنْبَاءً : উপড় করা।

رَجُلٌ عَلَى رَجُلِهِ وَلَوْجِهِ : উপড় করে আছাড় দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : أَمْسَنَ يَمِينِي مَكِبًا عَلَى رَجُلِهِ

مَادَّةٌ : (অ.) , جِنْسٌ : مَصَاعِفٌ ثَلَاثِينَ

مَرَادُفٌ : مُقْبِلٌ

إِعْمَالُ (إِعْمَال) مَص : কর্ষে নিয়োগ করা, এখানে ব্যবহার করা।

أَسَ : করা, কাজ করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

مَادَّةٌ : (ع.) , جِنْسٌ : صَبِيعٌ

مَرَادُفٌ : اسْتَعْمَلَ , جُنْدٌ : إِفْرَاقٌ

يَدٌ : (ج) أَيَدٍ , (ج) أَيَادٍ : হাত, ক্ষমতা, সাহায্য।

اسْتَرْفَعَ : তুলে নিতে বললেন।

(اسْتَعْمَلَ) اسْتَرْفَعًا : তুলে নিতে বলা, উঠিয়ে নিতে বলা।

(أ) رَفَعًا : উঠানো।

فِي الْقُرْآنِ : يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا

مَادَّةٌ : (র.) , جِنْسٌ : صَبِيعٌ

بِالَّذِيهِ (أَي مَكَانٍ لَدَيْهِ) : যা তার সামনে ছিল।

أَطْرَفٌ : নতুন গল্প বলুন।

(إِعْمَالُ) إِطْرَافًا : অভিনব কথা বলা। নতুন গল্প বলা।

(أ) طَرَفَةٌ : চমৎকার হওয়া।

قَالَ الشَّاعِرُ : عَصَبٌ مَالِي مِنْ طَرِيفٍ تَالِد

مَادَّةٌ : (ط.) , جِنْسٌ : صَبِيعٌ

مَرَادُفٌ : حَدَّثَنَا (بَطْرِفَةٍ)

غَرِيبَةٍ (صَفَا) (ج) غَرَابِيبٍ : দুর্বোধ, অভিনব।

(أ) غَرَابِيبُ الشَّيْءِ : অভিনব হওয়া।

- الْكَلَامُ : দুর্বোধ হওয়া।

(ج) أَسْمَارٌ , (و) سَمَرٌ : রাতের গল্প।

(ن) سَمَرًا , سَمَرًا : রাতের বেলায় গল্প করা।

عَجِيبَةٍ (مَف) (مَوْ) (ج) عَجَائِبٍ : বিস্ময়কর।

(ج) اسْتَفَارَ , (و) سَمَرٌ : সফর, ভ্রমণ।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلٌ : فَتَرْتَحِمُ السَّمَاءَ :

سَمَرٌ ফেয়েল মুশাক এবং মুশাক ইলাহী ফিল

মুরাকাবে ইয়াকী হয়ে فَتَرْتَحِمُ -এর ফায়েল এবং فَتَرْتَحِمُ

إِشَافَةَ الْمُشْتَبِّهِ بِهِ إِلَى الْمُشْتَبِّهِ

فَقَالَ : لَقَدْ بَلَوتُ مِنَ الْعَجَائِبِ مَا لَمْ يَرَهُ
الرَّأُوْنُ ، وَلَا رَوَاهُ الرَّأُوْنُ ، وَإِنْ مِنْ أَعْجَبِهَا
مَا عَايَنَتْهُ اللَّيْلَةُ قَبِيْلَ إِنْشِيَابِكُمْ ،
وَمَصِيْرِي إِلَى بَابِكُمْ ، فَاسْتَخْبِرْنَاهُ عَنْ
طَرَفَةِ مَرَأَةٍ ، فَمِنْ مَسْرَجِ مَسْرَاهُ ، فَقَالَ : إِنَّ
مَرَامِي الْغُرْبَةَ ، لَفَطَنْتَنِي إِلَى هَذِهِ الثَّرْبَةِ ،
وَأَنَا ذُو مَجَاعَةٍ وَمَوْسَى ، وَجِرَابِ كَفْرَادٍ أَمْ
مَوْسَى ، فَتَهَضَّتْ جِئْنَ سَجَا الدَّجَى ، عَلَى
مَا بِي مِنَ الْوَجَى ، لِأَرْتَادَ مُضِيْفًا ، أَوْ
أَقْتَادَ رَغِيْفًا .

অনুবাদ : উত্তরে তিনি বললেন, আমি [আমার জীবনে] এমন আশ্চর্যপূর্ণ ঘটনাবলির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, যা দর্শকগণ দেখেনি এবং বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করেনি। আর তন্মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যতম ঘটনা হচ্ছে সেটি, যা আমি আজ রাতে তোমাদের কাছে আগমনের এবং তোমাদের দরজার দিকে ফেরার সামান্য পূর্বে প্রত্যক্ষ করেছি। তখন তাঁর রাত্রি চলার পথে দেখা আশ্চর্যপূর্ণ ঘটনাটি সম্পর্কে আমরা তাঁর কাছে জানতে চাইলাম। উত্তরে তিনি বললেন যে, প্রবসনের ধনুক আমাকে এই ভূমিতে নিক্ষেপ করেছে, আর আমি ছিলাম ক্ষুধার্ত ও অভাবী এবং মুসা (আ.)-এর মাতার অন্তরের মতো [শূন্য] থলির অধিকারী। সুতরাং আমি একজন মেজবান [খোজার জন্য অথবা একটি রুটি লাভ করার জন্য আমার পায়ে যে ব্যথা ছিল, তা নিয়েই রাত্রির অন্ধকার যখন গভীর হলো তখন উঠে দাঁড়ালাম।

শাশ্বিক অনুবাদ : فَقَالَ : لَقَدْ بَلَوتُ مِنَ الْعَجَائِبِ এমন আশ্চর্যপূর্ণ ঘটনাবলির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি وَأَنْ مِنْ أَعْجَبِهَا الرَّأُوْنُ বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করেনি وَلَا رَوَاهُ الرَّأُوْنُ যা দেখেনি مَا عَايَنَتْهُ اللَّيْلَةُ যা আমি প্রত্যক্ষ করেছি قَبِيْلَ إِنْشِيَابِكُمْ আজ রাতে فَاسْتَخْبِرْنَاهُ عَنْ তোমাদের দরজার দিকে طَرَفَةِ مَرَأَةٍ তার দেখা আশ্চর্যপূর্ণ ঘটনাটি مَرَامِي الْغُرْبَةَ আমি নিক্ষেপ করছি إِلَى هَذِهِ الثَّرْبَةِ এই ভূমিতে وَأَنَا ذُو مَجَاعَةٍ ও ক্ষুধার্ত وَمَوْسَى ও অভাবী وَجِرَابِ كَفْرَادٍ এবং [শূন্য] থলি অধিকারী فَتَهَضَّتْ جِئْنَ সুতরাং আমি উঠে দাঁড়ালাম سَجَا যখন الدَّجَى গভীর হলো عَلَى مَا بِي مِنَ الْوَجَى আমার পায়ে যে ব্যথা ছিল, তা নিয়েই لِأَرْتَادَ [খোজার জন্য অথবা একটি রুটি লাভ করার জন্য] مُضِيْفًا একটি রুটি।

শব্দ বিশ্লেষণ

আমি পরীক্ষা করেছি, অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি : قَدْ بَلَوتُ
(ন) বলা, (افْتَعَالَ) ইলা; যাচাই
করা, পরীক্ষা করা।
বিষয়ক, আশ্চর্যপূর্ণ [ঘটনাবলি] : الْعَجَائِبِ (و) عَجِيْبَةٌ
লম্বেনি, প্রত্যক্ষ করেনি
(ف) رَأَى , رَوَى : দেখা।
(ج) الرَّأُوْنُ : (و) رَأَى : দর্শকগণ, দর্শনকারীগণ।
বর্ণনা করেনি : لَا رَوَى :
(ض) رَوَاةٌ : বর্ণনা করা।
মুতাদ : الشَّاكِلُوْنُ :
বর্ণনা করা।

বর্ণনাকারীগণ : (و) رَأَى :
أَعْجَبَ (اسم تفضيل) (ج) أَعْجَبُ :
অপেক্ষাকৃত/সবচেয়ে আশ্চর্যতম [ঘটনা]।
আমি প্রত্যক্ষ করেছি : عَايَنْتُ
(مَتَاعَلَةً) مُعَايِنَةً : চাক্ষুষ দেখা, প্রত্যক্ষ করা।
(ض) عَيْنٌ : বদনক্ষর দেওয়া।
মাদে : (ع-ي-ن) : جِئْنَ :
مَرَادُف : شَاهَدْتُ :
الكَلِيْلَةُ : (ج) كَلِيْلٌ : আজ রাতে।
قَبِيْلٌ : সামান্য পূর্বে, কিছু পূর্বে।

مَادَّةٌ : (ق. ب. ل.) , جنس : صَحِيح

مُرَادٌ : سَابِقًا / سَلْبًا

আগমন করা, সামনে আসা : (اِنْتِعَالٌ) مصد : فِي الْحَدِيثِ : كَانَ النَّاسُ يَتَشَابَهُونَ يَوْمَ الْجَمْعَةِ .

مُرَادٌ : اَلْتَّوَلُّوْا

প্রত্যাবর্তন করা, ফেরা : (مصدر ميمي)

باب : (ج) اَبْوَابٌ , بَيِّنَاتٌ : दरजा, तोरण, फटक

ইস্তখিরাত : আমরা সংবাদ জানতে চাইলাম।

(اِنْتِعَالٌ) اِسْتِخْيَارًا : সংবাদ জানতে চাওয়া : (এখানে-আচর্যপূর্ণ ঘটনা)

طَرَفَةٌ : (ج) طَرْفٌ : রসাত্মক কথা, [এখানে-আচর্যপূর্ণ ঘটনা]

مَادَّةٌ : (ط. ر. ف.) , جنس : صَحِيح

مُرَادٌ : عَجِيبَةٌ / غَرِيبٌ

মরায় (মصدر ميمي) : দেখা

مُرَايَ (اسم ظرف, مصد : رَوَيْتُهُ - ف) : দৃশ্য

مُسْرَحٌ (اسم ظرف, مصد : سَرَحَ - ف) (ج) مَسَارِحُ : চারণভূমি, পথ

مُسْرَى (اسم ظرف, مصدر ميمي) : রাত্রিকালে চলার পথ, রাত্রিকালে চলা

(ج) اَلْمَرَامِيُّ , (و) مَرَمَى : তীর নিক্ষেপের যন্ত্র, ধনুক

مَادَّةٌ : (ر. م. ي.) , جنس : نَاقِصٌ يَائِسٌ , مُرَادٌ : قَوَادِثُ

اَلْقَرِيْبَةُ (ن) مصد : প্রবাসে গমন, প্রবসন

لَفْظَةٌ : নিক্ষেপ করেছে

(ض. س) لَفْظًا : নিক্ষেপ করা

(تَفَعَّلَ) تَلَفَّظًا : উচ্চারণ করা

فِي الْقُرْآنِ : مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ .

مَادَّةٌ : (ل. ف. ط.) , جنس : صَحِيح , مراد : رمت

اَلْقَرِيْبَةُ : (ج) تَرَبَّ : মাটি, কবর, ভূমি

مَادَّةٌ : (ت. ر. ب.) , جنس : صَحِيح , مراد : أَرْضٌ

دَوَّ مَجَاعَةٍ : ক্ষুধার্ত, ক্ষুধিত, ক্ষুধান্বিত, ক্ষুধাতুর

مَجَاعَةٌ , جَوْعٌ : ক্ষুধা

مَجَاعَةٌ , جَوْعٌ (ن) مصد : ক্ষুধার্ত হওয়া

يَوْمُنِي , يَوْمٌ , يَوْمٌ , يَوْمٌ (س) مصد : অভিশয় অভাবী হওয়া

(اِنْتِعَالٌ) اِسْتِنَاسًا : দুঃসিদ্ধান্ত হওয়া

مَادَّةٌ : (ب.) , جنس : مَهْمُوزٌ عَيْنٌ

مُرَادٌ : ضَرَامٌ / فَرٌّ , ضِدٌّ : نَعْنِي

دَوَّ يَوْمُنِي : অভিশয় অভাবী, অভাববস্ত

جَرَابٌ : (ج) أَجْرَبَةٌ , جَرَبٌ : তরবারির ঝাপ, চামড়ার খলি

دَوَّ جَرَابٍ : খলির মালিক, খলির অধিকারী

نَوَادٍ : (ج) أَفْنَدَةٌ : অন্তর, জ্ঞান, বিবেক

فِي الْقُرْآنِ : وَأَصْبَحَ قَوَادِ آمَ مَوْسَى قَارِعًا .

مَادَّةٌ : (.) , جنس : مَهْمُوزٌ عَيْنٌ , مُرَادٌ : قَلْبٌ

مَادَّةٌ : (ج) أَهْمَاتٌ , أَثَاتٌ : মাতা, যে কোনো বস্তুর মূল

مَارَسَى : (আ.) -এর মাতা

نَهَضَتْ : উঠে দাঁড়ালাম

نَهَضَتْ : نَهَضًا , نَهَضًا : উঠে দাঁড়ানো

جِيْنٌ (ج) أَهْيَانٌ , أَحْيَايَسٌ : সময়, কাল, [এখানে - যখন]

سَجَا : رَاثِي نِيرَب হলো, গভীর হলো

سَجَا : سَجَا , سَجَا : রাতি গভীর হওয়া, রাতি নীরব হওয়া

نَهَضَتْ : نَهَضَتْ : ঢেকে নেওয়া, আবৃত করা

مَادَّةٌ : (س. ج. و.) , جنس : نَاقِصٌ وَأَوِي

مُرَادٌ : سَكَنٌ , ضِدٌّ : هَات

(ج) اَلْجُحَى , (و) دَجِيْعَةٌ : অন্ধকার, তিমির

(ن) دَجْوًا : অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া

مَادَّةٌ : (و. ج. ي.) , جنس : نَاقِصٌ يَائِسٌ , مُرَادٌ : اَلظَّلَامُ .

الْوَجَى : পায়ের ব্যথা

لَوْنِي (س) مصد : পায়ে ব্যথা হওয়া

عَلَى مَا بَيْنَ مِنَ الْوَجَى : আমার পায়ে যে ব্যথা ছিল তা নিয়েই

لَارْتَادًا : বোজার জন্য

(اِنْتِعَالٌ) اِرْتِيَادًا : বোজা করা

مُضَيِّبٌ (ف. ا. م.) : আতিথেয়তাকারী, মেজবান

لَا اِنْتَادًا : টানার জন্য, [এখানে লাভ করার জন্য]

(اِنْتِعَالٌ) اِقْتِيَادًا : টানা

مُرَادٌ : اَطْلُبُ

رَغِيْفٌ : (ج) اَرَغَفَةٌ , رَغَفٌ , رَغْفَانٌ , رَغِيْفٌ : রুটি

مَادَّةٌ : (ر. غ. ف.) , جنس : صَحِيح , مُرَادٌ : حَبِيْرٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ وَأَنَا ذَوُّ مَجَاعَةٍ جَرَابٌ كَقَرَادٍ آمَ مَوْسَى :

এখানে জরাজ শব্দটি আর মৌসী তার মুসরর

অন্তঃপর মুসরর এবং সজত মিলে

মুসরর মুসরর তার মুসরর

মুসরর মুসরর তার মুসরর

মুসরর মুসরর তার মুসরর

মুসরর মুসরর তার মুসরর

فَسَأَلْنِي حَادِيَ السَّعْبِ، وَالْقَضَاءُ
الْمَكْنَى أَبَا الْعَجَبِ، إِلَى أَنْ وَقَفْتُ عَلَى
بَابِ دَارٍ، فَقُلْتُ عَلَى يَدَارٍ: شِعْرٌ:
حَيِّتُمْ يَا أَهْلَ هَذَا الْمَنْزِلِ
وَعِشْتُمْ فِي خَفِضٍ عَيْشٍ خَصِلِ
مَا عِنْدَكُمْ لِابْنِ سَبِيلٍ مَرْمِلِ
نِضْرٍ سُرَى حَاطِطٍ لَيْلِ الْبَلِ
جَوَى الْحَشَى عَلَى الطَّوَى مُشْتَمِلِ
مَاذَا مَذُ يَوْمَيْنِ طَعَمَ مَأْكِلِ

অনুবাদ : ফলে ক্ষুধার হৃদায়ায় এবং আবুল আজব উপনামের অধিকারী অদৃষ্ট আমাকে এ পর্যন্ত হাকিয়ে নিয়ে এলো যে, আমি একটি গৃহের দরজায় এসে দাঁড়িলাম। অতঃপর দ্রুততার সাথে বললাম : [কবিতার অনুবাদ] : হে এই গৃহের অধিবাসীবৃন্দ! তোমরা অভিবাদিত হও এবং তোমরা সজীব সুখময় জীবন যাপন কর। তোমাদের কাছে একজন পাথের-সম্বলহীন মুসাফিরের জন্য কি আছে? যে নৈশ সফরে দুর্বল, নিচ্ছিন্ন অন্ধকার রজনীতে উদ্ভাস্ত, যার নাড়ি-ভুড়ি দহমান, ক্ষুধা ধারণকারী। সে দু'দিন যাবৎ কোনো আহার্যের স্বাদ আশ্বাদন করেনি।

পাশ্চিক অনুবাদ : فَسَأَلْنِي ফলে আমাকে হাকিয়ে নিয়ে এলো حَادِيَ হৃদায়ায় وَالْقَضَاءُ এবং অদৃষ্ট الْمَكْنَى উপনামের অধিকারী الْعَجَبِ أَبَا আবুল আজব إِلَى أَنْ এ পর্যন্ত وَقَفْتُ আমি এসে দাঁড়িলাম بَابِ দারٍ একটি ঘরের দরজায় فَقُلْتُ অতঃপর বললাম يَدَارٍ দ্রুততার সাথে شِعْرٌ কবিতা حَيِّتُمْ তোমরা অভিবাদিত হও يَا হে أَهْلُ এই هَذَا الْمَنْزِلِ এই গৃহ عِشْتُمْ তোমরা জীবন যাপন কর فِي خَفِضٍ সুখময় عَيْشٍ জীবন যাপন কর তোমাদের কাছে কী আছে مَا عِنْدَكُمْ সজীব خَصِلِ সুখময় نِضْرٍ নৈশ সফরে দুর্বল سُرَى মুসাফিরের জন্য حَاطِطٍ পাথের-সম্বলহীন لَيْلِ রজনীতে الْبَلِ নিচ্ছিন্ন অন্ধকার جَوَى দহমান الْحَشَى নাড়ি-ভুড়ি الطَّوَى ক্ষুধা مُشْتَمِلِ ধারণকারী مَاذَا সে مَذُ দু'দিন যাবৎ يَوْمَيْنِ টুকু কাটানো আহার্যের স্বাদ।

শব্দ বিশ্লেষণ

سَأَلْتُ (ন) : হাকিয়ে নিয়ে এলো।
الْحَادِيَ (ফা, মড) (জ) : হৃদায়া

হৃদা বা হৃদী পাঠক। হৃদায়ায়। যে উটের চলার গতি বৃদ্ধি করার জন্য বিশেষ ধরনের গান গেয়ে গেয়ে উটকে পরিচালিত করে।

হৃদী পাঠ করা : حَادًو، حَادًو

مَاَدَه : (হ-দ-ও) : جِس : نَاقِصٌ وَابِي

مُرَادُف : السَّائِقُ

السَّعْبُ : ক্ষুধা

السَّعْبُ (ন) : (স) : ক্ষুধার্ত হওয়া

فِي الْقُرَانِ : فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبٍ

مَادَه : (স-গ-ব) : جِس : صَحِيح

مُرَادُف : الْمَجَاعَةُ/الْمَعْرُ

الْقَضَاءُ : (জ) : أَفْصِيَّة : অদৃষ্ট। সিদ্ধান্ত, ফয়সালা।

مَاَدَه : (ন-স-ই) : جِس : نَاقِصٌ يَابِي

مُرَادُف : الْقَدَرُ

الْمَكْنَى (মফ, মড) : উপনাম বিশিষ্ট, উপনামের অধিকারী।

(تَفْعِيلٌ) تَكْنِيَّةٌ : উপনাম রাখা।

فِي الْعَدِيدِ : لَا تَكْتَفُوا بِكَيْتَيْنِ

مَادَه : (ক-ন-ই) : جِس : نَاقِصٌ

أَبُو الْعَجَبِ : বিশ্বস্তের জনক, অদৃষ্ট, ভাগ্য।

وَقَفْتُ : আমি দাঁড়িলাম।

(ض) وَقَفًا، وَقَرَفًا :

الَّيْلَ (أَفْعَلَ التَّفْضِيلَ، مِنْ "لَيْل")

গভীর অন্ধকার, নিশ্চিদ্র অন্ধকার।

مَادَّهَ : (ل. - ي. - ل.) ، جَسَّ : أَحْوَفَ يَأْسِي

مُرَادِفٌ : شَدِيدُ الظَّلَامِ

لَيْلُ اللَّيْلِ : গভীর ও নিশ্চিদ্র অন্ধকার রজনী।

جَوَّى : (صفت، مذ) : দহ্যমান

(س) جَوَّى : প্রেম বা দুঃখের যন্ত্রণায় আক্রান্ত হওয়া।

(اِفْتِعَالَ) اجْتَرَأَ : প্রতিকূল হওয়া, অপছন্দ হওয়া।

فِي الْحَدِيثِ : فَاجْتَرَأَ الْمَدِينَةَ .

مَادَّهَ : (ج. - ر. - ي.) ، جَسَّ : لَقِيَ مَقْرُونٌ .

مُرَادِفٌ : وَجَعَ

الْحَشَى : (ج) أَحْشَاءُ : নাড়ি-ডুড়ি, কলিজা।

الطَّوَى : ক্ষুধা।

الطَّوَى (س) مَصَّ : ক্ষুধার্ত হওয়া।

مُشْتَبِلٌ (فأ، مذ) : ধারক, ধারণকারী, সম্বলিত।

(اِفْتِعَالَ) اِشْتِمَالًا : বেটন করা, ধারণ করা।

(س) شَمَوْلًا : شامل করা, জড়িয়ে নেওয়া।

مَادَّهَ : (ش. - م. - ل.) ، جَسَّ : صَحِیح

مُرَادِفٌ : مُحْتَوٍ

مَا ذَاتُ : স্বাদ আবাদন করে নি।

(ن) ذَوَّقًا، ذَرَأًا، مَذَاتًا : আবাদন করা।

- الْعَذَابُ : শাস্তি ভোগ করা।

فِي الْقُرْآنِ : قَذَرُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ .

مَادَّهَ : (ذ. - و. - ق.) ، جَسَّ : أَحْوَفَ وَأَوَى

مُرَادِفٌ : تَلَطَّطَ

(ث) يَوْمَيْنِ، (و) يَوْمَ، (ج) أَيَّامَ : দু'দিন।

طَعَّمَ : (ج) طَعَمَ : স্বাদ

طَعَّمَ (س) مَصَّ : খাওয়া, আবাদন করা।

(اِفْتِعَالَ) اِطْعَمًا : খাওয়ানো।

فِي الْقُرْآنِ : أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ .

مُرَادِفٌ : لَذَّ

مَأْكَلٌ : (ج) مَأْكَلٌ : খাবার, আহাৰ্য।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ مَا عَذَبَكُمْ إِلَّا بِنِ سَبِيلِ مَرْمِلٍ مُشْتَبِلٌ :

১- প্রকার- দুই এন্ড। এখানে مَا اِشْتَبَلَهَا مَرْمِلَةٌ

এবং مَكَانِيَّةٌ ২- এন্ড এখানে مَكَانِيَّةٌ ২- এন্ড

إِنِّ سَبِيلِ خَبَرَ هَيَّجَ مُمْتَلِقٌ -এর সাথে مَوْجُودٌ

/ مُشْتَبِلٌ عَلَى الطَّوَى / جَوَّى এবং مَوْصُوفٌ হলো

এবং الْحَشَى - خَائِطُ / لَيْلُ لَيْلٍ / مَرْمِلٍ أَنْضَوْسَرَى

صِفَتْ -এর, صِفَتْ -এর, ইন্ড সَبِيلِ مَا ذَاتُ الْخ

مَوْجُودٌ এবং مَجْرُورُ জরুরে হারফে লাম মিলে মَوْصُوفٌ

-এর সাথে مُمْتَلِقٌ।

তَمَلَّلَ : অস্থিরতা ।

তَمَلَّلَ (تَمَلَّلَ) : রোগে বা শোকে বিছানায় এপাশ : মদ :

ওপাশ করা ।

(تَمَلَّلَ) : অস্থির করা । اَلْتَرَضُ : (ম. ল. ম. ল.) ,

মাদে : (ম. ল. ম. ল.) ,

مُرَادُ : تَرَضُّعُ / اضْطِرَابُ

رَضَعُ : (জ) رَضَعُ , رَضَعُ , رَضَعُ , رَضَعُ : গৃহ, গৃহের আশপাশ ।

مُرَادُ : اَلْدَّارُ / اَلْمَنْزِلُ

عَذَبَ : সুখান্য, সুপেয় পানি, মিষ্টি পানি ।

فِي الْقُرْآنِ : هَذَا عَذَبُ قُرَاتٍ .

مُرَادُ : حَلَوٌ , ضِدُّ : رَمَحٌ / مَرَّ

مَتَلَّلَ : (জ) مَتَلَّلَ : পানস্থান, ঘাট, স্থান ।

اَلْمَتَلَّلُ وَالْمَتَلَّلُ (স) : মদ : প্রথমবার পান করা ।

মাদে (ন. ল.) ,

مُرَادُ : مَتَرَبٌ / مَوَرَبٌ

أَلَى : তুমি রাখ, তুমি ফেল ।

إِنْعَالَ (إِنْعَالَ) : রাখা । ফেলে / ঢেলে দেওয়া ।

مُرَادُ : اِرَمٌ

أَلْعَصَا : (জ) عِمَصَى , اَعْمَصَا , اَعْمَصَا : লাঠি, যষ্টি, ছড়ি ।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ عَصَايَ .

مَادَّةُ : (এ. স. ও.) ,

أَدْخَلَ : তুমি প্রবেশ কর ।

(ন) دَخَلَ : প্রবেশ করা ।

أَيْشَرُ : তুমি সতুষ্টি হও ।

(স. ম.) يَشَرُ : সতুষ্টি হওয়া, খুশি হওয়া ।

(تَقَعِيلُ) : تَبَشِيرًا , (إِنْعَالَ) : إِنْعَارًا : সুসংবাদ দেওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَبَشِرُوا بِالْحَقِّ .

مَادَّةُ : (ব. শ. র.) ,

مُرَادُ : أَرْضُ

بَشَّرَ : সহাস্য বদন, বদন-নীতি, চেহারা উজ্জ্বল ।

مُرَادُ : رَوَاهُ . ضِدُّ : عَمَّسَ

قَرَى : আতিথেয়তা ।

قَرَى (ض) : মদ : আতিথেয়তা করা ।

مُعَجَّلٌ (مف. مذ) : দ্রুত, তড়িঘড়ি কৃত ।

(تَعَجَّلَ) : تَعَجَّلًا : দ্রুত করা, তড়িঘড়ি করা ।

بَرَزَ : বেরিয়ে এলো, বের হয়ে এলো ।

(ن) بَرَزَا : বের হয়ে আসা ।

(مُفَاعَلَةٌ) : مَبَارَزَةٌ : মুখোমুখি হওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجَدُوهُ .

مَادَّةُ : (ব. র. র.) ,

مُرَادُ : خَرَجَ , ضِدُّ : دَخَلَ

جَوَذَرُ , جَوَذَرُ , جَوَذَرُ : (জ) جَوَذَرُ , جَوَذَرُ : নীল গাজীর

বাছুর, [এখানে - কিশোর] ।

مَادَّةُ : (জ. ও. ড. র.) ,

مُرَادُ : اَلْعَلَامُ

كُشَوَذَرُ : (জ) كُشَوَذَرُ : কুমাল, ওড়না, হাতাকাটা জামা, পেজি

বা ফতুয়া ।

مَادَّةُ : (শ. ও. ড. র.) ,

مُرَادُ : مِتْدِيلُ / بِنْيَان

شِعْرٌ : (জ) أَشْعَارُ : কবিতা, কাব্য

حَرَمَةٌ : (জ) حَرَمٌ , حَرَمَاتٌ : সন্ধান, মর্যাদা ।

مُرَادُ : عَقْفَةٌ .

اَلشَّيْخُ : (জ) شَيْخٌ , أَشْيَاخٌ , شَيْخَةٌ , شَيْخَانٌ :

বৃদ্ধ, উত্তর, আলিম, নেতা, মনীষী

سَنَّ : প্রথা প্রবর্তন করেছেন ।

(ن) سَنًا , سَنَةً : প্রথা প্রবর্তন করা ।

أَلَا : চাণু করা ।

(إِنْعِيَالٌ) : إِشْيَانًا : অনুসরণ করা ।

فِي الْحَدِيثِ : مَنْ سَنَّ سَنَةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ

عَمِلَ بِهَا .

مَادَّةٌ : (স. ন. ন) , جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادٌ : آخَرُ

অস্ম : ভিত্তি স্থাপন করেছেন।

(تَفْعِيلٌ) تَأْنِيْسًا : ভিত্তি স্থাপন করা।

الْمَحْجُوجُ (مف, مذ) : যে গৃহের ঘিয়ারতের উদ্দেশ্যে :

হজে গমন করা হয়, বায়তুল্লাহ শরীফ।

(ن) حَجًّا : হজ করা, ইচ্ছা করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَيْلٍ عَلَى النَّاسِ حِجَّ الْبَيْتِ .

مَادَّةٌ : (ح. ج. ج) , جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادٌ : الْكَعْبَةُ .

أُمٌّ : (ج) أُمّهَاتٌ , أُمَاتٌ : মাতা, জননী।

(ج) الْقُرَى , (و) قَرْيَةٌ : গ্রাম, জনপদ।

أُمُّ الْقُرَى : মক্কা মুকাররমা।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : هُوَ مِنَ الْحَبْرَةِ فِي تَمْلُلٍ :

هُوَ শব্দটি মুবতাদা مِنَ الْحَبْرَةِ জার এবং মাজরুর মিলে

تَمْلُلُ হরফে জার ফী হরফে আর مُتَعَلِّقٌ مُقَدَّم -এর

قَوْلُهُ : هُوَ مِنَ الْحَبْرَةِ فِي تَمْلُلٍ : তার মাজরুর অতঃপর জার এবং মাজরুর মিলে

قَوْلُهُ : نَهَلَ بِهَذَا الرَّبْعِ عَذْبَ الْمَنْهَلِ : সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে খবর।

مُرُوضٌ : মুযাফ এবং মুযাফ ইলাইহি মিলে عَذْبُ الْمَنْهَلِ

আর تَرُوضٌ অতঃপর صِفَتْ জুমলাটি তার صِفَتْ

আর بِهَذَا الرَّبْعِ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ মিলে

جَزْءٌ مُقَدَّمٌ : জার এবং মুযাফ মিলে

جَزْءٌ مُقَدَّمٌ : জার এবং মুযাফ মিলে

বালাগাত

قَوْلُهُ : نَهَلَ بِهَذَا الرَّبْعِ عَذْبَ الْمَنْهَلِ :

এখানে -এর সাথে عَذْبُ الْمَنْهَلِ [দানশীল] কে

تَشْبِيه দেওয়া হয়েছে। এখানে بِهَذَا উল্লিখিত এবং

إِنْشَاء مُصَرَّحٌ রয়েছে। অতএব এখানে

হয়েছে।

مَا عِنْدَنَا لَطَارِقٍ إِذَا عَرَا
 سِوَى الْحَدِيثِ وَالْمَتَاجِ فِي الدَّرَى
 وَكَيْفَ يَقْرَى مَنْ نَفَى عَنْهُ الْكَرَى
 طَوَى بَرَى أَعْظَمَهُ، لَمَّا أَنْبَرَى
 فَمَا تَرَى فِي مَا ذَكَرْتَ مَا تَرَى
 فَقُلْتُ : مَا أَصْنَعُ بِمَنْزِلِ قَفَرٍ ، وَمَنْزِلِ حِلْفٍ
 قَفَرٍ ، وَلَكِنْ يَأْتِي ! مَا اسْمُكَ ؟ فَقَدْ
 فَتَنَنِي فَهَمَكَ ، فَقَالَ : إِسْمِي زَيْدٌ ،
 مَنْشَيْنِي قَيْدٌ .

অনুবাদ : আমাদের কাছে নৈশ আগন্তুকের জন্য- যখন
 সে আগমন করে- কথাবার্তা এবং আশ্রিনায় উটের
 থাকার জায়গা ব্যতীত কিছুই নেই। সে ব্যক্তি কিভাবে
 আতিথেয়তা করবে, যার নিদ্রা দূরীভূত করে দিয়েছে
 এমন ক্ষুধা যে, যখন তা দেখা দেয় তখন তার
 হাঁড়গুলোকে চেঁছে ফেলে। অতএব, আমি যা বর্ণনা
 করলাম, তাতে তোমার অভিমত কি, যা তুমি পোষণ
 কর? উত্তরে আমি বললাম, শুক ঘর ও অভাবের সঙ্গী
 মেজবান দিয়ে আমি কি করব? তবে হে যুবক! তোমার
 নাম কি? তোমার বুদ্ধিমত্তা আমাকে বিমুগ্ধ করেছে। সে
 বলল, আমার নাম যায়দ, আমার জন্মস্থান ফায়দ।

শাব্বিক অনুবাদ : مَا عِنْدَنَا : আমাদের কারো কিছুই নেই إِذَا عَرَا : নৈশ আগন্তুকের জন্য سِوَى : ব্যতীত الْحَدِيثِ : কথাবার্তা وَالْمَتَاجِ : উটের থাকার জায়গা فِي الدَّرَى : আশ্রিনায় كَيْفَ : কিভাবে يَقْرَى : সে ব্যক্তি আতিথেয়তা করবে مَنْ : যার نَفَى عَنْهُ الْكَرَى : দূরীভূত করে দিয়েছে طَوَى : ক্ষুধা بَرَى : চেঁছে ফেলে أَعْظَمَهُ : তার হাঁড়গুলোকে কَمَا أَنْبَرَى : যখন তা দেখা দেয় তখন مَا ذَكَرْتَ : তাতে তোমার অভিমত কী? فَمَا تَرَى : আমি যা বর্ণনা করলাম وَمَنْزِلِ : তুমি পোষণ কর وَمَنْزِلِ : উত্তরে আমি বললাম مَا أَصْنَعُ : আমি কী করব قَفَرٍ : শুক ঘর দিয়ে حِلْفٍ : মেজবান দিয়ে وَمَنْشَيْنِي : আমাকে فَتَنَنِي : বিমুগ্ধ করেছে فَهَمَكَ : তোমার বুদ্ধিমত্তা আমাকে قَيْدٌ : আমার নাম যায়দ مَنْشَيْنِي : আমার জন্মস্থান ফায়দ।

শব্দ বিশ্লেষণ

আমাদের কাছে [কিছুই] নেই : مَا عِنْدَنَا (فَتَى) :
 নৈশ আগন্তুক : طَارِقٌ (ফা, মড) (ج) طَرَأَ، أَطْرَأَ :
 রাতে আসা : (ن) طَرَفًا، طَرَفًا، أَطْرَفُ :
 আগমন করল [করে] : عَرَا :
 আগমন করা : সামনে আসা : (ض) عَرَى :
 ব্যতীত, ভিন্ন, ব্যতিরেকে : (حرف الاستثناء) :
 হাদীস, কথাবার্তা, কথা : (ج) أَحَادِيثٌ، حَدِيثَانِ :
 নব্বুন : (ج) حَدَثَاتٌ، حَدَثٌ :
 উট থাকার বা বসার জায়গা : (اسم ظرف) :
 উট বসানো : (افعال) :
 ঘরের আশ্রিনা ও আশপাশ, উঠোন : الدَّرَى :

সে [কিভাবে] আতিথেয়তা করবে : كَيْفَ يَقْرَى :
 আতিথেয়তা করা : (ض) قَرَى، قَرَاءً :
 দূরীভূত করে দিয়েছে : نَفَى :
 দূরীভূত করা : (ض) نَفَى - عَنْهُ :
 দূরীভূত হওয়া : (افعال) :
 مَا : (ن. ف. ي) :
 مَنْشَيْنِي : (ن. ف. ي) :
 مَنْشَيْنِي : (ن. ف. ي) :
 তদ্রূপ, হাদীস : (ج) :
 তদ্রূপ : (ض) :
 ক্ষুধা, অনাহার : (ض) :
 ক্ষুধার্ত হওয়া : (س) :
 ক্ষুধার্ত হওয়া : (س) :
 ক্ষুধার্ত হওয়া : (س) :

ব্রী : মৃগন করে/চোঁছে দিল [-দেয়] :

(ض) بَرَّيَا , (اِنْفَعَالَ) اِبْرَاءً : শীর্ণ করা । দুর্বল করা ।

(اِنْفَعَالَ) اِبْرَاءً لَهُ : সমুখীন হওয়া ।

-لِسَهْمٍ اَوْ الْقَلَمِ : ছিলার পর প্রস্তুত হওয়া ।

مَادَّ : (ب. ر. ي.) , جنس : নাকিস্‌ যান্য়

مُرَادٍ : ضَعَفَ , ضِنَ : ক্রী

(ج) اَعْظَمَ , عِظَامَ , عِظَامَةً , (و) عَظَمَ : হাড়, অস্থি ।

لَمَّا اُبْرِي : যখন তা দেখা দেয় ।

(اِنْفَعَالَ) اِبْرَاءً : সমুখীন হওয়া ।

مُرَادٍ : اِعْتَرَضَ عَمَّا

مَا تَرَى : তোমার অভিমত কি ?

(ف) رَأَيْتُ , رُؤْيَةً : দেখা ।

مَا ذَكَرْتُ : যা আমি বর্ণনা করলাম ।

(ن) ذَكَرًا : বর্ণনা করা ।

مَا تَرَى (ف) رَأَيْتُ , رُؤْيَةً : [যা] তুমি পোষণ কর ।

مَا اَصْنَعُ : আমি [কি] করব ?

(ف) صَنَعًا : করা । তৈরি করা ।

(اِنْفَعَالَ) اِمْنَاعًا : সাহায্য করা ।

فِي الْقُرْآنِ : صَنَعَ اللَّهُ الَّذِي اتَّقَنَ كُلَّ شَيْءٍ .

مَادَّ : (ص. ن. ع) , جنس : صَحِيح

مُرَادٍ : اَفْعَلُ

مَنْزِلٌ (طرف, مذ) (ج) مَنَازِلُ : মনযিল, ঘর ।

(ض) تَزَوَّلَا : অবতরণ করা ।

قَفَّرَ : ঘাস-পানিহীন ভূমি । মরুভূমি ।

(اِنْفَعَالَ) اِقْفَارًا : মরুভূমিতে উপনীত হওয়া ।

قَالَ السَّاعِرُ : ع قَبْرٌ حَرْبٍ يَمْكُنُ قَفْرٌ .

مَادَّ : (ق. ف. ر.) , جنس : صَحِيح

مُرَادٍ : خَالَ مَفَازَةً

مَنْزِلٌ (ف. مذ) : মেহমানদার, মেজবান ।

(اِنْفَعَالَ) اِنْرَاءً - اَلصَّيْفُ : মেহমান রাখা ।

مُرَادٍ : اَلْمَصِيْفُ

حَلَفَ : (ج) اَحْلَافٌ : প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বন্ধ, প্রতিশ্রুতি, বন্ধুত্ব ।

فِي الْقُرْآنِ : يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا .

مَادَّ : (ج. ل. ف) , جنس : صَحِيح

مُرَادٍ : صَاحِبٌ

نَقَرَ (ج) فُغُورٌ , مَفَافِيرُ : দারিদ্র্য, অভাব ।

نَقَرَ : (ج) أَفْقَرُ : চিড়, ফাটল ।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ .

مُرَادٍ : الْأَخْيَارُ , جُنْدٌ : الْأَسْتِغْنَاءُ .

لَكُنْ : (حَرْفُ الْأَسْتِدْرَاكِ) : কিছু, বরং, তবে ।

قَتَى : (ج) قِتْيَانٌ , قَيْفَةً , قُتْرَةً , قُتْرٌ , قُتْيٌ :

যুবক, কিশোর ।

فِي الْقُرْآنِ : قَالُوا سَمِعْنَا قَتَى يَذْكُرُهُمْ يَقَالُ لَهُ

إِبْرَاهِيمَ .

مَادَّ : (ف. ث. ي.) , جنس : نَاقِصٌ يَائِسٌ

مُرَادٍ : صَابٌ

إِسْمٌ : (ج) أَسْمَاءٌ , أَسَامٍ , أَسَامِيٍّ , أَسَاوَاتٌ : নাম, বিশেষ্য ।

قَدْ قَتَنَ : বিমুগ্ধ করেছে ।

(ض) قَتَنًا , قُتُونٌ : পরীক্ষা করা, বিমুগ্ধ করা ।

وَفِي الْقُرْآنِ : وَقَتَنَّاكَ قُتُونًا .

مَادَّ : (ف. ث. ن.) , جنس : صَحِيح

فَهُمْ : (ج) أَفْهَامٌ , هُؤُمٌ : বুঝ, বুদ্ধিমত্তা ।

فِهِمْ (س) مَصَدٌ : বোঝা

(اِنْفَعَالَ) اِفْهَامًا : বোঝানো ।

مَادَّ : (ف. ه. م.) , جنس : صَحِيح

مُرَادٍ : دُكَاةٌ , حِدٌّ : عَبَاوَةٌ

مَنْشَأُ (اسم طرف) (ج) مَنْشَأِيٌّ : উৎপত্তিস্থল, জন্মস্থান ।

(اِنْفَعَالَ) اِنْشَاءً : সৃষ্টি করা ।

مُرَادٍ : تَمَوْلٍ

قَيْدٌ : কুফা থেকে মক্কা শরীফ যাওয়ার পথে অবস্থিত একটি

জায়গার নাম ।

وَوَرَدَتْ هَذِهِ الْمَدْرَةَ أَمْسٍ، مَعَ أَخَوَالِي مِنْ
بَنِي عَبَسَ، فَقُلْتُ لَهُ: زِدْنِي إِبْطَاحًا،
زَادَكَ اللَّهُ صَلَاحًا، عِشْتَ وَنَعِشْتَ. فَقَالَ:
أَخْبَرْتَنِي أُمِّي بِرَّةَ، وَهِيَ كَانِيهَا بِرَّةَ،
أَنَّهُ نَكَحَتْ عَامَ الْغَارَةِ بِمَآوَانَ، وَجَلًا مِنْ
سَرَاةِ سُرُوجٍ وَغَسَّانَ، فَلَمَّا أُنْسَ مِنْهَا
الْإِنْقَالَ - وَكَانَ بِاقِعَةً عَلَى مَا يُقَالُ -
ظَعَنَ عَنْهَا سِرًّا.

অনুবাদ : আমি বনু আবস গোত্রের আমার মামাদের
সাথে গতকাল এ শহরে এসেছি। তখন আমি তাকে
বললাম, তুমি আরেকটু স্টা করে বল, আল্লাহ তা'আলা
তোমার যোগ্যতা বৃদ্ধি করে দিন, তুমি বেঁচে থাক এবং
তোমার মর্যাদা উন্নীত হোক। সে বলল, বাররা নাস্তী
আমার মাতা, যিনি নিজ নামের [অর্থের] মতোই
সতী-সাদ্বী, তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, যুদ্ধের বছর
মাওয়ান নামক স্থানে সারুজ ও গাসসানের সরদারদের
এক লোককে তিনি বিবাহ করেছিলেন। অতঃপর যখন
লোকটি তাঁর গর্ভবতী হওয়া উপলব্ধি করল, আর লোকটি
ছিল জনশ্রুতি মতে, অত্যন্ত ধুরন্ধর, তখন সে চুপিসারে
তার কাছ থেকে পালিয়ে গেল।

শাব্দিক অনুবাদ : আমি এসেছি এ হুইহে মদ্রতে অমস্ গতকাল আমার মামাদের সাথে বনু আবস গোত্রের আমি তাকে বললাম তুমি আরেকটু স্টা করে বল আল্লাহ তা'আলা তোমার যোগ্যতা বৃদ্ধি করে দিন তুমি বেঁচে থাক এবং তোমার মর্যাদা উন্নীত হোক বাররা নাস্তী আমার মাতা বাররা তিনি নিজ নামের মতোই সতী-সাদ্বী তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে যুদ্ধের বছর মাওয়ান নামক স্থানে সারুজ ও গাসসানের সরদারদের এক লোককে তিনি বিবাহ করেছিলেন অতঃপর যখন উপলব্ধি করল তাঁর গর্ভবতী হওয়া উপলব্ধি করল আর লোকটি ছিল জনশ্রুতি মতে অত্যন্ত ধুরন্ধর তখন সে চুপিসারে তার কাছ থেকে পালিয়ে গেল।

শব্দ বিশ্লেষণ

وَوَرَدَتْ : আমি উপনীত হয়েছি, এসেছি।

(ض) وَرُودًا : নামা। উপনীত হওয়া।

الْمَدْرَةُ : শহর, নগর, মফস্বল শহর।

فِي الْعِدْبِثِ : لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتٌ مَدْرٍ وَلَا
وَبَرٍّ إِلَّا أَدَخَلَهُ اللَّهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ.

مَادَّةُ : (ম-দ-র) . جنس : صَيِّح

مَرَادُفٌ : الْبَلَدُ

أَمْسٍ (مَبْنِي عَلَى الْكَسْرِ) : গতকাল

أَلَامَسٍ (مَعْرَبٍ) (ج) أَمْسٍ . أَمْسٍ : অমস্

পূর্ববর্তী দিনসমূহের কোনো একদিন।

(ج) أَخَوَالٍ : أَخُوْلَةٌ، خُوْلٌ، خُوْلَةٌ، خُوْلَةٌ (و) خَالٌ :

মামা, মাতুল।

مَادَّةُ : (خ-و-ل) . جنس : أَجَوَفٌ وَأَوَى

بَنُو عَبَسَ (بَنُ بَغِيضٍ أَوْ بَنُ رِفَاعَةٍ أَوْ بَنُ طَلْقٍ) :

আবসের বংশধর একটি গোত্রের নাম।

زِدْ : তুমি বৃদ্ধি কর।

(ض) زَيْدًا، زِيَادَةً : বৃদ্ধি করা, বৃদ্ধি পাওয়া।

(اِسْتَفْعَالَ) اِسْتَزَادَ : বেশি পেতে চাওয়া।

اِنْفَعَالَ) اِزْدِيَادًا : বৃদ্ধি করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَنَزَدَهُ كَيْلَ بَعِيٍّ .

مَرَادُفٌ : أَكْثَرُ

اِبْطَاحًا (اِنْفَعَالَ) مَدًا : স্টা হওয়া বা করা

(ف) وَكُرْحًا، اِنْفَعَالَ) اِبْطَاحًا : সূপা হওয়া।

مَادَةُ : (و-ض-ح) . جنس : يُقَالُ وَأَوَى

مَرَأً : (غ. و. ر) , جِنْس : أَجَوَفٌ رَاوٍ
 مَرَأً : النُّهْبُ
 مَرَأً : একটি জায়গার নাম : رَجُلٌ , رَجُلٌ :
 رَجُلٌ : (ج) رَجُلٌ , رَجُلٌ , رَجُلٌ , رَجُلٌ :
 পুরুষ, পদচরী।
 سَرَّاءٌ , سَرَّاءٌ , سَرَّاءٌ , (و) سَرَّاءٌ :
 সজ্জা, ভদ্র, নেতা।
 فِي الْعَدِيَّةِ : وَهَانَ عَلَى سَرَّاءٍ بَيْنِي لَوِي -
 حَرِيْقٌ بِالْبَوِيَّةِ مُسْتَطِيرٌ
 مَرَأً : (م. ر. ي) , جِنْس : نَاقِصٌ يَمَانِي
 مَرَأً : رُؤَسَاءُ / سَادَاتُ
 سُرُوجٌ : একটি স্থানের নাম।
 غَسَّانٌ : একটি বংশের নাম।
 لَأَ نَأَسَ : [যখন] সে উপলব্ধি করল।
 (إِفْعَالٌ) إِنْيَأَسَ : অনুভব করা। উপলব্ধি করা।
 (إِنْفَعَالٌ) : ভরি হওয়া, [এখানে-গর্ভবতী হওয়া]।
 (إِفْعَالٌ) : ভরি হওয়া, গর্ভবতী হওয়া। (ك) يُنْعَلُ :
 فِي الْقُرْآنِ : فَلَمَّا أَنْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبُّهَا .
 مَرَأً : (ث. ق. ل) , جِنْس : صَحِيحٌ
 مَرَأً : أَلْعَمَلُ
 بَاقِعَةٌ : (ج) بَاقِعٌ (النَّاءُ لِلْبَاقِعَةِ) : অত্যন্ত ধুরন্ধর।
 (ف) بَقِعًا : চলে যাওয়া।
 مَرَأً : (ب. ق. ع) , جِنْس : صَحِيحٌ
 مَرَأً : دَامِيَةٌ / حَذَرٌ , جِنْدٌ : صَالِحٌ / تَجَرُّ
 عَلَى مَا يُقَالُ : যা বলা হয় সে মতে, জনশ্রুতি মতে।
 ظَمِنَ : সে চলে গেল, পালিয়ে গেল।
 (ف) ظَمِنًا , ظَمِنًا , مَقْعَةً : চলে যাওয়া।
 سِرٌّ : (ج) أَسْرَارٌ : গোপন বিষয়, রহস্য।
 سِرًا : চুপিসারে।
 مَرَأً : حَقًّا

مَرَأً : رِبَانَةٌ .
 زَادَ (ض) زَيْدًا , زَيْدًا (وَعَائِيَّةً) ।
 يোগ্যতা । : صَالِحٌ
 صَالِحٌ (ك) , (ف) , (ن) : مصد : সঠিক হওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : لَمَّا أَنْجَبَانِي صَالِحًا .
 مَرَأً : (ص. ل. ح) , جِنْس : صَحِيحٌ
 مَرَأً : أَهْلِيَّةٌ / صَدَاقَةٌ , جِنْدٌ : فَسَادٌ
 عُثْتُ (وَعَائِيَّةً) : তুমি বেঁচে থাক।
 (ض) عُثْتُ , عُثْتُ , مَعَاثًا : বেঁচে থাকা।
 تُعِثْتُ (مَج) : তোমার মর্যাদা উন্নীত হোক।
 (ف) نَعِثًا (وَعَائِيَّةً) : উচ্চ/ উন্নত করা। ধ্বংস থেকে রক্ষা করা।
 (ن-ض) يَرَأُ : সহ হওয়া।
 - الْوَالِدُ : মাতাপিতার প্রতি সদাচরণ করা।
 فِي الْقُرْآنِ : وَيَرَأُ بِالْوَالِدَيْنِ .
 مَرَأً : (ب. ر. ر) , جِنْس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
 مَرَأً : صَالِحَةٌ
 أَخْبِرْتُ : তিনি জানিয়েছেন।
 (إِفْعَالٌ) إِيخْبَارًا : জানানো। অবহিত করা।
 أُمٌّ (ج) أُمَّهُاتُ , أُمٌّ : মাতা, জননী।
 بَرَّةٌ : এক মহিলার নাম।
 أَسْمٌ : (ج) أَسْمَاءُ , أَسْمَاءُ , أَسْمَاءُ : নাম, বিশেষ্য।
 بَرَّةٌ (ص.ف) : مَزْمُود , مَزْمُود : সতী-সাক্ষী।
 نَكَحْتُ : বিবাহ করেছিলেন।
 (ف.ض) نَكَحًا , نِكَاحًا : বিবাহ করা, সঙ্গম করা।
 (إِفْعَالٌ) إِنْكَاحًا : বিবাহ করানো।
 فِي الْقُرْآنِ : حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ -
 مَرَأً : (ن. ك. ح) , جِنْس : صَحِيحٌ
 مَرَأً : تَزَوَّجَتْ
 عَامٌ : (ج) أَعْوَامٌ : বছর, দিন।
 أَلْفَارَةٌ : (ج) غَارَاتُ : লুণ্ঠতরাজ, [এখানে-যুদ্ধ]।

يَجْمَعُ أَيْضًا عَلَى : أَوْلَادِهِ ، وَوَلَدَيْهِ ، وَوَلَدِهِ

صَدَدٌ : বাধা দিয়েছে, বাধণ করেছে।

ه- عَنْهُ : ফিরিয়ে রাখা।

(ن-ض) صَدَدًا : বিমুখ করা, বিমুখ হওয়া।

صَدَدًا - صُدِرْنَا - الرَّجُلُ عَنْهُ : বিমুখ হওয়া।

(اِنْفَعَال) اِصْدَافًا - ه- عَنْهُ : সরিয়ে দেওয়া। ঘুরিয়ে দেওয়া।

(مُفَاعَلَة) مُصَادَفَةً : হাসিল করা, পাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : سَيَجْرِي الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ آيَاتِنَا .

مَادَهُ : (ص-د-ف) , جَس : صَجِجَ

مِرَادُفٌ : مَنَّعَ

التَّعَرُّفُ (تَفَعُّل) مَصَد : পরিচিত হওয়া।

صَفَرٌ : রিক্ততা, শূন্যতা।

صَفَرٌ , صُفِرَ (س) مَصَد : শূন্য হওয়া।

يَدٌ : (ج) أَيْدٍ , (ج) أَيَادٍ : হাত, ক্ষমতা, সাহায্য।

فَصَلَتْ : আমি ... পৃথক হলাম।

(ن) فُصِّلَ , (اِنْفِعَال) اِنْفِصَالًا - عَنْهُ :

বিচ্ছিন্ন হওয়া, পৃথক হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ .

مَادَهُ : (ف-ص-ل) , جَس : صَجِجَ

مِرَادُفٌ : اِنْعَطَفَتْ / زَلَّتْ

كَبِدٌ , كَبِدٌ : (ج) أَكْبَادٌ , كُبُودٌ : কলিজা, জিগার, হৃদয়।

فِي التَّحْدِيثِ : كَبِدٌ حَرَّتْ .

مَادَهُ : (ك-ب-د) , جَس : صَجِجَ

مَرْصُوعَةٌ (مَف) : বিচূর্ণিত, দলিত, মথিত।

(ن-ض) رَمَا : দলিত করা, চূর্ণ করা।

(اِفْتِعَال) اِرْتِضَاعًا : চূর্ণ হওয়া।

فِي التَّحْدِيثِ : أَنْ يَهُودِيًّا رَضَ رَأْسَ جَارِيَةٍ .

مَادَهُ : (ر-ض-ض) , جَس : مَضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مِرَادُفٌ : مَذْبُوحَةٌ / مَكْسُورٌ

(ج) ذَمُوعٌ , أَدْمَعُ : (و) دَمَعُ : অশ্রু, চোখের পানি।

مَفْصُوعَةٌ (مَف) , (مذ) : প্রবাহিত, বিগলিত।

(ن) نَمَّ : চূর্ণ করা। ভেঙ্গে ফেলা। বিগলিত হওয়া।

(اِنْفِعَال) اِنْفِصَافًا : সরে পড়া, বিক্ষিপ্ত হওয়া।

- اَلْمُذْمُوعُ : অশ্রু প্রবাহিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ .

مَادَهُ : (ف-ض-ض) , جَس : مَضَاعَفٌ ثَلَاثِي

سَائِلٌ / مُتَفَرِّقٌ

مَزِيحٌ : তোমরা [কি] শুনেছ?

(سَمِعَا , سَمِعَتْ : শোনা।

رَبِّي (نَفْسًا وَجَرًا : أَوْلُو رَفْعًا) , (و) ذُو (مِنْ غَيْرِ لَفْظِهِ) :

অধিকারী।

(ج) أَلْبَابٌ , أَلْبٌ , أَلْبٌ : (وَالْآخِرُ فِي السَّيْرِ) , (و) كُب :

মজ্জা, জ্ঞান, বুদ্ধি।

أَوْلُو الْأَلْبَابِ : জ্ঞানী সম্প্রদায়, বুদ্ধিমানগণ।

أَعْجَبَ (اِسْم تَفْعِيل) , (مذ) : অধিক বিস্ময়কর।

أَلْعَجَابُ , أَلْعَجَابٌ : বিস্ময়কর, অধিক বিস্ময়কর, আশ্চর্যজনক।

وَمِنْ ... (الْوَاوُ لِلْقِسْمِ وَمِنْ لِلْمَوْصُولِ) : সেই সত্তার শপথ।

عِنْدَ : (ظَرْفُ زَمَانٍ , ظَرْفُ مَكَانٍ) : সময়, নিকট।

عِلْمٌ : (ج) عُلُومٌ : জ্ঞান, শাস্ত্র।

عِلْمٌ (س) مَصَد : জ্ঞান।

أَلْكِتَابُ : (ج) كُتُبٌ , كُتُبٌ : পত্র, গ্রন্থ।

أَلْكِتَابُ (ن) مَصَد : লেখা।

أَلْكِتَابُ সাধারণত যে কোনো আসমানি কিতাব, [এখানে-

লওহে মাহফুজ]।

বাক্য বিশ্লেষণ

تَرَنَهُ : هَلُمَّ جَرًا :

এ বাক্যটি কোনো বস্তুর ধারাবাহিকতা বুঝাবার জন্য আসে।

أَر مَعْنَى شَكْطِ اِذَا لَزِمَ هَلَهُ -এর অর্থ হবে। আর

هَلَهُ أَهْوَضَ -এর অর্থ হবে سَيَبْرُهُ এবং أَهْوَضَ এর মতে

এটি রূপান্তরিত হয় না।

এখানে هَلَهُ শব্দটি এক অভিমত অনুযায়ী আসে।

যেতে পারে। তার মধ্যে سَيَبْرُهُ ফায়েল। আর جَرًا হলো

এর অর্থ - اِذَا هَلَهُ শব্দটি অথবা اِذَا هَلَهُ শব্দটি

হবে سَيَبْرُهُ অথবা هَلَهُ তার মধ্যকার

হবে هَلَهُ আর هَلَهُ শব্দটি

হবে هَلَهُ আর هَلَهُ শব্দটি

হবে هَلَهُ আর هَلَهُ শব্দটি

হবে هَلَهُ আর هَلَهُ শব্দটি

হবে هَلَهُ আর هَلَهُ শব্দটি

হবে هَلَهُ আর هَلَهُ শব্দটি

হবে هَلَهُ আর هَلَهُ শব্দটি

فَقَالَ : أَتَيْتُوهَا فِي عَجَائِبِ الْإِنْفَاقِ ،
وَحَلِدُوهَا بَطُونِ الْأَوْرَاقِ ، فَمَا سِيرَ مِثْلَهَا
فِي الْأَفْنَانِ ، فَأَحْضَرْنَا الدَّوَاءَ وَأَسَاوَدَهَا ،
وَرَفَقْنَا الْحِكَايَةَ عَلَى مَا سَرَدَهَا ، ثُمَّ
اسْتَبَطْنَاهُ عَنْ مُرَّتَاهُ ، فِي اسْتِضْمَامِ قَتَاهُ ،
فَقَالَ : إِذَا ثَقُلَ رُذْنِي ، خَفَ عَلَى أَنْ أَكْفَلَ
ابْنِي ، فَقُلْنَا : إِنْ كَانَ يَكْفِيكَ نِصَابٌ مِنَ
الْمَالِ ، الْفَنَاهُ لَكَ فِي الْحَالِ .

অনুবাদ : অতঃপর তিনি বললেন, এ ঘটনাটি তোমরা সংঘটিত বিষয়কর ঘটনাবলির মাঝে লিপিবদ্ধ কর এবং কাগজের পৃষ্ঠায় এ ঘটনাটিকে স্থায়ী করে রাখ। কেননা একরূপ ঘটনা দিক-দিগন্তে প্রচারিত হয় নি। অতএব, আমরা দোয়াত ও কলম উপস্থিত করলাম এবং ঘটনাটি তিনি যেভাবে বর্ণনা করেছেন সেভাবে লিখে রাখলাম। অতঃপর আমরা তাঁর ছেলের সাথে মিলিত হওয়ার ব্যাপারে তার অন্তর্নিহিত ইচ্ছা জানতে চাইলাম। উত্তরে তিনি বললেন, যখন আমার জেব ভারি হয়ে যায় তখন আমার ছেলের দায়িত্ব নেওয়া আমার পক্ষে সহজ হবে। আমরা তাকে বললাম, যদি নেসাব পরিমাণ সম্পদ আপনার জন্য যথেষ্ট হয়, তবে আমরা একত্র করে দেই।

শাব্দিক অনুবাদ : فَقَالَ অতঃপর তিনি বললেন أَتَيْتُوهَا এ ঘটনাটি তোমরা লিপিবদ্ধ করে রাখ عَجَائِبِ الْإِنْفَاقِ সংঘটিত বিষয়কর ঘটনাবলির মাঝে وَحَلِدُوهَا এবং এ ঘটনাটিকে স্থায়ী করে রাখ بَطُونِ الْأَوْرَاقِ কাগজের পৃষ্ঠায় فَمَا সির মতেনা কেননা প্রচারিত হয়নি مِثْلَهَا একরূপ ঘটনা فِي الْأَفْنَانِ দিক-দিগন্তে فَأَحْضَرْنَا অতএব, আমরা উপস্থিত করলাম الدَّوَاءَ দোয়াত وَأَسَاوَدَهَا ও কলম وَرَفَقْنَا উপস্থিত করলাম الْحِكَايَةَ ঘটনাটি عَلَى مَا সেরা তিনি বর্ণনা করেছেন اسْتَبَطْنَاهُ عَنْ مُرَّتَاهُ আমরা তার অন্তর্নিহিত ইচ্ছা জানতে চাইলাম فِي اسْتِضْمَامِ মিলিত হওয়ার قَتَاهُ ব্যাপারে ثُمَّ অতঃপর তার ছেলে উত্তরে তিনি বললেন إِذَا ثَقُلَ যখন ভারি হয়ে যায় رُذْنِي আমার জেব সহজ হবে عَلَى أَنْ أَكْفَلَ আমার পক্ষে দায়িত্ব নেওয়া ابْنِي আমার ছেলে فَقُلْنَا আমরা তাকে বললাম يَكْفِيكَ نِصَابٌ যদি আপনার জন্য যথেষ্ট হয় الْمَالِ একটি নিসাব পরিমাণ সম্পদ الْفَنَاهُ একত্র করে দেই الْحَالِ তা এখনই।

শব্দ বিশ্লেষণ

তোমরা লিপিবদ্ধ কর। : أَتَيْتُوهَا
প্রমাণিত করা, দৃঢ় করা। লিপিবদ্ধ করা। : (أَفْعَال) إِنْفَاقًا
সাঁড়ে : (ث. ব. ত), جَنَسٌ صَحِيح
মুদ্রা : أَكْتُوبُهَا
(ج) عَجَائِبُ : (و) عَجِيبَةٌ : বিশ্বয়কর, আশ্চর্যজনক।
(أَفْعَال) الْإِنْفَاقُ : একমত হওয়া, নিকটবর্তী হওয়া, مصد : সংঘটিত হওয়া।
সংঘটিত হওয়া।
সংঘটিত হওয়া বিশ্বয়কর ঘটনাবলি। : عَجَائِبِ الْإِنْفَاقِ
খলদা : خَلِدُوا : তোমরা স্থায়ী করে রাখ।
(تَفْعِيل) تَخْلِيْدًا : স্থায়ী করা।
(ن) خَلِدُوا : দীর্ঘদিন অবস্থান করা, স্থায়ী হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا
সাঁড়ে : (خ. ল. দ), جَنَسٌ صَحِيح

مُرَادٌ : أَوْثَقُوا / أَتَيْتُوهَا : مُنَدٌ : أَزِيلُوا
(ج) بَطُونُ , أَبْنُ , بَطْنَانُ (و) بَطْنَةٌ :
পেট, উদর, অভ্যন্তরীণ অংশ।
فِي الْعَوِيْثِ : لِيَكُلَ ظَهْرَ بَطْنٍ .
مُرَادٌ : جَوْفٌ , مُنَدٌ : ظَهْرٌ
(ج) الْأَوْرَاقُ : (و) رَوَقٌ : (و) رَوَقٌ :
(ج) أَوْرَاقٌ , رَوَاقٌ : (و) رَوَقٌ :
রৌপ্য মুদ্রা, গাছের বা কাগজের পাতা :
(ج) أَوْرَاقٌ , رَوَاقٌ : (و) رَوَقٌ :
রৌপ্য মুদ্রা।
فِي الْقُرْآنِ : وَطَافَا بِخَصْمَانِ مِنْ رُذْنِ الْحَتَمِ .
সাঁড়ে : (و. ر. ذ), جَنَسٌ : رِشَالٌ وَآوِي
مُرَادٌ : صَحِيحٌ
بَطُونِ الْأَوْرَاقِ : (و) بَطْنُ الرُّوَقِ :
কাগজের পৃষ্ঠা।
مَا سِيرَ (مع) : প্রসিদ্ধ হয় নি।
تَفْعِيل) تَسْيِيرًا : প্রচার করা। প্রসিদ্ধ করা।

مُرَادُ : اُسْتَبْرَاحٌ : اُخْتُنِي

মতো, অনুরূপ, সদৃশ, দৃষ্টান্ত। (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

দিক-দিশা, আকাশের কেনারা : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

আমরা উপস্থিত করলাম। (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

উপস্থিত করা। (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

দোয়াত। (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মাদে : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

কালো সাপ, এখানে - কলম। (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মাদে : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মুরাদ : অংশাল : (জ) অংশাল

আমরা লিখলাম, লিখে রাখলাম। (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

নকশা করা। লেখা। সজ্জিত করা। (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মাদে : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মুরাদ : কবিতা : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

গল্প, কাহিনী, ঘটনা। (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

অংশাল : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

যেভাবে বর্ণনা করেছেন। (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

ভালোভাবে বর্ণনা করা। (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

ছিদ্র করা। (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মুরাদ : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মাদে : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মুরাদ : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

আমরা তার অন্তর্নিহিত ইচ্ছা জানতে চাইলাম। (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

অন্তর্নিহিত তথ্য জানতে চাওয়া। (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

চিন্তা-ভাবনা, মনোভাব, ইচ্ছা। (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

চিন্তা-ভাবনা করা। (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মাদে : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মুরাদ : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

কাছে আনতে চাওয়া। মিলিত : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

হতে চাওয়া। (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মিলিত করা। (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

নব যুবক, (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

কিশোর, দানশীল। (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

উকল : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মুরাদ : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

জামার হাতার গোড়ার অংশ, জেব : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

হালকা/সহজ হলো। (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

হালকা হওয়া, সহজ হওয়া। (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

হালকা মনে করা। (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মুরাদ : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মুরাদ : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মুরাদ : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মুরাদ : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মুরাদ : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মুরাদ : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মুরাদ : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মুরাদ : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মুরাদ : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মুরাদ : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মুরাদ : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মুরাদ : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মুরাদ : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মুরাদ : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মুরাদ : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মুরাদ : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মুরাদ : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মুরাদ : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মুরাদ : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মুরাদ : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মুরাদ : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মুরাদ : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মুরাদ : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মুরাদ : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মুরাদ : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মুরাদ : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মুরাদ : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মুরাদ : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মুরাদ : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

মুরাদ : (জ) অংশাল : (জ) অংশাল

فَقَالَ: وَكَيْفَ لَا يُقْنِعُنِي نَصَابٌ، وَهَلْ يَخْتَصِرُ قَدْرَهُ إِلَّا مُصَابٌ؟ قَالَ الرَّاوي: قَالَتَزَمَ كُلُّ مِنَّا قِسْطًا، وَكَتَبَ لَهُ بِهِ قِطًّا، فَتَكَرَّ عِنْدَ ذَلِكَ الصَّنْعِ، وَاسْتَنْفَدَ فِي الثَّنَاءِ الْوُسْعَ، حَتَّى أَتْنَا اسْتَطَلْنَا الْقَوْلَ، وَاسْتَقَلَّلْنَا الطَّوْلَ ثُمَّ إِنَّهُ نَشَرَ مِنْ وَشَى السَّمَرِ، مَا أَزْرَى بِالْحَبَرِ، إِلَى أَنْ أَظَلَّ التَّنْوِيرُ، وَجَسَرَ الصُّبْحُ الْمُنِيرُ.

অনুবাদ : উত্তরে তিনি বললেন, কেনই বা নেসাব পরিমাণ সম্পদ আমাকে পরিভূক্ত করবে না ? এ পরিমাণ সম্পদ উন্মাদ ব্যতীত কেউ কি কম মনে করতে পারে বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই একটি অংশ নিজের দায়িত্বে নিয়ে নিল এবং তজ্জন্য তাঁকে রসিদ দিলে দিল। তাই তিনি সে মুহূর্তে উক্ত অনুহাের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন এবং প্রশংসায় শক্তি ব্যয় করে দিলেন [অর্থীং, সাধ্য মতো প্রশংসা করলেন]। ফলে আমরা (তার) উক্তিকে অধিক মনে করলাম এবং [আমাদের] দানকে কম মনে করলাম। তারপর তিনি এরূপ নানা রকমের গল্প বললেন, যা ইয়েমেনী চাদরের মত করে দিল। এভাবে [দিবসের] আলোর বিকাশ নিকটবর্তী হলো এবং আলোকোজ্জ্বল প্রভাত উদ্ভাসিত হলো।

শাব্দিক অনুবাদ : فَقَالَ উত্তরে তিনি বললেন كَيْفَ কেহিবা آمَامَكَ পরিতৃপ্ত করবে না نَصَابٌ নেসাব পরিমাণ সম্পদ هَلْ يَخْتَفِرُ কেউ কি কম মনে করতে পারে قَدَرُهُ এ পরিমাণ সম্পদকে الْأَمْصَابُ উন্মাদ বাস্তব الرَّأْيُ বর্ণনাকারী বলেন قَالَتُمْ নিজের দায়িত্বে নিয়ে নিল كُلُّ مَنَا আমাদের প্রত্যেকেই فِطْرًا একটি অংশ وَكَبَلَهُمْ তজ্জনা তাকে লিখে দিল رَسِيدٌ রসিদ فَشَكَرَ তাই তিনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন زَيْلِكَ عَنْهُ সুমুহুর্তে الصَّنِيعُ উক্ত অনুগ্রহের জন্য اِسْتَنْفَذَ এবং ব্যয় করে দিলেন النَّيَاءُ فِي প্রশংসায় الشُّكْرِ ফলে اِسْتَطَاعْنَا আমরা অধিক মনে করলাম مِنْ رِغْقِ السَّيْرِ তুমি তাবরণ তিনি বললেন اِنَّهُ نَسَرَ الطَّوْلَ অনুগ্রহকে اِسْتَقْلَلْنَا এবং কম মনে করলাম التَّوْمِيرِ অনুগ্রহকে اِلَى أَنْ এভাবে اَظْلَ নিকটবর্তী হলো النَّوْمِيرِ নানা রকমের গল্প اَزَّوِي مَا যা জ্ঞান করে দিল بِالْمَيْمِ ইয়েমেনী চাদরকে اِلَى أَنْ এভাবে اَظْلَ নিকটবর্তী হলো النَّوْمِيرِ আলোর বিকাশ وَغَشَرَ এবং উদ্ভাসিত হলো الصَّبِيعُ প্রভাব التَّيْمِيرِ আলোকোজ্জ্বল ।

শব্দ বিশ্লেষণ

কিভাবে, কিরূপে, কেনই বা। : كَيْفَ

পরিভূক্ত করবে না : إِنَّمَا :
مُرَادِفٌ : يَكْفِي

ভিস্তি, নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ, যার : **نَصَابُ** : (ج) **نُصَبُ** :
উপর ভিস্তি করে যাকাত ফরজ হয়।

তুচ্ছ/ কম মনে করতে পারে [কি]? : **مَلْ يَخْتَفِرْ**

(اِفْتَعَالَ) اِحْنَقَارًا، (اِسْتَفْعَالَ) اِسْتِحْقَارًا.

(إِفْعَال) إِخْتَارًا (ض) حَقَّرًا - : : ছোট মনে করা। : কৃষ্ণ ভাব।

مَادَّةُ : (ح - ق - ر) ، جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مَرَادِفُ : يَنْتَضِعُ ، ضَدُّ : يَنْتَكِثُ

পরিমাণ, মান-সম্মান : (ج) أَقْدَارُ :

مُرادف : وزن

مُصَابٌ (مف. مذ) : বিপদগ্রস্ত, উন্মাদ, পাগলাটে।

(إِفْعَال) إَصَابَةٌ - الْخُطْبُ فَلَانًا : बिपद आसा ।

- الرَّجُلُ الْأَمْرُ : সঠিকভাবে করা।

- الشُّعْرُ : পাওয়া ।

বদ নজর দেওয়া। হিংসা করা। : بِغْيَبٍ -

- اَللّٰهُمَّ الرَّحْمٰنُ : সঠিক লক্ষ্যভেদ করা।

مَادَّةُ : (ص. ر. ب) ، جِنْسُ : أَجَوِفٌ رَاوِي

مرادف : مجنون

مُرَادٌ : كَانَ

(জ) حَبِيرٌ, حَبْرَاتٌ, (و) حَبْرٌ : নকশি করা ইয়েমেনী চাদর :

أُظِلَّ : নিকটবর্তী হলো :

(إِفْعَال) إِظْلَالٌ : নিকটবর্তী হওয়া : ছায়াচ্ছন্ন হওয়া :

(س) ظَلًا : স্থায়ী হওয়া :

فِي الْقُرْآنِ : وَلَقَدْ أَظَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا .

مَادَّةُ : (ظ - ل - ل), جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادٌ : اقْتَرَبَ

الْتَنَوِيرُ : আলোর বিকাশ :

الْتَنَوِيرُ (تَفْعِيل) مَصَد : الشُّعُ : আলোকিত হওয়া :

- الْمُبْحَا : প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করা :

- الْمُبْحَا : আলো বিকশিত হওয়া :

- لِفْلَانٍ : আলো দেখানো :

فِي الْحَدِيثِ : إِنَّهُ نُورٌ الْفَجْرِ -

مَادَّةُ : (ن - و - ر), جِنْسٌ : أَجَوِفٌ وَأَوَى

مُرَادٌ : الْأَضَاءُ

جَشَرٌ : প্রভাতের আলো উদ্ভাসিত হলো :

(ن) جُشُورًا - الْمُبْحَا : উদ্ভাসিত হওয়া, উদয় হওয়া :

(تَفْعِيل) تَجَشُّورًا - الْإِنَاءُ : খালি করা :

مُرَادٌ : اِسْتَقْلَقَ/ظَلَعَ, حُدَّ : غَرَبَ

الْمُبْحَا : (ج) أَصْبَحَ : প্রভাত, দিবসের শুরুভাগ :

الْمُنِيرُ : (ف, م, ذ) : আলোকোজ্জ্বল, দ্যুতিকর :

(إِفْعَال) إِثَارَةٌ : আলোকিত করা :

مَادَّةُ : (ن - و - ر), جِنْسٌ : أَجَوِفٌ وَأَوَى

مُرَادٌ : الرَّوْنِقُ/الْمُنِيرُ, حُدَّ : الْمَطْلَمُ/الْمُدْلِي

বালাগাত

قَوْلُهُ : إِنَّهُ نَشَرٌ مِنْ وَشَى الْمَسَر :

এখানে [রাহের চমৎকার গল্প] কে দামী সুন্দর

কারুকার্য খচিত চাদরের সাথে নَشَرٌ দেওয়া হয়েছে।

এখানে উল্লিখিত এবং مَشَبٌ মাহযুফ রয়েছে।

অতএব এখানে إِشْعَارَةٌ مَكْنِيَةٌ রয়েছে। আর দামী-চাদরের

জন্য কারুকার্য لَا يَزِمُ তাই وَشَى -এর মধ্যে إِشْعَارَةٌ

مَكْنِيَةٌ রয়েছে। আর এমন চাদর ছড়িয়ে রাখা مَكْنِيَةٌ

অতএব نَشَرٌ -এর মধ্যে تَرْتِيْبُهُ রয়েছে।

فَقَضَيْنَاهَا لَيْلَةً غَابَتْ شَوَائِبُهَا، إِلَى أَنْ
شَابَتْ ذَوَائِبُهَا، وَكَمَّلَ سُعُودُهَا، إِلَى أَنْ
انْفَطَرَ عُودُهَا، وَلَمَّا دَرَّ قَرْنُ الْغَزَالَةِ، طَمَّرَ
طُمُورُ الْغَزَالَةِ، وَقَالَ: انْهَضْ بِنَا لِنَقْبِضَ
الصَّلَاتِ، وَلِنَسْتَنْبِضَ الْإِحَالَاتِ، فَقَدْ
اسْتَطَارَتْ صُدُوعُ كَيْدِي، مِنَ الْحَيْنِ إِلَى
وَلَدِي، فَوَصَلَتْ جَنَاحَهُ، حَتَّى سَنَيْتُ
نَجَاحَهُ.

অনুবাদ : অতএব আমরা সেই রাত্রিকে একরূপ রাত্রি হতে
পরিণত করে কাটলাম, যার জ্বলফিতলো সফেদ হয়ে
যাওয়া পর্যন্ত তার ভয়-ভীতি দূরীভূত হয়ে গেছে এ-
প্রভাবের শুভতা বিকশিত হওয়া পর্যন্ত তার কল্যাণ
পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। অতঃপর যখন সূর্যের আলো
বিকশিত হলো তখন তিনি হরিণীর লাক্ষের মতো লাক্ষি
উঠলেন এবং বললেন, তুমি বখশিশগুলো উসূল করার
জন্য এবং অর্পিত দানগুলো কিছু কিছু করে আদায় করার
জন্য আমাদের সাথে উঠ। কেননা আমার ছেলের প্রতি
উদগ্র স্নেহের কারণে আমার কলিজার টুকরোগুলো
বিকশিত হয়ে গেছে, ফলে আমি তার ডানার সাথে যুক্ত
হলাম [অর্থাৎ, তার সাথে গেলাম] এবং তার সফলতাকে
সহজ করে দিলাম।

শাস্তিক অনুবাদ : অতএব আমরা সেই রাত্রিকে কাটলাম লَيْلَةً একরূপ রাত্রি গَابَتْ দূরীভূত হয়ে গেছে
شَوَائِبُ তার ভয়ভীতি شَابَتْ إِلَى أَنْ সফেদ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ذَوَائِبُ যার জ্বলফিতলো وَكَمَّلَ এবং পরিপূর্ণ হয়ে গেছে
سُعُودُ তার কল্যাণ إِلَى أَنْ পর্যন্ত انْفَطَرَ বিকশিত হওয়া عُودُ প্রভাবের শুভতা لَمَّا دَرَّ অতঃপর যখন উদিত হলো قَرْنُ
الْغَزَالَةِ সূর্যের আলো طَمَّرَ তখন তিনি লাক্ষি উঠলেন الْغَزَالَةِ হরিণীর লাক্ষের মতো وَقَالَ এবং বললেন بِنَا
তুমি আমাদের সাথে উঠ لِنَقْبِضَ উসূল করার জন্য الصَّلَاتِ বখশিশগুলো কিছু কিছু করে আদায় করার জন্য
اسْتَطَارَتْ অর্পিত দানগুলো فَقَدْ বিকশিত হয়ে গেছে صُدُوعُ টুকরোগুলো كَيْدِي আমার কলিজা مِنَ الْحَيْنِ
উদগ্র স্নেহের কারণে إِلَى আমার ছেলের প্রতি فَوَصَلَتْ আমি যুক্ত জَنَاحَهُ তার ডানার সাথে حَتَّى সফলতাকে
নَجَاحَهُ করে দিলাম তার সফলতাকে।

শব্দ বিশ্লেষণ

আমরা পূর্ণ করলাম, কাটলাম। : قَضَيْنَا

সম্পাদন করা। মীমাংসা করা। কাটানো। : (ض) قَضَا

পরিশোধ করা। : الدَّيْنِ -

فِي الْقُرْآنِ : وَطَّي رَيْكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِلَهُهُ.

মাদ্ : (ق. - ض. - ي), جَنَس : نَاقِص يَائِي

مُرَادُ : مُضَيِّنَا.

لَيْلَةً : (ج) لَيْلَاتٍ। রাত্রি, রজনী।

غَابَتْ : দূরীভূত হয়ে গেছে।

(ن) غَيَّبَا، غَيَّبَا، غَيَّبَا : غَيَّبَ : অদৃশ্য হওয়া, দূরীভূত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : يُؤْمِنُونَ بِالْفَيْبِ.

মাদ্ : (غ. - ي. - ب), جَنَس : أَجُوف يَائِي

مُرَادُ : اسْتَمْتَرَتْ، جُنْدَ : ظَهَرَتْ.

(ج) شَوَائِبُ، (و) شَائِبَةٌ : দোষ-ত্রুটি, [এখানে- ভয়-ভীতি]।

إِلَى أَنْ شَابَتْ : সফেদ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত।

(ض) شَيْبًا، شَيْبَةً، مَشْيَبًا : সাদা হওয়া।

مُرَادُ : أَبْضَ.

(ج) ذَوَائِبُ، (و) ذَوَابَةٌ : মাথার অগ্রভাগের চুল, [জ্বলফি]।

مَادَ : (ذ. - - - ب), جَنَس : مَهْمُوز عَيْن

كَمَّلَ : পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।

(ن) كَمَّلَا، كَمَّلَا : পরিপূর্ণ হওয়া।

(النَّعَالَ) أَكْمَلَا : পরিপূর্ণ করা।

فِي الْقُرْآنِ : أَلَيْسَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وَبَيْتَكُمْ.

مَادَّ : (ك-م-ل) , جَنَسَ : صَحِيحٌ

مَرَّادٌ : تَمَّ , ضَدَّ : نَقَصَ

সমুদ্র , সৌভাগ্য : سَعُودٌ

সমুদ্র , সৌভাগ্য : سَعُودٌ (ف) مَصَّ : কল্যাণময় হওয়া।

مَادَّ : (س-ع-د) , جَنَسَ : صَحِيحٌ

مَرَّادٌ : يَمُنُّ , ضَدَّ : نَحَسَ

বিকশিত হওয়া পর্যন্ত : إِلَى أَنْ يَنْفَطِرَ

বিকশিত হওয়া : (انْفِعَال) انْفِطَارًا

(ن) ضَ : فَطَرَ : বিদীর্ণ করা।

فِي الْقُرْآنِ : إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ .

مَادَّ : (ف-ط-ر) , جَنَسَ : صَحِيحٌ

مَرَّادٌ : انْشَقَّ / طَلَعَ

عُودٌ : (ج) عِيدَانٌ , أَعْرَادٌ , أَعْرَدَ : কাঠ, এক প্রকার : কাঠ, এক প্রকার : عُرْد

সুগন্ধি, [এখানে-রূপক অর্থে ভক্ততা]।

لَمَّا ذَرَّ : যখন উদিত হলো।

(ن) ذَرَا , ذُرُورًا - السَّمْسُ : উদিত হওয়া।

- الْعَبَّ فِي الْأَرْضِ : বীজ বপন করা।

- الْأَرْضِ اكْتِسَابًا : উৎপন্ন করা।

مَادَّ : (ذ-ر-ر) , جَنَسَ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مَرَّادٌ : طَلَعَ , ضَدَّ : غَرَبَ

قَرَنٌ : (ج) قُورِنٌ , قَرَّانٌ : সূর্যের প্রথম আলো।

مَادَّ : (ق-ر-ن) , جَنَسَ : صَحِيحٌ

مَرَّادٌ : شُعَاعٌ , ضَدَّ : ظَلَامٌ

الْغَزَالَةُ : নবাবুল, উদয়কালীন সূর্য।

مَادَّ : (غ-ز-ل) , جَنَسَ : صَحِيحٌ

مَرَّادٌ : أَلْشُّسُ

طَمَرَ : লাক্ষিয়ে উঠলেন।

(ن) طَمَرَ , طَمَرًا , طَمَرًا , طَمَرًا : লাক্ষিয়ে উঠা।

(تَفْعِيل) تَطْمَرًا الْبَيْتَ : পর্দা স্থলানো।

طَمَرٌ : লক্ষ, লাক

مَادَّ : (ط-م-ر) , جَنَسَ : صَحِيحٌ

مَرَّادٌ : شُعَاعٌ , ضَدَّ : ظَلَامٌ

الْغَزَالَةُ : হরিণের মাদী বাচ্চা, হরিণী।

مَادَّ : (غ-ز-ل) , جَنَسَ : صَحِيحٌ

مَرَّادٌ : ظَبِيَّةٌ

انْهَضَ : তুমি উঠ, উঠে দাঁড়াও।

(ف) نَهَضًا , نَهَضًا : উঠে দাঁড়ানো।

لِ تَنْفِيضٍ : উসূল করার জন্য, হস্তগত করার জন্য।

(ض) قَبَضًا : উসূল করা, হস্তগত করা, ধরা।

(انْفِعَال) انْفِطَارًا : সংকুচিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَيَقْيِضُونَ أَيْدِيَهُمْ .

مَادَّ : (ق-ب-ض) , جَنَسَ : صَحِيحٌ

مَرَّادٌ : امْسَكَ .

صَلَّاتٌ , (و) صَلَّةٌ : দান, অনুমহ, বখশিশ।

صَلَّةٌ , وَصَلَ (ض) مَصَّ : যুত করা, একত্র করা, অনুমহ করা।

مَادَّ : (و-ص-ل) , جَنَسَ : مِثَالٌ وَآوِي

مَرَّادٌ : اَلْمَطَايَا .

لِ تَنْخِيصٍ : কিছু কিছু করে আদায় করার জন্য।

(انْفِعَال) انْفِطَارًا , (تَفْعِيل) تَنْخِيصًا : কিছু কিছু করে উসূল করা, অল্প অল্প করে সম্মহ করা।

مَادَّ : (ن-ض-ض) , جَنَسَ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

(ج) إِحَالَاتٌ , (و) إِحَالَةٌ : অর্পিত দান।

الْإِحَالَةُ (انْفِعَال) مَصَّ : অন্যের প্রতি সোপর্দ করা।

مَادَّ : (ح-و-ل) , جَنَسَ : أَجَوْنٌ وَآوِي

مَرَّادٌ : الْخِرَالَاتُ .

(قَدْ) اسْتَطَارَتْ : বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে।

(انْفِعَال) اسْتَطَارَةً : বিক্ষিপ্ত হওয়া।

مَرَّادٌ : تَفَرَّقَتْ , ضَدَّ : اجْتَمَعَتْ

(ج) صُلُوعٌ , (و) صَدْعٌ : ফাটল, টুকরা।

مَرَّادٌ : شَقَقَ

কব্দ, কَبَد, كَبَد : (ج) أَكْبَاد, كُبُود : কলিজা, অভ্যন্তরীণ জিনিস।
 الْحَنِينُ : অগ্রহ, উদয় স্নেহ।
 الْحَنِينُ (ض) مَصَد : অগ্রহী হওয়া।
 مَادَهُ : (ج-ن-ن) , جِنْس : مُضَاعَف ثُلَاثِي
 مُرَادٌ : الْأَشْتَبَا
 وَلَدٌ : لِلذَّكُورِ الْأُنثَى وَلِلوَاوِدِ وَالْكَثِيرِ
 وَجُمِعَ أَيْضًا عَلَى : أَوْلَادٍ, رُلْدَةٍ, وَإِلْدَقٍ, وَوُلْدٍ : সম্ভান।
 وَصَلَتْ : আমি জড়িত হলাম, যুক্ত হলাম।
 (ض) وَصَلًا, صَلَةً وَوَصُولًا : পৌছা।
 مَادَهُ : (و-ص-ل) , جِنْس : مِمَالٍ وَأَوَى
 مُرَادٌ : اِعْتَلَقْتُ/اِنْتَهَيْتُ
 جَنَاحٌ : (ج) أَجْنَع, أَجْنَعَةٌ : পাখির ডানা। মানুষের হাত, বাহ ও পার্শ্ব।
 فِي الْقُرْآنِ : وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ -
 مَادَهُ : (ج-ن-ح) , جِنْس : صَحِيح
 مُرَادٌ : يَدٌ/جَنَبٌ
 سَنَيْتُ : আমি সহজ করে দিলাম।
 (تَفْعِيل) تَسْنِيَةٌ : সহজ করা, আলোকিত করা।
 (ن) سَنَاءٌ : বিদ্যা চমকানো।

فِي الْقُرْآنِ : يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ -
 (س-ن-و) , جِنْس : نَاقِصٌ وَأَوَى
 مُرَادٌ : سَهْلٌ
 جَنَاحٌ تَجَعٌ : সফলতা।
 جَنَاحٌ , تَجَعٌ (ف) مَصَد : সফল হওয়া।
 مُرَادٌ : الْظَفَرُ

বালাগাত

قَوْلُهُ : شَابَتْ ذَوَانِبُهَا :

এই বাক্যের মধ্যে বাজিকে একটি সুন্দর রমণীর সাথে
 উল্লিখিত দেওয়া হয়েছে। এখানে مُشَبَّه উল্লিখিত এবং
 اِسْتِعَارَةٌ মাহযুফ রয়েছে। অতএব এখানে
 لَا يَزِمُ مَكْنِيَةٌ হয়েছে। আর সুন্দরী মহিলার জন্য জুলফি
 অতএব اِسْتِعَارَةٌ تَغْيِيلِيَّةٌ -এর মধ্যে ذَوَانِبُ -এর
 قَوْلُهُ : فَوَصَلَتْ جَنَاحَهُ :

এখানে تَشْبِيهِ কে পাখির সাথে দেওয়া হয়েছে।
 তাই مُشَبَّه উল্লিখিত এবং مাহযুফ রয়েছে।
 অতএব এখানে اِسْتِعَارَةٌ مَكْنِيَّةٌ হয়েছে। পাখির জন্য
 ডানা لَا يَزِمُ তাই جَنَاحَهُ -এর মধ্যে
 হয়েছে।

فَحِينَ أَحْرَزَ الْعَيْنَ فِي صُرَّتِهِ، بَرَقَتْ
أَسَارِيرُ مَسْرَّتِهِ، وَقَالَ لِي: جُزَيْتَ خَيْرًا عَنْ
خُطَا قَدَمَيْكَ، وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَيْكَ،
فَقُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أَتَيْعَكَ لِأَشَاهِدَ وَلَدَكَ
النَّجِيبَ، وَأَنَافِقُهُ لِيَكُنِي يُجِيبُ، فَنَظَرَ إِلَيَّ
نَظْرَةَ الْخَادِعِ إِلَى الْمَخْدُوعِ، وَضَحِكَ حَتَّى
تَغَرَّغَتْ مَقْلَتَاهُ بِالذُّمُوعِ. ثُمَّ أُنْشَدَ:

অনুবাদ : অতঃপর যখন তিনি তাঁর থলিতে স্বর্ণমুদ্রা সংরক্ষণ করলেন তখন তার আনন্দের রেখাগুলো চমকিয়ে উঠল এবং তিনি আমাকে বললেন, তোমার দুই কদমের পদবিক্ষেপের পরিবর্তে তোমাকে উত্তম দান দেওয়া হোক এবং আল্লাহ তা'আলা আমার পক্ষ থেকে তোমার তত্ত্বাবধায়ক থাকুন। তখন আমি বললাম, আমি আপনার সম্ভ্রান্ত ছেলেটিকে দেখার জন্য এবং তার সাথে একান্তে কথা বলার জন্য আপনার সাথে যেতে ইচ্ছা করছি। যাতে সে [আমার কথাবার্তার] উত্তর দেয়। অতঃপর তিনি আমার দিকে প্রতারিতের প্রতি প্রতারকের তাকাবার মতো তাকালেন এবং হেসে দিলেন। ফলে তার দুই চোখ অশ্রুতে ভরে উঠল। অতঃপর তিনি আবৃত্তি করলেন :

শাব্দিক অনুবাদ : ফَحِينَ অতঃপর যখন أَحْرَزَ তিনি সংরক্ষণ করলেন الْعَيْنَ স্বর্ণমুদ্রা فِي صُرَّتِهِ তাঁর থলিতে তখন চমকিয়ে উঠল أَسَارِيرُ مَسْرَّتِهِ তার আনন্দের রেখাগুলো এবং তিনি আমাকে বললেন جُزَيْتَ তোমাকে দেওয়া হোক خَيْرًا উত্তম দান عَنْ পরিবর্তে خُطَا পদবিক্ষেপ عَلَيْكَ তোমার প্রতি فَقُلْتُ তখন আমি বললাম أُرِيدُ আমি ইচ্ছা করছি أَنْ أَتَيْعَكَ আপনার সাথে যেতে وَأَنَافِقُهُ দেখার জন্য وَلَدَكَ আপনার ছেলেটিকে النَّجِيبَ সম্ভ্রান্ত এবং তার সাথে একান্তে কথা বলার জন্য فَنَظَرَ إِلَيَّ যাতে সে উত্তর দেয় نَظْرَةَ অতঃপর তিনি তাকালেন إِلَى আমার দিকে তাকাবার মতো الْمَخْدُوعِ প্রতারিত حَتَّى প্রতি وَضَحِكَ এবং হেসে দিলেন تَغَرَّغَتْ তার দুই চোখ بِالذُّمُوعِ অশ্রুতে ثُمَّ أَنُشَدَ অতঃপর তিনি আবৃত্তি করলেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

সময়, যখন। جَيْنَ : (ج) أَحْبَابَ, (ج) أَحَابِيْنُ :
সংরক্ষণ করলেন। أَحْرَزَ :
সংরক্ষণ করা, অর্জন করা। (ن) حُرَزًا :
মাদে : (ح-র-ز), جنس : صَحِيح
مُرَادُ : سَهْلُ
الْعَيْنُ : (ج) أَعْيُنَ, عَيْنٌ :
স্বর্ণমুদ্রা, নগদ অর্থ। (ع-ي-ن), جنس : أَجَوُّ يَأْنِي
مُرَادُ : الْبَيْتَارُ
صُرَّةٌ : (ج) صُرَرٌ :
থলি, ঝুলি।
চমকিয়ে উঠল। بَرَقَتْ :
(ن) بَرَقًا, بَرَقَاتًا, بَرَقَاتًا :
চমকানো।
(تَفْعِيل) تَبَرَّقَتْ :
সজ্জিত করা।

বিস্ফারিত নেমে তাকানো। - عَيْنِي وَعَيْنِي :
فِي الْحَدِيثِ : تَبَرَّقَ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ
مَادَةٌ : (ب-ر-ق), جنس : صَحِيح
مُرَادُ : الْمَعْنَى سَهْلُ
হস্ত বা কপালের রেখা। (و) مِرْجَ (أ) أَسَارِيرُ :
فِي الْحَدِيثِ : خَرَجَ تَبَرَّقَ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ -
صُورَةٌ : (ج) مَسْرَاتٌ :
আনন্দ
সুরে, সুরদ (ن) مَسْرَد :
তোমাকে বিনিময় দেওয়া হোক। (مَع) دُعَائِيَّةٌ :
(ض) جَزَاءٌ :
বিনিময় দেওয়া।
খির : (لَمْ تَفْعَلْ, مَذ) :
(ض) خَيْرًا :
উৎকৃষ্ট হওয়া।

কল্যাণ করা : **اللَّهُ لَكَ فِي الْأَمْرِ** -
 প্রাধান্য দেওয়া : **خَيْرًا - الثَّقَى عَلَى غَيْرِهِ** -
 নির্বাচন করা। মনোনয়ন দেওয়া : **خَيْرٌ** :
 উত্তম ব্যক্তি বা বস্তু : **خَيْرٌ** : (জ) **أَخْيَارٌ خَيْرًا** :
 সম্পদ, কল্যাণ : **خَيْرٌ** : (জ) **خَيْرٌ** :
 পরিবর্তে, বদলে : **عَنْ (بِمَعْنَى الْعَوَضِ)** :
 হাটার সময়কার দুই পায়ের : **حُطَيٍّ، حُطَوَاتٍ، (و) حُطْرَةٍ** :
 মধ্যবর্তী ব্যবধান : **[এখানে- পদবিক্ষেপ উদ্দেশ্য]** :
قَدَمٌ : (জ) **أَقْدَامٌ، قُدَامٌ** :
 পদ, চরণ : **قَدَمٌ** : (জ) **خَلِيفَةٌ** :
 তত্ত্বাবধায়ক, প্রতিনিধি : **خَلِيفَةٌ** : (জ) **خَلِيفَةُ** :
فِي الْقُرْآنِ : إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً :
مَادَهُ : (খ-ল-ফ) , **جَنَسٌ** : **صَحِيعٌ** :
مُرَادٌ : مَرَأٍ/مُشْرِكٌ :
عَلَيْكَ : তোমার উপর, তোমার : **أُرِيدُ (إِفْعَال) إِرَادَةً** :
 আমি ইচ্ছা করছি : **أَنْ أَتَيْعَ** :
 [আপনার সাথে] যাব, আপনার পেছনে পেছনে যাব :
إِتِّبَاعًا (س) تَبَعَ :
 সাথে চলা, অনুগত হওয়া : **فِي الْقُرْآنِ : إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً** :
مَادَهُ : (ত-ব-প-জ) , **جَنَسٌ** : **صَحِيعٌ** :
مُرَادٌ : أَتَلُو :
أَشَاهِدُ : আমার দেখার জন্য : **مُعَاوَنَةً** :
 দেখা। প্রত্যক্ষ করা : **(س) شَهِدَ** :
 সাক্ষ্য দেওয়া, উপস্থিত হওয়া : **فِي الْقُرْآنِ : وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا** -
مَادَهُ : (শ-হ-দ) , **جَنَسٌ** : **صَحِيعٌ** :
مُرَادٌ : أَنْظِرَ :
رَدَّدَ : (জ) **أَوَّلًا، وَلَدَةً، وَلَدٌ** :
 সন্তান : **(وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنثَى وَالْمُنْثَى وَالْجَمْعِ)** :
النَّجِيبُ (ف) مَدَّ : (জ) **أَنْجَبَ، نَجَبًا، نَجَبٌ** :
 সন্তান : **(ك) نَجَابَةٌ** :
 সন্তান হওয়া : **فِي الْحَدِيثِ : إِنَّ كُلَّ نَبِيٍّ أُعْطِيَ سَبْعَةَ نَجَبًا وَرَبَاءَ** -
مَادَهُ : (ন-জ-ব) , **جَنَسٌ** : **صَحِيعٌ** :
مُرَادٌ : أَنْكَرَنِي/الْعَوِيبُ :
لَأَنَافِثُ : তার সাথে একান্তে আলাপ করার জন্য :

مُعَاوَنَةً مُنَافِقَةً : একান্তে-আলাপ করা :
نُفْثًا، نَفْثَانًا، النَّصَاقَ :
 পুথু ফেলা : **فِي الْقُرْآنِ : وَفِي شَرِّ النَّفَثَاتِ فِي الْمَقْدَرِ** :
مُرَادٌ : أَنْجَبَ :
 যাতে সে উত্তর দেয় : **يُنَجِّبُ** :
 উত্তর দেওয়া : **فِي الْقُرْآنِ : أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا** :
مَادَهُ : (জ-ব-প) , **جَنَسٌ** : **أَجَوَفٌ وَأَوَى** :
مُرَادٌ : يَلْجَأُ :
نَظَرَ : তিনি তাকালেন :
(س) نَظَرًا، مَنَظَرًا، نَظَرَانًا :
 তাকানো : একবার তাকানো : **نَظْرَةً (اسْمُ مَوْءٍ مِنْ نَظَرٍ) مَدَّ** :
الْخَادِعَ (ف) مَدَّ :
 প্রতারণা, তথাক : **الْمُخْدَوِعَ (مف) مَدَّ** :
 প্রতারিত, প্রবঞ্চিত : **(ن) خَدَعَا** :
 ধোকা দেওয়া : **ضَحِكَ** :
 তিনি হাসলেন, হেসে দিলেন : **(س) ضَحِكَ، ضِحْكًا** :
 হাসা : **(ف) ضَحِكَ** :
 হাসানো : **فِي الْقُرْآنِ : وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَى** :
مَادَهُ : (ض-ح-ك) , **جَنَسٌ** : **صَحِيعٌ** :
مُرَادٌ : قَهَقَهُ :
تَفَرَّغَتْ : ছাপিয়ে উঠল, ভরে উঠল :
(تَفَرَّغَتْ) تَفَرَّغَتْ :
 অশ্রুতে ভরে উঠা, অশ্রুপূর্ণ হওয়া : **(تَفَرَّغَتْ) تَفَرَّغَتْ** :
 গড়গড়া করা : **مَادَهُ** : (غ-ر-ع-ر) , **جَنَسٌ** : **مُضَاعَفٌ رِبَاعِي** :
مُرَادٌ : رِبَاعِيَّةٌ :
مُقَلَّةٌ : (জ) **مَقَلَّ** :
 চোখ, চোখের ডিম্ব : **مَادَهُ** : (م-ق-ل) , **جَنَسٌ** : **صَحِيعٌ** :
مُرَادٌ : عَيْنٌ :
(ج) دُمُوعٌ، دُمُوعٌ :
 অশ্রু, চোখের পানি : **أَشَدَّ** :
 তিনি আবৃত্তি করলেন : **(ف) أَشَدَّ** :
 আবৃত্তি করা : **أَشَدَّ** :

يَا مَنْ تَطَنَّى السَّرَابَ مَا
لَمَّا رَوَيْتَ الَّذِي رَوَيْتُ
مَا خَلْتُ أَنْ يَسْتَسِيرَ مَكْرِي
وَأَنْ يُخِيلَ الَّذِي عَنَيْتُ
وَاللَّهُ مَا بَرَّةَ يَعْرِسِي
وَلَا لِي ابْنٌ بِهِ أَكْتَنَيْتُ
وَأَنَا لِي فُنُونٌ يَسْخَرُ
أَبْدَعْتُ فِيهَا وَمَا أَقْتَدَيْتُ

অনুবাদ : হে ঐ ব্যক্তি, যে মরিচিকাকে পানি মনে করেছে! যখন আমি আমার বর্ণিত বিষয় বর্ণনা করেছি, তখন আমি ধারণা করিনি যে, আমার দূরভিসন্ধি লুকায়িত থাকবে এবং আমি যা ইচ্ছা করেছি তা অস্পষ্ট থাকবে। আত্মাহর কসম! বাররা আমার স্ত্রী নয় এবং আমার এমন কোনো ছেলে নেই, যার নামে আমি উপনাম গ্রহণ করেছি। আসলে আমার কাছে যাদুর কতগুলো শাখা রয়েছে, যা আমি আবিষ্কার করেছি এবং আমি [এতে] কারও অনুসরণ করি নি।

শাস্তিক অনুবাদ : হে ঐ ব্যক্তি, যে টপটপ মনে করেছে সেরাপ মরিচিকাকে পানি লম্বা রোয়িত যখন আমি বর্ণনা করেছি রোয়িত আমার বর্ণিত বিষয় মাজত তখন আমি ধারণা করিনি যে লুকায়িত থাকবে মকরি আমার দূরভিসন্ধি এবং তা অস্পষ্ট থাকবে এনইট যা আমি ইচ্ছা করেছি আল্লো আত্মাহর কসম বাররা নয় ঈসা আমার স্ত্রী এবং আমার নেই ইবন এমন কোনো ছেলে যে যার নামে অকনইট আমি উপনাম গ্রহণ করেছি ওমা অকনইট আমি আবদুত ফুনুন যাদু আবদুত ফিনহা এতে অকনইট এবং আমি কারও অনুসরণ করিনি।

শব্দ বিশ্লেষণ

হে ঐ ব্যক্তি : (يَا مَنْ حَرَفَ النَّيَا وَمَنْ لِلْمَوْصُولِ) :
মনে করেছে, ধারণা করেছে : (تَطَنَّى :
(أَصْلُهُ تَطَنَّى أَبُولْتُ أَحَدَى الثَّوْنَيْنِ يَا)
মনে করা। ধারণা করা, (ن) : (تَفَعَّلَ تَطَنَّى, (ن) : (تَفَعَّلَ :
فِي الْقُرْآنِ : وَكَانَ دَاوُدُ إِنَّمَا فَتَنَاءَ فَتَنًا -
مَادَهُ : (ظ - ن - ن), : (جَسَّ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
مُرَافِقٌ : حَسِبَ
السَّرَابُ : المَرِيحَا, প্রভারণা।
فِي الْقُرْآنِ : وَسَيَرَتِ الرِّجَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا -
مَادَهُ : (س - ر - ب), : (جَسَّ : صَحِيحٌ
مَا : (ج) : (مَادَهُ, : (أَمْرًا :
[যখন] আমি বর্ণনা করেছি : (لَمَّا رَوَيْتُ :
যা আমি বর্ণনা করেছি, আমার বর্ণিত বিষয় : (الَّذِي رَوَيْتُ :

বর্ণনা করা : (وَأَيَّةُ :
مَا خَلْتُ (س) : (جَلَّ, : (خَالَ :
يَسْتَسِيرُ : গোপন থাকবে, লুকায়িত থাকবে :
(إِنْتِفَاعًا) : (إِنْتِسَارًا :
مَكْرٌ : ষড়যন্ত্র, দূরভিসন্ধি।
مَكْرٌ (ن) : (مَد :
فِي الْقُرْآنِ : وَمَكْرُوا وَمَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرَ الْمَاكِرِينَ -
مَادَهُ : (م - ক - র), : (جَسَّ : صَحِيحٌ
مُرَافِقٌ : يَتَنَبَّه, : (يَنْد : يَنْظُرُ
يُخِيلُ : অস্পষ্ট থাকবে :
(إِفْعَالًا) : (إِخَالَةً - الشَّيْءُ عَلَيْهِ :
(تَفَعَّلَ) : (تَعَيَّلًا :
মনে হওয়া, ধারণা হওয়া : (لَمَّا رَوَيْتُ :
فِي الْقُرْآنِ : يُعْجِلُ الْبَيِّنَ -

مَادَّة : (خ. ی. ل) , جِنْس : اَجْوَفَ بَانِي
مُرَادُف : خَدِيعَةٌ .

الَّذِي عَنَبْتُ : আমি যা ইচ্ছা করেছি ।

(ض) عَنَبًا , عِنَايَةً : ইচ্ছা করা ।

مَادَّة : (ع. ن. ی) , جِنْس : نَاقِصَ بَانِي
مُرَادُف : قَصَدْتُ

وَاللَّهِ (الْوَاوُ لِلنَّفْسِ وَاسْمُ الْجَلَالَةِ مُقْسَمٌ بِهِ) :

আল্লাহর কসম ।

بَرَّة : এক মহিলার নাম ।

عَرَسٌ (ج) أَعْرَاسٌ : স্ত্রী, বধূ ।

عَرَسُ الْمَرْأَةِ : স্বামী, বর ।

مَادَّة : (ع. ر. س) , جِنْس : صَحِيع

مُرَادُف : زَوْجَةٌ

إِبْنٌ : (ج) بَنُونَ , أَبْنَاءُ : ছেলে, পুত্র ।

وَلَا لِي إِبْنٌ : এবং আমার কোনো ছেলে নেই ।

عَنَبْتُ : আমি উপনাম গ্রহণ করেছি ।

عَنَبْتُ لِمَا أَهْتَأْتُ بِهِ : উপনাম গ্রহণ বা ধারণ করা ।

مُرَادُف : تَسَمَّيْتُ

(ج) فَنُونَ , أَفَنَانٌ , (ج) أَفَانِينَ , (و) فَنٌ : বিষয়, শাখা, প্রকার ।

قَالَ الشَّاعِرُ : الْجُنُونَ فَنُونَ .

مَادَّة : (ف. ن. ن) , جِنْس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

سِحْرٌ : (ج) أَسْحَارٌ , سُحُورٌ : যাদু, ধোকা, কৌশল ।

أَبْدَعْتُ : আমি আবিষ্কার করেছি ।

(إِفْعَال) إِبْدَاعًا : আবিষ্কার করা ।

مَا أُنْتَدَيْتُ : আমি কারও অনুসরণ করি নি ।

(إِفْعَال) إِقْتِدَاءً : অনুসরণ করা ।

مَادَّة : (ق. د. و) , جِنْس : نَاقِصٌ وَآوِي

مُرَادُف : رَاتِبَعْتُ

لَمْ يَحْكُهَا الْأَصْمَعِيُّ فِيمَا
حَكَى وَلَا حَاكَهَا الْكُتَيْبُ
تَخَذْتُهَا وَصَلَةً إِلَى مَا
تَخَيَّنِيهِ كَفَيْتُ مَتَى اشْتَهَيْتُ
وَلَوْ تَعَافَيْتُهَا لَحَالَتْ
حَالِي وَلَمْ أَحْوِ مَا حَوَيْتُ
فَمَهْدِ الْعُذْرَ أَوْ فَسَامِغِ
إِنْ كُنْتُ أَجْرَمْتُ أَوْ جَنَيْتُ
ثُمَّ إِنَّهُ وَدَّعَنِي وَمَضَى ، وَأَوْدَعَ قَلْبِي جَمْرَ
الْفُضَا .

অনুবাদ : আসমায়ী^১ তার বর্ণিত বিষয়াবলিতে এসব বিষয় বর্ণনা করেন নি এবং কবি কুমাইত^২ ও এসব বিষয় বয়ন করেন নি। আমার হাত যা উপার্জন করে তজ্জন্য আমি যখন আশ্রয় করেছি, তখন সেগুলোকে অসিলা স্বরূপ গ্রহণ করেছি। আর আমি যদি সেগুলো ছেড়ে দেই তবে আমার অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং আমি যা সঞ্চয় করি তা সঞ্চয় করতে পারব না। অতএব তুমি আমার ওজর গ্রহণ কর অথবা উদার দৃষ্টিতে দেখ, যদি আমি অন্যায় করে থাকি অথবা অপরাধ করে থাকি।"

অতঃপর সে আমাকে বিদায় জানিয়ে চলে গেল এবং আমার অন্তরে ঝাউ বৃক্ষের অঙ্গার রেখে গেল।

শাখিক অনুবাদ : বর্ণনা করেননি এসব বিষয় আসমায়ী তার বর্ণিত বিষয়াবলিতে وَلَا فِيمَا حَكَى الْأَصْمَعِيُّ এসব বিষয় বয়ন করেননি الْكُتَيْبُ কবি কুমাইত সেগুলোকে আমি গ্রহণ করেছি وَصَلَةً অসিলা স্বরূপ তَخَيَّنِيهِ কَفَيْتُ আমার হাত مَتَى যখন আমি আশ্রয় করেছি وَتَعَافَيْتُهَا লَحَالَتْ আমি যদি সেগুলো ছেড়ে দেই وَلَوْ তবু পরিবর্তিত হয়ে যাবে حَالِي আমার অবস্থা এবং সঞ্চয় করতে পারব না مَا حَوَيْتُ যা আমি সঞ্চয় করি فَمَهْدِ অতএব তুমি গ্রহণ কর الْعُذْرَ ওজর অথবা উদার দৃষ্টিতে দেখ إِنْ كُنْتُ أَجْرَمْتُ যদি আমি অন্যায় করে থাকি أَوْ جَنَيْتُ অথবা অপরাধ করে থাকি ثُمَّ অতঃপর সে আমাকে বিদায় জানাল وَأَوْدَعَ এবং চলে গেল قَلْبِي আমার অন্তর جَمْرَ অঙ্গার ঝাউ বৃক্ষ।

শব্দ বিশ্লেষণ

বর্ণনা করেন নি। : لَمْ يَحْكُهَا	বর্ণনা করা : (ض) حَكَى
বর্ণনা করা : (ض) حَكَى	বয়ন করেন নি, বুনেন নি। : لَا حَاكَ
এক বিখ্যাত আরবি ভাষাবিদ পণ্ডিত। : الْأَصْمَعِيُّ	বয়ন করা [রূপক অর্থে-কাব্য রচনা করা]। : حَكَى , حَيَّا , حَيَّاكَ
[যা] সে বর্ণনা করেছে, তার বর্ণিত বিষয়। : مَا حَكَى	

১. আসমায়ী : আরবি ভাষার একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত, অভিধানবিদ, কাব্য বিশারদ ও ভূগোলবিদ। তাঁর নাম ও বংশ পরিক্রমা এরূপ : আব্দুল মালিক ইবনে কুরায়ব ইবনে আদী ইবনে আসমা' আল-বাহিলী। উপনাম : আবু সাঈদ। তিনি ১২২ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর গ্রন্থিতামহের নামানুসারে তাঁকে আল-আসমায়ী বলা হয়। তিনি ২১৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।
২. কুমাইত : কুমাইত নামে আরবি ভাষার তিনজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। তিনজনই ছিলেন বনু হা'শাবা বংশোদ্ভূত। ১. কুমাইত ইবনে হা'শাবা, ২. কুমাইত ইবনে মা'রুফ, ৩. কুমাইত ইবনে যায়দ। এখানে কুমাইত দ্বারা কুমাইত ইবনে যায়দ উদ্দেশ্য। তিনি ৬০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন শী'আ মতাবলম্বী। এবং কবি, বাগ্মী, ফিকহবিদ, বীরযোদ্ধা, দানশীল ও ভীরাশ্রম। তিনি ১২৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর একটি কাব্যসমগ্র রয়েছে।

مَادَّةُ : (ح - و - ك) ، جِنْسٌ : أَجَوَفٌ وَادِي
مِرَادُونَ : كَسَجٌ / أَنْشَأَ / أَنْشَدَ
الْكَمِيَّتُ : আরবি ভাষার একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত ও কবি ।

تَخَذْتُ : আমি গ্রহণ করেছি ।
(س) تَخَذُوا عَلَى وَفَاءِ أَصْلِيَّةٍ : গ্রহণ করা ।

مَادَّةُ : (أ - ب - ج - د) ، جِنْسٌ : صَحِيحٌ
مِرَادُونَ : أَخَذْتُ ، ضَدٌّ : تَرَكْتُ
وَصَلَةُ : (ج) وَصَلَ : সম্পর্ক, অসিলা ।
وَصَلَةُ (ض) مَصَدٌ : পৌছা

مَادَّةُ : (و - ص - ل) ، جِنْسٌ : مِثَالٌ وَادِي
مِرَادُونَ : وَبَيْلَةٌ ، ضَدٌّ : مَقْصُودَةٌ .

مَا تَجَنَّبُ : যা ফল চয়ন করে, [এখানে- উপার্জন করে] ।

(ض) جَنَّبًا ، جَنَى : ফল চয়ন করা ।

مِرَادُونَ : تَكْبِيْبٌ
كَفٌّ : (ج) أَكْفٌ ، كَفَرُوْهُ ، كَفٌّ ، أَكْفَأُ : হস্ততালু, হাত ।

مَتَى اسْتَهَيْتُ : যখন আমি ইচ্ছা করি, আগ্রহ করি ।

(إِفْتِعَال) اسْتَهَيْتُ : আগ্রহ করা ।

مِرَادُونَ : قَصَدْتُ

لَوْ تَعَايَيْتُ : যদি আমি ছেড়ে দেই ।

(تَفَاعُل) تَعَايَيْتُ : পরিদ্রাণ/ শাস্তি/ নিরাপত্তা লাভ করা ।

ছেড়ে দেওয়া ।

(ن) عَفَرًا : ক্ষমা করা ।

فِي الْقُرْآنِ : فَاعَفُوا وَاصْفَحُوا .

مَادَّةُ : (ع - ف - و) ، جِنْسٌ : نَاقِصٌ وَادِي

مِرَادُونَ : تَرَكْتُ

حَالَتُ : পরিবর্তিত হলো [হয়ে যাবে] ।

(ن) حَوَّلًا ، حَوَّلًا : পরিবর্তিত হওয়া ।

مِرَادُونَ : تَغَيَّرْتُ

حَالٌ : (ج) أَحْوَالٌ ، أَحْوَالٌ : অবস্থা, আকৃতি ।

(لَمْ) أَحْوَلْ (ض) حَوَّلًا : সঙ্গর্য করি নি, [করতে পারব না] ।

مِرَادُونَ : كَلَّمَ أَفْرَقَ

مَا حَوَّيْتُ : যা আমি সঙ্গর্য করেছি [করি] ।

سَمِعْتُ حَوَّيَةً : সঙ্গর্য করা ।

(وَجَزَر) عَزَّجَ : ওজর গ্রহণ কর ।

وَجَزَرُ عَزَّجَ : ওজর পেশ করা ।

(إِنْفِعَال) تَهَيَّأَ - الْعُدْرُ : বিছানা বিছানো ।

(إِن) تَهَيَّأَ : বিছানা বিছানো ।

فِي الْقُرْآنِ : كَيْفَ تَكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا .

الْعُدْرُ : (ج) أَعْدَارُ : অপারগতা, ওজর, অজুহাত ।

الْعُدْرُ (ض) مَصَدٌ : অভিযোগ থেকে মুক্তি দেওয়া । ওজর গ্রহণ করা । অপরাধ বেশি হওয়া ।

مِرَادُونَ : مَعُودَةٌ

سَمِعْتُ : নম্র ব্যবহার কর, উদার দৃষ্টিতে দেখ ।

(مُفَاعَلَة) سَمِعْتُ : নম্র ব্যবহার করা । উদার দৃষ্টিতে দেখা ।

مِرَادُونَ : أَعَفْتُ

إِنْ كُنْتُ أَجْرَمْتُ : যদি আমি অন্যায় করে থাকি ।

أَجْرَمْتُ : আমি অন্যায় করলাম ।

(إِفْعَال) أَجْرَمًا : অন্যায় করা ।

(ض) جَرَمًا ، (إِفْعَال) إِجْرَمًا - رَأَيْتُ وَعَلَيْهِ :

উপার্জন করা, গুনাহ করা, অপরাধ করা ।

مَادَّةُ : (ج - و - م) ، جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مِرَادُونَ : أَعَفْتُ

إِنْ كُنْتُ جَنَيْتُ : যদি আমি অপরাধ করে থাকি ।

جَنَيْتُ : অপরাধ করলাম, গুনাহ করলাম ।

(ض) جَنَايَةً : গুনাহ করা, অপরাধ করা ।

مَادَّةُ : (ج - ن - ي) ، جِنْسٌ : نَاقِصٌ يَلَائِي

مِرَادُونَ : أَجْرَمْتُ

وَدَعَ : বিদায় করল, বিদায় জানাল ।

(إِنْفِعَال) تَوَدَّعًا : বিদায় দেওয়া ।

مَضَى : অতিবাহিত হলো, চলে গেল ।

(ن) ض. مَضِيًّا ، مَضَرًا : অতিবাহিত হওয়া, চলা ।

(أَفْعَال) إِمْضَاءٌ : কার্যকর করা। অতিবাহিত করা।

مَادَهُ : (ম. - ض. - ي) رَجَسَ : নাকিস বানী

مُرَادِفٌ : مُرَّ / ذَهَبَ

তুমি ইহা ড়েইনি ওমূয়ী : অতঃপর সে আমাকে বিদায় জানিয়ে

চলে গেল।

أَوْدَعَ : আমানত রাখল, - রেখে গেল।

(أَفْعَال) إِيْدَاعًا : আমানত রাখা।

قَلْبٌ : (ج) قُلُوبٌ : অন্তর, হৃদয়।

جَمْرٌ, جَمْرَةٌ : জ্বলন্ত অঙ্গার।

(ج) جَمْرٌ, جَمَارٌ, جَمَرَاتٌ (و) جَمْرَةٌ : ছোট পাথরের

টুকরা, কঙ্কর।

(ج) أَلْفَضًا, (و) غَضًا : ঝাউ বৃক্ষ, যার খড়ি অত্যন্ত শক্ত হয়।

قَالَ الشَّاعِرُ : نَسَقَى الْفَضَا وَالسَّكِينِيَةَ وَإِنْ هُمْ

شَبَّوْهُ بَيْنَ جَوَانِحٍ وَضُلُوعٍ

مَادَهُ : (غ. - ض. - ي) رَجَسَ : নাকিস বানী

مُرَادِفٌ : شَجَرَةُ الْأَصْلِ

বালাগাত

قَوْلُهُ : أَوْدَعَ قَلْبِي جَمْرَ الْفَضَا :

এখানে [ঝাউ বৃক্ষের অঙ্গার]-এর সাথে তার

মুশ্বব্বাহকে দেওয়া হয়েছে। এখানে بِهِ

উল্লিখিত এবং مُشَبَّহে মাহযূফ রয়েছে। সুতরাং এখানে

إِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ হয়েছে।

التَّذْرِيبَاتُ

১. الف. تَرْجِمَ الْبَيَّارَةَ فَصِيحَةً : حَكَى الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ سَمِعْتُ بِالْكُوفَةِ فِي لَيْلَةٍ أَوَيْمَهَا ذُو لُؤْنَيْنٍ وَقَمَرَهَا كَعْبَرِيذٌ ... يَمِيلُ الرَّفِيقُ إِلَيْهِ وَلَا يَمِيلُ عَنْهُ فَاسْتَهْوَانَا السَّمَرُ إِلَى أَنْ غَرَبَ الْقَمَرُ وَغَلَبَ السَّهَرُ.
- ب. أَكْتُبَ حَلَّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ الْآتِيَةِ : رَوَى السَّهَرُ. غَذُو. أَوَيْمَ. اسْتَهَا.
- ج. مَا الْفَرْقُ بَيْنَ قَوْلِهِ 'يَمِيلُ إِلَيْهِ' وَ 'يَمِيلُ عَنْهُ'.
- د. سَحْبَانُ مَنْ هُوَ؟ أَكْتُبَ نَبْذًا مِنْ حَيَاتِهِ.
۲. تَرْجِمَ الْأَشْعَارَ. فَصِيحَةً : يَا أَهْلَ ذَا الْمَغْنَى وَفِيكُمْ شَرًّا * وَلَا لَقِيْتُمْ مَا بَقِيتُمْ ضَرًّا.
- قَدْ دَفَعَ اللَّيْلُ الَّذِي أَكْفَهَرَا * إِلَى ذُرَاكُم شَوْعًا مُغِيرًا ... وَتَنَفَّسَ عَنْكُمْ بِنْتُ الْيَرِّ
۳. الف. أَكْتُبَ حَلَّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ الْآتِيَةِ : إِكْفَهَرَا. شَوْعًا. مُحَقَّرَقَفًا. اِفْتَرَى. بَنَفَسَ. مَعْتَرَا. قَنُوعًا. أَمَرُ. أَهْلُ. ذُرَا. إِسْطَرَّ.
- ج. أَعْرَبِ الْجُمْلَةَ التَّالِيَةَ ثُمَّ تَرْجِمَهَا : وَقُلْنَا لِلْعِلَامِ هَيَّاهُا وَهَلُمَّ مَا تَهَيَّاهُ
- د. لِمَنْ هِيَ الْآيَاتُ؟ أَكْتُبَ نَبْذًا مِنْ حَيَاتِهِ.
۴. الف. تَرْجِمِ الْآيَاتِ.
- وَحَرَمَةُ الشَّيْخِ الَّذِي سَنَّ الْكُرَى * وَأَسَسَ الْمَحْجُوجَ فِي أُمِّ الْقُرَى
- مَا عُنْدَنَا لِطَارِقٍ إِذَا عَرَى * سَوَى الْعَدِيثِ وَالْمَنَاحِ فِي الذُّرَى
- وَكَيْفَ يَقْرَى مِنْ نَفَى عَنْهُ الْكُرَى * طَوَى بَرَى اعْظَمَهُ لَمَّا اتَّيَرَى
- فَسَاتَرَى فِيمَا ذَكَرْتُ مَا تَرَى
- ب. مَنْ قَاتِلُ قَالَ فَنَزَلَ إِلَى جَوْزٍ رَعْلِيهِ شَوَدَرٌ وَمَنْ قَاعِلُهُ وَمَنْ يَصْدَأُ الشَّيْخُ؟
- ج. أَكْتُبِ التَّشْبِيهَ الْمَوْجُودَ فِي الْوَبَّارَةِ الْمَخْطُوطَةِ :
۵. الف. تَرْجِمِ الْوَبَّارَةَ فَصِيحَةً :
- قَالَ أَبُو زَيْدٍ فَعَلِمْتُ بِصِحَّةِ الْعَلَامَةِ أَنَّهُ وَلَدِي عَلَى مَا سَرَدَهَا.
- ب. أَذْكَرُ أَبْوَابِ الْكَلِمَاتِ الْآتِيَةِ وَأَسْتَعْمِلُهَا فِي بَابٍ آخَرَ سِوَى الْبَابِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ هُنَا : أَتَيْنَاوَا. الْإِنْفَاقَ. أَوْدَعَ. يَتَوَقَّعُ. وَرَدَتْ. فَهَمَّ.
- ج. صَنَعَ مُشْتَقَّاتٍ أَحَدٌ مِنَ الْمَصَادِرِ الْآتِيَةِ فِي أُنْعَمِ جُمْلٍ الْإِنْخِفَالُ. الْقَضَاءُ. الْإِنْخِفَالَةُ. الْهَيْدَابَةُ.
۶. الف. تَرْجِمِ الْأَشْعَارَ وَالْبَيَّارَةَ :
- قَوْلُهُ : رَأَيْتُمَا لِي فُتُونٌ يَغِيوُ ثُمَّ إِنَّهُ وَدَّعَنِي وَمَضَى وَأَوْدَعَ قَلْبِي جَمْرَ الْقَضَاءِ.
- ب. أَكْتُبْ مُرَادِفَاتِ الْأَلْفَاظِ الْآتِيَةِ : أَبَدَعْتُ. يَكْجُرِي. حَوَيْتُ. جَنَيْتُ. خَالَتُ.
- ج. الْأَصْمِيُّ وَالْجَمِيْتُ مَنْ هُمَا؟ أَكْتُبْ نَبْذًا مِنْ حَيَاتِهِمَا.

المقامة الساردية المراغية

ষষ্ঠ মাকামা : মারাগার গল্প

● মাকামার সারসংক্ষেপ ●

ষষ্ঠ মাকামায় আল্লামা হারীরী একটি বিশেষ আলঙ্কারিক পত্র রচনা করেছেন। পত্রটির প্রতি দু'টি শব্দের প্রথমটিতে কোনো নুকতায়ুক্ত হরফ নেই, আর দ্বিতীয় শব্দের প্রতিটি হরফ নুকতাবিশিষ্ট। এ পত্রটি এ মাকামার কেন্দ্রীয় বস্তু। এ মাকামার কাহিনীর বিবরণ এ রকম : হারিস ইবনে হাখাম একটি সাহিত্য মজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন। সেই মজলিসে এ আলোচনা উঠল যে, বর্তমানকালের যত সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ রয়েছেন তাঁরা সকলেই পূর্ববর্তী ভাষাবিদদের অঙ্কানুসারী। তাঁরা নিজেদের পক্ষ থেকে নতুন ধাঁচের কোনো সাহিত্য-শাখা সৃষ্টি করার সামর্থ্য রাখেন না। মজলিসটির এক কোণে একজন বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্তি বসেছিলেন। তিনি বললেন, আমি আপনাদের বক্তব্যের সাথে একমত নই। কেননা এ যুগেও এমন ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক রয়েছেন, যারা সাহিত্যের সর্বশাখায় বলিষ্ঠ অবদান রাখতে সক্ষম। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, সে লোকটি কে? লোকটি উত্তরে বললেন, আমি। তখন লোকেরা পরামর্শ করে তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য একজন দক্ষ লোক নিযুক্ত করল। দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকটি তাঁকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বললেন, আপনি যদি সত্য দাবি করে থাকেন তবে এমন একটি পত্র রচনা করুন, যার প্রতি দু'টি শব্দের প্রথমটিতে কোনো নুকতাবিশিষ্ট হরফ থাকবে না, আর দ্বিতীয় শব্দের প্রতিটি হরফে নুকতা থাকবে। লোকটি একটুখানি চিন্তা করে নিয়ে বললেন, দোয়াত-কদম নিয়ে আসুন এবং লিখুন! এ বলে তিনি অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে পত্রখানি লিখিয়ে দিলেন।

এ বিশ্বয়কর পত্র রচনা সমাপ্ত হওয়ার পর লোকেরা তার পরিচয় জানতে চাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ একটি কবিতায় উত্তর দেন যে, আমি আবু য়ায়েদ সার্করী। দেশের শাসনকর্তার কাছে তাঁর এ বিশ্বয়কর প্রতিভার কথা পৌঁছেলে তাঁকে জাতীয় সাহিত্যসভার প্রধান দায়িত্বশীল নিযুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়; কিন্তু তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, আমি মুক্তভাবে শহরে বন্ধুর ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করি। কেননা রাজাবাদশাহদের যেমন ক্ষমতার কোনো স্থায়িত্ব নেই, তেমনই তাদের মেজাজমর্জিরও ঠিকানা নেই।

الْمَقَامَةُ السَّادِسَةُ الْمَرَاغِيَّةُ

ষষ্ঠ মাকামা : মারাগার গল্প

رَوَى الْحَارِثُ بْنُ هَمَامٍ؛ قَالَ: حَضَرْتُ
دِيَوَانَ النَّظْرِ بِالْمَرَاغَةِ، وَقَدْ جَرَى بِهِ ذِكْرُ
الْبَلَاغَةِ، فَاجْتَمَعَ مِنْ حَضَرَ مِنْ فُرْسَانِ
النِّرَاعَةِ، وَأَرْيَابِ الْبَرَاغَةِ، عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ
مَنْ يَنْقِصُ الْإِنْشَاءَ، وَتَنْصَرِفُ فِيهِ كَيْفَ
يَشَاءُ، وَلَا خَلْفَ، بَعْدَ السَّلَفِ، مَنْ يَبْتَدِعُ
طَرِيقَةَ غَرَاءَ، أَوْ يَفْتَرِعُ رِسَالَةَ عَذْرَاءَ.

অনুবাদ : হারিস ইবনে হামাম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন
: আমি মারাগার এক আলোচনা সভায় হাজির হলাম।
সেখানে সাহিত্যালংকারের আলোচনা চলছিল। তখন যে
সব কলম সৈনিক ও গুণ-গরিমার অধিকারী লোকজন
উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁরা এ ব্যাপারে একমত হলেন যে,
যে পরিচ্ছন্ন সাহিত্য রচনা করবে এবং তাতে যথেষ্ট
হস্তক্ষেপ করবে এমন ব্যক্তি এখন নেই। পূর্ববর্তী
লোকদের পর যে চমকপ্রদ পত্না উদ্ভাবন করবে অথবা
নতুন কোনো পুস্তিকা রচনা করবে এরূপ ব্যক্তি তাদের
স্থলাভিষিক্ত হয়নি।

শাব্দিক অনুবাদ : الْمَقَامَةُ السَّادِسَةُ ষষ্ঠ মাকামা الْمَرَاغِيَّةُ মারাগার গল্প رَوَى হারিস ইবনে হামাম
বর্ণনা করেন قَالَ তিনি বলেন حَضَرْتُ আমি হাজির হলাম النَّظْرُ এক আলোচনা সভায় جَرَى بِالْمَرَاغَةِ
সেখানে চলছিল ذِكْرُ আলোচনা الْبَلَاغَةِ সাহিত্যালংকারে فَاجْتَمَعَ তখন এ ব্যাপারে একমত হলেন حَضَرَ
যারা উপস্থিত হয়েছিলেন مِنْ فُرْسَانِ الْبَرَاغَةِ কলম সৈনিক وَأَرْيَابِ এবং অধিকারী النِّرَاعَةِ গুণ-গরিমা
এ ব্যাপারে যে لَمْ يَبْقَ এ উপস্থিত হয়েছিলেন مَنْ يَنْقِصُ الْإِنْشَاءَ যে পরিচ্ছন্ন সাহিত্য রচনা করবে
এবং তাতে হস্তক্ষেপ করবে كَيْفَ যথেষ্ট لَا خَلْفَ তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়নি بَعْدَ السَّلَفِ লোকদের পর
যে يَبْتَدِعُ যে উদ্ভাবন করবে طَرِيقَةَ عَذْرَاءَ চমকপ্রদ অথবা يَفْتَرِعُ রচনা করবে কোনো পুস্তক নতুন।

শব্দ বিশ্লেষণ

রَوَى : বর্ণনা করলেন [করেন]।

(ض) رَوَى : বর্ণনা করা।

حَضَرْتُ : আমি হাজির হলাম।

(ن) حَضَرْتُ : হাজির হওয়া।

دِيَوَانَ : (ج) دَوَائِنَ دِيَوَانٍ : সভা, মজলিস, অফিস, কাবলদা।

النَّظْرُ : (ن) : গভীরভাবে দেখা, চিন্তা ভাবনা করা, তাকানো।

فِي الْقُرْآنِ : أَوَّلَهُ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ.

مُرُوث : الْقَامِلُ الْإِنْفِصَارُ

دِيَوَانَ النَّظْرِ : গবেষণাগার, আলোচনা সভা।

الْمَرَاغَةُ : আজারবাইজানের একটি বিখ্যাত শহর।

قَدْ جَرَى : চলেছে, চলছিল।

(ض) جَرَى : প্রবাহিত হওয়া।

أَلَاوَحَاتَا : (ض) جَرَى : আলোচনা করা, স্মরণ করা।

ذِكْرُ (ج) أَذْكَارُ : আলোচনা, স্মরণ।

الْبَلَاغَةُ : সাহিত্যালঙ্কার।

الْبَلَاغَةُ : অলঙ্কার শাস্ত্র।

الْبَلَاغَةُ (ك) : ভাষাপ্রস্তুত হওয়া।

أَجْمَعَ : একমত হলেন।

مَادَّةٌ : (ن. ق. ح) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : مُبْهَمٌ

إِلْشَاءُ (إِنْعَال) : مَصْدُ : রচনা করা। সৃষ্টি করা।

يَنْصُرُ : হস্তক্ষেপ করবে, পরিবর্তন করবে।

تَعْلَمُ نَصْرًا : হস্তক্ষেপ করা।

مُرَادٌ : يَتَعَكَّمُ .

كَيْفَ يَسَاءُ : যেভাবে ইচ্ছা করবে, [যথোচ্ছা]।

(ن) نَيْبًا , مَشِيئَةً : ইচ্ছা করা, চাওয়া।

بِالْقُرْآنِ : إِلَّا أَنْ يَسَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ .

مَادَّةٌ : (ش. ي. م) , جِنْسٌ : (أَجَوَفٌ يَأْتِي وَمَهْمُوزٌ لَامٌ)

مُرَادٌ : يُرِيدُ

لَا خَلْفَ : স্থলাভিষিক্ত হয় নি।

(ن) خَلْفَةٌ : স্থলাভিষিক্ত হওয়া।

(إِسْتِغْلَاظًا) : স্থলাভিষিক্ত বানানো।

بِالْقُرْآنِ : فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ .

مُرَادٌ : تَابَ .

أَسْلَفَ : (ج) أَسْلَافٌ : পূর্ববর্তী যুগের লোকেরা।

بِالْقُرْآنِ : فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا .

مُرَادٌ : أَلْتَقَادِمُ .

مَنْ يَتَنَوَّعُ : যে উদ্ভাবন করবে।

(إِنْعِيَالًا) : يُتَدَاعَا : উদ্ভাবন করা।

مُرَادٌ : يَغْتَرِجُ

طَرِيقَةً : (ج) طَرَائِقُ : পস্থা।

مُرَادٌ : سَبِيلٌ .

(مُر) غُرَاءُ , (مذ) أَغْرُ , (ج) غُرٌّ , غُرَّانٌ : সূন্দর, চমকপ্রদ।

مُرَادٌ : وَامِصَةٌ .

يَلْتَمِزُ : নতুন করে করবে। উদ্ভাবন করবে।

(إِنْعِيَالًا) : اِفْتِرَاعًا - أَلَمَرُ : নতুন করে শুরু করা।

- أَلَكِتَابُ : নতুন আলিকে গ্রন্থ রচনা করা।

- أَلِبَكْرٍ : সতীচ্ছদ বিদীর্ণ করা।

(إِنْعَال) : إِجْمَاعًا : একমত হওয়া।

مُرَادٌ : اِتَّفَقَ , ضِدٌّ : تَفَرَّقَ / اِخْتَلَفَ

مَنْ حَضَرَ : যারা/যে-সব উপস্থিত হলেন, [হয়েছিলেন]।

(ن) حُضُورًا : উপস্থিত হওয়া।

(ج) قُرْسَانٌ , قَوَارِصُ , (و) فَارِسٌ : অশ্বারোহী সৈনিক।

فِي الْحَدِيثِ : فَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَالرَّاجِلَ سَهْمًا .

مَادَّةٌ : (ف. ر. س) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : حَبْلٌ , ضِدٌّ : رَجُلٌ

السَّيْرَاعَةُ : (ج) بَرَاغٌ : ঝাড়। জোনাকি। বাঁশ। নির্বোধ।

উটপাখি। ভীত। কলম। বাঁশী।

مَادَّةٌ : (ي. ر. ع) , جِنْسٌ : مِثَالٌ يَأْتِي

مُرَادٌ : قَلَمٌ .

(ج) أَرْسَابٌ , رُيُوبٌ , (و) رَبٌّ (صف, مذ) :

নেতা। মালিক। পালনকর্তা। কর্তা। অভিভাবক। আদ্বাহ

তা'আলার গুণবাচক নাম।

(ن) رَبًّا : লালন পালন করা।

فِي الْقُرْآنِ : قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .

مَادَّةٌ : (و. ب. ب) , جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ تَلَاثِي

مُرَادٌ : مَالِكٌ

الْبَرَاغَةُ وَالْبَرُوجُ (ن, ك, س) : মস্দ : গুণ-গরিমায় পূর্ণাঙ্গ।

অগ্রণী হওয়া।

(تَفَعَّلَ) : تَبَرَّعًا : সদকা করা।

مَادَّةٌ : (ب. ر. ع) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : الْفَضِيلَةُ

أَرْسَابُ الْبَرَاغَةِ : গুণ-গরিমার ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী।

عَلَى أَنْ "عَلَى" حَرَفُ الْجَرِّ بَعْدَهُ "أَنْ" : এ ব্যাপারে।

لَمْ يَبْقَ : অবশিষ্ট নেই।

(س) بَقَاءٌ , (ض) بَقِيَ : বাকি থাকা। অবশিষ্ট থাকা।

مِنْ يَنْقُحُ : যে পরিচ্ছন্ন করবে।

(تَفْعِيل) : تَنْقِيًا , (ف) تَنْقَحًا : পরিমার্জন করা। পরিচ্ছন্ন

করা। সংশোধন করা।

مَاَذَه : (ফ. র. এ) , جَنَس : صَحِيح

مَرَادُف : يَنْقُص

رِسَالَةٌ : (জ) رَسَائِلُ : চিঠি । ছোট বই । পুস্তিকা ।

فِي الْقُرْآنِ : أَبْلَغَكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي .

مَاَذَه : (র. স. ল) , جَنَس : صَحِيح

مَرَادُف : صَحِيْفَةٌ

عَذْرَاءُ : (জ) عَذَارَى , عَفَارَى , عَذْرَوَات : কুমারী । নতুন ।

ছিদ্রহীন মুক্তা ।

فِي الْحَدِيثِ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ .

مَرَادُف : الْيَكْرُ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : وَقَدْ جَرَى بِهِ ذِكْرُ السَّلَاحَةِ :

এ বাক্যটি وَإِمْرَانُ النَّظَرِ থেকে হালা হয়েছিল ।

قَوْلُهُ : يَنْتَصِرُ كَيْفَ بَشَاءُ :

كَيْفَ مَحَلًّا مَنْصُوبٌ بِمَا عَلَى حَالٍ , وَذُو الْحَالِ صَمِيرٌ فَاعِلٌ فَيُتَنْصَرُ .

قَوْلُهُ : وَلَا خَلْفَ :

পূর্বে উল্লিখিত লَمْ বাক্যের উপর হয়েছে ।

قَوْلُهُ : مَنْ يَتَدَبَّعُ :

এ বাক্যটি خَلْفَ ফেমেলের

বালাগাত

قَوْلُهُ : رِسَالَةٌ عَذْرَاءُ :

এখানে رِسَالَةٌ অর্থাৎ কুমারী রমণীর সাথে

تَشْبِيهِ দেওয়া হয়েছে এবং أَدَاةُ تَشْبِيهِ করে দেওয়া

হয়েছে । এটি মূলত رِسَالَةٌ كَعَذْرَاءُ ছিল । সুতরাং

تَشْبِيهِ مُؤَكَّد হযরফ করে দেওয়ায় এখানে

হয়েছে ।

وَأَنَّ الْمُسْلِقَ مِنْ كِتَابِ هَذَا الْأَوَّلِ
الْمُتَمَكِّنُ مِنْ أَرْمَةِ الْبَيَانِ، كَالْعِبَالِ عَلَى
الْأَوَائِلِ، وَلَوْ مَلَكَ فَصَاحَةً سَحْبَانَ وَإِنِ
وَكَانَ بِالْمَجْلِسِ كَهْلٍ جَالِسٍ فِي الْحَاشِيَةِ
عِنْدَ مَوَاقِفِ الْحَاشِيَةِ، فَكَانَ كُلَّمَا شَطَّ
الْقَوْمُ فِي شَوَاطِئِهِمْ، وَتَفَرَّقُوا الْعَجْوَةَ وَالنَّجْوَةَ
مِنْ تَوَاطُئِهِمْ، يَنْبَغِي تَحَاوُزَ طَرْفِهِ، وَتَشَامُعَ
أَنْفِهِ، أَنَّهُ مُخَرَّبٌ لِيَنْبَغَ.

অনুবাদ : এবং এ যুগের লেখকদের মধ্যে সুদক্ষ
লেখক এবং বাগ্মিতার লাগামের অধিকারী ব্যক্তি
পূর্ববর্তীদের মুখাপেক্ষীর মতো; যদিও সে সাহব-
ওয়ায়েলের^১ বাগ্মিতার অধিকারী হয়। তখন মজলিসের
কেনারায় কর্মচারীদের দাঁড়াবার জায়গায় এক প্রৌঢ় বয়সী
ব্যক্তি বসা ছিল। অতঃপর যখন লোকজন তাদের
ঘুরপাকে অনেক দূরে সরে গেল এবং তারা তাদের খুড়ি
থেকে উন্নত মানের খেজুর ও নিম্নমানের খেজুর ছড়াল,
তখন তার পলকের সংকোচন ও তার নাসিকার উত্থান
[সবাইকে] অবহিত করছিল যে, সে আক্রমণের
অপেক্ষায় প্রস্তুত।

শাব্দিক অনুবাদ : **وَأَنَّ الْمُسْلِقَ** এবং সুদক্ষ লেখক **مِنْ كِتَابِ** লেখকদের মধ্যে **هَذَا الْأَوَّلِ** অধিকারী
ব্যক্তি **الْمُتَمَكِّنُ** বাগ্মিতার লাগাম **كَالْعِبَالِ** মুখাপেক্ষীর মতো **أَرْمَةِ الْبَيَانِ** যদিও সে
অধিকারী হয় **فَصَاحَةً** বাগ্মিতা **وَأَوَائِلِ** সাহাবান ওয়ায়েল **بِالْمَجْلِسِ** তখন মজলিসে ছিল **كَهْلٍ** প্রৌঢ় বয়সী এক
ব্যক্তি **جَالِسٍ** বসা **فِي الْحَاشِيَةِ** কিনারায় **عِنْدَ مَوَاقِفِ** দাঁড়াবার জায়গায় **الْحَاشِيَةِ** কর্মচারী **شَطَّ** ছড়ানো **الْقَوْمُ**
অতঃপর লোকজন যখন অনেক দূরে সরে গেল **فِي شَوَاطِئِهِمْ** তাদের ঘুরপাকে **وَتَفَرَّقُوا** এবং তারা ছড়াল **الْعَجْوَةَ**
উন্নতমানের খেজুর **وَالنَّجْوَةَ** নিম্নমানের খেজুর **مِنْ تَوَاطُئِهِمْ** তাদের খুড়ি থেকে **يَنْبَغِي** তখন অবহিত করছিল **تَحَاوُزَ**
তার পলকের **طَرْفِهِ** উত্থান **وَتَشَامُعَ** এবং উত্থান **أَنْفِهِ** তার নাসিকা **أَنَّهُ مُخَرَّبٌ** সে প্রস্তুত **لِيَنْبَغَ** আক্রমণ করার জন্য।

শব্দ বিশ্লেষণ

(ج) الْمُسْلِقُ (ফা, মড) : সুদক্ষ।

(ض) فَلَقَ : বিদীর্ণ করা।

(افْعَالٌ) افْلَقَ - بِالْأَمْرِ : সুদক্ষ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : قُلْ أَغْوَىٰ رَبِّي الْفُلُقَ :

مَاذَ : (ف. ল. ق.) : جُنْ : صَعِيعُ

مُرَادُ : حَاقِقُ

(ج) كُتِّبَ : كَتَبَ : كَاتِبٌ : লেখক, রচয়িতা।

مُرَادُ : الْمُتَشَبِّهُ

الْأَوَّلُ : (ج) أَوَّلَ : কাল, যুগ, সময়।

مَاذَ : (أ. ও. ن.) : جُنْ : مُرَكَّبٌ (مَهْمُوزٌ فَاءٌ وَاجَوْنٌ وَآوِي)

مُرَادُ : جِيْنٌ

الْمُتَمَكِّنُ (ফা, মড) : সফল, সমর্থ, অধিকারী।

(افْعَالٌ) تَمَكَّنَ : সক্ষম হওয়া।

مُرَادُ : السَّيْطَانُ/الْقَادِرُ : جُنْدُ : الْعَاجِزُ

(ج) أَرْمَتُهُ : (و) زَمَامٌ : লাগাম, বাগডোর, নাকডোর।

مَاذَ : (ز. م. م.) : جُنْ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِينَ

مُرَادُ : لِيَحْلَمَ

الْبَيَانُ : বাগ্মিতা, ভাষা।

أَبْيَانٌ (ض) مَمْدُ : স্পষ্ট হওয়া বা করা।

(ج) عِيَالٌ : عِيَالٌ : عَالَةٌ (و) الْكَيْلُ : পরিবার-পরিজন,

[এখানে রূপক অর্থে, মুখাপেক্ষী]।

فِي الْعِدْبِ : الْخَلْقُ عِيَالٌ الْكُ :

مَاذَ : (ع. ي. ل.) : جُنْ : آجُوفٌ يَانِي

مُرَادُ : اَلْمُتَحَاقِ :

(ج) أَوَائِلُ : أَوَالٍ : أَوَّلُ : (و) أَوَّلُ : প্রথম, পূর্ববর্তী।

فِي الْقُرْآنِ : هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ :

وَمُجَرَّمٌ سَمِدُ الْبَاعِ، وَنَائِضٌ يَبْرَى النَّبَالَ،
وَرَائِضٌ يَبْغِي النَّضَالَ. فَلَمَّا نُثِلَتْ
الْكَنَائِنَ، وَفَاعَتِ السَّكَائِنَ، وَرَكَدَتْ
الرَّعَايَعُ، وَكَفَّ الْمَنَازِعُ، وَسَكَنَتِ الرَّمَايِرُ،
وَسَكَنَتِ الْمَرْجُورُ وَالرَّاجِرُ، أَقْبَلَ عَلَى
الْجَمَاعَةِ، وَقَالَ: لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا،
وَجَزْتُمْ عَنِ الْقَصْدِ جِدًّا، وَعَظَّمْتُمُ الْعِظَامَ
الرَّقَاتِ، وَأَفْتَنْتُمْ فِي الْمِيلِ إِلَى مَنْ قَاتَ.

অনুবাদ : এবং হস্তপদসংকুচিত, অনতি বিলম্বে সে দু'হাত সম্প্রসারিত করবে এবং উত্তেজিত, সে তীরগুলো প্রস্তুত করছে এবং হাঁটু গেড়ে উপবিষ্ট, সে তীর নিক্ষেপ করতে চাচ্ছে। অতঃপর যখন তুণীর খেড়ে ফেলা হলো, নীরবতা ফিরে এলো, প্রবল বায়ু থেমে গেল, বিতর্ককারী বিরত হলো, উচ্চৈঃস্বরের হৈ হলো বন্ধ হয়ে গেল এবং ধমকপ্রাপ্ত ও ধমকদাতা চুপ করে গেল তখন সে [সত্য] লোকদের প্রতি অভিযুগী হয়ে বলল, অবশ্যই তোমরা একটি অনভিপ্রেত বিষয় টেনে এনেছে এবং তোমরা সরল পথ থেকে দূরে সরে পড়েছ নিশ্চয়। তোমরা পুরানো বিচূর্ণ হাড়রাজিকে মর্যাদা দিয়েছ এবং যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করেছে।

শাব্দিক অনুবাদ : এবং হস্তপদ সংকুচিত সَمِدُ অনতিবিলম্বে সে প্রসারিত করবে الْبَاعِ দু'হাত وَنَائِضٌ এবং উত্তেজিত وَبْرَى سے প্রস্তুত করছে النَّبَالَ তীরগুলো وَرَائِضٌ এবং হাঁটু গেড়ে উপবিষ্ট وَبْغِي সে চাচ্ছে وَنُثِلَتْ খেড়ে ফেলা হলো الْكَنَائِنَ তুণীর وَفَاعَتِ ফিরে এলো السَّكَائِنَ নীরবতা وَرَكَدَتْ থেমে গেল الرَّعَايَعُ প্রবল বায়ু وَكَفَّ বিরত হলো وَالرَّاجِرُ বিতর্ককারী وَسَكَنَتِ বন্ধ হয়ে গেল الرَّمَايِرُ উচ্চৈঃস্বরের হৈ হলো وَسَكَنَتِ চুপ করে গেল الْمَرْجُورُ ধমকপ্রাপ্ত ও ধমকদাতা أَقْبَلَ তখন সে অভিযুগী হয়ে লোকদের প্রতি الْجَمَاعَةِ এবং বলল لَقَدْ অবশ্যই তোমরা একটি অনভিপ্রেত বিষয় جِئْتُمْ এবং তোমরা দূরে সরে পড়েছ الْعِظَامَ সরলপথ থেকে جِدًّا নিশ্চয়ই তোমরা মর্যাদা দিয়েছ الرَّقَاتِ হাড়রাজি পুরানো বিচূর্ণ وَأَفْتَنْتُمْ এবং তোমরা সীমালঙ্ঘন করেছে فِي الْمِيلِ আকৃষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে إِلَى مَنْ তাদের প্রতি যারা قَاتَ মৃত্যুবরণ করেছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

হস্তপদসংকুচিত : مُجَرَّمٌ (أصله مُجَرَّمٌ) (ফা, مذ) :

হস্তপদ সংকুচিত করা : (إِفْعَلًا) إِمْرًا : (ফা, مذ) :

مَادَّةُ : (ج. - م. - ز.) ، جنس : صَحِيح

مَرَادُون : مُتَقَبِّضٌ ، يَضِدُّ : مَادَّةُ / بَاسِطٌ

[অনতি বিলম্বে] সম্প্রসারিত করবে : (سَمِدٌ) :

সম্প্রসারিত করা : (نَمَدًا) (ন) :

দুই হাতকে ডানে বামে সম্প্রসারিত করার : (ج) أَبَوَاعُ : (ফা, مذ) :

পর এক হাতের তালু থেকে আপনার হাতের তালু পর্যন্ত দূরত্ব : (ج) أَبَوَاعُ : (ফা, مذ) :

مَادَّةُ : (ب. - و. - ع.) ، جنس : أَجْرَوْتُ وَأَوْرِي

مَرَادُون : أَلْبَيْدُ

নাইস (ফা, مذ) : (نَائِضٌ) উত্তেজিত :

(ض) نَائِضًا ، نَبْضَانًا - الرِّقِيُّ : (ফা, مذ) :

(ن) نَبْزًا - أَلْمَاءُ : (ফা, مذ) : প্রবাহিত হওয়া বা গভীরে যাওয়া :

مَرَادُون : مَتَحَرِّكٌ / مَضْطَرِبٌ

بَيْسَرِي : (তীর বা কলম) তৈরি করছে, প্রস্তুত করছে। :

(ض) بَرَسًا - (السَّهْمُ أَوْ الْقَلَمُ) : (ফা, مذ) : তীর বা কলম প্রস্তুত করা। :

(ج) نَبَالَ، نَبَالًا ، نَبَالًا : (و) أَنْبَلُ : (ফা, مذ) : তীর, বাণ, শর। :

مَادَّةُ : (ن. - ب. - ل.) ، جنس : صَحِيح

مَرَادُون : السَّهْمُ

رَائِضٌ (ফা, مذ) : (و) : হাঁটু গেড়ে উপবিষ্ট :

(ن) (ض) رَيْضًا ، رَيْضًا : (ফা, مذ) : হাঁটু গেড়ে উপবিষ্ট হওয়া। :

(ن) (ض) رَيْضًا ، رَيْضًا - فَلَانًا أَوْ الْمَكَانَ : (ফা, مذ) : আশ্রয় নেওয়া। :

مَادَّةٌ : (র. ব. - ض) , جنس : صَحِيح

مُرَادٌ : لَا طَى (بِالْأَرْضِ)

يَبْقَى : চাচ্ছে, ইচ্ছা করছে।

(ض) بَقِيَ , بَقِيَ , بَقِيَ : খোজা। পেতে চাওয়া।

الْتِصَالُ (مُعَاوَلَةٌ) : পরস্পরে তীর নিক্ষেপ করা।

(ن) نَضَلَّ - هُ : তীর নিক্ষেপ অগ্রবর্তী হওয়া।

مَادَّةٌ : (ন. - ض. - ل) , جنس : صَحِيح

مُرَادٌ : اَلْمُرَامَةُ

نُفِلَتْ (مَج) : ঝেড়ে ফেলা হলো, খালি করা হলো।

(ن. - ض) نَفَّلَ - اَلْيَرَابُ : ঝেড়ে ফেলা। খালি করা।

- اَلْيَر : কূপ থেকে মাটি বের করা।

مَادَّةٌ : (ন. - ث. - ل) , جنس : صَحِيح

مُرَادٌ : اِنْفِطَتْ

(ج) كُنَائِنٌ , كُنَائِنٌ : (ر) اَلْكُنَائِنُ : তৃণ, তৃণী, তীরদান,

তীরের থলি।

مَادَّةٌ : (ক. - ন. - ن) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادٌ : اَلْيَعَابُ

قَامَتْ : ফিরে এলো, প্রত্যাবর্তন করল।

(ض) قَامَتْ , قَامَتْ : প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা।

(اِنْعَال) اِنْعَالٌ : اِنْعَالٌ - اَللَّهُ عَلَيْهِ : গনিমত দান করা।

فِي الْقُرْآنِ : عَشَى تَقِيْنِي إِلَى اَمْرِ اَللّٰهِ

مَادَّةٌ : (ফ. - য. - ن) , جنس : مُرَكَّبٌ (اَلْجَوَابُ بَيَانِي وَمَهْمُزٌ لَامٌ)

مُرَادٌ : رَجَعَتْ

(ج) اَلْسَكَاتِيْنِ , (ر) سَكِينَةٌ : হৈহ, স্থিরতা, নীরবতা।

مَادَّةٌ : (স. - ক. - ন) , جنس : صَحِيح

مُرَادٌ : اَلْهَدْوَةُ , يَضُدُ : اَلْزَمَاجِرُ

رَكَدَتْ : থেমে গেলো।

(ن) رُكِدَتْ - اَلرَّيْحُ : বায়ু থেমে যাওয়া।

(ج) زَعَزَعَ , (ر) زَعَزَعَ : ঝঞ্ঝাট, ঝঞ্ঝাট।

كَفَّ : বিরত হলো।

(ن) كَفَّ : বিরত থাকা।

مَادَّةٌ : (ক. - ফ. - ن) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادٌ : اِشْتَع

اَلْمُنَازَعَةُ (ف. - م. - ذ) : বিতর্ককারী

(مُعَاوَلَةٌ) مُنَازَعَةٌ : ঝগড়াবিবাদ করা, বিতর্ক করা।

(ض) تَزَعَا : খুলে ফেলা, সরানো।

مَادَّةٌ : (ন. - জ. - ع) , جنس : صَحِيح

مُرَادٌ : اَلْمُقَادِلُ

سَكَنَتْ : নিতরু হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে গেল।

(ن) سَكَنَتْ : স্থির/ নিতরু হয়ে যাওয়া।

مُرَادٌ : هَذَانِ , يَضُدُ : صَحِيح

(ج) زَمَاجِرُ , زَمَاجِرُ , (ر) اَلزَّمَمَةُ : আওয়াজ, হৈ হৈ

مَادَّةٌ : (জ. - ম. - জ. - র) , جنس : صَحِيح

سَكَنَتْ : চূপ করল, চূপ করে গেল।

(ن) سَكَنَتْ : চূপ করা, নিতরু হওয়া।

(اِنْعَال) اِنْعَالٌ : চূপ করানো।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مَوْسَى الْغَضَبَ

مُرَادٌ : صَمَتْ

اَلْمَرْجُورُ (م. - ف. - م. - ذ) : ধমকপ্রাপ্ত, ধমক খাওয়া।

(ن) زَجَرَ : ধমক দেওয়া। সতর্ক করা।

(اِنْعَال) اِنْعَالٌ : اِنْعَالٌ : বিরত থাকা।

فِي الْقُرْآنِ : فَيَا سَهْ زَجَرَةً وَاجِدَةً

مَادَّةٌ : (জ. - র) , جنس : صَحِيح

مُرَادٌ : مَهْدَةٌ

اَلزَّمَجِرُ (ফ. - ম. - ড) : ধমকদাতা।

مُرَادٌ : مَوِيحٌ

أَقْبَلَ : সে অভিমুখী হলো।

(اِنْعَال) اِنْعَالٌ : اِنْعَالٌ : অভিমুখী হওয়া।

اَلْجَمَاعَةُ (জ. - ج. - ع. - م. - ذ) : লোকজন, সমবেত লোকজন।

وَأَقْبَلَ وَقَالَ : সে অভিমুখী হয়ে বলল।

لَقَدْ جِئْتُمْ : অবশ্যই তোমরা এসেছ।

(ض) جِئْتُمْ , جِئْتُمْ : আসা, আগমন করা।

مَادَّةٌ : (জ. - য. - ন) , جنس : مُرَكَّبٌ (اَلْجَوَابُ بَيَانِي وَمَهْمُزٌ لَامٌ)

مُرَادٌ : اُنْجِمٌ

অবশ্যই তোমরা একটি বিষয় নিয়ে : لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا
এসেছে, টেনে এনেছে।

شَيْءٌ : (জ) أَشْيَاءٌ, (জ) أَشْيَاءٌ, أَشْيَاءٌ, أَشْيَاءٌ : বস্তু
কঠিন কাজ, বিপদ, অনভিগ্ৰহ : إِدَّةٌ, إِدَّةٌ, إِدَّةٌ :
(ন) إِدَّةٌ - الْأَمْرُ : কঠিন হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّةً .

مَادَّةٌ : (অ. দ. দ.), جِنْسٌ : مُرَكَّبٌ (مَهْمُوزٌ, فَاءٌ وَمُضَافٌ
ثَلَاثِي)

مُرَادٌ : مُنْكَرٌ / فِطْيَعٌ

তোমরা অতিক্রম করে ফেলেছ। দূরে সরে পাড়ছ।

(ন) جَوْرًا, جَوْرًا : جَوْرًا : দূরে সর। অতিক্রম করা।

(تَفَاعُلٌ) تَجَاوَرًا - عَنَهُ : ক্ষমা করা।

فِي الْحَدِيثِ : إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَرَ عَنْ أَمْنِي مَا وَسَّوَتْ بِهِ
صُدُورَهُمْ .

مَادَّةٌ : (জ. ও. জ.), جِنْسٌ : أَجَوَفٌ وَآوِي

مُرَادٌ : مَرَزَمٌ / مَعْدَمٌ

অধ্যাপনা, সরল পথ : الْقَصْدُ

الْقَصْدُ (ض) مَصْد : অধ্যাপনা অবলম্বন করা।

مُرَادٌ : الْإِعْتِدَالُ, جِنْد : الْإِقْرَاطُ / التَّفْرِيطُ

চেষ্টা করা। যাচাই করা। যথার্থ হওয়া।

ভালো হওয়া। নিশ্চিত হওয়া।

مُرَادٌ : كَثِيرًا / حَفَا

উচ্চারণ করেছ, মর্যাদা দিয়েছ।

(تَفَعُّلٌ) تَعَطُّيًّا : বড় মনে করা, সম্মান করা।

مَادَّةٌ : (ع. ও. ম.), جِنْسٌ : صَحِيعٌ

مُرَادٌ : أَكْرَمْتُمْ / كَرَّمْتُمْ, جِنْد : غَبِصْتُمْ

(ج) عِظَامٌ, أَعْظَمَ عِظَامَةً, (ر) أَلْعَظَمَ : হাড়, অস্থি।

الرُّقَاتُ (صَف) : يَسْتَوِي فِيهِ الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ وَالْمُذَكَّرُ

وَالْمُؤَنَّثُ : পুরোনো বিবৃতি বস্তু, চূর্ণবিচূর্ণ।

(ن) رَقًا : حُرْفًا / حُرْفًا : চূর্ণবিচূর্ণ করা।

فِي الْقُرْآنِ : إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَقًا .

مَادَّةٌ : (ر. ও. ত.), جِنْسٌ : صَحِيعٌ

مُرَادٌ : أَلْبَالِيَّةٌ .

তোমরা মহা অতিক্রম করেছ। সীমা লঙ্ঘন করেছ।

الْمُتَعَدِّ (الْمُتَعَدِّ) : إِلَى الْأَمْرِ : সীমালঙ্ঘন করা।

مَادَّةٌ : (و. ও. ত.), جِنْسٌ : أَجَوَفٌ وَآوِي

مُرَادٌ : اُغْتَدْتُمْ, جِنْد : اُعْدَلْتُمْ

খাবিত হওয়া, আকৃষ্ট হওয়া। إِلَى الْأَمْرِ :

مُرَادٌ : الرُّقْبَةُ

অতিবাহিত হয়েছে। মৃত্যু বরণ করেছে। হারিয়ে গেছে।

(ن) نَزَتْ, نَزَاتًا : هَارِيَةً : অতিবাহিত হওয়া। হারিয়ে যাওয়া।

মৃত্যুবরণ করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَنْ فَاتَكُمُ شَيْءٌ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ .

مَادَّةٌ : (و. ও. ত.), مُرَادٌ : سَاتَ / مَضَى

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : أَقْبَلَ عَلَى الْجَمَاعَةِ :

এ জুমলাটি পূর্ববর্তী -এর জওয়াব।

قَوْلُهُ : لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّةً :

এ জুমলাটি وَاللَّهِ কসম মাহযুফের

মাউসুফ। إِدَّةً সিফাত।

قَوْلُهُ : جِئْتُمْ عَنِ الْقَصْدِ جِدًّا :

إِدَّةً মাউসুফ মাহযুফ এবং جِدًّا তার সিফাত। অতঃপর

اِمْتَقَلَ مُطْلَقٌ ফেয়েলের মুরত্ব সিফাত ও মাউসুফ মিলে

বালাগাত

قَوْلُهُ : نَبَيْلُ الْكَنَائِنِ :

এ বাক্যে মানুষের মেধাকে (الْكَنَائِنِ) জ্ঞানের সাথে

দেওয়া হয়েছে। তাই এখানে مَصْرَحَةٌ দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ : زَكَاةُ الرِّعَازِ :

এখানে পরস্পর আলোচনার তীব্রতাকে (رِيعَازٍ) ঋণাত্মক

সাথে দেওয়া হয়েছে। অতএব এখানেও مَصْرَحَةٌ

দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ : عَظُمَ الْعِظَامُ الرِّقَاتُ :

এ বাক্যের মধ্যে অতীত সাহিত্যিকদেরকে

পুরাতন বিচূর্ণ হাড়ের সাথে ত্বিগ্গে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং

এখানে إِسْتِعَارَةٌ দেওয়া হয়েছে।

وَعَمَصْتُمْ جِلْدَكُمْ الَّذِينَ فِيهِمْ لَكُمْ الْيَدَاُتُ
وَمَعَهُمْ اِنْعَقَدَتِ الْمَوَدَاتُ . اُنْسِيْتُمْ - يَا
جَهَائِدَةَ النَّقْدِ وَمَوَائِدَةَ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ - مَا
اَبْرَزْتَهُ طَوَارِفَ الْقَرَانِجِ ، وَبَرَزَ فِيهِ الْجَدْعُ
عَلَى الْفَارِجِ ، مِنَ الْعِبَارَاتِ الْمَهْذَبَةِ ،
وَالْاِسْتِعَارَاتِ الْمُسْتَعْذَبَةِ ، وَالرَّسَائِلِ
الْمَوْشَعَةِ ، وَالْاَسَاجِيعِ الْمُسْتَمْلَحَةِ .

অনুবাদ : তোমরা তোমাদের সেই প্রজন্মকে তুচ্ছ
করেছ, যাদের মধ্যে রয়েছে তোমাদের সমবয়সী এবং
যাদের সাথে সংঘটিত হয়েছে ভালোবাসা। হে বিজ্ঞ
সমালোচকবৃন্দ ও সমস্যা-সমাধানের নিয়ন্তাগণ! তোমরা
কি ভুলে গেছ সেই সুবিন্যস্ত বর্ণনা, মাধুর্যপূর্ণ উপমা,
অলংকারসমৃদ্ধ পুস্তিকাসমূহ এবং লাভগম্যময় অন্তর্মিল
সম্পন্ন বাক্যাবলি, যা নবীন প্রতিভারা উদ্ভাবন করেছে এবং
যার মধ্যে দুই বছরের অশ্ব-শাবক পঞ্চবর্ষীয় অশ্বের
উপর বিজয়ী হয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ : তোমরা তুচ্ছ করেছ জِلْدَكُمْ তোমাদের সেই প্রজন্মকে فِيهِمْ যাদের মধ্যে রয়েছে
اُنْسِيْتُمْ তোমাদের الْيَدَاُতُ সমবয়সী وَمَعَهُمْ এবং যাদের সাথে اِنْعَقَدَتِ সংঘটিত হয়েছে ভালোবাসা
তোমরা কি ভুলে গেছ جَهَائِدَةَ النَّقْدِ হে বিজ্ঞ সমালোচকবৃন্দ الْحَلِّ সমাধান الْعَقْدِ সমস্যা
যা উদ্ভাবন করেছে طَوَارِفَ নবীন الْقَرَانِجِ প্রতিভারা وَبَرَزَ যার মধ্যে বিজয়ী হয়েছে الْجَدْعُ দুই বছরের অশ্ব-শাবক
الرَّسَائِلِ পঞ্চবর্ষীয় অশ্বের উপর الْعِبَارَاتِ বর্ণনা الْمَهْذَبَةِ সুবিন্যস্ত الْاِسْتِعَارَاتِ উপমা الْمَوْشَعَةِ মাধুর্যপূর্ণ
পুস্তিকাসমূহ الْمُسْتَمْلَحَةِ অলংকার সমৃদ্ধ وَالْاَسَاجِيعِ এবং অন্তর্মিলসম্পন্ন বাক্যাবলি الْمُسْتَمْلَحَةِ লাভগম্যময়।

শব্দ বিশ্লেষণ

তোমরা তুচ্ছ করেছ : عَمَصْتُمْ

অবজ্ঞা করা। তুচ্ছ করা। (ض) عَمَصًا -

তুচ্ছ মনে করা। (اِفْتِمَالًا) اِفْتِمَالًا -

مَادَّة : (ع - م - ص) ، جنس : صحيح

مَرَادُف : اِسْتَعْفَرْتُمْ ، جِدَّ ، اَكْرَمْتُمْ / عَظَمْتُمْ

জিন্স : এককালের দোকান (ج) اَمِيَالًا ، مِيَالًا : جنس : صحيح

مَادَّة : (ج - ي - ل) ، جنس : اَجَوْتُ بَائِي

مَرَادُف : مَعَاصِر

الَّذِينَ فِيهِمْ : যাদের মধ্যে রয়েছে।

তোমাদের জন্য, তোমাদের। لَكُمْ :

সমবয়সী, সমকক্ষ। (ج) لِدَاتُ ، لَدُنْ ، (و) لَدَّ :

জন দেওয়া। প্রসব করা। (ن) وَلَادَةً ، لَدَّ :

مَادَّة : (و - ل - د) ، جنس : مِقَالًا وَآوِي

مَرَادُف : اَتْرَابَ

مَعَهُمْ : তাদের সাথে।

الَّذِينَ مَعَهُمْ : যাদের সাথে।

اِنْعَقَدَتْ : সংঘটিত হয়েছে [-হলো]।

اِنْعَقَادًا : সংঘটিত হওয়া।

مَادَّة : (ع - ق - د) ، جنس : صحيح

مَرَادُف : تَكَرَّرَتْ

ভালোবাসা। (و) مَوَدَّةً :

التَّوَدَّة (س) مصد :

তোমরা কি ভুলে গেছ। : اُنْسِيْتُمْ :

(س) نَسِيَ ، نَسِيًا : ভুলে যাওয়া।

مَرَادُف : غَفَلْتُمْ / جَهَلْتُمْ

(ج) جَهَائِدَةً ، (و) جَهْدًا ، جَهَادًا : সুদক্ষ, বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ।

مَادَّة : (ج - ب - د) ، جنس : صحيح

مَرَادُف : اَلْعَنَانُ

সাহিত্য সমালোচনা করা। যাচাই করা। (ن) مصد :

পরখ করা।

(ج) مَوَائِدَةً ، (و) مَوَيْدًا (معرب مَوَيْدَ ، لفظ فارسی) :

পারসিকদের নেতা, পণ্ডিত, নিয়ন্তা।

مُرَادٌ : اَلْعُكْمُ .

النَّحْلُ : (ج) حُلُوفٌ : সমাধান :

জট খোলা । সমাধান দেওয়া । গিট খোলা । মসদ :

উন্মোচন করা ।

مُرَادٌ : اَلْكَشْفُ . ضَدُّ : اَلْعَقْدُ

অট, সমস্যা ।

اَلْعَقْدُ (ض) مَسَدٌ : বেচা-কেনা পাকা করা, গিট দেওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .

مُرَادٌ : مُشْكِلَةٌ . ضَدُّ : اَلْحُلُّ

যা প্রকাশ করেছে । উদ্ভাবন করেছে ।

(إِفْعَالٌ) إِهْرَازًا : প্রকাশ করা । উদ্ভাবন করা ।

(ج) طَوَارِفُ : (و) طَارِفَةٌ : নতুন সম্পদ, নবীন ।

مَادَّةٌ : (ط - ر - ف) . جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : جَدِيدَةٌ . ضَدُّ : قَدِيمٌ

(ج) الْقَرَانِجُ : (و) قَرِيعَةٌ : প্রতিভা, মেধা, স্বভাব-প্রকৃতি ।

بَرَزَ : বিজয়ী হয়েছে ।

(تَفْعِيلٌ) تَبَرُّزًا - اَلْفَرَسُ : ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতায় ।

একটি ঘোড়া অপরটি অপেক্ষা এগিয়ে যাওয়া ।

(ك) بَرَازَةٌ : গুণ-গরিমায় বা বীরত্বে প্রতিপক্ষের চেয়ে ।

এগিয়ে যাওয়া ।

مُرَادٌ : غَلَبَ . ضَدُّ : هَزَمَ

اَلْجَدْعُ : (ج) جَدَاعٌ , جَدْعَانٌ : দু'বছর বয়সের অশ্বশাবক ।

مُرَادٌ : اَلصَّغِيرُ . ضَدُّ : اَلْقَارِحُ

اَلْقَارِحُ : (ج) قَوَارِحُ , قَرَحٌ , مَقَارِيعُ : পঞ্চবর্ষীয় অশ্ব ।

مَادَّةٌ : (ق - ر - ح) . جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : اَلْكَبِيرُ . ضَدُّ : اَلْجَدْعُ

(ج) اَلْعِبَارَاتُ , (و) عِبَارَةٌ : বর্ণনা । অভিভাষিত ।

ভাবপ্রকাশ, ইবারত ।

مَادَّةٌ : (ع - ب - ر) . جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : اَلْيَسَارَاتُ

اَلْمَهْدِيَّةُ (مف, مز) : সুবিন্যস্ত, মার্জিত, সম্পাদিত ।

تَفْعِيلٌ) تَهْدِيَةً : সুবিন্যস্ত করা, মার্জিত করা ।

مَادَّةٌ : (ه - ذ - ب) . جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : مُنْشَقَّةٌ / مُنْظَمَةٌ

اَلْاِسْتِعَارَاتُ , (و) اِسْتِعَارَةٌ : উপমা, ইঙ্গিতবহ উপমা ।

مَادَّةٌ : (ع - ي - ر) . جِنْسٌ : اَجَوَفٌ يَانِي

সুমিষ্ট, মাদুর্ঘ্যপূর্ণ । (মু) :

سُمِيطٌ বা মাদুর্ঘ্যপূর্ণ হওয়া ।

مَادَّةٌ : (ع - ذ - ب) . جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : اَلْمُسْتَعْبِلَةُ

(ج) رَسَائِلُ , رِسَالَاتُ , (و) رِسَالَةٌ : চিঠি, বার্তা, পুস্তিকা ।

اَلْمَوْشَحَةُ (مف, মু) : অলঙ্কারসমৃদ্ধ ।

(تَفْعِيلٌ) تَوَشَّيْعًا : অলঙ্কার পরানো ।

مُرَادٌ : اَلْمُرْتَفَعَةُ

(ج) اَلْاَسَاجِيْعُ , (و) اُسْجُوعَةٌ : অনুপ্রাসময় বাক্যাবলি, অস্তমিলসম্পন্ন বাক্যাবলি ।

مُرَادٌ : اَلْكَلَامُ اَلْمُنْفَى .

اَلْمُسْتَحْلَعَةُ (مف, মু) : লাবণ্যময়ী লাস্যময়ী, পছন্দনীয়, আকর্ষণীয় ।

আকর্ষণীয় ।

(اِسْتِعْلَامًا) : লাবণ্যময়ী মনে করা ।

مُرَادٌ : اَلْمَلِيْعَةُ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : اُنْزِلْنِي يَا جَهَانْدَةَ التَّقْدِ الْخ :

অনুগ্রহ করো আমার নাম জেহান্দে তাদে ।

اَلْجَوَابُ يَدَا : اُنْزِلْنِي اَنْزِلْنِي : আর - مُتَادِي - يَدَا

কহো : مَا اَبْرَزْتُ طَوَارِفَ الْقُرَائِعِ :

ইসাত্বে সফে ইয়াফতটো - طَوَارِفَ الْقُرَائِعِ

- مُفْعَلٌ بِهِ - এর - تَسْبِيحٌ : এটা - اَلْمَوْصُوفِ

কহো : مِنْ اَلْعِبَارَةِ اَلْمَهْدِيَّةِ الْخ :

এটা - بَيَانٌ - এর - مَا اَبْرَزْتُ

বালাগাত

قَوْلُهُ : بَرَزْتُمُ الْجَدْعَ عَلَى الْقَارِحِ :

দু (জদে) এ (জদে) : সাহিত্যিকদেরকে (এ-এর মধ্যে নবীন সাহিত্যিকদেরকে)

বৎসরের অশ্ব শাবকের সাথে আর প্রবীণ সাহিত্যিকদেরকে

(اَلْقَارِحُ) পঞ্চবর্ষীয় অশ্বের সাথে - كَسَبَ - দেওয়া হয়েছে

এখানে - تَسْبِيحٌ - মাহযুফ আর - تَسْبِيحٌ - উল্লিখিত রয়েছে

তাই উক্ত উভয় স্থানে - مُصَرَّحَةٌ - হয়েছে ।

وَقَلَّ لِلْقَدَمَاءِ - إِذَا أَنْعَمَ النَّظَرُ، مَنْ حَضَرَ.
غَيْرُ الْمَعَانِي الْمَطْرُوقَةِ الْمَوَارِدِ، الْمَعْقُولَةِ
الشَّوَارِدِ، الْمَأْثُورَةِ عَنْهُمْ لِتَقَادُمِ الْمَوَالِدِ،
لَا لِتَقَدُّمِ الصَّادِرِ عَلَى الْمَوَارِدِ وَإِنِّي لَأَعْرِفُ
الْآنَ مَنْ إِذَا أَنْشَأَ، وَشَى، وَإِذَا عَبَّرَ، حَبَّرَ،
وَإِنْ أَسْهَبَ، أَذْهَبَ، وَإِذَا أَوْجَزَ، أَعْجَزَ، وَإِنْ
بَدَّ، شَدَّ، وَمَتْنِي اخْتَرَعَ، خَرَعَ.

অনুবাদ : যখন উপস্থিত জনতা ভালোভাবে লক্ষ্য করবে
[তখন তারা দেখতে পাবে যে, পূর্ববর্তীদের জন্য অবাধা
জন্তু বাধা ঘোলাটে ঘাটের আলোচ্য বিষয় ব্যতীত কিছু
আছে কি? যা তাদের কাছ থেকে জন্মের পূর্ববর্তিতার
কারণে বর্ণিত হয়: আগমনকারী অপেক্ষা প্রস্থানকারীর
অগ্রসরতার কারণে নয়। নিশ্চয় আমি এখন সেই
ব্যক্তিকে চিনি, যে সাহিত্য রচনা করলে সুন্দর [সাহিত্য
রচনা] করে। আর যখন ভাব ব্যক্ত করে তখন সুন্দরভাবে
ভাব ব্যক্ত করে, যদি দীর্ঘ আলোচনা করে তবে সোনা
ঝরায়, যখন সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে তখন লাজওয়ার
করে দেয়। যদি উৎপন্নমতিত্বের সাথে কথা বলে তবে
হতবাক করে দেয় এবং যখন [কিছু] আবিষ্কার করে তখন
[নিদ্দুরের কলজ]ে বিদীর্ণ করে দেয়।

শাব্দিক অনুবাদ : যখন ভালোভাবে লক্ষ্য করবে **حَضَرَ** مَنْ
উপস্থিত জনতা **غَيْرُ** ব্যতীত আলোচ্য বিষয় **الْمَطْرُوقَةِ** ঘোলাটে **الْمَوَارِدِ** ঘাট **الْمَعْقُولَةِ** বাধা **الشَّوَارِدِ** অবাধা
জন্তু **الْمَأْثُورَةِ عَنْهُمْ** যা বর্ণিত হয় তাদের কাছ থেকে **لِتَقَادُمِ** পূর্ববর্তিতার কারণে **الْمَوَالِدِ** জন্ম **لَا** নয় **لِتَقَدُّمِ** অগ্রসরতার
কারণে **الصَّادِرِ** প্রস্থানকারী **عَلَى الْمَوَارِدِ** আগমনকারী অপেক্ষা **وَإِنِّي** নিশ্চয়ই আমি **لَأَعْرِفُ** সেই ব্যক্তিকে চিনি **الْآنَ** এখন
যে ব্যক্তি **إِذَا أَنْشَأَ** সাহিত্য রচনা করে **وَشَى** সুন্দর করে **عَبَّرَ** **وَإِذَا** আর যখন ভাব ব্যক্ত করে **حَبَّرَ** সুন্দরভাবে ভাব ব্যক্ত করে
তখন **أَعْجَزَ** **وَإِذَا** আর যখন সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে **أَوْجَزَ** **وَإِنْ** আর যদি দীর্ঘ আলোচনা করে **أَسْهَبَ** সোনা ঝরায়
করে দেয় **بَدَّ** **وَإِنْ** যদি উৎপন্নমতিত্বের সাথে কথা বলে **شَدَّ** হতবাক করে দেয় **وَمَتْنِي** এবং যখন **اخْتَرَعَ**
আবিষ্কার করে **خَرَعَ** বিদীর্ণ করে দেয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

(ج) قَدَمَاءُ، قَدَامِي، قَدَائِمٌ (র) قَدِيمٌ :
مَادَّةُ : (ق-د-م) ، جَسَسَ : مَجِيعٌ
مُرَادُونَ : مَسِيئٌ / عَيْتِيئٌ ، ضِدٌّ : جَدِيدٌ
(إِذَا) أَنْعَمَ : ভালোভাবে লক্ষ্য করবে, গভীর দৃষ্টি দেবে।
(إِعْمَالٌ) إِنْشَاءً - النَّظَرُ : গভীরভাবে লক্ষ্য করা।
النَّظَرُ (ن) مَصْد : তাকানো, লক্ষ্য করা। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা।
(مَنْ) حَضَرَ : [যে/ যারা] উপস্থিত হয়েছে, উপস্থিত জনতা।

(ن) حَضَرًا : উপস্থিত হওয়া।

غَيْرٌ : ব্যতীত, ছাড়া, স্ক্রি।

(ج) الْمَعَانِي (و) مَعْنَى : অর্থ, উদ্দেশ্য, আলোচ্য বিষয়, বিষয়বস্তু।

(ض) عَيَانَةً : উদ্দেশ্য করা।

مَادَّةُ : (ع-ن-ي) ، جَسَسَ : تَانِيصٌ يَانِي

مُرَادُونَ : الْمَقْصُودَةُ

الْمَطْرُوقَةِ (مف) (مز) : যে পানিতে উট নেমে লেদে চলে

নষ্ট করে ফেলেছে। ঘোলাটে, ময়লা।

(ن) طَرَفًا - الْمَاءُ : পানি ঘোলাটে করা।

- أَلْيَابٌ : করাঘাত করা।

مُرَادُونَ : الْكَذْبَةُ

(ج) الْمَوَارِدِ (و) مَوْرِدٌ (ظ) : অবতরণস্থল, পানস্থান, ঘাট।

الْمَعْقُولَةُ (مف) (مز) : বাধা, বন্ধনাবদ্ধ।

(ن) ض) عَقْلًا : বাধা, আবদ্ধ করা।

مَادَّةٌ : (ع-ق-ل) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : الْمَرْبُوطَةُ , ضِدٌّ : الْمَرْسِلَةُ/الْمَائِيَّةُ
 (ج) شَوَارِدُ شُرْدَ , (و) شَارِدَةٌ (فأ, مؤ) : আবাদ্য জন্তু :
 (ن) شُرْدَا, شُرُودَا : অবাদ্য হয়ে, পলায়ন করা :
 مَادَّةٌ : (ش-ر-د) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : الْفَارَةُ/الْمَائِيَّةُ , ضِدٌّ : الْمَعْقُورَةُ/الدَّلُولُ
 الْمَائِيَّةُ (مف, مؤ) : । পূর্বসূত্রে বর্ণিত :
 (ن-ض) أَمْرٌ : বর্ণনা করা :
 مُرَادٌ : الْمَنْقُولَةُ
 تَقَادُّمٌ (تفاعل) مَصْدُ : পূর্ববর্তী হওয়া । অগ্রবর্তী হওয়া :
 প্রাচীন হওয়া :
 مُرَادٌ : السَّيْقُ , ضِدٌّ : السَّخَرُ
 (ج) أَلْمَوَالِدُ , (و) مَوْلِدٌ : জন্মান্বান, জন্মকাল :
 مَوْلِدٌ : জন্ম :
 تَقَدَّمَ (تفعّل) مَصْدُ : অগ্রসর হওয়া । উন্নত হওয়া :
 প্রত্যাবর্তনকারী, প্রস্থানকারী : (أ, مذ)
 (ن) ض, صُدُورًا : প্রত্যাবর্তন করা, প্রস্থান করা :
 فِي الْقُرْآنِ : يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا .
 مُرَادٌ : الرَّاجِعُ
 الْوَارِدُ (فأ) : আগমনকারী, অবতরণকারী :
 (ض) وُرُودًا : আগমন করা । অবতরণ করা :
 مُرَادٌ : النَّازِلُ/الْمُنْجِي
 لَا أَعْرِفُ : অবশ্যই আমি চিনি :
 (ض) عَرَفَةً, عَرِفَاتًا, مَعْرِفَةٌ : চেনা । জানা :
 الْآنَ : এখন, এ মুহূর্তে :
 (إِذَا) أَنْشَأَ : [যখন] সাহিত্য রচনা করে । সাহিত্য রচনা করলে :
 (إِفْعَالٌ) إِنْشَاءٌ : সাহিত্য রচনা করা :
 وَشَى : কারুকার্য করে, সুন্দর করে :
 (تَفْعِيلٌ) تَرَشَّيْتُ : সাহিত্য রচনা করা :
 مُرَادٌ : زَيَّنَّ

(إِذَا) عَبَّرَ : [যখন] ভাব ব্যক্ত করে, কথা বলে :
 (تَفْعِيلٌ) تَعَبَّرًا : কথা বলা, ভাব ব্যক্ত করা :
 - الرَّوْنَى : স্বপ্ন ব্যাখ্যা করা :
 مَادَّةٌ : (ع-ب-ر) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : تَكَلَّمَ
 حَبَّرَ : সুসজ্জিত করে, সুন্দরভাবে করে :
 (تَفْعِيلٌ) تَعَبَّرًا : সুসজ্জিত করা, কারুকার্য করা, সুন্দর করা :
 (ن) حَبَّرَا , (أَفْعَالٌ) إِبْخَارًا - هُ : শুশি করা :
 (س) حَبَّرَا , حَبُورًا : শুশি হওয়া :
 مُرَادٌ : حَسَّنَ
 (إِنْ) أَسْهَبَ : [যদি] দীর্ঘ আলোচনা করে :
 (أَفْعَالٌ) إِسْهَابًا : দীর্ঘ আলোচনা করা :
 مَادَّةٌ : (س-ه-ب) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : أَطْنَبَ
 أَذْهَبَ (أَفْعَالٌ) إِذْهَابًا : সোনা খরায় । সোনার প্রলেপ দেয় :
 مَادَّةٌ : (ذ-ه-ب) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 (إِذَا) أَوْجَسَ : [যখন] সংক্ষিপ্ত কথা বলে । সংক্ষিপ্ত
 আলোচনা করে :
 (أَفْعَالٌ) إِبْجَارًا : সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা । সংক্ষেপে কথা বলা :
 مَادَّةٌ : (و-ج-ز) , جِنْسٌ : مِثَالٌ وَائِي
 مُرَادٌ : اخْتَصَرَ
 أَعَجَزَ : অক্ষম করে দেয় । লাজওয়াব করে দেয় :
 (أَفْعَالٌ) إِعْجَارًا : অক্ষম করা । লাজওয়াব করে দেওয়া :
 (س) عَجَزًا : অক্ষম হওয়া :
 مَادَّةٌ : (ع-ج-ز) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : قَعَّمَ
 (إِنْ) بَدَّ : [যদি] অকস্মাৎ আসে । উৎপন্নমতিত্বের সাথে কথা বলে :
 (ف) بَدَّمَ : অকস্মাৎ আসা :
 مُرَادٌ : إِرْتَعَلَ
 شَدَّ : হতবাক করে দেয় । হতভম্ব করে দেয় :
 (ف) شَدَّمَ : হতবাক করে দেওয়া :
 مُرَادٌ : إِبْهَتَّ/أَهَشَّ

(مَتَى) (اِخْتَرَعَ) : [যখন] আবিষ্কার করে।

(اِنْتِعَالَ) (اِخْتِرَاعًا) : আবিষ্কার করা।

مُرَادِفٌ : اَبَدَعَ

خَرَعَ : বিদীর্ণ করে দেয়।

(ف) خَرَعًا : বিদীর্ণ করা।

مُرَادِفٌ : شَقَّ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : وَهَلْ لِلْقَدَمَاءِ إِذَا أَنْعَمَ الشَّظَرُ مِنْ حَضَرٍ غَيْرِ
الْمَعَانِي :

এখানে هَل্ শব্দটি اِسْتِفْهَامِيَّةً হবে
মুভতাদা মুআখ্খার। কَايْتُ لِلْقَدَمَاءِ -এর সাথে
ثَايْتُ হবে إِذَا أَنْعَمَ الشَّظَرُ الْمُكَدَّمُ হয়ে খবর মুকাদ্দাম
فَاعِلُ -এর أَنْعَمَ مِنْ حَضَرٍ হলে ظَرْفُ এবং
خَبَرُ -এর

قَوْلُهُ : الْمَعَانِي الْمَطْرُوقَةُ الْمَوَارِدِ :

এখানে الْمَوَارِدِ -এর أَلِفٌ وَ لَامٌ টা মুযাফ ইলাইহ-এর
পরিবর্তে হয়েছে।

قَوْلُهُ الْمَعْقُولَةُ الشَّوَارِدُ :

এটা الشَّوَارِدُ -এর ২য় সিফাত। এখানেও
মতো أَلِفٌ وَ لَامٌ টা মুযাফ ইলাইহির পরিবর্তে এসেছে :

قَوْلُهُ : الْمَأْثُورَةُ عَنْهُمْ :

এটা الْمَعَانِي -এর ৩য় সিফাত।

বাঙ্গালাত

قَوْلُهُ : الْمَعَانِي الْمَطْرُوقَةُ الْمَوَارِدِ :

এখানে পুরাতন ও প্রাচীন আলোচ্য বিষয়কে ঘোলাটে পানির
ঘাটের সাথে تَشْبِيهِ দেওয়া হয়েছে। এখানে
উল্লিখিত এবং مُشَبَّه মাহযুফ রয়েছে। সুতরাং এখানে
اِسْتِعَارَةٌ مُصْرَحَةٌ হয়েছে।

এ বাক্যে অভিনব বিষয়বস্তুকে (الْمَعْقُولَةُ الشَّوَارِدُ)
বন্ধনাবদ্ধ অবাধ্য জন্তুর সাথে تَشْبِيهِ দেওয়া হয়েছে
অতএব এখানেও اِسْتِعَارَةٌ مُصْرَحَةٌ হয়েছে।

فَقَالَ لَهُ نَاطُورَةُ الدِّيَّانِ ، وَعَيْنُ أَوْلَيْكَ
الْأَعْيَانِ : مَنْ قَارِعُ هَذِي الصَّفَاةِ ، وَقَرِنُ
هَذِهِ الصِّفَاتِ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ قَرِنٌ مَجَالِكُ ،
وَقَرِنٌ جِدَالِكُ ، وَإِذَا شِئْتَ ذَاكَ فَرَضُ نَجِيبًا ،
وَأَدْعُ مَجِيبًا ، لِيَتَرَى عَجِيبًا . فَقَالَ لَهُ : يَا
هَذَا ! إِنَّ الْبَغَاثَ بِأَرْضِنَا لَا يَسْتَنْسِرُ ،
وَالْتَمِيزُ عِنْدَنَا بَيْنَ الْفِضَّةِ وَالْقُضَّةِ
مُتَبَيِّرٌ .

অনুবাদ : অতঃপর সভার সভাপতি ও সে সব মানুষের নেতা তাকে বললেন, এই পাথরে আঘাতকারী এসব গুণাবলিতে বিজয়ী ব্যক্তি কে? তখন সে বলল যে, সে তোমার ময়দানের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং তোমার বিতর্কের সঙ্গী। যখন তুমি [তার সত্যতা যাচাই করতে] চাও তখন তুমি উত্তম অশ্বকে কসরত করাও এবং জওয়াবদাতাকে আহবান কর, যাতে তুমি বিষয়কর ব্যাপার প্রত্যক্ষ করতে পার। তখন সভাপতি তাকে বললেন, হে জনাব! শকুন আমাদের এলাকায় বাজ পাখিতে পরিণত হয় না এবং রূপা ও কংকরের মধ্যে পার্থক্য করা আমাদের কাছে সহজ ব্যাপার।

শাব্দিক অনুবাদ : অতঃপর তাকে বলল দিওয়ান নাতুরা ও সে সব মানুষের নেতা এই হুজুরে এই পাথরে এবং বিজয়ী এই সকল গুণাবলিতে প্রতিদ্বন্দ্বী তোমার ময়দানের এবং সঙ্গী তোমার বিতর্কের। ইতিমধ্যে যখন তুমি চাও তখন তুমি কসরত করাও উত্তম অশ্ব এবং আহবান কর নজিব। যাতে তুমি প্রত্যক্ষ করতে পার এজিবি বিষয়কর ব্যাপার তখন [সভাপতি] তাকে বললেন এবং জনাব! নিশ্চয়ই শকুন আমাদের ভূখণ্ডে পরিণত হয় না। হ্যাঁ! তুমি আমাদের কাছে বিন মাঝে রূপা কংকর মুতাবির সহজ ব্যাপার।

শব্দ বিশ্লেষণ

نَاطُورَةُ (মذكر, مؤنث, واحد, جمع) : নেতা, সমাজপতি।

مَادَّةُ (ن. ظ. و), جنس : صَحِيح

مَرَادُف : سَيِّدٌ

الدِّيَّانُ (ج) دَوَارَيْنَ , دِيَارَيْنَ : সভা, মজলিস, কাব্যসম্মেলন।

عَيْنُ : (ج) أَعْيُنَ , عَيْنٌ : নেতা, নয়নমণি, চক্ষু।

مَرَادُف : عَيْنِي

أَوْلَيْكَ : (সে সব, ওসব, এই সকল)।

(ج) أَعْيَانُ , (و) عَيْنٌ : মানুষ, ব্যক্তি।

مَرَادُف : أَلْرَجَالُ

قَارِعٌ (فأ, مذ) : আঘাতকারী, বিচূর্ণকারী।

(ف) قَرِنًا : আঘাত করা।

مَرَادُف : ضَارِبٌ

هَذِي (مِثْلَ هَذِي , إسم الإشارة) : এই, এটি।

الْصَّفَاةُ : (ج) صَفَاةٌ , صَفَوَاتُ (جمع) أَصْفَاءُ , صِفَتِي :

মসৃণ চওড়া পাথর।

بِئِ الْقُرْآنِ : فَتَحَلَّهُ كَمَثَلِ صَفَوَاتٍ عَلَيْهَا تَرَابٌ .

مَادَّةُ (ص. ف. و), جنس : نَاقِصٌ وَآوِي

مَرَادُف : الصَّغَرَةُ .

تَرِبَعٌ (أص) : (ج) قُرْعَى : লটারীতে বিজয়ী বা পরাজিত।

(ن) قَرَعًا : লটারিতে জয়ী হওয়া।

قَرَعٌ عَلَيْهِ - : পরাজিত হওয়া।

مَادَّةُ (ن. ر. ع), جنس : صَحِيح

مَرَادُف : مُفْلِحٌ / أَفْلَحَ , جِدَّ : خَائِبٌ / رَاسِبٌ / غَيْرُ أَفْلَحٍ .

(ج) أَلْصِفَاتُ , (و) صِفَةٌ : গুণাবলি।

সমকক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিপক্ষ : (ج) أَقْرَانٌ :
দৌড় প্রতিযোগিতার ময়দান : (ج) مَجَالٌ :
(ن) جَوْلًا، جَوْلًا، جَوْلًا : যোরা :
মরাদ্ : مِيدَانٌ
জড়িত, সাধী, সঙ্গী, যামী : (ج) قُرْنَاءُ :
মাদ্ : (ق-র-ন) ، جِنْسٌ : صَحِيحٌ
বগড়া করা, বিতর্ক করা : (ج) مَقَالَةٌ : مَد :
মরাদ্ : نِزَاعٌ
إِذَا شِئْتَ : [যখন] তুমি চাও :
(ف) شَيْئًا، شَيْئًا : চাওয়া :
ওটা, সেটা, তা : (ج) الإِشَارَةُ :
তুমি কসরত করাও : رَضٌ :
(ن) رَوْضًا، رِيَّاضَةً : প্রশিক্ষণ দেওয়া, কসরত করানো :
মাদ্ : (ر-و-ض) ، جِنْسٌ : أَجْرٌ وَأَوْى
মরাদ্ : مَرْنٌ
تَجَيَّبَ (ج) أَنْجَبَ، تَنَبَّأَ، تَحَبَّ : সম্ভ্রান্ত, অভিজাত :
মাদ্ : (ن-ج-ب) ، جِنْسٌ : صَحِيحٌ
মরাদ্ : كَرِيمٌ/الْعِيسَانُ، ضِدٌّ : لَيْتِمَ
(فَرَسٌ) نَجِيْبٌ : উত্তম ও উন্নত জাতের অশ্ব :
أَدْعُ : তুমি ডাক, আহ্বান কর :
(ن) دَعَا، دَعَا، دَعَا : ডাকা : আহ্বান করা :
مُجِيبٌ (فأ، مذ) : জওয়াবদাতা :
(أَقْعَالٌ) إِيْجَابَةٌ : জওয়াব দেওয়া :
مُرَادٌ : مُعَاوَرٌ، ضِدٌّ : غَايِرٌ
(ل) تَرَى : [যাতে] তুমি দেখ, দেখতে পার :
(ف) رَأَى، رَوَى : দেখা : প্রত্যক্ষ করা :
عَجِبٌ (ج) عَجَبٌ : বিস্ময়কর, আশ্চর্যময় :
يَاغِدًا (حرف النداء، بعده اسم الإشارة) : হে জনাব :
أَلْبَقَاتٌ (يَتَلَبَّسُ النَّبَاءُ) (ج) بُغْفَانٌ : শকুনের মতো :
এক প্রকার পাখি :
مَادٌ : (ب-غ-ث) ، جِنْسٌ : صَحِيحٌ
أَرْضٌ : (ج) أَرْضُونَ، أَرْضٌ، أَرْضٌ :
ছবি, জমি, ভূখণ্ড, এলাকা :

لَا يَسْتَنْسِرُ : বাজ পাখিতে পরিণত হয় না :
(يَسْتَعْمَلُ) يَسْتَنْسِرُ : বাজ পাখিতে পরিণত হওয়া :
مَادٌ : (ن-س-ر) ، جِنْسٌ : صَحِيحٌ
পার্থক্য করা, প্রতেন করা : (ج) التَّمْيِيزُ :
পার্থক্য করা, পৃথক করা : (ج) التَّمْيِيزُ :
فِي الْقُرْآنِ : وَأَمَّا زَوْالُ الْيَوْمِ أَهْلُ السَّجَرِ مَرْنٌ :
মাদ্ : (م-ي-ز) ، جِنْسٌ : أَجْرٌ بَيْنِي
مُرَادٌ : التَّقْرِيقُ
রূপা, রজত, চাঁদি : (ج) الْقَيْصَةُ :
মাদ্ : (ف-ض-ض) ، جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
مُرَادٌ : التَّلَجِيْنُ
কংকর, পাথর : (ج) الْقَيْصَةُ :
ছোট ছোট কংকর : (ج) الْقَيْصَةُ :
فِي الْقُرْآنِ : يَرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ قَاقَامُهُ :
মাদ্ : (ق-ض-ض) ، جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
মরাদ্ : الْخَصِي
مَتَسَيَّرٌ (فأ، مذ) : সহজসাধ্য, সহজ :
(نَعْمٌ) تَسَيَّرٌ : সহজ হওয়া :
(تَفْعِيلٌ) تَسَيَّرٌ : সহজ করা :
فِي الْقُرْآنِ : يَرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ -
মাদ্ : (ي-س-ر) ، جِنْسٌ : مِثَالٌ يَأْتِي
مُرَادٌ : سَهْلٌ

বালাগাত

قَوْلُهُ : مَنْ قَارَعَ هَذِي الصَّفَاةَ :
এখানে শব্দ কথাকে -এর সাথে تَشَبُّه দেওয়া
হয়েছে। এখানে مَثَبَةٌ উল্লিখিত আর মাহযূফ
রয়েছে। তাই এখানে مَصْرَحُهُ হয়েছে।
قَوْلُهُ : فَرَضَ تَجَيَّبًا :
এখানে উত্তম প্রতিযোগীকে -এর সাথে তালবীহ
দেওয়া হয়েছে। এখানে مَثَبَةٌ উল্লিখিত আর
মাহযূফ রয়েছে। সুতরাং এখানে مَصْرَحُهُ হয়েছে।

وَقَلَ مَنْ اسْتَهْدَفَ لِلنِّصَالِ ، فَخَلَصَ مِنْ
 الدَّاءِ الْعَضَالِ ، أَوْ اسْتَشَارَ نَفَعَ الْإِمْتِحَانِ ،
 فَلَمْ يَقْدُ بِالْإِمْتِحَانِ ، فَلَا تُعْرَضُ عِرْضَكَ
 لِلْمَفَاضِيعِ ، وَلَا تُعْرَضُ عَنْ نَصَاحَةِ النَّاصِحِ .
 فَقَالَ : كُلُّ أَمْرٍ أَعْرِفَ يَوْسَمَ قِذْبِهِ ،
 وَسَيَتَفَرَّى اللَّيْلَ عَنْ صُبْحِهِ ، فَتَنَاجَيْتِ
 الْجَمَاعَةَ فِي مَا يُسَبِّرُ بِهِ قَلْبِيئَهُ ، وَتَعَمَّدُ
 فِيهِ تَقْلِيْبِيئَهُ .

অনুবাদ : কমই এমন আছে, যারা তীর নিক্ষেপে
 লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছে, কিন্তু দুরারোগ্য ব্যাধি
 মুক্তি পেয়ে গেছে, অথবা পরীক্ষার ধুলো উড়িয়েছে, কিন্তু
 লাঞ্ছনার খড়-কুটো চোখে যায় নি। অতএব তুমি
 অবমাননার জন্য তোমার ইজ্জতকে পেশ করো না এবং
 উপদেশদাতার উপদেশকে উপেক্ষা করো না। উত্তরে সে
 বলল, প্রত্যেক ব্যক্তিই তার তীরের চিহ্ন সম্পর্কে অধিক
 অবগত এবং অনতিবিলম্বে রাত্রি তার প্রভাত থেকে পৃথক
 হয়ে যাবে। অতঃপর [সভাস্থ] লোকজন তার কূপের
 [গভীরতা] যার দ্বারা পরীক্ষা করা যায় এবং তাতে তার
 চুবোনির ব্যবস্থা করা যায় সে বাপারে চুপিসারে আলোচনা
 করল।

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَلَ এবং খুব কমই আছে مَنْ যারা اسْتَهْدَفَ লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছে لِلنِّصَالِ তীর নিক্ষেপের
 نَفَعَ الْإِمْتِحَانِ কিন্তু মুক্তি পেয়ে গেছে الدَّاءِ مِنْ ব্যাধি থেকে الْعَضَالِ দুরারোগ্য اسْتَشَارَ ধুলো উড়িয়েছে
 بِمَا لَا يُعْرَضُ لَا لِجَانِّهِ কিন্তু খড়-কুড়া চোখে যায়নি بِالْإِمْتِحَانِ লাঞ্ছনার খড়-কুটো অতএব, তুমি পেশ করো না
 تَنَاجَيْتِ তোমার ইজ্জত উপদেশদাতার উপদেশ উপেক্ষা করো না عَنْ نَصَاحَةِ উপদেশ উপদেশ দাতা
 وَسَيَتَفَرَّى এবং وَسَيَتَفَرَّى তার তীর তার তীর চিহ্ন সম্পর্কে অধিক অবগত
 فَتَنَاجَيْتِ অতঃপর فَتَنَاجَيْتِ তার তীর চুপিসারে আলোচনা করল
 وَتَعَمَّدُ এবং وَتَعَمَّدُ তার কূপের কূপের গভীরতা পরীক্ষা করা যায়
 فِيهِ তাতে فِيهِ তাতে تَقْلِيْبِيئَهُ তার চুবোনি।

শব্দ বিশ্লেষণ

قَلَ (ض) قَلًا ، قَلَّةً : কম হয়েছে, কমই আছে।

(مِنْ) اسْتَهْدَفَ : [যারা] লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছে।

(اسْتَهْدَفَ) اسْتَهْدَفَ : লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছে।

(إِعْمَالًا) إِعْمَالًا - لُهُ الشَّيْ : নিকটবর্তী হওয়া। সম্মুখীন হওয়া।

مَادَّةٌ : (د. দ. ফ.) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مَرَادُفٌ : اِنْتَقَبَ

النِّصَالُ (مفاعلة) مَصْد : তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা করা।

خَلَصَ : মুক্তি পেয়েছে, [-পেয়ে গেছে]।

(ن) خَلَصًا ، خُلُوصًا : মুক্তি পাওয়া।

مَرَادُفٌ : نَجَا

الدَّاءُ : (ج) أَدْوَاءٌ : রোগ, ব্যাধি।

النِّصَالُ : কঠিন, দুরারোগ্য [ব্যাধি]।

(ن) عَضَالٌ - عَلَيْهِ : কঠোরতা করা।

- بِهِ الْأَمْرُ : কঠিন হওয়া।

- أَنْشَأَ : বাধা দেওয়া।

(إِعْمَالًا) إِعْمَالًا : দৃঃসাধ্য হওয়া, কঠিন হওয়া।

مَادَّةٌ : (ع. -ض. -ل.) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مَرَادُفٌ : اِنْتَقَبَ

اِسْتَشَارَ - نَفَعَ : ধুলো উড়িয়েছে।

(إِسْتِهْدَافًا) اِسْتِهْدَافًا : ধুলো উড়ানো।

(ن) تَوَرَّأَ : উত্তেজিত হওয়া। চাড়া দিয়ে উঠা।

مَادَةٌ : (ث. -و. -ر.) , جِنْسٌ : اَجْرَوَاتٍ وَابَوَاتٍ

مَرَادُفٌ : أَثَارٌ
 الْتَفَعُّ : (ج) نَفَاعٌ ، نَفَاعٌ : ধূলো, ধুলোবালি।
 فِي الْقُرْآنِ : فَأَثَرُونَ بِهِ نَفْعًا :
 مَرَادُفٌ : الْغَبَارُ
 الْإِمْتِحَانُ (إِفْتِمَحَالٌ) مَصْد : পরীক্ষা করা।
 فِي الْقُرْآنِ : أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ -
 مَادَّةٌ : (م - ح - ن) , جِنْسٌ : صَحِيعٌ
 لَمْ يَفْزَ (مَج) : চোখে খড়কুটো যায় নি।
 (إِفْتِمَحَالٌ) إِفْذَاءٌ : চোখে কুটো দেওয়া।
 الْإِمْتِحَانُ (إِفْتِمَحَالٌ) مَصْد : তুচ্ছ করা, লাঞ্ছিত করা।
 (ك) مَهَانَةٌ : তুচ্ছ হওয়া।
 مَادَّةٌ : (م - ه - ن) , جِنْسٌ : صَحِيعٌ
 مَرَادُفٌ : الْإِحْتِقَارُ
 لَا تُعَرِّضُ : তুমি পেশ করো না।
 (تَفْعِيلٌ) تَعْرِيفًا : পেশ করা।
 مَرَادُفٌ : لَا تَقْدِمُ
 عَرَضٌ : (ج) أَعْرَاضٌ : ইজ্জত, সম্মান।
 مَرَادُفٌ : الْعَرَّةُ , جُنْدٌ : الدِّئَنَةُ
 (ج) الْمَفَاضِعُ , (ر) مَفْطَحَةٌ : অবমানিত হওয়ার।
 কার্যকারণ।
 مَرَادُفٌ : الْمَعْرَاةُ
 لَا تُعَرِّضُ : তুমি উপেক্ষা করো না।
 (إِفْتِمَحَالٌ) إِفْرَاطًا : উপেক্ষা করা।
 مَرَادُفٌ : لَا تُثْمِلُ
 نَصَاحَةٌ (ف) مَصْد : হিতকামনা করা, উপদেশ দেওয়া।
 مَرَادُفٌ : وَعْظٌ
 الْكَثَائِصُ (نَا) (ج) نَصَاحٌ نَصَحَ : হিতাকাঙ্ক্ষী, উপদেশদাতা।
 (ف) نَصَحًا , نَصَاحَةً , نَصَاحِيَّةً - فَلَا وَفْلَاحَ :
 (ف) نَصَحًا , نَصَاحَةً , نَصَاحِيَّةً - فَلَا وَفْلَاحَ :
 উপদেশ দেওয়া। হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া।
 كُلٌّ : প্রত্যেক, সকল।
 أَمْرٌ (بِهَمزة الوصل) : পুরুষ, ব্যক্তি, মানুষ।

أَعْرِفُ (اسم تفضيل) : অধিক অবগত।
 (ض) عَرَفَةً , عِرْقَانًا , مَعْرِفَةً : চেনা, জানা।
 مَرَادُفٌ : أَعْلَمُ , ضِدُّ : أَجْهَلُ
 وَنَسَمَ : (ج) رُسُومٌ : চিহ্ন, আলামত।
 مَرَادُفٌ : غِلَافَةٌ / أَثَرٌ
 قَدْحٌ : (ج) نِدَاحٌ , أَنْدَحٌ , أَفْدَاحٌ , قَدْحَانٌ , (ج) أَفَادِيحٌ :
 পালক ও ফলকহীন তীর।
 مَرَادُفٌ : نَهَمٌ
 (س) يَتَفَرَّغُ : অনতি বিলম্বে বিকশিত হয়ে যাবে।
 পৃথক হয়ে যাবে।
 (تَفَعُّلٌ) تَفَرَّغًا : বিকশিত হওয়া।
 (ض) قَرِيًّا , (إِفْتِمَحَالٌ) إِفْرَاطًا - عَلَيْهِ الْكُذْبُ :
 অপবাদ দেওয়া।
 مَادَّةٌ : (ف - ر - ي) , جِنْسٌ : نَاقِصٌ يَائِي
 مَرَادُفٌ : سَيِّظُهُ
 الْكَلِيلُ : (ج) كِبَالٌ , كِبَالِي : রাত্রি, নিশি, রজনী, শব্দী।
 صَبِيحٌ : (ج) أَصْبَاحٌ : প্রভাত, ভোর, প্রভুষ।
 تَنَاجَيْتٌ : চুপিসারে আলাপ করল।
 (تَفَاعُلٌ) تَنَاجَيْتًا : চুপিসারে আলাপ করা।
 الْجَمَاعَةُ : (ج) جَمَاعَاتٌ : লোকজন, সমবেত লোকজন।
 مَا يَسْتَبْرَأُ (مَج) بِهِ : যার ঘরা গভীরতা পরীক্ষা করা যায়।
 (ن) (ض) سَبْرًا , (اِنْعَمَالٌ) إِسْتِبْرَاءً - بِهِ :
 গভীরতা পরীক্ষা বা অনুমান করা।
 قَلِيبٌ : (ج) قَلْبٌ , أَفْلِيَّةٌ : কূপ, পাড়বিহীন কূপ।
 مَرَادُفٌ : يَتَرُ
 يَغْتَمِدُ (مَج) : ইচ্ছা করা যায় [ব্যবস্থা করা যায়]
 (ض) عَمَدًا : ইচ্ছা করা।
 مَرَادُفٌ : يَنْتَظِمُ
 تَقْلِيلٌ : (ف) (ج) تَقْلِيلٌ : উন্টিয়ে দেওয়া, [এখানে- ছুঁবানি দেওয়া]
 مَرَادُفٌ : إِفْرَاقٌ

فَقَالَ أَحَدُهُمْ : ذُرُّوهُ فِي حِصَّتِي ، لِأَرْمِيهِ
يَحْتَجِرُ قِصَّتِي ، فَإِنَّهَا عِضْلَةُ الْعُقْدِ
وَمِثْلُكَ الْمُنْتَفِدِ ، فَقَلَّدُوهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ
الرَّعَامَةَ ، تَقْلِيدَ الْخَوَارِجِ أَبَا نَعَامَةَ ،
فَأَقْبَلَ عَلَى الْكُهْلِ ، وَقَالَ : إَعْلَمَ أَنْيَ أَوَالِي ،
هَذَا الْوَالِي ، وَأَرْقَعَ حَالِي ، بِالْبَيَانِ الْحَالِي .

অনুবাদ : তখন তাদের একজন বলল, তাকে
পাল্লায় ছেড়ে দাও। আমি তার প্রতি আমার গল্পের
নিক্ষেপ করব। কেননা উক্ত গল্প দুঃসামান্য বিষয়
যাচাইয়ের কষ্টি পাথর। অতএব তারা খারেকী সম্প্রদায়
কর্তৃক আবু না'আমাকে নেতৃত্বের মালা পরাবার মতো
তাকে এ ব্যাপারে নেতৃত্বের মালা পরাল। অতঃপর সে
শ্রৌচ বয়সী লোকটির অভিমুখী হয়ে বলল, জেনে রাখ
এই গভর্নরের সাথে আমার বন্ধুত্ব আছে এবং আমি
আমার অলঙ্কার সমৃদ্ধ বাগিচা দ্বারা আমার অবস্থা
সংশোধন করি।

শাখ্বিক অনুবাদ : فَذُرُّوهُ তখন তাদের একজন বলল ذُرُّوهُ তাকে ছেড়ে দাও وَأَرْمِيهِ আমার পাল্লায়
আমি তার প্রতি নিক্ষেপ করব يَحْتَجِرُ পাথর قِصَّتِي আমার গল্প فَإِنَّهَا কেননা عِضْلَةُ الْعُقْدِ দুঃসামান্য বিষয়
وَمِثْلُكَ পাথর الْمُنْتَفِدِ যাচাই فَقَلَّدُوهُ অতএব তারা তাকে মালা পরাল هَذَا الْأَمْرِ এ ব্যাপারে الرَّعَامَةَ নেতৃত্ব
الرَّعَامَةَ নেতৃত্বের মালা পড়াবার মতো الْخَوَارِجِ খারেকী সম্প্রদায় أَبَا نَعَامَةَ আবু না'আমাকে تَقْلِيدَ অতঃপর সে
هَذَا الْوَالِي এই গভর্নরের সাথে আমার বন্ধুত্ব আছে إَعْلَمَ জেনে রাখ أَنْيَ অামার বাগিচা
وَأَرْقَعَ এবং আমি সংশোধন করি حَالِي আমার অবস্থা بِالْبَيَانِ বাগিচা দ্বারা আমার অবস্থা
সংশোধন করি

শব্দ বিশ্লেষণ

أَحَدٌ : একক, অনুপম, অদ্বিতীয়, এক। (ج) أَحَادٌ :
أَحَدُهُمْ : তাদের মধ্য থেকে একজন, তাদের একজন।
ذُرُّوهُ : তোমরা তাকে ছেড়ে দাও।
(ض. س) وَذُرُّوا : কর্তন করা। ছেড়ে দেওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : وَذُرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّيَا .
مَادَّةٌ : (و. ذ. ر) ، جنس : مِثَالٌ وَأَوَّلِي
مُرَادٌ : دَعَا (مِنْ الْيُودِ) .
حِصَّةٌ : (ج) حِصَصٌ : ভাগ, অংশ।
مَادَّةٌ : (ح. ص. ص) ، جنس : مُصَاعَفٌ ثَلَاثِي

أَوَّلِي : قِسْمٌ
(أ) أَرْمِي : [যাতে] আমি নিক্ষেপ করি।
ب) : -করব। আমি নিক্ষেপ করি, -
نَا رَمِيًا ، رَمَاةً :
عَمْرٌ : (ج) أَحْعَارٌ ، حِجَارٌ ، أَحَجَرٌ :
প্রস্তর, শিলা, উপল।
الْقُرْآنِ : وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْإِنْهَارُ .
عَمْرٌ : (ج) فَصَصَ ، أَفْصِصَ : গল্প, কাহিনী।
ب) : حِكَايَةٌ

১. আবু না'আমা : তিনি কাতারী ইবনুল ফজ্জা'আ নামে খ্যাত ছিলেন। আবু না'আমা তাঁর কুনিয়াত তথা উপনাম। তাঁর মূল নাম
পরিক্রমা এরূপ : জা'উনা ইবনে মাহিন ইবনে ইয়াযীদ ইবনে যিয়াদ। না'আমা নামক অশ্বের নামানুসারে তিনি যুদ্ধের সময়
না'আমা এবং সাধারণ অবস্থায় আবু মুহাম্মদ উপনাম ব্যবহার করতেন। কাতার নামক স্থানের সাথে কোন সম্পর্কের ভিত্তিতে
কাতারী এবং তাঁর পিতা ইয়ামানের প্রবাস থেকে অকস্মাৎ নিজ বাড়িতে গমন করায় তাঁকে আল-ফজ্জা বলা হয়। আবু
একাধারে ছিলেন একজন বীর অশ্বারোহী যোদ্ধা, কবি ও বাগী। তিনি খারেকী সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। খারেকীদের প্রধান
মুবাইর ইবনে আলী আস-সুলায়তী নিহত হওয়ার পর তিনি তাদের প্রধান আমীর নির্বাচিত হন এবং দীর্ঘ দশ বছর [মতান্তরে কি
যাবৎ তাদের নেতৃত্ব দেন। তিনি ৭৮ হিজরিতে ইজেকাল করেন।

عَضَلَةٌ : (ج) عَضَلٌ , عَضَلٌ : কঠিন, মসিবত।

مَرَادٌ : الْمَرْادُ

(ج) الْمَرْادُ , (و) عَرَدٌ : গিট, গিরা, সমস্যা।

مَرَادٌ : مَرْكَدٌ

عَضَلَةُ الْعَقْدِ : কঠিন সমস্যা, দুঃসমাখা বিষয়।

مَحْكُ (اسم الآلة) : ঘর্ষ করার বস্তু, কঠিনপাথর।

(ن) حَكَا : ঘষা দেওয়া।

مَادَةٌ : (ح. ك. ك.) , جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مَرَادٌ : زِنَادٌ

الْمُتَنَقِّدُ (مصدر ميسر بمعنى آلانقياد) : যাচাই।

যাচাই করা।

قَلَدُوا : তারা মালা পরাল। যুক্তি-প্রমাণ না বুজ্জে আনুগত্য করল।

(تَفْعِيلٌ) تَقْلِيدًا - هُ

مَرَادٌ : قَوْضُوا

الْأَمْرُ : (ج) أَمُورٌ : কাজ, বিষয়।

أَمْرٌ : (ج) أَوَامِرُ : নির্দেশ, ফরমান।

الرَّعَايَةُ (ف, ن) : মেদ : নেতা হওয়া।

الرَّعَايَةُ : নেতৃত্ব।

مَرَادٌ : الرِّيَادَةُ/الرِّيَاةُ

تَقْلِيدٌ (تَفْعِيلٌ) : যুক্তি প্রমাণ না বুজ্জে আনুগত্য করা।

মালা পরানো।

(ج) الْخَوَارِجُ (و) خَارِجَةٌ (أَي فِرْقَةٌ خَارِجَةٌ) : বিদ্রোহী দল,

যারা হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

أَبْرَ نَمَاسَةً : খারিজীদের জনৈক নেতার উপনাম।

أَقِيلٌ : অভিমুখী হলো, অগ্রসর হলো।

(إِنْمَالٌ) إِنْبَاءٌ : অভিমুখী হওয়া। অগ্রসর হওয়া।

الْكَهْلُ : (ج) كَهْلُونَ , كَهْلٌ , كَهْلٌ , كَهْلٌ : শ্রীড় বয়সী।

إِعْلَمُ : তুমি জেনে রাখ।

(س) عَلِمًا : জানা। অবগত হওয়া।

أَوَالِي : আমি বন্ধুত্ব রাবি। আমার বন্ধুত্ব আছে।

مَسَاعِلَةٌ مَرَالَةٌ : বন্ধুত্ব রাখা।

أَوَالِي : (ج) رُلَاةٌ : শাসনকর্তা, গভর্নর।

مَادَةٌ : (و. ل. ي.) , جِنْسٌ : لَيْفِيَةٌ مَقْرُودٌ

مَرَادٌ : الْعَاكِمُ

أَرْقَعُ : আমি সংশোধন করি, সুব্যবস্থা করি।

(تَفْعِيلٌ) تَرْقِيْعًا : সংশোধন করা।

مَادَةٌ : (و. ق. ح.) , جِنْسٌ : صَبِيْعٌ

مَرَادٌ : أَصْلَحُ

حَالٌ : (ج) أَحْوَالٌ , أَمْوَالٌ : অবস্থা, আকৃতি-প্রকৃতি।

الْبَيِّنَانِ : বাস্টিতা, বর্ণনা।

الْبَيِّنَانِ (ض) : মেদ : স্পষ্ট হওয়া বা করা।

الْحَالِي (ف, ا) : (ج) حَوَالٍ (وكذا الحالية) : অলংকার

সজ্জিতা রমণী।

(س) حَلِيًّا : অলংকার পরিধান করা। সুসজ্জিত হওয়া।

مَادَةٌ : (ح. ل. ي.) , جِنْسٌ : نَاقِصٌ بِأَنِي

مَرَادٌ : الْمَرْزُوقُ

الْحَالِي (ف, ا) : (مذ.) : সুমিষ্ট।

حَلَاةٌ : মিষ্ট হওয়া।

مَرَادٌ : الْعَدَبُ

وَكُنْتُ أَسْتَعِينُ عَلَى تَقْوِيمِ أَوْدِي، فِي بَلَدِي،
 يَسْعَةَ ذَاتِ يَدِي، مَعَ قَلَّةٍ عَدَدِي، فَلَمَّا ثَقُلَ
 حَازِي، وَتَفَدَّ رَذَائِي، أَمَمْتَهُ مِنْ أَرْجَائِي،
 بِرَجَائِي، وَدَعَوْتَهُ لِإِعَادَةِ رَوَائِي، وَإِرْوَائِي،
 فَهَشَّ لِلْوَفَادَةِ وَرَاحَ، وَغَدَا بِالإِفَادَةِ وَرَاحَ،
 فَلَمَّا اسْتَأْذَنْتَهُ فِي الْمَرَجِ، إِلَى الْمَرَجِ،
 عَلَى كَاهِلِ الْمَرَجِ؛ قَالَ :

অনুবাদ : আমি আমার দেশে থেকে আমার পরিবারের
 সদস্য-সংখ্যা কম থাকা অবস্থায় আমার বক্তৃতা সে-
 করার [অর্থাৎ অভাব-অনটন দূর করার] জন্য আমার
 সম্পদের স্বচ্ছলতার সাহায্য নিতাম। অতঃপর যখন
 আমার পিঠ ভারি হয়ে গেল এবং আমার স্বল্প বৃষ্টি
 [সামান্য সম্পদ] নিঃশেষিত হয়ে গেল তখন আমি আমার
 প্রত্যাশা নিয়ে আমার নিজ এলাকা থেকে তার উদ্দেশ্যে
 রওয়ানা করলাম এবং তাকে আমার ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়ে
 আনার জন্য এবং আমাকে পরিভ্রমণ করার জন্য আহ্বান
 করলাম। তখন সে আমাদের আগমনে লাফিয়ে উঠল
 এবং আনন্দিত হলো। আর সকাল-বিকাল আমাকে
 উপকৃত করতে লাগল। অতঃপর আমি যখন অতিশয়
 আনন্দ-উৎফুল্লতার কাঁধে চড়ে বাড়িতে যাওয়ার জন্য তার
 কাছে অনুমতি চাইলাম, তখন সে বলল,

শাস্তিক অনুবাদ : আমি সাহায্য নিতাম **وَكُنْتُ أَسْتَعِينُ** আমি আমার বক্তৃতা করার জন্য **أَوْدِي** আমার বক্তৃতা
 আমার দেশে **يَسْعَةَ ذَاتِ يَدِي** আমার সম্পদের স্বচ্ছলতার দ্বারা **مَعَ قَلَّةٍ** কম থাকা অবস্থায় আমার পরিবারের সদস্য
 সংখ্যা **ثَقُلَ** অতঃপর যখন **حَازِي** ভারি হয়ে গেল **وَتَفَدَّ رَذَائِي** এবং নিঃশেষিত হয়ে গেল আমার স্বল্প বৃষ্টি
أَمَمْتَهُ তখন আমি তার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলাম **مِنْ أَرْجَائِي** আমার নিজ এলাকা থেকে **بِرَجَائِي** আমার প্রত্যাশা নিয়ে
وَدَعَوْتَهُ এবং আমি তাকে আহ্বান করলাম **لِإِعَادَةِ** ফিরিয়ে আনার জন্য **رَوَائِي** আমার ঔজ্জ্বল্য এবং আমাকে পরিভ্রমণ
 করার জন্য **فَهَشَّ** তখন সে লাফিয়ে উঠল **لِلْوَفَادَةِ** আমাদের আগমনে **وَرَاحَ** এবং আনন্দিত হলো **وَالْإِفَادَةِ** এবং
 সকাল বিকাল আমাকে উপকৃত করতে লাগল **فَلَمَّا اسْتَأْذَنْتَهُ** অতঃপর আমি যখন তার কাছে অনুমতি চাইলাম **إِلَى الْمَرَجِ**
 যাওয়ার জন্য **عَلَى كَاهِلِ الْمَرَجِ** কাঁধে চড়ে **إِلَى الْمَرَجِ** অতিশয় আনন্দ উৎফুল্লতা **قَالَ** তখন সে বলল।

শব্দ বিশ্লেষণ

কُنْتُ أَسْتَعِينُ : আমি সাহায্য নিতাম।
 (الِاسْتِعَانَةَ) : সাহায্য নেওয়া। সাহায্য প্রার্থনা করা।
 تَقْوِيمٌ (تَقْوِيلٌ) : সোজা করা। যে কোনো দেশের।
 আয়তন বর্ণনা করা।

(ن) قِيَامًا : দণ্ডায়মান হওয়া।

مَادَهُ (ق. - ر. - م.) : চিন্তা : অজুত ওয়ৌ

مَرَادُهُ : উদ্দেশ্য

أَوْدٍ : বক্তৃতা, কষ্ট।

أَوْدٍ (س) : বক্তৃতা : মদ : বক্তৃতা হওয়া।

مَادَهُ (أ. - و. - د.) : চিন্তা : মরক্ক (مَهْمُوزٌ فَاءٌ وَأَجُوزٌ وَآوِي)

مَرَادُهُ : উদ্দেশ্য

بَلَدٌ : (ج) بُلْدَانٌ, يَلَدٌ : জনপদ, অঞ্চল, শহর।

يَسْعَةُ : স্বচ্ছলতা, ধনাত্মতা, সামর্থ্য।

(ض. - س) سَعَةً : প্রশস্ত হওয়া। স্বচ্ছল হওয়া।

مَادَهُ (و. - س. - ع.) : চিন্তা : মিশাল ওয়ৌ

مَرَادُهُ : উদ্দেশ্য

ذَاتُ الْيَدِ : মালিকানাভুক্ত সম্পদ।

ذَاتُ (مذ. - ذ.) : অধিকারিণী।

مَعَ : সাথে, সহকারে, সঙ্গে।

قَلَّةٌ (ض. - م.) : কম হওয়া।

عَدَدٌ (ج) أَعْدَادٌ : সংখ্যা, [এখানে-পরিবারের সদস্য-সংখ্যা]।

مَرَادُهُ : উদ্দেশ্য

যখন ভাৰি হয়ে গেল : لَمَّا ثَقُلَ :

(৮) ثَقُلَ : بِثِقَالَةٍ : ভাৰি হওয়া।

حَادَّ (ج) أَحَادَّ : পিঠ।

مَرَادَفٌ : ظَهَرُ

خَفِيفٌ الْحَادَّ : সামান্য সম্পদের মালিক।

ثَقَدَ : নিঃশেষিত হলো, - হয়ে গেল।

(স) ثَقَدَ : بِثِقَالَةٍ : নিঃশেষিত হওয়া।

مَرَادَفٌ : حَتَمَ / قَنِى

رَدَّادٌ : হাঙ্গা বৃষ্টি, ফেঁটা ফেঁটা বৃষ্টি, এখানে-সামান্য সম্পদ।

مَادَّةٌ : (র-ড-ড) : چِئْسَ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مَرَادَفٌ : قَلَّ / طَلَّ : كَثُرَ / وَايَلُ

أَمَسَتْ - ه : আমি [তার উদ্দেশ্যে] রওয়ানা করলাম।

(ন) أَمَسَ : تَفَعُّلٌ تَأَمَّيْنَا : ইচ্ছা করা।

مَادَّةٌ : (অ-ম-ম) : چِئْسَ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مَرَادَفٌ : قَصَدَتْ

(ج) أَرْجَأَ : (و) رَجَأَ : رَجَأَ : কেনারা। দিক।

[এখানে এলাকা, অঞ্চল।]

مَادَّةٌ : (র-জ-ম) : چِئْسَ : مَهْمُوزٌ لَامٌ

مَرَادَفٌ : أَطْرَافُ / جِهَاتٌ

رَجَاءٌ : আশা, প্রত্যাশা।

الرَّجَاءُ (ن) مَصَد : আশা করা।

دَعَوَتْ : আমি আহবান করলাম।

(ن) دَعَا : دَعَا : دَعَا : ডাকা, আহবান করা।

إِعَادَةٌ (إِفْعَالٌ) مَصَد : ফেরত দেওয়া, ফিরিয়ে দেওয়া,

পুনরায় করা।

مَادَّةٌ : (এ-ও-দ) : چِئْسَ : أَجُوفٌ وَائِي

مَرَادَفٌ : رَدَّ

رَوَاءٌ : চেহারার ঔজ্জ্বল্য, চাকচিক্য।

إِرْوَاءٌ (إِفْعَالٌ) مَصَد : পানি পান করিয়ে পরিভূক্ত করা।

مَادَّةٌ : (র-ও-ই) : چِئْسَ : تَفِيفٌ مَقْرُون

مَرَادَفٌ : أَتَقَاهُ

هَمَسَ : লাফিয়ে উঠল, উৎফুল্ল হওয়া।

(س) هَمَسَ : هَمَسًا : هَمَسًا : লাফিয়ে উঠা।

مَادَّةٌ : (হ-শ-শ) : چِئْسَ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مَرَادَفٌ : أَرْجَأَ

প্রতিনিধিরূপে আগমন করা : أَلْوَقَادَةُ (ض) مَصَد :

مَادَّةٌ : (ও-ন-দ) : چِئْسَ : يُفَالٌ وَائِي

مَرَادَفٌ : أَلْقَدَمُ

رَاحٌ : আনন্দিত হলো।

(ف) رَاحَةٌ : رَاحَةً : আনন্দিত হওয়া।

(ن) رَوَّاحٌ : সন্ধ্যাকালে আসা।

مَادَّةٌ : (র-ও-জ) : چِئْسَ : أَجُوفٌ وَائِي

مَرَادَفٌ : يَسَّرَ

عَدَّ : প্রভাতে আগমন বা গমন করল।

(ن) عَدَّ : عَدَّ : প্রভাতে গমন বা আগমন করা।

أَلْوَقَادَةُ (إِفْعَالٌ) مَصَد : উপকৃত করা, ফায়েদা দেওয়া।

مَادَّةٌ : (ফ-ই-দ) : چِئْسَ : أَجُوفٌ وَائِي

مَرَادَفٌ : ثَقَّعَ

رَاحٌ : (ন) رَوَّاحٌ : বিকাল বেলায় গমন বা আগমন করল।

لَمَّا اسْتَأْذَنْتُ : যখন আমি অনুমতি চাইলাম।

(إِسْتَفْعَالٌ) اسْتِغْنَانٌ : অনুমতি চাওয়া।

(س) إِذْنًا : অনুমতি দেওয়া।

مَادَّةٌ : (অ-ড-ন) : چِئْسَ : مَهْمُوزٌ قَاءٌ

١. أَلْبِرَاجُ : يَفْتَحُ النَّيْمَ : مُفْعَلٌ مَبْنِيٌّ مِنَ الرَّوَّاجِ :

বিকালে বা যে কোনো সময় গমন করা।

٢. أَلْبِرَاجُ : يَضَعُ النَّيْمَ : اسْمٌ طَرَفٌ مِنَ الْإِرَاحَةِ

উট, গরু বা ছাগল রাখার জায়গা। [এখানে বাড়ি।]

مَرَادَفٌ : مَرَعَى

كَاهِلٌ (ج) كَوَاهِلُ : ঘাড়ের কাছাকাছি পিঠের উপরিভাগ, কাঁধ।

٣. أَلْبِرَاجُ : يَكْسِرُ النَّيْمَ : مِنَ التَّسْرِجِ : অভিশয় আনন্দ,

উৎফুল্লতা, দাঙ্গিকতা, গর্ব।

مَرَادَفٌ : مَرَّو

বালাগাত

قَوْلُهُ : فَهَمَسَ لِلْوَقَادَةِ وَرَاحَ وَعَدَّ بِإِلْقَادَةِ وَرَاحَ :

এখানে উবাদে ও ওবাদে -এর মধ্যে ইচ্ছা লাভ হওয়া এবং

উভয় উবাদে -এর মাঝে ইচ্ছা লাভ হওয়া।

قَوْلُهُ : إِسْتَأْذَنْتُ فِي الْبِرَاجِ إِلَى الْبِرَاجِ عَلَى كَاهِلِ الْبِرَاجِ :

এখানে ইচ্ছা লাভ হওয়া -এর মাঝে ইচ্ছা লাভ হওয়া।

قَدْ أَرْمَعْتُ إِلَّا أَرْوَدَكَ بَشَاتًا، وَلَا أَجْمَعُ لَكَ
شَتَاتًا، أَوْ تُنْشِئُ لِي أَمَامَ ارْتِحَالِكَ،
رِسَالَةً تُودِعُهَا شَرْحَ حَالِكَ، حُرُوفٌ اخْذِي
كَلِمَتَيْهَا يَعْصِمُهَا النُّقْطُ، وَحُرُوفُ الْأُخْرَى
لَمْ يَعْصِمَنَّ قَطُّ، وَقَدْ اسْتَأْنَيْتُ بَيْنَانِي حَوْلًا،
فَمَا أَحَارَ قَوْلًا، وَنَبِّهْتُ فِكْرِي سَنَةً، فَمَا أَزَادَ
إِلَّا سَنَةً.

অনুবাদ : আমি দৃঢ় সংকল্প করেছি যে, আমি তোমার কোনো পাথেরয় ব্যবস্থা করব না এবং তোমার বিভিন্ন প্রকার মাল সংগ্রহ করব না, যে পর্যন্ত না তুমি তোমার বিদায়ের পূর্বে আমার জন্য এমন একটি নিবন্ধ রচনা করে দাও, যাতে তুমি তোমার অবস্থার বিবরণ বিবৃত করবে। যার দুটি শব্দের একটির বর্ণসমূহে নুকতা शामिल থাকবে এবং অপর শব্দের বর্ণগুলো কখনো নুকতা বিশিষ্ট হবে না। এমতাবস্থায় আমি আমার বর্ণনা শক্তিকে এক বছর অবকাশ দিয়েছি, কিন্তু সে কোনো কথা বলেনি এবং আমি আমার চিন্তা-শক্তিকে এক বছর যাবৎ জগ্ৰত করেছি, কিন্তু তদ্রূপ ব্যতীত তার কিছুই বৃদ্ধি পায় নি।

শাব্দিক অনুবাদ : আমি দৃঢ় সংকল্প করেছি **قَدْ أَرْوَدَكَ** আমি তোমার জন্য ব্যবস্থা করব না **بَشَاتًا** কোনো পাথেরয় **لَكَ** এবং তোমার জন্য সংগ্রহ করব না **أَوْ تُنْشِئُ** তুমি রচনা করে দাও **حَالِكَ** তোমার অবস্থার **رِسَالَةً** একটি নিবন্ধ **تُدْعِيهَا** যাতে তুমি বিবৃত করবে **شَرْحَ** বিবরণ **اخْذِي** তোমার বিদায়ের পূর্বে **أَمَامَ** আমার জন্য **كَلِمَتَيْهَا** তোমার অবস্থার **يَعْصِمُهَا** তোমার অবস্থার **النُّقْطُ** যার দুটি শব্দের একটির বর্ণসমূহে **وَحُرُوفُ الْأُخْرَى** নুকতা शामिल থাকবে **لَمْ يَعْصِمَنَّ قَطُّ** কখনো **وَقَدْ اسْتَأْنَيْتُ** তুমি রচনা করে দাও **بَيْنَانِي** আমার বর্ণনা **حَوْلًا** এক বছর **فَمَا أَحَارَ** কিন্তু সে **قَوْلًا** কোনো কথা **وَنَبِّهْتُ** এবং আমি **فِكْرِي** জগ্ৰত করেছি **سَنَةً** আমার চিন্তাশক্তিকে **فَمَا أَزَادَ** এক বছর যাবৎ **إِلَّا** কিন্তু তার কিছুই বৃদ্ধি পায়নি **سَنَةً** ব্যতীত তদ্রূপ।

শব্দ বিশ্লেষণ

আমি দৃঢ় সংকল্প করেছি। : **قَدْ أَرْمَعْتُ** :

দৃঢ় সংকল্প করা। : **إِفْعَالٌ** (إِزْمَاعًا)

বিচলিত হওয়া। : **زَمَعًا - مَنَعًا** :

দ্রুত বা আস্তে চলা। : **الْأَرْزَابُ - زَمَعًا** :

মাদে : **زَمَعًا** (জ-ম-ع) : **جَنَسٌ صَعِيبٌ**

مُرَادٌ : مَعَزَمٌ

আমি পাথেরয় ব্যবস্থা করব না। : **إِلَّا أَرْوَدُ** :

পাথেরয় ব্যবস্থা করা : **تَفْعِيلٌ** (تَرْوِيدًا)

মাদে : **زَمَعًا** (জ-ম-ع) : **جَنَسٌ أَجْوَدٌ رَاقٍ**

পাথেরয়, সামান্য, আসবাবপত্র। : **بَشَاتٌ : (ج) أَبَيْتُهُ** :

مُرَادٌ : زَادَ

আমি একত্র করব না, সংগ্রহ করব না। : **لَا أَجْمَعُ** :

একত্র করা। জমা করা। : **جَمَعًا** (ف)

شَتَاتٌ : (ج) أَشْنَاتٌ : বিভিন্ন প্রকার বস্তু, বিক্ষিপ্ত জিনিস।

شَتَاتٌ (ض) مَصْد : বিক্ষিপ্ত করা।

فِي الْفَرَانِ : يَوْمِيذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْنَاتًا :

مَادَةٌ : (ش-ت-ن) : جَنَسٌ مَضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادٌ : مَتَفَرِّقًا :

যে পর্যন্ত না। : **أَوْ اِسْمَعْنِي إِلَى أَنْ** :

তুমি রচনা কর, - করবে। : **تُنْشِئُ (إِفْعَالٌ) إِشْنَاءً** :

أَمَامَ (تَفْيِضُ الْوَرَاءِ) : পূর্বে, সামনে।

ارْتِحَالٌ (إِفْعَالٌ) مَصْد : স্থানান্তরিত হওয়া। রওয়ানা হওয়া।

বিদায় হওয়া।

رِسَالَةٌ (ج) رِسَالَتٌ : رِسَالَةٌ : চিঠি, বার্তা, পুস্তিকা, দূতালি,

[এখানে- নিবন্ধ]।

نُودَعُ : তুমি আমানত রাখবে, [এখানে বিবৃত করবে]।

(إِنْعَالًا) রাখা। : إِنْدَاعًا : আমানত রাখা।
 (مَرَادُفٌ) : تَضَمَّنَ (فِيهَا)
 ব্যাখ্যা, ভাষা। : شَرَّحَ (ج) : شَرَّوْخُ
 ব্যাখ্যা করা। : مَصَد :
 مَرَادُفٌ : بَيَان
 অবস্থা, আকৃতি-প্রকৃতি। : أَحْوَالُ, أَحْوَلُ :
 বর্ণ, অক্ষর, হরফ। : حُرُوفٌ, أَحْرَفٌ, (و) حُرُوفٌ :
 এক [একটি] : (مَز) : أَحْذَى (مَز, أَحَد)
 শব্দ। : كَلِمَةً (ج) : كَلِمَةٍ - শব্দ
 শব্দ। : كَلِمَةً (ج) : كَلِمَةٍ, وَالْكَلِمَةُ : (ج) : كَلِمَاتٍ :
 দুটি শব্দ। : كَلِمَتَيْنِ, كَلِمَتَانِ, (و) : كَلِمَةٍ :
 يَعْمُ : পরিব্যাণ্ড হয়। :
 (ن) : عَمَّوًا : পরিব্যাণ্ড হওয়া। :
 [সবাইকে] : يَعْمُ :
 (ن) : عَمَّا :
 (ع-م-م) : جَنَسٌ : مُصَافَعٌ ثَلَاثِي
 مَرَادُفٌ : يَنْشَلُ
 (ج) : تَقَطَّ, نَقَطَ, (و) : نَقَطَةً :
 বিন্দু, ফোঁটা, নুকতা। :
 (ن) : تَقَطَّ (ن) : مَصَد :
 হরফে নুকতা লাগানো। :
 (ن-ق-ط) : جَنَسٌ : صَعِيح
 (مَز) : الْأَخْرَى (مَز : الْأَخْرَى) : (ج) : أَخْرَأَ, أَخْرَأَتْ :
 (ن) : عَجَمًا : (إِنْعَالًا) : عَجَمًا :
 নুকতা বা হরকত লাগিয়ে শব্দের অশ্পষ্টতা দূর করা। :
 (ع-ج-م) : جَنَسٌ : صَعِيح
 مَرَادُفٌ : لَمْ يَشْطِطْنَ
 قَطُّ : أَنْصَحَ اللَّغَاتِ يَنْشَعُ الْفَنَانِ وَتَشْدِيدُ الْكَلَامِ
 (مَضْمُونَةٌ) :
 (إِسْتَانِيَتْ) :
 আমি অবকাশ দিয়েছি। :

(إِسْتَعْمَالًا) : (تَنْغَلَّ) : تَابَيْتَ :
 ভালোভাবে চিন্তা। :
 ভাবনা করা, অবকাশ দেওয়া। :
 (ض) : أَبَيْتَ :
 বিলম্ব করা। :
 (أ-ن-ي) : جَنَسٌ : مُرَكَّبٌ : مَهْمُوزٌ فَاءٌ وَتَاقِصٌ
 (يَانِي) :
 مَرَادُفٌ : اِسْتَمَهَلَتْ
 (الْيِيَانُ) :
 প্রাজ্ঞ বক্তব্য। :
 (ض) : مَصَد :
 প্রকাশ পাওয়া, স্পষ্ট হওয়া বা করা। :
 (ج) : حَوْلٌ, أَحْوَالُ :
 বছর। :
 (الْحَوْلُ) :
 শক্তি, ক্ষমতা। :
 فِي الْقُرْآنِ : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ -
 مَرَادُفٌ : سَنَةً
 (مَا أَحَارَ) :
 সে কথা বলে নি, উত্তর দেয় নি। :
 (إِنْعَالًا) : إِحَارَةً :
 উত্তর দেওয়া। :
 (ن) : حُورًا :
 হতবুদ্ধি হওয়া। :
 (تَضَاعَلٌ) : تَحَاوَرًا :
 আলোচনা করা। :
 فِي الْقُرْآنِ : وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوَرَكُمَا -
 (ح-و-ر) : جَنَسٌ : أَحْوَفٌ وَأَوْي
 مَرَادُفٌ : أَجَابَ رَدًّا
 (ن) : مَصَد :
 কথা বলা। :
 (ج) : أَقْوَالَ, (ج) : أَقَاوِيلَ :
 কথা, বক্তব্য। :
 مَرَادُفٌ : كَلَامًا
 تَبَهَّتْ :
 সতর্ক করেছি, জাগ্রত করেছি। :
 (تَنْغِيلٌ) : تَنْبِيْهَا :
 সতর্ক করা। :
 (ن-ب-ه) : جَنَسٌ : صَعِيح
 مَرَادُفٌ : أَبْقَطَتْ
 (ج) : أَفْكَارَ :
 চিন্তা-ভাবনা, চিন্তাশক্তি। :
 (ض) : مَصَد :
 চিন্তা-ভাবনা করা। :
 مَرَادُفٌ : تَأَمَّلَ
 سَنَةً : (ج) : سُنُونَ, سَنَوَاتٍ, سَنَهَاتٍ :
 বছর, বর্ষ। :

فِي الْقُرْآنِ : فَيُضَيِّعُ سِنِينَ .

মাদে : (স-ন-ও) , جِنْسٌ : نَاقِصٌ وَارِي

مُرَادُفٌ : حَوْلَ

مَا إِزْدَادَ : বৃদ্ধি পায় নি ।

(ض) زِبَادَةٌ : বৃদ্ধি পাওয়া ।

(افْتِعَالٌ) إِزْدِيَادًا : বৃদ্ধি করা ।

مُرَادُفٌ : أَكْثَرَ

سِنَةٌ (স) مَصْد : তন্দ্রা আসা, বিমানো । জাগ্রত হওয়া :

[বিপরীতমুখী] ।

فِي الْقُرْآنِ : لَا تَأْخُذْهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ .

মাদে : (ও-স-ন) , جِنْسٌ : مِثَالٌ وَارِي

مُرَادُفٌ : كَرَى

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : أَزْمَعْتُ أَلَا أُرْوِدَكَ بَنَاتًا :

হলো أَلَا أُرْوِدُ আর مَفْعُولُ بِهِ -এর -أَلَا أُرْوِدُ শব্দটি

এর -أَزْمَعْتُ মفعول بِهِ -এর

قَوْلُهُ : وَلَا أَجْمَعُ لَكَ شَتَاتًا :

-এর -أَجْمَعُ মفعول بِهِ -এর -لَكَ শব্দটি

أَوْ تَنْشِيءُ لِي أَمَامَ إِرْتِعَالِكَ الْخ :

এ-এর অর্থ হয়ে হয়ে অর্থবা لا أُرْوِدُ শব্দটি

সাথে মশগুল হবে ।

قَوْلُهُ : رِسَالَةٌ تُوَدِّعُهَا شَرَحَ حَالِكَ حُرُوفٍ إِحْدَى الْخ :

এ-এর -تُوَدِّعُهَا মفعول আর -رِسَالَةٌ শব্দটি

এ-এর -شَرَحَ হলে এবং -صَفَّتْ أَوَّلَ رِسَالَةٍ

এ-এর -رِسَالَةٌ হলো -حُرُوفٍ إِحْدَى الْخ এবং -مَفْعُولُ بِهِ

দ্বিতীয় আর -صَفَّتْ ثَانِي

মুখতান -حُرُوفٍ الْأُخْرَى এবং -يَعْمَلُهَا التَّقَطُّ

হয়ে -جُمْلَةً خَبَرٌ وَ مُبْتَدَأٌ অতঃপর -يُعْجَمَنَّ

এ-এর উপর -حُرُوفٍ إِحْدَى كَلِمَتَيْهَا

-এর -ظَرَفٌ হল -كَمْ يُعْجَمَنَّ

বালাগাত

قَوْلُهُ : أَلَا أُرْوِدَكَ شَتَاتًا :

এখানে -جِنَاسٌ لِأَحَدٍ এবং -شَتَاتًا -এর মধ্যে

قَوْلُهُ : إِشْتَانَيْتُ بَيْنَانِي حَوْلًا فَمَا أَحَارَ قَوْلًا :

এখানেও -جِنَاسٌ لِأَحَدٍ এবং -حَوْلًا ও -قَوْلًا

قَوْلُهُ : وَنَبِّهْتُ فِكْرِي سَنَةً فَمَا إِزْدَادَ إِلَّا سَنَةً :

এখানে -جِنَاسٌ مُعَرَّفٌ এবং -سَنَةً ও -سَنَةً

وَاسْتَعْنَتْ بِقَاطِبَةِ الْكِتَابِ ، فَكُلُّ مِنْهُمْ قَطْبٌ وَتَابَ ، فَإِنْ كُنْتَ صَدَعْتَ عَنْ وَصْفِكَ بِالْيَقِينِ ، فَإِنَّ بَيِّنَةً ، إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ، فَقَالَ لَهُ : لَقَدْ اسْتَسْعَيْتَ يَغْبُورًا ، وَاسْتَسْقَيْتَ أُسْكُورًا ، وَأَعْطَيْتَ الْقَوْسَ بَارِيهَا ، وَأَنْزَلْتَ الدَّارَ بَارِيهَا ، ثُمَّ فَكَّرَ رَيْثَمَا اسْتَجَمَ قَرِينَتَهُ ، وَاسْتَدَّرَ لِفَعَّتَهُ ، وَ قَالَ : أَلَيْ دَوَاتِكَ وَأَقْرَبُ ، وَخُذْ أَدَاتَكَ وَاكْتُبْ :

অনুবাদ : আমি সকল লেখকের কাছে সাহায্য চেয়েছি। কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই চেহারা মলিন করেছে এবং তওবা করেছে। তবু, তুমি যদি সংশয়হীনভাবে তোমার গুণ প্রকাশ করে থাক তবে কোনো নিদর্শন উপস্থাপন কর; যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও। তখন সে তাকে বলল, অবশ্য তুমি একটি দ্রুতগামী অশ্বকে দৌড়াতে চেয়েছ এবং প্রবল ও অবিরাম বৃষ্টি থেকে তুমি পানি পেতে চেয়েছ। তুমি ধনুক প্রস্তুতকারীর হাতে ধনুক প্রদান করেছ এবং বাড়ি নির্মাতাকে বাড়িতে অবস্থান দিয়েছ। অতঃপর সে প্রতিভাকে স্থির করে নেওয়া এবং তার দুগ্ধবতী উষ্ট্রী থেকে দুগ্ধ দোহন করতে চাওয়া পরিমাণ চিন্তা করল এবং সে বলল, তোমার দোয়াতে আশ ফেল এবং কাছে আস, আর তোমার কলম নাও এবং লেখ :

শাব্দিক অনুবাদ : আমি সাহায্য চেয়েছি بِقَاطِبَةِ সকল الْكِتَابِ লেখকদের কাছে فَكُلُّ مِنْهُمْ কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই قَطْبٌ চেহারা মলিন করেছে وَتَابَ এবং তওবা করেছে فَإِنْ كُنْتَ যদি তুমি প্রকাশ করে থাক عَنْ وَصْفِكَ তোমার গুণ بِالْيَقِينِ সংশয়হীনভাবে فَإِنَّ তবু উপস্থাপন কর بَيِّنَةً কোনো নিদর্শন যদি তুমি হও إِنْ كُنْتَ যদি তুমি হও مِنَ الصَّادِقِينَ সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত لَقَدْ তখন সে তাকে বলল اسْتَسْعَيْتَ অবশ্য তুমি দৌড়াতে চেয়েছ يَغْبُورًا এবং اسْتَسْقَيْتَ অশ্বকে এবং তুমি পানি পেতে চেয়েছ أُسْكُورًا প্রবল ও অবিরাম বৃষ্টি থেকে وَأَعْطَيْتَ এবং তুমি প্রদান করেছ الْقَوْسَ ধনুক بَارِيهَا ধনুক প্রস্তুতকারীর হাতে وَأَنْزَلْتَ এবং তুমি অবস্থান দিয়েছ الدَّارَ বাড়িতে وَاسْتَدَّرَ বাড়ি নির্মাতাকে ثُمَّ فَكَّرَ অতঃপর সে চিন্তা করল رَيْثَمَا পরিমাণ স্থির করে নেওয়া اسْتَجَمَ প্রতিভাকে وَاسْتَدَّرَ এবং দুগ্ধ দোহন করতে চাওয়া لِفَعَّتَهُ তার দুগ্ধবতী উষ্ট্রী থেকে وَقَالَ এবং সে বলল أَلَيْ তুমি আশ ফেল دَوَاتِكَ তোমার দোয়াতে وَأَقْرَبُ এবং কাছে আস وَخُذْ আর নাও أَدَاتَكَ তোমার কলম وَاكْتُبْ এবং লেখ।

শব্দ বিশ্লেষণ

اسْتَعْنَتْ : আমি সাহায্য চেয়েছি।

(اسْتَعَاَلَ) : সাহায্য চাওয়া।

قَاطِبَةٌ (ق. ط. ب.) : সকল।

(ض) : ক্রিয়া।

سَادُو : (ق. ط. ب.) : গুণ।

سَرَادُون : (ج) : গুণ।

كُلُّ مِنْهُمْ : (و) : ক্রিয়া।

قَطْبٌ : চেহারা মলিন করেছে।

(تَفْعِيل) : ললাট কৃষ্ণিত করা।

سَرَادُون : (ج) : গুণ।

تَابَ : তওবা করেছে।

(ن) : ক্রিয়া।

سَرَادُون : (ج) : গুণ।

(إِنْ) : যদি।

سَرَادُون : (ج) : গুণ।

سَرَادُون : (ج) : গুণ।

سَرَادُون : (ج) : গুণ।

سَرَادُون : (ج) : গুণ।

سَرَادُون : (ج) : গুণ।

অনুবাদ : বদান্যতা [অথবা উদ্রতা] সৌন্দর্য বর্ধন করে।
আত্মাহ তা'আলা তোমার শুভময়তার বাহিনীকে অবিচল
[অথবা শুভময়তার তরঙ্গস্রোতাস্বয়ী স্থায়ী] রাখুন এবং কার্পণ্য
[বা অভদ্রতা] কলঙ্কিত করে। কালাবর্তন তোমার প্রতি
ঈশ্বরপারায়ণ ব্যক্তির চোখের পলক অবনমিত করে দিন।
গুণ-গরিমার অধিকারী ব্যক্তি পুরস্কার দেয়। দুশ্লত্র
লোক বঞ্চিত করে। জনপ্রিয় নেতা আতিথেয়তা করে
এবং খড়িবাজ ব্যক্তি ভয় দেখায়। দানশীল ব্যক্তি খাবার
দেয় এবং কুপণ লোক চোখে কুটো দেয়। দান মুক্তি
দেয়। টাল-বাহানা কষ্ট দেয়। দোয়া রক্ষা করে এবং
প্রশংসা কলঙ্কমুক্ত করে। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রতিদান দেয় এবং
অধিকারের অস্বীকার লাঞ্চিত করে।

শাস্তিক অনুবাদ : **سَمَوَاتُكَ** তোমার তওময়তা **تَبَّتْ** আত্মহুতা **الْأَلَمِ** অবিচল রাখুন **جِئْتُ** বাহিনী **بِرَبِّكَ** সৌন্দর্যবর্ধন করে **وَالْوَلَدُ** এবং কাপণ্য **عَصَى** অবনমিত করে দিন **الدُّعَاءِ** কানাবর্তন **جَنِّ** চোখের পলক **سَمَوَاتُكَ** তোমার প্রতি ইচ্ছাপরায়ণ ব্যক্তি **يُجِيبُ** কলঙ্কিত করে **وَالْأَزْوَاجِ** গুণ-গরিমার অধিকারী ব্যক্তি **يُجِيبُ** পুরস্কার দেয় **السُّمُورِ** দুচরিত্র লোক **يُجِيبُ** বঙ্কিত করে **وَالْعَمَلِ** জনপ্রিয় নেতা **يُضِئُ** আতিথেয়তা করে **وَالْمَجْلِ** এবং ধর্মবাজ ব্যক্তি **يُخَيِّدُ** ভয় দেখায় **وَالسَّحَابِ** এবং দানশীল ব্যক্তি **يُغْنِي** খাবার দেয় **وَالْحَبْلِ** এবং কুপণ লোক **يُغْنِي** চোখে কুটে দেয় **وَالْعَقْلِ** দান **يُنْفِئُ** মুক্তি দেয় **وَالْوَطْأِ** টালবাহানা **يُنْفِئُ** কষ্ট দেয় **الدُّعَاءِ** দোয়া **يُنْفِئُ** রক্ষা করে **وَالسَّحَابِ** এবং প্রশংসা **يُنْفِئُ** কলঙ্কমুক্ত করে **وَالرُّعَى** এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি **يُنْفِئُ** প্রতিদান দেয় **وَالْأَفْطَابِ** এবং অধিকারের অধীকার **يُنْفِئُ** লাঞ্চিত করে।

ਅੰਕੁਰੁ : ਸ਼ਕਤੀ, ਬਦਾਨਤਾ, ਭਰਤਾ ।

দানশীল হওয়া : (ك) مَصِّ : ১

مُرَادِفُ : الشَّرْقُ ، ضِدُّ : اللَّوْمُ

ثَبَّتَ (دُعَابِيَّة) : অবিচল রাখুন, স্থায়ী করুন।

(تَفْعِيل) تَفَيَّيْتُ : অবিচল রাখা, স্থায়ী রাখা।

(ن) نُبُوتًا : হাযী হওয়া, সাব্যস্ত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : يُشَبِّهُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ .

مُرَادِفٌ : حَقٌّ / وَثَقُ

جَيْشُ : (ج) جَيْشُ : বাহিনী, সেনাবাহিনী।

উবল দেওয়া, তরঙ্গিত হওয়া। : جَبَّشُ (ض) مص :

বরকত, শুভময়তা। : سعاد

বরকতময় হওয়া : سفر (ফ) مص :

مَادَّةُ : (س - ع - د) ، جُنْسُ : صَحِيفَةُ

مرادف : يمن ، ضد : نحوسة

সৌন্দর্য বর্ধন করে, সজ্জিত করে। : **يَزِينُ**

(ض) زینا : সৌন্দর্য বর্ধন করা।

مِرَادِفُ : يَوْضَعُ ، حِضْدُ : بُشْبِشُنُ

اللَّوْمُ : कार्पण्य, अहंता ।

النُّومُ وَاللَّوْمُ (ك) مص : কৃপণ হওয়া :

(ن) لَرَمًا مَلَامَةً : তিরস্কার করা।

فِي الْقُرْآنِ : لَا يَخَافُونَ عِزَّةَ لَا إِلَهٍ إِلَّا هُوَ .

مَرَأُونُ : الْخَسَاسَةُ ، ضَدُّ : الْكَرَمُ

غَضُّ : (دُعَانِيَّةٌ) : অবনমিত করে দিন।

(ن) غَضًا ، غَضَاضَةً ، غَضَاضًا : অবনমিত করা।

(إِنْفِصَالٌ) : أَنْفِصَاضًا - الطَّرْفُ : দৃষ্টি বন্ধ হওয়া।

مَادَّةُ : (غ - ض - ض) ، جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مَرَأُونُ : أَغْضَى

الْدَّهْرُ : (ج) دَهْرٌ ، أَذْهَرُ : কাল, যুগ। দীর্ঘ সময়। কালাবর্তন।

جَفَنُ : (ج) أَجْفَانٌ ، جُنُونٌ ، أَجْنُنُ : চোখের পলক।

حَسَوْدُ : (ج) حَسَدٌ : স্বভাবগত দ্বর্ষাপরায়ণ, হিংসুক।

فِي الْقُرْآنِ : وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ -

مَادَّةُ : (ح - س - د) ، جِنْسٌ : صَحِيعٌ

مَرَأُونُ : حَاسِدٌ

يَحْسِبُ : কলঙ্কিত করে।

(ض) حُسْنًا : কলঙ্কিত করা।

مَرَأُونُ : يُعِيبُ ، ضَدُّ : يَزِينُ

الْأَرْوَعُ : (ج) رَوْعٌ ، أَرْوَاعٌ :

সৌন্দর্য, বীরত্ব ও গুণ-গরিমায় বিমুগ্ধকারী।

(ن) رَوْعًا ، (إِفْعَالٌ) إِرَاعَةً : গুণ-গরিমায় বিমুগ্ধ করা। শঙ্কিত করা।

يُعِيبُ : প্রতিদান দেয়। পুরস্কার দেয়।

(إِفْعَالٌ) إِثَابَةً : প্রতিদান দেওয়া।

مَادَّةُ : (ث - و - ب) ، جِنْسٌ : أَجَوَفٌ وَارِي

مَرَأُونُ : يُجَازِي

الْمُعَوَّرُ (فَا، مَذ) : দুশ্চরিত্র, বখাটে।

(إِفْعَالٌ) إِعْوَارًا : দুশ্চরিত্র হওয়া, বখাটে হওয়া।

مَادَّةُ : (ع - و - ر) ، جِنْسٌ : أَجَوَفٌ وَارِي

مَرَأُونُ : شَرِيْزٌ / نَاجِرٌ ، ضَدُّ : صَالِحٌ

يُخِيبُ : বঞ্চিত করে, বিফল করে।

(إِفْعَالٌ) إِخَابَةً : বিফল করা, বঞ্চিত করা।

(ض) خَيْبَةً : বিফল হওয়া, বঞ্চিত হওয়া।

مَادَّةُ : (خ - ي - ب) ، جِنْسٌ : أَجَوَفٌ يَائِسِي

مَرَأُونُ : يَتَعَوَّرُ

الْحَلَّاحِلُ : (ج) حَلَّاحِلٌ : জনপ্রিয় নেতা। বীর। পূর্ণাঙ্গ।

مَادَّةُ : (ح - ل - ح - ل) ، جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ رَّيْاعِي

مَرَأُونُ : السَّجَاعُ / السَّيْدُ

يُخِيبُ : আতিথেয়তা করে।

(إِفْعَالٌ) إِضَافَةً : আতিথেয়তা করা।

مَرَأُونُ : قَرِي

الْحَاحِلُ (فَا، مَذ) : দুঃভিক্ষুগণ। ধড়িবাঁজ। চোগলখোর।

কৃপণ। ঝগড়াটে।

(ك - س - ف) مَعَلًا ، مَعُولًا : দুঃভিক্ষুগণ হওয়া। চোগলখুরি করা।

(مُضَاعَفَةٌ) مَحَاحِلَةٌ ، مَحَالًا : চক্রান্ত করা। কলহ-বিবাদ করা।

مَرَأُونُ : السَّجَاعُ / السَّيْدُ

يُخِيبُ : ভয় দেখায়, ভীত সন্ত্রস্ত করে।

(إِفْعَالٌ) إِخَافَةً : ভয় দেখানো।

(س) خَوْفًا : ভয় পাওয়া।

مَرَأُونُ : يَقْرَعُ ، ضَدُّ : يُؤْمِرُ

السَّمْعُ (صَف) : দানশীল ব্যক্তি।

(ك) سَمَاعَةً : দানশীল হওয়া।

مَرَأُونُ : الْجَوَادُ ، ضَدُّ : الْبَخِيلُ

يُعْزِي : খাবার দেয়, আহার্য দেয়।

(إِفْعَالٌ) إِغْذَاءً : খাবার দেওয়া।

مَرَأُونُ : يُطْعِمُ

الْمَصْرُكُ (صَف) : দাম-দস্তুর নিয়ে বিবাদকারী। কৃপণ।

(س) مَصْرَكًا (ف) مَصْرَكًا : ঝগড়া করা।

مَادَّةُ : (م - ح - ك) ، جِنْسٌ : صَحِيعٌ

مَرَأُونُ : الْبَخِيلُ ، ضَدُّ : السَّمْعُ

يُعْزِي : চোখে কুটো দেয়।

(إِفْعَالٌ) إِقْدَاءً : চোখে কুটো দেওয়া। কষ্ট দেওয়া।

(س) قَدْأً : চোখে কুটো পড়া।

مَرَأُونُ : يَضْرُ

الْعَطَاءُ وَالْعَطَاءُ : (ج) أَعْطَيْتُهُ. (مع) أَعْطَيْتُ : দান, অনুদান।

يُنَجِّني : মুক্তি দেয়।

(إِعْمَال) إِنَجَّاءُ : মুক্তি দেওয়া।

(ن) نَجَّاءُ : মুক্তি পাওয়া।

مَادَّة : (ن - ق - ي) , جِنْس : নাকিস

مُرَادُف : يُخْلِصُ

الْمَطَالُ وَالْمَطَالَةُ (مُفَاعَلَة) مَص : টাল-বাহানা করা।

مُرَادُف : التَّسْرِيفُ

يُسْحِجُني : কষ্ট দেয়। দুঃখ দেয়। খুশি করে। [বিপরীতমুখী অর্থ]

(إِعْمَال) إِسْحَاءُ : (ن) شَجَّاءُ , شَجَّاءُ : কষ্ট দেওয়া। খুশি করা।

(س) شَجَّاءُ : চিন্তিত হওয়া।

مُرَادُف : (ش - ج - ر) , جِنْس : نَاتِص

مُرَادُف : يُوْذِي

الدُّعَاءُ : (ج) أَدْعِيَةٌ : দোয়া।

الدُّعَاءُ (ن) مَص : দোয়া করা। ডাকা। আহবান করা।

يَقِي : রক্ষা করে, হেফাজত করে।

(ض) رَقَايَةً , وَقِيًا , رَاقِيَةً : রক্ষা করা, হেফাজত করা।

مَادَّة : (و - ق - ي) , جِنْس : لَفَيْفٌ مَفْرُوقٌ

مُرَادُف : يَغْفُظُ

الْمَدْحُ : প্রশংসা।

الْمَدْحُ (ف) مَص : প্রশংসা করা।

يُنْفِي : পরিহার করে, কলঙ্কমুক্ত করে।

(إِعْمَال) إِنْفَاءُ : পরিহার করা।

(س) نَقَاءُ , نَفَاءُ : পরিহার হওয়া।

مَادَّة : (ن - ق - ي) , جِنْس : نَائِصٌ بَائِسٌ

مُرَادُف : أَخْلَصَ

الْحَرُّ : (ج) أَحْرَارٌ , جَرَّارٌ : স্বাধীন, সম্ভ্রান্ত।

يَجْزِي : প্রতিদান দেয়।

(ض) جَزَاءُ : প্রতিদান দেওয়া।

مَادَّة : (ج - ز - ي) , جِنْس : نَائِصٌ بَائِسٌ

مُرَادُف : يُثِيبُ

الْإِلْطَاطُ (إِعْمَال) مَص : প্রাপ্য বা অধিকার অস্বীকার করা।

(ض) لَطَأَ أَشْنُ : আবৃত করা।

- النَعْنُ : প্রাপ্য অস্বীকার করা।

مَادَّة : (ل - ط - ط) , جِنْس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادُف : التَّجَعُّودُ / الْإِنْكَارُ

يُخْزِي : লালিত করে, লজ্জিত করে।

(إِعْمَال) إِخْزَاءُ : লালিত করা, অপমান করা।

(ض) خَزِيًا : লজ্জিত করা। লালিত করা।

(س) خَزِيًا , خَزَى : লালিত হওয়া। লজ্জিত হওয়া।

مُرَادُف : يُوْذِي , ضَدُّ : يُعِزُّ

(ন) خَزَنًا : জমা রাখা ।
 مَادَّةٌ : (খ. ز. ن) جنس : صَحِيحٌ
 مُرَادُفٌ : حَسْبٌ : ضِدٌّ : يَذَلُّ
 হতভাগা (স) شَقِيٌّ (صف) : أَتَقِيَاءُ :
 হতভাগা হওয়া ।
 مَادَّةٌ : (শ. ق. ی) جنس : صَحِيحٌ
 مُرَادُفٌ : حَسْبٌ : ضِدٌّ : يَذَلُّ
 বন্ধ রাখে নি [-রাখে না], সংকুচিত করে নি
 لَا قَبِيضَ : [-করে না] ।

(স) قَبِضًا : সংকুচিত করা ।
 (ج) رَاحٌ : (و) رَاحَةٌ : হস্ততালু, হাতের তালু ।
 مُرَادُفٌ : كَفٌّ
 تَقِيٌّ (صف) : أَتَقِيَاءُ : تَقَوُّا : পরহেজগার ।
 (ض) تَقَى : تَقَى : পরহেজগার হওয়া ।
 مَادَّةٌ : (و. ق. ی / ت. ق. ی)
 مُرَادُفٌ : أَرَوَّجُ
 مَا قَتَيْتَ (স) : مَا قَتَا (ف) : (يَقْتُلُ تَائِيص) : يَتَّى : সর্বদা পূর্ণ হয় ।
 مَا قَتَيْتَ (স) : قَتَا - عَنْهُ : বিরত হয় নি, বিস্মৃত হয় নি ।
 أَلَوْعَدُ : (ج) : وَعْدٌ : (عِنْدَ النَّبِيِّ) : ওয়াদা, প্রতিশ্রুতি ।
 أَلَوْعَدُ (ض) : مَعْدٌ : ওয়াদা করা ।
 مُرَادُفٌ : وَبِئَانٍ
 أَلَوْعَدُ : পূর্ণ হয় ।
 يَتَّى : পূর্ণ করে ।
 (ض) وَقَا - بِأَلَوْعَدٍ : পূর্ণ করা ।
 (ج) أَرَأَى : أَرَأَى : (و) رَأَى : অভিমত, মতামত, সিদ্ধান্ত ।
 تَشْفِي - أَلْهَمَ : চিন্তা দূরীভূত করে, প্রশান্তি দান করে ।
 (ض) شَفَا : আরোগ্য দান করা ।
 مَادَّةٌ : (শ. ف. ی) جنس : نَاقِصٌ :
 مُرَادُفٌ : تَبَيَّرُ
 هَلَالٌ : (ج) أَمَلَةٌ : (أَمَلِيلٌ) : শাদ : নবচন্দ্র, মাসের শুরু বা শেষাংশের চাঁদ ।
 مُرَادُفٌ : قَمَرٌ

بُيُضِي : (كَانَ فِي الْأَصْلِ بَيْضٌ : قَابِلُوتِ الْهَمَزَةِ يَا
 وَأَدْعَيْتَ فِي أَنْبَاءٍ عَلَى أَصْلِ حَطِيئَةٍ) : আলো দেয় ।
 (أَفْعَال) إِضَاءٌ : আলো দেওয়া, আলোকিত করা বা হওয়া ।
 مُرَادُفٌ : يَبْشُرُ
 جَلَمٌ (ج) : أَهْلَامٌ : حُلُمٌ : গাভীর্ষ ।
 يَغْفِي : দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় ।
 (أَفْعَال) إِغْفَا - عَنْهُ طَرَفُهُ : দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া ।
 (ج) أَلَا : (و) الْأَلَى : الْأَلَى : নেয়ামত । দান-দান্ধিয়া ।
 مُرَادُفٌ : عَطَا
 تَغْفِي : অনুধাপেক্ষী করে দেয় ।
 (أَفْعَال) إِغْفَا : অনুধাপেক্ষী করা ।
 فِي الْقُرْآنِ : مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ .
 (ج) أَعْدَاءُ : (ج) أَعَادُ : (و) عَدُوٌّ : শত্রু, অরতি, অবি, বৈরী ।
 تَنْشِي : প্রশংসা করে ।
 (أَفْعَال) إِنشَاءٌ : প্রশংসা করা ।
 حَسَامٌ : তীক্ষ্ণ ধারালো তরবারি ।
 فِي الْقُرْآنِ : تَمَانِيَةً أَبْنَامٌ حُسُومًا .
 مُرَادُفٌ : أَلَسَفُ : (الْفَاطِغُ)
 يَغْنِي : ধ্বংস করে দেয় ।
 (أَفْعَال) إِغْنَاءٌ : ধ্বংস করা ।
 (س) تَغَا : ধ্বংস হওয়া ।
 فِي الْقُرْآنِ : كُلٌّ مِّنْ عَلَيْهِمَا فَنٍ .
 مَادَّةٌ : (ف. ن. ی) جنس : نَاقِصٌ :
 مُرَادُفٌ : يَهْلِكُ : ضِدٌّ : يَبْقَى
 سَوَدٌ : নেতৃত্ব ।
 سَوَدٌ : سَوَدٌ (ن) : مَصْدٌ : নেতা হওয়া ।
 مَادَّةٌ : (স. ও. দ) جنس : أَجَوَفٌ :
 يَغْنِي - تَلَا : সন্তুষ্ট করে ।
 (أَفْعَال) إِغْنَاءٌ : (تَغْنِيْل) : সন্তুষ্ট করা ।
 (ض) قَنَاءٌ : উপার্জন করা ।
 مَادَّةٌ : (ق. ن. ی) جنس : نَاقِصٌ :
 مُرَادُفٌ : إِرْصَاءٌ

وَمَوَاصِلُكَ يَجْتَنِي، وَمَادِحُكَ يَقْتَنِي،
وَسَمَاحُكَ يُغِيثُ، وَسَاءُكَ تَغِيثُ، وَدَرُكَ
يَفِيضُ، وَرَدُّكَ يَفِيضُ، وَمَوْمِلُكَ شَيْخُ
حَكَاهُ فَيُ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ. أَمَّا يَظُنُّ
حِرْصُهُ يَنْبُ، وَمَدْحُكَ يَنْخَبُ مَهْزُورُهَا
تَجِبُ، وَمَرَامُهُ يَخْفُ، وَأَوَاصِرُهُ تَشِفُ،
وَاطْرَآءُهُ يُجْتَدِبُ، وَمَلَامُهُ يُجْتَنِبُ.

অনুবাদ : তোমার সাথে সাক্ষাৎকারী ব্যক্তি ফল চয়ন করে এবং তোমার প্রশংসাকারী সম্পদ লাভ করে। তোমার সাহায্য করে এবং তোমার আকাশ [মেঘমালা] বর্ষণ করে তোমার দুগ্ধ [অর্থাৎ, প্রভূত কল্যাণ] প্রবাহিত হয় এবং তোমার ফিরিয়ে দেওয়া শুকিয়ে দেয়। তোমার কাছে আশাবাদী ব্যক্তি এমন এক বৃদ্ধ, ছায়া যার সাথে সামঞ্জস্য রেখেছে এবং তার কোনো কিছুই অবশিষ্ট নেই। সে এমন ধারণা নিয়ে তোমার উদ্দেশ্য এসেছে, যার লোভ-লালসা লাফিয়ে উঠে এবং সে এমন কিছু নির্বাচিত কবিতা দ্বারা তোমার প্রশংসা করেছে, যার বিনিময় তোমার উপর ওয়াজিব। তার উদ্দেশ্য তোমার পক্ষে পূরণ করা সহজ এবং তার সাথে আত্মীয়তা-হৃদ্যতা অধিক। তার প্রশংসা পছন্দ করা হয় এবং তার নিন্দা থেকে বেঁচে থাকা হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : তোমার সাথে সাক্ষাৎকারী ব্যক্তি ফল চয়ন করে এবং তোমার প্রশংসাকারী সম্পদ লাভ করে তোমার বদান্যতা তোমার সাহায্য করে এবং তোমার আকাশ বর্ষণ করে তোমার দুগ্ধ প্রবাহিত হয় এবং তোমার ফিরিয়ে দেওয়া শুকিয়ে দেয় তোমার কাছে আশাবাদী ব্যক্তি এমন এক বৃদ্ধ হাকাহ যার সাথে সামঞ্জস্য রেখেছে ফয় ছায়া লম অবশিষ্ট নেই তার কোনো কিছু সে তোমার উদ্দেশ্য এসেছে এমন ধারণা নিয়ে হরসু যার লোভ-লালসা লাফিয়ে উঠেছে এবং সে তোমার প্রশংসা করেছে এমন কিছু নির্বাচিত কবিতা দ্বারা মাহুরা যার বিনিময় তাজব [তোমার উপর] ওয়াজিব হয় এবং তার উদ্দেশ্য পূরণ করা তোমার পক্ষে সহজ হয় এবং তার সাথে আত্মীয়তা-হৃদ্যতা অধিক হয় এবং তার প্রশংসা পছন্দ করা হয় এবং তার নিন্দা বেঁচে থাকা হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

সাক্ষাৎকারী, সান্নিধ্য গ্রহণকারী : (فأ، مذ) : مَوَاصِلُ

সাহায্য করা : (مفاعلة) : مَوَاصِلَةُ

মাদে : (و. ص. ل) : جَنَسٌ : مِثَالُ وَابِي

মরাদ : مُلَاكِي

ফল চয়ন করে : : يَجْتَنِي

ফল চয়ন করা : (أفعل) : اجْتَنَى

প্রশংসাকারী : (فأ، مذ) : مَادِحٌ

প্রশংসা করা : (ف) : مَدَحًا

সম্পদ লাভ করে : : يَقْتَنِي

সম্পদ লাভ করা : (أفعل) : اقْتَنَى

বদান্যতা : : مَرَادٌ : يَجْتَنِبُ

সমাহ : : سَمَاحٌ

মুক্ত হস্তে দান করা : (ف) : مَصَدٌّ

সাহায্য করে : : يَغِيثُ

সাহায্য করা : : (إفعل) : اغَاثَهُ (مَادَهُ : غَوَّثَ)

আকাশ, মেঘমালা : (ج) : سَآوَاتٌ

বর্ষণ করে, বর্ষিত হয় : : تَغِيثٌ

বর্ষণ করা : : (أف) : غَاثَهُ (غَيْثٌ : غَيْثٌ)

প্রভূত কল্যাণ : : مَرَادٌ : تَنْظُرٌ

দুধ : : دُرٌّ : دُوْخُهُ

প্রবাহিত হয় : : يَفِيضُ

প্রবাহিত হওয়া : : (أف) : فَيَضًا، فَيُفَرِّغُهَا

প্রবাহিত করা : : (أفعل) : افَاغَهُ

অবশিষ্ট : : فَيُفَرِّغُهَا : فَيُفَرِّغُهَا

অবশিষ্ট : : (أف) : فَيُفَرِّغُهَا : فَيُفَرِّغُهَا

অবশিষ্ট : : (أف) : فَيُفَرِّغُهَا : فَيُفَرِّغُهَا

অবশিষ্ট : : (أف) : فَيُفَرِّغُهَا : فَيُفَرِّغُهَا

অবশিষ্ট : : (أف) : فَيُفَرِّغُهَا : فَيُفَرِّغُهَا

مَرَادُفٌ : سَبِيلٌ

ফেরত দেওয়া, ফিরিয়ে দেওয়া : (ন) مَرَدٌ

مَرَادُفٌ : رَجَعَ / صَرَفَ , جَدَّ , عَطَا

কমে বা শুকিয়ে যায়, কমিয়ে বা শুকিয়ে দেয় : (ض) يَفِصُّ

কমে বা শুকিয়ে যাওয়া - দেওয়া : (ال) يَأْ - (ض) يَغِصُّ

শুকিয়ে দেওয়া, শুকিয়ে যাওয়া : (افعال) اِنْعَاصَ

مَادَهُ : (غ. ي. ض) , جَسَّ , اَجَوَفَ يَأْوِي

مَرَادُفٌ : يَنْضَبُ

মুসীল (ফা) : (ض) مَرَادُفٌ

(تَغْيِيلٌ) تَأْيِيلًا : আশাবাদী, প্রত্যাশী : (ض) مَرَادُفٌ

প্রত্যাশা করা, আশা করা : (ض) مَرَادُفٌ

شَيْخٌ : (ج) شَيْخٌ , أَتَيْخٌ , شَيْخَةٌ , شَيْخَانٌ , مَشِيخَةٌ

বয়ঃবৃদ্ধ। উদ্ভাদ : (ج) مَشِيخَةٌ , أَتَيْخٌ

আলিম। নেতা। সম্মানী ব্যক্তি।

সদৃশ বা সামঞ্জস্যশীল হয়েছে, সাদৃশ্য বা

সামঞ্জস্য রেখেছে।

مَرَادُفٌ : (ض) حَكَكَ : সাদৃশ্য রাখা। বর্ণনা করা।

مَرَادُفٌ : يَنْتَبِهُ

فَقِيٌّ : (ج) أَتَبَاهُ , فُتِيَهُ : ছায়া। অনায়াসলব্ধ সম্পদ। কর।

فَقِيٌّ : (ض) مَصَدٌ : প্রত্যাবর্তন করা।

مَرَادُفٌ : ظَلَّ

(لَمْ) يَنْتَبِهْ (س) يَفَاهُ , (ض) يَنْتَبِهْ : অবশিষ্ট নেই।

شَيْءٌ : (ج) أَتَبَاهُ , أَتَبَاهُ , أَتَبَاهُ , أَتَبَاهُ : (জ) أَتَبَاهُ , أَتَبَاهُ , أَتَبَاهُ

বস্তু, কিছূ : (ض) أَتَبَاهُ

أَمْ لَكَ : [তোমার] উদ্দেশ্যে এসেছে।

(ن) أَسَأ : ইচ্ছা করা।

ظَنُّ : (ج) ظُنُونٌ (ج) أَظَانِيْنُ : ধারণা, সন্দেহ, বিশ্বাস।

ظَنُّ (ن) مَصَدٌ : জানা, বিশ্বাস করা।

مَرَادُفٌ : حَسَبَ

حَرَضَ : লোভ-লালসা।

حَرَضَ (ض) (س) مَصَدٌ : লোভ করা।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ تَحْرِضَ عَلَى مَهَامِهِ .

مَرَادُفٌ : طَمَعٌ

يَسْتَبُ : উত্তেজিত হয়, লাকিয়ে উঠে।

(ض) وَثَبَ , وَثَبَتْ : উত্তেজিত হওয়া। লাকিয়ে উঠা।

مَرَادُفٌ : يَغْفُرُ

مَصَدٌ : প্রশংসা করেছে, সাধুবাদ করেছে।

(ف) مَدَحًا : প্রশংসা করা।

(ج) تَحَيَّنَ , تَحَيَّنَتْ , (و) تَحَيَّنَ : চমিত, নির্বাচিত, বাছাইকৃত।

(افعال) اِنْتَحَبَا : নির্বাচন করা, বাছাই করা।

مَرَادُفٌ : مَخْتَارَةٌ

(الفعل) اِنْتَحَبَ : নির্বাচিত কবিতামালা।

(ج) مَهْوَرٌ , مَهْوَرَةٌ , (و) مَهَرٌ : মাহর, বিনিময়।

مَرَادُفٌ : صَدَّقَ

تَجَبَّ : ওয়াজিব হয়, অপরিহার্য হয়।

(ض) وَجُوبًا , جَبَّ : ওয়াজিব হওয়া।

مَرَادُفٌ : يَلْزَمُ

مَرَامٌ (ج) مَرَامَاتٌ : ইচ্ছা, উদ্দেশ্য।

(ن) رَمَا , مَرَامًا : ইচ্ছা করা, উদ্দেশ্য করা।

مَادَهُ : (و. ر. م) , جَسَّ , اَجَوَفَ وَارَى

مَرَادُفٌ : قَضَى

يَعِفُّ : হালকা হবে, সহজ হবে।

(ض) خَفَا , خَفَتْ : হালকা হওয়া। সহজ হওয়া।

مَرَادُفٌ : يَسْتَلُ

(ج) أَوَاصِرٌ , (و) أُصِرَّ : সম্পর্ক। আত্মীয়তা। হৃদয়তা।

مَادَهُ : (ا. ص. ر) , جَسَّ , مَهْمُوزًا .

مَرَادُفٌ : وَصَلَتْ

تَشَفَّ : অধিক হয়, বৃদ্ধি করে।

(ض) تَشَفَّ (يَتَعَدَّى وَيَلْزَمُ) : অধিক হওয়া। বৃদ্ধি করা।

(استفعال) اِسْتَفْتَانًا (مَافِي الْإِسَاءِ) : সবটুকু পান।

করে নেওয়া।

مَادَهُ : (ش. ف. ف) , جَسَّ , مَضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مَرَادُفٌ : تَزَيَّدَ

إِطْرَاءٌ (إِنْفَاعٌ) مَدَّ : (مَادَهُ : طَرَأَ , أَوْ طَرَى) : অতিশয় প্রশংসা।

করা, অতিশয় গুণকীর্তন করা।

يُجْتَذِبُ (مَج) : আকর্ষণ করা হয়, পছন্দ করা হয়।

(افعال) اِنْتَحَبَا : আকর্ষণ করা হয়। পছন্দ করা।

مَرَادُفٌ : يَمَلَّ

مَلَّامٌ (ن) مَمْدَمِي مَادَهُ : (لَوْ) : ভৎসনা করা, লিঙ্কা করা।

يُجْتَنَّبُ (مَج) : দূরে থাকা হয়, বেঁচে থাকা হয়।

(افعال) اِنْتَحَبَا : দূরে থাকা। বেঁচে থাকা।

مَرَادُفٌ : يَتَّقِي

وَوَرَاءَهُ ضَفَفٌ، مَسَّهُمْ شَطَفٌ، وَحَصَّهُمْ
جَنَفٌ، وَعَمَّهُمْ قَشَفٌ، وَهُوَ فِي دَمْعٍ
يُجِيبُ، وَوَلَهُ يُذِيبُ، وَهَمَّ تَضَيَّفَ،
وَكَمَدَ نَيْفٌ، لِمَا مَوْلٍ خَيْبٌ، وَإِهْمَالٌ
شَيْبٌ، وَعَدُوٌّ نَيْبٌ، وَهُدُوٌّ تَغَيَّبٌ، وَلَمْ
يَزَعْ وَدَهُ فَبُغْضَبٌ، وَلَا خُبْتُ عُدُوهُ
فَيَقْضَبٌ، وَلَا نَفْتُ صَدْرُهُ فَيَنْفَضُ.

অনুবাদ : তার পেছনে রয়েছে অনেক সন্তান-সন্ততি, যাদেরকে দুঃখ দুর্দশা আক্রান্ত করেছে। অত্যাচার তাদেরকে ছিন্নমূল করেছে এবং দুরাবস্থা তাদেরকে পরিবেষ্টন করেছে সে এমন অশ্রুতে ভরাক্রান্ত, যা ডাকে সাড়া দেয়। এমন পেরেশানীতে পতিত, যা গলিয়ে দেয়। এমন দুঃখে জর্জরিত, যা মেহমান সেজে বসেছে এবং এমন মর্মবেদনায় ক্লিষ্ট, যা বৃদ্ধি পেয়েছে এমন আশার কারণে, যা ব্যর্থ করে দিয়েছে, এমন অবহেলার কারণে, যা বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে, এমন শত্রুর কারণে, যে দস্ত গাঁড়ে দিয়েছে এবং এমন প্রশান্তির জন্য হারিয়ে গেছে। তার বন্ধুত্ব বন্ধ [নষ্ট] হয় নি, যাতে তার প্রতি ক্ষুদ্ধ হওয়া যায় এবং তার [আন্তরিকতার] কাষ্ঠ নষ্ট হয়ে যায় নি, যাতে তা কেটে ফেলা যায়। তার বন্ধ কক্ষ উদগীরণ করে নি, যাতে ঝেড়ে পরিকার করা যায়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَوَرَاءَهُ তার পেছনে রয়েছে ضَفَفٌ অনেক সন্তান-সন্ততি مَسَّهُمْ যাদেরকে আক্রান্ত করেছে شَطَفٌ দুঃখ-দুর্দশা وَحَصَّهُمْ তাদেরকে ছিন্নমূল করেছে جَنَفٌ অত্যাচার وَعَمَّهُمْ এবং তাদেরকে পরিবেষ্টন করেছে قَشَفٌ দুরবস্থা وَهُوَ فِي دَمْعٍ আর সে এমন অশ্রুতে ভরাক্রান্ত يُجِيبُ ডাকে সাড়া দেয় وَوَلَهُ এমন পেরেশানীতে পতিত تَضَيَّفَ গলিয়ে দেয় وَكَمَدَ নَيْفٌ বৃদ্ধি পেয়েছে لِمَا مَوْلٍ خَيْبٌ এমন দুঃখে জর্জরিত وَإِهْمَالٌ মেহমান সেজে বসেছে وَهُدُوٌّ এবং এমন মর্মবেদনায় ক্লিষ্ট وَتَغَيَّبٌ বৃদ্ধি পেয়েছে وَشَيْبٌ এমন আশার কারণে وَنَيْبٌ ব্যর্থ করে দিয়েছে وَخُبْتُ এবং এমন অবহেলার কারণে وَبُغْضَبٌ বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে وَعُدُوٌّ এমন শত্রুর কারণে وَنَفْتُ দস্ত গাঁড়ে দিয়েছে وَعُدُوٌّ এবং এমন প্রশান্তির জন্য وَنَفْتُ হারিয়ে গেছে وَخُبْتُ তার বন্ধুত্ব বন্ধ হয়নি وَخُبْتُ তার প্রতি ক্ষুদ্ধ হওয়া যায় وَخُبْتُ এবং তার [আন্তরিকতার] কাষ্ঠ নষ্ট হয়ে যায় وَخُبْتُ তা কেটে ফেলা যায় وَخُبْتُ কক্ষ উদগীরণ করেনি وَخُبْتُ যাতে ঝেড়ে পরিকার করা যায়।

শব্দ বিশ্লেষণ

وَوَرَاءَهُ (ظَرْفٌ) : সামনে, পেছনে, ব্যতীত। :
ضَفَفٌ : অনেক সন্তান- সন্ততি। :
ضَفَفٌ (ن) : ভীড় করা। :
مَادَهُ (ض. ف. ف.) : جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
مُرَادُفٌ : كَثَرَةُ الْعِبَالِ
مَسَّ : স্পর্শ করেছে, ছুঁয়েছে, আক্রান্ত করেছে। :
مَسَّ (س) : مَسَّ : مَسَّ : স্পর্শ করা, আক্রান্ত করা। :
مَادَهُ (م. س. س.) : جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
مُرَادُفٌ : أَصَابَ
شَطَفٌ (ج) : شَطَفٌ : সংকট, দুঃখ-দুর্দশা। :
شَطَفٌ (س) : (ك) : مص : সংকটাপন্ন হওয়া। :
مُرَادُفٌ : سَجَّ : ضد : رَخَّاءُ
حَصَّ : ছিন্নমূল করেছে, নির্মূল করেছে। :

(ن) حَصًّا : ছিন্নমূল করা। নির্মূল করা। :
مَادَهُ (ج. ص. ص.) : جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
مُرَادُفٌ : قَلَمٌ / تَنَفَّ
جَنَفٌ : জুলুম, অত্যাচার, অবিচার। :
(س) جَنَفًا : জুলুম করা। :
فِي الْقُرْآنِ : فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا -
مُرَادُفٌ : ظَلَمَ
عَمَّ : শামিল করে নিয়েছে, পরিবেষ্টন করেছে। :
(ن) عَمًّا : শামিল করা। :
مُرَادُفٌ : شَمَّلَ
قَشَفٌ : দুরাবস্থা। :
قَشَفٌ (س) : مص : দুরাবস্থাপন্ন হওয়া। :
دَمْعٌ (ج) : دَمْعٌ : دَمْعٌ : অশ্রু, চোখের পানি। :

سَادَهُ : (و-ي-ل) . جَس : صَحِيح
 مُرَادُ : إِغْفَال
 بৃদ্ধ বানিয়েছে, বৃদ্ধ করেছে :
 تَغَيَّلَ : تَغَيَّلَ :
 বৃদ্ধ বানানো :
 عَدُو : (ج) أَعْدَاءُ , (ج) أَعْدَاءُ :
 শত্রু, অরি, অরতি, বৈরী :
 تَغَيَّلَ :
 দস্ত পেড়ে দিয়েছে :
 تَغَيَّلَ : تَغَيَّلَ :
 দাস্ত দেওয়া :
 سَادَهُ : (ن-ي-ب) . جَس : أَجُوفَ : مُرَادُ : بَعِثَ
 هَدُو : (كَانَ فِي الْأَصْلِ هَدُوً ، فَأَيَّلَتْ الْهَمْزَةُ وَأَوَّاءُ ، وَأَدْغَيْتْ
 فِي أَلْوَا وَعَلَى أَصْلٍ مُقَرَّرٍ :
 প্রশান্তি, স্থৈর্য :
 هَدُو (هُدُو) (ف) مَص :
 প্রশান্ত হওয়া, স্থির হওয়া :
 تَغَيَّلَ :
 অদৃশ্য হয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে :
 تَغَيَّلَ : تَغَيَّلَ :
 অদৃশ্য হওয়া :
 سَادَهُ : (غ-ي-ب) . جَس : أَجُوفَ : يَائِسَ , مُرَادُ : زَالَ
 (لَمْ) يَزَعْ :
 বরু হয় নি :
 (ض) زَيْغًا , زَيْغًا , زَيْغًا :
 বক্র হওয়া :
 مُرَادُ : لَمْ يَيْل
 ও :
 ভালবাসা, বন্ধুত্ব :
 وَدَّ (س) مَص :
 আদ্রহ করা, ভালবাসা :
 يَغْضَبُ :
 ক্ষুব্ধ হওয়া যায় :
 (س) غَضِبًا - عَلُو :
 ক্ষুব্ধ হওয়া :
 مُرَادُ : يَفَارُ
 لَا حَيْثُ :
 নষ্ট হয়ে যায় নি :
 (ك) حَيْثًا , حَيْثًا :
 নষ্ট হয়ে যাওয়া :
 مُرَادُ : فَكَدَّ
 عَوَدَ : (ج) عِيدَانِ , عِيدَانِ , عِيدَانِ :
 কাঠ : গাছের কাটা ডাল :
 يَغْضَبُ :
 কেটে ফেলা যায় :
 (ض) قَضَبَ :
 কেটে ফেলা :
 مُرَادُ : قَطَعَ
 لَا تَنْكَ :
 [বন্ধ] কক্ষ উদগীরণ করে নি :
 (ن) تَفَقَّ , تَفَقَّ , تَفَقَّ - السَّيْرُ :
 উদগীরণ করা :
 مُرَادُ : بَرَزَ
 صَدَرَ : (ج) صُدُورُ :
 যে কোনো বস্তুর প্রথম অংশ : সামনের :
 উপরিভাগ : বন্ধ :
 يَنْقُصُ (مَج) :
 কেড়ে ফেলা যায়, পরিষ্কার করা যায় :
 (ن) تَنْقَصَا :
 কেড়ে ফেলা : পরিষ্কার করা :

جَس :
 ডাকে সাড়া দেয়, জগুয়ায় দেয় :
 (إِنْعَال) أَحَابَةِ :
 ডাকে সাড়া দেওয়া :
 فِي الْقُرْآنِ : جَسِبَ دَعْوَةُ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ .
 سَادَهُ : (ج-و-ب) . جَس : أَجُوفَ : وَارِي
 مُرَادُ : بَرَدُ (عَلَى)
 ও :
 পরেশানী, চিত্তাক্রান্ততা :
 وَكَلَهُ (ض-ح-س) مَص :
 অতিশয় চিত্তাক্রান্ত হওয়া :
 سَادَهُ : (و-ل-ه) . جَس : يَشَالُ وَارِي
 مُرَادُ : حَبِيرَةٌ
 গলিয়ে দেয়, বিগলিত করে :
 (إِنْعَال) إِذَابَهُ :
 বিগলিত করা, গলিয়ে দেওয়া :
 (ن) ذَوَى :
 বিগলিত হওয়া :
 سَادَهُ : (ذ-و-ب) . جَس : أَجُوفَ : وَارِي
 مُرَادُ : يَضْهُرُ , يَضْ : يَضْهُرُ
 هَم : (ج) هَمَمٌ :
 দুঃখ : চিন্তা : ইচ্ছা :
 هَم (ن) مَص :
 ইচ্ছা করা : দুঃখিত করা :
 مُرَادُ : الْحَزَنُ
 মেহমান হয়েছে, মেহমান সেজে বসেছে :
 (تَغَيَّلَ) تَغَيَّلَا :
 মেহমান হওয়া :
 مُرَادُ : نَزَلَ (يَه)
 كَمَدَ :
 ভীষণ মর্মবেদনা, দুঃখ :
 كَمَدَ (س) مَص :
 ভীষণ মর্মবেদনা ক্রীষ্ট হওয়া :
 (إِنْعَال) كَمَدًا :
 বিষন্ন করা :
 مُرَادُ : حَزَنَ (شَدِيدًا)
 تَغَيَّلَ :
 বৃদ্ধি পেয়েছে, অধিক হয়েছে :
 (تَغَيَّلَ) تَغَيَّلَا :
 বৃদ্ধি পাওয়া :
 (ن) تَوَلَّى :
 উচ্চ হওয়া :
 سَادَهُ : (ن-و-ف) . جَس : أَجُوفَ : وَارِي
 مُرَادُ : أَرَادَ
 مَامُولُ (مَف-مَذ) :
 যা আশা করা হয়, আশা :
 (ن) أَمَلًا :
 আশা করা :
 حَبِ :
 বঞ্চিত করেছে, বার্থ করেছে :
 (تَغَيَّلَ) تَغَيَّلَا :
 বঞ্চিত করা : বার্থ করা :
 مُرَادُ : أَخْشَرَ
 سَادَهُ :
 বার্থতায় পর্যবসিতকারী আশা :
 (إِنْعَال) مَص :
 ছুস বা সজ্জানে উপেক্ষা করা, অবহেলা করা :

وَلَا نَشْرُ وَصْلُهُ فَيُبْغِضُ، وَمَا يَقْتَضِي كَرَمًا
نَبَذَ حَرَمِهِ، فَبَيَّضَ أَمَلُهُ بِتَخَفِيفِ أَلِيمِهِ،
يَنْتُ حَمْدَكَ بَيْنَ عَالَمِيهِ، بِقَبِيئَةِ لِمَاطِ
شَجَبٍ، وَإِعْطَاءِ نَشَبٍ، وَمُدَاوَاةِ شَجِنٍ،
وَمُرَاعَاةِ يَقِنٍ، مَوْصُولًا بِخَفْضٍ، وَسُرُورٍ
غَضٍّ، مَا غُشِيَ مَعْهَدُ غَنِيِّ، أَوْ خَشِيَ وَهُ
غَنِيِّ. وَالسَّلَامُ.

অনুবাদ : তার সম্পর্ক [বন্ধুত্ব] অপছন্দনীয় হয়ে যায়। যে, তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা যায়। তোমার ভদ্রতার মর্যাদাকে উপেক্ষা করতে চায় না। সুতরাং তার কষ্টকে লাঘব করে তার আকাঙ্ক্ষাকে উজ্জ্বল করে দাও [অর্থাৎ সুন্দরভাবে পূর্ণ করে দাও]। সে তার জগতে মাঝে তোমার প্রশংসা গেয়ে বেড়াবে। তুমি কষ্ট দূরীভূত করা, মাল প্রদান করা, দুঃখের নিরাময় করা এবং অতিশয় বৃদ্ধের প্রতি যত্নবান হওয়ার জন্য সুখময় জীবন ও নিত্য নতুন আনন্দ সহকারে ততদিন বেঁচে থাক, যতদিন ধর্মীর দরবারে ঝাঁপিয়ে পড়া হয় অথবা অন্য লোকের ধারণাকে ভয় করা হয়। ওয়াস-সালাম।

শাব্দিক অনুবাদ : لَا নশ্রُ অপছন্দনীয় হয়ে যায়নি وَصْلُهُ তার সম্পর্ক فَيُبْغِضُ যাতে তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা যায় وَ مَا يَقْتَضِي চায় না كَرَمًا তোমার ভদ্রতা نَبَذَ উপেক্ষা করতে حَرَمِهِ তার মর্যাদাকে فَيَبْيُضُّ সুতরাং তুমি উজ্জ্বল করে দাও يَنْتُ তার আকাঙ্ক্ষা لَا মাঘব করে عَالَمِيهِ তার কষ্ট سے গেয়ে বেড়াবে حَمْدَكَ তোমার প্রশংসা بِقَبِيئَةِ মাঝে শَجَبٍ তার জগত تَخَفِيفٍ তুমি ততদিন বেঁচে থাক لِمَاطِ দূরীভূত করার জন্য শَجَبٍ কষ্ট إِعْطَاءِ প্রদান করার জন্য مُرَاعَاةِ তার মাল مُوَصَّلًا এবং নিরাময় করার জন্য سُرُورٍ দুঃখ যত্নবান হওয়ার জন্য يَقِنٍ অতিশয় বৃদ্ধ সহকারে غَضٍّ সুখময় জীবন غَنِيِّ আনন্দ غَنِيِّ নিতানতুন হয়েছে مَا যতদিন غُشِيَ ঝাঁপিয়ে পড়া হয় مَعْهَدُ দরবার غَنِيِّ ধর্মী অথবা ভয় করা হয় وَهُ অজ্ঞ লোক وَالسَّلَامُ সালাম।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَا نَشْرُ : অপছন্দনীয় হয়ে যায়নি।

(ن.ض) نَشْرًا : সবাধা হওয়া। অপছন্দ করা। বিদ্বেষ পোষণ করা।

مَادَهُ : (ن.ش.ز) جَس : صَجِعَ

مُرَادُ : أَسَاءَ / مَفَتَ / كَرِهَ

وَصَلَ : সম্পর্ক [বন্ধুত্ব]।

وَصَلَ (ض.م.ص) : একত্র করা। যুক্ত করা।

يُبْغِضُ (م.ج) : বিদ্বেষ পোষণ করা যায়।

(ن) بَغَضًا : (إِفْعَال) إِبْغَاضًا : বিদ্বেষ পোষণ করা।

فِي الْقُرْآنِ : أَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ .

مُرَادُ : يَحْقِدُ (عَلَى)

مَا يَقْتَضِي : সে চায় না।

(إِفْعَال) إِقْطَاعًا : চাওয়া। দাবি করা।

كَرَمًا : বখশিশ। ভদ্রতা।

كَرَمُ (ك.ل.م) : দানশীল হওয়া, উৎকৃষ্ট হওয়া।

نَبَذَ (ض.م.ص) : উপেক্ষা করা, ফেলে দেওয়া।

نَبَذَ : সামান্য, কিছু।

فِي الْقُرْآنِ : نَبَذَ قُرَيْشٌ سِتْرَهُمْ .

مُرَادُ : طَرَحَ

(ج) حَرَمَ : حُرْمَاتٍ, حُرْمَاتٍ (ج) حُرْمَةٍ : মর্যাদা, সম্মান।

يُبْغِضُ : তুমি ওত্র, সুন্দর ও উজ্জ্বল করে দাও।

(تَنْمِيل) تَبْيِضًا : ওত্র / সুন্দর / উজ্জ্বল করা।

مُرَادُ : حَسَنَ / حَقِيقَ

أَمَلُ : (ج) أَسَاءَ : আশা, প্রত্যাশা, আকাঙ্ক্ষা।

غُشِيَ (تَنْمِيل) مَصَد : হালকা করা, সহজ করা, লাঘব করা।

مُرَادُ : بَسَّطَ

যত্নবান/ যত্নশীল হওয়া : লক্ষ্য রাখা : مَرَاتَبَةٌ (مَرَاتَبَةٌ) :
 অতিশয় বৃদ্ধ : বিভিন্নমুখী প্রতিভার অধিকারী : مَرَاتَبَةٌ (مَرَاتَبَةٌ) :
 বৃদ্ধ গুরু : مَرَاتَبَةٌ (مَرَاتَبَةٌ) :
 মিলিত । [এখানে- সহকারে] : مَرَاتَبَةٌ (مَرَاتَبَةٌ) :
 সুখময়তা, সুখময় জীবন : مَرَاتَبَةٌ (مَرَاتَبَةٌ) :
 সুখী হওয়া : مَرَاتَبَةٌ (مَرَاتَبَةٌ) :
 আনন্দ, স্তুতি : مَرَاتَبَةٌ (مَرَاتَبَةٌ) :
 আনন্দিত করা : مَرَاتَبَةٌ (مَرَاتَبَةٌ) :
 তরতাজা । নিত্য নতুন : مَرَاتَبَةٌ (مَرَاتَبَةٌ) :
 তরতাজা হওয়া : مَرَاتَبَةٌ (مَرَاتَبَةٌ) :
 যতদিন : مَرَاتَبَةٌ (مَرَاتَبَةٌ) :
 গমন করা হয় । ঝাঁপিয়ে পড়া হয় : مَرَاتَبَةٌ (مَرَاتَبَةٌ) :
 কারও কাছে গমন করা : مَرَاتَبَةٌ (مَرَاتَبَةٌ) :
 মজলিস । দরবার । কেন্দ্র : مَرَاتَبَةٌ (مَرَاتَبَةٌ) :
 প্রতিষ্ঠান : مَرَاتَبَةٌ (مَرَاتَبَةٌ) :
 চেনা । সংরক্ষণ করা : مَرَاتَبَةٌ (مَرَاتَبَةٌ) :
 ধনী, বিত্তশালী : مَرَاتَبَةٌ (مَرَاتَبَةٌ) :
 ধনী হওয়া : مَرَاتَبَةٌ (مَرَاتَبَةٌ) :
 তয় করা হয় : مَرَاتَبَةٌ (مَرَاتَبَةٌ) :
 ভয় করা : مَرَاتَبَةٌ (مَرَاتَبَةٌ) :
 কল্পনা করা, ধারণা করা : مَرَاتَبَةٌ (مَرَاتَبَةٌ) :
 ক্ষ, নির্বোধ, মেধাহীন : مَرَاتَبَةٌ (مَرَاتَبَةٌ) :
 ক্ষ হওয়া । নির্বোধ হওয়া : مَرَاتَبَةٌ (مَرَاتَبَةٌ) :
 সালাম । ইসলামি অভিবাদন : مَرَاتَبَةٌ (مَرَاتَبَةٌ) :
 নিরাপদ থাকা : مَرَاتَبَةٌ (مَرَاتَبَةٌ) :

فَعَلَ : (ج) فَعَالٌ , اِنْعَمَالٌ , اَفَاعِيلٌ : কাজ, কর্ম ।

مُرَادٌ : اِمْعَالًا

قَوْلٌ : (ج) اَقْوَالٌ , اَفَاوِيلٌ : কথা ।

قَوْلٌ (ن) مَص : কথা বলা ।

مُرَادٌ : كَلَامٌ

اَوْسَعَتْ : পরিব্যাপ্ত করল, বিস্তৃত করল ।

اِنْعَمَالٌ اِسْمَاعًا : পরিব্যাপ্ত করা । বিস্তৃত করা ।

مُرَادٌ : عَمَتْ / كَثُرَتْ , حُدَّ , صَيَّفَتْ

حَفَاوَةٌ (س) مَص : অতিশয় সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা ।

اِنْعَمَالٌ اِفْعَالٌ - الشَّارِبُ : মোচ খাটো করা ।

فِي الْقُرْآنِ : اِنَّهُ كَانَ بِى حَقِيًّا .

مَادَةٌ : (ح. ف. و) رَجَسَ , نَاقِصٌ وَارِئٌ

مُرَادٌ : اِكْرَامٌ

طَوَّلَ : দান । অনুগ্রহ । বখশিশ । সামর্থ্য ।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا .

مُرَادٌ : عَطَا

سُئِلَ (مَج) : তাকে জিজ্ঞেস করা হলো ।

اَيُّ : জিজ্ঞেস করা । প্রশ্ন করা ।

أَيُّ : কোন, কোনটি ।

(ج) الشُّعُوبُ , (و) شُعَبٌ : একই ভাষাভাষী বা একই

অনুশাসনাধীন লোকজন । সম্প্রদায় । গোত্র ।

مُرَادٌ : حَرْبَةٌ

نَجَارٌ : বংশমূল, ঐতিহ্য, বর্ণ ।

(ن) نَجْرًا - الشَّىْ : ইচ্ছা করা ।

(س) نَجَّرًا : পিপাসার্ত হওয়া ।

(ج) شُعَابٌ , (و) شُعَبٌ : ঘাটি । উপত্যকা । রাস্তা ।

وَجَارٌ : (ج) اَوْجَرَةٌ , رَجَرٌ : গর্ত, গহা । বাঘ, সিংহ ইত্যাদি ।

আবাসস্থল ।

مُرَادٌ : حُجْرٌ / سَكْنٌ

عَسَانٌ : একটি ঐতিহ্যবাহী আরব রাজবংশ ।

اَسْرَةٌ : (ج) اَسْرٌ : পরিবার । একই মিশনে প্রত্যয়ী লোকজন ।

مُرَادٌ : اَهْلٌ

اَلْقَصِيْمَةُ : (ج) صَانِمٌ : প্রকৃত, খাটি, নির্ভেজাল ।

مَادَةٌ : (ص. م. م) , رَجَسَ , مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادٌ : اَلْخَالِصَةُ

سُرُوجٌ : তুরঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত একটি শহর ।

تَرْبَةٌ : (ج) تَرْبٌ : মাটি । জুমি । [এখানে-জানুমান আবাসস্থল] ।

مُرَادٌ : مَوْلِدٌ / بَلَدٌ

اَلْقَدِيْمَةُ (ص) : (ج) قَدِيْمَاتٌ , قَدَائِمٌ : প্রাচীন, পুরাতন ।

(ك) قَدَائِمٌ : পুরাতন হওয়া ।

مُرَادٌ : اَلْعَتِيْقَةُ , حُدَّ , اَلْجَدِيْدَةُ

اَلْبَيْتُ : (ج) مَبُوتٌ , اَبْيَاكٌ , (ج) مَبُوتَاتٌ :

ঘর । আবাসগৃহ ।

مَثَلٌ : (ج) اَمَثَالٌ : মতো, সদৃশ, অনুরূপ ।

اَلشَّمْسُ : (ج) شَمْسٌ : সূর্য, ভাঙ্গর, দিবাকর, দিনমণি, রবি ।

اِشْرَاقٌ (حَامِلٌ مَقْدَرٌ) : উজ্জ্বল, চমক, উদয় ।

اِشْرَاقٌ (اِنْعَمَالٌ) مَص : উদ্ভাসিত হওয়া । উজ্জ্বল হওয়া ।

مَنْزِلَةٌ : (ج) مَنْزِلَاتٌ : অবতরণস্থল, মর্যাদা ।

جَمِيْمَةٌ (ص) : (ج) جَمَانِمٌ : বড়, মোটা ।

(ك) جَسَامَةٌ : মোট হওয়া ।

وَالرَّيْعُ كَالْفِرْدَوْسِ مَطٌ *
 يَبَّةٌ، وَمَنْزَهَةٌ، وَقَيْمَةٌ
 وَأَهَّا لِعَيْشٍ كَانَ لِي *
 فِيهَا، وَلَذَاتٍ عَمِيمَةٍ
 أَيَّامَ أَسْحَبٍ مُطَرَفِي *
 فِي رَوْضِهَا مَاضِي الْعَزِيمَةِ
 أَخْتَالِي فِي بَرْدِ الشَّبَابِ *
 بٍ وَأَجْتَلِي النِّعَمَ الْوَسِيمَةَ
 لَا أَتَقِي نَوْبَ الزَّمَانِ *
 نٍ وَلَا حَوَادِثُ الْمُلِيمَةِ
 فَلَوْ أَنَّ كَرًّا مُتْلِفٌ *
 لَتَلِفْتُ مِنْ كُرْبِي الْمُقِيمَةَ

অনুবাদ : বাড়িটি ছিল আনন্দময়তা, পরিচ্ছন্নতা ও মূল্যমানের দিক থেকে ফেরদাউসের মতো। অর্থাৎ সেই জীবন, যা আমার সারুজ্ঞে অতিবাহিত হয়েছে আর সেই অটল উপভোগ। আমি স্মরণ করি। সেই দিনগুলোর কথা, যখন আমি সারুজ্ঞের বাগ-বাগিচায় দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে আমার নকশি চাদর পরে বেড়াইতাম আমি যৌবনের চাদরে গর্ব ভরে চলতাম। আর সুন্দর ভোগ্য বস্তুসমূহ অবলোকন করতাম। আমি কালের বিপদাপদ এবং কালের অনভিপ্রেত দুর্দশাসমূহকে ভয় করতাম না। যদি তীব্র দুঃখ ধ্বংসাত্মক হতো, তবে আমি আমার স্থায়ী দুঃখের কারণে ধ্বংস হয়ে যেতাম।

শাব্দিক অনুবাদ : 'الرَّيْعُ' বাড়িটি 'كَالْفِرْدَوْسِ' ফেরদাউসের মতো 'مَطِيَّةٌ' আনন্দময়তা 'وَمَنْزَهَةٌ' পরিচ্ছন্নতা 'وَقَيْمَةٌ' মূল্যমানের দিক থেকে 'فِيهَا' আ মরি! 'لِعَيْشٍ' সেই জীবন 'وَأَهَّا' যা আমার সারুজ্ঞে অতিবাহিত হয়েছে 'وَلَذَاتٍ' আর সেই উপভোগ 'عَمِيمَةٍ' অটল 'أَيَّامَ' সেই দিনগুলোর কথা 'أَسْحَبٍ' আমি টেনে/ পরে 'مُطَرَفِي' আমার নকশি চাদর 'فِي رَوْضِهَا' সারুজ্ঞের বাগ-বাগিচায় দৃঢ় প্রত্যয়ী 'أَخْتَالُ' আমি গর্ব করে চলতাম 'الشَّبَابِ' যৌবনের চাদরে 'وَأَجْتَلِي' আর অবলোকন করতাম 'النِّعَمَ' ভোগ্যবস্তুসমূহ 'الْوَسِيمَةَ' সুন্দর 'لَا أَتَقِي' আমি ভয় করতাম না 'نَوْبَ الزَّمَانِ' কালের বিপদাপদ 'وَحَوَادِثُ' দুর্দশাসমূহ 'الْمُلِيمَةِ' অনভিপ্রেত 'فَلَوْ أَنَّ كَرًّا' যদি তীব্র দুঃখ হতো 'مُتْلِفٌ' ধ্বংসাত্মক হতো তবে আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম 'مِنْ كُرْبِي' আমার দুঃখের কারণে 'الْمُقِيمَةَ' স্থায়ী।

শব্দ বিশ্লেষণ

الرَّيْعُ : (ج) رِيْعٌ، رِيْعٌ، رِيْعٌ، رِيْعٌ : বাড়ি, বাড়ির অঙ্গিনা।
 مَطِيَّةٌ : (ج) مَطِيَّةٌ : একটি জালাত্তের নাম।
 مَنْزَهَةٌ : (ج) مَنْزَهَةٌ : আনন্দময়তা।
 قَيْمَةٌ : (ج) قَيْمَةٌ : উৎকৃষ্ট হওয়া। সুস্বাদু হওয়া।
 يَبَّةٌ : (ط. ي. ب.) : جِسٌّ : অজুত বাঁশ।
 لِعَيْشٍ : (ج) لِعَيْشٍ : مُرَادٌ : لَذَّةٌ، حَسَنٌ، رِيْعٌ : খুশি।
 وَأَهَّا : (ج) وَأَهَّا : مُرَادٌ : পরিচ্ছন্নতা, নির্বলতা।

نَوْبٌ : (ج) نَوْبٌ : স্বাস্থ্যকর হওয়া। স্বচ্ছ হওয়া।
 زَمَانٌ : (ج) زَمَانٌ : মূল্য, মূল্যমান।
 حَوَادِثُ : (ج) حَوَادِثُ : আ মরি! আহা!
 مُتْلِفٌ : (ج) مُتْلِفٌ : জীবন, আবদান।
 كَرٌّ : (ج) كَرٌّ : জীবিত থাকা।
 كَرٌّ : (ج) كَرٌّ : ছিল, রয়েছে।
 مُتْلِفٌ : (ج) مُتْلِفٌ : সেখানে।

(ج) كَذَاتٌ, (و) لَذَةٌ : উপভোগ, মজা, আনন্দ :
مَرَاوُفٌ : حَلَاوَةٌ

পরিব্যাপ্ত, অটেল : (ج) عُمٌ : পরিব্যাপ্ত হওয়া :

(ن) عُسُومًا - الشَّرُّ : পরিব্যাপ্ত হওয়া :

مَرَاوُفٌ : كَثِيرٌ

(ج) أَبَاكَ, (ج) أَبَاكَ, (و) يَوْمٌ : দিনগুলি :

أَيَّامٌ أَسْحَبَ ... مَنَعُوهُ بِهِ لِيَفْعَلَ مَعْدُونُ أَيْ أَذْكَرُ

(كُنْتُ) أَسْحَبٌ : টেনে বেড়াইতাম, পরে বেড়াইতাম :

(ن) سَعَبًا : ভূমির উপর দিয়ে টেনে নেওয়া :

مُطَرَّفٌ : (ج) مَطَارُفٌ : নকশি চাদর :

(ج) رَوْضٌ, رِيَّاضٌ, رَوْضَاتٌ, رِيضَانٌ, (و) رَوْضَةٌ :

বাগান, বাগ-বাগিচা :

مَرَاوُفٌ : حَبِيذَةٌ/بَسَنَانٌ :

مَاصِي (مَاصِي) (فَا, مَذ) : পূরণকারী, বাস্তবায়নকারী :

(ض, ن) مَضَاءٌ, مَضُورٌ - عَلَى الْأَمْرِ : নিরবচ্ছিন্নভাবে করা,

চালু করা : বাস্তবায়ন করা, পূর্ব করা :

الْعَزِيمَةُ (ض) مَصَد : দৃঢ় ইচ্ছা করা : দৃঢ় প্রত্যয় করা :

مَاصِي الْعَزِيمَةِ : সাক্ষর সুসম্পন্নকারী :

(كُنْتُ) أَخْتَالُ : গর্ব ভরে চলতাম :

(افْتِغَال) إِخْتِبَالًا : গর্ব ভরে চলা :

بُرْدٌ : (ج) بُرْدٌ, بُرْدٌ, بُرْدٌ : ডোরাকাটা চাদর :

مَرَاوُفٌ : تَوْبٌ

الشَّيْبَابُ : যৌবন : বয়ঃসন্ধি থেকে ত্রিশ বছর পর্যন্ত বয়স :

الشَّيْبَابُ (ض) مَصَد : যৌবনে উপনীত হওয়া :

(كُنْتُ) أَجْتَلِي : আমি অবলোকন করতাম :

(افْتِغَال) إِجْتِلَاءٌ : অবলোকন করা :

(ج) نِعَمٌ, أَنْعَمَ, نِعْمًا, (و) الْنِعْمَةُ : নেয়ামত : জোশাকবু :

مَرَاوُفٌ : الْيَاقُ

الْوَيْسَمَةُ (ض) (ج) رَيْسَانٌ, وَسَامٌ : সুন্দর :

(ك) وَسَامٌ, وَسَامَةٌ : সুন্দর হওয়া :

(ض) وَسَمًا - : চিত্রিত করা :

مَرَاوُفٌ : الْجِسَانُ

(كُنْتُ) لَا أَتَقَيُّ : আমি ভয় করতাম না :

(افْتِغَال) إِتْقَانٌ : তয় করা :

مَرَاوُفٌ : الْخَاتُ

(ج) تَوْبٌ, (و) تَوْبَةٌ : বিপদাপন, বিপর্যয়, দুর্ঘটনা :

الزَّمَانُ : (ج) أَوْزَانٌ : কাল, যুগ, সময়, কালপরিক্রমা :

(ج) حَوَادِثٌ, حَادِثَاتٌ, (و) حَادِثٌ : দুর্দশা, দুর্ঘটনা :

مَرَاوُفٌ : تَوْبٌ

الْمَلِيْمَةُ (فَا, مَوْ) : নিন্দাকারিণী/ নিন্দনীয়/ অনভিপ্রেত :

(افْتِغَال) إِلَامَةٌ : ভর্ৎসনা করা, নিন্দা করা :

الرَّجُلُ : অনভিপ্রেত/নিন্দনীয় কাজ করা :

مَرَاوُفٌ : الْعَلَانِيَةُ, مَادَّةٌ : (ل, و, م)

كَرْبٌ (ج) كُرُوبٌ : কষ্ট, চিন্তা, ভীত দুঃখ :

كَرْبٌ (ن) مَصَد : চিন্তা হওয়া :

مَرَاوُفٌ : الْعَزَنُ

مُتَلِفٌ (فَا, مَذ) : ধ্বংসাত্মক, বিলয়কারী :

(س) تَلَفًا : ধ্বংস হওয়া :

(افْتِغَال) إِتْلَاءٌ : ধ্বংস করা :

مَرَاوُفٌ : مُهْلِكٌ

تَلِفْتُ : আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম :

(س) تَلَفًا : ধ্বংস হওয়া : ধ্বংস হওয়া :

(ج) كَرْبٌ, (و) كَرْبَةٌ : দুঃখ, চিন্তা, কষ্ট :

الْمَيْسَمَةُ (فَا, مَوْ) : স্বামী, স্থিতিশীল :

(افْتِغَال) إِقَامَةٌ : স্থায়ী হওয়া :

مَرَاوُفٌ : الدَّائِنَةُ/النَّائِنَةُ

أَوْ يُفْتَدَىٰ عَيْشٌ مَّطَىٰ *
 لَفَدَتْهُ مُهَجَّتِي الْكَرِيمَةَ
 فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْفَتَىٰ *
 مِنْ عَيْشِهِ عَيْشَ الْبَهِيَّةِ
 تَفْتَادُهُ بُرَّةُ الصَّفَا *
 رَأَى إِلَى الْعَظِيمَةِ وَالْهَضِيمَةِ
 وَتَرَى السِّبَاعَ تَنُوشُهَا *
 أَيْدِي الصَّبَاحِ الْمُسْتَظِيمَةِ
 وَالذَّنْبُ لِأَيَّامٍ لَوْ *
 لَا شُؤْمُهَا لَمْ تَنْبُ شَيْئَةً

অনুবাদ : যদি অতীত [সুখময়] জীবন মুক্তিপণ পেশ করা যেত, তবে আমার সম্ভ্রান্ত প্রাণ সেই মুক্তিপণ পেশ করত। অতএব চতুস্পদ জন্তুর জীবনের মতো জীবন যাপনের চেয়ে যুবকের জন্য মৃত্যুই অধিক শ্রেয় তাকে লাঞ্ছনার নাক-কড়া বড় বিপদ ও অবমাননাকর মসিবতের দিকে টেনে নিয়ে যায়। তুমি দেখবে, হয়েনার অত্যাচারী হাতগুলো হিংস্রপ্রাণীর মাংস ছিড়ে থাকে। অপরাধ হলো কালের, যদি তার অমঙ্গল না থাকত তবে [মানুষের] আচার-আচরণ উল্টে যেত না।

শাব্দিক অনুবাদ : যদি মুক্তিপণ স্বরূপ পেশ করা যেত অতীত জীবন লফদত তবে সেই মুক্তিপণ পেশ করত মুহেজ্জী আমার সম্ভ্রান্ত প্রাণ অতএব, মৃত্যুই অধিক শ্রেয় ফলমুত খুবকের জন্য মুহেজ্জী জীবন যাপনের চেয়ে বহিয্যে চতুস্পদ জন্তুর জীবনের মতো তাকে টেনে নিয়ে যায় বুরে নাককড়া লাঞ্ছনা বড় বিপদ ও অবমাননাকর মসিবত তুমি দেখবে সিবাক হিংস্রপ্রাণী হয়েনার হাতগুলো অত্যাচারী মুস্তযিম অপরাদ কালের লওয়ায় যদি তার অমঙ্গল না থাকত তবে উল্টে যেত না আচার-আচরণ।

শব্দ বিশ্লেষণ

মুক্তিপণ স্বরূপ পেশ করা যেত। : أَوْ يُفْتَدَىٰ (مع)

মুক্তিপণ দেওয়া। : إِنْفِدَاءٌ

মুক্তিপণ গ্রহণ করে ছেড়ে দেওয়া। : مُفَادَةٌ، فِدَاءٌ

মুক্তিপণ দেওয়া। : فِدَاءٌ (ض)

فِي الْقُرْآنِ : وَإِنْ يَأْتِوكُمْ أَسْرَىٰ تَفَادَوْهُمْ وَهُوَ مُعَرَّمٌ عَلَيْكُمْ

مَاَدُ : (ف - د - ي) ، حِسْ : نَاقِصٌ يَأْنِي

مُرَادٌ : تَعَامٌ

عَيْشٌ : জীবন, আবদানা।

عَيْشٌ (ض) : জীবিত থাকা।

مَضَى : অতিবাহিত হয়ে গেছে।

أَرْضًا مُضْرًا، مُضِبٌّ : অতিবাহিত হওয়া।

عَيْشٌ مَّطَى : অতিবাহিত হয়ে যাওয়া জীবন, অতীত জীবন।

لَفَدَتْ : মুক্তিপণ পেশ করত।

أَرْضٌ نَفَى : فِدَاءٌ : মুক্তিপণ পেশ করা।

مُهَجَّةٌ : (ج) مُهَجٌّ، مُهَجَّاتٌ : আত্মা। প্রাণ। উৎকৃষ্ট ও খাটি বস্তু।

مَاَدُ : (م - و - ج) ، حِسْ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : رُوحٌ، نَفْسٌ

الْكَرِيمَةُ : (صف، مؤ) (ج) : كَرِيمَاتٌ، كَرَامٌ، كَرَامٌ

দানশীল। সম্ভ্রান্ত। উদার। ক্রমাপায়ণ।

مُرَادٌ : مَرُوسٌ

মৃত্যু, তিরোধান, ইত্তেকাল : **الْمَوْتُ وَاللَّوْنَةُ**

উৎকৃষ্ট, অধিক প্রেম : **خَيْرٌ (اسْمٌ تَقْبِيلٌ) (ج) أَخْيَارٌ خِيَارٌ**

অগ্রাধিকার দেওয়া : **(ض) خَيْرَةٌ**

সম্পদ, কল্যাণ : **خَيْرٌ (ج) خَيْرٌ**

যুবক : **الْفَتَى (ج) فَتْنَانٌ, فَنِيَّةٌ, فُتُوَّةٌ, فُتُو, فُتَيْتٌ**

দানশীল : চাকর।

الْبَهِيْمَةُ (ج) بَهَائِمٌ : যে কোনো নির্বাক বস্তু : চতুস্পদ জন্তু।

فِي الْقُرْآنِ : أَجَلْتُ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْأَتْعَامِ

مُرَادٌ : نَعْمٌ

تَقْنَادٌ : টেনে নিয়ে যায়।

(اِتِّعَالَ) أَقْنِيْدَا : টেনে নিয়ে যাওয়া।

مُرَادٌ : تَحَبُّبٌ

بِرَّةٌ (ج) بُرَى, بُرَاتٌ, يُوْرُو (رَفْعًا) يُرِيْنَن (نَصْبًا وَجَرًا) :

রিং জাতীয় বস্তু। নাক-কড়া। হাতকড়া। পায়েজের। নেলক। ছুঁড়ি ইত্যাদি।

مُرَادٌ : حَلَقَةٌ/سَوَارٌ

الصَّغَارُ : শাঙ্কনা।

الصَّغَارُ (ك) مَص : তুষ/ লাক্ষিত হওয়া।

مُرَادٌ : لَذَّةٌ

الْعَظِيْمَةُ (صَف, مَز) (ج) عَظَائِمٌ : বড় বিপদ, কঠিন মুসিবত।

(ك) عَظْمًا, عَظَامَةٌ : বড় হওয়া।

مُرَادٌ : دَاهِيَةٌ

الْعَظِيْمَةُ : دَاهِيَةٌ يَسْتَعْظِمُ أَمْرَهَا, وَالْبَهِيْمَةُ : الْحَاوِيَةُ

السَّعْفَةُ لِشَايِبِهِ عِنْدَ النَّاسِ, فَيُرِيدُ بِالْعَظِيْمَةِ سَوَالُ

النَّاسِ وَالْبَهِيْمَةُ احْتِقَارُهُمْ لَهُ إِذَا سَأَلَهُمْ فَيُرَدُّونَهُ حَائِيًا

الْبَهِيْمَةُ : (ج) مَصَائِرُ : হত্যার, অবিচার, কোভ, ক্ষেপ।

الْبَهِيْمَةُ : শাঙ্কনা কর বিপদ, অবমাননা কর মুসিবত।

مُرَادٌ : السَّعْفَةُ

تَرَى : জুনি দেখ, দেখছ, দেখাবে।

(ف) رَأَى, رُؤْيَ : দেখা। প্রত্যক্ষ করা।

(ج) رَسِيْعٌ, أَسِيْعٌ, سُوْعٌ, سُوْعَةٌ, (و) سَعٌ : হিংস্র প্রাণী।

تَنَوُّشٌ : ছিড়ে খাচ্ছে।

(ن) تَوَّشًا : ছিড়ে যাওয়া।

سَاهَدَ (ن-و-ش) : জন্স।

مُرَادٌ : تَخَذُّشٌ/تَنَنَّاوُلٌ

(ج) أَيْدِي, (و) يَدٌ, (ج) أَبَاد : হাতগুলো।

(ج) ضَبَاعٌ, أَضْع, ضَبْع, ضَبُوعَةٌ, ضِعَاعٌ, مَضْبَعَةٌ

(و) ضَبْعٌ : হামোনা।

مُرَادٌ : اَلْعَبِيْن/اَلْعَجَاجِرُ

اَلْمُسْتَضِيْعَةُ (ف, م) : অত্যাচারী।

(ض) ضَيْفًا, (اِسْتِغْفَال) اِسْتِغَاةٌ : অত্যাচার করা,

নির্যাতন করা।

مُرَادٌ : الطَّالِمُ

الدَّنْبُ (ج) دُنُوْبٌ, (ج) دُنُوْبَاتٌ : গুনাহ, পাপ।

مُرَادٌ : اِسْمٌ, حَنْدٌ, طَاعَةٌ

(ج) أَيَّامٌ, (ج) أَيَّامِيْمٌ, (و) يَوْمٌ : কাল, যুগ, কালাবর্তন।

سُوْمٌ : অত্যন্ত, অমঙ্গল, অকল্যাণ।

(ك) سُومًا : শুভ হওয়া, অমঙ্গল হওয়া।

مُرَادٌ : نَحْمٌ/شَرٌ

لَمْ تَنْبَ : উদ্ভে যেত না।

(ن) تَبَرًا, تَبَرَةً : উদ্ভে যাওয়া।

سَاهَدَ (ن-ب-و) : জন্স।

يُسَبِّحُ وَيُسَنِّدُ (ج) يُسَبِّحُ : অভ্যাস। হজাব। আচার-আসন।

مُرَادٌ : خَلَقٌ

وَلَوْ اسْتَقَامَتْ كَانَتْ أَلْ
أَحْوَالُ فِيهَا مُسْتَقِيمَةً
ثُمَّ إِنَّ حَبْرَهُ نَمَّا إِلَى الْوَالِي ، فَمَلَأَ فَاهُ بِاللَّ
لِي ، وَسَامَهُ أَنْ يَنْصَوِي إِلَى أَحْسَانِهِ ، وَيَلِي
دِيَوَانَ إِنْسَانِهِ ، فَأَحْسَبَهُ الْحَبَابُ ، وَظَلَفَهُ عَنِ
الْوَلَايَةِ الْإِبَاءُ . قَالَ الرَّأْيُ : وَكُنْتُ عَرَفْتُ
عُودَ شَجَرَتِهِ ، قَبْلَ إِبْنَاعِ ثَمَرَتِهِ ، وَكِدْتُ أَنِّي
عَلَى عُلُوِّ قَدْرِهِ ، قَبْلَ اسْتِنَارَةِ بَدْرِهِ .

অনুবাদ : আর যদি কালের আবর্তন সোজা হতো তাহলে তাতে [মানুষের] অবস্থাও সঠিক থাকত। অতঃপর সংবাদ গভর্নরের কাছে পৌঁছল, ফলে সে মণি-মুক্তা দ্বারা তার মুখ ভরে দিল এবং তাকে তার সভাসদদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য এবং তার সাহিত্য-মজলিসের প্রধান হওয়ার জন্য বাধ্য করল। কিন্তু বখশিশ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেল এবং তার অস্বীকৃতি দায়িত্ব গ্রহণে তার প্রতিবন্ধক হলো। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তার ফল পাকার পূর্বে তার বৃক্ষের ডাল চিনে ফেলেছিলাম এবং তার চতুর্দশী চাঁদ আলোকিত হওয়ার পূর্বে তার উঁচু মর্যাদা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করে দেওয়ার উপক্রম করেছিলাম।

শাব্দিক অনুবাদ : যদি কালের আবর্তন সোজা হতো তাহলে তাতে অবস্থাও থাকত সঠিক। অতঃপর তার সংবাদ নমো পৌঁছল। গভর্নরের কাছে ফলে সে ভরে দিল। তার মুখ মণি-মুক্তা দ্বারা এবং তাকে বাধ্য করল। অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য এবং তার সভাসদদের মধ্যে এবং প্রধান হতে তার সাহিত্য মজলিসের কিন্তু তার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেল। বখশিশ এবং তার প্রতিবন্ধক হলো। দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি রাবী বলেন কুন্তি এবং আল রায় : আমি চিনে ফেলেছিলাম। তার ফল পাকার পূর্বে তার উঁচু মর্যাদা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করে দেওয়ার উপক্রম করেছিলাম। তাই আলোকিত হওয়ার পূর্বে তার চতুর্দশী চাঁদ।

শব্দ বিশ্লেষণ

(لَوْ) اسْتَقَامَتْ : [যদি] সোজা হতো।

(اسْتَقَامَ) اسْتَقَامَتْ : সোজা হওয়া।

كَانَتْ (ن) كَوْنًا (فِعْلٌ نَاقِصٌ) : হতো, থাকত।

الْعَالُ : (ج) أَحْوَالٌ : অবস্থা, আকৃতি-প্রকৃতি।

مُسْتَقِيمَةً (ف، مَز) : সঠিক, যথাযথ।

(اسْتَقَامَ) اسْتَقَامَتْ : সোজা হওয়া। সঠিক : যথাযথ হওয়া।

হওয়া।

مَادَهُ (ق. و-م) : جَس : অজুত বাও

مُرَادُفٌ : مُسْتَوِيَةٌ

خَبَرٌ : (ج) أَخْبَارٌ (ج) أَخْبَارٌ : সংবাদ, খবর।

نَسَا : পৌছল।

(ض) نَسِيَ ، نَسَا ، نَسِيَ - إِلَى مُلْكٍ : পৌছা।

(تَفْعِيلٌ) تَنَبَّهَ : বৃদ্ধি করা।

مَادَهُ : (ن-م-ي) : جَس : অজুত বাও

مُرَادُفٌ : وَصَلَ

الرَّأْيُ (ف، مَذ، مَص) : وَلَايَةٌ - (ح) : (ج) وَلَاةٌ : শাসনকর্তা, গভর্নর।

গভর্নর।

مَلَأَ (أ) مَلَأَ ، مَلَأَ : ভরে দিল, পূর্ণ করল।

مُرَادُفٌ : أَقَامَ

قَالَ (ف، مَذ، مَص) : نَسَا : نَسِيَ - إِلَى مُلْكٍ : পৌছা।

نَسَا : نَسِيَ - إِلَى مُلْكٍ : পৌছা।

مُرَافُونَ : مُرَافُونَ : (ج) الْأَلْفُ : (ر) لَوْلَا : মনি-মুক্তা।
 مُرَافُونَ : مُرَافُونَ : (ن) سَمًا : سَمًا - : الْأَمْرُ : চাপিয়ে দিল, বাধা করল।
 فِي الْقُرْآنِ : يَسْمُونَكُمْ سَوَاءَ الْعَذَابِ - :
 مُرَافُونَ : كَلَّفَ :
 (أَنْ) يَنْصَوِي (إِنْفِعَال) إِنْصَوَا - : إِلَيْهِ : شامل হয়, অন্তর্ভুক্ত হয়।
 مَادَّ : (ض. و. ي) : جِنْس : كَفَيْتُ مَقْرُون
 مُرَافُونَ : يَنْقُصُ :
 (ج) أَحْشَاءُ : (و) حَتَّى : কলিজা, অস্ত্র ইত্যাদি, [এখানে- :
 নিজস্ব লোকজন, সভাসদ।
 مُرَافُونَ : خَاصَّةً :
 (أَنْ) يَلِي (ح) وَلَا يَكُ : প্রধান হওয়া, দায়িত্বশীল হওয়া,
 শাসনকর্তা হওয়া।
 دِيرَان : (ج) دَرَارِينَ : دِيَارِينَ : মজলিস : ডালিকা : কাব্যসমগ্র।
 إِنْشَاءً (إِنْفَعَال) مَصَد : সাহিত্য : রচনা করা।
 رَحَنَا :
 أَحْسَبَ - : أَيْ أَعْطَاهُ حَتَّى يَقُولَ حَسْبِي حَسْبِي :
 পরিতুষ্ট করে দিল, [ভাবার্থ] যথেষ্ট হয়ে গেল।
 (إِنْفَعَال) إِنْشَاءً - : : দান করে পরিতুষ্ট করা।
 مَادَّ : (ج. س. ب) : جِنْس : صَحِیح :
 مُرَافُونَ : أَجَزَلُ :
 الْحَيَاءُ وَالْعَبْرَةُ : : ববশিশ, দান।
 الْحَيَاءُ : :
 مَادَّ : (ج. ب. و) : جِنْس : نَاقِصٌ وَارٍ :
 مُرَافُونَ : عَطَا :
 طَلَفَ : : বারণ করল, বাধা দিল, প্রতিবন্ধক হলো।

(ن) طَلَفَ - : : বারণ করা। বাধা দেওয়া।
 مُرَافُونَ : مَنَعَ :
 الْوَلَايَةُ (ح) مَصَد : শাসনভার গ্রহণ করা, দায়িত্ব গ্রহণ করা।
 الْإِبَاءُ : : অস্বীকৃতি।
 الْإِبَاءُ : (ف. ض. مَص) : : অস্বীকার করা। অপছন্দ করা।
 مُرَافُونَ : الْإِنْكَارُ :
 الْوَارِثُ (ف. م. ج) : رَوَّاهُ : : বর্ণনাকারী, বিবরণদাতা।
 (ض) رَوَّاهُ : : বর্ণনা করা।
 كُنْتُ عَرَفْتُ : : আমি চিনে ফেলেছিলাম।
 (ض) عَرَفْتُ : عَرَفَانًا : مَعْرِفَةً : চেনা। জানা।
 عَوَّدُ : (ج) عِيدَانُ : أَعْوَدُ : : কাট। কাটা ডাল।
 شَجَرَةٌ : : গাছ, একটি গাছ।
 شَجَرُ (إِسْمِ جِنْس) : (ج) أَشْجَارُ : شَجَرًا : গাছ।
 إِنْشَاءً (إِنْفَعَال) مَصَد : ফল পরিপক্ব হওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : أَنْظَرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَنَعِمَ - :
 مَادَّ : (ي. ن. ع) : جِنْس : مِثَالُ يَأْتِي :
 مُرَافُونَ : نَفَحَ :
 نَفَحَ : : ফল, একটি ফল।
 مُرَافُونَ : نَكَيْمَةٌ :
 نَمَرُ (إِسْمِ جِنْس) : (ج) نَمَارٌ : نَمَرًا : : ফল।
 كُنْتُ أَنِيهِ : : অবহিত করে দেওয়ার উপক্রম করেছিলাম।
 (تَفَعُّل) تَنَبَّهًا : : অবহিত/ সতর্ক করা।
 عَلَوُ : : উচ্চতা।
 عَلَوُ (ن) مَصَد : : উচ্চ হওয়া।
 قَدَّرَ : (ج) أَدَارًا : : শক্তি, সামর্থ্য, সম্মান-মর্যাদা।
 قَبْلَ إِنْشَاءَرُ : : আলোকিত হওয়ার পূর্বে।
 إِنْشَاءَرُ (إِسْتِفْعَال) مَصَد : : আলোকিত হওয়া।
 بَلَّرَ : (ج) بَلَّرَ : : পূর্ণ চন্দ্র, পূর্ণিমার চাঁদ, চৌদ্দ তারিখের চাঁদ।

فَأَوْحَىٰ إِلَيَّ بِإِيمَانٍ جَفْنِهِ، أَنْ لَا أُجْرِدَ
عَضْبَهُ مِنْ جَفْنِهِ، فَلَمَّا خَرَجَ بَطِينُ الْخُرُجِ،
وَقَصَلَ فَائِزًا بِالْفُلُجِ، شَبِعْتُهُ قَاضِيًا حَقَّ
الرَّعَايَةِ، وَلَا حِسَابًا لَدَىٰ عَلَىٰ رِضَىٰ الْوِلَايَةِ،
فَأَعْرَضَ مُتَبَسِّمًا، وَأَنْشَدَ مُتَرَتِّمًا :

لَجُوبِ الْبِلَادِ مَعَ الْمَتَرَةِ

أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْمَرْتَبَةِ

لِأَنَّ الْوِلَاةَ لَهُمْ نَبْوُهُ

وَمَعْتَبَةُ بِأَلْهَا مَعْتَبَةِ

অনুবাদ : কিন্তু সে তার পলকের ইশারায় আমাকে বলল যে, আমি যেন তার খাপ থেকে তার তরবারি বের না করি। অতঃপর যখন সে থলি ভরে বের হয়ে গেল এবং সাফল্য লাভ করে পৃথক হলো তখন আমি তাকে খাতিরদারির হক পূরণার্থে এবং দায়িত্ব গ্রহণ না করার জন্য ভর্ৎসনা দিতে দিতে এগিয়ে দিলাম। তখন সে মুচকি হেসে ফিরে দাঁড়াল এবং গুণগুণ করে আবৃত্তি করল [কবিতার অনুবাদ :] দারিদ্র্য সহকারে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানো আমার কাছে পদ-মর্যাদার চেয়ে অধিক প্রিয়। কেননা রাজ-রাজাদের জন্য উঁচু মর্যাদা রয়েছে এবং রয়েছে ভর্ৎসনা। হে [লোক সকল]! সেই পদ-মর্যাদার লাল্পনা প্রত্যক্ষ কর।

শাসনিক অনুবাদ : আমি যেন যে ফাঁসি দিয়ে তার পলকের ইশারায় আমাকে বলল যে, আমি যেন তার খাপ থেকে তার তরবারি বের না করি। অতঃপর সে যখন বের হয়ে গেল এবং সাফল্য লাভ করে পৃথক হলো তখন আমি তাকে খাতিরদারির হক পূরণার্থে এবং দায়িত্ব গ্রহণ না করার জন্য ভর্ৎসনা দিতে দিতে এগিয়ে দিলাম। তখন সে মুচকি হেসে ফিরে দাঁড়াল এবং গুণগুণ করে আবৃত্তি করল [কবিতার অনুবাদ :] দারিদ্র্য সহকারে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানো আমার কাছে অধিক প্রিয়। কেননা রাজ-রাজাদের জন্য উঁচু মর্যাদা রয়েছে এবং রয়েছে ভর্ৎসনা। সেই পদ-মর্যাদার লাল্পনা প্রত্যক্ষ কর।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَوْحَى : চুপিসারে বলল, ইঙ্গিত করল।

إِنْفَعَالٌ (إِبْعَاءٌ - إِلَى فُلَانٍ) : চুপিসারে বলা। ইঙ্গিত করা।

(ض) وَحْيًا - إِلَى : ইঙ্গিত করা, গোপনে কথা বলা।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ -

مَاءٌ (و-ح-ي) : جَنَسٌ : লেগিফ মফরুফ -

مُرَادٌ : أَشَارَ

إِبْعَاضٌ (إِنْفَعَالٌ) مَصْدَرٌ : সংকেতের মাধ্যমে ইশারা করা।

- الْبَرْقُ : বিদ্যুৎ চমকানো।

(ض) وَمَضَى - الْبَرْقُ : বিদ্যুৎ চমকানো।

مَاءٌ (و-ح-ي) : جَنَسٌ : লেগিফ মফরুফ -

مُرَادٌ : أَشَارَ

إِبْعَاضٌ (إِنْفَعَالٌ) مَصْدَرٌ : সংকেতের মাধ্যমে ইশারা করা।

উল্লেখ না করি, বের না করি।

অনুজ্ঞা করা। পৃথক করা।

ধারালো তরবারি। ধারালো মুখ।

মুখ।

অনুজ্ঞা করা। পৃথক করা।

তরবারির খাপ, কোষ।

বের হয়ে গেল : **خَرَجَ** :

(ন) **خَرُوجًا**, **مَخْرَجًا** : বের হওয়া :

بَطْنِينَ (صف, مذ) : ডরা, পূর্ণ। বড় শেট বিশিষ্ট।

(স) **بَطْنًا**, (ك) **بَطْنَانَةً** : বড় শেটবিশিষ্ট হওয়া।

مَادَهُ : (ب. ط. ن), **جِنْسٍ** : **صَحِيح**

مَرَاوُن : **مَمْلُوكٌ**

الْخُرُوجُ : (ج) **خُرُوجُهُ**, **أَخْرَاجُ** : ডারবাহী জব্বর শিটে চাপিয়ে

দেওয়া দুইভাগ বিশিষ্ট বস্তা, থলি।

مَرَاوُن : **عَرَارَةٌ**

فَصَلَ : বের হয়ে গেল, পৃথক হলো।

(ন) **فُصِّلَ** - **عَنَّهُ** : পৃথক হওয়া।

مَرَاوُن : **خَرَجَ**

فَازَتْ (ف, مذ) : সফল, কামিয়াব, সার্থক।

(ন) **فَوَزًا** : সফল হওয়া।

مَرَاوُن : **فَالِجٌ**

الْفَلِجُ : সফলতা, সার্থকতা।

الْفَلَجُ (ن, ض) **مَصَد** : সফল হওয়া।

مَرَاوُن : **الْقَوْرُ**

شَبِيعَتٌ : এগিয়ে দিলাম।

(تَفْعِيل) **تَشَبَّعًا** : এগিয়ে দেওয়া।

قَاضِيًا (ف, مذ) : পূরণকারী। [এখানে পূরণার্থে]।

(ض) **قَضَاءً** : প্রয়োজন পূর্ণ করা।

مَرَاوُن : **مُؤَدِّ**

حَقٌّ : (ج) **مُؤَدِّ** : হক, অধিকার, প্রাপ্য। স্বাতির।

الرَّعَايَةُ (ف) **مَصَد** : খতিরদারি করা, যত্ন করা, লক্ষ্য রাখা।

مَرَاوُن : **حَفَارَةٌ**

لَا جِيًّا (ف, مذ) : (ج) **لُجَاءً** : ভরসনাকারী, এখানে-

ভরসনা দিতে দিতে।

(ف) **لَعَبٌ** : পালি দেওয়া। ভরসনা দেওয়া। তিরস্কার করা।

مَادَهُ : (ل. ح. و), **جِنْسٍ** : **نَاقِصٍ** **وَأَوِي**

مَرَاوُن : **لَاحِيًا** .

رَفَضَ (ن, ض) **مَصَد** : ছেড়ে দেওয়া। নিক্ষেপ করা। [এখানে-

গ্রহণ না করা]।

مَرَاوُن : **تَرَكٌ**

الْوَلَايَةُ : শাসনভার, দায়িত্ব।

الْوَلَايَةُ (ح) **مَصَد** : শাসনকর্তা হওয়া।

أَعْرَضَ : মুখ ফিরাল, [এখানে ফিরে দাঁড়াল]।

(إِعْمَال) **إِعْرَاضًا** : বিমুখ হওয়া।

(ض) **عَرَضًا** : পেশ করা।

فِي الْقُرْآنِ : **مَنْ أَعْرَضَ عَنْ وَكَيْفٍ** .

مَرَاوُن : **رَغَبٌ** (عَنْ)

مُتَّسِمٌ (ف, مذ) : দ্বিত হাস্যকারী, সম্বিত।

(تَفْعُل) **تَبَسُّا** : মুচকি হাসা, মৃদু হাসা।

مَرَاوُن : **ضَعَفًا**

أَنْشَدَ : আবৃত্তি করল।

(إِفْعَال) **إِنْشَادًا** : আবৃত্তি করা।

مُتَرَتِّمٌ (ف, مذ) : [এখানে-গুনগুন করে]।

(تَفْعُل) **تَرَتُّبًا** : সূর দিয়ে আবৃত্তি করা।

مَرَاوُن : **مُتَغَيِّبًا**

جَوَّبَ (ن, مَصَد) : অতিক্রম করা। ঘুরে বেড়ানো।

(ج) **يَلَاةً**, **يَلْدَانِ**, (ر) **يَلْدَةً** : জামায়া। জনপদ। শহর।

الْمُتَرَتِّبَةُ : অভাব-অনাহার।

أَحَبَّ (الْمُتَغَيِّبِينَ) : অধিক প্রিয়।

(ض) **حَبًّا**, **حَبًا** - **الشَّقْ** : পছন্দ করা।

الْمَرْتَبَةُ : (ج) **مَرَاتِبٌ** : পদ-মর্যাদা, মর্যাদা।

(ج) **الْوَلَاةُ**, (و) **وَالٍ** (وَالِي) : রাজ-রাজড়া। আমীর-অমাতা।

تَبَوَّأَ : প্রতিভূত।

تَبَوَّأَ (ن, مَصَد) : প্রতিভূ হওয়া, উচু হওয়া।

مُعْتَبَةٌ : লক্ষ্য।

مُعْتَبَةٌ (ن, ض) **مَصَد** : ক্ষোভ প্রকাশ করা। তিরস্কার করা।

وَمَا فِيهِمْ مِّنْ يَّرْبُ الصَّنِيعِ
وَلَا مَن يَشِيدُ مَا رَتَبَهُ *
فَلَا يَخْدَعَنَّكَ لَمُوعُ السَّرَابِ
وَلَا تَأْتِ أَمْرًا إِذَا مَا اشْتَبَهَ *
فَكَمْ حَالِمٍ سَرَّهُ حُلْمُهُ
وَأَدْرَكَهُ الرُّوعُ لَمَّا انْتَبَهَ

অনুবাদ : তাদের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি নেই, যে অগ্রহে
লালন করে এবং এরূপ ব্যক্তি নেই, যে তার কর্মসূচীকে
কর্মসূচীকে দৃঢ়রূপ দান করতে পারে। অতএব, মরীচিকা
ঝলমলানি তোমাকে যেন প্রতারিত না করে এবং তুমি
কোনো কাজ করো না, যখন তা সন্দেহযুক্ত হয়। অনেক
স্বপ্নদ্রষ্টা রয়েছে, যার স্বপ্ন তাকে আনন্দ দেয়, অথচ সে
যখন জাগ্রত হয় তখন তাকে ভয়ে পেয়ে বসে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَمَا فِيهِمْ : তাদের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি নেই যার **يَّرْبُ** লালন করে **الصَّنِيعِ** অনুগ্রহ **وَلَا** এবং নেই
وَلَا مَن يَشِيدُ : যে দৃঢ়রূপ দান করতে পারে **مَا رَتَبَهُ** যা সে গ্রহণ করেছে **فَلَا يَخْدَعَنَّكَ** অতএব, তোমাকে যেন প্রতারিত না
করে **لَمُوعُ السَّرَابِ** মরীচিকা **وَلَا تَأْتِ أَمْرًا** এবং তুমি কোনো কাজ করো না **إِذَا مَا اشْتَبَهَ** **إِذَا** যা সন্দেহযুক্ত হয় **فَكَمْ**
حَالِمٍ অনেক স্বপ্নদ্রষ্টা রয়েছে **سَرَّهُ** যার স্বপ্ন তাকে আনন্দ দেয় **الرُّوعُ** অথচ তখন তাকে ভয়ে পেয়ে বসে **لَمَّا انْتَبَهَ**
لَمَّا যখন সে জাগ্রত হয়।

শব্দ-বিশ্লেষণ

يَّرْبُ : লালন করে, লালন করতে পারে।

(অ) **رَبًّا** : লালন করা।

سَاهَهُ : (র) **ب** (প) **ب** : **جَس** : **مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي**

مُرَادٌ اسْتَأْنَسَ

الصَّنِيعُ : অনুগ্রহ, অনুকম্পা।

مُرَادٌ : مَعْرُوفٌ

يَشِيدُ : দৃঢ়রূপ দান করতে পারে।

(তফেইল) **تَشِيدًا** : দৃঢ়রূপ দান করা।

مُرَادٌ : تَقْوَى

(مَا) **رَتَبَ** : [যে কর্মসূচী] সে বিন্যস্ত করেছে। গ্রহণ করেছে।

لَا يَخْدَعَنَّ : (যা) **لَا تَخْدَعَنَّ** : তোমাকে যেন প্রতারিত না করে।

(ف) **يَخْدَعَنَّ** : প্রতারিত করা।

مُرَادٌ : يَخْلِبُ

لَمُوعُ : ঝলমলানি, চমকানো।

لَمُوعُ (ف) مَص : চমকানো আলোকিত হওয়া।

مُرَادٌ : وَمِنْصُ

السَّرَابِ : মরীচিকা, যুগত্বা, যুগত্বিকা, যুগত্বা, যুগত্বিকা।

لَا تَأْتِ : করো না, জড়িত হয়ো না।

(ض) **تَأْتِيَانِ** : করা। সম্পাদন করা।

أَمْرٌ (ج) أَمْرٌ : কাজ, কর্ম, বিষয়।

(إِذَا مَا) **اشْتَبَهَ** : [যখন] সন্দেহযুক্ত হয়।

(الْتِمَالِ) **إِشْيَاهَا** : সন্দেহযুক্ত হওয়া।

مُرَادٌ : التَّمَيُّنُ

حَالِمٌ : (ফা, মড) : স্বপ্নদ্রষ্টা।

سَرَّ : আনন্দ দেয়।

(অ) **سُورًا** : আনন্দ দেওয়া।

حَلْمٌ (ج) أَحْلَامٌ : স্বপ্ন।

(অ) **حَلْمًا** : স্বপ্নে দেখা।

بِسَ الْقُرْآنِ : **قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ**।

مُرَادٌ : رُؤْيَا / مَنَامٌ

أَدْرَكَ : পেয়ে বসল (পেয়ে বসে), পেল (পায়)।

(الْتِمَالِ) **إِدْرَاكًا** : পাওয়া।

بِسَ الْقُرْآنِ : **حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ** - **مُرَادٌ : وَجَدَ**

رُوعٌ : ভয়, শঙ্কা।

لَاغ (أ) مَص : শঙ্কিত হওয়া, ভয় করা।

بِسَ الْقُرْآنِ : **فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ** -

مُرَادٌ : الْخَوْفُ

(أَلَا) **انْتَبَهَ** : [যখন] সে জাগ্রত হয়।

(الْتِمَالِ) **إِنْشِيَاهَا** : জাগ্রত হওয়া।

مُرَادٌ : اسْتَبَقَطَ

المقامة الساجدة البرقعية

সপ্তম মাকামা : বারকা'ইদের গল্প

● মাকামার সারসংক্ষেপ ●

আজকাল যেমন কখনও বাস বা ট্রেনে দেখা যায় যে, কোনো পুরুষ বা নারী ভিক্তক এসে যাত্রীদের হাতে হাতে একটি করে হস্তলিখিত বা মুদ্রিত আবেদনপত্র দিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর এসে দান প্রাপ্তির জন্য হাত বাড়ায় এবং আবেদনপত্রগুলো ফেরত নিয়ে যায়। আগ্রামা হারীরীও এ মাকামায় তদ্রূপ একটি ভিক্ষাবৃত্তির কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এতে বলা হয়েছে যে, হারিস ইবনে হাফাম একবার বারকা'ইদ নামক স্থানে ঈদের নামাজ আদায় করতে গেলেন। ঈদগাহে যখন লোকজনের প্রচুর সমাগম হলো তখন একসময় তিনি দেখতে পেলেন যে, এক অন্ধ ব্যক্তি একজন বৃদ্ধা মহিলাকে কয়েকটি লিখিত কাগজ দিল। বৃদ্ধা মহিলা কাগজগুলো নিয়ে উপস্থিত মুসল্লীদের মধ্যে দানশীল অনুমান করে কিছু লোকের হাতে দিল। কাগজগুলোতে অন্ধ লোকটির অভাব ও অনাহারের কথা উল্লেখ করে অত্যন্ত দরদভরা ভাষায় লিখিত একটি কবিতা লিখিত ছিল। মহিলাটি পরবর্তীতে হারিস ইবনে হাফামের নিকট আবেদন পত্রটি ফেরত নিতে আসলে হারিস তাকে কবিতাটির রচয়িতার নাম বলার শর্তে দান করার প্রতিশ্রুতি দেন। মহিলাটি তখন জ্ঞানাল যে, কবিতাটি সারঞ্জের অধিবাসী জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক রচিত। এতে হারিস বুঝে ফেলেন যে, এতো আবু য়ায়েদই। তাই হারিস আবু য়ায়েদকে দৃষ্টিহীন দেখে তার জন্য মর্মাহত হন। এরপর হারিস তাকে নিজ আবাসস্থলে খাবারের দাওয়াত দেন। তার উপস্থিতির পর জানতে পারেন যে, তার দৃষ্টিশক্তি ঠিক আছে। অন্ধ সাজা তার একটি কৌশলমাত্র। হারিস তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কেন অন্ধ সেজেছেন?

আবু য়ায়েদ বদলেন, যুগ অন্ধ হয়ে গেছে, তাই আমিও অন্ধ সেজেছি। খাবার খাওয়ার পর দাঁত পরিষ্কার করার জন্য খিলাল এবং হাত পরিষ্কার করার জন্য সাবান ইত্যাদি আনতে হারিসকে অনুরোধ করেন। হারিস এসব আনতে যান। এ ফাঁকে আবু য়ায়েদ বৃদ্ধা মহিলাটিকে নিয়ে কেটে পড়েন।

الْمَقَامَةُ السَّابِعَةُ الْبَرْقَعِيدِيَّةُ

সপ্তম মাকামা : বারকাঈদের গল্প

حَكَى الْحَارِثُ بْنُ مَسَامٍ : قَالَ : أَزْمَعْتُ
الشَّخْصَ مِنْ بَرْقَعِيدٍ ، وَقَدْ شِئْتُ بَرْقَ
عَيْدٍ ، فَكِرَفْتُ الرِّحْلَةَ عَنْ تِلْكَ الْمَدِينَةِ ،
أَوْ أَشْهَدُ بِهَا يَوْمَ الزَّيْنَةِ . فَلَمَّا أَظَلَ
يَقْرُضُهُ وَنَفْلِهِ ، وَأَجْلَبَ بِخَيْلِهِ وَرَجْلِهِ ،
اتَّبَعْتُ السُّنَّةَ فِي لَبْسِ الْجَدِيدِ ، وَرَزَزْتُ
مَعَ مَنْ بَرَزَ لِلتَّغْيِيدِ .

অনুবাদ : হারিস ইবনে হাম্মা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন
: আমি বারকাঈদ^১ থেকে রওয়ানা হওয়ার জন্য দৃঢ়
সংকল্প করলাম। ইতোমধ্যে আমি ঈদের দীপ্তি [চাঁদ]
প্রত্যক্ষ করলাম। ফলে আমি উৎসবের দিন উক্ত শহরে
উপস্থিত থাকার পরিবর্তে সেই শহর থেকে অন্যত্র
রওয়ানা হতে অপছন্দ করলাম। অতঃপর যখন দিবসটি
তার ফরজ ও নফল সহকারে নিকটবর্তী হলো এবং
অশ্বারোহী ও পদচারীদের টেনে আনল তখন আমি নতুন
কাপড় পরিধানে সূর্যের অনুসরণ করলাম এবং যারা ঈদ
উদযাপনের জন্য বেরিয়েছে তাদের সাথে বেরুলাম।

শাসিক অনুবাদ : الْحَارِثُ بْنُ مَسَامٍ الْبَرْقَعِيدِيَّةُ বারকাঈদের গল্প হারিস ইবনে
হাম্মা বর্ণনা করেন قَالَ তিনি বলেন أَزْمَعْتُ আমি দৃঢ় সংকল্প করলাম الشَّخْصَ
مِنْ بَرْقَعِيدٍ রওয়ানা হওয়া مِنْ بَرْقَعِيدٍ বারকাঈদ থেকে
كَرَفْتُ ফলে আমি অপছন্দ করলাম الرِّحْلَةَ عَنْ تِلْكَ الْمَدِينَةِ সেই শহর থেকে
পরিবর্তে ঐ শহর থেকে উক্ত শহরে উপস্থিত থাকার পরিবর্তে
أَوْ أَشْهَدُ بِهَا যখন দিবসটি নিকটবর্তী হলো তখন আমি অনুসরণ করলাম
السُّنَّةَ সূর্য লব্ধি الْجَدِيدِ অশ্বারোহী ও পদচারীদের টেনে আনল
مَعَ مَنْ বারকাঈদ তাদের সাথে, যারা বেরিয়েছে ঈদ উদযাপনের জন্য।

শব্দ বিশ্লেষণ

বর্ণনা করলেন [করেন] : حَكَى
(ض) বর্ণনা করা : حَكَى
আমি দৃঢ় সংকল্প করলাম : أَزْمَعْتُ
(إِفْعَال) দৃঢ় সংকল্প করা : أَزْمَعْتُ
রওয়ানা হওয়া : (ف) مَصْدَرُ قَوْمٍ أَوْ مِنْ بَلَدٍ
ইরাকের একটি শহরের নাম : بَرْقَعِيدٍ
(قَدْ) আমি তাকালাম, প্রত্যক্ষ করলাম : أَشْهَدُ

তাকানো। প্রত্যক্ষ করা : أَشْهَدُ
বিদ্যুত, তড়িৎ, দীপ্তি : (ج) بَرْقَ
চমকানো : (ن) مَصْدَرُ
ঈদ, খুশির দিন : (ج) أَعيَادُ
ঈদের চাঁদ : بَرْقَعِيدٍ
অপছন্দ করলাম : كِرَفْتُ

১. বারকাঈদ : ইরাকের মাওসিল [বাংলায় যৌসুল নামে পরিচিত] নামক শহর থেকে আনুমানিক ১৬০ কি. মি. দূরে অবস্থিত একটি শহর
নাম। আত্মা ইয়াকুত হামাযী বলেন, হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে এটি বেশ প্রসিদ্ধ শহর ছিল। কিন্তু বর্তমানে এটি একটি ছোট জনপদ।

(স) কُرْمًا , كَرَامَةً , كَرَامِيَةً : অপছন্দ করা।

الرَّحْلَةُ : (ج) رِحَالَتٌ : রওয়ানা, সফর, সফরনামা।

الْمَدِينَةُ : (ج) مَدَنٌ , مَدَائِنٌ : শহর, নগর, নগরী।

أَوْ (بِمَعْنَى "إِلَّا", بَعْدَهُ أَنْ مَحْذُوفَةٌ) : পরিবর্তে, বদলে।

أَشْهَدُ : (بِتَقْدِيرِ أَنْ) : উপস্থিত থাকবে, [এখানে- উপস্থিত থাকা]।

(س) شَهْرًا : উপস্থিত থাকা।

يَوْمٌ : (ج) أَيَّامٌ , (جج) أَيَّامِيٌّ : দিন, দিবস।

الزَّيْنَةُ : সাজ-গোজ, সাজ-সজ্জা।

يَوْمُ الزَّيْنَةِ : [এখানে-উৎসবের দিন, সাজ-গোজের দিন,

ঈদের দিন]।

(لَا) أَظَلَّ : [যখন] নিকটবর্তী হলো।

(إِفْعَالٌ) إِظْلَالًا : নিকটবর্তী হওয়া।

قَرَضَ : (ج) قُرُوضٌ , قَرَاضٌ : ফরজ, অপরিহার্য করণীয়।

قَرَضَ (ض) مَصَدٌ : অপরিহার্য করা।

نَفَلَ : ফরজ ও ওয়াজিবের বাইরে অতিরিক্ত করণীয়।

نَفَلَ (ن) مَصَدٌ : অতিরিক্ত দান করা।

(إِفْعَالٌ) إِجْلَاءً : টেনে আনল।

خَبِلَ (ج) خَبُولٌ , أَخْبَالَ : ঘোড়ার পাল, রূপকার্থে, অশ্বারোহী বাহিনী।

(ج) رَجُلٌ , رَجَالَاتٌ , رَجَالٌ , رَجَالِيٌّ , رَجُلَانٌ , (و) رَاجِلٌ :

পদচারী, পদাতিক।

إِتَّبَعْتُ : আমি অনুসরণ করলাম।

(إِفْعَالٌ) إِتِّبَاعًا : অনুসরণ করা।

السَّنَةُ (ج) سُنَنٌ : অভ্যাস। পস্থা। স্বভাব। পদ্ধতি।

তারীকা। সুলত।

لَبَسَ (س) مَصَدٌ : কাপড় পরিধান করা, সান্নিধ্য গ্রহণ করা।

الْجَدِيدُ (مف, مذ) (ج) جُدَدٌ : নতুন।

(ض) جَدَّةٌ : নতুন হওয়া।

بَرَزْتُ : আমি বের হলাম, [বেরুলাম]।

(ن) بَرُوزًا : বের হওয়া।

(مِنْ) بَرَزَ (ن) بَرُوزًا : [যারা] বেরিয়েছে, বের হয়েছে।

التَّعْيِيدُ (تَفْعِيلٌ) مَصَدٌ : ঈদ উদযাপন করা। ঈদে

হাজির হওয়া।

চক্ষু-ডিম্ব, চক্ষু : (ج) مُقَلَّلٌ : (ث) مُقَلَّلَتَيْنِ

সে কাঁধে ঝুলিয়ে রেখেছে : قَدْ اعْتَصَدَ

কাঁধে ঝুলিয়ে নেওয়া : (اِفْتَعَالَ) اِعْتَصَادًا

মতো, অনুরূপ, সদৃশ : (ج) اُنْبَاءٌ، مَنَابِهٌ

ঝুলি। যে ঝুলিতে ঘাস দিয়ে গবাদি : (ج) مَخَالٍ

পশুর গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

অনুগত হয়েছে, রাহবার গ্রহণ করেছে : اِسْتَفَادَ

অনুগত হয়ে চলা। রাহবার : (اِسْتِفْعَالَ) اِسْتِفَادَةً - لَهُ

গ্রহণ করা।

বৃদ্ধা মহিলা, বৃড়ি। এ শব্দটি : (ج) عَجُوزٌ، عَجَائِزُ

সন্তরের অধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

পেয়ালী, পিশাচ : (ج) سَعَالَى، سَعَالَاتٍ

সে দাঁড়াল : وَقَفَ

(ض) وَقَفًا، وَقُوفًا

এক ধরনের দাঁড়ানো : (ض) وَقَفَةً (حَالَةَ الْوُقُوفِ) :

একবার দাঁড়ানো : (ض) وَقَفَةً (مَرَّةً مِّنَ الْوُقُوفِ) :

পড়ে যাওয়ার উপক্রম কাম্পান ব্যক্তি : (ف) مَنَابِهٌ (ف) :

কাঁপতে থাকা : (ف) تَفَاعُلٌ تَفَاعُلًا

অভিবাদন পেশ করল : (ف) حَسَبِي (تَفَعُّلًا) تَحِيَّةً

অভিবাদন পেশ করা : (ف) تَحِيَّةً (تَفَعُّلًا) مَصْد :

নিম্নস্বর বিশিষ্ট ব্যক্তি : (ف) حَافِتٌ (ف) (مَذ) :

আওয়াজ নিচু হওয়া : (ن) حُفُوتًا - الصَّوْتُ

(যখন) সে অবসর হল : (لَمَّا) قَرَعَ

অবসর হওয়া : (ن، ف، س) كَرَعَ، قَرُوعًا

দু'আ, প্রার্থনা : (ج) اَدْعَاءٌ

ডাকা : (ن) مَصْد :

সে ঘোরা : (اِفْتَعَالَ) اِحْجَالَ : (ج) اِحْجَالًا

পঞ্চ অঙ্গুলি : (أَيَّ أَصَابِعِ الْخَمْسِ)

পায়, থলি, ঝুলি : (ج) اَوَاعٍ (ج) اَوَاعٍ

বের করল : اَبْرَزَ

বের করা : (اِفْتَعَالَ) اِبْرَازًا

লেখা কাগজের টুকরা : (و) رُقْعَةً (و) رُقْعَةً

সেতলো লেখা হয়েছে : (مَج) قَدْ كُتِبَ (مَج) :

লেখা : (ن) كُتِبًا، كِتَابَةً، كِتَابًا

রঙ, রকম, প্রকার : (و) لَوْنٌ (و) لَوْنٌ

রঙ, বর্ণ : (و) صَبَغٌ (و) صَبَغٌ

নানা রকম রঙ : (اَلْوَانُ) اَلْاَصْبَاغُ

সময়, কাল : (ج) اَوَانَةٌ (ج) اَوَانَةٌ

অবসর : اَلْفَرَاغُ

অবসর হওয়া, মুক্ত হওয়া : (ن، س) مَصْد :

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : طَلَعَ شَيْخٌ فَيَ شَمَلَتَيْنِ الْخ :

শَيْخٌ شَيْخٌ بِأَلْوَانِ الْأَصْبَاغِ مُخَافٌ وَ مُخَافٌ

এর সিফাত।

قَوْلُهُ : اِعْتَصَدَ وَاسْتَفَادَ :

شَيْخٌ مَعَطُورٌ عَلَيْهِ وَ مَعَطُورٌ جُمْلًا

থেকে

قَوْلُهُ : فَوَقَفَ وَقَفَةً مَنَابِهٍ :

مَنَابِهٍ مُخَافٌ وَ مُخَافٌ اِلَاحِي مِثْلَ

مُطْلَقٌ لِيَتَرَجَّ

قَوْلُهُ : قَدْ كُتِبَ بِأَلْوَانِ الْأَصْبَاغِ فَيَ اَوَانِ الْفَرَاغِ :

এ-র فَيَ مُخَافٌ وَ مُخَافٌ اِلَاحِي مِثْلَ

مُتَعَلِّقٌ جَارٍ مَاجِرٍ مِثْلَ كُتِبَ

এর সিফাত। আর জুমলা হয়ে

فَنَاولَهُنَّ عَجُوزَهُ الْحَيَزُونُ ، وَأَمَرَهَا بِأَنْ
تَتَوَسَّمَ الزُّبُونُ ، فَمَنْ أُنْسَتْ نَدَى يَدَيْهِ ،
أَلْقَتْ وَرْقَةً مِنْهُنَّ لَدَيْهِ ، فَاتَّحَ لِي الْقَدْرُ
الْمَعْتُوبُ ، رُقْعَةً فِيهَا مَكْتُوبٌ ، فَقَالَ :

لَقَدْ أَصْبَحْتُ مَرْقُودًا * بِأَوْجَاعٍ ، وَأَوْجَالٍ
وَمَمْنُورًا بِمُخْتَالٍ * وَمُحْتَالٍ وَمُفْتَالٍ
وَحَوَانٍ مِنَ الْإِخْوَانِ * نِ قَالَ لِي لِإِفْلَاقِ
رِاعِمَالٍ مِنَ الْعَمَلِ * لِي فِي تَضْلِيلِ أَعْمَالِي

অনুবাদ : অতঃপর সে তার লেখা কাগজগুলো তার
কুটনী বুড়িকে দিল এবং তাকে নির্বোধ লোক চিনে নিতে
নির্দেশ দিল। সূত্রাং সে যার দু'হাতে বখশিশ অনুভব
করল, তার সামনে তন্মধ্য থেকে একটি পাতা রেখে
দিল। অভিশপ্ত ভাগ্য আমার জন্য একটি কাগজের
টুকরার ব্যবস্থা করল, তাতে লেখা ছিল। সে বলে :
[কবিতার অনুবাদ] অবশ্য আমি দুঃখ-বেদনা ও ভয়-ভীতি
দ্বারা আহত হয়েছি এবং আমি শিকার হয়েছি দাষ্টিক,
প্রতারক, আততায়ী ও আত্মসাৎকারী বন্ধুর, যে আমার
দারিদ্রের কারণে আমার শত্রু হয়েছে। [আমি শিকার
হয়েছি] আমার কাজ কর্ম বিক্ষিপ্ত করার ব্যাপারে
আমলাদের হস্তক্ষেপের।

গাথিক অনুবাদ : অতঃপর সে তার লেখা কাগজগুলো দিল বুড়িকে তার বুড়িকে ফঁটনী কুটনী
এবং তাকে নির্দেশ দিল ফঁটনী বুড়ী চিনে নিতে ফঁটনী নির্বোধ লোক ফঁটনী সূত্রাং যার ফঁটনী সে অনুভব করল
নদী বখশিশ দুহাত ফঁটনী রেখেছিল ফঁটনী একটি পাতা ফঁটনী তন্মধ্য থেকে ফঁটনী তার সামনে ফঁটনী লেখা ছিল ফঁটনী সে বলে
ফঁটনী ভাগ্য ফঁটনী অভিশপ্ত ফঁটনী একটি কাগজের টুকরা ফঁটনী তাতে ফঁটনী লেখা ছিল ফঁটনী সে বলে
ফঁটনী অবশ্য আমি হয়েছি ফঁটনী আহত দুঃখ-বেদনা ও ভয়-ভীতি দ্বারা ফঁটনী এবং আমি শিকার
ফঁটনী দাষ্টিক দাষ্টিক প্রতারক আততায়ী ও আত্মসাৎকারী বন্ধুর ফঁটনী যে শত্রু হয়েছে ফঁটনী
ফঁটনী আমার দারিদ্রের কারণে ফঁটনী হস্তক্ষেপের ফঁটনী আমলাদের ফঁটনী বিক্ষিপ্ত করার ব্যাপারে
ফঁটনী আমার কাজ-কর্ম।

শব্দ বিশ্লেষণ

নَاولَ : দে দিল।

(مُفَاعَلَةً) مَنَاولَةً : দেওয়া।

عَجُوزٌ : (ج) عَجُزٌ, عَجَائِزُ : বৃদ্ধা মহিলা, বুড়ি।

الْحَيَزُونُ وَالْحَيَزُونُ : কুটনী বুড়ি, ডাইনী।

أَمَرَ : সে নির্দেশ দিল।

(ن) أَمَرًا, أَمْرَةً, إِمَارًا : নির্দেশ দেওয়া।

(بِأَنْ) تَتَوَسَّمُ : চিনে নিতে।

(تَفَعَّلَ) تَوَسَّأُ : চিনে নেওয়া।

الزُّبُونُ : নির্বোধ, কাণ্ডজ্ঞানহীন।

أُنْسَتْ : অনুভব করল, উপলব্ধি করল।

(إِفْعَالًا) إِنْسَأُ : অনুভব করা।

نَدَى : (ج) أَنْبَيْتُهُ, أَنْبَأُ : বখশিশ, দান, অনুগ্রহ।

نَدَى (س) مَدَى : সিক্ত হওয়া।

(نث) يَدَى (يَدَيْنِ), (و) يَدٌ (ج) أَبَدٌ, (ج) أَبَادٌ : হাত।

أَلْقَتْ : রেখে দিল, ফেলে দিল।

(إِفْعَالًا) إَلْقَأُ : ফেলে দেওয়া।

رُقْعَةً : (ج) رُقَعَاتٌ, أَرْوَاقٌ : পাতা, একটি পাতা।

لَدَى : নিকটে, কাছে, সামনে।

أَتَّحَ : ব্যবস্থা করল, সুযোগ দিল।

(إِفْعَالًا) إِتَّحَأَ - لِي : ব্যবস্থা করা। সুযোগ দেওয়া।

ভাগ্য, শক্তি-সামর্থ্য : (ج) اَلْقَدَرُ : ভাগ্য, শক্তি-সামর্থ্য :

সামর্থ্য রাখা : (ض) مَصَد : সামর্থ্য রাখা :

অভিশপ্ত : (مذ) اَلْمَعْتُوب : অভিশপ্ত :

লেখা কাগজের টুকরা, যে : (ج) رُقْعَةٌ : লেখা কাগজের টুকরা, যে :
কোনো টুকরা।

লিখিত কাগজ বা বিষয় : (مذ) مَكْتُوب : লিখিত কাগজ বা বিষয় :

লেখা : (ن) كَتَبَ : লেখা :

আমি হয়েছি : (لَقَدْ) أَصْبَحْتُ : আমি হয়েছি :

হওয়া : (إِنْعَال) إِصْبَحًا : হওয়া :

আহত, আঘাতপ্রাপ্ত : (مذ) مَوْقُود : আহত, আঘাতপ্রাপ্ত :

আঘাত করা : (ض) وَنَدَا : আঘাত করা :

দুঃখ-বেদনা, কষ্ট-ক্লেশ : (ج) أَوْجَاعٌ : দুঃখ-বেদনা, কষ্ট-ক্লেশ :

বেদনায় আক্রান্ত হওয়া : (س) مَصَد : বেদনায় আক্রান্ত হওয়া :

ভয় করা : (س) وَجَلَ : ভয় করা :

ভয়-ভীতি : (ج) أَوْجَلَ : ভয়-ভীতি :

পরীক্ষার সম্মুখীন, আক্রান্ত, শিকার : (مذ) مَمْنُوء : পরীক্ষার সম্মুখীন, আক্রান্ত, শিকার :

পরীক্ষা করা : (ن) مَنَّا : পরীক্ষা করা :

দাষ্টিক, অহঙ্কারী : (مذ) مَخْتَال : দাষ্টিক, অহঙ্কারী :

অহঙ্কার করা : (إِنْعَال) اِخْتَبَالَ : অহঙ্কার করা :

কৌশলী, প্রতারণা : (مذ) مَحْتَال : কৌশলী, প্রতারণা :

কৌশল অবলম্বন করা : (إِنْعَال) اِخْتَبَلَ : কৌশল অবলম্বন করা :

আকস্মিক ঘাতক। আততায়ী, : (ف) مَغْتَال : আকস্মিক ঘাতক। আততায়ী, :

অতর্কিতভাবে হত্যা করা : (إِنْعَال) اِغْتَبَالَ : অতর্কিতভাবে হত্যা করা :

অতিশয় আত্মসাৎকারী : (ن) مَبَالِغَةٌ : অতিশয় আত্মসাৎকারী :

আত্মসাৎ করা : (ن) خَوَّنَ : আত্মসাৎ করা :

ভাই, সাথী, বন্ধু : (ج) إِخْوَانٌ : ভাই, সাথী, বন্ধু :

বিষেয় পোষণকারী, শত্রু : (ج) لَلَا : বিষেয় পোষণকারী, শত্রু :

বিষেয় পোষণ করা : (س) تَلَّى : বিষেয় পোষণ করা :

দারিদ্র্য, অভাব : (ن) تَلَّى : দারিদ্র্য, অভাব :

অভাবী বা দরিদ্র হওয়া : (مذ) تَلَّى : অভাবী বা দরিদ্র হওয়া :

ব্যবহার করা, হস্তক্ষেপ করা : (مذ) اِنْعَال : ব্যবহার করা, হস্তক্ষেপ করা :

কাজ করা : (س) تَلَّى : কাজ করা :

আমলা, কর্মী : (و) عَامِلٌ : আমলা, কর্মী :

কর্মসম্পাদনকারী, কর্মচারী : (مذ) عَامِلٌ : কর্মসম্পাদনকারী, কর্মচারী :

বক্র করা, [এখানে-বিক্ষিপ্ত করা, : (مذ) تَفْلِيحٌ : বক্র করা, [এখানে-বিক্ষিপ্ত করা, :

নষ্ট করা]।

কাজ, কর্ম, ইচ্ছাকৃত কাজ : (و) عَمَلٌ : কাজ, কর্ম, ইচ্ছাকৃত কাজ :

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : نَدَى يَدَيْهِ :

ও- أَنَسْتُ مُضَاغٌ وَ مُضَاغٌ إِيْلَاهِيهِ مِيلَةً : ও- أَنَسْتُ مُضَاغٌ وَ مُضَاغٌ إِيْلَاهِيهِ مِيلَةً :

نَرَطُ -এর شَرَطُ مِنْ إِيْسَمَةٍ জুমলাটি مِنْ إِيْسَمَةٍ জুমলাটি مِنْ إِيْسَمَةٍ জুমলাটি :

جَزَاءُ -এর رَقَّةٌ مِثْلُهَا الخ -এর رَقَّةٌ مِثْلُهَا الخ -এর رَقَّةٌ مِثْلُهَا الخ :

قَوْلُهُ : نِيَهَا مَكْتُوبٌ :

এখানে مَكْتُوبٌ খবরে مُتَعَلِّقٌ : এখানে মকতুব খবরে মুতালিক :

أَمْرٌ شَبِيهُهُ مَكْتُوبٌ : এখানে উহা রয়েছে।

مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ : এখানে মাউসুফ সিয়াফত মিলে।

বালাগাত

قَوْلُهُ : وَمَنْنَا ... مَغْتَال :

এখানে কবি যুগ ও কালকে مَغْتَال : এখানে কবি যুগ ও কালকে মুগতাল :

نُسَبُهُ -এর সাথে تَشْبِيهِ দিয়েছেন।

উল্লেখ ও ইচ্ছাকৃত হওয়ায় مَصْرُوحَةٌ : উল্লেখ ও ইচ্ছাকৃত হওয়ায় মাসরুহা :

فَكَمْ أَصْلَى بِأَذْحَالٍ * وَأَمَحَالٍ، وَتَرْحَالٍ
وَكَمْ أَخْطَرَ فَنِي بَالٍ * وَلَا أَخْطَرَ فَنِي بَالٍ
فَلَيْتَ الدَّهْرَ لَمَّا جَاءَ * وَأَطْفَالِي أَطْفَالِي
فَلَوْلَا أَنْ أَشْبَالِي * أَغْلَالِي، وَأَعْلَالِي
لَمَّا جَهَّزْتُ أَمَالِي * إِلَى آلٍ، وَلَا وَائِي

অনুবাদ : সূত্রাং আমি কতদিন হিংসা-বিদ্বেষ, দুৰ্যোগ-দুর্ভিক্ষ ও সফরের অগ্নিতে দগ্ধ হবো। আর কতদিন আমি পুরোনো কাপড়ে ঘুরে বেড়াব, অথচ কোনো অন্তরে আমি স্থান পাব না। আহ! কালাবর্ত যখন অবিচার করল তখন যদি আমার ছেলেপুলেদেরকে মেরে ফেলত। অতএব যদি আমার সন্তান-সন্ততি আমার হাত-পায়ের বেড়ি ও আমার পচনের কীট না হতো তবে আমি কোন পরিবার কিংবা কোনো গভর্নরের কাছে আমার আশা-আকাঙ্ক্ষার পসরা নিয়ে যেতাম না।

শাব্দিক অনুবাদ : فَكَمْ সূত্রাং আমি কতদিন أَصْلَى অগ্নিতে দগ্ধ হব بِأَذْحَالٍ হিংসা-বিদ্বেষ দুৰ্যোগ-দুর্ভিক্ষ সফরের وَكَمْ আর কতদিন أَخْطَرَ আমি ঘুরে বেড়াব فَنِي بَالٍ পুরোনো কাপড়ে ঘুরে বেড়াব وَلَا অথচ আমি স্থান পাব না فَنِي بَالٍ কোনো অন্তরে فَلَيْتَ الدَّهْرَ! কালাবর্ত لَمَّا যখন جَاءَ অবিচার করল أَطْفَالِي তখন যদি মেরে ফেলত আমার ছেলেপুলেদেরকে فَلَوْلَا অতএব যদি না হত أَنْ أَشْبَالِي আমার সন্তান-সন্ততি أَغْلَالِي আমার হাত-পায়ের বেড়ি وَأَعْلَالِي ও আমার পচনের কীট لَمَّا جَهَّزْتُ أَمَالِي তবে আমি পসরা নিয়ে যেতাম না إِلَى আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা وَائِي কোনো পরিবার কিংবা কোনো গভর্নর।

শব্দ বিশ্লেষণ

কত দিন, কত কাল : كَمْ (أَيَّ كَمْ يَوْمًا)
আমি অগ্নিতে দগ্ধ হবো : أَصْلَى (مَج :)

অগ্নিতে দগ্ধ হওয়া : (س) صُلِيَ، صِيلًا :
বিদ্বেষ, শত্রুতা, স্বজ্ঞের বিনিময় : (ج) أَذْحَالٌ دُخُولٌ (و) دَخَلَ :
দুর্ভিক্ষ। যড়যন্ত্র। প্রতারণা : (ج) أَمَحَالٌ، مَعُولٌ (و) مَحَالَ :
দুর্ভিক্ষের শিকার হওয়া : (ف) مَصَّ :
দেশ ত্যাগ, সফর : تَرْحَالٌ (ف) مَصَّ :
দেশ ত্যাগ করা, সফর করা : (ف) مَصَّ :
আমি হাত নেড়ে ঘুরে বেড়াব : أَخْطَرَ :
নেড়ে ঘুরে বেড়ানো : (ض) خَطَرًا، خَطِيرٌ :
পুরোনো, জীর্ণ : (مذ) بَالٍ (فا) مَذ :
পুরনো হওয়া : (س) يَلِي، يَلَاءٌ :
আমি স্মৃতি হবো না, অন্তরে স্থান পাব না : (لا) ۲- أَخْطَرَ :
(ن) ض) خَطَرًا :
অন্তরে স্থান পাওয়া : (ن) ض) خَطَرًا :
অন্তর, হৃদয়। অবস্থা : (مادة) بَالٍ (برل) :
দীর্ঘকাল, কাল, সময়, কালবর্ত : (ج) دُخُولٌ، دُخُولٌ :
[যখন] অবিচার করল, জুলুম করল : (لَمَّا) جَاءَ :
অবিচার করা। জুলুম করা : (ن) جَوْرًا - عَلِيمٌ :
নিভিয়ে দিল, [মেরে ফেলত] : أَطْفَأَ :
নিভিয়ে দেওয়া : (ماده) طَفَأَ :
শিশু, ছেলেপুলে, সন্তান-সন্ততি : (ر) طِفْلٌ :
(ج) أَطْفَالٌ، شِبَالٌ، أَشْبَالٌ، شُبُولٌ (و) شَبَلٌ :
শিকার করতে সমর্থ এক্রপ সিংহ শাবক।
(ج) أَغْلَالٌ، غُلْلَةٌ (و) غُلٌّ :
হাত বা গলার বেড়ি। হাতকড়া : (و) غُلٌّ :
(ج) أَعْلَالٌ، عِلَالٌ (و) عِلٌّ :
বড় বড় পচনের কীট :
আমি পসরা প্রস্তুত করতাম না, পসরা নিয়ে যেতাম না : لَمَّا جَهَّزْتُ :
আসবাব যোগান দেওয়া : (تَعْمِيلٌ) تَجَهَّزًا :
(ج) أُمَالٌ، (و) أَمَلٌ، أَمَلٌ :
আশা, আকাঙ্ক্ষা :
পরিবার-পরিজন। জাগতিক বা ধর্মীয় সম্ভ্রান্তদের ক্ষেত্রে : آل :
প্রয়োজ্য :
(وَالٍ) وَالِيٍّ : (ج) وَلاَةٌ :
শাসনকর্তা, গভর্নর :
ফৌজ : قُوَّةٌ فَلَوْلَا أَنْ أَشْبَالِي :
এখানে তার সন্তান-সন্ততিক (সিংহ সাবক)-এর সাথে
এখানে সেওয়া হয়েছে। তাই এখানে إِسْمَارَةً مَصْرَمَةً হয়েছে।

বালাশাস্ত

وَلَا جَرَرَتْ أَذْيَالِي * عَلَى مَسْحَبٍ إِذْ لَالِي
فِمِخْرَابِي آخَرِي بِي * وَأَسْمَالِي أَسْمِي لِي
فَهَلْ حَرَّرِي تَخْفِي * فِ أَنْقَالِي يَمْنَقَالِ
وَيُطْفِي حَرَّ بَلْبَالِي * بِسِرْبَالِ وَسِرْوَالِ

অনুবাদ : এবং আমি আমার লাঙ্গনার পাখি আঁচল টেনে বেড়াইতাম না। কাজেই আমার মেহরাব আমার জন্য অধিক উপযুক্ত হতো এবং আমার পুরোনো কাপড় আমার জন্য উৎকৃষ্ট বিবেচিত হতো। অথচ কোনো অভিজাত ব্যক্তি কি একটি মিসকাল দ্বারা বা বোঝা হালকা করার ইচ্ছা রাখে? এবং আমার দুই তাপ একটি জামা অথবা একটি পায়জামা দ্বারা ঠাণ্ডা করে।

শাস্তিক অনুবাদ : وَلَا جَرَرَتْ أَذْيَالِي এবং আমি টেনে বেড়াইতাম না আমার আঁচল مَسْحَبٍ পাখে লাঙ্গনা فِمِخْرَابِي কাজেই আমার মেহরাব آخَرِي অধিক উপযুক্ত بِي আমার জন্য أَسْمَالِي এবং আমার পুরোনো কাপড় أَسْمِي উৎকৃষ্ট বিবেচিত হতো لِي আমার জন্য فَهَلْ حَرَّرِي অতএব কোনো অভিজাত ব্যক্তি কি يَمْنَقَالِ ইচ্ছা রাখে হালকা করা أَنْقَالِي আমার বোঝা يَمْنَقَالِ একটি মিসকাল দ্বারা وَيُطْفِي এবং ঠাণ্ডা করবে حَرَّ তাপ بَلْبَالِي আমার بِسِرْبَالِ একটি জামা অথবা وَسِرْوَالِ একটি পায়জামা দ্বারা।

শব্দ বিশ্লেষণ

আমি টেনে বেড়াইতাম না। : لَا جَرَرَتْ

জোর করে টানা। : تَفْعِيلٌ تَجَرَّرًا

আঁচল। যে কোনো। : ذِيْلٌ (و) أَذْيَالٌ

বস্তুর শেষাংশ। পরিশিষ্ট।

টেনে নেওয়ার জায়গা। পথ। রাস্তা। : سَاحِبٌ (ج) مَسْحَبٌ

লাঙ্গনা। : إِذْلَالٌ

লাঙ্গিত করা। : إِذْلَالٌ (إِفْعَالٌ) مَصْدُ

গৃহের প্রধান স্থান, মসজিদের : مِعْرَابٌ (ج) مِعْرَابٌ

ইমামের দাঁড়াবার জায়গা।

আখরী : آخَرِي (اسْمٌ تَفْطِيلٌ, مَذ, مَصْد : حَرَى - س)

উপযুক্ত, অধিক শ্রেয়।

পুরোনো কাপড়। : (و) سَمَلٌ (صَف, مَذ) : (ج) أَسْمَالٌ

পুরোনো হওয়া। : سَمَلًا, سَمَالَةٌ (ن, ك)

অধিক শ্রেয়, উৎকৃষ্ট, উত্তম। : (و) أَسْمِي (اسْمٌ تَفْطِيلٌ, مَذ) : (ج) أَسْمَالِي

উঁচু হওয়া। উন্নত হওয়া। : سَمَاءٌ (ن) سَمَوًا

হারীণ। সম্রাট, অভিজাত। : (ج) أَمْرَارٌ, حَرَارٌ (صَف, مَذ)

দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়া। : حَرَارًا (س)

ইচ্ছা রাখে, মনে করে, দেখে। : رَوَيْتَ (و) رَأَيْتَ, رَوَيْتَ

হালকা করা, লাঘব করা। : تَخْفِي (تَفْعِيلٌ) مَصْد

ভারি, বোঝা। : (و) ثِقْلٌ (ج) أَنْقَالٌ

ওজন, পরিমাপ, দেড় দেহহাম পরিমাণ, : (ج) مَنَاقِلٌ
সামান্য বস্তু।

নির্বাপিত করবে, ঠাণ্ডা করবে। : يَبِي

দেখা। ইচ্ছা করা। মনে করা। : إِفْعَالٌ

তাপ, গরম, উষ্ণতা। :

গরম হওয়া। : مَصْد : (ض) حَرٌّ

তীব্র দুঃখ, অতিশয় দুঃখ। : لٌ

চিন্তায় ফেলে দেওয়া। : (مَصْد) (بَلْبَلَةٌ وَتَلْبَلًا)

জামা, পরিধেয় কাপড়। : (ج) سَرَاوِيلٌ

পায়জামা, লুঙ্গি। : (ج) سَرَاوِيلٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

بِمِخْرَابِي

আখরী যি মিবরাবী

أَسْمَالِي

১ম অস্মালী যি মিবরাবী ২য় অস্মালী

বালাগাত

فَهَلْ أَنْقَالِي

দরিদ্রকে أَنْقَالِ -এর সাথে تَخْفِي দেওয়া হয়েছে।

অন্য অংশ -এর মধ্যে إِسْتِغَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ রয়েছে।

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ : فَلَمَّا اسْتَعْرِضْتُ حَلَّةَ
الْأَبْيَاتِ ، تَفَتُّ إِلَى مَعْرِفَةِ مُلْجِمِهَا ، وَرَأَيْمِ
عَلَيْهَا ، فَتَجَاجَيْتُ الْفِكْرَ بِأَنَّ الرُّوسْلَةَ إِلَيْهِ
الْعَجُوزُ ، وَأَقْنَانِي بِأَنَّ حُلُونَ الْمَعْرِفِ يَجُوزُ ،
فَرَصَدْتُهَا وَهِيَ تَسْتَعْرِضُ الصَّفُوفَ صَفًّا
صَفًّا ، وَتَسْتَوَكِفُّ الْأَكْفَ كَمَا كَفَّا ، وَمَا إِنْ
يَنْجِعُ لَهَا عِنَاءٌ ، وَلَا يَرْشَعُ عَلَى يَدِهَا إِنَاءٌ .

অনুবাদ : হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন, অতঃপর যখন আমি [তার] কবিতার ভূষণ দীর্ঘ দেখলাম তখন আমি তার রচয়িতা ও তার ফুশবুটি অঙ্কনকারীর পরিচয় জানতে আগ্রহী হলাম। তখন আমার মনোভাবনা আমাকে চুপিসারে বলল যে, বৃদ্ধাটি এ তথ্য উদঘাটনের উপায় এবং আমাকে সিদ্ধান্ত দিল যে, পরিচয় দানকারীর বিনিময় বৈধ হবে। অতঃপর আমি তার অপেক্ষা করতে থাকলাম, আর সে এক একটি করে সমস্ত সারি বোজ় করেছে। এবং এক একটি করে সমস্ত হাত থেকে কিছু পেতে চাচ্ছে। অথচ তার কষ্ট সফল হচ্ছে না এবং তার হাতের উপর কোনো পাত্র সঞ্চালিত হচ্ছে না।

শাব্বিক অনুবাদ : قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ : فَلَمَّا اسْتَعْرِضْتُ অতঃপর যখন আমি দীর্ঘ দেখলাম
رَأَيْمِ ভূষণ দীর্ঘ দেখলাম
تَفَتُّ কবিতা
إِلَى مَعْرِفَةِ তার রচয়িতা
مُلْجِمِهَا তার রচয়িতা
وَرَأَيْمِ তার ফুশবুটি
عَلَيْهَا অঙ্কনকারী
فَتَجَاجَيْتُ الْفِكْرَ আমার মনোভাবনা
بِأَنَّ الرُّوسْلَةَ إِلَيْهِ এ
تَجَاجَيْتُ الْفِكْرَ চুপিসারে বলল
يَهِيَ তথ্য উদঘাটনের উপায়
وَأَقْنَانِي বৃদ্ধা
بِأَنَّ حُلُونَ الْمَعْرِفِ বিনিময়
يَجُوزُ পরিচয় দানকারী
فَرَصَدْتُهَا অতঃপর আমি তার অপেক্ষা
وَهِيَ تَسْتَعْرِضُ করতে থাকলাম
الصَّفُوفَ সারি
صَفًّا এক
وَتَسْتَوَكِفُّ الْأَكْفَ একটি
كَمَا كَفَّا সারি করে
وَمَا إِنْ এক
يَنْجِعُ লেহা
لَهَا তার
عِنَاءٌ কষ্ট
وَلَا يَرْشَعُ পেতে চাচ্ছে
عَلَى يَدِهَا না
إِنَاءٌ এবং
কোন পাত্র
সঞ্চালিত
হচ্ছে না।

শব্দ বিশ্লেষণ

[যখন] আমি দীর্ঘ দেখলাম, দীর্ঘ ধারণা : (لَمَّا) اسْتَعْرِضْتُ
করলাম।

দীর্ঘ দেখা। দীর্ঘ ধারণা করা : (الْبَيْتَاتِ) اسْتَعْرِضْتُ
নতুন কাপড়, হাতিয়ার, ভূষণ : (جَلَلًا) مَعْرِفَةُ
(ج) أَبْيَاتٍ : (ر) بَيْتٍ : (و) শ্লোক, বয়ান, কবিতা : (و) تَفَتُّ :
আমি আগ্রহী হলাম।

(ن) تَوَقَّأْتُ : (و) تَوَقَّأْتُ : (و) অগ্রহী হওয়া।
পরিচয় : (مَعْرِفَةٍ)

চেনা, পরিচয় জানা : (مَعْرِفَةٍ) (ض) مَعْرِفَةٍ
বয়নকারী, রচয়িতা : (مُذ) : (ف) مَلْجِمٍ
(إِنْعَالٍ) الْعَبَّاسُ : (الْقَرَبِ) : (و) বোনা।
কাপড় বয়ন করা।
অঙ্কনকারী, লেখক : (مُذ) : (و) رَاقِمٍ

(ن) رَقَمًا : (و) অঙ্কন করা।
কাপড়ের কারুকার্য, ফুশবুটি, পতাকা : (ج) أَعْلَمَ :
চুপিসারে বলল, একান্তে বলল। : (نَاجِي) :
চুপিসারে বলা : (مُتَعَلِّقَةً) مَنَاجِيءً :
চিত্তা-ভাবনা, মনোভাবনা : (ج) أَفْكَرُ :
চিত্তা-ভাবনা করা : (ض) مَدَّ :
সংশর্ক, দুটি জিনিসের মাঝে সংযুক্তকারী : (ج) وَزَلَ :
বন্ধ, উদ্দেশ্যে পৌঁছার উপায়।

পৌছা : (ض) مَدَّ :
বয়ঃবৃদ্ধা মহিলা, বড়ি : (ج) عَجُوزٌ :
সিদ্ধান্ত দিল, ক্ষত্যা দিল। : (أَفْتَى) :
সিদ্ধান্ত দেওয়া। ক্ষতগ্রস্তা দেওয়া। : (إِنْعَالٍ) : (و) إِنْشَاءً

দালাল বা জ্যোতিষের পারিশ্রমিক। মাহর। বিনিময়। : حَلَوَانٌ

পরিচয় দানকারী। : (فَا، مَذ) : السَّعْرِفَ

পরিচয় দান করা। : تَغْرِيفًا : (تَغْرِيفًا)

বৈধ হবে, জায়েজ হবে। : يَجُوزُ : (يَجُوزُ)

বৈধ হওয়া। জায়েজ হওয়া। : (ن) جَوَازًا : (ن)

অপেক্ষা করতে থাকলাম, ওঁৎ পেতে থাকলাম। : رَصَدْتُ : (رَصَدْتُ)

অপেক্ষা করতে থাকা। : (ن) رَصَدًا : (ن)

সে খোঁজ করছে, তালাশ করছে। : تَسْتَقْرِئُ : (تَسْتَقْرِئُ)

খোঁজ করা তালাশ করা। : (مَادَهُ : قَرَأ) : (مَادَهُ : قَرَأ)

সারি, শ্রেণি। : (و) صَفٍّ : (و) صَفٍّ

ফোঁটা ফোঁটা ঝরতে চাচ্ছে, কিছু পেতে চাচ্ছে। : تَسْرِكُنُ : (تَسْرِكُنُ)

ফোঁটা ফোঁটা ঝরতে চাওয়া। : (اِسْتِكَانًا) : (اِسْتِكَانًا)

হাত, হাতের তালু। : (و) كَفٍّ : (و) كَفٍّ

সফল হচ্ছে না। : مَا إِنْ (مَا نَافِيَةٌ، وَإِنْ زَائِدَةٌ) يَنْجَعُ : (مَا إِنْ (مَا نَافِيَةٌ، وَإِنْ زَائِدَةٌ) يَنْجَعُ)

সফল হওয়া। : (ن) نَجَاحًا : (ن) نَجَاحًا

ক্রান্তি, কষ্ট। : عَنَاءٌ : (عَنَاءٌ)

ক্রান্ত হওয়া। : (س) مَصْد : (س) مَصْد

ঝরছে না, সম্বলিত হচ্ছে না। : لَا يَرْشَعُ : (لَا يَرْشَعُ)

ঝরা। সম্বলিত হওয়া। : رَفَعَاتٌ : (رَفَعَاتٌ)

হাত, ক্ষমতা, সাহায্য। : (ج) أَيْدٍ : (ج) أَيْدٍ

পাত্র, বরতন। : (ج) أَوَانٍ : (ج) أَوَانٍ

বালাগাত

نَزْلُهُ : حَلَّةُ الْأَبْيَاتِ :

এখানে نَزْلُهُ কে একটি সুন্দরী রমণীর সাথে

দেওয়া হয়েছে। তাই اِسْتِعَارَةً مَكْنِيَّةً হয়েছে। এবং তা

জন্য حَلَّةٌ [ভূষণ] مُتَّابٍ, অতএব حَلَّةٌ -এর মতো

اِسْتِعَارَةً تَرْشِيحِيَّةً হয়েছে।

نَزْلُهُ : رَاقِمٌ عَلَيْهَا :

এখানে نَزْلُهُ কে অলংকারের সাথে

দেওয়া হয়েছে। তাই এখানে اِسْتِعَارَةً مَكْنِيَّةً হয়েছে। আর তা

জন্য مُتَّابَةٌ [কারুকার্য] হওয়া لَا يَزِمُ, এখানে عِلْمٌ -এর জন্য

তা সাবিত করা হয়েছে। অতএব اِسْتِعَارَةً تَغْيِيلِيَّةً হয়েছে।

نَزْلُهُ : لَا يَرْفَعُ عَلَى يَدَيَّاهُ إِنَاءً :

উল্লিখিত ইবারতে দান-দক্ষিণাকে

দেওয়া হয়েছে। তাই এখানে اِسْتِعَارَةً مُصَرَّحَةً হয়েছে।

فَلَمَّا أَكْدَى اسْتِعْطَاهُهَا، وَكَدَّهَا مَطَافُهَا،
عَادَتْ بِأَلْسِنِ رَجَاعٍ، وَمَا لَتْ إِلَى إِرْجَاعِ
الرِّقَاعِ، وَأَنَسَاهَا الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رُفْعَتِي، فَلَمْ
تَعَجْ إِلَى بُغْعَتِي، وَأَبَتْ إِلَى الشَّيْخِ بِأَكْبَةِ
لِلْحَرْمَانِ، شَاكِبَةً تَحَامِلُ الرِّمَانَ، فَقَالَ:
إِنِّي لِلَّهِ وَأَفْوُضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا
قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ أُنْشَدَ :

অনুবাদ : অতঃপর যখন তার অনুগ্রহ প্রার্থনা ব্যর্থ হলো এবং তার ঘোরাফেরা তাকে ক্লান্ত করে দিল তখন সে "ইন্না লিদ্দাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন"-এর অশ্রয় নিল এবং লেখা কাগজগুলো ফিরিয়ে নিতে মনোযোগী হল। আর শয়তান আমার কাগজটির কথা তাকে ভুলিয়ে দিল। তাই সে আমার অবস্থানস্থলের প্রতি অগ্রসর হলো না এবং সে বঙ্কনার জন্য কেঁদে-কেটে, কালের অবিচারের অভিযোগ করতে করতে বৃদ্ধের কাছে ফিরে গেল। তখন বৃদ্ধ বলল, নিশ্চয় আমরা সবাই আত্মাহ তা'আলার জন্য। আমি আমার অবস্থা আত্মাহ তা'আলার কাছে সমর্পণ করছি এবং আত্মাহ ছাড়া কারও কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই। অতঃপর সে আবৃত্তি করল :

শাখিক অনুবাদ : ফলম্মা অতঃপর যখন অক্দী ব্যর্থ হলো ইস্টিঔআহুহা তার অনুগ্রহ প্রার্থনা ব্যর্থ হলো এবং তাকে ক্লান্ত করে দিল মটাহু তার ঘোরাফেরা এআদত সে অশ্রয় নিল ইরজাঔ ইন্না লিদ্দাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন"-এর ঘরা মালত এবং মনোযোগী হলো ইরজাঔ ফিরিয়ে নিতে রুফাত লেখা কাগজগুলো আর তাকে ভুলিয়ে দিল শেইটান শয়তান আমার কাগজটির কথা ফলম্ম তাই সে অগ্রসর হলো না আমর অবস্থানস্থলের প্রতি তেজ় এবং সে ফিরে গেল শেইখ শাকিব় কেঁদে কেটে রিমান বঙ্কনার জন্য শাকিব় অভিযোগ করতে করতে রিমান অবিচার কাল ফলম্ম তখন বৃদ্ধ বলল ইন্নি নিশ্চয় আমরা সবাই ইল্লাহ আত্মাহ তা'আলার জন্য আমি সমর্পণ করছি আমর অবস্থা ইল্লাহ আত্মাহ তা'আলার কাছে ফলম্ম কারো কোনো শক্তি সামর্থ্য নেই ইল্লাহ আত্মাহ ছাড়া ফলম্ম অতঃপর সে আবৃত্তি করল।

শব্দ বিশ্লেষণ

(لَمَّا) অক্দী : [যখন] ব্যর্থ হলো।

(إِنْعَالَ) ইক্দা : ব্যর্থ হওয়া।

اسْتِعْطَاهُ (استِعْطَاهُ) অনুগ্রহ প্রার্থনা করা।

كَدَّ : ক্লান্ত করে দিল, ক্লান্ত করে তুলল।

(ن) كَدًّا : ক্লান্ত করা।

مَطَافٌ : ঘোরাফেরা।

مَطَافٌ (ن) مصدر ميمي : ঘোরাফেরা করা।

عَادَتْ : সে অশ্রয় নিল।

(ن) عَوْدًا، عِيَادًا، مَعَادًا : অশ্রয় নেওয়া।

إِنْنَا لِيَدَّاهِي وَنَا إِنْنَا--পড়া : (استِعْطَاهُ) অনুগ্রহ প্রার্থনা করা।

مَا لَتْ : দাবিত হলো, মনোযোগী হল।

(ض) مَيَّلًا، مَيَّلًا : দাবিত হওয়া।

إِرْجَاعٌ (إِنْعَالَ) ফিরিয়ে নেওয়া।

(ج) رِقَاعٌ، رُفْعَةٌ : (و) رُفْعَةٌ : লেখা কাগজের টুকরা। যে : রুফাত। কোন টুকরা।

أَنَسَى : ভুলিয়ে দিল, বিস্মৃত করে দিল।

(إِنْعَالَ) إِنْسَاءً : ভুলিয়ে দেওয়া।

الشَّيْطَانُ : (ج) شَيْطَانٌ : শয়তান, অবাধ্য জিন বা মানুষ।

ذَكَرْتُ : (ج) أَذْكَارٌ : স্মরণ, ফিকির।

ذَكَرْتُ (ن) : স্মরণ করা।

لَمْ تَعَجْ : অতিমুখী হলো না, অগ্রসর হলো না।

(ن) عَوَجًا - إِلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِ : অতিমুখী হওয়া। অগ্রসর হওয়া।

بُغْعَةٌ : (ج) بَغَاءٌ، بَغْعٌ : ক্বণ্ড, আত্মা, [এখানে অবস্থানস্থল]।

أَبَتْ : সে ফিরে গেল, প্রত্যাবর্তন করল।

(ن) آوَبًا، مَأْبًا : ফিরে যাওয়া ।

شَيْخٌ (ج) شُيُوخٌ، أَشْيَاحٌ، شَيْخَةٌ، شَيْخَانٌ مِشْبَخَةٌ :

মশখ : মনীষী । শায়খ : أَشْيَاحٌ (জ) مَشَايِخُ، أَشْيَاحٌ :

বয়ঃবৃদ্ধ । মনীষী । শায়খ ।

بَاكِيَةً (منصوب على العالية) : কেঁদে-কেটে ।

(ض) بَكَى، بُكَاءٌ : ক্রন্দন করা ।

بَاكِيَةً (فا، مز) : ক্রন্দশীলা ।

الْحَرَمَانُ : বধুনা ।

الْحَرَمَانُ (ض، س) مص : বধিত করা ।

شَاكِيَةً (منصوب على العالية) : অভিযোগ করতে করতে ।

شَاكِيَةً (فا، مز) : অভিযোগকারিণী ।

(ن) شَكُوا، شِكَايَةً : অভিযোগ করা ।

تَعَامَلٌ : অবিচার ।

تَعَامَلٌ (تفاعل) مص : - عَلَيْهِ : অবিচার করা ।

الزَّمانُ : (ج) أَزْمِنَةٌ : কাল, যুগ, সময় ।

(إن) : حرف المثنى بالفعل، نَا : ضمير منصوب

نَتَمَلُّ : নিশ্চয় আমরা সবাই ।

لِلَّهِ (اللام حرف الجر دخل على اسم الجلالة) : আল্লাহর,

আল্লাহর জন্য ।

أَنُزُّ : আমি সমর্পণ করছি ।

(تفعل) تَفَرِّضُ : সমর্পণ করা ।

أَمْرٌ : (ج) أُمُورٌ : নির্দেশ, বিষয়, কাজ, অবস্থা ।

أَمْرٌ (ن) مص : নির্দেশ দেওয়া ।

إِلَى اللَّهِ : আল্লাহর নিকটে, আল্লাহর কাছে ।

حَوْلٌ : (ج) حَوَالٌ، أَحْوَالٌ : সামর্থ্য, সক্ষমতা, সতর্কতা ।

قُوَّةٌ : (ج) قُوَاتٌ، قُوًى : শক্তি, বল ।

أَنشَدَ : আবৃত্তি করল ।

(إنعادل) إِنْشَادًا : আবৃত্তি করা ।

لَمْ يَبْقَ صَافٍ، وَلَا مَصَافٍ *
وَلَا مُعِينٌ، وَلَا مَعِينٌ
وَفِي الْمَسَاوِي بَدَا التَّسَاوِي *
فَلَا أَمِينٌ، وَلَا ثَمِينٌ
ثُمَّ قَالَ: مَتَى النَّفْسَ وَعَدَيْتَهَا، وَاجْمَعِي
الرِّقَاقَ وَعُدَيْتَهَا، فَقَالَتْ: لَقَدْ عَدَدْتُهَا، لَمَّا
اسْتَعَدْتُهَا، فَوَجَدْتُ يَدَ الصَّبِياعِ، قَدْ غَالَتْ
إِحْدَى الرِّقَاقِ، فَقَالَ: تَعْسَالُكَ يَالْكَاعِ!

অনুবাদ : [কবিতার অনুবাদ-] “কোনো ঝাঁটি বন্ধ ও কোনো একান্ত আপনজন আর অবশিষ্ট নেই এবং কোনো উচ্ছসিত প্রস্রবণ ও কোনো সাহায্যকারী নেই : নানা রকম মন্দ গুণাবলিতে সমতা প্রকাশ পেয়েছে। অতএব কোনো বিশ্বস্ত লোক অথবা কোনো মর্যাদাবান লোক নেই।” অতঃপর বৃদ্ধ বলল, তুমি তোমার মনকে আশাবিত কর এবং তাকে প্রতিশ্রুতি দাও। আর লেখা কাগজগুলো একত্র কর এবং গুণে নাও। বৃদ্ধা বলল, আমি কাগজগুলো ফিরিয়ে নেওয়ার সময় সেগুলো গুণেছি। তখন দেখতে পেয়েছি যে, ধ্বংসের হাত একটি কাগজ আত্মসাৎ করেছে। বৃদ্ধ বলল, তোমার ধ্বংস হোক, হে হতভাগী!

শাব্দিক অনুবাদ : لَمْ يَبْقَ আর অবশিষ্ট নেই صَافٍ কোনো ঝাঁটি বন্ধ وَلَا مَصَافٍ এবং কোনো একান্ত আপনজন وَلَا مُعِينٌ ও কোনো সাহায্যকারী নেই فِي الْمَسَاوِي নানা রকম মন্দ গুণাবলিতে বَدَا প্রকাশ পেয়েছে التَّسَاوِي সমতা لَا أَمِينٌ অতএব কোনো বিশ্বস্ত লোক وَلَا ثَمِينٌ অথবা কোনো মর্যাদাবান লোক নেই ثُمَّ قَالَ বৃদ্ধা তুমি আশাবিত কর النَّفْسَ [তোমার] মনকে وَعَدَيْتَهَا এবং তাকে প্রতিশ্রুতি দাও وَاجْمَعِي বৃদ্ধা বন্ধা লেখা কাগজগুলো ফিরিয়ে নেওয়ার সময় সেগুলো গুণেছি لَمَّا عَدَدْتُهَا তখন দেখতে পেয়েছি يَدَ الصَّبِياعِ ধ্বংসের হাত قَدْ غَالَتْ আত্মসাৎ করেছে إِحْدَى الرِّقَاقِ একটি কাগজ فَقَالَ বৃদ্ধ বলল تَعْسَالُكَ হে হতভাগী!

শব্দ বিশ্লেষণ

লَمْ يَبْقَ : অবশিষ্ট নেই।
(س) بَقَاءً, (ض) بَقِيًّا : বাকি থাকা। অবশিষ্ট থাকা।
صَافٍ (ف, ص) : (অ) সানি (الود) : ঝাঁটি বন্ধ।
مَصَافٍ (ف, ص) : একান্ত বন্ধ/ আপনজন।
مَعِينٌ (م, ع) : (জ) مَعْنَى : নিখাদভাবে ভালোবাসা।
مَعِينٌ (م, ع) : (জ) مَعْنَى : স্বর্ণা, প্রস্রবণ।
(ف) مَعْنَى : (ক) مَعْنَى : ধীরে ধীরে প্রবাহিত হওয়া।
(ن) مَعْنَى - التَّسَاوِي : অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা।
- (م, ع) - يَالْكَاعِ : শাণা বীকার বা অস্বীকার করা।
فِي الْقُرْآنِ : قَمْنِ بِأَيْتِكُمْ مِمَّا تَمِينِ
مَادَّة : (ম-এ-ন) : يَنْسُ : সূচিক

مُعِينٌ (ف, ص) : সাহায্যকারী।
(إِعَانَةً) : সাহায্য করা।
(ج) الْمَسَاوِي, (و) مَسَاءً : মন্দ কথা বা কাজ, দোষ-ত্রুটি।
بَدَا : প্রকাশ পেয়েছে।
(ن) بَدَأَ, بَدَأَ, بَدَأَ : প্রকাশ পাওয়া।
بَدَأَ : শুরু করেছে।
(ف) بَدَأَ, بَدَأَ, بَدَأَ : শুরু করা।
التَّسَاوِي : সমতা।
التَّسَاوِي (تَقَابُلٌ) : সমান হওয়া।
أَمِينٌ (م, ع) : (জ) أَمَانَةٌ : আমানতদার, বিশ্বস্ত।
(ن) أَمَانَةٌ : বিশ্বস্ত হওয়া। আমানতদার হওয়া।

মূল্যবান, মর্যাদাবান। : ثَمِينٌ (ضد، مذ) (ج) ثِمَارٌ

মূল্যবান হওয়া। : ثَمَانَةٌ (ك)

তুমি আশা দাও, আশাবিত্ত কর। : مَتَّى

আশা দেওয়া। : تَمَيَّلٌ (تَفَعُّل)

তুমি [নিজের আত্মার প্রতি] অনুগ্রহ কর। : مَتْنِي

অনুগ্রহ করা। : مَتَّ - التَّنَفُّس

তুমি প্রতিশ্রুতি দাও, ওয়াদা কর। : عِدَّتِي

ওয়াদা করা। : وَعْدًا (ض)

তুমি একত্র কর, জমা কর। : أَجْمَعِي

একত্র করা, জমা করা। : جَمَعًا (ف)

লেখা কাগজের টুকরা, যে : رُقْعَةٌ (و) رُقْعٌ (ج) رِقَاعٌ

কোনো টুকরা।

তুমি গুণে নাও! : عَدَّتِي

গণনা করা। : عَدًّا (ن)

[অবশ্যই] আমি গুণেছি। : لَقَدْ عَدَدْتُ

[যখন] আমি ফিরিয়ে নিয়েছি। : إِنْتَعَدْتُ (لَا)

[ফিরিয়ে নেওয়ার সময়]।

ফিরিয়ে নেওয়া। : اِنْتَعَادَةٌ

আমি পেয়েছি, দেখতে পেয়েছি। : وَجَدْتُ

পাওয়া। : وَجَدًا، وَجُودًا (ض)

হাত, ক্ষমতা, সাহায্য। : يَدٌ (ج) أَبَدٌ (جج) أَبَادٌ

ধ্বংস, বিনষ্ট। : التَّبَاعُ

ধ্বংস হওয়া। : مَصْدُ

চুরি করে নিয়েছে। আত্মসাৎ করেছে। : فَذَاتُ

চুরি করা। : غَبَالًا، غِيَالَةً، غُزُولًا (ض)

একটি, কোনো একটি, এক। : أَحَدٌ (مذ) أَحَدٌ

লেখা কাগজের টুকরা, যে কোনো টুকরা। : رُقْعَةٌ (و) رُقْعٌ (ج) رِقَاعٌ

তোমার ধ্বংস হোক। : تَمَّالَكَ

পদস্থলিত হওয়া। ধ্বংস হওয়া। : مَصْدُ (ف، س)

অপদার্থ, হতভাগী। : لَكُلِّ امْنِي عَلَى الْكَسْرِ بِمَعْنَى لَا كَيْفَةَ

أَتَعَزُّمُ - وَيَحْكُ - الْقَنْصَ وَالْحِبَالَهَ ،
وَالْقَبَسَ وَالذُّبَالَهَ ! إِنَّهَا لَضَعْفٌ عَلَى إِبَالَةٍ .
فَانْصَاعَتْ تَقْتَضُ مَذْرَجَهَا ، وَتَنْشُدُ
مَذْرَجَهَا ، فَلَمَّا دَانَتْ نِي قَرْنَتْ بِالرَّفْعَةِ ،
وَرَمَتْ وَقِطْعَةً ، وَقَلَّتْ لَهَا : إِنْ رَغِبْتَ فِي
الْمَشْرِفِ الْمَعْلَمِ - وَأَشْرْتَ إِلَى الدَّرَمِ -
فَسَبِّحِي بِالسِّرِّ الْمُبْهِمِ ، وَإِنْ أَبَيْتِ أَنْ
تَشْرَحِي ، فَخُذِي الْقِطْعَةَ وَاسْرَحِي .

অনুবাদ : আক্ষেপ তোমার জন্য! তোমাকে কি শিকার
ও জাল এবং বাতি ও সলতে থেকে বঞ্চিত করা হবে ?
এটা তো লাকড়ির বোঝার উপর খড়ের বোঝা [অর্থাৎ
বিপদের উপর বিপদ]। তখন বৃদ্ধা তার পথ খুঁজতে এবং
তার লেখা কাগজ তালাশ করতে দ্রুত ফিরল। যখন সে
আমার নিকটবর্তী হলো তখন আমি কাগজটির সাথে
একটি দিরহাম ও কিছু খুচরা পয়সা একত্র করে দিলাম
এবং তাকে বললাম, যদি তুমি এই নকশীকৃত প্রোঙ্কল
বস্তুর প্রতি আগ্রহী হও এবং আমি দিরহামের প্রতি
ইঙ্গিত করলাম, তবে তুমি গোপন তথ্যটি প্রকাশ কর।
আর যদি তুমি বর্ণনা করতে অস্বীকার কর তবে তুমি
খুচরা অংশটুকু পয়সা নাও এবং চলে যাও।

পাখিক অনুবাদ : أَتَعَزُّمُ তোমাকে কি বঞ্চিত করা হবে وَيَحْكُ আক্ষেপ তোমার জন্য الْقَنْصَ শিকার وَالْحِبَالَهَ জাল
وَالْقَبَسَ এবং বাতি وَالذُّبَالَهَ সলতে لَضَعْفٌ উপর এটা তো খড়ের বোঝা إِبَالَةٍ লাকড়ির বোঝার উপর
তখন বৃদ্ধা দ্রুত ফিরল تَقْتَضُ খুঁজতে তার পথ وَتَنْشُدُ এবং তালাশ করতে তার লেখা কাগজ
যখন সে আমার নিকটবর্তী হলো قَرْنَتْ তখন আমি একত্র করে দিলাম بِالرَّفْعَةِ কাগজটির সাথে
দিরহাম وَقِطْعَةً কিছু খুচরা পয়সা وَقَلَّتْ لَهَا এবং তাকে বললাম إِنْ رَغِبْتَ যদি তুমি আগ্রহী হও
وَأَشْرْتَ إِلَى الدَّرَمِ দিরহামের প্রতি ইঙ্গিত করলাম إِلَى الْمَشْرِفِ তুমি গোপন তথ্যটি প্রকাশ কর
وَأَبَيْتِ أَنْ تَشْرَحِي বর্ণনা করতে অস্বীকার কর তবে তুমি নাও
وَالْقِطْعَةَ খুচরা অংশটুকু পয়সা নাও এবং চলে যাও।

শব্দ বিশ্লেষণ

(أ) تَعَزُّمُ (مع) : তোমাকে [কি] বঞ্চিত করা হবে।

(ض. س) حَرَمًا ، حَرَمًا : বঞ্চিত করা।

نَحَّ : كَلِمَةٌ تَرْجِمُ وَتَرْجِعُ ، وَفِي مَعْنَى الْمَدْحِ وَالْمَعْبِي ،

وَيَمْنَعِي وَتَلَّ : ইস, আহা, আক্ষেপ।

وَيَحْكُ : আক্ষেপ তোমার জন্য।

الْقَنْصَ : শিকার।

الْحِبَالَهَ : (ج) حَبَائِلُ : জাল, ফাঁদ।

وَالْقَبَسَ : অগ্নিলাভ, ফুলিস, [এখানে প্রদীপ, বাতি]।

وَالذُّبَالَهَ : (ج) ذُبَابٌ : সলতে। বাতি।

ضَعْفٌ : (ج) أُنْفَاكٌ : কাঁচা ও শুকনো ঘাসের মুঠো, খড়ের

বোঝা।

إِبَالَةٍ : ঘাস বা লাকড়ির বোঝা।

انْصَاعَتْ : সে দ্রুত ফিরল।

انْصَاعًا : দ্রুত ফিরা।

تَقْتَضُ : অনুসরণ করছে।

انْصَاعًا - أَثَرُهُ : অনুসরণ করা।

مَذْرَجٌ : (ج) مَزَارٍ : রাস্তা, পথ।

تَنْشُدُ : তালাশ করছে, খোঁজ করছে।

(ض. ن) تَشَأُ : তালাশ করা। খোঁজ করা।

مَذْرَجٌ (مف. مذ) : (ج) مَزَارٍ : ভাঁজ করা/ লেখা গ্রন্থ বা

চিঠি বা কাগজ।

إِنَّمَا - أَلَسَ فِي السَّنِ : অন্তর্ভুক্ত করা।

(لَمَّا) دَانَتْ : [যখন] সে নিকটবর্তী হলো।

(مُعَاَلَةً) مَدَانَا : নিকটবর্তী হওয়া।

قَرَرْتُ : একত্র করলাম, একত্র করে দিলাম।

(ض) قَرَرْنَا : একত্র করা। মিলিত করা।

الرَّقْعَةُ : (ج) رُقْعَ رِقَاعٍ : লেখা কাগজের টুকরা।

دَرَهَمٌ : (ج) دَرَاهِمٌ : দিরহাম, রৌপ্য মুদ্রা।

قِطْعَةٌ : (ج) قِطَعٌ : কোনো বস্তুর অংশ, [এখানে-খুচরা পয়সা]।

(إِنْ) رَغِبْتُ فِي... : [যদি] তুমি অগ্রহী হও।

(س) رَغَبًا، رَغْبَةً - فِى الشَّيْءِ : অগ্রহী হওয়া।

الْمَشُورُ (مف, مذ) : মরচে পরিকৃত, প্রোজ্জ্বল।

(ن) شَرَقًا - ة : মরচে দূর করা।

الْمَعْلَمُ (مف, مذ) : নকশিকৃত।

(إِفْعَالٌ) إِعْلَانًا - الشَّيْءِ : নকশি করা।

- الْأَمْرَ رِيَاءً : অবহিত করা।

أَشَرْتُ : আমি ইঙ্গিত করলাম।

(إِفْعَالٌ) إِشَارَةً : ইঙ্গিত করা।

بَوَّحَى : প্রকাশ কর।

(ن) بَوَّحًا، بَوَّحًا، بَوَّحَةً - بِهِ : প্রকাশ করা।

الْأَسْرَارُ : (ج) أَسْرَارٌ : রহস্য, গোপন তথ্য, গোমর।

الْمَبْهَمُ (مف, مذ) : অজানা, অস্পষ্ট।

(إِفْعَالٌ) إِبْهَامًا : অস্পষ্ট হওয়া বা করা।

(إِنْ) أَبَيْتُ : [যদি] তুমি অস্বীকার কর।

(ف, ض) أَبَا...، أَبَاءَ : অস্বীকার করা।

(أَنْ) تَشْرَحِي : বর্ণনা করতে, খুলে বলতে।

(ن) شَرَّ : স্পষ্ট করা। খুলে বলা।

بَوَّحَى : তুমি নাও, ধারণ কর।

(أَنْ) أَخَذَ : নেওয়া। ধরা। ধারণ করা।

تَلَفُّظًا : টুকরা। খুচরা অংশ।

بَرَزِي : তুমি চলে যাও।

(أَنْ) سَرَّحًا، مَرْوَحًا : চলে যাওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : وَتَعَلَّكَ :

এ শব্দটি এবং وَتَلَّ শব্দটি যদি إِضَافَت হাড়া ব্যবহৃত হয় তখন إِضَافَت হিসাবে مَعْلًا مَرْفُوع হয়। আর إِضَافَت -এর সাথে যদি ব্যবহৃত হয়, যেমন এখানে হয়েছে তাহলে مَعْلًا مَرْفُوع হিসাবে مَتَصَرَّب হয় এবং তার مَعْلًا কে أَلَزَمَ اللَّهُ وَتَعَلَّ : হযফ করা হয়। যেমন বলা হলো : قَوْلُهُ : إِنَّهُ لَتَعَلَّ عَلَى إِبَالَةٍ :

এটি একটি আরবি প্রবাদ বাক্য (مَثَرُ الْيَشِيل)। বিপদের মুহুর্তে অনাকাঙ্ক্ষিত ও অতিরিক্ত সমস্যা এসে পড়লে তখন "বিপদের উপর বিপদ" কথা বোঝাতে এ আরবি প্রবাদ বাক্যটি ব্যবহৃত হয়। যেমন বাংলায় বলা হয়- "বোঝার উপর শাকের আঁটি।" অথবা- "মড়ার উপর ঝাঁড় ঘা"।

বালাগাত

قَوْلُهُ : الْمَشُورُ الْمَعْلَمُ :

এখানে الْمَشُورُ الْمَعْلَمُ কে دَرَهَم হিসাবে বস্তু -এর সাথে تَشْبِيহ দেওয়া হয়েছে তাই এখানে إِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ হয়েছে।

فَمَآلَتْ إِلَى اسْتِخْلَاصِ الْبَذْرِ الْيَمِّ، وَالْأَبْلَجِ
الْهَمِّ، وَقَالَتْ : دَعِ جَدَّالَكَ، وَسَلِّ عَمَّا
بِذَلِكَ، فَاسْتَظْلَعَتْهَا طَلْعُ الشَّيْخِ وَبَلَدْتِهِ،
وَالشَّعْرَ وَنَاسِجَ بَرْدِيهِ، فَقَالَتْ : إِنَّ الشَّيْخَ
مِنْ أَهْلِ سَرُوجَ، وَهُوَ الَّذِي وَشَى الشَّعْرَ
الْمَنْسُوجَ، ثُمَّ خَطَفَتْ الدِّرْهَمَ خُطْفَةً
الْبَاشِقِ، وَمَرَقَتْ مُرُوقَ السَّهْمِ الرَّاشِقِ
فَخَالَجَ قَلْبِي أَنْ أَبَا زَيْدٍ هُوَ الْمَشَارِ إِلَيْهِ،

অনুবাদ : তখন সে পূর্ণ চতুর্দশী চন্দ্র এবং বড় ও উজ্জ্বল
চেহারা বিশিষ্ট [দিরহাম] বস্তুটি মুক্ত করার প্রতি আগ্রহী
হলো এবং বলল, তুমি বিতর্ক ছাড় এবং তোমার যা
প্রয়োজন জিজ্ঞেস কর। সুতরাং আমি তার কাছ থেকে
বৃদ্ধ ও তার দেশ এবং কবিতা ও তার চাদরের বয়নকারী
[বচয়িতা]-এর সংবাদ জানতে চাইলাম। তখন সে বলল,
বৃদ্ধ লোকটি সারুজের অধিবাসী, আর তিনিই উক্ত রচিত
কবিতা অলংকৃত করেছেন [অর্থাৎ, তিনিই এ অলংকার
সমৃদ্ধ কবিতা রচনা করেছেন]। অতঃপর সে বাজপাখির
ছোঁ মারার মতো দিরহামটি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল এবং
ছুটে যাওয়া তীর বের হওয়ার মতো বের হয়ে গেল।
অতঃপর আমার মনে এই ধারণা হল যে, ইঙ্গিতকৃত
লোকটি আবু যায়দই।

শাস্ত্রিক অনুবাদ : فَامَآلَتْ তখন সে আগ্রহী হলো إِلَى প্রতি ঐশ্টিয় মুক্ত করা الْبَذْرِ চতুর্দশী চন্দ্র الْيَمِّ পূর্ণ
বড় ও উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট বস্তুটি وَقَالَتْ এবং বলল دَعِ তুমি ছাড় جَدَّالَكَ বিতর্ক وَسَلِّ এবং জিজ্ঞেস কর عَمَّا
তোমার যা প্রয়োজন الشَّيْخِ বৃদ্ধ طَلْعُ সংবাদ থেকে জানতে চাইলাম فَامَآلَتْ তার কাছ থেকে الْبَذْرُ তার চাদর
তার দেশ وَالشَّعْرَ এবং কবিতা وَنَاسِجَ বয়নকারী بَرْدِيهِ তার চাদর فَقَالَتْ তখন সে বলল مِنْ أَهْلِ
তার দেশ سَرُوجَ এবং কবিতা وَهُوَ الَّذِي অলংকৃত করেছেন الشَّعْرَ লোকটি উক্ত রচিত কবিতা ثُمَّ
সারুজের অধিবাসী وَمَرَقَتْ দিরহামটি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল خُطْفَةً ছোঁ মারার মতো الْبَاشِقِ বাজপাখি
এবং বের হয়ে গেল ثُمَّ وَشَى এবং বের হয়ে গেল خُطْفَةً ছোঁ মেরে নিয়ে গেল الدِّرْهَمَ দিরহামটি
সে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল خُطْفَةً ছোঁ মেরে নিয়ে গেল الدِّرْহَمَ দিরহামটি ثُمَّ وَشَى এবং বের হয়ে গেল
ইন আবু যায়দই هُوَ الْمَشَارِ ইঙ্গিতকৃত লোকটি।

শব্দ বিশ্লেষণ

فَمَآلَتْ : সে ধাবিত হলো, আগ্রহী হলো।
(ض) مَبْلًا, مَبْلًا : ধাবিত হওয়া। আগ্রহী হওয়া।
اسْتِخْلَاصَ : ছাড়িয়ে নেওয়া, মুক্ত করে নেওয়া।
الْبَذْرِ : পূর্ণিয়ার চাঁদ, চতুর্দশীর চাঁদ।
الْيَمِّ : পূর্ণ চাঁদ।
الْهَمِّ : পূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ, সম্পূর্ণ।
الْأَبْلَجِ : উজ্জ্বল, স্পষ্ট।
دَعِ : প্রকাশ পাওয়া। স্পষ্ট/উজ্জ্বল হওয়া।
الْهَمِّ : অতিশয় বয়বৃদ্ধ, ক্রীণকায়, প্রবীণ, প্রাচীন।
دَعِ : তুমি ছাড়।

(ف) دَعَا : ছেড়ে দেওয়া।
جَدَّالًا : বগড়া, বিতর্ক।
جَدَّالًا (مُفَاعَلَةً) : বগড়া করা।
سَلِّ : তুমি প্রশ্ন কর, জিজ্ঞেস কর।
بَدَا : প্রকাশ পেয়েছে, স্পষ্ট হয়েছে।
(ن) بَدَا, بَدَا, بَدَا : প্রকাশ পাওয়া।
عَمَّا : যা তোমার কাছে প্রকাশ পেয়েছে সে সম্পর্কে।
اسْتَظْلَعَتْ (اسْتِغْلَالًا) : আমি বাস্তব অবস্থা
[সংবাদ] জানতে চাইলাম।
طَلْعَ : বাস্তব অবস্থা, প্রকৃত অবস্থা।

الشَّيْخُ : (ج) شُيُوخٌ، أَشْيَاحٌ، شَيْخَةٌ، شَيْخَانٌ، مَشَيْخَةٌ.
বয়ঃবৃদ্ধ। উস্তাদ : أَشْيَاحٌ، مَشَايِخُ، (জ)

শায়খ। আলিম। নেতা।

بَلَدَةٌ، بَلَدٌ : (ج) يَلَادٌ، بُلْدَانٌ : দেশ। শহর। এলাকা।

الشُّعْرُ (ج) أَشْعَارٌ : কবিতা, ছন্দময় বাক্য, পদ্য।

نَاسِجٌ (ف، م، مذ، نسج - ن، ض) : বয়নকারী।

بُرْدَةٌ (ج) بُرُودٌ : কালো কবল। চাদর।

أَهْلٌ : (ج) أَهْلُونَ، أَهَالٌ، أَهَالٌ، أَهْلَاتٌ، أَهْلَاتٌ :

অধিবাসী। পরিবার। আত্মীয়-স্বজন।

سُرُوجٌ : একটি জায়গার নাম।

وَشَى : কারুকার্য করেছেন। অলংকৃত করেছেন।

تَغْيِيلٌ تَوَشِيَةٌ : কারুকার্য করা। অলংকৃত করা।

الْمَنْسُوجُ (مف، مذ) : বয়নকৃত, রচিত।

(ن، ض) تَنْسَجُ : বোনা। বয়ন করা। রচনা করা।

خَطَفْتُ : ছোঁ মেরে নিয়ে গেল।

(س) خَطَفْنَا : ছোঁ মেরে নেওয়া।

الدَّرْهَمُ : (ج) دَرَاهِمُ : দিরহাম, রৌপ্য মুদ্রা।

خِطْفَةٌ : (نَوْعٌ مِنَ الْخُطْفِ) : বিশেষ রকমের ছোঁ মারা।

الْبَاشِقُ : (ج) بَوَاشِقُ : বাজ পাখি, শিকারী পাখি।

مَرَقَتْ (ن) مَرُوقًا : শিকার ভেদ করে তীর বের হয়ে গেল।

مَرُوقٌ (ن) مَصْد : শিকার ভেদ করে তীর বের হয়ে যাওয়া।

نَسَمٌ : (ج) نِسَامٌ : তীর।

النَّهْمُ : (ج) أَنَهَمُ، نَهْمَةٌ، نَهْمَانٌ : অংশ।

الرَّاشِقُ (ف، م) : সোজা তীর। বের হয়ে যাওয়া তীর।

(ن) رَفَقًا - وَبِالنَّهْمِ : তীর নিক্ষেপ করা।

خَالَجٌ : অন্তরে চিন্তার উদ্বেগ করল, মনে ধারণা সৃষ্টি হলো।

(مُتَاعِلَةٌ) مَخَالِجَةٌ : অন্তরে ভাবনার উদ্বেগ হওয়া।

فَلَبٌ : (ج) قُلُوبٌ : অন্তর, হৃদয়, মন।

النَّشَارُ (مف، مذ) إِلِيمٌ : যার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়, ইঙ্গিতকৃত।

বালাগাত

نَوْلُهُ : النَّبَذُ التَّمُّ :

এই বাক্যে أَلْبَذُ التَّمُّ এবং أَلْبَلَجُ التَّمُّ

কে তুলনা দেওয়া হয়েছে। অতএব উভয় স্থানে

نَبْعَارَةٌ مَصْرَحَةٌ হয়েছে।

نَوْلُهُ : نَاسِجٌ بُرْدَتِهِ :

এখানে تَنْشِيَةِ [কবিকে] الشَّاعِرُ কাপড়

বয়ন কারীর সাথে। তাই এখানে مَصْرَحَةٌ হয়েছে

وَلَنْسَرَجٌ (বুনা) نَسَجَ এবং কাপড়ের জন্য

এর মধ্যে تَغْيِيلِيَّةٌ আর কারুকার্য কাপড়ের

জন্য تَرْشِيْعِيَّةٌ এর মধ্যে وَشَى তাই مَنَاسِبٌ

হয়েছে।

وَتَاجَعُ كَرْنِي لِمَصَابِهِ يَنْطَظِرُهُ، وَأَثَرَتْ أَنْ
أَفَاجِيَهُ وَأُنَاجِيَهُ، لَأَعْجِمَ عَوْدَ فِرَاسَتِي فِيهِ،
وَمَا كُنْتُ لِأَصِلَ إِلَيْهِ إِلَّا بِتَخَطُّي رِقَابِ
الْجَمْعِ، الْمُنْتَهَى عَنْهُ فِي الشَّرْعِ، وَعِثْتُ أَنْ
يَتَأَذَى بَنِي قَوْمٍ، أَوْ يَسْرِىَ إِلَيَّ لَوْمٌ.

অনুবাদ : তার দু'চক্ষু ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ার কারণে আমার তীব্র মর্ম-বেদনা বোধ হলো এবং আমি আকস্মিকভাবে তার কাছে যেয়ে তার সাথে একান্তে কথা বলাকে অগ্রাধিকার দিলাম, যাতে আমি তার ব্যাপারে আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাঠকে পরীক্ষা করে নিই। অথচ শরিয়তে নিষিদ্ধ কাজ তথা উপস্থিত জনতার ঘাড় উপকিয়ে যাওয়া ছাড়া তার কাছে পৌঁছার অন্য কোনো উপায় আমার ছিল না এবং আমার দ্বারা মানুষ কষ্ট পাক অথবা আমার প্রতি গালি-গালাজ পৌঁছুক তা আমি অপছন্দ করলাম।

শাব্দিক অনুবাদ : **وَتَاجَعُ** আমার তীব্র মর্ম-বেদনা বোধ হলো **لِمَصَابِهِ** ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ার কারণে **يَنْطَظِرُهُ** তার দু'চক্ষু **وَأَثَرَتْ** এবং আমি অগ্রাধিকার দিলাম **أَفَاجِيَهُ** তার সাথে একান্তে কথা বলাকে তার কাছে যেয়ে তার সাথে একান্তে কথা বলাকে **وَأُنَاجِيَهُ** তার সাথে একান্তে কথা বলাকে **لَأَعْجِمَ** যাতে আমি পরীক্ষা করে নিই **عَوْدَ** আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি **فِيهِ** তার ব্যাপারে **وَمَا كُنْتُ** অথচ অন্যকোনো উপায় আমার ছিল না **لِأَصِلَ إِلَيْهِ** তার কাছে পৌঁছার **إِلَّا بِتَخَطُّي** উপকিয়ে যাওয়া ছাড়া **رِقَابِ** ঘাড় **الْجَمْعِ** উপস্থিত জনতা **عَنْهُ** উপস্থিত জনতা **فِي الشَّرْعِ** শরিয়তে **وَعِثْتُ** এবং তা অপছন্দ করলাম **يَتَأَذَى** কষ্ট পাক **بَنِي قَوْمٍ** আমার দ্বারা **أَوْ يَسْرِىَ** পৌঁছুক **إِلَيَّ** আমার প্রতি **لَوْمٌ** গালি-গালাজ।

শব্দ বিশ্লেষণ

تَاجَعُ : প্রবলভাবে লক্ষিয়ে উঠল।
تَاجَعًا : প্রবলভাবে লক্ষিয়ে উঠা।
كُرْبٌ : (জ) ক্রোধ : দুঃখ, মর্ম-বেদনা।
كُرْبٌ (ন) মর্দ : ভীষণ চিন্তা হওয়া।
مَصَابٍ (ন) মসরমী : ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া, বিপদগ্রস্ত হওয়া।
نَاطِرٌ (ফা, مذ, مَص : تَطَرُّن : দৃষ্টা। পর্যবেক্ষক।
চক্ষু। চোখের পুতুল।
أَثَرَتْ : আমি প্রধান দিলাম, অগ্রাধিকার দিলাম।
أَفَاجِيَهُ : প্রধান দেওয়া।
أَفَاجِيَهُ (অন) অফাজী (মুফা'ল) : সফাজা : আকস্মিকভাবে :
[তার কাছে] যাওয়া।
أُنَاجِيَهُ (অন) অনাজী (মুফা'ল) : সফাজা :
[তার সাথে] একান্তে কথা বলা।
أَعْجِمُ : পরীক্ষা করি, পরীক্ষা করে নিই।
عَجِمًا : (ন) এজিম : এজিম : যাচাই করা। পরীক্ষা করা।
عَوْدٌ : (জ) ইয়ান : আওয় : আওয় : কাঠ, কাটা ডাল।
فِرَاسَةٌ (ম) : ফিরাসা : বাহিকভাবে দেখে কোনো বিষয়ের :
অভ্যন্তরীণ অবস্থা উপলব্ধি করা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।
أَصِلَ : [তার কাছে] পৌঁছার।

وَصَلَ : (ম) পৌছা।
تَخَطُّي : (ফ) মদ : ঘাড় উপকানো, ঘাড় উপকিয়ে যাওয়া।
رِقَابٌ : (জ) রিকাব : রিকাব : (ও) রিকাব : ঘাড় বা ঘাড়ের পিছনের অংশ।
الْجَمْعُ : (জ) জুমু' : উপস্থিত জনতা।
الْمُنْتَهَى : (ফ) মদ : একত্র করা।
الْمُنْتَهَى : (ম, مذ) : এন্না : নিষিদ্ধ কাজ।
عَنْهُ : (ফ) তহা : নিষেধ করা।
الشَّرْعُ : (ফ) মদ : শরিয়ত, আদ্বাহ প্রদত্ত আইন।
أَتَشَرُّ : (ফ) মদ : আইন প্রণয়ন করা।
عِثْتُ : আমি অপছন্দ করলাম।
عِثْتُ : (ম, স) : ইথি, ইথি : অপছন্দ করা।
يَتَأَذَى : (ফ) মদ : কষ্ট পায়।
بَنِي قَوْمٍ : (জ) আওয় : (ম) আওয় : জনপদ।
لَوْمٌ : (জ) আওয় : (ম) আওয় : লোকজন।
يَسْرِىَ : (ম) সারী : গমন করা।
لَوْمٌ : (ন) মদ : নির্দা, ভর্ৎসনা, ভাড়া।
لَوْمٌ : (ন) মদ : ভর্ৎসনা করা, নির্দা করা।

فَسَدَكْتُ بِمَكَانِي، وَجَعَلْتُ شَخْصَهُ قَيْدَ
عِيَانِي، إِلَى أَنْ أَنْقَضْتُ الْخُطْبَةَ، وَحَقَّتِ
الرُّؤْيَةُ، فَخَفَقْتُ إِلَيْهِ، وَتَوَسَّسْتُ عَلَى
التَّحَامِ جَفْنَيْهِ، فَإِذَا الْمُعَيَّنِيُّ الْمَعِيَّةُ ابْنُ
عَبَّاسٍ، وَفَرَّاسَتِي فِرَاسَةُ إِبْرَاهِيمَ، فَعَرَفْتُهُ
حِينَئِذٍ شَخْصِي، وَأَثَرْتُهُ بِأَحَدٍ قُضِيصٍ،
وَأَهْبَتُ بِهِ إِلَى قُرْصِي.

অনুবাদ : তাই আমি আমার স্থানে বসে থাকলাম এবং তার ব্যক্তিত্বকে আমার চোখের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করে রাখলাম। অতঃপর যখন খুতবা শেষ হলো এবং দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গেল তখন আমি দ্রুত তার কাছে এগিয়ে গেলাম। এবং তার দু'পলক মিলিত থাকা সত্ত্বেও আমি তাকে চিনে নিলাম। তখন আমার মেধা ছিল ইবনে আক্বাস^১ (রা.)-এর মেধার মতো এবং আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল ইয়াস^২ (রহ)-এর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মতো। তাই তখন আমি আমার ব্যক্তিত্বকে তার কাছে পরিচিত করলাম এবং আমার একটি জামা তাকে দান করে দিলাম এবং আমার রুটির প্রতি তাকে দাওয়াত দিলাম।

শাব্দিক অনুবাদ : فَسَدَكْتُ তাই আমি বসে থাকলাম بِمَكَانِي আমার স্থানে وَجَعَلْتُ এবং পরিণত করে রাখলাম شَخْصَهُ তার ব্যক্তিত্বকে قَيْدَ লক্ষ্যস্থলে عِيَانِي আমার চোখ أَنْ أَنْقَضْتُ الْخُطْبَةَ অতঃপর যখন শেষ হলো وَحَقَّتِ এবং শুরু হয়ে গেল الرُّؤْيَةُ দৌড়াদৌড়ি فَخَفَقْتُ তখন আমি দ্রুত এগিয়ে গেলাম إِلَيْهِ তার কাছে وَتَوَسَّسْتُ এবং আমি তাকে চিনে নিলাম عَلَى التَّحَامِ মিলিত থাকা সত্ত্বেও جَفْنَيْهِ তার দু'পলক فَإِذَا তখন الْمُعَيَّنِيُّ আমার মেধা ছিল الْمَعِيَّةُ মেধার মতো ابْنُ عَبَّاسٍ ইবনে আক্বাস এবং وَفَرَّاسَتِي فِرَاسَةُ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মতো إِبْرَاهِيمَ ইয়াস তাই আমি তার কাছে পরিচিত করলাম حِينَئِذٍ তখন شَخْصِي আমার ব্যক্তিত্বকে وَأَثَرْتُهُ এবং আমি তাকে দান করে দিলাম قُضِيصٍ আমার একটি জামা وَأَهْبَتُ এবং দাওয়াত দিলাম بِهِ তাকে إِلَى قُرْصِي আমার রুটির প্রতি।

শব্দ বিশ্লেষণ

সَدَكْتُ : আঁকড়ে থাকলাম, বসে থাকলাম।

(س) سَدَكْتُ : আঁকড়ে থাকা। বসে থাকা।

مَكَانٌ : (ج) أَمَاكِنٌ, أَمَاكِنَةٌ, أَمَاكُنٌ : জায়গা, স্থান।

جَعَلْتُ (ف) جَعَلًا : পরিণত করে রাখলাম।

شَخْصٌ : (ج) أَشْخَاصٌ, أَشْخَاصٌ, شُخُوصٌ : দূর থেকে দেখা।

মানুষ বা অন্য কিছুর আকার।

قَيْدٌ : (ج) قِيَدٌ, أَقْيَادٌ : পায়ের বেড়ি, পায়ের কড়া।

عِيَانٌ (مُعَايَنَةٌ) مَع : : : : : সচক্ষে দেখা।

১. ইবনে আক্বাস : তাঁর নাম আব্দুল্লাহ, পিতার নাম আক্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালি। উপনাম আবুল আক্বাস। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচার ভাই ও অসংখ্যগণাবলির অধিকারী প্রখ্যাত সাহাবী। জন্ম : হিজরি -পূর্ব ৩ সাল। হাদীস, তাকসীর, আরবি ভাষা, কাব্য ও কুলাজি বিদ্যায় অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষভাবে তাঁর ইলম ও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দু'আ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ১৬৬০টি হাদীস তাঁর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর থেকে বর্ণিত তাকসীরগুলো পরবর্তীকালে জনৈক আনিম কর্তৃক "তানবীকুল মিকবাস" নামে একত্রে গ্রন্থিত হয়েছে। শেষ বয়সে তিনি দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেন। ৬৮ হিজরিতে ৭১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ ৭৪ হিজরিতে ৭৭ বছর বয়সে তিনি তারোকে ইত্তেকাল করেন। মুহাম্মদ ইবনুল হানালিয়া তাঁর নামাজে জানাযা পড়ান।
২. নাম : ইয়াস, পিতার নাম মু'আবিয়া। পিতামহের নাম কুররা। বনু মুথায়না বংশোদ্ভূত। উপনাম আবু ওয়াহিলা। প্রসিদ্ধ তাকসীরি। বসন্তের কাণী বিচারক। জন্ম : ৪৬ হিজরি। প্রথম মেধার এক অবিসংবাদিত প্রবাদ পুরুষ। সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার এক অমর ইতিহাস। বিচক্ষণতার জগতে এক অনন্য বিষয়। আল-মাদানয়েনী কৃত তাঁর প্রথম মেধা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক ঘটনাবলি-সম্বলিত গ্রন্থের নাম যাকুস ইয়াস : মুহা : ইয়াকের ওয়াসিতি নগরী, ১২২ হিজরি। মৃত্যুকালে বয়স : ৭৬ বছর।

শেষ হলো, সমাপ্ত হলো : **انْقَضَتْ**

সমাপ্ত হওয়া : **(الانْقِطَالُ) انْقِطَاءٌ**

বক্তব্য, বক্তৃতা, খুতবা : **(ج) خُطْبٌ**

দেখা দিল, গুরু হলো : **حَقَّتْ**

দেখা দেওয়া। গুরু হওয়া : **(ن) (ض) حَقًّا، حَقَّةٌ**

দৌড়ানোড়ি : **الْوَرَبَةُ**

দৌড়ানোড়ি করা : **الْوَرَبَةُ (ض) مَصْد**

আমি [তার কাছে] দৌড়ে গেলাম, দ্রুত এগিয়ে গেলাম : **خَفَفْتُ - إِلَيْهِ**

দৌড়ে যাওয়া : **(ض) خَفَا، خَفَّةٌ - إِلَى كُلَانٍ**

আমি চিনে নিলাম : **تَوَسَّعْتُ**

চিনে নেওয়া : **(تَفَعُّلٌ) تَوَسَّعًا**

সংযুক্ত হয়ে যাওয়া, মিলিত হয়ে থাকা : **(الْتِحَامٌ) مَصْد**

চোখের পাতা, পলক : **(ج) أَجْفَانٌ، جَفْنُونَ، أَجْفَنٌ**

তখন : **إِذَا (ظرف زمان)**

মেধা : **الْمَعِيَّةُ**

মেধাবী : **الْأَلَمْعُ وَالْأَلَمْعِيُّ**

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), রাসূলুল্লাহ : **ابْنُ عَبَّاسٍ**

বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখে কোনো বস্তুর : **فِرَاسَةٌ (ض) مَص**

অভ্যন্তরীণ অবস্থা উপলব্ধি করা :

একজন প্রথর মেধাবী ব্যক্তির নাম : **إِبَّاسٌ**

আমি পরিচিত করলাম : **عَرَّفْتُ**

পরিচিত করানো : **(تَفَعُّلٌ) تَعْرِيفًا**

তখন : **حِينَئِذٍ (حِينَ : مضاف، إِذْ : مضاف إليه)**

দূরে থেকে দেখা : **(ج) شُغُوصٌ، أَشْخَصٌ، أَشْخَاصٌ**

মানুষ বা অন্য কিছুর আকার :

অর্থ - **أَثَرْتُ -** আমি [তাকে] প্রধান দিলাম, দান করে দিলাম :

প্রাধান্য দেওয়া : **(إِفْعَالٌ) إِثَارًا -**

এক, একটি : **(ج) أَحَادٌ**

জামা : **(ج) قَمِيصٌ، أَقْمَصٌ، قَمَصَانٌ، (و) قَمِيصٌ**

আমি ডাকলাম, দাওয়াত দিলাম : **أَمَيْتُ**

ডাকা : আহ্বান করা : **(إِفْعَالٌ) إِهَابَةً بِهِ - (ماده : هِيب)**

ছোট রুটি : **قُرْصٌ (ج) أَقْرَاصٌ، قُرُصَةٌ، قِرَاصٌ**

গোলাকার আকৃতি :

فَهَشَّ لِعَارْفَتَيْ وَعِرْفَانِي، وَلَبَّى دَعْوَةَ
رُغْنَانِي، وَأَنْطَلَقَ وَيَدِي زَمَامَهُ، وَظَلَّيْ
إِمَامَهُ، وَالْعَجُوزُ ثَالِثَةُ الْأَثَانِي، وَالرَّقِيبُ
الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِي، فَلَمَّا اسْتَحْلَسَ
وُكْنَتِي، وَأَحْضَرْتَهُ عَجَالَةَ مَكْنَتِي، قَالَ لِي:
يَا حَارِثُ! أَمَعْنَا ثَالِثٌ، فَقُلْتُ: لَيْسَ إِلَّا
الْعَجُوزُ، قَالَ: مَا دُونَهَا سِرٌّ مَخْجُوزٌ، كَمْ
فَتَحَ كَرِيمَتِيهِ، وَرَأَى بِتَوَاطُئِهِ.

অনুবাদ : সে আমার দান ও আমার পরিচয়ের কারণে হেঁসে উৎফুল্ল হয়ে উঠল এবং আমার রুটির দাওয়াত গ্রহণ করল এবং সে চলল, তখন আমার হাত ছিল তার লাগাম, আর আমার ছায়া ছিল তার দিশারী। আর বৃদ্ধ মহিলাটি ছিল চুলার তৃতীয় খুঁটি এবং সেই তত্ত্বাবধায়, যার কাছে কোনো গোপন কথা গোপন থাকে না অতঃপর যখন সে আমার গৃহে প্রবেশ করে বসল এবং আমি আমার সামর্থ্য মুতাবিক তাৎক্ষণিক উপস্থিত বস্তু তার সামনে হাজির করলাম তখন সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, হে হারিস! আমাদের সাথে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি আছে কি? তখন আমি বললাম, বৃদ্ধা ব্যতীত আর কেউ নেই। সে বলল, তার কাছে কোনো গোপন বিষয় অজ্ঞাত নেই। অতঃপর সে তার দু'চক্ষু খুলে ফেলল এবং সে তার চক্ষু যুগল ঘোরাতে লাগল।

শাব্দিক অনুবাদ : فَهَشَّ সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল لِعَارْفَتَيْ আমার দান وَعِرْفَانِي ও আমার পরিচয়ের কারণে এবং গ্রহণ করল دَعْوَةَ দাওয়াত رُغْنَانِي আমার রুটি وَأَنْطَلَقَ এবং সে চলল وَيَدِي তখন আমার হাত ছিল زَمَامَهُ তার লাগাম وَظَلَّيْ আর আমার ছায়া ছিল إِمَامَهُ তার দিশারী وَالْعَجُوزُ তৃতীয় খুঁটির মহিলাটি ছিল ثَالِثَةُ الْأَثَانِي আর বৃদ্ধ মহিলাটি ছিল الرَّقِيبُ যার কাছে لَا يَخْفَى عَلَيْهِ কোনো গোপন কথা থাকে না خَافِي কোনো গোপন কথা فَلَمَّا অতঃপর যখন সে اسْتَحْلَسَ আমার গৃহে وَأَحْضَرْتَهُ এবং তার সামনে হাজির করলাম عَجَالَةَ তাৎক্ষণিক উপস্থিত বস্তু وَكْنَتِي আমার সামর্থ্য মুতাবিক قَالَ তখন সে আমাকে জিজ্ঞেস করল يَا حَارِثُ হে হারিস! أَمَعْنَا আমাদের সাথে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি فَقُلْتُ তখন আমি বললাম لَيْسَ আর নেই إِلَّا الْعَجُوزُ বৃদ্ধা ব্যতীত قَالَ সে বলল مَا دُونَهَا তার কাছে কোনো গোপন বিষয় مَخْجُوزٌ অজ্ঞাত كَمْ অতঃপর সে খুলে ফেলল كَرِيمَتِيهِ তার দু'চক্ষু وَرَأَى এবং সে ঘুরাতে লাগল بِتَوَاطُئِهِ তার চক্ষুযুগল।

শব্দ বিশ্লেষণ

উৎফুল্ল হয়ে উঠল : فَهَشَّ

(স. ض.) مَشَاشًا، مَشَاشَةً : উৎফুল্ল হওয়া।

দান, সম্বাহার : عَارِفَةٌ (জ) عَارِثٌ

পরিচয় : عِرْقَانٌ

পরিচয় জানা, চেনা : عِرْقَانٌ (ض) مَصْد :

ডাকে সাড়া দিল, দাওয়াত গ্রহণ করল : لَبَّى :

ডাকে সাড়া দেওয়া : (تَفْعِيل) تَلَبَّى :

দাওয়াত : دَعْوَةٌ :

দাওয়াত দেওয়া, ডাকা : دَعْوَةٌ (ن) مَصْد :

(ج) رُغْنَانٌ، أَرْغِفَةٌ، رُغْمٌ، تَرَاغِيفٌ، (و) رَغِيفٌ :

রুটি, চাপাতি রুটি।

সে চলল : أَنْطَلَقَ :

চলা : (الْفِعَالُ) انْطَلَقَ :

হাত, ক্ষমতা, সাহায্য : (ج) أَيْدٍ، (جمع) أَيَادٍ :

লাগাম, বাগডোর, নাকডোর : (ج) أَرِمَةٍ :

ছায়া, সম্বান, প্রশান্তি : (ج) ظِلٍّ، أَظْلَلٌ، ظَلَّلَ :

ইমাম, নেতা, মহাপণ্ডিত, দিশারী : (ج) أَيْمَنَ :

বয়ঃবৃদ্ধা, বুড়ি : (ج) عَجُوزٌ، عَجَائِزُ :

(মু) ثَالِثَةً (মড) ثَالِثٌ : তৃতীয়া।

(জ) الْأَثَاثِي (ও) أَثْنَيْتٌ : চুলায় খুঁটি, যার উপর পাতিল : রাখা হয়।

الرَّقِيبُ : (জ) رُقْبَاءُ : তত্ত্বাবধায়ক, পাহারাদার।

لَا يَخْفَى : গোপন থাকে না।

(স) خَفَاءٌ خَفِيَّةٌ : গোপন থাকা।

خَافِي (خَافٍ) (ফা) مَذْمُومَةٌ : গুণ, লুপ্ত।

(أَمْرٌ خَافٍ) : গোপন কথা, গোপন বিষয়।

(ثَمًا) اسْتَحْلَسَ : [যখন] সে স্থির হয়ে বসল।

(اسْتَحْلَسَ) اسْتَحْلَسَ : স্থির হয়ে বসা।

وَكُنَّةً وَكُنَّةً (জ) وَكُنَاتٌ وَكُنٌ : পাখির বাসা, [এখানে- গৃহ, কুটির]।

أَحْضَرْتُ : আমি হাজির করলাম।

(إِقْدَالٌ) إِحْضَارًا : হাজির করা।

عَجَالَةً : মেহমানের জন্য তাড়াহুড়া করে যে আপ্যায়নের

ব্যবস্থা করা হয়। উপস্থিত খাবার।

مَكْنَةً : শক্তি, সামর্থ্য।

ثَالِثٌ : (ফা) مَذْمُومَةٌ : তৃতীয়।

الْعَجُوزُ : (জ) عَجَزٌ عَجَائِزٌ : বয়স্ক মহিলা বৃদ্ধি, বৃদ্ধা।

دُونٌ : নিচে, উপরে, সামনে, পেছনে, ব্যতীত, নিম্নমানের।

سِرٌّ : (জ) أَسْرَارٌ : রহস্য, তথ্য, গোপন বিষয়।

مَعْجُوزٌ (মড) مَذْمُومٌ : অজ্ঞাত, অনবহিত।

فَتَحَ : সে খুলল, খুলে ফেলল, উন্মোচন করল।

(অ) فُتِحَ : খোলা। উন্মোচন করা।

كَرِيمَتَانِ : দুই চক্ষু।

كَرِيمَةٌ (সদ) (জ) كَرِيمَاتٌ : ক্রীম।

كَرَامٌ : যে কোনো সম্মানিত অঙ্গ।

(অ) كَرَامَةٌ : সম্মানিত হওয়া।

رَأَى : চোখের পুতুল ঘোরাল, প্রখর দৃষ্টিতে দেখল।

(فُعِلَتْ) رَأَى : চক্ষু।

تَوَاسَّتْ : (জ) تَوَاسَّتْ : যুগল, যুগলী।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : وَأَنْطَلَقَ بِيَدَيَّ زِمَامَهُ الْخ :

আমি হাজির করলাম।

وَالْعَجُوزَ : (জ) عَجَزٌ : বয়স্ক মহিলা বৃদ্ধি, বৃদ্ধা।

حَالٌ : হাল। অতঃপর

وَالْعَجُوزَ : (জ) عَجَزٌ : বয়স্ক মহিলা বৃদ্ধি, বৃদ্ধা।

قَوْلُهُ : فَقُلْتُ لَيْسَ إِلَّا الْعَجُوزُ :

এখানে

مَعْنَا أَحَدٌ إِلَّا الْعَجُوزُ :

مَعْنَا أَحَدٌ إِلَّا الْعَجُوزُ :

এখানে

سِرٌّ : (জ) أَسْرَارٌ : রহস্য, তথ্য, গোপন বিষয়।

مَعْجُوزٌ (মড) مَذْمُومٌ : অজ্ঞাত, অনবহিত।

فَتَحَ : সে খুলল, খুলে ফেলল, উন্মোচন করল।

فَيَاذَا سِرَاجًا وَجْهَهُ يَقْدَانِ ، كَأَنَّهُمَا الْفَرْقَدَانِ ،
فَابْتَهَجَتْ بِسَلَامَةٍ بَصَرِهِ ، وَعَجِبَتْ مِنْ
غَرَائِبِ سِيرِهِ ، وَلَمْ يَلْفَنِي قَرَارٌ ، وَلَا طَاوَعَنِي
إِصْطِبَارٌ ، حَتَّى سَأَلْتُهُ : مَا دَعَاكَ إِلَى
التَّعَامِي ، مَعَ سِيرِكَ فِي الْمَعَامِي ، وَجَوَيْكَ
الْمَرَامِي ، وَإِنْعَالِكَ فِي الْمَرَامِي ، فَتَظَاهَرَ
بِالْكُنْئَةِ ، وَتَشَاغَلَ بِاللَّهْنَةِ ، حَتَّى إِذَا قَضَى
وَطَرَهُ ، أَتَارَ إِلَى نَظَرِهِ ، وَأَنْشَدَ :

অনুবাদ : হঠাৎ দেখি, তার চেহারার প্রদীপ দুটি
জ্বলছে। যেন চক্ষু দুটো দুটি ফরকদ তারকা। ফলে
আমি তার চক্ষু সুস্থ থাকায় আনন্দিত হলাম এবং তার
আশ্চর্যপূর্ণ চরিত্রের জন্য বিস্মিত বোধ করলাম। আর
আমার স্থৈর্য টিকল না এবং ধৈর্য মানল না। অবশেষে
আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কিসে আপনাকে অজ্ঞাত
পথে ঘোরাফেরা করতে, মরু বিয়াবানে পদাচরণ
করতে এবং দিগ-দিগন্তের সফর করতে যেয়ে অন্ধ
সাজতে উদ্বুদ্ধ করেছে? তখন সে মুখের জড়তার সাহায্য
নিল এবং সে খাবারে ব্যাপৃত হলো। অতঃপর যখন সে
তার প্রয়োজন পূর্ণ করল তখন সে আমাদের প্রতি প্রথর
দৃষ্টিতে তাকাল এবং সে আবৃত্তি করল :

শাব্দিক অনুবাদ : ফَيَاذَا হঠাৎ দেখি سِرَاجًا প্রদীপ দুটি وَجْهَهُ তার চেহারা يَقْدَانِ জ্বলছে كَأَنَّهُمَا যেন চক্ষু দুটো الْفَرْقَدَانِ
দুটি ফরকদ তারা فَابْتَهَجَتْ ফলে আমি আনন্দিত হলাম بِسَلَامَةٍ সুস্থ থাকায় بَصَرِهِ তার চক্ষু وَعَجِبَتْ এবং বিস্মিত বোধ
করলাম مِنْ غَرَائِبِ سِيرِهِ তার আশ্চর্যপূর্ণ চরিত্রের জন্য وَلَمْ يَلْفَنِي قَرَارٌ আর আমার টিকল না وَطَرَهُ স্থৈর্য টিকল না
وَمَا دَعَاكَ إِلَى আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। حَتَّى কিসে আপনাকে অজ্ঞাত পথে التَّعَامِي ঘোরাফেরা করতে وَجَوَيْكَ পদাচরণ করতে
وَالْمَرَامِي মরু বিয়াবানে وَإِنْعَالِكَ এবং সফর করতে যেয়ে الْمَرَامِي দিগ-দিগন্তে فَتَظَاهَرَ তখন সে সাহায্য নিল بِالْكُنْئَةِ মুখের
জড়তার وَتَشَاغَلَ এবং সে ব্যাপৃত হলো بِاللَّهْنَةِ খাবারে حَتَّى অতঃপর যখন قَضَى সে পূর্ণ করল وَطَرَهُ তার প্রয়োজন
أَتَارَ তখন সে তাকাল إِلَى আমাদের দিকে نَظَرِهِ তার দৃষ্টি وَأَنْشَدَ এবং সে আবৃত্তি করল।

শব্দ বিশ্লেষণ

প্রদীপ, চেরাগ। : سِرَاجٌ (জ) سُرَجٌ :
চেহারা, মুখাবয়ব। : وَجْهٌ (জ) أَوْجَةٌ , وَجُوهٌ , أُجُوهٌ :
দুটি জ্বলছে। : يَقْدَانِ (ত-হ) وَقْدًا , وَقْدًا , وَقْدَانًا :
(ত) الْفَرْقَدَانِ (ও) فَرْقَدٌ (জ) فَرَايِدٌ :
উত্তর মেরুর নিকটবর্তী দুটি তারকা।
আমি আনন্দিত হলাম। : ابْتَهَجَتْ :
আনন্দিত হওয়া। : اِنْتَعَالٌ اِبْتِهَاجًا :
সুস্থ থাকা, নিরাপদ থাকা, সঠিক থাকা। : سَلَامَةٌ : (স) مَصْد :
দৃষ্টিশক্তি, চোখ, জ্ঞান। : بَصَرٌ (জ) أَبْصَارٌ :
বিস্মিত বোধ করলাম, আশ্চর্যবিস্মিত হলাম। : عَجِبْتُ (স) عَجَبٌ :
আশ্চর্যপূর্ণ, অভিনব, বিস্ময়কর। : غَرَائِبٌ (ও) غَرِيبَةٌ :

অভ্যাস, পস্থা, আচার-আচরণ। : سِيرَةٌ (ও) سِيرَةٌ :
পেল না, সাক্ষাৎ পেল না। : لَمْ يَلْنِ :
সাক্ষাৎ করা। : لَفَنًا , لَفَيْنًا :
স্থৈর্য, ধৈর্য। : قَرَارٌ :
স্থির হওয়া। : مَصْد : (ض) قَرَارٌ :
অনুগত্য করল না, মানল না। : طَاوَعَةً مَطَاوَعَةً :
ধৈর্য। : اِصْطِبَارٌ :
ধৈর্য ধারণ করা। : مَصْد : اِصْطِبَارٌ اِصْتِمَالًا :
আমি জিজ্ঞেস করলাম। : سَأَلْتُ :
জিজ্ঞেস করা। : اِسْأَلًا :
উদ্বুদ্ধ করেছে, ডেকেছে। : دَعَا , دَعَا : دَعْوَةً :

অন্ধ সাজা, অন্ধের ভান ধরা : (أَتَعَامَى) مَعَد :

যাওয়া, চলা, সফর করা : (مَضَى) مَعَد :

অজ্ঞাত/ অচেনা জায়গা : (ج) أَلْعَمَى, (و) مَعِيَّة :

অতিক্রম করা, পদচারণা করা : (ن) مَعَد - أَلْيَلَد :

মক্ক-বিয়াহান : (ج) أَلْمَوَامِي, (و) مَوَامَّة, مَوَامَّة :

এবিট করা। দ্রুত চলা। বহুদূর চলে যাওয়া : (إفعال) مَعَد :

তীর নিক্ষেপের জায়গা, [দিগ-দিগন্ত] : (ج) أَلْمَرَامِي, (و) مَرَمِي :

তৈয়্যার (تَفَاعَلَ) تَفَاهَرًا : সে সাহায্য নিল :

অলঙ্কণ : (أَلْكَنَهُ) : মুখের জড়তা।

অলঙ্কণ (أَلْكَنَهُ) : কথা বলতে আটকে যাওয়া : (م) مَعَد :

তশাগুল : (تَشَاغَلَ) : ব্যাপৃত হলো, ব্যস্ত হলো।

(تَفَاعَلَ) تَفَاغَلًا : ব্যাপৃত হওয়া।

অল্লেহ্নে : (ج) لَهْن : নাস্তা। খাবার। সফর থেকে আসার : (ج) لَهْن :

পর মুসাফির কর্তৃক বা মুসাফিরকে প্রদত্ত হাদিয়া।

কস্বী (قَضَى) : সে পূর্ণ করল। কাজ সেয়ে অবসর হলো : (م) قَضَاء :

ওপার : (ج) أَوَّطَار : প্রয়োজন, উদ্দেশ্য।

অন্য : (أَنَارَ) : দেখল, অগ্নিক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল, প্রখর দৃষ্টিতে তাকাল।

(أَفْعَالُ) إِنَارًا : চেয়ে থাকা।

নজর (ج) أَنْظَرَ : দৃষ্টি, নজর।

(نظر) مَعَد : তাকানো, দেখা।

অনশ্ : (إفْعَالُ) إِنشَاءً : সে আবৃত্তি করল।

(إفْعَالُ) إِنشَاءً : আবৃত্তি করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : فَإِذَا سِرَاجًا وَجْهَهُ يَقْدَان :

إذا মুফাযাতিয়া সিরাজা ও মুবাক ইলাইহি মিলে মুবতাদা য়েদান খবর।

বালাগাত

قَوْلُهُ : سِرَاجًا وَجْهَهُ :

এখানে চক্ৰস্বরকে সিরাজ অর্থাৎ বাতির সাথে দেওয়া হয়েছে। অতএব مُشَبَّه এর উল্লেখ এবং مُشَبَّه মাহযুক হওয়ায় إِبْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ হয়েছে।

وَلَمَّا تَعَامَى الدَّهْرُ، وَهُوَ أَبُو الْوَرَى
عَنِ الرَّشْدِ فِي أَنْحَائِهِ، وَمَقَاصِدِهِ
تَعَامَيْتُ حَتَّى قِيلَ : إِنِّي أَخُو عَمَى
وَلَا غَرُّ أَنْ يَحْدُو الْفَتَى حَدَّ وَالِدِهِ
ثُمَّ قَالَ : إِنَّهُضْ إِلَى الْمَخْدَعِ، فَأَتِنِي بِغَسُولٍ
يَرَوُّ الطَّرْفَ، وَيَنْفِي الْكَفَّ، وَيَنْعِمُ الْبَشْرَةَ،
وَيُعْطِرُ النَّكْهَةَ، وَيَقْوِي اللَّيْلَةَ، وَيَقْوِي الْمِعْدَةَ.

অনুবাদ : [কবিতার অনুবাদ-] “যখন যুগ তার লক্ষ্য :
উদ্দেশ্যে সঠিকভাবে চলতে অন্ধ সাজল, অথচ সে
সৃষ্টিকুলের জনক, তখন আমি অন্ধ সাজলাম, যাতে বল
হয় যে, আমি অন্ধ । এতে বিশ্বয়ের কিছু নেই যে, যুবক
তার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।” অতঃপর সে
বলল, তুমি কামরায় যাও এবং আমার জন্য হাত ধোয়া
সামগ্রী নিয়ে আস, যা দৃষ্টিকে নন্দিত করে ও হস্ততালু
পরিষ্কার করে, ত্বককে সজীব করে, মুখের দ্বাগকে
সুগন্ধিময় করে, দন্তমাড়িকে শক্ত করে এবং পাকযন্ত্রকে
শক্তিশালী করে ।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَمَّا تَعَامَى অন্ধ সাজল الدَّهْرُ অন্ধ সাজল أَبُو الْوَرَى সৃষ্টিকুলের জনক الرَّشْدِ সঠিকভাবে চলতে وَمَقَاصِدِهِ তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে تَعَامَيْتُ তখন আমি অন্ধ সাজলাম حَتَّى যাবত বলা হয় যে, আমি অন্ধ أَخُو عَمَى অন্ধ وَلَا غَرُّ অতঃপর সে বলল إِنَّهُضْ তুমি যাও إِلَى الْمَخْدَعِ আমার জন্য নিয়ে আস فَأَتِنِي সামগ্রী নিয়ে আস هَاتِي بِغَسُولٍ হাত ধোয়ার সামগ্রী যা নন্দিত করে الطَّرْفَ দৃষ্টি وَيَنْفِي الْكَفَّ ও পরিষ্কার করে وَبَشْرَةَ সজীব করে وَبَشْرَةَ ত্বককে وَيُعْطِرُ সুগন্ধিময় করে النَّكْهَةَ মুখের দ্বাগকে وَيَقْوِي اللَّيْلَةَ দন্তমাড়ি وَيَقْوِي الْمِعْدَةَ এবং শক্তিশালী করে পাকযন্ত্র ।

শব্দ বিশ্লেষণ

তৈমায়ী : অন্ধ সাজল, অন্ধের তান ধরল ।
تَعَامَى : অন্ধ সাজা ।
الرَّشْدُ : সৃষ্টিকুলের জনক, কাল ।
أَبُو الْوَرَى : যুগ, কাল, সময় ।
الْوَرَى : মাখলুক, সৃষ্টিকুল ।
الرَّشْدُ (ن) : সঠিক পথে চলা, হেদায়েতপ্রাপ্ত হওয়া ।
(ج) أَنَحَاءُ : ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, পথ, মতো, দিক, পরিমাণ ।
(ج) مَقَاصِدُ : উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ।
تَعَامَيْتُ : আমি অন্ধ সাজলাম ।
أَخُو عَمَى : অন্ধ সাজা ।
أَخُو عَمَى : অন্ধ, চক্ষুহীন, দৃষ্টিশক্তিহীন ।
عَرَوِي : বিশ্বয়, আশ্চর্য ।
(أَنْ) يَحْدُو : অনুসরণ করবে ।
الْفَتَى : যুবক ।
দানশীল । ভৃত্য ।
حَدَّ : বিপরীত, সামনে, সমান ।
حَدَّ (ن) : অনুসরণ করা । নমুনা মুতাবিক চামড়া কেটে
জুতা তৈরি করা ।
وَالِدٌ : পিতা, জনক ।
إِنْهَضْ : তুমি উঠে যাও ।
(ف) نَهَضَ : উঠে যাওয়া ।

الْمَخْدَعُ : বড় ঘরের ভেতরস্থ ছোট কামরা ।
إِنْتِ (ض) إِنْيَانُ : তুমি নিয়ে আস ।
غَسُولٌ : হাত ধোয়ার সামগ্রী ।
يَرَوُّ : বিমুগ্ধ করে, আনন্দিত করে ।
الطَّرْفُ : চক্ষু, দৃষ্টি, কোনো বস্তুর কেনারা ।
يَنْفِي : পরিষ্কার করে, পরিছন্ন করে ।
يَنْعِمُ (فَعْلًا) : পরিষ্কার করা ।
الْكَفُّ : হাত, হাতের তালু ।
يَنْعِمُ : সজীব করে, নরম করে ।
(فَعْلًا) : সজীব করা । নরম করা ।
الْكُفُّ : চামড়ার উপরাংশ, ত্বক ।
يَنْعِمُ : সুগন্ধিময় করে ।
(فَعْلًا) : সুগন্ধিময় করা ।
النَّكْهَةُ : মুখের দ্বাগ/ধন্ধ ।
النَّكْهَةُ (مَرَّةً مِنْ نَكَسٍ - ف) : কারো মুখের দ্বাগ নেওয়া ।
يَقْوِي : শক্ত করে ।
الْيَلَّةُ : দন্ত-মাড়ি ।
يَقْوِي : শক্তিশালী করে ।
(فَعْلًا) : শক্তিশালী করা ।
الْمِعْدَةُ : পাকযন্ত্র, পাকস্থলী ।

وَلَيَكُنْ تَطْيِيفَ الظَّرْفِ ، أَرِيحَ الْعَرَبِ ، قَيْتَى
الدَّقِ ، نَاعِمَ السَّحَقِ ، يَحْسِبُهُ اللَّامِسُ دُرُورًا ،
وَيَخَالُهُ النَّاشِيقُ كَأَفُورًا ، وَاقْرَنَ بِهِ خِلَالَةً
نَقِيَّةَ الْأَصْلِ ، مَحْبُوبَةَ الْوَصْلِ ، أَنْيَقَةَ
الشَّكْلِ ، مِذْعَاءَ إِلَى الْأَكْلِ ، لَهَا نَحَافَةٌ
الصَّبِّ ، وَصَفَالَةُ الْعَضْبِ ، وَأَلَّةُ الْحَرْبِ ،
وَلَدُونَةُ الْغُصْنِ الرَّطْبِ . قَالَ : فَتَهَضَّتْ فِئ
مَا أَمَرَ ، لِأَذْرَأَ عَنْهُ الْعَمَرَ .

অনুবাদ : আর যাতে সেই ধোয়ার সামগ্রী পরিচ্ছন্ন পায়ে থাকে, উত্তম সুগন্ধিময় হয়, নতুন প্রস্তুত হয় এবং মihinভাবে পেয়া হয়, যাতে সস্পর্শকারী তাকে পাউডার মনে করে, দ্বাণ গ্রহণকারী কর্পূর মনে করে। আর তার সাথে একটি খিলাল নিয়ে আসবে, যা মূলত পরিচ্ছন্ন হবে, ব্যবহারে আকর্ষণীয় হবে, আকার-আকৃতিতে সুন্দর হবে এবং আহারে উদ্বুদ্ধকারী হবে। যার থাকবে শ্রেমিকের মতো শীর্ণতা, তরবারির মতো পরিচ্ছন্নতা, যুদ্ধের হাতিয়ারের মতো কার্যকারিতা এবং কাঁচা ডালের মতো নমনীয়তা। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর সে আমাকে যা আদেশ করল তজ্জন্য আমি উঠে গেলাম, যাতে আমি তার খাবারের তৈলাক্ততা দূরীভূত করতে পারি।

শাস্তিক অনুবাদ : আর যাতে থাকে তَطْيِيفَ الظَّرْفِ পরিচ্ছন্ন পায়ে অَرِيحَ الْعَرَبِ উত্তম সুগন্ধিময় দَقِ নতুন প্রস্তুত নَاعِمَ মihinভাবে পেয়া يَحْسِبُهُ যাতে তাকে মনে কর اللَّامِسُ স্পর্শকারী دُرُورًا পাউডার মনে করে وَيَخَالُهُ দ্বাণ গ্রহণকারী كَأَفُورًا কর্পূর মনে করে بِهِ তার সাথে خِلَالَةً একটি খিলাল নিয়ে পরিচ্ছন্ন নَقِيَّةَ পরিচ্ছন্নতা الْأَصْلِ মূলতঃ আকর্ষণীয় مَحْبُوبَةَ আকর্ষণীয় أَنْيَقَةَ সুন্দর الشَّكْلِ আকার-আকৃতি উদ্বুদ্ধকারী إِلَى الْأَكْلِ মিড্‌আইল শীর্ণতা لَهَا তার থাকবে نَحَافَةٌ শ্রেমিক الصَّبِّ তরবারির মতো পরিচ্ছন্নতা أَلَّةُ হাতিয়ারের মতো পরিচ্ছন্নতা وَصَفَالَةُ তরবারির মতো পরিচ্ছন্নতা الْعَضْبِ অতঃপর আমি উঠে গেলাম لِأَذْرَأَ তাই সে আমাকে যা আদেশ করল তজ্জন্য আমি উঠে গেলাম যাতে আমি দূরীভূত করতে পারি عَنْهُ তার থেকে الْعَمَرَ খাবারের তৈলাক্ততা।

শব্দ বিশ্লেষণ

পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন : (ج) تَطْيِيفَ :
পরিচ্ছন্ন হওয়া : (ك) نَقِيَّةً :
পায়ে : (ج) الظَّرْفُ :
চতুর হওয়া : (ك) الظَّرْفُ :
সুগন্ধিময় : (ج) أَرِيحَ :
সুগন্ধিময় হওয়া : (س) أَرَجًا :
সুগন্ধি : (ك) الْعَرَفَ :
সুগন্ধিময় হওয়া : (ك) الْعَرَفَ :
নবীন, নতুন, যুবক : (ج) قَيْتَى :
যুবক হওয়া : (س) قَيْتَى :
বিচূর্ণ করা, ভাঙ্গা, (এখানে- প্রস্তুত করা) : (ن) الدَّقِ :
নরম, মোলায়েম, মিহিন : (ك) نَاعِمَ :

পেয়া, পেষণ করা, অধিক চূর্ণ করা : (ن) السَّحَقُ :
মনে করে, ধারণা করে : (س) يَحْسِبُ :
স্পর্শকারী : (ن) اللَّامِسُ :
সুগন্ধি : (ج) دُرُورًا :
প্রকার গুণুধ : (ج) دُرُورًا :
মনে করে, ধারণা করে : (ن) يَخَالُ :
মনে করা : ধারণা করা : (س) يَخَالُ :
দ্বাণ গ্রহণকারী : (ن) النَّاشِيقُ :
দ্বাণ নেওয়া : (س) تَشْفَى :
কর্পূর, এক প্রকার সুগন্ধ বস্তু : (ج) كَأَفُورًا :
একর কর, মিলাও : (ن) اقْرَنَ :
মিলাও : (ن) اقْرَنَ :

দাঁত পরিষ্কার করার কাঠি, খিলাল : خِلَالَة

পরিচ্ছন্ন, পরিষ্কার : نَقِيَّة (صف, مز, ممد: نَقَاوَة, نَقَاء-س) : পরিচ্ছন্ন, পরিষ্কার

মূল, ভিত্তি : الْأَصْل : (ج) أُصُول

প্রিয়, -য়া, আকর্ষণীয়, -য়া : مَحْبُوبَة (صف, مز, ممد: حُب-ض) : প্রিয়, -য়া, আকর্ষণীয়, -য়া

মিলিত হওয়া : الرِّصْل (ض) ممد :

পৌছা : إِيْتَبِه :

সুন্দর/সুন্দরী, সুদর্শন/সুদর্শনা : أَيْبَقَة (صف, مز, ممد: أَيْب-س) : সুন্দর/সুন্দরী, সুদর্শন/সুদর্শনা

আকার-আকৃতি : الشَّكْل : (ج) أَشْكَال, شُكُول

সন্দেহযুক্ত হওয়া : الشَّكْل (ن) ممد :

উদ্ভূতকারী : مَذْعَاة

অসিলা, ডাকার কার্যকারণ : مَذْعَاة

আহার : الْأَكْل

আহার করা : الْأَكْل (ن) ممد :

শীর্ণতা, ক্ষীণতা : نَحَافَة

ক্ষীণকায় হওয়া : نَحَافَة (س, ك) ممد :

প্রেমিক : اللَّصَب (صف, مذ) (ج) صَبَوْن

ভালোবাসা : صَبَاة (س) ممد : আসক্ত হওয়া

পরিচ্ছন্নতা : صَقَالَة

পরিচ্ছন্ন হওয়া : صَقَالَة (س, ك) ممد :

ধারালো তরবারি, বাকপটু : الْقَضَب

কর্তন করা : الْقَضَب (ض) ممد :

আল্-আল্-হুর্প : يُرِنْدُ أَنَّهَا مُعَدَّةٌ مَصْقُولَةٌ مِثْلَ آلَةِ

الحَرْبِ، وَلَهَا تَقْوَةٌ كَتَقْوَةِ آلَةِ الْحَرْبِ : যুদ্ধের হাতিয়ারের

মতো ধারালো এবং তার মতো কার্যকারিতা।

আল্ : (ج) أُلْ، أَلَات : হাতিয়ার

আল্-হুর্প : (ج) حُرُوب : লড়াই, যুদ্ধ

আল্-হুর্প (ন) মদ : সবকিছু ছিনিয়ে নেওয়া

লুণ্ঠনা : لُذُونَة

লুণ্ঠনা (ক) মদ : নরম হওয়া

আল্-গুসুন : (ج) غُصُونٌ، أَغْصَانٌ، غُصْنَةٌ : ডাল, শাখা

আল্-রুপ : الرُّطْب : কাঁচা/নরম ডাল

নেহুস্তু : نَهَضْتُ : আমি উঠে গেলাম

নেহুস্তু (ন) নেহুস্তু, نهوضًا : উঠা। উঠে যাওয়া

আমির (ন) আমির : আমের

আদর : أَدَر : দূরীভূত করি/-করতে পারি

আদর (ন) দর, دَرَاة : দূরীভূত করা

আল্-গুসুর : (ج) غُصُور : তৈলাক্ততা

আল্-গুসুর (স) মদ : তৈলাক্ততা লাগা

وَلَمْ أَهْمِ إِلَى أَنَّهُ قَصَدَ أَنْ يَخْدَعَ، بِإِدْخَالِي
الْمُخْدَعِ، وَلَا تَطَنَيْتُ أَنَّهُ سَجَرَ مِنَ الرَّسُولِ،
فِي اسْتِعْدَاءِ الْخِلَالَةِ وَالْفَسُولِ. فَلَمَّا عُدْتُ
بِالْمَلْتَمِسِ، فِي أَقْرَبٍ مِنْ رَجْعِ النَّفْسِ،
وَجَدْتُ الْجَرَّ قَدْ خَلَا، وَالشَّيْخَ وَالشَّيْخَةَ قَدْ
أَجْفَلَا، فَاسْتَشْفَطْتُ مِنْ مَكْرِهِ غَضَبًا،
وَأَوْغَلْتُ فِي إِثْرِهِ طَلَبًا، فَكَانَ كَمَنْ قِيمَسَ
فِي الْمَاءِ، أَوْ عُرِجَ بِهِ إِلَى عِنَانِ السَّمَاءِ .

অনুবাদ : কিছু আমি কল্পনা করতে পারিনি যে, সে আমাকে কামরায় প্রবেশ করিয়ে প্রতারণা করার ইচ্ছা করেছে এবং আমি ধারণা করিনি যে, সে বিলাল ও হাত ধোয়ার সামগ্রী তলব করে শ্রেণিত ব্যক্তির সাথে মন্ত্রণা করেছে। অতঃপর যখন আমি প্রার্থিত বস্তু হাস ফিরিয়ে নেওয়ার চেয়ে কম সময়ে নিয়ে ফিরে এলাম তখন আমি দেখতে পেলাম যে, আদিনি খালি পড়ে আছে এবং বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা দ্রুত পালিয়ে গেছে। ফলে আমি তার প্রতারণার কারণে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলাম এবং তার বোঝে তার পেছনে দৌড়লাম। তখন সে ঐ ব্যক্তির মতো হয়ে গেছে, যাকে পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে অথবা আকাশের মেঘমালায় তুলে নেওয়া হয়েছে।

শাখিক অনুবাদ : وَلَمْ أَهْمِ : কিছু আমি কল্পনা করতে পারিনি যে, সে أَنَّهُ قَصَدَ ইচ্ছা করেছে بِإِدْخَالِي আমাকে প্রবেশ করিয়ে الْمُخْدَعِ কামরা الْمُخْدَعِ এবং আমি ধারণা করিনি যে, সে أَنَّهُ سَجَرَ মন্ত্রণা করেছে مِنَ الرَّسُولِ শ্রেণিত ব্যক্তির সাথে الْخِلَالَةِ বিলাল وَالْفَسُولِ ও হাত ধোয়ার সামগ্রী فِي اسْتِعْدَاءِ প্রার্থিত বস্তু নিয়ে فِي أَقْرَبٍ مِنْ رَجْعِ ফিরিয়ে নেওয়ার চেয়ে কম সময়ে ফিরে এলাম তখন আমি দেখতে পেলাম যে, আদিনি الْجَرَّ খালি পড়ে আছে وَالشَّيْخَ এবং বৃদ্ধ وَالشَّيْخَةَ ও বৃদ্ধা قَدْ أَجْفَلَا দ্রুত পালিয়ে গেছে فَاسْتَشْفَطْتُ ফলে আমি অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলাম مِنْ مَكْرِهِ তার প্রতারণার কারণে وَأَوْغَلْتُ ক্রোধে غَضَبًا তখন সে হয়ে গেছে فَكَانَ ঐ ব্যক্তির মতো قِيمَسَ ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে فِي الْمَاءِ পানিতে أَوْ عُرِجَ بِهِ তুলে নেওয়া হয়েছে إِلَى عِنَانِ মেঘমালায় السَّمَاءِ আকাশ।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَمْ أَهْمِ : আমি কল্পনা করিনি/-করতে পারিনি।

(ض) رَعَى : কল্পনা করা।

قَصَدَ : ইচ্ছা করেছে।

(ض) قَصَدَ : ইচ্ছা করা।

(أَنْ) يَخْدَعُ (ف) خَدَعًا : প্রতারণা করা।

إِدْخَالَ (إِفْعَال) مَد : দাখিল করা, প্রবেশ করা।

الْمُخْدَعُ : (ج) سَجَادِعُ : ঘরের ভেতরস্থ ছোট কামরা।

لَا تَطَنَيْتُ : আমি ধারণা করিনি।

(تَفَعَّلَ) تَطَنَيْتُ : ধারণা করা।

سَجَرَ (س) سَجَرَ : মন্ত্রণা করেছে।

الرَّسُولُ : (ج) رُسُلٌ، رُسُلًا : দূত।

اسْتِعْدَاءَ (اسْتِعْمَال) مَد - اتَى : তলব করা।

الْخِلَالَةُ : বিলাল, দীত পরিভার করার কাঠি।

الْفَسُولُ : হাত ধোয়ার সামগ্রী।

(لَمَّا) عُدْتُ : যখন আমি ফিরে এলাম।

(ن) عَوَدًا، عَوْدَةً، مَعَادًا : ফিরে আসা।

الْمَلْتَمِسُ (مَف) مَد : প্রার্থিত বস্তু।

(اِفْتِعَال) الْيَمَاسُ : কামনা/প্রার্থনা করা।

أَقْرَبَ (إِسْم تَفْعِيل) مَد . مَد : قَرَب - ل . س) : অধিক

নিকবর্তী, এখানে অশেষাকৃত কম সমর।

رَجَعَ (ض) مَد : ফিরিয়ে নেওয়া/ফিরিয়ে নেওয়া।

النَّفْسِ (ج) أَنْفَاسٌ : শ্বাস, নিঃশ্বাস।

وَجَدْتُ : আমি [দেখতে] পেলাম ।

(ض) وَجَدًا، وَجُودًا، وَجْدَانًا : পাওয়া ।

الْجَوُّ : (ج) أَجَوُّ، جَوًّا : উন্মুক্ত পরিবেশ, মুক্ত আকাশ ।

قَدْ خَلَا : খালি/শূন্য হয়ে গেছে, খালি পড়ে আছে ।

(ن) خُلُوًّا، خَلَاءً : খালি হওয়া ।

الشَّيْخُ : (ج) شُبُوحٌ، أَشْبَاحٌ، شَيْخَةٌ، شَيْخَانٌ،

مَشِيخَةٌ، مَشِيخَةٌ (ج) مَشَايِخٌ، أَشَايِخٌ :

বয়ঃবৃদ্ধ। উস্তাদ। নেতা। আলিম। মনীষী।

الشَّيْخَةُ : (ج) شَيْخَاتٌ : বয়ঃবৃদ্ধা, বৃদ্ধা মহিলা, বৃড়ি ।

(قَدْ) أَجْفَلًا : তারা দু'জন দ্রুত পালিয়ে গেছে ।

(إِفْعَال) أَجْفَلًا : পালিয়ে যাওয়া ।

اسْتَشْطَطْتُ : আমি অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলাম ।

(اسْتِفْعَال) اسْتَشْطَطًا : অগ্নিশর্মা হওয়া ।

مَكَّرٌ : প্রতারণা, ধোকা, প্রতারণার প্রতিকার ।

مَكَّرٌ (ن) مَكْرًا : প্রতারণা করা ।

غَضَبٌ : ক্রোধ, ক্ষোভ ।

غَضَبٌ (ن) مَكْرًا : ক্রুদ্ধ হওয়া ।

أَرْغَلْتُ : দ্রুত চললাম, দৌড়লাম ।

(إِفْعَال) إِرْغَلًا : দ্রুত চলা ।

أَثَرٌ، بَاقٍ : পর, পেছন ।

فِي أَثَرٍ، أَوْ أَثَرٍ : পরে, পেছনে ।

طَلَبٌ : খোজ, তালাশ, তলব ।

طَلَبٌ (ن) مَكْرًا : খোজ করা ।

غَمَسَ (ن) نَسَخًا (مَج-ض) غَمَسًا : ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে ।

غَمَسَ (مَج-ن-ض) قَمَسًا، قَمَرًا : ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে ।

لَمَاءٌ (ج) مِيَاهٌ، أَمْوَاهٌ : পানি, সজীবতা, ঔজ্জ্বল্য ।

عَرَجَ (مَج-ض-ن) عَرُوجًا، مَعْرَجًا : ভুলে নেওয়া হয়েছে ।

غَنَانٌ : মেঘমালা ।

غَنَانُ السَّمَاءِ : আকাশের উচ্চতা ।

لَسَاءٌ (ج) سَمَاءَاتٌ، سَمِيٌّ، سَمِيٌّ، أَسْمِيَّةٌ :

আকাশ, আসমান ।

المقامة الثامنة المعرية

অষ্টম মাকামা : মা'আররার গল্প

● মাকামার সারসংক্ষেপ ●

এ মাকামায় আদ্যমা হারীরা আরবি সাহিত্যের একটি বিশেষ অলঙ্কারের সফল ব্যবহার করেছেন। এতে তিনি একটি সামান্য ঘটনাকে উপলব্ধ করে অনেকগুলো দ্ব্যর্থবোধক বাকা ব্যবহার করেছেন। ঘটনা কেবল এটুকু যে, আবু য়ায়েদ এক যুবককে একটি সুই ব্যবহার করতে দেন। সুইটি ব্যবহার করতে গিয়ে যুবকটি সুইয়ের গোড়া ভেঙ্গে ফেলে। যুবকটি সুইয়ের ক্ষতিপূরণ দানের উদ্দেশ্যে তার একটি সুরমাশলা আবু য়ায়েদের নিকট বন্ধক রাখে। উভয়ে বিষয়টির চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য বিচারকের নিকট গিয়ে উপস্থিত হন। আবু য়ায়েদ বিচারকের নিকট নিজের মকদ্দমাটি এতদূর কিছু বাক্যে উপস্থাপন করেন, যেগুলো থেকে সুইয়ের অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে, আবার অমীতদাসীর অর্থও নেওয়া যেতে পারে। উত্তরে যুবকটি যে বক্তব্য প্রদান করে তার বাক্যগুলোও দ্ব্যর্থবোধক। অর্থাৎ, তার বাক্যগুলো থেকে সুরমাশলার অর্থ যেমন গ্রহণ করা যায়, তেমনি একটি অমীতদাসের অর্থও নেওয়া যায়। বিচারক বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝতে না পেরে তাদের বক্তব্য স্পষ্ট করার নির্দেশ দিলে তারা উভয়ে আপন আপন বক্তব্য স্পষ্ট করে পেশ করে। বিচারক তাদের বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়ে তাদেরকে একটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করে বলেন, এটি তোমরা নিজেরা বন্টন করে নিও। আবু য়ায়েদ স্বর্ণমুদ্রাটি হস্তগত করে যুবককে বলল, এ স্বর্ণমুদ্রার অর্ধেকটি বিচারকের অনুগ্রহ হিসেবে আমার প্রাণ্য। আর অবশিষ্ট অর্ধেকটিও আমার বিনষ্ট করে ফেলা সুইয়ের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আমারই প্রাণ্য। এ বলে ছেলোটিকে তার সুরমাশলা দিয়ে দিল। এতে যুবক কিছু না পেয়ে অত্যন্ত মর্মান্ত হই। তাই বিচারক যুবকটিকে কিছু বুচরো পরমা দিয়ে তার মর্মবেদনার উপশম করেন। তাদের বিদায় নেওয়ার পর বিচারকের মনে হলো যে, এটি সম্ভবত একটি প্রতারণার ঘটনা। তাই বিচারক তাদেরকে পুনরায় ডেকে তাদের প্রকৃত অবস্থা জানতে চান। আবু য়ায়েদ একটি কবিতায় নিজের পরিচয় দেয় যে, আমি হলাম আবু য়ায়েদ। এ হলো আমার ছেলে। এতদূর কৌশল অবলম্বন করে আমি মানুষের নিকট থেকে অর্থ উপার্জন করি। বিচারক তাদেরকে সতর্ক করে দেন যে, ভবিষ্যতে যেন তারা আর কোনো বিচারককে প্রতারিত করার চেষ্টা না করে। আবু য়ায়েদ ভবিষ্যতে এতদূর প্রতারণা না করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে বিদায় নেয়।

الْمَقَامَةُ الثَّامِنَةُ الْمَعْرِیَّةُ

অষ্টম মাকামা : মা'আররার গল্প

أَخْبَرَ الْحَارِثُ بْنُ مَمَّامٍ : قَالَ : رَأَيْتُ مِنْ
أَعَاجِبِ الزَّمَانِ ، أَنْ تَقْدَمَ خَصْمَانِ ، إِلَى
قَاضِي مَعْرِةِ النُّعْمَانِ ، أَحَدُهُمَا قَدْ ذَهَبَ
مِنْهُ الْأَطْيَبَانِ ، وَالْآخَرُ كَأَنَّهُ قَضِيْبُ الْبَانِ .
فَقَالَ الشَّيْخُ - أَيْدُ اللَّهِ الْقَاضِي كَمَا أَيْدُ
بِهِ الْمُتَقَاضِي - إِنَّهُ كَانَتْ لِي مَمْلُوكَةٌ
رَشِيْقَةُ الْفَدَى ، أَسِيْلَةُ الْخَدِّ ، صُبُورٌ عَلَى
الْكَيْدِ .

অনুবাদ : হারিস ইবনে হাখাম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন
: আমি কালের এক অত্যাচর্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি যে,
দুই বাদী-বিবাদী 'মা'আররাতুন নু'মান-এর বিচারকের
কাছে এলো। তাদের একজনের কাছ থেকে দু'টি উত্তম
জিনিস [খাওয়া ও নারী] সম্বোগের ক্ষমতা] বিদায় নিয়ে
গেছে। আর অপর ব্যক্তি যেন বান বৃক্ষের ডাল [অর্থাৎ,
সুদর্শন]। অতঃপর বৃক্ষ লোকটি বলল, -আল্লাহ তা'আলা
বিচারকের সাহায্য করুন, যেমন তিনি তার দ্বারা
ফরিয়াদীকে সাহায্য করেন- আমার একজন বাদী
রয়েছে, যে সুন্দর দেহবল্লরীর অধিকারিণী, মসৃণ কপোল
বিশিষ্টা এবং দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যশীলা।

শাব্দিক অনুবাদ : أَخْبَرَ الْحَارِثُ بْنُ مَمَّامٍ الْأَمَامَةُ الثَّامِنَةُ মা'আররার গল্প হারিস ইবনে
হাখাম বর্ণনা করেন قَالَ তিনি বলেন رَأَيْتُ আমি প্রত্যক্ষ করেছি أَنْ কালের এক অত্যাচর্য ঘটনা
أَعَاجِبِ الزَّمَانِ مِنَ أَنْ تَقْدَمَ خَصْمَانِ إِلَى মা'আররাতুন নু'মান-এর বিচারকের কাছে أَحَدُهُمَا তাদের
কাজে قَاضِي مَعْرِةِ النُّعْمَانِ এলো قَدْ ذَهَبَ বিদায় নিয়ে গেছে مِنْهُ الْأَطْيَبَانِ দুটি উত্তম জিনিস [খাওয়া ও নারী]
আর অপর ব্যক্তি كَأَنَّهُ قَضِيْبُ الْبَانِ যেন বান বৃক্ষের ডাল الشَّيْخُ অতঃপর বৃক্ষ লোকটি বলল أَيْدُ اللَّهِ الْقَاضِي আমার
সাহায্য করুন كَمَا أَيْدُ بِهِ الْمُتَقَاضِي যেমন তিনি তার দ্বারা ফরিয়াদীকে সাহায্য করেন إِنَّهُ كَانَتْ لِي মমলুক
مَمْلُوكَةٌ একটি রশীক ফদী رَشِيْقَةُ الْفَدَى যে সুন্দর দেহবল্লরীর অধিকারিণী أَسِيْلَةُ الْخَدِّ মসৃণ কপোলবিশিষ্টা
عَلَى الْكَيْدِ এবং দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যশীলা:

দুঃখ-কষ্টে।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَخْبَرَ : বর্ণনা করলেন [করেন]।
رَأَيْتُ : বর্ণনা করা।
أَعَاجِبِ : আমি প্রত্যক্ষ করেছি।
قَاضِي : দেবা। প্রত্যক্ষ করা।
أَعَاجِبِ : (জ) অত্যাচর্য বিষয় বা ঘটনা।
الزَّمَانُ : কাল, যুগ, সময়।
تَقَدَّمَ : অগ্রসর হলো, এলো।

تَقَدَّمَ : অগ্রসর হওয়া।
خَصْمٌ : প্রতিপক্ষ, বিরোধী।
خَصْمَانِ : দুই প্রতিপক্ষ, বাদী-বিবাদী।
قَاضِي : বিচারক।
مَعْرِةِ النُّعْمَانِ : শামের একটি শহরের নাম।
أَحَدُهُمَا : তাদের একজন।
قَدْ ذَهَبَ : চলে গেছে, বিদায় নিয়ে গেছে।

(ت) الْأَطْيَانُ. (ار) أَطْبُ : দু'টি উত্তম জিনিস।

অপর জন, অপর ব্যক্তি। (ج) أَخْرُونُ : অপর

كَانَهُ (حَرْفٌ مُثْبِتٌ بِالْفِعْلِ مَعَ الضَّمِّ الْمَنْصُوبِ) :

যেন সে।

قَضِيْبٌ : (ج) قُضِيَانٌ : গাছের কর্তিত ডাল।

এক প্রকার গাছ, বানবৃক্ষ।

الْشَّيْخُ : (ج) شُيُوخٌ, أَشْيَاحٌ, شَيْخَةٌ : বয়ঃবৃদ্ধ।

(١) أَيْدٍ (تَفْعِيلٌ) تَائِيْدًا (دُعَايَةً) : সাহায্য করুন।

(٢) أَيْدٍ (تَفْعِيلٌ) تَائِيْدًا : সাহায্য করলেন (করেন)।

الْمُتَقَاضِي (فَا، مَذ) : প্রার্থী, প্রার্থনাকারী, ফরিয়াদী।

(تَفَاعُلٌ) تَقَاَضَى : প্রার্থনা/ ফরিয়াদ করা।

مَمْلُوكَةٌ (مَف، مَوْ، مَصْ : مُلْكٌ-ض) : মলিকানাধীনা বান্দী।

رَشِيْقَةٌ (صَف، مَوْ) : সুন্দর, সুগঠনা।

(ك) رَشَاقَةٌ - اللَّغْلَامُ : সুদর্শন/ সুগঠন হওয়া।

الْقَدُّ : (ج) أَقْدٌ، قُدُّوْدٌ، قِدَادٌ، أَقْدَةٌ : দেহবল্লরী, অবয়ব।

أَسِيْلَةٌ (صَف، مَوْ) : মসৃণ, মোলায়েম।

(ك) أَسَالَةٌ : মসৃণ/ মোলায়েম হওয়া।

الْخَدُّ : (ج) خُدُوْدٌ : কপোল, গণ্ডদেশ।

صَبُورٌ (مَب، مَصْ : صَبْرٌ-ض) (ج) صَبِيْرٌ : ধৈর্যশীল, -লা।

كُدُّ : পরিশ্রম, দুঃখকষ্ট।

الْكَدُّ (ن) مَصْ : পরিশ্রম করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : رَأَيْتُ مِنْ أَعَايِبِ الرِّمَانِ :

رَأَيْتُ أَنْ تَقْدَمَ الْخُ : রَأَيْتُ হ'লো مُتَعَلِّقٌ -এর

-এর مُتَعَلِّقٌ بِهِ।

رَأَيْتُ : أَيْدِ اللَّهِ الْفَاضِي كَمَا أَيْدِيهِ الْمُتَقَاضِي :

تَائِيْدًا : أَيْدِ اللَّهِ الْفَاضِي : মাফউলে বিহী

মাসদার মাহযুফ্ টা কান ওয়ল ওয়ল -এর অর্থে হয়ে

أَيْدِيهِ الْمُتَقَاضِي : -এর পর উল্লিখিত

مَصْدَرِيْهِ : -এর পর মَصْدَرِيْهِ

অতঃপর মাসদার-এর

মিলে : أَيْدِ اللَّهِ الْفَاضِي : তারপর সিফাত

মাসদার-এর

মিলে : أَيْدِ اللَّهِ الْفَاضِي : তারপর সিফাত

মাসদার-এর

মিলে : أَيْدِ اللَّهِ الْفَاضِي : তারপর সিফাত

মাসদার-এর

মিলে : أَيْدِ اللَّهِ الْفَاضِي : তারপর সিফাত

মাসদার-এর

মিলে : أَيْدِ اللَّهِ الْفَاضِي : তারপর সিফাত

মাসদার-এর

মিলে : أَيْدِ اللَّهِ الْفَاضِي : তারপর সিফাত

মাসদার-এর

মিলে : أَيْدِ اللَّهِ الْفَاضِي : তারপর সিফাত

মাসদার-এর

মিলে : أَيْدِ اللَّهِ الْفَاضِي : তারপর সিফাত

মাসদার-এর

মিলে : أَيْدِ اللَّهِ الْفَاضِي : তারপর সিফাত

মাসদার-এর

মিলে : أَيْدِ اللَّهِ الْفَاضِي : তারপর সিফাত

মাসদার-এর

মিলে : أَيْدِ اللَّهِ الْفَاضِي : তারপর সিফাত

تَحَبُّ أَحْيَانًا كَالنَّهْدِ، وَتَرْقُدُ أَطْوَارًا فِي
النَّهْدِ، وَتَجِدُ فِي تَمُوزَ مَسَّ الْبَرْدِ، ذَاتُ
عَقْلٍ وَعَيْنَانِ، وَحَيْدٍ وَسِنَانٍ، وَكَفِّ بِسْنَانٍ،
وَقَمِّ يَلَا أَسْنَانٍ، تَلْدَغُ بِلِسَانٍ تَضَنَّاظِ، وَتَرْقُلُ
فِي ذَيْلِ قَضَافِضٍ، وَتُجَلِّي فِي سَوَادٍ وَبَيَاضِ،

অনুবাদ : সে কখনও সুন্দর সূঠাম অশ্বের মতো
দৌড়ায়, আর কখনও দোলনায় নিদ্ৰা যায়, সে তাম্বুয়
[মুতাবিক জুলাই] মাসে শৈত্যের স্পর্শ পায়, সে হলো
বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন ও লাগামপরা, ধার ও ফলা বিদগ্ধ,
অস্থলিসহ হস্ততালু ও দন্তহীন মুখের অধিকারিণী সে
সঞ্চলিত মুখে দংশন করে এবং প্রশস্ত আঁচলে দৌড়ে
বেড়ায়। সে কালো ও সাদা পোশাকে প্রকাশিত হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : تَحَبُّ সে দৌড়ায় أَحْيَانًا কখনও تَرْقُدُ আর নিদ্ৰা যায় أَطْوَارًا কখনও فِي
النَّهْدِ দোলনায় تَجِدُ সে পায় فِي تَمُوزَ তাম্বুয় [জুলাই] মাসে مَسَّ الْبَرْدِ শৈত্যের স্পর্শ عَقْلٍ-বিবেকসম্পন্ন ...
وَعَيْنَانِ লাগামপরা وَحَيْدٍ وَسِنَانٍ হস্ত-তালু بِسْنَانٍ অস্থলিসহ وَكَفِّ বিদগ্ধ وَقَمِّ يَلَا অস্থলিসহ
দন্তহীন মুখের অধিকারিণী تَلْدَغُ সে দংশন করে بِلِسَانٍ সঞ্চলিত মুখে وَتَرْقُلُ এবং দৌড়ে বেড়ায় فِي ذَيْلِ قَضَافِضٍ প্রশস্ত
আঁচলে وَتُجَلِّي সে প্রকাশিত হয় فِي سَوَادٍ وَبَيَاضِ কালো ও সাদা পোশাকে।

শব্দ বিশ্লেষণ

تَحَبُّ : সে দৌড়ায়।
(ن) حَيًّا، حَيًّا : দৌড়ানো।
(ج) أَحْيَانًا : কখনো, কোনো সময়।
(ج) تَمُوزَ : সুন্দর সূঠাম অশ্ব।
تَرْقُدُ : সে নিদ্ৰা যায়।
(ن) رَقْدًا، رَقْدًا، رَقْدًا : নিদ্ৰা যাওয়া।
(ج) أَطْوَارًا : কখনও, কোনো সময়।
النَّهْدِ : দোলনা।
تَجِدُ : সে পায়।
(ض) جَدًا، وَجَدًا، وَجَدًا : পাওয়া।
تَمُوزَ : জুলাই মাসের নাম [মুতাবিক জুলাই]।
مَسَّ : স্পর্শ।
بِسْنَانٍ : স্পর্শ করা।
عَيْنَانِ : ঠাণ্ডা, শৈত্য, সর্দি।
ذَاتُ عَقْلٍ : বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন।
(ج) عَيْنَانِ : লাগাম পরা।
(ج) حَيْدٍ : ধারযুক্ত, ধার বিশিষ্ট।
(ج) سِنَانٍ : ফলাযুক্ত, ফলা বিশিষ্ট।
(ج) كَفِّ : হস্ততালু বিশিষ্ট।
يَلَا : অস্থলি, অস্থলের জোড়া বা মাথা।

قَمِّ : (ج) أَفْرَاءَ، أَفْرَاءَ : মুখাবয় বিশিষ্ট।
(ج) أَسْنَانٍ، أَسْنَانٍ : দন্ত, দাঁত।
تَلْدَغُ : সে দংশন করে।
(ن) لَدَغًا : দংশন করা।
(ج) أَلْسِنَةٍ، لِسَانًا : জিহ্বা, মুখ, ভাষা।
تَضَنَّاظِ : সঞ্চলিত জিহ্বাবিশিষ্ট সর্প বা তার মুখ।
تَرْقُلُ : সে আঁচল টেনে চলে। দৌড়ে বেড়ায়।
(ن) رَقْلًا، رَقْلًا، رَقْلًا : আঁচল টেনে চলা। দৌড়ে বেড়ানো।
(ج) ذَيْلٍ، ذَيْلٍ : আঁচল, শেবাংশ, পরিশিষ্ট।
قَضَافِضٍ : প্রশস্ত কাপড়, প্রশস্ত বস্ত্র।
تُجَلِّي : প্রকাশ করা হয়, প্রকাশিত হয়।
(ج) سَوَادٍ : কালো, অস্থি।
بَيَاضٍ : সাদা, দুধ, সাদা বস্ত্র।

ব্যাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : تَرْقُدُ أَطْوَارًا فِي تَجِدُ فِي تَمُوزَ مَسَّ الْبَرْدِ :
تَمُوزَ : তমুজ ফেব্রুয়ারি
تَرْقُدُ : তমুজ ফেব্রুয়ারি
অর্থাৎ এটা مَمْعُولُ যিহে
অর্থাৎ এটা مَمْعُولُ যিহে
অর্থাৎ এটা مَمْعُولُ যিহে
অর্থাৎ এটা مَمْعُولُ যিহে

وَتَسْقَى وَلَكِنْ مِنْ غَيْرِ حِياضٍ، نَاصِحَةً
خُدَعَةً، خُبَاءَةً طُلُعَةً مَطْبُوعَةً عَلَى
الْمَنْفَعَةِ، وَمِطْوَاعَةً فِي الضَّيْقِ وَالسَّعَةِ،
إِذَا قَطَعْتَ وَصَلْتَ، وَمَتَى فَصَلْتَهَا عِنْدَكَ
إِنْ فَصَلْتَ، وَطَالَمَا خَدَمْتُكَ فَجَمَلْتَ، وَ
رُبَّمَا جَنَّتْ عَلَيْكَ فَالَمْتَ وَمَلَمْتَ، وَإِنَّ هَذَا
الْفَتَى اسْتَخْدَمَ مِنْهَا لِفَرَضٍ، فَأَخْدَمْتَهُ
إِيَّاهَا بِلاَ عَوَاضٍ، عَلَى أَنْ تَجْتَنِي نَفْعَهَا،
وَلَا يُكَلِّفُهَا إِلَّا وَسْعَهَا .

অনুবাদ : তাকে পানি পান করানো হয়, কিন্তু চৌবাচ্চা থেকে নয়। সে হলো হিতকামিনী, প্রতারণা গোপনীয়তাপ্রবণা অধিক বিকাশপ্রিয়। উপকল্পিত নিবেদিতপ্রাণা, সংকট ও স্বচ্ছলতায় অনুগত। যখন তুমি (কোন কিছু) কর্তন কর তখন সে জড়িয়ে দেয়, আর যখন তুমি তাকে তোমার থেকে পৃথক করে দাও তখন সে পৃথক হয়ে যায়। অনেক সময় সে তোমার খেদমত করে তখন সে সুচারুরূপে খেদমত আঞ্জাম দেয়। অন্য কখনো সে তোমার কাছে অপরাধ করে বসে, ফলে সে কষ্ট দেয় এবং অস্থির করে তোলে। এই যুবক কোনো প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য বান্দীটি আমার কাছে চাইল। তাই আমি তাকে বিনিময় ব্যতিরেকে বান্দীটি খেদমতের জন্য দিলাম; এই শর্তে যে, সে উক্ত বান্দী থেকে উপকৃত হবে এবং তাকে তার সাধ্যের অধিক কষ্ট দেবে না।

শাস্ত্রিক অনুবাদ : تَسْقَى তাকে পানি পান করানো হয় وَلَكِنْ কিন্তু نَاصِحَةً চৌবাচ্চা থেকে নয় خُدَعَةً প্রতারণা خُبَاءَةً গোপনীয়তাপ্রবণা طُلُعَةً অধিক বিকাশপ্রিয়اً مَطْبُوعَةً নিবেদিত প্রাণা الْمَنْفَعَةِ উপকল্পিতاً وَمِطْوَاعَةً অনুগতاً فِي الضَّيْقِ وَالسَّعَةِ সংকট ও স্বচ্ছলতায় إِذَا قَطَعْتَ وَصَلْتَ তুমি কর্তন কর তখন সে জড়িয়ে দেয় وَمَتَى فَصَلْتَهَا তুমি তাকে পৃথক করে দাও عِنْدَكَ তোমার থেকে فَجَمَلْتَ তখন সে পৃথক হয়ে যায় وَطَالَمَا خَدَمْتُكَ সে তোমার খেদমত করে فَجَمَلْتَ তখন সে সুচারুরূপে খেদমত আঞ্জাম দেয় وَإِنَّ هَذَا الْفَتَى আর এই যুবক اسْتَخْدَمَ مِنْهَا বান্দীটি আমার কাছে ব্যবহারের জন্য চাইল لِفَرَضٍ কোনো প্রয়োজনে فَأَخْدَمْتَهُ তাই আমি তাকে بِلاَ عَوَاضٍ বিনিময় ব্যতিরেকে عَلَى أَنْ تَجْتَنِي نَفْعَهَا এ শর্তে দেবো যে, সে উক্ত বান্দী থেকে উপকৃত হবে وَلَا يُكَلِّفُهَا إِلَّا وَسْعَهَا এবং তাকে তার সাধ্যের অধিক কষ্ট দেবে না।

শব্দ বিশ্লেষণ

পানি পান করানো হয়। : تَسْقَى (ض. سَقَى) :
কিন্তু, তবে। : وَلَكِنْ (حَرْفُ الْإِسْتِدْرَاكِ) :
চৌবাচ্চা, হাউজ। : نَاصِحَةً (و. حَوْضٌ) :
হিতকামিনী। : خُدَعَةً (ن. تَصَعٌ) :
কল্যাণকামিনী।
অতিশয় প্রতারণা। : خُدَعَةً (م. خَدَعٌ) :
অতি গোপনীয়তা প্রবণা। : خُبَاءَةً (م. خَبْأَنٌ) :
অতি বিকাশপ্রিয়। : طُلُعَةً (م. طُلُوعٌ) :
নিবেদিতপ্রাণা, প্রস্তুত। : مَطْبُوعَةً (م. مَطْ) :

প্রস্তুত করা। : طَبَّعًا :
উপকারিতা, উপকারী বস্তু। : الْمَنْفَعَةُ (ج. مَنَافِعٌ) :
বিশেষ অনুগত, -তা। : وَمِطْوَاعَةً (ن. مَطْعٌ) :
সংকট, অভাব। : فِي الضَّيْقِ :
সংকীর্ণ হওয়া। : وَالسَّعَةِ (ض. سَعِدٌ) :
প্রশস্ততা, স্বচ্ছলতা। : إِذَا قَطَعْتَ وَصَلْتَ (س. مَطْعٌ) :
প্রশস্ত হওয়া। : وَطَالَمَا خَدَمْتُكَ (م. طَالَمَ) :
[যখন] তুমি কর্তন কর। : وَإِنَّ هَذَا الْفَتَى (أ. قَطَعْتُ) :
কর্তন করা। : وَأَخْدَمْتَهُ (أ. قَطَعْتُ) :

সে জড়িয়ে দেয়। : **وَصَلَّتْ**
 জড়িয়ে দেওয়া। : **(ض) وَصَلًا. صَلَّ**
 [যখন] ভূমি পৃথক করে দাও। : **(مَتَى) فَصَلَتْ**
 পৃথক করা। : **(ض) فَصَلًا**
 সে পৃথক হয়ে যায়। : **انْفَصَلَتْ**
 পৃথক হওয়া। : **(انفَعَال) انْفَصَالًا**
 অনেক সময়, অনেক ক্ষেত্রে। : **طَالَمَا**

সে খেদমত করে। : **خَدَمَتْ**
 খেদমত করা। : **(ض) خَدَمَ. خَدَمَتْ**
 সে সুচারুরূপে [খেদমত] আঞ্জাম দেয়। : **جَمَلَتْ**
 সুচারুরূপে আঞ্জাম দেওয়া। : **(تَفْعِيل) تَجَمُّلاً**
 সে অপরাধ করে বসে। : **جَنَّتْ**
 অপরাধ করা। : **(ض) جَنَابَةً. جَنَّتْ**
 সে কষ্ট দেয়। : **الْمَتْ**
 কষ্ট দেওয়া। : **(إِنفَعَال) إِيلَامًا**
 অস্থির করে তোলে। : **مَلَمَلَتْ**

অস্থির করে তোলা। : **(فَعْلَلَة) مَلَمَلَةً**
أَلْفَتَى : (ج) فَنِيَانٌ، فَنِيَةً، فَنَرَةً، فُنْرٌ، فُنَيْسٌ
 কিশোর, ভৃত্য, দানশীল।

খেদমতগার চাইল, ব্যবহারের জন্য চাইল। : **اسْتَخْدَمَ**
 ব্যবহার করা। ব্যবহারে জন্য চাওয়া। : **(إِسْتِفْعَال) اسْتِخْدَامًا**
 উদ্দেশ্য, প্রয়োজন। : **(ج) أَغْرَضَ**
 আগ্রহী হওয়া। : **مَصَد : غَرَضٌ (س)**

খেদমতগার দিলাম, বেদমতের জন্য দিলাম। : **أَخْدَمْتُ**
 খেদমতগার দেওয়া। খেদমতের জন্য দেওয়া। : **(إِنفَعَال) إِخْدَامًا**
 ব্যতীত, ব্যতিরেকে, ছাড়া। : **بِلَا**
 বিনিময়। : **(ج) عَوَاضٌ**
 ফল চয়ন করবে, উপকৃত হবে। : **يَجْتَنِي**
 ফল চয়ন করা। : **(إِنفَعَال) إِجْتِنَاءً**
 উপকার, ফায়দা। : **نَفْعٌ**

উপকার করা। : **نَفَعٌ (ف) مَصَد**
 সে কষ্ট দেবে না। : **لَا يَكِلُكَ**
 কষ্ট দেওয়া। : **(تَفْعِيل) تَكْلِيْفًا**
 শক্তি, সামর্থ্য, সাধা। : **وَسَعٌ**
 তার সাধের বাইরে, তার সাধের অধিক। : **إِلَّا وَسَعَهَا**

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : وَتُسْفَى وَلَكِنْ مِنْ غَيْرِ جَبَاضٍ
 হবে। **تُسْفَى** এটা **سَفَى** এর সাথে **جَبَاضٍ**।
إِسْتِدْرَاكٌ এটা **لَكِنْ** এর জন্য তারকীবে কিছুই হবে না।
قَوْلُهُ : طَالَمَا خَدَمْتُكَ فَعَجَلْتُ
 মাসদারিয়া, তার পর উল্লিখিত ভূমি মাসদার
تَرْجِيه এটা **تَا** এর সাথে **جَعَلْتُ**।
خَلَقَكَ نَوْرَانٌ এর মধ্যে হয়েছে। এবং **جَعَلْتُ**
 ভিন্ন **جَعْلُهُ**।
قَوْلُهُ : لَا يَكِلُكَ إِلَّا وَسَعَهَا

এখানে **الْمُسْتَفْنَى الْمَفْعُولُ** হয়েছে। মূল ইবারত ছিল
 শব্দটি **سَعَهَا** এখানে **يَكِلُكَ** এর সাথে **وَسَعَهَا**
 আর **سَعَهَا** আর **سَعَهَا** এর সাথে **يَكِلُكَ**
 এবং **سَعَهَا** মিলে **سَعَهَا** এবং **سَعَهَا**।

বালাগাত

قَوْلُهُ : عَلَى أَنْ يَجْتَنِي نَفْعَهَا
 এখানে **نَفْعٌ** কে **نَفْعٌ** এর সাথে **نَفْعٌ** দেওয়া
 হয়েছে। অতএব **يَكِلُكَ** উপেক্ষিত এবং **يَكِلُكَ** মাহযুফ
 আর **يَكِلُكَ** আর **يَكِلُكَ** হয়েছে। আর **يَكِلُكَ** এর
 আর **يَكِلُكَ** তা এখানে **يَكِلُكَ** এর সাথে **يَكِلُكَ**
 এবং **يَكِلُكَ** এর মধ্যে **يَكِلُكَ** এবং **يَكِلُكَ**।

প্রশস্ত করা, দু'বার এক করা : **الْأَقْصَا** (إِعْمَال) مص :

আকস্মিকভাবে হয়ে গেছে : **قَرَطَ** (ن) فَرُوطًا :

ভুল করা : **خَطَا** (س) مص **مُخَفَّتٌ مِنْ خَطَا** :

খুলা : **خَطَا** :

আমি বন্ধক দিয়েছি : **(قَدْ) رَهَنْتُ** :

বন্ধক দেওয়া : **(ب) رَهْنَا** :

দায়িত্ব, ক্ষতিপূরণ : **أَرَشُ** (ج) أَرُوشٌ :

ক্ষতি করেছি, নষ্ট করেছি : **أَرَهَنْتُ** :

ক্ষতি করা : নষ্ট করা : **(إِعْمَال) إِيهَانًا** :

গোলাম, ভৃত্য, ক্রীতদাস : **مَمْلُوكٌ** (مف, مذ, مص, مِلْكٌ-ض) :

সমান, সমপর্যায়ভুক্ত : **مُتَنَاسِبٌ** (فا, مذ) :

সমান হওয়া : **تَنَاسَلٌ** :

দিক, পার্শ্ব : **أَطْرَافٌ** (ج) أَطْرَافٌ :

কেনারা, শেষ সীমা :

সম্পর্কযুক্ত, সম্পৃক্ত : **مُتَنَسِّبٌ** (فا, مذ) :

ভৃত্য। কর্মকার। কারিগর : **الْقَيْنُ** (ج) قَيَانٌ, قَيُونٌ, أَقْيَانٌ :

পরিচ্ছন্ন : **نَقَى** (ص, مذ) (ج) نَقَاءٌ, أَنْقَاءٌ, نَقَرَاءٌ :

পরিচ্ছন্ন হওয়া : **(س) نَقَرَاءٌ** :

ময়লা : **الْدَرَنُ** (ج) أَدْرَانٌ :

ময়লা হওয়া : **(س) الدَرَنُ** :

কলঙ্ক : **الْشَيْنُ** :

কলঙ্কিত করা : **الْشَيْنُ** (ض) مص :

মিলিত হয়, নিকটবর্তী হয় : **يُقَارَنُ** :

মিলিত হওয়া : **(مُدْعَلَةٌ) مُقَارَنَةٌ, قَرَانًا** :

অবতরণস্থল, জায়গা : **مَحَالٌ** (ج) مَحَالٌّ :

কালো, অস্তিত্ব : **سَوَادٌ** (ج) أَسْوَدَةٌ, (مع) أَسَادَةٌ :

চোখ, সত্তা, ব্যক্তি, স্বর্ণমুদ্রা : **الْعَيْنُ** (ج) عَيْنٌ, أَعْيُنٌ :

চোখের পুতুল, কালো অংশ : **سَوَادُ الْعَيْنِ** :

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : أَمَّا الشَّبِيحُ فَأَصْدَقُ مِنَ الْقَطَا :

এখানে মূল ইবারত ছিল **يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ فَالشَّبِيحُ**

يَكُنْ ইসমে শর্ত **مَهْمَا** এখানে **أَصْدَقُ مِنَ الْقَطَا**

ফেয়েলে তাম **يَكُنْ** অতিরিক্ত **شَيْءٍ** ফায়েলে **مِنْ** পর

জুমলা হয়ে **شَرَطُ** আর **الشَّبِيحُ** মুবতাদা **أَصْدَقُ مِنَ الْقَطَا**

খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে **جَزَاءٌ** :

বালাগাত

قَوْلُهُ : فَأَوَّلُجِ فِيهِ مَتَاعٌ :

এখানে **إِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ** পাওয়া গেছে। কেননা এখানে

تَنْبِيهِ দেওয়া **مَتَاعٌ** কে **خَبَرٌ** বা **ذِكْرٌ**

হয়েছে। অতএব **مَتَاعٌ** উল্লিখিত এবং **مَتَاعٌ** মাহযুক

রয়েছে। অতএব এখানে **إِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ** হয়েছে।

بُفْسَى الْإِحْسَانَ، وَنُشِيَ الْإِسْتِحْسَانَ،
وَيُعْزَى الْإِنْسَانَ، وَيَحَامَى اللِّسَانَ، إِنْ سُوِّدَ
جَادَ، وَإِنْ وَسَمَ أَجَادَ، وَإِذَا رُوِّدَ وَهَبَ الزَّادَ،
وَمَتَّى اسْتُرْزِدَ زَادَ، لَا يَسْتَقِرُّ بِمَفْتَى،
وَقَلَّمَا يَنْكُحَ إِلَّا مَفْتَى، يَسْخُو بِمَوْجُوْدِهِ،
وَيَسْمُو عِنْدَ جُوْدِهِ، وَيَنْقَادُ مَعَ قَرْنَيْهِ، وَإِنْ
لَمْ تَكُنْ مِنْ طِينَتِهِ .

অনুবাদ : সে অনুগ্রহ ছড়ায় এবং সৌন্দর্যজ্ঞান সৃষ্টি করে
সে চোখের পুতুলকে আহার দান করে এবং মুখ থেকে
দূরে থাকে, তাকে নেতৃত্ব দেওয়া হলে [তিনি] মফ
কালো করা হলে। সে বখশিশ করে এবং যখন সে রেখা
টানে তখন সে সুন্দর রেখা টানে। যখন তাকে পাথেয়
সরবরাহ করা হয়, তখন সে পাথেয় বিলিয়ে দেয়। যখন
তার কাছে অধিক চাওয়া হয়, তখন সে বৃদ্ধি করে দেয়
সে এক গৃহে স্থির থাকে না। সে দুই দুই জন ব্যতীত
খুব কমই বিবাহ করে। সে তার কাছে থাকা সম্পদ দান
করে এবং দানের সময় সে উন্নত হয়ে যায়। সে তার
স্ত্রীর অনুগত থাকে, যদিও তার স্ত্রী তার স্বজাতি নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : بُفْسَى الْإِحْسَانَ সে অনুগ্রহ ছড়ায় এবং সৌন্দর্যজ্ঞান সৃষ্টি করে وَنُشِيَ
الْإِسْتِحْسَانَ মুখ থেকে দূরে থাকে إِنْ سُوِّدَ তাকে নেতৃত্ব দেওয়া
হলে [তিনি] মফ وَيُعْزَى الْإِنْسَانَ সে রেখা টানে وَإِنْ وَسَمَ أَجَادَ সে সুন্দর রেখা টানে
যখন তাকে পাথেয় সরবরাহ করা হয় وَمَتَّى اسْتُرْزِدَ زَادَ তখন সে বৃদ্ধি করে
সে স্থির থাকে না لَا يَسْتَقِرُّ بِمَفْتَى এক ঘরে قَلَّمَا يَنْكُحَ إِلَّا مَفْتَى সে খুব কমই বিবাহ করে
দুই দুই জন ব্যতীত يَسْخُو بِمَوْجُوْدِهِ সে দান করে وَيَسْمُو عِنْدَ جُوْدِهِ এবং সে উন্নত হয়ে যায়
দানের সময় وَيَنْقَادُ مَعَ قَرْنَيْهِ সে তার স্ত্রীর অনুগত থাকে وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ طِينَتِهِ যদিও তার স্ত্রী তার স্বজাতি নয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

بُفْسَى : সে ছড়ায়, প্রসার করে।

(إِفْعَال) إِفْسَاءً : ছড়ানো, প্রসার করা।

الْإِحْسَانُ : অনুগ্রহ।

الْإِحْسَانُ (إِفْعَال) مَصْد : সুন্দর করা, অনুগ্রহ করা।

يُنْشَى : সে সৃষ্টি করে।

(إِفْعَال) إِنْشَاءً : সৃষ্টি করা।

الْإِسْتِحْسَانُ : সৌন্দর্যজ্ঞান।

الْإِسْتِحْسَانُ (إِسْتِفْعَال) مَصْد : সুন্দর মনে করা।

يُعْزَى : সে আহার দান করে।

(إِفْعَال) إِغْذَاءً : আহার দেওয়া।

الْإِنْسَانُ : (ج) أَنَايُ، أَنَايِيَّة، أَنَايُ : মানুষ, চোখের পুতুল।

يَحَامَى : বেঁচে থাকে, দূরে থাকে।

(تَفَاعُل) تَحَامِيًا : দূরে থাকা।

اللِّسَانُ : (ج) أَلْسَنٌ، أَلْسِنَةٌ، لُسُنٌ، لِسَانَاتٌ : জাতি, জিহ্বা, মুখ।

(إِنْ) سُوِّدَ (مَج، تَفْعِيل) تَسْوِيْدًا : (যদি) তাকে নেতা।

বানিয়ে দেওয়া হয়, (যদি) তাকে কালো করা হয়।

جَادَ (ان) جُوْدًا - عَلَيْهِ : সে বখশিশ করে।

(إِنْ) وَسَمَ : (যদি) সে রেখা টানে চিহ্নিত করে।

(اِزْ) رَسَمًا، رَسَمَةً : চিহ্নিত করা।

أَجَادَ : সে সুন্দরভাবে করে, ভালোভাবে করে।

(إِفْعَال) إِجَادَةً : সুন্দরভাবে করা।

وَإِذَا رُوِّدَ (مَج، تَفْعِيل) تَرْوِيْدًا : [যখন] তাকে পাথেয়

দেওয়া হয়।

وَقَلَّمَا : সে দিয়ে দেয়, বিলিয়ে দেয়।

(اِزْ) وَهَبًا، هَبَةً : বিলিয়ে দেওয়া।

الرَّزَادُ : (ج) أَرْوَدَةٌ، أَرْوَادٌ : পাথেয়, সফরের সঞ্চাল।

[যখন] তার কাছে অধিক চাওয়া হয় : (مَتَى) اُسْتَزِيدَ (مع) :

অধিক চাওয়া : (اِسْتِفْعَال) اِسْتَزَادَ :

সে বৃদ্ধি করে দেয় : (ض) زَادَ (ض) زِيَادَةً , مَزِيدًا :

সে স্থির থাকে না : (لَا) يَسْتَقِرُّ :

স্থির থাকা : (اِسْتِفْعَال) اِسْتَقَرَّ :

বাড়ি, মনস্থির : (مَفْنًى) : (ج) مَفَانٍ (مَادَهُ : غَنًى) :

قَلَمًا (قَلَّ : فَعْلٌ مَا-ض, بَعْدَهُ مَا مَصْدَرٌ أَوْ كَافَةٌ) :

কমই হয়।

সে বিবাহ করে : (يَنْكِحُ) :

বিবাহ করা : (ض) نَكَحًا , نِكَاحًا :

দুই দুই : (مَشْنًى) : (ج) مَشْنًى :

আয়াত : (يَسْخُو) : (ض) سَخًا , سَخًا :

সে দান করে, দানশীল হয় : (ض) سَخًا , سَخًا :

দান করা : (مَوْجُودٌ) (مَوْجُودٌ) (ض) : (ض) : (ض) :

বিদ্যমান, কাছে থাকা বস্তু : (يَسْمُو) : (ض) سَمًا , سَمًا :

সে উন্নত হয়, -হয়ে যায়, বুলন্দ হয় : (ض) سَمًا , سَمًا :

(أَنْ) سَمًا : (ض) سَمًا , سَمًا :

দান, দখল : (ض) سَمًا , سَمًا :

দান করা : (ض) سَمًا , سَمًا :

সে অনুগত হয়, - থাকে : (ض) سَمًا , سَمًا :

করীশ : (ض) سَمًا , স্মি, ইতি : (ض) سَمًا , স্মি, ইতি :

(وَأَنْ) لَمْ تَكُنْ : (ض) سَمًا , স্মি, ইতি :

কাদা, স্বাভাব-চরিত্র, জাত : (ض) سَمًا , স্মি, ইতি :

বালাগাত

قَوْلُهُ : بُغِذِيَ الْإِنْسَانُ :

এখানে চোখের পুতলকে পেটের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

এখানে উল্লিখিত এবং মাহযুফ রয়েছে।

সুতরাং এখানে اِسْتِعَارَةٌ مُكْنِيَّةٌ রয়েছে। পেটের জন্য

اِسْتِعَارَةٌ تَخْيِيلِيَّةٌ -এর মধ্যে بُغِذِيَ লাজেম, তাই

পাওয়া গেল।

وَسْتَمْتَعَ بِزِينَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يُطْمَعْ فِي
لِينَتِهِ، فَقَالَ لَهُمَا الْقَاضِي : إِمَّا أَنْ تُبَيِّنَا
وَالَا فَبَيْنَا، فَايْتَدَّرَ الْغَلَامُ، وَقَالَ :
أَعَارِنِي إِبْرَةَ لَا رُقُوءَ أَطْمَارًا *
عَفَاها الْبَلَى وَسَوَدَهَا
فَانْخَرَمَتْ فِي يَدِي عَلَى خَطَا *
مِثْنِي لَمَّا جَذَبْتُ مَقُودَهَا
فَلَمْ يَرِ الشَّيْخُ أَنْ يُسَامِحَنِي *
بَارَشْهَ إِذْ رَأَى تَاوُدَهَا
بَلْ قَالَ : هَاتِ إِبْرَةَ تَمَازِلُهَا *
أَوْ قِيمَةً بَعْدَ أَنْ تَجُودَهَا

অনুবাদ : তার সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়, যদিও তার
নম্রতার আশা করা যায় না। তখন বিচারক তাদেরকে
বললেন, হয়তো তোমরা সুস্পষ্ট করে বল, না হয় এখান
থেকে চলে যাও। তখন যুবকটি দ্রুত অগ্রসর হয়ে বলল :
[কবিতার অনুবাদ-] “সে আমাকে একটি সুই ধার
দিয়েছে, আমার পুরোনো কাপড় রিপু করার জন্য, যাকে
পুরানত্ব জীর্ণ ও ময়লাযুক্ত করে দিয়েছে। অতঃপর যখন
আমি সেই সুইয়ের সূতা টান দিয়েছি, তখন আমার
অসতর্কতা হেতু আমার হাতে সুইটির গোড়া ভেঙ্গে
গেছে। কিন্তু বৃদ্ধ লোকটি যখন সুইটি ভাঙ্গা দেখল তখন
সে তার ক্ষতি পূরণের ব্যাপারে আমার প্রতি উদারতা
প্রদর্শন করতে চাইল না; বরং সে বলল, তুমি তার
অনুরূপ একটি সুই নিয়ে এসো, অথবা এর উত্তম
বিনিময় দাও।

শাব্দিক অনুবাদ : উপভোগ করা যায় **وَسْتَمْتَعَ** তার সৌন্দর্য **بِزِينَتِهِ** যদিও আশা করা যায় না **وَإِنْ لَمْ يُطْمَعْ فِي**
لِينَتِهِ তার নম্রতার **الْقَاضِي** তাদেরকে বললেন **إِمَّا أَنْ تُبَيِّنَا** হয়তো তোমরা সুস্পষ্ট করে বল **وَالَا**
فَبَيْنَا না হয় এখান থেকে চলে যাও **وَقَالَ** তখন যুবকটি দ্রুত অগ্রসর হয়ে বলল **أَعَارِنِي** যে আমাকে ধার
দিয়েছে **إِبْرَةَ** একটি সুই **لَا رُقُوءَ أَطْمَارًا** আমার পুরোনো কাপড় **عَفَاها** যাকে জীর্ণ করে দিয়েছে **الْبَلَى**
পুরানত্ব **وَسَوَدَهَا** ও ময়লাযুক্ত করে দিয়েছে **فَانْخَرَمَتْ** অতঃপর সুইটির গোড়া ভেঙ্গে গেছে **فِي يَدِي** আমার হাতে
عَلَى আমার অসতর্কতা হেতু **جَذَبْتُ** যখন আমি টান দিয়েছি **مَقُودَهَا** সে সুইয়ের সূতা **الشَّيْخُ** বৃদ্ধ
লোকটি চাইল না **أَنْ يُسَامِحَنِي** আমার প্রতি উদারতা প্রদর্শন করতে **بَارَشْهَ** তার ক্ষতি পূরণের ব্যাপারে
যখন সে সুইটি ভাঙ্গা দেখল **قَالَ** তুমি নিয়ে এসো **إِبْرَةَ تَمَازِلُهَا** তার অনুরূপ একটি সুই **أَوْ قِيمَةً**
অথবা এর উত্তম বিনিময় দাও।

শব্দ বিশ্লেষণ

উপভোগ করা যায়। : **سْتَمْتَعَ** (مَج)

উপভোগ করা। : **اسْتَمْتَعَ** (مَج)

সৌন্দর্য, সাজ-সজ্জা, সাজগোজ। : **زِينَةٌ**

[যদিও] লোভ করা যায় না, : **وَإِنْ لَمْ يُطْمَعْ** (مَج)
আশা করা যায় না।

লোভ করা। : **طَمَعًا** (ف)

নম্রতা, কমনীয়তা। : **لِينَةٌ**

লিনে (ض) মস : **لِينَةٌ**

বিচারক, বিচারপতি। : **الْقَاضِي** (ج) قَضَاءُ

তোমরা [উভয়ে] স্পষ্ট করে বল। : **تُبَيِّنَا**

স্পষ্ট করা। : **أَعَارِنِي** (ف)

তোমরা [উভয়ে] পৃথক হয়ে যাও। চলে যাও। : **وَالَا**

পৃথক হওয়া। : **فَبَيْنَا** (ض) بَيْنًا, بَيْنًا, بَيْنَتْنِي - عَنِّي

সে দ্রুত অগ্রসর হলো। : **فَانْخَرَمَتْ**

দ্রুত অগ্রসর হওয়া : (أَفْعَال) اِسْتَدَارَ :

যুবক, কিশোর, চাকর : (ج) غُلَامٌ, غُلْمَةٌ, غُلْمَةٌ :

ক্রীতদাস :

সে ধার দিয়েছে : (أَعَارَ :

ধার দেওয়া : (إِنْعَال) إِعَارَةٌ :

সুই। দংশন। চুগলখুরি : (ج) اِبْرَ, اِبَارَ, اِبْرَاتَ :

আমার রিপু করার জন্য : (ل) اَرْفُو :

রিপু করা। সেলাই করা : (ن) رَفُو :

পুরানো কাপড়, জীর্ণ বস্ত্র : (و) طَرَمَ :

পরিবর্তন করে দিয়েছে, [জীর্ণ করে দিয়েছে] : (عَفَا :

নষ্ট করে দেওয়া : (ن) عَفَوَا :

পুরানত্ব : (أَلِيلَى :

পুরানো হওয়া : (س) مَصَد :

কালো বা ময়লাযুক্ত করে দিয়েছে : (سَوَدَ :

কালো বা ময়লাযুক্ত করা : (تَغْيِيل) تَسْوِدًا :

সুইয়ের গোড়া ভেঙ্গে গেছে : (اِنْخَرَمَتْ :

সুইয়ের গোড়া ভেঙ্গে যাওয়া : (اِنْفِعَال) اِنْخَرَمًا - اِلَايَرَةُ :

হাত, শক্তি, ক্ষমতা : (ج) اَيْدٍ (ج) اَيَْادٍ :

অসতর্কতা হেতু : (عَلَى خَطَا :

ভুল করা : (س) مَصَد :

[যখন] আমি টান দিয়েছি : (لَمَّا) جَدَيْتُ :

টান দেওয়া : (ض) حَذَبًا :

যে রশি। জবুর গলায় বেঁধে : (ج) مَنَارِدُ :

টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। সুইয়ের সূতা।

মনস্থ করল না, [চাইল না] : (لَمْ يَرِ :

মনে করা। ইচ্ছা করা। দেখা : (ف) رَأَى, رُؤْيَةٌ :

السَّبِيحُ : (ج) سَبَّحَ, سَبَّحَ, سَبَّحَ, سَبَّحَ, سَبَّحَ :

বয়ঃবৃদ্ধ। উত্তাদ : (ج) سَبَّحَ, سَبَّحَ, سَبَّحَ :

নেতা। আলিম। মনীষী।

উদারতা প্রদর্শন করে, -করবে : (سَامِعُ :

উদারতা প্রদর্শন করা : (تَفَاعُل) تَسَامَحًا :

অতিপূরণ। দিয়ত। আংশিক দিয়ত : (ج) أَرُوشُ :

[যখন] সে দেখল (ف) رَأَى :

বক্তৃতা, বিনষ্ট : (تَأَوَّدَ :

বক্তৃতা হওয়া : (تَفَعَّل) مَصَد :

হাত। এসে, উপস্থিত কর। : (هَاتَ :

সুই। দংশন : (ج) اِبْرَ, اِبَارَ, اِبْرَاتَ :

অনুরূপ হয় : (تَمَثَّلَ :

সমান/ সমরূপ হওয়া : (مُتَاَوِّلَةٌ مُتَاَوِّلَةٌ :

মূল্য, বিনিময় : (ج) قَيْسَمٌ :

তুমি উত্তম কর, উৎকৃষ্ট কর। : (تَجَوَّدُ :

উত্তমভাবে করা : (تَغْيِيل) تَجَوَّدًا :

وَأَعْتَقَ مَبِيلِي رَهْنًا لَدَيْهِ، وَنَا *
 هَيْكَ بِهَا سَبَّةً، تَزَوَّدَهَا
 فَالْعَيْنُ مَرْهَى لِرَهْنِهِ، وَيَدِي *
 تَقْصُرُ عَنْ أَنْ تَفُكَّ مِرْوَدَهَا
 فَاسْبُرْ بِذَا الشَّرْحِ غَوْرَ مَسْكِنَتِي *
 وَأَرِثْ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ تَعَوَّدَهَا
 فَاقْبَلِ الْقَاضِيَ عَلَى الشَّيْخِ، وَقَالَ: إِيَّاهُ
 يَغْيِرُ تَمَوْنِي، فَقَالَ:
 أَقْسَمْتُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَمَنْ *
 ضَمَّ مِنَ النَّاسِ كَيْفَ مَنِي

অনুবাদ : এবং সে তার কাছে আমার একটি সুরমাশলা বন্ধক স্বরূপ আটক রেখেছে। বৃদ্ধ লোকটি যে কলঙ্কজনক পস্থা অবলম্বন করেছে তা আপনাকে তার অন্য কোনো কলঙ্কজনক দোষ খুঁজতে। বারণ করবে। সুতরাং শলাটি বন্ধক থাকায় আমার চক্ষু সুরমাহীনতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত। আর সেই শলাটি দায়মুক্ত করতে আমার হস্ত অক্ষম। অতএব আপনি এই বিবরণ থেকে আমার অভাবের তীব্রতা অনুমান করুন এবং যে এরূপ অভাবে অভ্যস্ত নয়, তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করুন।" অতঃপর বিচারক বৃদ্ধ লোকটির প্রতি অভিযুক্তী হয়ে বললেন, তুমি অসত্যের প্রলেপ ব্যতিরেকে আমাকে সঠিকভাবে বর্ণনা দাও। তখন সে বলল, [কবিতার অনুবাদ-] আমি পবিত্র হজের স্থানের এবং যে সব হাজীদেরকে মিনার খাইফ নামক স্থান একত্র করেছে তাদের কসম করে বলছি :

শাস্তিক অনুবাদ : وَأَعْتَقَ এবং সে আটক রেখেছে مَبِيلِي আমার একটি সুরমাশলা رَهْنًا বন্ধক لَدَيْهِ তার কাছে هَيْكَ তার আপনাকে বারণ করবে بِهَا سَبَّةً যে কলঙ্কজনক পস্থা تَزَوَّدَهَا বৃদ্ধ লোকটি অবলম্বন করেছে, তা فَالْعَيْنُ সুতরাং [আমার] عَنْ أَنْ تَفُكَّ আমার হস্ত অক্ষম وَيَدِي আমার চক্ষু সুরমাহীনতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত لِرَهْنِهِ শলাকাটি বন্ধক থাকায় تَقْصُرُ আমার হস্ত অক্ষম مِرْوَدَهَا সেই শলাটি দায়মুক্ত করতে فَاسْبُرْ আপনি অনুমান করুন بِذَا الشَّرْحِ এই বিবরণ থেকে আমার অভাবের তীব্রতা وَأَرِثْ এবং সহানুভূতি প্রকাশ করুন لِمَنْ তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করুন تَعَوَّدَهَا যে এরূপ অভাবে অভ্যস্ত নয় فَاقْبَلِ অতঃপর বিচারক অভিযুক্তী হলেন عَلَى الشَّيْخِ বৃদ্ধ লোকটির প্রতি وَقَالَ এবং বললেন إِيَّاهُ আমাকে সঠিকভাবে বর্ণনা দাও يَغْيِرُ তমোনি অসত্যের প্রলেপ ব্যতিরেকে فَقَالَ তখন সে বলল أَقْسَمْتُ আমি কসম করে বলছি بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ পবিত্র হজের স্থানের وَمَنْ ضَمَّ যাদের একত্র করেছে তাদের مِنَ النَّاسِ হাজীদের থেকে كَيْفَ মিনার খাইফ নামক স্থান।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَعْتَقَ : আটক রেখেছে।
 (إِنْتِهَال) إِعْتِقًا (মাদে : عَوَّى) : আটক রাখা।
 مَبِيلٌ : (ج) أَمْبَالٌ، أَمِيلٌ، مَبِيلٌ : সুরমাশলা।
 رَهْنٌ : (ج) رَهَانٌ، رَهْنٌ، رَهْنٌ : বন্ধক।
 رَهْنٌ (ف) مَصْدَرٌ : বন্ধক রাখা।
 لَدَيْهِ : তার নিকটে, তার কাছে।
 لَدَى : নিকটে, কাছে।

(نَاهٍ) نَاهِي (فَا، مَذ) (ج) نُهَاةٌ :
 বারণকারী, বিরতকারী।
 (ف) نُهَاةٌ - عَنْ كَذَا : বারণ করা। নিষেধ করা।
 سَبَّةٌ : কলঙ্কজনক দোষ। -অভ্যাস। কলঙ্ক। লজ্জা।
 تَزَوَّدَ : পাথেয় গ্রহণ করেছে, [অবলম্বন করেছে]।
 (تَقَصَّرَ) تَزَوَّدَ : পাথেয় গ্রহণ করা।
 أَلْعَيْنُ : (ج) عَيْنٌ، أَعْيُنٌ : চক্ষু, নয়ন।

সূরমা ব্যবহার করতে না পারায় ক্ষতিগ্রস্ত : : (صَف، مَز) : مَرَهِي

সূরমা ব্যবহার করতে না পারায় চোখের : : (س، مَرَمًا - عَيْنُهُ) : مَرَمًا

ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।

হাত, ক্ষমতা, শক্তি, সাহায্য : : (ج، أَيْدٍ، اَجْع) : أَيْدٍ

অক্ষম হচ্ছে : : (ك، قَصْرًا، قَصَارَةً) : قَصْرًا

মুক্ত করতে, নায়মুক্ত করতে : : (أَنْ، تَفَكَّ) : تَفَكَّ

মুক্ত করা : : (ن، فَكَّ، فَكَاكَ) : فَكَّ

সূরমাশলা : : (ج، مَرَادُ) : مَرَادُ

খোঁজ করা। তালাশ করা : : (ن، رَوْدًا، رِيَادًا - الشَّرْ) : رَوْدًا

আপনি অনুমান করুন : : (سَبَّرَ) : أَسْبَر

অনুমান / যাচাই করা : : (ن، ض، سَبَّرَ) : سَبَّرَ

এই : : (ذَا، اِلِسْمِ، اِشَارَةً) : اِشَارَةً

ব্যাখ্যা, বিবরণ : : (ج، شَرْحٌ) : شَرْحٌ

ব্যাখ্যা করা : : (ف، مَد) : مَد

গভীরতা, গভ্র [তীব্রতা] : : (غَوَّرَ) : غَوَّرَ

নিচে নেমে যাওয়া, নিচের দিকে যাওয়া : : (ن، مَد) : مَد

দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা, দুর্বলতা : : (مَكْن، مَادَه) : مَكْن

আপনি শোক/সহানুভূতি প্রকাশ করুন : : (أَرَتْ) : أَرَتْ

শোক প্রকাশ করা : : (ن، رَثًا، رَثًا) : رَثًا

হয়নি, ছিল না : : (ن، كُنَّا) : كُنَّا

অভ্যন্ত হয়নি, -ছিল না : : (لَمْ يَكُنْ تَعَوَّدَ) : تَعَوَّدَ

অভ্যন্ত হয়েছে : : (تَعَوَّدَ) : تَعَوَّدَ

অভ্যন্ত হওয়া : : (تَفَعَّلَ، تَعَوَّدًا) : تَعَوَّدًا

অভিমুখী হওয়া : : (أَقْبَلَ) : أَقْبَلَ

অভিমুখী হওয়া : : (أَقْبَلَ) : أَقْبَلَ

বিচারক, বিচারপতি : : (ج، نَضَاءٌ) : نَضَاءٌ

আই (আই) : : (أَيُّهُ) : أَيُّهُ

আরো কিছু বল, কর, -উদাহরণ : : (أَيُّهُ) : أَيُّهُ

কখনও চূপ করানো বা বারণ করানোর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় : : (أَيُّهُ) : أَيُّهُ

তখন এর অর্থ হয় : : (أَيُّهُ) : أَيُّهُ

রূপেও ব্যবহৃত হয় : : (أَيُّهُ) : أَيُّهُ

নিবেদন করা, প্রস্তাব প্রদান দেওয়া : : (أَيُّهُ) : أَيُّهُ

আমি কসম করেছি : : (أَيُّهُ) : أَيُّهُ

কসম করা : : (أَيُّهُ) : أَيُّهُ

প্রতীক, নির্দর্শন, হজের কর্মাদি : : (ج، مَنَاعِرٌ) : مَنَاعِرٌ

সম্পাদনের স্থানসমূহ : : (أَيُّهُ) : أَيُّهُ

অবৈধ, হারাম, পরিহৃত, সম্মানিত : : (ج، حُرْمٌ) : حُرْمٌ

একত্র করেছে, জড়ো করেছে : : (أَيُّهُ) : أَيُّهُ

একত্র করা : : (أَيُّهُ) : أَيُّهُ

আল্লাহ (আ, মা, ম) : : (ج، نُسَاكٌ) : نُسَاكٌ

ইবাদতকারী, হজ সম্পাদনকারী : : (أَيُّهُ) : أَيُّهُ

ইবাদতকারী হওয়া : : (أَيُّهُ) : أَيُّهُ

হজ সম্পাদন করা : : (أَيُّهُ) : أَيُّهُ

মিনায় অবস্থিত একটি জায়গার নাম : : (أَيُّهُ) : أَيُّهُ

মক্কায় অবস্থিত একটি জায়গার নাম : : (أَيُّهُ) : أَيُّهُ

لَوْ سَاعَفْتَنِي الْأَيَّامُ لَمْ تَرَنِي *
 مَرَّتَهُنَّ مِثْلَهُ الَّذِي رَهَنَا
 وَلَا تَهْدَيْتُ ابْتِغْنِي بَدَلًا *
 مِنْ إِبْرَةٍ غَالَهَا، وَلَا ثَمَنًا
 لَكِنَّ قَوْسَ الْخُطُوبِ تَرَشُّقْنِي *
 بِمُضْمِيَّاتٍ مِنْ هَهْنَا، وَهَنَا
 وَخُبْرٍ حَالِي كَخُبْرِ حَالَتِهِ *
 ضُرًّا، وَوُسْأً، وَغُرْبَةً، وَضَنَى
 قَدْ عَدَلَ الدَّهْرُ بَيْنَنَا فَأَنَا *
 نَظِيرُهُ فِي الشَّقَاءِ، وَهُوَ أَنَا

অনুবাদ : যদি যুগ আমার সহায়তা করত তবে আমি তোমাকে দেখতেন না, আমি পেছনে দৌড়াইতাম না, যা সে বন্ধক দিয়েছে এবং আমি সেই সুইয়ের বিনিময় চেয়ে বেড়াইতাম না, যা সে নষ্ট করেছে এবং মূল্যও চাইতাম না। কিন্তু দুঃখ-দুর্দশার ধনুক এদিক-ওদিক থেকে আমার প্রতি তীর নিক্ষেপ করছে। দুঃখ, কষ্ট, মুসাফিরত ও কায়িক দুর্বলতার দিক থেকে আমার জীবন-ধারার অভিজ্ঞতা তার জীবন-ধারার অভিজ্ঞতার মতো। যুগ আমাদের মাঝে সুবিচার করেছে। সুতরাং দুর্ভাগ্যের ক্ষেত্রে আমি তার মতো, আর সে আমার মতো।

শাব্দিক অনুবাদ : لَوْ যদি আমার সহায়তা করত যুগ لَمْ তবে আপনি আমাকে দেখতেন না مَرَّتَهُنَّ বন্ধক গ্রহণকারী তার الشَّقَاءِ যা সে বন্ধক দিয়েছে ابْتِغْنِي আমি খুঁজে বেড়াইতাম না وَلَا তেমন কিছু مِنْ সেই সুইয়ের غَالَهَا যা সে নষ্ট করেছে وَلَا ثَمَنًا এবং মূল্যও চাইতাম না لَكِنَّ কিন্তু قَوْسَ الْخُطُوبِ আমার প্রতি তীর নিক্ষেপ করছে تَرَشُّقْنِي এদিক-ওদিক থেকে থেকে وَخُبْرٍ আমার জীবনধারার অভিজ্ঞতা كَخُبْرِ তার জীবনধারার অভিজ্ঞতার মতো وَضَنَى দুঃখ-কষ্ট-দুর্দশার মুসাফিরত ও দুর্বলতার দিক থেকে قَدْ সুবিচার করেছে الدَّهْرُ যুগ بَيْنَنَا আমাদের মাঝে فَأَنَا সুতরাং وَهُوَ أَنَا তার মতো فِي الشَّقَاءِ দুর্ভাগ্যের ক্ষেত্রে আর সে আমার মতো।

শব্দ বিশ্লেষণ

(لَوْ) সাহায্য করত : (لَوْ) سَاعَفْتُ :

সহায়তা করা : (مُفَاعَلَةً) سَاعَفْتُ :

যুগ, কাল : (ج) أَيَّامٌ, (و) يَوْمٌ :

আপনি দেখতেন না : (كَمْ) تَرَى :

দেখা : প্রত্যক্ষ করা : (ف) رَأَى, (و) رَوَى :

বন্ধক গ্রহণকারী : (مَرْتَهُنَّ) (فَا) (مَذ) :

বন্ধক নেওয়া : (اِفْتِئَالَ) اِزْتَهَانًا - الشَّيْءُ مِنْهُ :

কোনো বিষয়ে আবদ্ধ হওয়া : (بِأَلَيْسَ) :

সুরমাশলা, সুরু কাঠি : (ج) أَمِيَالٌ, أَمِيلٌ, مَبِيلٌ :

হেঁচা : (الْأَلَيْسَ) فِي أَيْزِ الْفَيْلِ لِلْإِشْعَاعِ لَا لِلشَّيْءِ :

সে বন্ধক দিয়েছে।

(أَنْ) رَهَنَا : বন্ধক দেওয়া।

لَا تَصْدَيْتُ : আমি পেছনে দৌড়াইতাম না।

(فَتَلَّ) تَصَدَّيْتُ لَهُ : পেছনে দৌড়ানো।

أَبْتِغْنِي : আমি চেয়ে, খুঁজছি, খুঁজব।

(الْإِبْرَةُ) اِبْتِغَاءً : চাওয়া। অন্বেষণ করা।

لَا تَهْدَيْتُ ابْتِغْنِي : আমি চেয়ে বেড়াইতাম না।

بَدَلًا, بَدَلٌ, بَدِيلٌ : বদলা, বিনিময়, স্থলাভিষিক্ত।

إِبْرَةٌ : (ج) إِبْرَةٌ, إِبْرَاتٌ : সুই। দংশন। চোখলখুরি।

غَالٌ : (ن) غَوْلًا : সে নষ্ট করেছে, ধ্বংস করেছে।

نُسْنٌ : (ج) أَنْسَانٌ, أَنْسَنُ, أَنْسَمٌ : বিক্রিত পণ্যের মূল্য।

বিনিময়।

قَوَسٌ : (ج) قُوسٌ، أَوْاسٌ، رَاسٌ، أَوْاسٌ، أُنْبَاسٌ :
(ج) الْخَطُوبُ : (و) خَطْبٌ :
অশঙ্কনীর অবস্থা, দূর, দুর্বল।

تَرَشُّقٌ :
[তীর] নিষ্কেপ করছে।

(ن) رَشَقًا - يَاسَلُهُم :
তীর নিষ্কেপ করা।

(سَهَاءٌ) مَضْمِيَّاتٌ (فَا، ج، مَوْ) :
প্রাণসংহারী [তীর]।

(إِنْعَالٌ) إِصْبَاحٌ - الْقَبْدُ :
প্রাণসংহারী তীর নিষ্কেপ করা।

هَهْنًا (إِسْمُ) الْإِشَارَةِ لِلْقَرِيبِ لِكِنَّ الْقَرَبِ فِيهِ قَبْلٌ، وَفِي
أَوَّلِهِ مَا التَّنْبِيْهِ

এদিক।

هَهْنًا (إِسْمُ) الْإِشَارَةِ لِلْقَرِيبِ لِكِنَّ الْقَرَبِ فِيهِ أَكْثَرُ مِمَّا قَبْلَهُ :
এদিক।

خَيْرٌ :
জ্ঞান, অভিজ্ঞতা।

خَيْرٌ (و) مَعْدٌ :
কোনো বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়া।

حَالٌ : (ج) أَحْوَالٌ، أَحْوَالٌ :
অবস্থা। জীবনধারা। আকৃতি।

حَالَةٌ : (ج) حَالَاتٌ :
অবস্থা। জীবনধারা। আকৃতি।

صَرٌّ، صَرٌّ : (ج) أَصْرَارٌ :
ক্ষতি। সংকট। দুরাবস্থা [দুঃখ]।

صَرٌّ، صَرَّةٌ (ن) مَعْدٌ :
ক্ষতি করা। দণ্ডিত করা।

بُؤْسٌ : (ج) أَبُوسٌ :
অতিশয় অভাব, তীব্র সংকট।

بُؤْسٌ (س) مَعْدٌ :
অতি অভাবী হওয়া।

غُرْبَةٌ :
দুর্ভিক্ষ, মুশাফিরত।

غُرْبَةٌ (ن) مَعْدٌ :
মুশাফির হওয়া, প্রাণাঙ্গী হওয়া।

صَنِيٌّ :
দুর্বলতা।

صَنِيٌّ (س) مَعْدٌ :
অসুস্থতা হেতু দুর্বল হওয়া।

قَدْ عَدَلَّ :
সুবিচার করেছে, ন্যায় বিচার করেছে।

أَصْعَدًا :
সুবিচার করে।

أَلْهَمَ : (ج) أَوْهَمَ، دَهَمَ :
কল, যুগ।

نَظِيرٌ (صَف، مَذ، ج) : نَظَرًا :
মতো, অনুরূপ, সদৃশ।

الشَّقَاءُ :
দুর্ভাগ্য, হতভাগ্য।

أَشَقُّ (س) مَعْدٌ :
হতভাগ্য/দুর্ভাগ্য হওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : لَا تَصْدَبْتُ أَبْنِيَّ بَدَلًا مِنْ ابْنَةٍ غَالِيَا وَلَا تَكُنَا :

صَبِرَ مُنْكَرِمَ : তার মধ্যে ফেয়েল। তার মধ্যে ফেয়েল।

يُنْهَالُ : ফেয়েল। তার মধ্যে ফেয়েল।

صَبِرَ مُنْكَرِمَ : তার মধ্যে ফেয়েল। তার মধ্যে ফেয়েল।

ফায়েল। মাউসূফ বদল। হরফে জার।

ফায়েল। ফেয়েল, ফায়েল ও সাফউল বিহী মিলে জুমলা হয়ে

এর সিকাত। মাউসূফ ও সিকাত মিলে হরকে

জার-এর মাজহর। হরকে জার ও মাজহর মুতাআদ্বিক

হয়েছে যেন যেন বা যেন যেন।

ফেয়েল বা শিবহে ফেয়েল তার ফায়েল ও মুতাআদ্বিক

সহকারে বদল। এর সিকাত।

মাউসূফ তার সিকাত নিয়ে

মা'তুফ আলাইহি। হরফে আত্মক।

এর পূর্ববর্তী।

এর জন্য। শব্দটি বদল।

এর উপর মা'তুফ।

মা'তুফ ও মা'তুফ আলাইহি মিলে

ফেয়েলের

মাজউল বিহী।

ফেয়েল তার ফায়েল ও মাজউল বিহী

নিয়ে জুমলা ফেলিয়া হয়ে হাল।

لَا هُوَ يَسْتَطِيعُ فَكَ مَرْوَدُ *
 لَمَّا غَدَا فِي يَدَيِ مُرْتَهَنًا
 وَلَا مَجَالِي لِيَصْنِي ذَاتِ يَدِي *
 فِيهِ اتِّسَاعٌ لِلْعَفْوِ حِينَ جَنَى
 فَهَيْهَذَا قِصَّتِي وَقِصَّتُهُ *
 فَانْظُرْ إِلَيْنَا، وَبَيْنَنَا وَلَنَا
 فَلَمَّا وَعَى الْقَاضِي قِصَصَهُمَا، وَتَبَيَّنَ
 خِصَاصَتُهُمَا وَتَخَصُّصَهُمَا، أُبْرَزَ لَهُمَا
 دِينَارًا مِنْ تَحْتِ مُصْلَاهُ، وَقَالَ : أَقْطَعَا بِهِ
 الْخِصَامَ وَأَقْصَلَاهُ.

অনুবাদ : সে তার সুরমাশলাটি ছাড়িয়ে নেওয়ার ক্ষমতা
 রাখে না, যখন শলাটি আমার হাতে দায়বদ্ধ হয়েচে
 আর আমার সম্পদ-সংকটের কারণে তাকে ক্ষমা করার
 মতো প্রশস্ততা আমার সামর্থ্যে নেই, যখন সে অপরাধ
 করেছে। এই হলো আমার ও তার কাহিনী। অতএব
 আপনি আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন, আমাদের মধ্যে
 সুবিচার করুন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন
 অতঃপর বিচারক যখন তাদের উভয়ের বিবরণ তুলন
 এবং তাদের অভাব ও বিশেষত্বের কথা ভাবলেন তখন
 তিনি তাদের জন্য তাঁর জায়নামাজের নিচ থেকে একটি
 স্বর্ণমুদ্রা বের করলেন এবং বললেন, এর দ্বারা তোমরা
 তোমাদের ঋমেলা চুকাও এবং এটি তোমরা বন্টন করে
 নাও।

শাব্দিক অনুবাদ : لَا هُوَ يَسْتَطِيعُ : সে ক্ষমতা রাখে না فَكَ তার সুরমা শলাটি ছাড়িয়ে নেওয়ার ক্ষমতা
 শলাটি হয়েছে فِي يَدَيِ আমার হাতে مُرْتَهَنًا দায়বদ্ধ لَا مَجَالِي আর আমার সামর্থ্যে নেই
 আর আমার সম্পদ-সংকটের কারণে اتِّسَاعٌ তাকে ক্ষমা করার মতো প্রশস্ততা جَنَى যখন সে অপরাধ করেছে
 وَبَيْنَنَا সুতরাং এই قِصَّتِي وَقِصَّتُهُ তার ও আমার কাহিনী فَانْظُرْ إِلَيْنَا অতএব আপনি আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন
 আমাদের প্রতি সুবিচার করুন وَلَنَا এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন وَعَى الْقَاضِي অতঃপর বিচারক যখন তুলন
 তাদের উভয়ের বিবরণ وَتَبَيَّنَ এবং ভাবলেন وَتَخَصُّصَهُمَا তাদের অভাবের কথা
 বিশেষত্বের কথা وَأُبْرَزَ لَهُمَا তখন তিনি তাদের জন্য একটি স্বর্ণমুদ্রা বের করলেন
 জায়নামাজের নিচ থেকে قَالَ এবং বললেন الْخِصَامَ এর দ্বারা তোমাদের ঋমেলা চুকাও এবং এটি
 তোমরা বন্টন করে নাও।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَا يَسْتَطِيعُ : (يَحْذَرُ النَّاءُ) : সে ক্ষমতা রাখে না।

(الِئْتِمَالِ) : সামর্থ্য রাখে।

فَكَ : (ن) : মুক্ত করা, ছাড়িয়ে নেওয়া।

مَرْوَدُ : (مَرْوَدُ) : সুরমাশলা।

(لَمَّا) : (ن) : [যখন] হয়েছে।

يَدِي : (ج) : হাত।

مُرْتَهَنًا : (مُرْتَهَنًا) : ঋমেলা।

বন্ধকাবদ্ধ, দায়বদ্ধ।

مَجَالٍ : (ج) : দৌড়ের।

জায়গা, ময়দান, মাঠ [সামর্থ্য]।

يَسْتَطِيعُ : (ض) : সংকট, অপ্রতুল।

يَسْتَطِيعُ : (ض) : সংকীর্ণ হওয়া।

دَائِتُ الْيَدِ : (يَدِ) : মালিকানাভুক্ত বস্তু, সম্পদ, মাল।

اتِّسَاعٌ : (ت) : প্রশস্ততা।

اتِّسَاعٌ : (ت) : প্রশস্ত হওয়া।

الْعَفْوُ : (ع) : ক্ষমা, মার্জনা।

فَتَلَقَّفَهُ الشَّيْخُ دُونَ الْحَدِيثِ ، وَاسْتَخْلَصَهُ عَلَى وَجْهِ الْجِدِّ لَا الْعَبَثِ ، وَقَالَ لِلْحَدِيثِ :
نِصْفُهُ لِي يَسْهُمَ مَبْرَرَتِي ، وَسَهْمُكَ لِي عَنْ
أَرْضِ إِبْرَتِي ، وَلَسْتُ عَنِ الْحَقِّ أَمِيلُ ، فَقُمُ
وَخُذِ الْمَيْلَ . فَعَرَا الْحَدِيثَ لَمَّا حَدَّثَ
اِخْتِصَابَ ، وَانْفَهَرَ عَلَى سَمَائِهِ سَحَابَ ،
فَوَجَّهَ لَهُ الْفَاضِلُ ، وَهَيَّجَ أَسْفَهُ عَلَى
الدِّينَارِ الْمَاضِي .

অনুবাদ : অতঃপর বৃদ্ধ লোকটি যুবকের আগেই স্বর্ণমুদ্রাটি ছোঁ মেরে নিয়ে নিল এবং ইচ্ছাকৃতভাবেই সেটি হস্তগত করে নিল, মস্তুরার মাধ্যমে নয়। আর সে যুবকটিকে বলল, আমার দানের অংশ হিসাবে স্বর্ণমুদ্রাটির অর্ধেক আমার এবং আমার সুইয়ের ক্ষতি পূরণ স্বরূপ তোমার অংশটিও আমার। আর আমি সত্য থেকে বিচ্যুত হই না। অতএব তুমি উঠ এবং শলাটি নাও। সুতরাং যে ব্যাপারটি ঘটল তাতে যুবকটির অত্যন্ত দুঃখ হলো এবং তার ললাট-আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল। এতে বিচারক দুঃখিত হলেন এবং তিনি পূর্ব প্রদত্ত স্বর্ণমুদ্রাটির জন্য তার আক্ষেপে নাড়া দিলেন।

শাব্দিক অনুবাদ : فَتَلَقَّفَهُ الشَّيْخُ : অতঃপর বৃদ্ধ লোকটি স্বর্ণমুদ্রাটি ছোঁ মেরে নিয়ে নিল وَالْحَدِيثُ : যুবকের আগেই وَقَالَ لِلْحَدِيثِ : এবং ইচ্ছাকৃতভাবেই সেটি হস্তগত করে নিল الْعَبَثِ لَا মস্তুরার মাধ্যমে নয় وَاسْتَخْلَصَهُ عَلَى وَجْهِ الْجِدِّ : আর সে যুবকটিকে বলল نِصْفُهُ لِي : স্বর্ণমুদ্রাটির অর্ধেক আমার وَسَهْمُكَ لِي : আমার দানের অংশ হিসেবে عَنْ أَرْضِ إِبْرَتِي : আমার সুইয়ের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ وَلَسْتُ عَنِ الْحَقِّ أَمِيلُ : আর আমি সত্য এবং তোমার অংশটিও আমার فَعَرَا الْحَدِيثَ : আমার অংশটিও আমার فَعَرَا الْحَدِيثَ : অত্যন্ত দুঃখিত হই না لَمَّا حَدَّثَ : অতএব তুমি উঠ اِخْتِصَابَ : এবং শলাটি নাও وَانْفَهَرَ عَلَى سَمَائِهِ : এবং তার ললাট-আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল سَحَابَ : অত্যন্ত দুঃখিত হই না فَوَجَّهَ لَهُ الْفَاضِلُ : এতে বিচারক দুঃখিত হলেন وَهَيَّجَ أَسْفَهُ : এবং তিনি তার আক্ষেপে নাড়া দিলেন عَلَى الدِّينَارِ الْمَاضِي : পূর্বপ্রদত্ত স্বর্ণমুদ্রাটির জন্য।

শব্দ বিশ্লেষণ

تَلَقَّفَ : ছোঁ মেরে নিয়ে নিল। দ্রুত নিয়ে নিল।

(فَعَلَّ : দ্রুত নিয়ে নেওয়া।)

الشَّيْخُ : (জ) ষুইখ, ষুইখ, ষুইখ, ষুইখ।
বয়ঃবৃদ্ধ। নেতা। উস্তাদ।

دُونَ : নিচে। উপরে। পেছনে। সামনে। ব্যতীত। পূর্বে।
নিম্নমানের।

الْحَدِيثُ (জ) أَحَدَاتٌ , حَدَثَانٌ : যুবক, কিশোর।

اسْتَخْلَصَ : হস্তগত করে নিল।

(اسْتَخْلَصَ) اسْتَخْلَصَ : হস্তগত করা।

وَجْهَهُ (জ) وَجْهَهُ : দিক। ইচ্ছা। নিয়ত।

عَلَى وَجْهِ الْجِدِّ : ইচ্ছাকৃতভাবেই।

الْجِدُّ (ض) (ن) مَصْد : চেষ্টা করা, বাস্তবিকভাবে করা।

عَبَثٌ : অনর্থক, অযথা মস্তুরা।

الْعَبَثُ (س) مَصْد : রসিকতা/খেলাধুলা করা।

يُصَفُّ : (জ) أَنْصَابٌ : যে কোনো জিনিসের অর্ধেক।

سَهْمٌ (জ) أَنْصَابٌ , سَهْمٌ , سَهْمَانٌ : অংশ।

سَهْمٌ (জ) سَهْمٌ : তীর।

مَيْلٌ (জ) مَيْلٌ , مَيْلٌ : দান, সম্ভাবহার।

مَيْلٌ (ض) مَصْد : আনুগত্য করা, সম্ভাবহার করা।

أَرْضٌ (জ) أَرْضٌ : ক্ষতিপূরণ, দিয়াত।

إِبْرَةٌ (জ) إِبْرَةٌ , إِبْرَةٌ , إِبْرَةٌ : সুই, দংশন, চোগলখুরি।

الْأَمِيلُ (ض) مَبْلٌ - عَنَّهُ : আমি বিচ্যুত হই না।

لَسْتُ (فَعْلَ نَاقِصٍ) : আমি নই :

حَقٌّ : সত্য, সুবিচার :

الْحَقُّ (ج) حَقُّونٌ : অধিকার :

قُم : তুমি উঠ, উঠে যাও :

(ن) قَوْمًا , قِيَامًا : উঠা। দাঁড়ানো :

خُذ : তুমি নাও, ধর, গ্রহণ কর :

(ن) أَخَذًا : ধরা। গ্রহণ করা :

الْعِمْلُ (ج) أَمْبَالٌ , أَمِيلٌ , مُبْرَلٌ : সুরমাশলা, কাঠি :

عَرَا : সম্মুখীন হলো, সামনে এল :

(ض) عَرَبًا : সামনে আসা :

(مَا) حَدَّثَ : [যা] সংঘটিত হলো, ঘটল :

(ن) حَدَّثًا : সংঘটিত হওয়া :

اِكْتَنَابٌ (اِفْتِعَال) مَصْد : দুঃখিত/ব্যথিত হওয়া, চিন্তিত হওয়া :

اِكْفَهَرَ (اِفْعِلَال) اِكْفِهَرَارًا : [মেঘ] ছেয়ে গেল :

سَاءٌ : (ج) سَآوَاتٌ : আকাশ, উর্ধ্ব জগৎ :

سَعَابٌ : (ج) سُعْبٌ : মেঘ, ঘনঘটা :

وَجَمَ : দুঃখিত হলেন :

(ض) وَجَمًا : দুঃখিত হওয়া :

الْقَاضِي : (ج) نَضَاءٌ : বিচারক, বিচারপতি :

هَيَّجَ : উসকিয়ে দিলেন, নাড়া দিলেন :

(تَفَعُّل) تَهَيَّجًا : উসকিয়ে দেওয়া। নাড়া দেওয়া :

أَسَدٌ : আক্ষেপ :

أَسَدٌ (س) مَصْد : আক্ষেপ করা :

الدِّينَارُ (ج) دَنَانِيرٌ : স্বর্ণমুদ্রা, দীনার :

الْعَاضِي (فَا, مَذ) (ج) مَوَاضِي : অতীতকাল :

(ن, ض) مَضُوا, مَضِبًا - الشَّنُّ : অতীত হওয়া :

- مَضُوا - سَبَلَةً وَلِسَبَلِهِ : মৃত্যুবরণ করা :

إِلَّا أَنَّهُ جَبَرَ بَالَ الْفَتَى وَلَبَّالَهُ، يَدْرِيهِمَا
رَضَعَ بِهَا لَهُ، وَقَالَ لَهُمَا : اجْتَنِبَا
الْمُعَامَلَاتِ، وَأَدْرَا الْمُخَاصَمَاتِ، وَلَا
تَخْضُرَانِي فِي الْمُحَاكَمَاتِ، فَمَا عِنْدِي
كَيْسُ الْغَرَامَاتِ، فَتَهْضُ مِنْ عِنْدِهِ، فَرَحِينُ
بِرَفِيدِهِ، مُفْصِحِينَ بِحَمْدِهِ، وَالْقَاضِي مَا
يَخْبُو ضَجْرَهُ، مُذْ بَضَّ حَجْرَهُ، وَلَا يَنْصُلُ
كَمْدَهُ، مُذْ رَشَعَ جَلْمَدَهُ.

অনুবাদ : তবে তিনি আরও কয়েকটি খুচরা দিরহাম
যুবকটিকে প্রদান করে তদ্বারা যুবকটির অন্তর ও হৃৎ
মর্মবেদনাকে প্রশমিত করলেন এবং তাদের উভয়কে
বললেন, তোমরা উভয়ে লেন-দেন থেকে বিরত থেকো
এবং ঝগড়াঝাঁটিকে দূরে রেখো। আর তোমরা বিচার
নিয়ে আমার কাছে আসবে না। কেননা আমার কাছে
দণ্ড-গচ্ছার থলে নেই। অতঃপর তারা বিচারকের নিকট
থেকে তার দান নিয়ে আনন্দ চিত্তে তার স্পষ্ট প্রশংসা
করে উঠে গেল। আর বিচারকের প্রস্তর [প্রস্তরের মতো
শক্ত হাত] বিগলিত হওয়ার পরে থেকে তার অস্থিরতা
উপশমিত হচ্ছে না এবং তার পাথর [পাথুরে অন্তর]
প্রবাহিত হওয়ার পর তার দুঃখ দূরীভূত হচ্ছে না।

শাব্দিক অনুবাদ : ১। তবে তিনি প্রশমিত করলেন **جَبَرَ** যুবকটির অন্তর ও তার মর্মবেদনাকে
اجْتَنِبَا কয়েকটি খুচরা দিরহাম যুবকটিকে প্রদান করে **رَضَعَ بِهَا لَهُ** এবং তাদের উভয়কে বললেন **اجْتَنِبَا**
وَلَا تَخْضُرَانِي তোমরা উভয়ে লেনদেন থেকে বিরত থেকো **الْمُعَامَلَاتِ** এবং ঝগড়াঝাঁটিকে দূরে রেখো **وَأَدْرَا**
الْمُخَاصَمَاتِ আর তোমার বিচার নিয়ে আমার কাছে আসবে না **فَمَا عِنْدِي** কেননা আমার কাছে নেই **كَيْسُ**
দণ্ড-গচ্ছার থলে **الْغَرَامَاتِ** অতঃপর তারা বিচারকের নিকট থেকে উঠে গেল **فَرَحِينُ** আনন্দচিত্তে তার দান
নিয়ে **بِرَفِيدِهِ** তার স্পষ্ট প্রশংসা করে **وَالْقَاضِي** আর বিচারক **يَخْبُو** উপশমিত হচ্ছে না **ضَجْرَهُ** তার অস্থিরতা
مُذْ بَضَّ حَجْرَهُ প্রস্তর [প্রস্তরের মত শক্ত হাত] বিগলিত হওয়ার পর থেকে তার দুঃখ দূরীভূত হচ্ছে না **وَلَا يَنْصُلُ**
كَمْدَهُ তার পাথর [পাথুরে অন্তর] প্রবাহিত হওয়ার পর **مُذْ رَشَعَ جَلْمَدَهُ** তার পাথর [পাথুরে অন্তর] প্রবাহিত হওয়ার পর।

শব্দ বিশ্লেষণ

جَبَرَ : প্রশমিত করলেন।

(ন) **جَبَرًا**, **جُبُرًا** : প্রশমিত করা।

بَالَ : অন্তর। অবস্থা। মর্যাদা। খেয়াল।

الْفَتَى : (জ) **فَتَانًا**, **فَتِيَّةً**, **فَتْرَةً**, **فَتْرًا**, **فَتْرًا** : যুবক।

কিশোর। চাকর। দানশীল।

لَبَّالَهُ : (জ) **لَبَّالًا** : মর্মবেদনা, মর্মপীড়া।

(মুন্নর) (জ) **دُرِيْهِمَا**, (ও) **دُرِيْهِمَا** : ক্ষুদ্র দিরহাম, খুচরা দিরহাম।

رَضَعَ (ض, ر) **رَضَعًا** - **رَضَعًا** : সামান্য দিল।

اجْتَنِبَا (ت, ج) : তোমরা [উভয়ে] বিরত থেকো।

(انْتِجَالًا) **اجْتِنَابًا** : বিরত থাকা।

(জ) **الْمُعَامَلَاتِ**, (ও) **مُعَامَلَةً** : লেন-দেন, কাজ-কারবার।

أَدْرَا : দূরে রেখো।

(ফ) **دَرَا**, **دَرَاةً** : দূরে রাখা।

(জ) **الْمُخَاصَمَاتِ**, (ও) **مُخَاصَمَةً** : ঝগড়াঝাঁটি।

لَا تَخْضُرَانِي (ত) : তোমরা উপস্থিত হবে না, আসবে না।

(ন) **خَضُرًا** : উপস্থিত হওয়া।

(জ) **الْمُحَاكَمَاتِ**, (ও) **مُحَاكَمَةً** : বিচার-আচার।

فَمَا عِنْدِي (মা) **نَاقِيَةً** - **عِنْدَ** : **ي** : **لِلْمُتَكَلِّمِ** :

আমার কাছে নেই।

كَيْسُ : (জ) **كَيْسًا**, **كَيْسَةً** : থলে, খুলি।

(জ) **الْغَرَامَاتِ**, (ও) **غَرَامَةً** : দণ্ড। গচ্ছা। ক্ষতি। লোকসান।

نَهَضَ : উঠে গেল :

(ف) نَهَضًا، نَهَضًا : উঠে যাওয়া :

مِنْ عِنْدِهِ (مِنْ جَارِهِ، عِنْدَ : ০ : ضَمِيرٌ مُجَرَّرٌ) :

তার নিকট থেকে :

(ث) فَرِحِينَ (فَرِحَانِ)، (و) فَرِحَ (صَف، مَصَد : فَرَح - س) :

আনন্দিত, আনন্দচিহ্ন :

رَفَدَ : (ج) أَرْفَدَ، رَفَدَ : দান । সাহায্য । বড় পেয়ালা ।

(ث) مُفْصِحِينَ (مُفْصِحَانِ)، (و) مُنْصِعٌ (فَا، مَذ) :

শষ্টভাষী :

(إِنْعَال) إِنْصَاعًا : শষ্টভাবে কথা বলা :

حَمَدٌ : প্রশংসা :

حَمَدٌ (س) مَصَد : প্রশংসা করা :

الْقَاضِي (فَا، مَذ) (ج) قَضَاءٌ : বিচারক, বিচারপতি :

مَا يَغَيِّرُ : নিভছে না, উপশমিত হচ্ছে না :

(ن) خَبَرًا خَيْرًا : নির্বাপিত হওয়া :

ضَجَرَ : অস্থিরতা :

ضَجَرَ (س) مَصَد : অস্থির হওয়া :

مَذٌ، وَمَنْذٌ : ... দিন থেকে ... পর থেকে ...

بَعَثَ : প্রবাহিত হয়েছে । পানি যেমেছে ।

(ض) بَعَثَ، بَعَثَ : প্রবাহিত হওয়া ।

حَجَرٌ : (ج) أَحْجَارٌ، حَجَارٌ، حَجَارَةٌ، أَحْجَرٌ : শিলা :

পাথর, প্রস্তর, উপল [এখানে-প্রস্তরের মতো হাত উদ্দেশ্য] :

لَا يَنْصَلُ : বের হচ্ছে না, দূরীভূত হচ্ছে না :

(ن) نَصَلًا، نَصَرًا : বের হওয়া । দূরীভূত হওয়া :

كَمَدٌ : স্তম্ভ দুঃখ, তীব্র দুঃখবোধ :

كَمَدٌ (س) مَصَد : অত্যন্ত দুঃখিত হওয়া ।

رَشَحَ : পানি ঝরেছে, পানি যেমেছে :

(ف) رَشَحًا، رَشَحًا : পানি ঝরা । ঘামানো :

جَلَمَدٌ : (ج) جَلَامِيدٌ -এখানে- : পাথর, শিলা, প্রস্তর, উপল :

পাথরের মতো মন উদ্দেশ্য] :

বালাপাত

قَوْلُهُ : مَذٌ بَعَثَ حَجَرٌ :

এখানে তার হস্তকে তুলনা করা হয়েছে পাথরের সাথে

সুতরাং اسْتِعَارَةٌ مُصَرَّمَةٌ হয়েছে :

قَوْلُهُ : مَذٌ رَشَحَ جَلَمَدٌ :

এখানে تَنْثِيْبٌ কে قَلْبٌ -এর সাথে

হয়েছে । অতএব اسْتِعَارَةٌ مُصَرَّمَةٌ হয়েছে ।

حَتَّى إِذَا أَفَاقَ مِنْ غَشِيَّتِهِ، أَقْبَلَ عَلَى
غَاشِيَّتِهِ، وَقَالَ : قَدْ أَشْرَبَ حَيِّى، وَتَبَأْنِي
حَدْسِي، أَنَّهُمَا صَاحِبَا دَعَا، لَا خَصْمَا
إِدْعَا، فَكَفِكَ السَّبِيلُ إِلَى سَبْرِهِمَا،
وَاسْتَبَاطَ سَبْرَهُمَا؟ فَقَالَ لَهُ نَحْرُورُ زُمْرَتِهِ،
وَشَرَارَةُ جَمْرَتِهِ : إِنَّهُ لَمْ يَتِمَّ اسْتِخْرَاجُ
خَبْنِهِمَا، إِلَّا بِهِمَا، فَقَفَاهُمَا عَوْنَا
بُرْجَعُهُمَا إِلَيْهِ.

অনুবাদ : অবশেষে যখন তিনি তাঁর অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা থেকে প্রকৃতিস্থ হলেন তখন তিনি তাঁর চাকর-বাকর প্রতি অভিমুখী হয়ে বললেন, আমার অনুভূতি বিভ্রান্তি শিকার হয়েছে এবং আমার ধারণা আমাকে অবহিত করেছে যে, এরা দু'জন প্রতারক, প্রকৃত বাদী-বিবাদী নয়। সুতরাং তাদের উভয়কে যাচাই করে দেখার এবং তাদের গোপন তথ্য উদঘাটনের উপায় কি? তখন তাকে তার সভাসদবর্গের মধ্যে বিজ্ঞ ও তার প্রজ্বলিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তুল্য লোকটি বলল, নিশ্চয় তাদের উদ্ভাষকে উপস্থিত করা ব্যতীত তাদের তথ্য উদঘাটনকার্য পূর্ণ হতে পারে না। তাই তিনি তাদের পেছনে একজন খাদেম পাঠালেন, যাতে সে তাদের উভয়কে তার কাছে ফিরিয়ে আনে।

শাব্দিক অনুবাদ : حَتَّى إِذَا أَفَاقَ অবশেষে যখন তিনি প্রকৃতিস্থ হলেন غَشِيَّتِهِ তার অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা থেকে أَقْبَلَ তখন তিনি অভিমুখী হলেন عَلَى غَاشِيَّتِهِ তার চাকর-বাকরের প্রতি وَقَالَ এবং বললেন قَدْ أَشْرَبَ حَيِّى আমার অনুভূতি বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে وَتَبَأْنِي حَدْسِي এবং আমার ধারণা আমাকে অবহিত করেছে إِذَا أَنَّهُمَا صَاحِبَا دَعَا এরা দু'জন প্রতারক إِدْعَا প্রকৃত বাদী-বিবাদী নয় فَكَفِكَ السَّبِيلُ সুতরাং উপায় কি إِلَى سَبْرِهِمَا তাদের উভয়কে যাচাই করে দেখার وَاسْتَبَاطَ সত্য প্রমাণ করা সَبْرَهُمَا এবং তাদের গোপন তথ্য উদঘাটন فَقَالَ তখন তাকে বলল لَهُ نَحْرُورُ জম্মতের সভাসদবর্গের মধ্যে وَشَرَارَةُ জম্মতের অগ্নিস্ফুলিঙ্গতুল্য লোকটি إِنَّهُ لَمْ يَتِمَّ নিশ্চয় পূর্ণ হতে পারে না اسْتِخْرَاجُ তাদের তথ্য উদঘাটনকার্য إِلَّا بِهِمَا তাই তিনি তাদের পেছনে একজন খাদেম পাঠালেন بِرْجَعُهُمَا إِلَيْهِ যাতে সে তাদের উভয়কে তার কাছে ফিরিয়ে আনে।

শব্দ বিশ্লেষণ

অবশেষে, অতঃপর, এমন কি, ফলে। : حَتَّى

তিনি প্রকৃতিস্থ হলেন, সচেতন হলেন। : أَفَاقَ

প্রকৃতিস্থ হওয়া, সচেতন হওয়া। : إِفَاقَةً

অপ্রকৃতিস্থতা। : غَشِيَّةٌ

অপ্রকৃতিস্থ হওয়া। : غَشِيَّةٌ (স) মসদ :

অভিমুখী হলেন। : أَقْبَلَ

অভিমুখী হওয়া। : إِقْبَالًا

চাকর-বাকর। অবরপ। মদ্রত। কিয়ামত। : غَوَاشٍ

বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। : أَشْرَبَ (মজ)

পান করানো। : إِشْرَابًا (ইমাল)

অনুভূতি। : حَيِّ

অনুভব করা। : حَيٌّ (স) মসদ :

[আমাকে] অবহিত করেছে। : نَبَأَنِي

অবহিত করা। : نَبَأَ -

ধারণা, অনুমান। : حَدْسٌ

অনুমান বা ধারণা করা। : حَسَّنَ (স) মসদ :

সাবধানে, সতর্কতা, প্রতারণা। : صَعَبٌ (জ) صَعَبٌ

সাধী। : صَعَبٌ, صَعَبٌ, صَعَبٌ, صَعَبٌ

বন্ধু। অধিকারী। : دَعَا

চতুরতা, সতর্কতা, প্রতারণা। : دَعَا

চতুর হওয়া : دَهَاءٌ (س) مَصَد : দু'জন প্রতারক : صَاحِبَا دَهَاءٍ : প্রতারক : صَاحِبٌ دَهَاءٍ : প্রতিপক্ষ । বিরোধী : خَصَمٌ : (ج) خُصْمٌ, خَصَامٌ, أَخْصَامٌ : নিজের সাথে সশরীত করা, দাবি করা : ادْعَاءٌ (اِسْتِعْمَال) مَصَد : মোকদ্দমার দুই পক্ষ, [প্রকৃত] বাদী-বিবাদী : خَصْمَا ادْعَاءٍ : কিভাবে, কি পদ্ধতিতে, কি রূপে, কি রকম : كَيْفَ : পথ । পছা : السَّبِيلُ : (ج) سَبِيلٌ, أُسْبُلٌ, أَسْبَلَةٌ, سُبُولٌ : উপায় । অনুমান করা, যাচাই করা : سَبَّرَ (ن. ض) مَصَد : উদঘাটন করা : اسْتِنْبَاطٌ (اِسْتِعْمَال) مَصَد : রহস্য, গোপন তথ্য : سِرٌّ : (ج) أَسْرَارٌ : অভিজ্ঞ । বুদ্ধিমান । জ্ঞানী । বিজ্ঞ : نَعْرِيْرٌ : (ج) نَعَارِيْرٌ : দল, জামাত । বাহিনী । সতাসদবর্গ : زُمْرَةٌ : (ج) زَمَرٌ :	শরীর-কুলিঙ্গ : شَرَارَةٌ, شَرٌّ, شَرَّارٌ : প্রজ্বলিত অগ্নি । জ্বলন্ত অঙ্গার : جَمْرَةٌ : (ج) جَمْرٌ : পূর্ণ হয় নি, [-হবে না, -হতে পারে না] : لَمْ يَتِمَّ : (ا) : পূর্ণ হওয়া : نَسَأَ, نَسَامَةٌ : (ض) : বেঁধে রাখা, উদঘাটন করা : اسْتِخْرَاجٌ (اِسْتِعْمَال) مَصَد : গোপন বিষয়, গোপন তথ্য : خَبْرٌ : লুকানো : خَبَأَ (ف) مَصَد : পেছনে পাঠালেন : فَقَا : কাউকে কারও পেছনে পাঠানো : (فَعِيل) تَنْفِيَةٌ - أَوْ يَه : বান্দেম : عَوْنٌ (لِلْمُنْفَرِدِ وَالْجَمْعِ وَالْمُؤَنِّدِ) : সাহায্যকারী : ফিরিয়ে আনো : يَرْجِعُ : ফিরিয়ে আনা : اِرْجَاعًا (اِنْعَال) :

كَمَا تَحِيلُ : اسْتَفَالُ

কমা চাওয়া : اسْتَفَالُ

অগ্রসর হলো, সামনে আসল : أَقْدَمَ

অগ্রসর হওয়া : أَقْدَمَا

الشَّيْخُ (জ) كُؤُوشٌ, أَشْبَاحٌ, شَيْخَةٌ, شَيْخَانٌ, مَشِيخَةٌ, مَشِيخَةٌ, (জ) مَشَايِخٌ, أَشَايِخٌ :

বয়স্ক। নেতা। আলিম। মনীষী।

السَّرَوَجِيُّ (نِسْبَةٌ إِلَى سُرُوجٍ) : ولدَ (لِلْمُفْرَدِ وَالْجَمْعِ وَيَجْمَعُ أَيْضًا عَلَى أَوْلَادِهِ وَوَلَدَتِهِ وَالذَّوْرَ وَوُلْدَهُ) :

সন্তান। ছেলে-মেয়ে।

الشَّجَلُ : (ج) أَشْبَالٌ, شِبَالٌ, أَشْبَلٌ, شَبْرٌ :

সংবাদ বা পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান। অভিজ্ঞতা।

مِثْلٌ, مِثْلٌ : (ج) أَشْأَالٌ :

মতো, অনুরূপ, সদৃশ।

الْأَسَدُ : (ج) أَسْدٌ, أَسَادٌ, أَسَدٌ, أَسَدٌ, أَسَدَانٌ :

সিংহ-শাবক।

مَا تَعَدَّتْ : সীমালঙ্ঘন করেনি।

تَفَعَّلَ تَعَدَّى : সীমালঙ্ঘন করা।

يَدٌ : (ج) أَبْهُ, (ج) أَبَاؤُ : হাত। ক্ষমতা। শক্তি। সাহায্য।

إِبْرَةٌ : (ج) إِبْرٌ, إِبَارٌ, إِبْرَاتٌ : সুই। দংশন। চোপলখুরি।

يَوْمٌ : (ج) أَيَّامٌ, (ج) أَيَّامٌ, أَيَّامٌ, أَيَّامٌ : দিন। সময়।

سُرْمَاشَلَا, কাঠি।

الدَّهْرُ : (ج) دَهْرٌ, دَهْرٌ, دَهْرٌ, دَهْرٌ : যুগ, কাল। দীর্ঘ কাল। সময়।

الْمُسِيءُ (فَا, مَذ) : অনিষ্ট সাধনকারী।

انْفَعَلَ إِسَاءَةً : অনিষ্ট সাধন করা।

السَّيِّئُ (فَا, مَذَل) : সীমা নলঙ্ঘনকারী।

انْفَعَلَ إِعْجَادًا : সীমালঙ্ঘন করা।

مَالٌ - يَسًا : প্রভাব বিস্তার করেছে, জুলুম করেছে।

مَالٌ - يَسًا : প্রভাব বিস্তার করা। জুলুম করা।

غَدَوْنَا (نَا) غَدَاً (يَعْنِي صَارَ) : আমরা হলাম/ হয়েছি।

غَدَوْنَا (نَا) نَجْتَدِي (انْفَعَلَ) إِعْجَادًا : আমরা এমন হলাম যে,

আমরা দান চেয়ে বেড়াচ্ছি।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : مَا تَعَدَّتْ يَدُهُ وَلَا يَدِي نِيَّ إِبْرَةٍ :

مَعْفُوفٌ এবং مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ উভয়টা لَا يَدِي এবং يَدُهُ

হলো لَا يَدِي يَرُدُّ এবং نِيَّ إِبْرَةٍ -এর ফায়েল।

تَعَدَّتْ -এর ফায়েল।

قَوْلُهُ : إِنَّا الدَّهْرُ الْمُسِيءُ الْمَعْتَدِي :

صَفَتْ مَاؤُسُفَ السَّيِّئِ الْمَعْتَدِي وَ السَّيِّئِ الدَّهْرُ

অতঃপর صَفَتْ তার পূর্বের

غَدَوْنَا يَسَعْنِي صَارَ এবং مَتَعَلِّقٌ সাথে

ফেয়েল তার মধ্যে

খবর। অতঃপর -এর

মিলে হয়েছিল

এর সাথে। অতঃপর

كُلَّ نَدَى الرَّاحَةِ عَذِبَ الْمَوْرِدِ *
وَكُلَّ جَعْدِ الْكَفِّ مَغْلُولِ الْبِدِ
بِكُلِّ فَنٍّ، وَبِكُلِّ مَقْصِدِ *
بِالْجِدِّ إِنْ أَجْدَى، وَإِلَّا بِالْدِّ
لِنَجْلِبِ الرَّشَحِ إِلَى الْحِطِّ الصَّدَى *
وَنَنْفِدَ الْعُمْرَ بِعَيْشِ أَنْكَدِ
وَالْمَوْتُ مِنْ بَعْدِ لَنَا بِالْمَرْصَدِ *
إِنْ لَمْ يُفَاجِ الْيَوْمَ فَاجِئِي فِي غَدِ

অনুবাদ : প্রত্যেক সিক্তহস্ত ও মিষ্ট পানির অধিকারী কাছে এবং প্রত্যেক সংকুচিত-হস্ত ও হাতবঁধা ব্যক্তির কাছে। যে কোনো কলা-কৌশলে ও যে কোন উদ্দেশ্যে। যদি দান করে তবে যথাবিহিত পন্থায়, অন্যথায় অযথা উপায়ে। যাতে আমরা তৃষ্ণার্ত ভাগ্যে পানির ছিটা দিতে পারি এবং দুঃসহ জীবন যাপনের মাধ্যমে জীবন কাটিয়ে দিতে পারি। অতঃপর মৃত্যু আমাদের জন্য অপেক্ষায় থাকবে, যদি আজ হঠাৎ না আসে তবে কাল হঠাৎ এসে যাবে।”

শাব্দিক অনুবাদ : كُلَّ نَدَى الرَّاحَةِ মিষ্ট পানির অধিকারী, كُلَّ جَعْدِ الْكَفِّ সংকুচিতহস্ত, مَغْلُولِ الْبِدِ হাতবঁধা ব্যক্তির কাছে, وَبِكُلِّ فَنٍّ যে কোনো কলা-কৌশলে, وَبِكُلِّ مَقْصِدِ যে কোনো উদ্দেশ্যে, بِالْجِدِّ যথাবিহিত পন্থায়, وَإِلَّا بِالْدِّ অন্যথায় অযথা উপায়ে, لِنَجْلِبِ الرَّشَحِ যাতে ছিটা দিতে পারি, وَنَنْفِدَ الْعُمْرَ بِعَيْشِ أَنْكَدِ এবং জীবন কাটিয়ে দিতে পারি, وَالْمَوْتُ مِنْ بَعْدِ আমাদের জন্য অপেক্ষায় থাকবে, إِنْ لَمْ يُفَاجِ الْيَوْمَ আজ হঠাৎ না আসে, فَاجِئِي فِي غَدِ তবে কাল হঠাৎ এসে যাবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

نَدَى (সফ, মড) : مَصْدُ : نَدَى, نَدَاؤُ - (স) : সিক্ত, ভেজা।
الرَّاحَةُ : (জ) : رَاحٌ, رَاحَاتٌ : হস্ততাল।
عَذِبَ (সফ, মড) : مَصْدُ : عَذَبَهُ - (ক) : মিষ্ট, মনোমুগ্ধকর।
الْمَوْرِدُ (ظرف, মড) : مَصْدُ : وَرْدٌ - (জ) : مَوَارِدُ : পানস্থান, ঘাট।
جَعْدٌ (সফ, মড) : مَصْدُ : جَعَادٌ, جَعْرَةٌ - (ক) : (জ) : جَعَادٌ : কৌকড়ানো।
الْكَفِّ : (জ) : كَفٌّ, كُفُوفٌ, كَفٌّ, أَكْفَانٌ : হাত, হাতের তাল।
مَغْلُولٌ : (মড-মড) : مَصْدُ : غُلٌّ - (ন) : হাতকড়া পরিহিত, হাতবঁধা।
الْبِدِ : (জ) : أَبَدٌ (জ) : أَبَدٌ : হাত, ক্ষমতা, শক্তি, সাহায্য।
فَنٍّ : (জ) : فَنٌّ, أَفْنَانٌ, أَفْنَانٌ : শাখা।
مَقْصِدٌ : (জ) : مَقْاصِدٌ : ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্য।
الْجِدِّ (ض, ন) : مَصْدُ : যথার্থভাবে করা, প্রকৃত/যথাবিহিত পন্থায় করা।

إِنْ أَجْدَى (إِنْعَال) : إِجْدَى : [যদি] দান করে।
أَنْكَدَ (حَذَقْتُ الْوَأَمِينَ أَخْرَجَ مِنْهُ عَذَابًا) : যোদ্ধা, অযথা কাল।
نَجْلِبَ (ض, ন) : جَلِبَ : টেনে আনি / আনব / দিতে পারি / পারব।

الرَّشَحُ : পানির ছিটা/ফোটা।
الرَّشَحُ (ض) : مَصْدُ : পানি ঝরা।
الْحِطُّ : (জ) : حِطُّ, حِطَّ, حِطَّ, حِطَّ : ভাগ্য, অংশ।
الصَّدَى : (সফ, মড) : مَصْدُ : صَدَى - (স) : তৃষ্ণার্ত, পিপাসু।
نَنْفِدَ (إِنْعَال) : إِنْفَادًا : শেষ করতে / কাটিয়ে দিতে পারি।
الْعُمُرُ : (জ) : أَعْمَارٌ : জীবন, বয়স।
عَيْشٍ : জীবন।
بِالْمَرْصَدِ (ض) : مَصْدُ : জীবিত থাকা।
أَنْكَدَ (ض, মড) : مَصْدُ : نَكَدٌ - (স) : সংকটময়, কষ্টকর, দুঃসহ।
الْمَوْتُ : মৃত্যু, পরলোক গমন, ইনতিকাল।
الْمَرْصَدُ (ظرف) : مَصْدُ : مَرَاوِدٌ - (জ) : ঔৎপাতার স্থান, ঘাট।
إِنْ لَمْ يُفَاجِ (مُتَأَنِّئَةً) : [যদি] হঠাৎ না আসে।
أَسَلِ : আসল [না আসে]।

الْيَوْمَ (জ) : أَيَّامٌ : (জ) : أَيَّامٌ : দিন, আজ।
فَاجِئِي : হঠাৎ এসে যাবে।
مُتَأَنِّئَةً : হঠাৎ এসে যাওয়া।
عَدَ : আগামী কাল, কাল।

فَقَالَ لَهُ الْقَاضِي : لِمَ دَرَكْتَ ، فَمَا أَعَذَبَ
نَفْسَاتِ نَفْسِكَ ، وَوَأَمَّا لَكَ لَوْلَا خِدَاعٌ فَبِكَ
وَإِنِّي لَكَ لِمِنَ الْمُنْذِرِينَ ، وَعَلَيْكَ مِنَ
الْحَذَرِينَ ، فَلَا تُكَادِرُ بَعْدَهَا الْحَاكِمِينَ ،
وَأَتَى سَطْوَةَ الْمُتَحَكِّمِينَ ، فَمَا كُلُّ مُسَيِّطِرٍ
يُقْبِلُ ، وَلَا كُلُّ أَوَانٍ يَسْتَعُ الْوَيْلُ ، فَعَاهَدَهُ
السَّبِيحُ عَلَى اتِّبَاعِ مَشُورَتِهِ ، وَالْإِزْدِئَادِ عَنْ
تَلْبِيسِ صُورَتِهِ ، وَفَصَلَ عَنْ جِهَتِهِ ، وَالْخُتْرَ
يَلْمَعُ مِنْ جَبْهَتِهِ ، قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَامٍ :
فَلَمْ أَرَأِ أَحَبَّ مِنْهَا فِي تَصَارُيفِ الْأَسْفَارِ ،
وَلَا قَرَأْتُ مِثْلَهَا فِي تَصَارُيفِ الْأَسْفَارِ .

অনুবাদ : অতঃপর বিচারপতি তাকে বললেন, আল্লাহ তা'আলার জন্য তোমার গুণাবলি উৎসর্গকৃত হোক, কতই না সুমিষ্ট তোমার মুখের ভাষা, অচর্ষ তোমার জন্য, যদি না তোমার মধ্যে প্রভারণা থাকত নিশ্চয় আমি তোমার একজন সতর্ককারী এবং তোমার ব্যাপারে আমি একজন আশঙ্কাবেধকারী। অতএব তুমি এরপর বিচারকদের সাথে প্রভারণা করে না এবং তুমি শাসকবর্গের প্রতিপত্তি থেকে বেঁচে থাক। কেননা, প্রত্যেক প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ক্ষমা করে না এবং প্রত্যেক সময় কথা শোনা হয় না। তখন বৃদ্ধলোকটি তার পরামর্শ অনুযায়ী চলা এবং তার রূপ পরিবর্তন করা থেকে বিরত হওয়ার ব্যাপারে বিচারকের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো এবং বিচারকের কাছ থেকে এমতাবস্থায় বিদায় নিল যে, তার কপালে প্রভারণা চমকচ্ছে। হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন, আমি এর চেয়ে অধিক বিশ্বয়কর কাহিনী সফরের কাহিনীসমূহে দেখিনি এবং আমি এরূপ কাহিনী বড় বড় গ্রন্থাবলিতেও পড়িনি।

শাব্দিক অনুবাদ : অতঃপর বিচারপতি তাকে বললেন **لِمَ دَرَكْتَ** আল্লাহ তা'আলার জন্য তোমার গুণাবলি উৎসর্গকৃত হোক **فَمَا أَعَذَبَ** কতইনা সুমিষ্ট **نَفْسَاتِ نَفْسِكَ** তোমার মুখের ভাষা **وَأَمَّا لَكَ** তোমার জন্য **لَوْلَا خِدَاعٌ** অচর্ষ যদি তোমার মধ্যে প্রভারণা না থাকত **وَأِنِّي لَكَ لِمِنَ الْمُنْذِرِينَ** নিশ্চয় আমি তোমার একজন সতর্ককারী এবং তোমার ব্যাপারে আমি একজন আশঙ্কাবেধকারী **فَلَا تُكَادِرُ بَعْدَهَا الْحَاكِمِينَ** অতএব, তুমি এরপর প্রভারণা করে না **وَأَتَى سَطْوَةَ الْمُتَحَكِّمِينَ** বিচারকদের সাথে **فَمَا كُلُّ مُسَيِّطِرٍ** তুমি বেঁচে থাক **يُقْبِلُ** শাসকবর্গের প্রতিপত্তি **وَالْخُتْرَ** প্রত্যেক প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি **يَلْمَعُ مِنْ جَبْهَتِهِ** ক্ষমা করে না **وَالْإِزْدِئَادِ** কেননা **عَلَى اتِّبَاعِ مَشُورَتِهِ** প্রত্যেক সময় কথা শোনা হয় না **وَالْفَصَلَ** তখন বৃদ্ধ লোকটি বিচারকের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো **عَنْ تَلْبِيسِ صُورَتِهِ** তার পরামর্শ অনুযায়ী চলার ব্যাপারে **وَالْحَارِثُ بْنُ هَمَامٍ** বিচারকের কাছ থেকে **يَلْمَعُ مِنْ جَبْهَتِهِ** চমকচ্ছে এবং **وَالْخُتْرَ** এমতাবস্থায় যে, প্রভারণা **وَالْإِزْدِئَادِ** চমকচ্ছে **وَالْحَارِثُ بْنُ هَمَامٍ** হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন **وَالْخُتْرَ** বিশ্বয়কর কাহিনী দেখিনি **وَالْإِزْدِئَادِ** সফরের কাহিনীসমূহে **وَالْخُتْرَ** দেখিনি **وَالْإِزْدِئَادِ** এবং আমি এরূপ কাহিনী পড়িনি **وَالْخُتْرَ** বড় বড় গ্রন্থাবলিতে।

শব্দ বিশেষণ

الْقَاضِي (قَا، مَد، مَصَد : قَضَاءٌ - ض) (জ) قَضَاءٌ :
বিচারক, বিচারপতি।
دَرَكٌ : দুখ, প্রভূত কল্যাণ।
(مَا) أَعَذَبَ (إِقْعَال، يُعْلَى التَّعْجِبِ) : কতই না সুমিষ্ট।
(ج) نَفْسَاتِ : (ر) نَفْسَةٌ : মুখের থুথু, মুখের ভাষা।

فِي : مُرًا، قُو، رَفْعًا، قَا : نَسَبًا مِنَ الْأَسْفَارِ الرَّحِيَّةِ
الْمُكَتَّبَةِ : মুখ।
وَأَمَّا (كَلِمَةُ التَّعْجِبِ) : অচর্ষ।
خِدَاعٌ (مُتَاعِلَةٌ) : প্রভারণা করা।
خِدَاعٌ : প্রভারণা।

(ج) اَلْمُنْذِرِينَ (الْمُنْذِرُونَ), (و) مُنْذِرًا, (ف) مُنْذِرًا, (و) مُنْذِرًا

সতর্ককারী : (إفعال) -

عَلَيْكَ (عَلَى : حَرْفُ الْجَرِّ بَعْدَ هَا ضَمِيرٍ مَجْرُورٍ) :

তোমার ব্যাপারে ।

(ج) الْحَاكِمِينَ (الْحَاكِمُونَ), (و) حَاكِمًا, (ف) حَاكِمًا, (و) حَاكِمًا

সতর্ককারী, সতর্ক : (س) : حَذَرٌ -

(لَا) تَحَاكِرْ (مُفَاعَلَةً) مُسَاكِرَةً : ভূমি প্রভারণা করো না ।

(ج) اَلْحَاكِمِينَ (الْحَاكِمُونَ), (و) حَاكِمًا, (ف) حَاكِمًا, (و) حَاكِمًا

বিচারক : (ن) : حَكَمٌ -

إِتَّقِ (إِفْتِعَال) إِتْقًا : তুমি বেঁচে থাক, দূরে থাক ।

سَطْرَةٌ : প্রভাব-প্রতিপত্তি ।

سَطْرَةٌ (ن) : مُدَّةٌ - আক্রমণ করা ।

(ج) اَلْمُتَحَكِّمِينَ (الْمُتَحَكِّمُونَ), (و) مُتَحَكِّمًا, (ف) مُتَحَكِّمًا, (و) مُتَحَكِّمًا

শাসকবর্ণ : (تَعَكَّم - تَعَكَّم) :

مُسَيِّطِرًا (ف) مُسَيِّطِرًا, (و) مُسَيِّطِرًا, (ف) مُسَيِّطِرًا, (و) مُسَيِّطِرًا

প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী : (سَبَطَرَةٌ - سَبَطَرَةٌ) :

يَقِيلُ (إِفْعَال) إِقَالَةً : ক্ষমা করে না ।

أَوَانٌ (ج) أَرِنَةٌ : সময় ।

يَسْمَعُ (مَج, س) سَمْعًا, سَمْعًا : শোনা হয় না ।

الْقِيلُ : কথা, কথাবার্তা ।

الْقِيلُ (ن) : কথা বলা ।

عَاهَدَ : প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো ।

مُعَاهَدَةً : প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া ।

إِنْدَاعٌ (إِفْعَال) مَد : অনুসরণ করা, অন্যের অনুযায়ী চলা ।

مَنْزَرَةٌ, مَنْزَرَةٌ : পরামর্শ, মন্ত্রণা ।

بِرْتَاغٌ (إِفْعَال) مَد : বিরত হওয়া ।

نَلَيْسَ (تَفْعِيل) مَد : সত্য গোপন করা, রূপ :

পরিবর্তন করা, মিশ্রণ করা ।

رُؤْيَا : (ج) رُؤْيَا : রূপ, ছবি ।

نَصَلَ (ض) فَضْلًا - عَنَّة : পৃথক হয়ে গেল, বিদায় নিল ।

جِبْهَةٌ (ج) جِبْهَاتٍ - (وَالْوَجْهَةُ) : দিক, কেনারা, নিকট ।

الْخَنْزَرُ (ض, ن) : মদ : প্রভারণা/ বিশ্বাস ঘাতকতা করা ।

بَلَمْعٌ : চমকাস্ত্র ।

(ن) لَمْعًا, لَمْعًا : চমকানো ।

جِبْهَةٌ (ف) جِبَاهٍ, جِبَاهَاتٍ : কপাল, ললাট ।

(لَمْ) أَرَأَيْتَ رَأْيًا, رُؤْيَا : আমি দেখি নি ।

أَعْجَبَ (إِسْم تَفْعِيل) مَد : অধিক বিস্ময়কর ।

(ج) تَصَارُفٌ, (و) تَصَرَّفٌ : আবর্তন-বিবর্তন ।

(ج) تَصَرَّفٌ (تَفْعِيل) مَد : ফিরিয়ে দেওয়া, পরিবর্তন করা ।

(ج) الْأَسْفَارُ, (و) سَفَرٌ : পর্যটন, ভ্রমণ, সফর ।

لَا قَرَأْتُ (ف) قَرَأَةً : আমি পড়িনি ।

مِثْلُ (ج) أَمْثَالُ : মতো, অনুরূপ, সদৃশ ।

(ج) تَصَانِيفٌ, (و) تَصْنِيفٌ (يَتَعَنَّى مُصَنَّفٌ) : গ্রন্থাবলি ।

تَمَنَّى (تَفْعِيل) مَد : গ্রন্থ রচনা করা ।

(ج) الْأَسْفَارُ, (و) سَفَرٌ : বড় বই, গ্রন্থ ।

المقامة السكندرية

নবম মাকামা : ইসকান্দারিয়ার গল্প

● মাকামার সারসংক্ষেপ ●

এ মাকামায় আবু যায়েদ সারাজী কর্তৃক এক বিচারককে প্রতারিত করে অর্থ আদায় করার কাহিনী বিবৃত হয়েছে। কাহিনীটি এরকম : হারিস ইবনে হাম্বাম একদিন ইসকান্দারিয়ার শাসনকর্তার নিকটে বসা ছিলেন। এমন সময় এক সন্তানবতী মহিলা একজন পুরুষকে নিয়ে আদালতে হাজির হলো এবং এ অভিযোগ দায়ের করল যে, আমি এক সন্তান ও সন্তান পরিবারের কন্যা। আমার বিবাহের জন্য অনেক ভালো ভালো পরিবারের পক্ষ থেকে আসা প্রস্তাব আমার পিতা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কোনো পেশাজীবী যুবকের নিকট আমাকে পাত্রস্থ করবেন। তারপর মহিলাটি তার সাথে আসা পুরুষটির প্রতি ইশ্টিত করে বলল, এক সময় এ লোকটি উপস্থিত হলো এবং আমার পিতাকে জানাল যে, সে আমার পিতার শর্ত মতাবিক একজন পেশাজীবী যুবক। সে মুক্তার মালা প্রস্তুত করে এবং খলি ভর্তি বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে তা বিক্রি করে। এ বলে সে আমার পিতার নিকট আমার বিবাহের প্রস্তাব পেশ করে। আমার পিতা তার চমকপ্রদ কথায় প্রতারিত হন এবং তার নিকট আমাকে পাত্রস্থ করে দেন। আমি যখন পিতার সন্তান সংসার ছেড়ে তার সংসারে গিয়ে উঠলাম, দেখলাম যে, অবস্থা তার বক্তব্যের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। লোকটি একেবারে বেকার, কোনো কাজের নয়। যৌতুক স্বল্প আনা আমার যাবতীয় আসবাবপত্র বিক্রি করে খেয়েছে। আমি তাকে বললাম, তোমার পেশাগত দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে আয়উপার্জনের ব্যবস্থা কর। সে বলে, আমার পেশা হলো, সাহিত্য নিয়ে কাজ করা, যা বর্তমান বাজারে অচল। বর্তমানে এর স্থান ও মূল্যায়ন নেই। এখন আপনার নিকট আবেদন যে, আপনি এর সুবিচার করুন! বিচারক পুরুষ লোকটিকে বললেন, তুমি সত্য কথা বল, না হয় এখনই তোমাকে বন্দি করার নির্দেশ দেব। পুরুষটি একটু ভেবে নিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ কবিতার মাধ্যমে নিজের আত্মপক্ষ সমর্থন করে বক্তব্য দিল। কবিতাটির সারমর্ম এই যে, আমি কোনোরূপ প্রতারণা করিনি। আমার 'মুক্তার মালা প্রস্তুত করা' মানে কাব্য রচনা করা। এটা আমার পেশা। এ কাজ করে আমি এক সময় জীবিকা নির্বাহ করতাম। বর্তমানে সাহিত্যের কোনো মূল্যায়ন নেই। তাই আমি অতি সংকটে নিপতিত হয়ে তার যৌতুকের আসবাবপত্র বিক্রি করে খেয়েছি। বিচারক তার এ দুঃস্বপ্নকর অবস্থার কাব্য গীতা শুনে দয়াক্ষ হন এবং মহিলাটিকে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দেন। আর তাদের সাহায্য স্বরূপ কিছু অর্থকল্পি প্রদান করেন। হারিস ইবনে হাম্বাম ইতঃপূর্বেই তাকে চিনে ফেলেছিলেন। একজন বিশেষ কল্যাণ-চিন্তায় মীলব ছিলেন। আবু যায়েদ চলে যাওয়ার পর হারিস বিচারককে বললেন, এদের প্রকৃত অবস্থা উদ্ভট হওয়ায় মীলব ছিলেন। আবু যায়েদ চলে যাওয়ার পর হারিস বিচারককে বললেন, এদের প্রকৃত অবস্থা উদ্ভট হওয়ায় মীলব ছিলেন। আবু যায়েদ চলে যাওয়ার পর হারিস বিচারককে বললেন, এদের প্রকৃত অবস্থা উদ্ভট হওয়ায় মীলব ছিলেন।

الْمَقَامَةُ التَّاسِعَةُ الْإِسْكََنْدَرِيَّةُ

নবম মাকামা : ইস্কান্দারিয়ার গল্প

قَالَ الْحَارُثُ بْنُ هَمَّامٍ : طَعَابِي مَرَحَ الشَّبَابِ، وَهَوَى الْإِكْتِسَابِ، إِلَى أَنْ جُمِعَتْ مَا بَيْنَ قَرْغَانَةَ وَغَانَةَ، أَخْرَضَ الْفِصَارَ، لِأَجْنَى الثَّمَارِ، وَأَفْتَحِمُ الْأَخْطَارَ، لِكُنْ أَدْرَكَ الْأَوْطَارَ، وَكُنْتُ لِفَتْتٍ مِنْ أَفْوَارِ الْعِلْمَاءِ، وَتَقِفْتُ مِنْ وَصَايَا الْحُكَمَاءِ، أَنَّهُ يَلْزَمُ الْأَدِيبَ الْأَرَبَ، إِذَا دَخَلَ الْبَلَدَ الْغَرِيبَ، أَنْ يَسْتَمِيلَ قَاضِيَهُ، وَيَسْتَخْلِصَ مَرَاضِيَهُ لِيَسْتَشَدَّ ظَهْرُهُ عِنْدَ الْخِصَامِ، وَيَأْمَنَ فِي الْغُرْبَةِ جُورَ الْحُكَمَاءِ.

অনুবাদ : হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন, যৌবনের উদগ্র বাসনা ও উপার্জনের অভিলাষ আমাকে এ পর্যন্ত নিয়ে গেল যে, আমি ফল চয়নের জন্য দীর্ঘ জলপথ পাড়ি দিয়ে এবং উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে প্রবেশ করে ফারগানা ও গানার মধ্যবর্তী অঞ্চল অতিক্রম করলাম। আর আমি আলিমদের মুখ থেকে গ্রহণ করেছি এবং জ্ঞানীদের উপদেশাবলি থেকে এ কথাটি পেয়েছি যে, জ্ঞানী-গুণী সাহিত্যিক যখন ভিন্ন দেশে প্রবেশ করে তখন সেখানকার বিচারককে আকৃষ্ট করে নেওয়া এবং তার সন্তুষ্টির উপায়সমূহকে নিরঙ্কুশ করে নেওয়া তার জন্য আবশ্যিক। যাতে ঋণভাড়াটির সময় তার গৃহ দৃঢ় থাকে এবং প্রবাস জীবনে সে শাসকবর্গের অবিচার থেকে নিরাপদ থাকে।

শাব্দিক অনুবাদ : الْإِسْكََنْدَرِيَّةُ নবম মাকামা الْحَارُثُ بْنُ هَمَّامٍ হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন طَعَابِي আমাকে নিয়ে গেল مَرَحَ الشَّبَابِ যৌবনের উদগ্র বাসনা وَهَوَى الْإِكْتِسَابِ ও উপার্জনের অভিলাষ إِلَى أَنْ جُمِعَتْ এ পর্যন্ত আমি অতিক্রম করলাম مَا بَيْنَ قَرْغَانَةَ وَغَانَةَ ফারগানা ও গানার মধ্যবর্তী অঞ্চল أَخْرَضَ الْفِصَارَ বিশাল জলপথ পাড়ি দিয়ে لِأَجْنَى الثَّمَارِ আমি ফল চয়নের জন্য وَأَفْتَحِمُ الْأَخْطَارَ এবং ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে প্রবেশ করে لِكُنْ أَدْرَكَ الْأَوْطَارَ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য وَكُنْتُ لِفَتْتٍ مِنْ أَفْوَارِ الْعِلْمَاءِ আর আমি গ্রহণ করেছি এবং জ্ঞানীদের উপদেশাবলি থেকে أَنَّهُ يَلْزَمُ الْأَدِيبَ الْأَرَبَ আবশ্যিক করে নেওয়া قَاضِيَهُ আকৃষ্ট করে নেওয়া وَيَسْتَخْلِصَ مَرَاضِيَهُ তার সন্তুষ্টির উপায়সমূহ যাতে তার جُورَ الْحُكَمَاءِ প্রবাস জীবনে সে শাসকবর্গের অবিচার থেকে নিরাপদ থাকে.

শব্দ বিশ্লেষণ

طَعَابِي (ন) طَعَرًا - নিয়ে গেল, নিক্ষেপ করল।
مَرَحَ : উদগ্র আনন্দ, -বাসনা।
مَرَحَ (স) مَرَحَ : অতিশয় আনন্দিত/গর্বিত হওয়া।
الشَّبَابُ : যৌবন।
الشَّبَابُ (ض) مَرَحَ : যৌবনে উপনীত হওয়া।

هَوَى (ج) هَوَى : আগ্রহ, কামনা, অভিলাষ, প্রেম।
الْإِكْتِسَابِ : উপার্জন করা।
جُمِعَتْ : অতিক্রম করলাম।
(ن) جُمِعَتْ : অতিক্রম করা।
قَرْغَانَةَ : বর্তমান কাজাকিস্তানের একটি শহর।

আফ্রিকার একটি দেশের নাম : غَابَةُ

পাড়ি দেই : أَخْوَصُ

পাড়ি দেওয়া : (ن) خَوَصًا

বিশাল জলরাশি, জলপথ : (ج) الْغَمَارُ، الْعُمُورُ (و) غَمَرَّ

ফল চয়নের জন্য : (ل) أَجْنَى

ফল পাড়া : (ض) جَنَّى

ফল, ফলমূল : (و) ثَمَرَ، (ج) الْيَمَارُ

প্রবেশ করব, -করি : اقْتَحِمَ

প্রবেশ করা : (إِثْمَالًا) اقْتَحَمَ

ঝুঁকিপূর্ণস্থান : (و) خَطَرٌ، (ج) الْأَخْطَارُ

হাসিল করার জন্য : أَدْرَكَ

পাওয়া। হাসিল করা : (إِثْمَالًا) ادْرَأَى

প্রয়োজন, উদ্দেশ্য : (و) رَطَرٌ، (ج) الْأَوْطَارُ

আমি দ্রুত গ্রহণ করেছি : كُنْتُ لَقِيفْتُ

দ্রুত গ্রহণ করা : (س) لَقَفْتُ، لَقَفَاتٌ

মুখ, জবান : (و) فَوَهٌ، فَاءٌ، فَيْهٌ

জানী, আলিম : (و) عَالِمٌ، (ج) الْعَلَمَاءُ

আমি পেয়েছি : ثَقِيفْتُ

পাওয়া : (س) ثَقَفْتُ

উপদেশ, সুপরামর্শ : (ج) وَصَايَا، (و) رَمِيَّةٌ

জানী, পণ্ডিত : (و) حَكِيمٌ، (ج) الْحَكَمَاءُ

আবশ্যক হয়/-হবে : يَلْزَمُ

আবশ্যক হওয়া : (س) زَوَّضًا

সাহিত্যিক : (ج) أَدَبَاءٌ

জ্ঞানী : (ن) رَابِعَةً - (ك) رَابِعَةً

[যখন] প্রবেশ করে : (ن) دَخَلَ (إِذَا)

দেশ, শহর : (ج) يَلَدٌ، بِلْدَانٌ

আল্‌গরিব (সদ, মড, মস : غَرِبَةٌ - ن) (ج) غَرَبَاءُ :

মুসাফির, প্রবাসী, অপরিচিত, অজান,

আকৃষ্ট করে নেওয়া : (أَنْ) يَسْتَمِيلُ (إِسْمَالًا) اِسْتَمَالَ

তাসী (قَاضٍ) (فَا, مَد, مَس : قَضَاءٌ ض) (ج) قَضَاءٌ :

বিচারক, বিচারপতি :

(أَنْ) يَسْتَخْلِصُ : নিরঙ্কুশ করে নেওয়া :

(ج) مَرَاضِي، (و) مَرَضَاءٌ : সন্তুষ্টির উপায় :

يَسْتَدُّ (اِسْتِمَالًا) اِسْتَدَّ : দৃঢ় থাকে, শক্ত থাকে :

ظَهَرٌ : (ج) أَظْهَرَ، ظُهُورٌ، ظُهُرَانٌ : পৃষ্ঠ, পিঠ :

আগড়াঝাটি : الْغِصَامُ

আগড়া করা : الْغِصَامُ (مُفَاعَلَةً) مَص :

يَأْمَنُ (س) أَمْنًا، أَمَانًا : নিরাপদ/নিশ্চিত থাকে :

আল্‌গরিব : الْغَرَبَةُ :

প্রবাস, প্রবাস জীবন : الْغَرَبَةُ (ن) مَص :

প্রবাসী হওয়া : الْغَرَبَةُ (ن) مَص :

জবর : جَوْرٌ

অবিচার করা : (و) حَاكِمٌ

শাসকবর্গ : (و) حَاكِمٌ

فَاتَّخَذْتُ هَذَا الْأَدَبَ إِسَامًا، وَجَعَلْتُهُ
لِمَصَالِحِ زَمَانًا، فَمَا دَخَلْتُ مَدِينَةً، وَلَا
وَلَجْتُ غَرِيْبَةً، إِلَّا وَامْتَرَجْتُ بِحَاكِمِهَا
امْتِزَاجَ الْمَاءِ بِالرَّاحِ، وَتَقَوَّيْتُ بِعَيْنَايِهِ
تَقَوَّى الْأَجْسَادُ بِالْأَرْوَاحِ، فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ
حَاكِمِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، فِي عَشِيَّةٍ غَرِيْبَةٍ.

অনুবাদ : তাই আমি এই নীতিটিকে আমার
পথনির্দেশক রূপে গ্রহণ করলাম এবং এটাকে আমার
সুযোগ-সুবিধার বাগানের পরিণত করলাম সুতরাং
আমি যে শহরেই প্রবেশ করলাম এবং যে বাঘের
ঝোপেই ঢুকলাম, তার শাসকের সাথে, শহরের পানি
মেশার মতো মিশে গেলাম এবং তার তত্ত্বাবধানে শক্তিশালী হলাম
দ্বারা শরীর শক্তিশালী হওয়ার মতো শক্তিশালী হলাম
একদা আমি ইসকান্দারিয়ার শাসকের কাছে এক হিমেল
সন্ধ্যায় উপবিষ্ট ছিলাম :

শাব্দিক অনুবাদ : فَاتَّخَذْتُ তাই আমি গ্রহণ করলাম هَذَا الْأَدَبَ এই নীতিটি إِسَامًا আমার পথনির্দেশক রূপে وَجَعَلْتُهُ এবং আমি এটাকে পরিণত করলাম لِمَصَالِحِ আমার সুযোগ-সুবিধার জন্য فَمَا دَخَلْتُ مَدِينَةً বাগানের মতো وَوَلَجْتُ غَرِيْبَةً যে বাঘের ঝোপেই ঢুকলাম بِحَاكِمِهَا তার শাসকের সাথে মিশে গেলাম امْتِزَاجَ الْمَاءِ بِالرَّاحِ শহরের পানি মেশার মতো وَتَقَوَّيْتُ بِعَيْنَايِهِ এবং তার তত্ত্বাবধানে শক্তিশালী হলাম تَقَوَّى الْأَجْسَادُ بِالْأَرْوَاحِ প্রাণ দ্বারা শরীর শক্তিশালী হওয়ার মতো فَبَيْنَمَا أَنَا একদা আমি (উপবিষ্ট ছিলাম) عِنْدَ حَاكِمِ (উপবিষ্ট ছিলাম) الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ ইসকান্দারিয়ার শাসকের কাছে এক হিমেল সন্ধ্যায় :

শব্দ বিশ্লেষণ

আমি গ্রহণ করলাম : اتَّخَذْتُ
গ্রহণ করা : اتَّخَذْتُ
শিষ্টাচার, সাহিত্য, নীতি : الْأَدَبُ
সাহিত্যিক হওয়া : اتَّخَذْتُ (أ) مَد :
পথনির্দেশক, দিশারী, নেতা : إِسَامٌ (ج) أَيَّةٌ، أَيْمَةٌ :
ইমাম হওয়া : إِسَامٌ (أ) مَد :
আমি পরিণত করলাম : جَعَلْتُ (أ) جَعَلًا :
সুযোগ-সুবিধা : (ج) مَصَالِحٌ :
বাগানের, নাকড়োর, লাগাম : زَمَانٌ (ج) أَرْبَعَةٌ :
আমি প্রবেশ করলাম : دَخَلْتُ (أ) دُخُولًا :
আমি যে শহরেই প্রবেশ করলাম : مَا دَخَلْتُ مَدِينَةً إِلَّا :
শহর, মফস্বল শহর : مَدِينَةٌ (ج) مَدَنٌ، مَدَائِنٌ :
যে (ঝোপেই) ঢুকলাম : لَا وَلَجْتُ إِلَّا :
প্রবেশ করা : (أ) وَلَوْجَةٌ، لَجَجْتُ :
বাঘের ঝোপ : غَرِيْبَةٌ (ج) غَرَابٌ :
আমি মিশলাম, মিশে গেলাম : امْتَرَجْتُ :
মিশ্রিত হওয়া : امْتِزَاجًا (أ) امْتِزَاجًا :
মিশ্রিত হওয়া :

হাকিম (ف) : حَاكِمٌ (ج) حُكْمٌ، حَاكِمُونَ :
মিশ্রিত হওয়া, মিশে যাওয়া : امْتِزَاجٌ (أ) امْتِزَاجٌ :
পানি : الْمَاءُ (ج) مِيَاءٌ، مُمَرٌ :
শরাব, আনন্দ : الرِّاحُ :
আমি শক্তিশালী হলাম : تَقَوَّيْتُ :
শক্তিশালী হওয়া : تَقَوَّى :
তত্ত্বাবধান করা, সংরক্ষণ করা : عَيْنَايَهُ (أ) عَيْنٌ :
শক্তিশালী হওয়া : تَقَوَّى (أ) تَقَوَّى :
শরীর, দেহ : الْأَجْسَادُ (ج) جَسَدٌ :
আত্মা, প্রাণ : الرُّوحُ (ج) رُوحٌ :
বিনামা (ب) : أَنَا عِنْدَ
একদা আমি... নিকটই ছিলাম :
মিসরের একটি শহর : الْإِسْكَنْدَرِيَّةُ :
এসিয়ে : عَشِيَّةٌ (ج) عِشَاءٌ، عِشَاءٌ :
সন্ধ্যা, মেঘ : غَرِيْبَةٌ (ج) غَرَابٌ :
শীতল বাতাস, ঠাণ্ডাবায়ু : غَرِيْبَةٌ (ج) غَرَابٌ :
হিমেল সন্ধ্যা : غَرِيْبَةٌ (ج) غَرَابٌ :

وَقَدْ أَحْضَرَ مَالَ الصَّدَقَاتِ، لِيَقُضَهُ عَلَى
ذَوِي الْفَقَاتِ، إِذْ دَخَلَ شَيْخٌ عَفْرِيَّةً، تَعَبَلَهُ
إِمْرَأَةٌ مُصِيبِيَّةٌ، فَقَالَتْ - أَيُّدُ اللَّهِ الْقَاضِيُ،
وَأَدَامَ بِهِ التَّرَاضِيُ - إِنِّي امْرَأَةٌ مِنْ أَكْرَمِ
جُرُومَةٍ، وَأَطْهَرِ أَرْوَمَةٍ، وَأَشْرَفِ خَوَلَةٍ
وَعُمُومَةٍ، مِيسِمَى الصُّونِ -

অনুবাদ : আর তখন তিনি সদকার মাল অভাবী-
মধ্যে বণ্টন করার জন্য হাজির করালেন। ইত্যবসরে
এক পিশাচ বৃদ্ধ ব্যক্তি প্রবেশ করল, তাকে টেনে আনছে
এক সন্তানধারিণী মহিলা। মহিলাটি বলল, -আল্লাহ তা'আলা
বিচারককে সাহায্য করুন এবং তার মাধ্যমে
পারস্পরিক সম্বন্ধি সর্বদা বহাল রাখুন - নিশ্চয় আমি
একজন সম্ভ্রাত বংশের এবং পবিত্র গোত্রের মহিলা
মাতুল ও পিতৃব্যের দিক থেকে অভিজাত। আমার
পরিচয় আশ্রয়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَدْ أَحْضَرَ তখন তিনি হাজির করালেন لِيَقُضَهُ বণ্টন করার জন্য
ذَوِي الْفَقَاتِ অভাবীদের মধ্যে إِذْ دَخَلَ ইত্যবসরে প্রবেশ করল شَيْخٌ عَفْرِيَّةً এক পিশাচ বৃদ্ধ ব্যক্তি
تَعَبَلَهُ তাকে টেনে আনছে
إِمْرَأَةٌ مُصِيبِيَّةٌ এক সন্তানধারিণী মহিলা
فَقَالَتْ মহিলাটি বলল
أَيُّدُ اللَّهِ الْقَاضِيُ আল্লাহ তা'আলা বিচারককে সাহায্য করুন
وَأَدَامَ بِهِ তার মাধ্যমে
التَّرَاضِيُ সর্বদা বহাল রাখুন
إِنِّي امْرَأَةٌ مِنْ أَكْرَمِ পারস্পরিক সম্বন্ধি
جُرُومَةٍ নিশ্চয় আমি একজন মহিলা
وَأَطْهَرِ أَرْوَمَةٍ সম্ভ্রাত বংশের
وَأَشْرَفِ خَوَلَةٍ এবং পবিত্র
وَعُمُومَةٍ গোত্রের
مِيسِمَى অভিজাত
الصُّونِ আমার পরিচয় আশ্রয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

(قَدْ) أَحْضَرَ : হাজির করালেন।

(إِنْعَالَ) أَحْضَارًا : হাজির করানো।

مَالٌ : (ج) أَمْوَالٌ : মাল, সম্পদ, বিস্তু-বৈভব।

(ج) الصَّدَقَاتِ, (و) صَدَقَةٌ : সদকা, দান-মানত।

(ل) يَقُضُ (ن) قَضًا : বণ্টন করার জন্য।

ذُو : (ج) ذَوُونَ : অধিকারী, মালিক।

(ج) الْفَقَاتِ, (و) فَاقَةٌ : অভাব, অনটন, দারিদ্র্য।

ذَوِي الْفَقَاتِ : অভাবী/দরিদ্র লোকজন।

دَخَلَ (ن) دَخُولًا : প্রবেশ করল।

عَفْرِيَّةٌ : (ج) عَفَارِيٌّ عَفْرِيَّةٌ (ج) عَفَارِيَّتُ : পিশাচ, অতিশয় ধুরন্ধর, প্রভাকর।

تَعَبَلَهُ : সে [মহিলা] টেনে আনছে।

(ن) ضَى عَتَلًا : টেনে আনা।

إِمْرَأَةٌ : (ج) نِسَاءٌ نِسْرَةٌ (مِنْ غَيْرِ لَفْظِيٍّ) : মহিলা, নারী, রমণী।

مُصِيبِيَّةٌ (فَامُومٌ, مَصِيبَةٌ-إِنْعَالَ) : সন্তানধারিণী মহিলা।

أَيُّدُ : (دُعَائِيَّةٌ) : সাহায্য করুন।

تَرَاضِيًا : (تَفْعِيلٌ) : সাহায্য করা।

الْقَاضِيُ (قَاضٍ) (فَا, مَذ, مَصَد : قَضَاءٌ - ض) (ج) قُضَاءٌ :

বিচারক, বিচারপতি।

أَدَامَ : (دُعَائِيَّةٌ) : সর্বদা বহাল রাখুন।

(إِنْعَالَ) إِدَامَةً : সর্বদা বহাল রাখা।

التَّرَاضِيُ : সম্বন্ধি।

التَّرَاضِيُ (تَفَاعُلٌ) مَص : পরস্পরে সম্বন্ধি থাকা।

أَكْرَمَ (اسْمٌ تَفْظِيلٌ, مَذ, مَص : كَرَامَةٌ - ك) :

অধিক সম্ভ্রাত, অভিজাত।

جُرُومَةٍ, جُرُومٌ : (ج) جَرَائِمٌ : মূল, গোড়া, [বংশ]।

أَطْهَرِ (اسْمٌ تَفْظِيلٌ, مَذ, مَص : طَهْرٌ - ن) : অধিক পবিত্র।

أَرْوَمَةٍ, أَرْوَمٌ : (ج) أَرْوَمٌ : [গোত্রের] মূল, [গোত্রের] তিহা।

أَشْرَفِ (اسْمٌ تَفْظِيلٌ, مَذ, مَص : شَرَفَةٌ - ك) : অভিজাত, সম্ভ্রাত।

(ج) خَوَلَةٍ, خَوُولٌ, خَوْلٌ, أَخْوَالٌ, أَخَوَةٌ, (و) خَالٌ : মামা, মাতুল।

(ج) عُمُومَةٍ, أَعْمَامٌ, أَعْمٌ, (و) عَمٌّ : চাচা, পিতৃব্য।

مِيسِمَى (ج) مِيسِمَى : চিহ্নিত করার হাতিয়ার, চিহ্ন, স্বপ-লাবণ্য।

الصُّونِ (ن) مَص : সংরক্ষণ করা।

الشُّونِ : সংরক্ষণ, আশ্রয়।

وَسَيَمُنِي الْهَرُونَ، وَخَلَقَنِي نِعَمَ الْعَرُونَ، وَيُنِي
وَيُنِي جَارَاتِي بَوْنٌ وَكَانَ أَبِي إِذَا خَطَبَنِي
بِنَاءَ الْمَجْدِ، وَأَرِيَابُ الْجِدِّ، سَكَّتَهُمْ
وَكَتَّتَهُمْ، وَعَانَ وَصَلَّتَهُمْ وَصَلَّتَهُمْ، وَاحْتَجَّ
بِأَنَّهُ عَاهَدَ اللَّهُ تَعَالَى بِحِلْفِهِ، أَن لَّا
يُصَاهِرَ غَيْرَ ذِي حَرْفَةٍ، فَقَبِضَ الْقَدَرُ
لِنَصِييَ وَوَصِييَ، أَن حَضَرَ هَذَا الْخُدْعَةُ
نَادَى أَبِي، فَأَقْسَمَ بَيْنَ رَهْطِهِ، أَنَّهُ وَقَفَ
شَرْطِهِ، وَأَدْعَى أَنَّهُ طَالَمَا نَظَمَ دُرَّةً إِلَى دُرَّةٍ،
فَبَاعَهُمَا بِبَذْرَةٍ.

অনুবাদ : আমার স্বভাব নম্রতা এবং আমার চরিত্র
আমার উৎকৃষ্ট সহায়ক। আমার ও আমার
প্রতিবেশীদের মাঝে রয়েছে বিস্তার ব্যবধান। যখন
সৌভাগ্যবান ও অভিজাত লোকেরা আমার বিবাহের
প্রস্তাব দিত তখন আমার পিতা তাদেরকে চূপ করিয়ে
দিতেন এবং তাদেরকে লাজওয়াব করে দিতেন। তিনি
তাদের সাথে মিশতে এবং তাদের উপটৌকন গ্রহণ
করতে অপছন্দ করতেন। এবং তিনি এ বলে দলিল পেশ
করতেন যে, তিনি কসম সহকারে আল্লাহ তা'আলার
সাথে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়েছেন যে, তিনি কোনো
পেশাজীবী ব্যক্তিত্ব কারও স্বত্ত্ব হবেন না। অতঃপর
আমার ক্রান্তি ও অসুস্থতার জন্য ভাগ্য এটা অবধারিত
করল যে, এই প্রতারক লোকটি আমার পিতার মজলিসে
হাজির হলো এবং তার মজলিসের লোকজনের সামনে
কসম করে বলল যে, সে তার শর্ত মূতাবিক পায়। সে
আরও দাবি করল যে, সে অনেক সময় এক মুক্তার সাথে
আরেক মুক্তা গেঁথেছে এবং উভয়টি সে এক বা দশ
হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করেছে।

শাব্বিক অনুবাদ : وَسَيَمُنِي الْهَرُونَ আমার স্বভাব নম্রতা خَلَقَنِي আমার চরিত্র نِعَمَ الْعَرُونَ উৎকৃষ্ট সহায়ক
وَيُنِي আমার ও আমার প্রতিবেশীদের মাঝে রয়েছে [বিস্তার] ব্যবধান أَبِي আমার পিতা إِذَا خَطَبَنِي যখন আমার
বিবাহের প্রস্তাব দিত بِنَاءَ الْمَجْدِ অভিজাত লোকেরা وَأَرِيَابُ الْجِدِّ এবং সৌভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ سَكَّتَهُمْ তিনি তাদেরকে চূপ
করিয়ে দিতেন وَكَتَّتَهُمْ এবং তাদেরকে লাজওয়াব করে দিতেন وَعَانَ وَصَلَّتَهُمْ وَصَلَّتَهُمْ তাদের সাথে
মিশতে وَأَحْتَجَّ بِأَنَّهُ عَاهَدَ اللَّهُ تَعَالَى بِحِلْفِهِ কসম সহকারে তিনি অপছন্দ করতেন যে এ বলে দলিল পেশ করতেন
তিনি কোনো پেশাজীবী ব্যক্তিত্ব কারও স্বত্ত্ব হবেন না وَوَصِييَ আমার نَصِييَ অতঃপর ভাগ্য এটা অবধারিত করল
وَهَذَا الْخُدْعَةُ এই প্রতারক লোকটি نَادَى أَبِي আমার পিতার মজলিসে فَأَقْسَمَ কসম করে বলল
بَيْنَ رَهْطِهِ তার মজলিসের লোকজনের সামনে أَنَّهُ وَقَفَ তার শর্ত মূতাবিক পায় وَأَدْعَى أَنَّهُ
طَالَمَا نَظَمَ Dُرَّةً إِلَى Dُرَّةً সে এক মুক্তার সাথে আরেক মুক্তা গেঁথেছে وَفَبَاعَهُمَا بِبَذْرَةٍ এবং উভয়টি সে হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করেছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

স্বভাব, অভ্যাস, চরিত্র : سَيَمٌ (ج) سِيَمٌ
নম্রতা, গাণ্ডীষ : الْهَرُونَ

আমার ও আমার সহজ ইওয়া : الْهَرُونَ (ن) مَد :

উদ্ভবগত আচার-আচরণ, অভ্যাস, মানবতা : خَلَقٌ (ج) أَخْلَاقٌ

নিম্ন, উৎকৃষ্ট : نِعَمَ (فِعْلُ الْمَدْحِ)

আহায্য, সাহায্যকারী, খাদেম : الْعَرُونَ

আহায্য করা : الْعَرُونَ (ن) مَد :

মাঝে, মাঝে : بَيْنَ (طَرَفَ)

প্রতিবেশী : (ج) جَارَاتٍ، (و) جَارَةٌ

দূরত্ব, ব্যবধান, পার্থক্য : بَوْنٌ

فَاغْتَرَّ ابْنِي بِزُخْرَفَةِ مُحَالِهِ، وَوَجَّحْنِيهِ قَبْلَ
اِخْتِبَارِ حَالِهِ، فَلَمَّا اسْتَخْرَجْنِي مِنْ
كُنَائِي، وَرَحَلْنِي مِنْ أَنْبَاسِي، وَنَقَلْنِي إِلَى
كُسْرِهِ، وَحَصَلْنِي تَحْتَ أَسْرِهِ، وَجَدْتُهُ قَعْدَةً
جَثْمَةً، وَالْفَيْتَةَ ضُجْعَةً نَوْمَةً، وَكُنْتُ
صَحْبَتَهُ بِرِشَائِهِ وَزَيْيَ، وَأَثَابَ وَرِيَّ، فَمَا بَرِحَ
يَبِيعُهُ فِي سَوَاقِ الْهَضْمِ، وَيَتَلَبَّ ثَمَنَهُ فِي
الْخَضْمِ وَالْقَضْمِ .

অনুবাদ : এতে আমার পিতা তার মিথ্যা কথার চমকপ্রদতায় প্রতারিত হলেন এবং তার অবস্থা যাচাই করার পূর্বেই তার কাছে আমাকে বিবাহ দিলেন। অতঃপর সে যখন আমাকে আমার ঘর থেকে বের করে আনল এবং আমাকে আমার আত্মীয়-স্বজন থেকে বিনায় করে নিল এবং আমাকে তার গৃহ কোণে স্থানান্তরিত করল, আর আমাকে তার বন্ধনের অধীনে লাভ করল তখন আমি তাকে অত্যধিক অকর্মণ্য ও অলস দেখতে পেলাম। আর আমি তাকে অধিক শয়নপ্রিয় ও নিদ্রাপ্রিয় পেলাম। আমি উত্তম লেবাস-পোশাক, আসবাবপত্র ও উৎকৃষ্ট অবস্থা সহকারে তার সান্নিধ্য গ্রহণ করেছিলাম। অথচ সে তা একাধারে বিনষ্টের বাজারে বিক্রি করতে থাকল এবং অধিক ভোজন ও স্বল্প ভোজনে তার পরস্য নষ্ট করতে থাকল।

দাখিক অনুবাদ : فَاغْتَرَّ আমার পিতা প্রতারিত হলেন بِزُخْرَفَةِ তার মিথ্যা কথার চমকপ্রদতায় وَوَجَّحْنِيهِ তার এবং তার কাছে আমাকে বিবাহ দিলেন قَبْلَ اِخْتِبَارِ তার অবস্থা যাচাই করার পূর্বেই اسْتَخْرَجْنِي আমার ঘর থেকে বের করে আনল مِنْ أَنْبَاسِي আমার আত্মীয়-স্বজন থেকে وَنَقَلْنِي إِلَى كُسْرِهِ আর আমাকে লাভ করল وَحَصَلْنِي تَحْتَ أَسْرِهِ আর আমাকে অত্যধিক অকর্মণ্য وَجَدْتُهُ قَعْدَةً অত্যধিক অলস وَالْفَيْتَةَ ضُجْعَةً অত্যধিক শয়নপ্রিয় وَكُنْتُ صَحْبَتَهُ অত্যধিক অলস بِرِشَائِهِ উত্তম লেবাস-পোশাক সহকারে وَزَيْيَ এবং আসবাবপত্র ও উৎকৃষ্ট অবস্থা সহকারে তার সান্নিধ্য গ্রহণ করেছিলাম فَمَا بَرِحَ অতঃপর সে তা একাধারে বিক্রি করতে থাকল فِي سَوَاقِ الْهَضْمِ বিনষ্টের বাজারে وَيَتَلَبَّ ثَمَنَهُ এবং সে তার পরস্য নষ্ট করতে থাকল فِي الْخَضْمِ وَالْقَضْمِ অধিক ভোজন ও স্বল্প ভোজনে।

শব্দ বিশ্লেষণ

প্রতারিত হলেন : اِغْتَرَّ
প্রতারিত হওয়া : اِغْتَرَّارًا
পিতা, জনক : أَبٌ : (ج) أَبَاءُ، أَبَوْنَ
চমকপ্রদ/ পরিপাটি/ সুন্দর করা : زُخْرَفَةٌ : (فعللة) مَصْدُ
ডসজব, বাতিল, মিথ্যা, অসার : مُحَالٌ : (مادة : حول)
বিবাহ দিলেন : وَجَّحَ : (تَعْمِيل) تَزْوِجًا
পরীক্ষা করা, যাচাই করা : اِخْتَبَارٌ : (اِقتِمَال) مَصْدُ
অবস্থা, আকৃতি, প্রকৃতি : حَالٌ : (ج) أَحْوَالٌ، أَحْوَزَةٌ
সে বের করে আনল : اسْتَخْرَجَ :

বের করে আনা : اِسْتَفْعَالَ اِسْتَحْرَاجًا
হরিণের আবাসস্থল, [ঘর] : كُنَائِي : (ج) اَكْنِيَّةٌ، كُنَسٌ
বিদায় করে নিল : رَحَلُ : (تَفْعِيل) تَرْجِيلًا
বিদায় করে নেওয়া : اِنْفِغَالٌ : (ج) اِنْفِغَالٌ، اِنْفِغَالٌ
লোকজন, [আত্মীয়-স্বজন] : اَنْبَاسِي : (و) اِنْبَاسِي
স্থানান্তরিত করল, নিয়ে গেল : نَقَلَ : (ن) نَقْلًا
গৃহকোণ, তাঁবু বা কামরার কোনা : كُسْرٍ : (ج) كُسْرٌ، اَكْسَارٌ
সে লাভ করল, হাসিল করল : حَصَلَ : (تَفْعِيل) تَحْصِيلًا
লাভ করা : اِحْصَالٌ :

বন্ধন। : **أَسَرَ**

ফিতে দ্বারা বাঁধা, বন্দী করা। : **أَسَرَ (ض) مَصَد :**

আমি [দেখতে] পেলাম। : **وَجَدْتُ**

(ض) **وَجَدْتُ، وَجَدَانًا :** পাওয়া।

অত্যধিক অকর্মণ্য, নিরুদ্যম। : **قُعْدَةٌ (مَب، مَصَد: قُوْد-ن) :**

অত্যধিক অলস। : **جُئِمَةٌ (مَب، مَصَد: جُئِم-ن (ض) :**

আমি পেলাম। : **أَلْفَيْتُ (إِنْعَال) إِلْفَاءً :**

صَجَعَةٌ (مَب، مَصَد: صَجَع، صَجَعٌ-ف) : অলস, শয়নপ্রিয়।

تَوَمَّة (مَب، مَصَد: تَوَم، تَوَام-س) : অলস, নিদ্রাপ্রিয়।

كُنْتُ (صَحِبْتُ (س) صَعْبَةً، صَحَابَةً : সান্নিধ্য গ্রহণ করেছিলাম।

رِيَّاشٌ، أَرِيَّاشٌ، (و) رِيَّاشٌ، رِيَّاشَةٌ : উত্তম লেবাস-

পোশাক।

زَيٍّ (ج) أَزْيَاءً : আকার, আকৃতি, পোশাক।

أَثَاكُ : গৃহের আসবাব-পত্র।

رِيٍّ : সুদৃশ্য, [উৎকৃষ্ট অবস্থা]।

একাধারে করতে থাকল। : **لَا يَرْح (فِعْل نَاقِص) :**

পৃথক হলো, সরে গেল। : **بَرَحًا، بَرَّاحًا :**

বিক্রি করতে থাকল। : **يَبِيعُ - (مَابِرَح) :**

বিক্রি করা। : **يَبِيعًا :**

سَوَّى (ج) أَسَوَّى : বাজার, হাট।

فَضَّم : বিনষ্ট, ক্ষতি, গচ্ছা।

أَنَهَضَ (ن) مَصَد : ভাঙ্গা।

يُتْلِفُ (مَابِرَح) يُتْلِفُ : নষ্ট করতে থাকল।

إِنْعَال) إِنْثَلَفًا : নষ্ট করা।

ثَمَّنَ (ج) أَثْمَانًا، أَثْمِينَةً، أَثْمَنَ : বিনিময়, বিক্রি লব্ধ।

অর্থ, মূল্য।

خَفَضَ : অধিক ভোজন।

الْخَفَضَ (ض، س) مَصَد : মুখ ভর্তি করে খাওয়া।

قَضَمَ : স্বল্প ভোজন।

الْقَضَمَ (ض، س) مَصَد : দাঁতের মাথা দ্বারা কেটে খাওয়া।

إِلَى أَنْ مَرَّقَ مَالِي بِأَسْرِهِ، وَأَنْفَقَ مَالِي فِي
عُسْرِهِ. فَلَمَّا أَنْشَأَنِي طَعْمَ الرَّاحَةِ، وَغَادَرَ
بَيْتِي أَنْفَى مِنَ الرَّاحَةِ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا هَذَا !
إِنَّهُ لَا مَخْبَأَ بَعْدَ بُوَيْسٍ، وَلَا عِطْرَ بَعْدَ
عُرُوسٍ، فَانْهَضْ لِإِكْتِسَابِ بِضَاعَتِكَ،
وَأَجِّن ثَمَرَةَ بَرَاعَتِكَ، فَزَعِمَ أَنْ صِنَاعَتَهُ
قَدَرَمِيَتْ بِالْكَسَادِ، لِمَا ظَهَرَ فِي الْأَرْضِ
مِنَ الْفَسَادِ وَلَيْ مِنْهُ سَلَاةٌ، كَأَنَّهُ خِلَاةٌ،
وَكِلَا مَا يَنْتَالُ مَعَهُ شُبَعَةٌ، وَلَا تَرَقُّ لَهُ مِنْ
الطَّوَى دَمْعَةٌ.

অনুবাদ : এভাবে সে আমার যা কিছু ছিল সবই ছিন্-ভিন্ করে ফেলল এবং আমার সম্পদ তার অভাব-অনটনে ব্যয় করে ফেলল। অতঃপর যখন সে আমাকে শান্তির হাদ ভুলিয়ে দিল এবং আমার গৃহকে হাতের তালু চোখে পরিষ্কার করে ছেড়ে দিল তখন আমি তাকে বললাম, হে সাহেব! নিশ্চয় কষ্টের পরে রাখতাক থাকে না এবং বর বা নব-বধুর বাসর যাপনের পর সুগন্ধির প্রয়োজন থাকে না। সুতরাং তুমি তোমার শিল্প দ্বারা জীবিকা উপার্জনের জন্য প্রস্তুত হও এবং তুমি তোমার গুণ-গরিমার ফল চয়ন কর। তখন সে বলল যে, তার শিল্প মার খেয়ে গেছে। কেননা পৃথিবীতে অনর্থ প্রকাশ পেয়েছে। তার ঠরসজাত আমার এক সন্তান রয়েছে, যেন সে একটি খিলাল [অর্থাৎ, জীর্ণ-শীর্ণ] এবং আমরা উভয়ে তার [অর্থাৎ, সন্তানের] উপস্থিতিতে পেট পূরে খেতে পাই না এবং ক্ষুধায় তার অশ্রু বন্ধ হয় না।

শাব্দিক অনুবাদ : إِلَى أَنْ مَرَّقَ : এভাবে সে ছিন্ ভিন্ করে ফেলল আমার যা কিছু ছিল সবই ছিন্ ভিন্ করে ফেলল এবং আমার সম্পদ ব্যয় করে ফেলল عُسْرِهِ তার অভাব-অনটনে فَلَمَّا أَنْشَأَنِي طَعْمَ الرَّاحَةِ : অতঃপর সে যখন আমাকে ভুলিয়ে দিল শান্তির হাদ وَغَادَرَ : এবং আমার গৃহকে ছেড়ে দিল الرَّاحَةِ হাতের তালুর চোখে পরিষ্কার করে ছেড়ে দিল فَقُلْتُ لَهُ : : তখন আমি তাকে বললাম يَا هَذَا : হে সাহেব! إِنَّهُ لَا مَخْبَأَ : নিশ্চয়ই রাখ-তাক থাকে না بَعْدَ بُوَيْسٍ : কষ্টের পর Eَطْر : সুগন্ধির প্রয়োজন থাকে না فَانْهَضْ : নববধুর পর সূতরাং তুমি প্রস্তুত হও لِإِكْتِسَابِ : জীবিকা উপার্জনের জন্য أَنْ : VIN : তোমার শিল্প দ্বারা وَأَجِّن : তুমি চয়ন কর ثَمَرَةَ : তোমার গুণ-গরিমার ফল بَرَاعَتِكَ : তখন সে বলল أَنْ : : তোমার শিল্পকর্ম মার খেয়ে গেছে صِنَاعَتَهُ : কেননা পৃথিবীতে প্রকাশ পেয়েছে قَدَرَمِيَتْ : তার ঠরসজাত بِالْكَسَادِ : আমার এক সন্তান রয়েছে فِي الْأَرْضِ : যেন সে একটি খিলাল مِنْ : এবং شُبَعَةٌ : আমরা উভয়ে مَعَهُ : তার উপস্থিতিতে পেট পূরে খাবার لَا تَرَقُّ : এবং বন্ধ হয় مِنْ : তার অশ্রু دَمْعَةٌ : অশ্রু।

শব্দ বিশ্লেষণ

অবশেষে, এ পর্যন্ত যে : : إِلَى أَنْ (إِلَى, أَنْ)

ছিন্ভিন্ করে ফেলল : : مَرَّقَ

(تَغَيَّلَ) : : تَمَرَّقَ

ছিন্ভিন্ করে ফেলা : : مَالِي (مَا بَعَثَنِي) : : الَّذِي (بَعْدَ) : : تَجَرَّرَ (مُتَّعِلٌ)

আমার যা কিছু ছিল।

অশ্রু : : أَسْرَ : : سَمْوَر, পুরোপুরি।

ব্যয় করে ফেলল : : أَنْفَقَ

(إِنْعَادٌ) : : إِنْفَاقٌ : : ব্যয় করা।

অন-সম্পদ, বিস্তার : : (ج) : : أَمْوَالٌ

অভাব-অনটন : : عُسْرٌ

কষ্টের হওয়া : : (س) : : مَدَدٌ

সে ভুলিয়ে দিল : : أَنْفَى

ভুলিয়ে দেওয়া : : (إِنْعَادٌ) : : إِنْفَاءٌ

হাদ, আবদান : : طَعْمٌ

আশ্বাদন করা, খাওয়া। : طَعَمَ (س) مصد	ধারণা করল, বলল। : عَدَّ (ن) مفعلاً
শান্তি, আরাম। : الرَّاحَةُ (ج) مفعلاً	ধারণা করা। বলা। : رَافَعَ (ن) مفعلاً
আনন্দিত হওয়া। : رَاحَ (ن) ص	নিষ্ক্ষেপ করা হয়েছে, মার খেয়ে গেছে। : رَمَيْتَ (مع) مفعلاً
সে ছেড়ে দিল। : غَادَرَ (ن) مفعلاً	নিষ্ক্ষেপ করা। : رَمَيْتَ (ن) مفعلاً
ছেড়ে দেওয়া। : مَفَاعَلَةٌ مَفَاعَلَةٌ (ج) مفعلاً	দাম পড়ে যাওয়া, গচ্ছা যাওয়া। : مَصَدَّ (ن) ك
কামরা, গৃহ। : بَيْتٌ (ج) بَيْتٌ, أَيْتٌ (ج) مفعلاً	প্রকাশ পেয়েছে। : ظَهَرَ (ن) مفعلاً
অপেক্ষাকৃত অধিক পরিষ্কার। : أَنْفَى (اسم تفضيل) مفعلاً	প্রকাশ পাওয়া। : ظَهَرَ (ن) مفعلاً
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া। : نَقَاوَةٌ (س) مفعلاً	জমি, পৃথিবী। : أَرْضٌ (ج) أَرْضٌ, أَرْضٌ, أَرْضٌ (ج) مفعلاً
হাতের তালু। : الرَّاحَةُ (ج) رَاحَ, رَاحَاتٌ (ج) مفعلاً	অনর্থ, বিশৃঙ্খলা। : أَلْفَسَادٌ (ن) مفعلاً
মَحْبَبٌ (مصدر ميمي أو اسم ظرف) :	নষ্ট হওয়া। : أَلْفَسَادٌ (ن) مفعلاً
খটাক, লুকাবার জায়গা। :	নির্গত, সারৎসার, বংশ-পরিক্রমা, সন্তান। : سَلَالَةٌ (ن) مفعلاً
লুকানো। : خَبَأَ - الْخَيْبُ (ف) مفعلاً	কান্দে (حَرْفٌ مَشَبِّهٌ بِالْفِعْلِ لِلتَّشْبِيهِ بَعْدَهُ حَبِيرٌ تَمَرُّبٌ مَشَبِّهٌ) : يَمُنْ (ن) مفعلاً
কষ্ট-ক্লেশ, অভাব-অনটন। : بَوَسَّ (ج) أَبْوَسَ (ف) مفعلاً	যেন সে। : يَمُنْ (ن) مفعلاً
সুগন্ধি, আতর। : عَطَّرَ (ج) عَطُورٌ (ف) مفعلاً	খিলাল, দাঁত পরিষ্কার করার কাঠি। : خِلَالٌ (ن) مفعلاً
[বাসর যাপন কালীন] স্বামী/বর। : عَرَّسَ (ج) عَرَّسَ (ف) مفعلاً	কিলাস (مُضَافٌ وَمُضَافٌ إِلَيْهِ) : كِلَاسٌ (ن) مفعلاً
[বাসর যাপন কালীন] স্ত্রী, নববধূ। : عَرَّسَ (ج) عَرَّسَ (ف) مفعلاً	আমরা উভয়। : كِلَانَا (ن) مفعلاً
তুমি উঠে যাও, প্রস্তুত হও। : انْهَضْ (ف) مفعلاً	পায় না, হাসিল করে না। : مَا يَنْالُ (ن) مفعلاً
উঠে দাঁড়ানো। প্রস্তুত হওয়া। : انْهَضْ (ف) مفعلاً	পাওয়া। হাসিল করা। : نَالَ (ن) مفعلاً
উপার্জন করা। : اِكْتَسَبَ (اِنْتَعَلَ) مصد	সুমেৎ। : سُمِعَ (ن) مفعلاً
পেশা, শিল্প, হস্তকর্ম। : صَنَاعَةٌ (ن) مفعلاً	একবারে পেট পুরে খাওয়ার পরিমাণ। : سُمِعَ (ن) مفعلاً
তুমি ফল চয়ন কর। : اجْتَنِ (ف) مفعلاً	অশ্রু বন্ধ হয় না। : اَشْرَفَ (ن) مفعلاً
ফল চয়ন করা। : اجْتَنَى (ف) مفعلاً	বন্ধ হওয়া। : اَشْرَفَ (ن) مفعلاً
শুষ্ক। : جَفَنَ (ف) مفعلاً	ক্ষুধা, অনাহার। : اَشْرَفَ (ن) مفعلاً
শুষ্ক। : جَفَنَ (ف) مفعلاً	ক্ষুধার্ত হওয়া। : اَشْرَفَ (ن) مفعلاً
শুষ্ক। : جَفَنَ (ف) مفعلاً	অশ্রু, চোখের পানি। : اَشْرَفَ (ن) مفعلاً
শুষ্ক। : جَفَنَ (ف) মفعلاً	

وَقَدِّدْتُهُ إِلَيْكَ، وَأَحْضَرْتَهُ لَدَيْكَ، لَتَعْجَمَ
عَوْدَ دَعْوَاهُ، وَتَعْجَمَ بَيْنَنَا بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ،
فَأَقْبَلَ الْقَاضِي عَلَيْهِ، وَقَالَ : قَدْ وَعَيْتُ
قَصَصَ عِزِّكَ، فَبَرَّهِنَ الْأَنْ عَن نَفْسِكَ،
وَالَا كَشَفْتَ عَن لَبْسِكَ، وَأَمَرْتُ بِحَبْسِكَ .

অনুবাদ : এমতাবস্থায় আমি তাকে আপনার নিকট টেনে এনেছি এবং আপনার সম্মুখে হাজির করেছি, যাতে আপনি তার দাবির কাঠ পরীক্ষা করে দেখেন এবং আত্মাহ তা'আলা আপনাকে যে বুঝ দিয়েছেন তদ্বারা আমাদের ফয়সালা করে দেন। অতঃপর বিচারপতি বৃদ্ধ লোকটির প্রতি অভিমুখী হয়ে বললেন, আমি তোমার স্বীকৃতির বিরুদ্ধ চলেলাম। অতএব এখন তুমি তোমার পক্ষ থেকে সপ্রমাণ বিবরণ দাও। অন্যথায় আমি তোমার গুমর প্রকাশ করে দেব এবং তোমাকে বন্দী করার নির্দেশ দেব।

শাস্তিক অনুবাদ : وَأَحْضَرْتَهُ لَدَيْكَ وَقَدِّدْتُهُ إِلَيْكَ এবং আপনার সম্মুখে তাকে উপস্থিত করেছি لَتَعْجَمَ যাতে আপনি পরীক্ষা করে দেখেন عَوْدَ دَعْوَاهُ তার দাবির কাঠ تَعْجَمَ এবং আমাদের মাঝে ফয়সালা করে দেন بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ আত্মাহ তা'আলা আপনাকে যে বুঝ দান করেছেন, তদ্বারা فَأَقْبَلَ الْقَاضِي عَلَيْهِ অতঃপর বিচারপতি বৃদ্ধ লোকটির প্রতি অভিমুখী হয়ে قَالَ বললেন وَعَيْتُ আমি চলেলাম قَصَصَ عِزِّكَ তোমার স্বীকৃতির বিরুদ্ধ চলেলাম الْأَنْ অতএব এখন তুমি সপ্রমাণ বিবরণ দাও عَن نَفْسِكَ তোমার পক্ষ থেকে كَشَفْتَ তোমার গুমর প্রকাশ করে দেব وَأَمَرْتُ بِحَبْسِكَ এবং তোমাকে বন্দী করার নির্দেশ দিব।

শব্দ বিশ্লেষণ

(فَدِّدْتُ) : আমি টেনে এনেছি।
(ن) قَرَّدُوا : টেনে আনা।
أَحْضَرْتُ : আমি হাজির করেছি।
(أَقْبَلَ) : হাজির করা।
تَعَجَّمْتُ : আপনি পরীক্ষা করে দেখেন।
(ن) عَجَبْتُ : পরীক্ষা করা।
عَوْدُ : (ج) عِيدَانُ, عَوَادُ, عَوْدُ : কাঠ, কাটা ডাল।
دَعْوَى : (ج) دَعَاوَى : দাবি, আবেদন।
دَعْوَى : (ن) مَدَّ : ডাকা।
تَعَجَّمْتُ : আপনি ফয়সালা করে দেন।
(ن) مَجَّجْتُ : ফয়সালা করা।
(مَا) أَرَى : [যা] দেখিয়েছেন, বুঝ দিয়েছেন।
(أَقْبَلَ) : দেখানো।
أَقْبَلَ : (ج) عَابَدَ : অভিমুখী হলেন।
(أَقْبَلَ) : (ج) عَابَدَ : অভিমুখী হওয়া।
الْقَاضِي : (ج) قَضَاءُ : বিচারক, বিচারপতি।
(ض) قَضَاءُ : বিচার/ফয়সালা করা।
كَشَفْتُ : আমি চলেলাম।

(ض) وَعَيْتُ : শোনা।
قَصَصْتُ : বিবরণ, বর্ণিত বিষয়, কাহিনী।
تَعَجَّمْتُ : (ن) مَدَّ : বর্ণনা করা।
عِزُّ : (ج) أَعْرَاسُ : বর, কনে, স্ত্রী।
بَرَّهِنَ : তুমি প্রমাণ পেশ কর, সপ্রমাণ বিবরণ দাও।
(تَعَجَّمْتُ) : প্রমাণ পেশ করা।
أَنْ عَن نَفْسِكَ : প্রমাণ পেশ দেওয়া।
أَنْ : এ মুহূর্তে।
عَن نَفْسِكَ : তোমার নিজের পক্ষ থেকে।
نَفْسٌ : (ج) أَنْفُسٌ : আত্মা, প্রাণ, ব্যক্তি।
كَشَفْتُ : আমি বুকে দিলাম [-দেব]।
(ض) كَشَفْتُ : বুকে দেওয়া।
لَبْسٌ : জুট, গুমর।
لَبْسٌ : (ض) مَدَّ : সন্দেহভুক্ত করা।
أَمَرْتُ : আমি নির্দেশ দিলাম [-দেব]।
(ن) أَمَرَ : নির্দেশ দেওয়া।
حَبْسٌ : (ض) مَدَّ : বন্দী করা।
عَنِ الشَّيْءِ : বিরত রাখা।

فَاطَرَقَ إِطْرَاقَ الْأَنْعَمَانِ، ثُمَّ شَمَّرَ لِلْحَرْبِ
الْعَوَانِ، وَقَالَ :

إِسْمَعْ حَدِيثِي، فَإِنَّهُ عَجَبٌ *

يُضْحَكُ مِنْ شَرِّهِ، وَيُنْتَحِبُ

أَنَا أَمْرًا لَيْسَ فِي خَصَائِصِهِ *

عَيْنِي، وَلَا فِي فَعَارِهِ رَبِّي

سَرُوجَ دَارِي النَّتَى وَلِذْتُ بِهَا *

وَالْأَصْلُ غَسَّانَ حِينَ أَنْتَسَبَ

অনুবাদ : তখন সে সর্পের মাথা নিচু করার মতো মাথা নিচু করল। তারপর সে তুমুল লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হলো এবং বলল : [কবিতার অনুবাদ-] “আপনি আমার কথা শুনুন, কেননা, তা বিস্ময়কর। এর বিবরণ শুনে হাস্য হয়, আবার কান্দা হয়। আমি এমন এক ব্যক্তি, যার বৈশিষ্ট্যাবলিতে কোনো ক্রটি নেই এবং তার গর্ববোধে কোন রকম সন্দেহ নেই। সাক্ষ্যে আমার বাড়ি, সেখানে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। যখন আমি বংশ বর্ণনা করি তখন আমার প্রকৃত বংশ হচ্ছে গাসসান।

শাব্দিক অনুবাদ : فَاطَرَقَ তখন সে মাথা নিচু করল الْأَنْعَمَانِ সর্পের মাথা নিচু করার মতো ثُمَّ শম্মর সে প্রস্তুত হলো الْعَوَانِ তুমুল লড়াইয়ের জন্য وَقَالَ এবং বলল إِسْمَعْ حَدِيثِي আপনি আমার কথা শুনুন يُضْحَكُ কেননা তা বিস্ময়কর مِنْ شَرِّهِ এর বিবরণ শুনে হাস্য হয় وَيُنْتَحِبُ আবার কান্দা হয় أَنَا আমি এমন এক ব্যক্তি لَيْسَ فِي خَصَائِصِهِ যার বৈশিষ্ট্যাবলিতে নেই কোনো ক্রটি رَبِّي এবং তার গর্ববোধে কোনো রকম সন্দেহ নেই دَارِي النَّتَى সাক্ষ্যে আমার বাড়ি وَلِذْتُ بِهَا সেখানে আমি জন্মগ্রহণ করেছি وَالْأَصْلُ গসসান তখন আমি বংশ বর্ণনা করি أَنْتَسَبَ যখন আমি বংশ বর্ণনা করি।

শব্দ বিশ্লেষণ

সে মাথা নিচু করল : فَاطَرَقَ (إِنْعَال) إِطْرَاقًا :

মাথা নিচু করা : إِطْرَاقًا (إِنْعَال) مَصَد :

সর্প, নর সাপ : الْأَنْعَمَانُ (مَادَة) نَمَى :

সে প্রস্তুত হলো : ثُمَّ :

প্রস্তুত হওয়া : (تَفْعِيل) تَشَمَّرًا :

লড়াই, যুদ্ধ : الْحَرْبُ (ج) حُرُوبًا :

সব কিছু ছিনিয়ে নেওয়া : الْعَوَانُ (ن) مَصَد :

তুমুল, ভীষণ : الْعَوَانُ (ج) عَوْنًا :

শ্রোত, মাঝবয়সী : إِسْمَعْ (ج) عَوْنًا :

আপনি শুনুন, তুমি শোন : إِسْمَعْ (ن) سَمْعًا :

কথা, হাদীস : حَدِيثٌ (صَف) مَذ (ج) أَحَادِيثُ :

হাদীস বর্ণনা করা। কথা বলা : حَدِيثٌ (تَفْعِيل) تَعْدِيَةً :

সংঘটিত হওয়া : (ن) حَدَّثْتُ - الْآخَرُ :

নতুন হওয়া : حَدَّثْتُ - حَدَّثْتُ :

থেকে - এর বিপরীতে ব্যবহৃত হলে তখন كَرَّمَ থেকে

ব্যবহৃত হয়। যেমন- أَخَذْتُ مَنِيَّ قَدَمِ وَمَا حُدْتُ “নতুন

পুরাতন ডাবনা আধাকে জড়িয়ে ধরেছে।”

বিস্ময়, বিস্ময়কর : عَجَبٌ :

আশ্চর্যবোধ করা। পছন্দ করা : عَجَبٌ (س) مَصَد :

কান্দা হয়, ক্রন্দন করা হয় : يُنْتَحِبُ (مَج) :

ক্রন্দন করা : (إِنْعَال) إِنْتَحَابًا :

পুরুষ, ব্যক্তি : أَمْرًا :

নেই, নয় : لَيْسَ (فِعْل نَائِض) :

বৈশিষ্ট্য, বিশেষত্ব : (ج) خَصَائِصُ، (و) خَاصِيَّةٌ :

কলঙ্ক, দোষ, ত্রুটি : عَيْنِي (ج) عَيْوَبٌ :

কলঙ্কিত করা : (ض) مَصَد :

গর্ববোধ, গর্ব, অহংকার : فَعَارُ، تَعَرُّ :

গর্ব করা : (ن) مَصَد :

সন্দেহ, সংশয়, অপবাদ : (و) رَيْبٌ، (و) رَيْبَةٌ :

একটি জায়গার নাম : سَرُوجُ :

দাঁড় : (ج) دَوْرٌ، دَوْرًا، دَوْرًا، دَوْرًا، دَوْرًا، دَوْرًا :

বাড়ি, দেশ : وَلِذْتُ (مَج) :

আমি জন্মগ্রহণ করেছি : (ض) لِدْتُ، وَلَدْتُ :

জন্মগ্রহণ করা : غَسَّانَ (بَنُو غَسَّانِ) :

এক রাজ বংশের নাম : حِينَ : (ج) حِينًا، (مَج) أَحْيَانًا :

সময়, কাল : أَنْتَسَبَ : আমি বংশ-পরিক্রমা বর্ণনা করি।

বংশ-পরিক্রমা বর্ণনা করা : (إِنْعَال) إِنْتِهَابًا :

رَأْسٌ : (ج) أَرْؤُسٌ، رُؤُوسٌ، رُؤَسٌ، أَرَأَسٌ : শীর্ষ, মাথা, প্রধান।
 مَالٌ : (ج) أَمْوَالٌ : সম্পদ, ধন।
 رَأْسُ مَالٍ، رَأْسُ النَّالِ : পুঞ্জি, মূলধন।
 سِخْرٌ : যাদু, ধোকা।
 سِخَّرَ (ف) مَد : মুগ্ধ করা, যাদু করা, ধোকা দেওয়া।
 أَلَكَلَمَ : কথা : বক্তব্য। আলাপ-আলোচনা। বাক্য।
 يَصَّاعٌ (مع) : গলিয়ে ছাঁচে ঢালা হয়, প্রস্তুত করা হয়।
 صِبَاغَةٌ : ছাঁচে ঢালা।
 الْقَرِيضُ (صف) : কর্তিত, কবিতা।
 (ض) قَرَضَ : বিনিময় দেওয়া। ঋণ দেওয়া।
 الْقُسْعَرُ : কবিতা রচনা করা।
 الْقَسَى : কর্তন করা।
 (ج) الْخَطْبُ، (ر) خُطِبَ : বক্তৃতা, খুতবা।
 أَعْوَصَ : আমি ডুব দেই।
 (ن) عَوَصًا، غِيَاصًا : ডুব দেওয়া।
 لَعَجَةٌ : (ج) لَعَجٌ، لَعَجٌ، لَعَجٌ : গভীরতা, গভীর পানি।
 أَلْبَيَانٌ : বর্ণনা, বাগিতা।
 أَلْبَيَانٌ (ض) مَد : স্পষ্ট হওয়া।
 أُخْتَارَ : আমি পছন্দ করি।
 (افْتَعَلَ) اخْتِيَارًا : পছন্দ করা।
 (ج) أَلَلَّاسِي، (ر) لَوْلُو، لَوْلُو : মুক্তামালা।
 أُتَخِبَ : আমি নির্বাচন করি।
 (افْتَعَلَ) اِئْتِيَابًا : নির্বাচন করা।
 أَجْتَنَيْ : আমি ফল চয়ন করি।
 (افْتَعَلَ) اِئْتِيَا : ফল চয়ন করা।
 أَلْيَانَعٌ (صف، مذ) : পরিপক্ব ফল।
 (ض) يَنْعًا، يَنْعًا، يَنْعًا : ফল পরিপক্ব হওয়া।
 أَلَجَيْنِي (مف، مذ) : নতুন পাড়া ফল, তাজা ফল।
 (ض) جَنِيًا، جَنِيًا : গাছ থেকে ফল পাড়া।

- جَنَابَةٌ : অপবাহ/ শুনাহ করা।
 - جَنَبًا - اللَّحَب : খনি থেকে বের করা।
 الْقَوْلُ : (ج) أَقْوَالٌ : কথা।
 الْقَوْلُ (ن) مَد : কথা বলা।
 غَيْرٌ : (ج) أَغْيَارٌ (بمعنى سِرَى) : ভিন্ন, ব্যতীত।
 الْعَوْدُ : (ج) عِيدَانٌ، أَعْوَادٌ، أَعْوَدٌ : কাঠ, খড়ি, লাকড়ি।
 يَحْتَطِبُ (افْتَعَلَ) اِحْتِطَابًا : লাকড়ি কুড়ায়।
 أَخَذَ : আমি গ্রহণ করি, ধারণ করি।
 (ن) أَخَذًا : গ্রহণ করা। ধারণ করা। ধরা।
 اللَّفْظُ : (ج) أَلْفَافٌ : শব্দ।
 اللَّفْظُ (ض، س) مَد : কথা বলা, নিষ্কেপ করা।
 نَصَّةٌ : রূপা, চাঁদি, রজত।
 (أَدَامًا) صَفَّتْ : [যখন] গলিয়ে ঢালাই করি, প্রস্তুত করি।
 (ن) صَوَّغًا، صِبَاغَةً : গলিয়ে ঢালাই করা। প্রস্তুত করা।
 دَبَبٌ (ج) أَدْمَابٌ، دَهْرَبٌ، دَهْبَانٌ : সোনা, স্বর্ণ, সুবর্ণ।
 (كُنْتُ) أَمْتَرِي : আমি বের করতাম/ আহরণ করতাম।
 (افْتَعَلَ) اِئْتِرَاءً - فَي الْقَسَى : সন্দেহ করা।
 (ض) مَرِيًا - النَّاقَةُ : দোহন করা। বের করা।
 (ض) مَرِيًا - النَّاقَةُ : দুধ সোহন করার জন্য জ্ঞান হাত বুলানো।
 - أَلَدَمَ وَتَعَوَّ : রক্ত বের করা।
 نَسَبٌ : স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ।
 نَسَبٌ (س) مَد : এটে যাওয়া।
 الْأَدَبُ (ك) مَد : সাহিত্যিক/শিল্প/বিদগ্ধ হওয়া।
 الْأَدَبُ : (ج) أَدَابٌ : সাহিত্য। শিল্পাচার। নীতি। রীতি।
 أَلْمَقْنَنِي (مف، مذ) : সজ্জিত।
 (افْتَعَلَ) اِئْتِنًا - أَلَسَال : সজ্জা করা। অর্জন করা।
 (كُنْتُ) أَجْتَلِبُ : আমি উপার্জন করতাম।
 (افْتَعَلَ) اِئْتِلَابًا : উপার্জন করা। আনয়ন করা।
 (ن، ض) جَلِبًا، جَلِبًا : হাঁকিয়ে আনা।

وَيَمْتَنِي أَخْمَصِي لِحُرْمَتِهِ *
 مَرَاتِبًا لَيْسَ قَوْفَهَا رُتَبُ
 وَطَالَمَا زُنْتُ الصَّلَاتِ إِلَى *
 رَيْعِي فَلَمْ أَرْضَ كُلَّ مَنْ يَهَبُ
 فَالْيَوْمَ مَنْ يَعْلُقُ الرَّجَاءَ بِهِ *
 أَكْسَدَ شَيْءٍ فِي سَوْقِهِ الْأَدَبُ
 لَا عِرْضَ أَبْنَانِهِ بِصَانٍ وَلَا *
 يَرْقُبُ فِيهِمْ إِلَّا، وَلَا سَبَبُ
 كَانَهُمْ فِي عِرَاصِهِمْ جَيْفٌ *
 يُبْعَدُ مِنْ تَنْتِنِهَا وَيُجْتَنَّبُ
 فَعَارَ لَيْسَ لِمَا مُنِيتَ بِهِ *
 مِنْ اللَّيَالِي، وَصَرَفَهَا عَجَبُ

অনুবাদ : সাহিত্যের মর্যাদার কারণে আমার পায়ের তালু এমন পদ-মর্যাদায় আরোহণ করত, যার উপরে কোনো পদ-মর্যাদা নেই। অনেক সময় বখশিশ-উপটৌকন সাজিয়ে গুছিয়ে আমার গৃহে পাঠানো হয়েছে, অথচ আমি প্রত্যেক বখশিশদাতাকে পছন্দ করিনি। সুতরাং আজ কে আছে এমন, যার সাথে আশা-আকাঙ্ক্ষা যুক্ত হতে পারে? সাহিত্যই নিজ বাজারে সব চেয়ে অচল পণ্য। সাহিত্য-রসিকদের সম্মান রক্ষা করা হয় না এবং তাদের ব্যাপারে কোনো সম্পর্কও বন্ধুত্বের ভোয়াল্লা করা হয় না। যেন সাহিত্যিকগণ তাদের অঙ্গনে মৃত লাশ, তার দুর্গন্ধের কারণে দূরত্ব অবলম্বন করা হয় এবং তার থেকে বেঁচে থাকা হয়। সুতরাং আমি যে সকল [তিমির] রাতের সম্মুখীন হয়েছি, তাতে আমার বিবেক-বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। আর কালের আবর্তন বড়ই আশ্চর্যপূর্ণ।

শাখিক অনুবাদ : أَخْمَصِي আরোহণ করত আমার পায়ের তালু لِحُرْمَتِهِ সাহিত্যের মর্যাদার কারণে مَرَاتِبًا এমন পদমর্যাদায় قَوْفَهَا যার উপরে নেই رُتَبُ কোনো পদমর্যাদা طَالَمَا অনেক সময় زُنْتُ বখশিশ উপটৌকন সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠানো হয়েছে رَيْعِي আমার গৃহে পাঠানো হয়েছে كُلَّ مَنْ يَهَبُ অথচ আমি পছন্দ করিনি يَهَبُ অথচ আমি পছন্দ করিনি فَالْيَوْمَ কে আছে এমন, যার সাথে আশা-আকাঙ্ক্ষা যুক্ত হতে পারে? رَيْعِي নিজ বাজারে الْأَدَبُ সাহিত্যই لَا না কোনো সম্পর্কও বন্ধুত্ব عِرْضَ তাদের ব্যাপারে بِصَانٍ রক্ষা করা হয় لَا وَلَا সَبَبُ তাদের ব্যাপারে لَا وَلَا সَبَبُ কোনো সম্পর্কও বন্ধুত্ব كَانَهُمْ যেন সাহিত্যিকগণ فِي عِرَاصِهِمْ তাদের অঙ্গনে جَيْفٌ মৃত লাশ يُبْعَدُ দূরত্ব অবলম্বন করা হয় مِنْ تَنْتِنِهَا তার দুর্গন্ধের কারণে وَيُجْتَنَّبُ এবং তার থেকে বেঁচে থাকা হয় فَعَارَ সুতরাং তাতে আমার বিবেক-বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে مِنْ اللَّيَالِي আর কালের আবর্তন বড়ই আশ্চর্যপূর্ণ।

শব্দ বিশ্লেষণ

আরোহণ করত : (كَانَ) يَمْتَنِي :
 আরোহণ করা : (اِئْتِمَالًا) يَمْتَنِي :
 পায়ের তালু, যা মাটি থেকে পৃথক থাকে : أَخْمَصِي (ج) أَخْمَصِي :
 মর্যাদা-সম্মান : (ج) حُرْمَاتٍ، حُرْمَةٍ :
 পদ, মর্যাদা : (ج) مَرَاتِبٍ، (و) مَرْتَبَةٍ :

লَيْسَ (فِعْلٌ نَاقِصٌ) : নেই, নয়।
 قَوْفٌ : উপরে।
 (ج) رُتَبًا، (و) رُتَبَةٍ : মর্যাদা, সম্মান।
 طَالَمَا (فِعْلٌ، بَعْدَ مَا الْمَصْدَرُ أَوْ - الْكَافَةِ) : অনেক সময়।
 زُنْتُ : সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠানো হয়েছে।
 (ن) زُنْتُ، وَزُنْتُ : সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠানো।

উপটৌকন, সওগাত, হাদিয়া : (ج) الصَّلَاتُ, (و) صَلَّةٌ :

বৃষ্টি : (ج) رَيْحٌ, رِيحٌ, رِيَّاعٌ, رِيَّاعٌ, رِيَّاعٌ, رِيَّاعٌ :

আমি তুষ্ট হই নি, পছন্দ করি নি : (و) رَضَى, رَضَوْنَا :

যে দান করে, দানকারী : (ف) يَهَبُ, وَهَبًا, هِبَةً :

বখশিশদাতা।

الْيَوْمَ : (ج) أَيَّامٌ, أَيَّامٌ (حرف تعريف للعهد) :

আদা, আজ।

يُعَلِّقُ : জড়িত হতে পারে।

(س) عَلَّقُوا, عَلَنًا, عَلَنًا - الشَّيْءُ : জড়িত হওয়া।

الرَّجَاءُ : প্রত্যাশা, আশা।

الرَّجَاءُ (ن) مَصْد : আশা করা।

أَكْسَدُ (اسم تفضيل, مذ) : গম্ভীরত্ব, অচল।

(ن, ك) كَسَادًا, كَسَرًا - الشَّيْءُ : পণ্য অচল হওয়া।

السوق : - বাজার মন্দা হওয়া।

شَيْءٌ : (ج) أَشْيَاءُ, أَشْيَاءُ, أَشْيَاءُ, أَشْيَاءُ, أَشْيَاءُ, أَشْيَاءُ :

سَوْقٌ : (ج) أسواقٌ : বাজার, হাট, বিপণনকেন্দ্র।

الأدب : (ج) أدابٌ : সাহিত্য, শিষ্টাচার, আদব।

عَرَضٌ : (ج) أَعْرَاضٌ : ইজ্জত, সম্মান।

(ج) أَبْنَاءُ, (و) أَبْنَاءٌ : পুত্র।

أَبْنَاءُ الْأَدَبِ : সাহিত্যরসিক, সাহিত্যচর্চাকারী।

لَا يَصَانُ (مع) : রক্ষা করা হয় না।

(ن, ص) صَانًا, صَانًا : রক্ষা করা।

لَا يَرْقُبُ (مع) : তোয়াক্কা করা হয় না।

(ن) رُقْبًا, رُقْبًا : তত্ত্বাবধান করা। লক্ষ্য রাখা।

أَلٌ : প্রতিশ্রুতি। সম্পর্ক। প্রতিবেশিত্ব।

نَب : (ج) أَبْنَابٌ : রশি, উপায়, পন্থা, বন্ধুত্ব।
لَهُمْ (حرف متبئ بالفاعل للتعجب, بعده ضمير) :

نَمَرَب مُتَّصِل : যেন তারা।

(ج) عَرَاضٌ, أَعْرَاضٌ, عَرَمَاتٌ, (و) عَرَمَةٌ : অঙ্গন, বাড়ির

আঙ্গিনা/চত্বর।

جَنَفٌ, أَجْيَافٌ, (و) جِنْفَةٌ : মৃত লাশ, মড়া।

يُنْفَذُ (مع) : দূরত্ব অবলম্বন করা হয়।

(إِنْفَادًا) إِنْفَادًا : দূরে রাখা। দূর করা।

نُفْسٌ : দুর্গন্ধ।

نُفْسٌ (ض, س) مَصْد : দুর্গন্ধময় হওয়া।

يُجَنَّبُ : বেঁচে থাকা হয়। দূরে থাকা হয়।

(الْتِمَالًا) اجْتِنَابًا : বেঁচে থাকা। দূরে থাকা।

فَارٌ : হতভম্ব/ নিষ্ক্রিয় হয়ে পোছে।

(س) حَيْرًا, حَيْرَةً : হতভম্ব/ নিষ্ক্রিয় হওয়া।

لُبٌّ : (ج) أَلْبَابٌ, أَلْبٌ, (أَلْبَابٌ) فِي الشَّيْءِ : বিবেক-বুদ্ধি।

نَيْبٌ (مع) : পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি। শিকার হয়েছি।

(ض) نَيْبًا : পরীক্ষা করা।

(ن) نَوْرًا - الرَّجُلُ : পরীক্ষা করা।

(ج) أَلْيَالِي, (و) لَيْلٌ, لَيْلَةٌ : রাত্রি, রজনী।

صَرَفٌ : কালের আবর্তন। কালের আবর্তনে সংঘটিত।

বিপদ-আপদ।

عَجَبٌ : বিস্ময়, বিস্ময়কর।

عَجَبٌ (س) مَصْد : বিস্ময়বোধ করা।

وَصَاقَ دَرْعِي لَصِيقَ ذَاتِ يَدَيَّ *
وَسَاوَرْتَنِي الْهُمُومُ وَالْكَرْبُ
وَقَادَنِي دَهْرِي الْمَلِيمُ إِلَى *
سُلُوكٍ مَا يَسْتَشِينُهُ الْحَسِبُ
فَبَيْعْتُ حَتَّى لَمْ يَبْقَ لِي سَبْدٌ *
وَلَا بَتَاتُ إِلَيْهِ أَنْقَلِبُ
وَأَدْنْتُ حَتَّى أَفْقَلْتُ سَالِفَتِي *
يَحْمِلُ دَيْنِي مِنْ دُونِهِ الْعَطَبُ

অনুবাদ : আমার সম্পদ-সংকটের কারণে আমার বন্ধ
সংকীর্ণ হয়ে গেছে এবং দুঃখ-দুর্দশা ও কষ্ট-ক্লেশ আমার
উপর চেপে বসেছে। আমার নিন্দনীয় কাল [জীবন]
আমাকে সেই পথে চলার জন্য টেনে নিয়ে গেছে, যাকে
আমার বংশ-গৌরব ঘৃণা করে। ফলে আমি [আমার সব
কিছু] বিক্রি করে দিয়েছি, এমন কি সামান্য বস্তু এবং
সামান্য পাথের আমার জন্য অবশিষ্ট নেই, যার আশ্রয়ে
আমি ফিরে যাব। এবং আমি ঋণ গ্রহণ করেছি, ফলে
আমি এমন ঋণের বোঝায় আমার ঘাড় ভারি করে
ফেলেছি, যার চেয়ে কম ঋণে মৃত্যু হয়।

শাস্ত্রিক অনুবাদ : وَصَاقَ دَرْعِي আমার বন্ধ সংকীর্ণ হয়ে গেছে وَصَاقَ আমার সম্পদ সংকটের কারণে
وَسَاوَرْتَنِي الْهُمُومُ وَالْكَرْبُ দুঃখ-দুর্দশা ও কষ্ট-ক্লেশ আমাকে টেনে নিয়ে গেছে
وَقَادَنِي دَهْرِي الْمَلِيمُ إِلَى সেই পথে চলার জন্য سُلُوكٍ যাকে আমার বংশ গৌরব
ঘৃণা করে فَبَيْعْتُ ফলে আমি বিক্রি করে দিয়েছি حَتَّى لَمْ يَبْقَ لِي সবার জন্য সামান্য বস্তু
وَلَا بَتَاتُ إِلَيْهِ أَنْقَلِبُ এবং সামান্য পাথের আমার জন্য যার আশ্রয়ে আমি ফিরে যাব وَأَدْنْتُ আমি ঋণ গ্রহণ করেছি
وَأَفْقَلْتُ ফলে আমি ভারি করে ফেলেছি سَالِفَتِي আমার ঘাড় دَيْنِي এমন ঋণের বোঝায় যার চেয়ে কম ঋণে মৃত্যু হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

সংকীর্ণ হয়ে গেছে : وَصَاقَ (ض) حَقِيقًا
বন্ধ, সামর্থ্য, অন্তর : دَرْعٍ
সংকট, সংকীর্ণতা : حَرْبٍ
মালিকানা, মালিকানাভুক্ত সম্পদ : ذَاتُ الْيَدِ
চেপে বসেছে : سَاوَرْتُ
চেপে বসা : مَسَاوَرَةً
দুঃখ-দুর্দশা : (ج) الْهُمُومُ, (و) هَمٌّ
কষ্ট-ক্লেশ : (ج) الْكَرْبُ, (و) كَرْبَةٌ
টেনে নিয়ে গেছে : قَادَ
টেনে নেওয়া : (ن) قَادَ
কাল, যুগ : (ج) دَهْرٌ, (و) زَمَانٌ
অসমসংগতি, নিষাচ্ছন্দ, নিন্দনীয়, অনতিশ্রেষ্ঠ : (مذ) الْمَلِيمُ
নিন্দা/ ভর্ষনা করা : (ن) اِلْتِمَاعٌ
নিন্দনীয় কাজ করা : اِلْتِمَاعٌ
অনুসরণ করে চলা : (ن) مَسَدٌ
ঘৃণা করে : يَسْتَشِينُ
ঘৃণা করা : اِسْتِغْنَاءٌ
বংশগৌরব : اَلْحَسَبُ
সম্প্রদ বংশে জন্ম হওয়া : اَلْحَسَبُ (ك) مَسَدٌ

আমি বিক্রি করে দিয়েছি : بَيْعْتُ
(ض) بَيْعًا : বিক্রি করা
অবশিষ্ট নেই : لَمْ يَبْقَ
(س) بَقَاً : (ض) بَقِيَ : বাকি থাকা। অবশিষ্ট থাকা।
সামান্য বস্তু, সামান্য চুল : سَبْدٌ
পাথের, ঘরের আলবাব-পত্র : بَتَاتُ (ج) أَبْنَتْ :
আমি ফিরে যাব, প্রত্যাবর্তিত হব : أَنْقَلِبُ
(اِنْقَالِبًا) : اِنْقَالِبًا : প্রত্যাবর্তিত হওয়া।
ফিরে যাওয়া। প্রত্যাবর্তিত হওয়া।
আমি ঋণ গ্রহণ করেছি : اَدْنْتُ
(اِفْتِمَالًا) : اِدْنًا : ঋণ গ্রহণ করা।
আমি ভারি করে ফেলেছি : اَفْقَلْتُ
(اِنْقَالِبًا) : اِنْقَالِبًا : ভারি করা।
ঘাড়, ঘাড়ের উপরিভাগ : سَالِفَتِي :
বোঝা, গর্তস্থ সত্তান : حَمْلٌ (ج) حَمَالٌ, حُمُولٌ, اَحْمَالٌ :
বোঝা বহন করা : حَمَلَ (ض) مَسَدٌ :
ঋণ, করজ : دَيْنٌ (ج) دَيْنٌ :
ঋণ দেওয়া : دَيْنٌ (ض) مَسَدٌ :
নিচে : دُونُ : উপরে। শেখনে। সাহবে। কবীহ। পূর্ব। নিম্নমানের :
খসে হওয়া। মৃত্যু হওয়া। ক্রম সংকট হওয়া : اَلْعَطَبُ (س) مَسَدٌ

ثُمَّ طَوَيْتُ الْحَشَى عَلَى شَفَبٍ *
 خَمْسًا، فَلَمَّا أَمْضَيْتُ السَّغَبَ
 لَمْ أَرَ إِلَّا جَهَارَهَا عَرَضًا *
 أَجُولَ فِي بَيْعِهِ، وَأَضْطَرُّ
 فَجَلَّتْ فِيهِ، وَالنَّفْسُ كَارِهَةً *
 وَالْعَيْنُ غَبْرَى، وَالْقَلْبُ مَكْتَنِبٌ
 وَمَا تَجَا وَزْتُ إِذْ عَبَيْتُ بِهِ *
 حَدَّ التَّرَاضَى فَيَعْدْتُ الْغَضَبَ
 فَإِنْ يَكُنْ غَاظَهَا تَوْهْمُهَا *
 أَنْ يَنَانِي بِالنَّظْمِ تَكْتَسِبُ

অনুবাদ : অতঃপর আমি পাঁচ দিন যাবৎ ক্ষুধা নাড়িভুড়ি চেপে রেখেছি। অতঃপর ক্ষুধা যখন আমাকে অস্থির করে তুলল তখন আমি তার যৌতুক ব্যতীত এমন কোনো আসবাব দেখতে পেলাম না, যা বিক্রির জন্য আমি ঘুরাফেরা করব এবং নড়াচড়া করব। অতঃপর আমি তা নিয়ে ঘুরাফেরা করলাম, অথচ মন আমার অনগ্রহী, চক্ষু অশ্রুসিক্ত, আর অন্তর বিষণ্ণ। কিন্তু যখন আমি এই অনর্থক কাজ করলাম তখন আমি পারস্পরিক সন্তুষ্টির সীমালঙ্ঘন করিনি, যাতে তার ক্রোধ সৃষ্টি হয়। যদি [এমন হয়,] তার এই ধারণা তাকে ক্রুদ্ধ করেছে যে, আমার আঙ্গুলের মাথা হার গেছে অর্থ উপার্জন করে।

শাব্দিক অনুবাদ : অতঃপর আমি নাড়িভুড়ি চেপে রেখেছি পাঁচদিন যাবৎ ক্ষুধার উপর নৈরাশ্যে। অতঃপর ক্ষুধা যখন আমাকে অস্থির করে তুলল তখন আমি দেখতে পেলাম না [যৌতুক ব্যতীত] এমন কোনো আসবাব [যা] বিক্রির জন্য আমি ঘুরাফেরা করব এবং নড়াচড়া করব। অতঃপর আমি তা নিয়ে ঘুরাফেরা করলাম অথচ মন আমার অনগ্রহী চক্ষু অশ্রুসিক্ত [আর] অন্তর বিষণ্ণ। কিন্তু তখন আমি সীমালঙ্ঘন করিনি [যা] যখন আমি এই অনর্থক কাজ করলাম পারস্পরিক সন্তুষ্টির সীমা [যা] যত্নের সৃষ্টি হয় [যদি] এমন হয় [যদি] তার এই ধারণা তাকে ক্রুদ্ধ করেছে যে আমার আঙ্গুলের মাথা হার গেছে অর্থ উপার্জন করে।

শব্দ বিশ্লেষণ

টোবিত : চেপে রেখেছি।
 (ض) كَيْتًا : চেপে রাখা।
 الْحَشَى (ج) أَهْنًا : পেটের ডেউরকার বস্তু, কলজ, নাড়িভুড়ি।
 سَقَبٌ (س) مَد : ক্ষুধার্ত হওয়া।
 سَقَبٌ : ক্ষুধা, অনাহার।
 خَمْسٌ : পাঁচ।
 خَمْسَ لَيَالٍ : পাঁচ রাত।
 خَمْسَةَ أَيَّامٍ : পাঁচ দিন।
 أَمْضَى : অস্থির করে তুলল।

إِنْفَادًا إِمْقَانًا : আশ্রিত করা। জ্বালা সৃষ্টি করা।
 السَّغَبُ : ক্ষুধা, অনাহার।
 السَّغَبُ (س) مَد : ক্ষুধার্ত হওয়া।
 لَمْ أَرَ : দেখতে পাইনি, -পেলাম না।
 (ل) رَأَى، رُؤْيَةً : দেখা। প্রত্যক্ষ করা।
 جَهَارًا : (ج) أَهْوَاةً، أَهْوَاةً : জরুরি আসবাবপত্র, যৌতুক।
 (ج) أَهْوَاةً : আসবাব, সামগ্রী, দ্রব্যসামগ্রী।
 أَجُولَ : আমি ঘুরাফেরা করব।
 جَوْلًا : ঘুরাফেরা করা।

বিক্রি করা, ক্রয় করা : بَيْعَ (ض) مَصَد :

নড়াচড়া করব : أَضْطَرَبَ :

নড়াচড়া করা : اِضْطَرَبَ :

আমি ঘোরাফেরা করলাম : جَلْتُ :

ঘোরাফেরা করা : (ن) جَوْلًا : جَوْلَاتًا :

অন্তর, মন, আত্মা : (ج) نَفْسٌ : أَنْفَسَ :

অসন্তুষ্ট। অপছন্দশীল : (م) كَارِهَةً :

অপছন্দ করা : (س) كَرَاهَةً :

চক্ষু। আসলবস্তু। স্বর্ণমুদ্রা : (ج) عَيْنٌ : أَعْيَنَ :

অশ্রুসিক্ত : (ج) عَبَّارٌ :

(ن) (س) عَبَّرًا - أَلْعَيْنَ :

অশ্রুসিক্ত হওয়া। অশ্রু প্রবাহিত করা।

অন্তর : (ج) قُلُوبٌ :

উদ্ভিগ্ন দেওয়া : (ض) مَصَد :

বিশগ্ন : (م) مَكْتَنِبٌ :

বিশগ্ন হওয়া। চিন্তিত হওয়া : (م) اِكْتِنَابًا - اَلرَّجُلَ :

আমি লঙ্ঘন করিনি : مَا تَجَاوَزْتُ :

লঙ্ঘন করা। অতিক্রম করা : (تَفَاعَلَ) تَجَاوَزًا :

অনর্থক কাজ করলাম : عَبَثْتُ :

অনর্থক কাজ করা : (س) عَبَثًا - يَم :

সীমা : (ج) حُدُودٌ :

সীমা নির্ধারণ করা : (ن) مَصَد :

পারস্পরিক সম্বন্ধি : اَلتَّرَاضِي :

পরস্পরে সম্বন্ধি থাকা : (م) اَلتَّرَاضِي (تَفَاعَلَ) :

সৃষ্টি হয়, সংঘটিত হয় : يَخْدُتْ :

সৃষ্টি হওয়াইট হওয়া : (ن) حُدُوًّا :

ক্রোধ, ক্ষোভ : اَلغَضَبُ :

ক্রুদ্ধ হওয়া : (س) مَصَد :

[যদি এমন] হয় : (إِنْ) يَكُنْ :

হওয়া : (ن) كَوْنًا :

ক্রুদ্ধ করেছে, ক্রোধ সৃষ্টি করেছে : غَاطَ :

কৃদ্ধ করা : (ض) غَبِطًا :

ধারণা : تَوْهَمٌ :

ধারণা করা : (م) تَوَهَّمَ (تَفَعَّلَ) :

আঙ্গুলের গিট, আঙ্গুলের মাথা : بَنَانٌ :

পদ্য রচনা করা, মালা গোথা : (ض) مَصَد :

অর্থ উপার্জন করে : تَكْتَسِبُ :

উপার্জন করা : (اِفْتَعَالَ) اِكْتِسَابًا :

(ج) النَّجَبُ، الْأَنْجَابُ، النَّجَبَاءُ، (و) نَجَبٌ :

উন্নতমানের উষ্ট্ররাজি ।

ধোকা দেওয়া, প্রতারণা করা । : مَكْرُ (ن) مَكْرٌ

(ج) الْمُحَصَّنَاتُ، (و) مُحَصَّنَةٌ : সতী-সাক্ষী [নারী] ।

খলু'ক, চরিত্র । : (ج) أَخْلَاقٌ

শিয়ার : (ج) أَشْعَرَةٌ، شَعْرٌ : প্রতীক, চিহ্ন, [অভ্যাস] ।

অসত্যের প্রলেপ দেওয়া । : مَص : أَلْتَمِرْتَهُ (تَفَعَّلَ)

নিকেল করা ।

আল্‌কুয্ব্ব, অল্‌কুয্ব্ব (ض) مَص : মিথ্যা বলা ।

ইদ : (ج) أَيْدٍ، (ج) أَيَادٍ : হাত, ক্রমতা, সাহায্য ।

নশাত : আমি অনুগ্রহণ করেছি ।

(ن) نَشَأٌ : অনুগ্রহণ করা ।

লা নীয (مَج) : জড়ানো হয় নি, [দেওয়া হয় নি] ।

(ن) نَرَطًا : জড়ানো ।

(ج) مَوَاضِي، (و) مَاضٍ (ف) : ক্ষুধার ।

(ن) مَضًا، مَضْرًا :

নিরবচ্ছিন্নভাবে করা । চালু করা । পূর্ণ করা । কর্তন করা ।

(ج) الْبِرَاعُ، (و) بَرَاعَةٌ : কলম, লেখনী ।

(ج) الْكِتَابُ، (و) كِتَابٌ : গ্রন্থ, বই, কিতাব, চিঠি ।

ফিক্র : (ج) فِكْرٌ : চিন্তা/মননশক্তি, চিন্তা-ভাবনা ।

তনজিম : পদ্য রচনা করে, মালা গোথে ।

(ض) نَظْمًا : পদ্য রচনা করা । মালা গোথা ।

(ج) الْفَلَائِدُ، فَلَادٌ، (و) فَلَادَةٌ : হার, মালা ।

কফ : (ج) أَكْفٌ، كُفْرٌ، كُفٌّ : হস্ততালু ।

শিগর : (ج) أَشْعَارٌ : কবিতা, কাব্য ।

আল্‌মুনজুম (مَف) : পদ্য, গোথামালা । : مَص : نَظْم - (ض)

(ج) السُّحْبُ، (و) سَحَابٌ : মণি-মুক্তার মালা ।

فَهَذِهِ الْحِرْفَةُ الْمُسَارُ إِلَى *
مَا كُنْتُ أَخُوِي بِهَا، وَاجْتَلِبُ
فَإِذَا لَشَرَحِي كَمَا أَذْنَتْ لَهَا *
وَلَا تَرَأَيْتَ وَأَحْكُمُ بِمَا يَجِبُ
قَالَ : فَلَمَّا أَحْكَمَ مَا شَاءَهُ، وَأَكْمَلَ إِنشَاءَهُ،
عَطَفَ الْقَاضِي إِلَى الْفَتَاةِ بَعْدَ أَنْ شَغَفَ
بِالْأَبْيَاتِ، وَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ عِنْدَ جَمِيعِ
الْحُكَّامِ، وَوَلَاةُ الْأَحْكَامِ، انْقِرَاضُ جَيْلِ
النِّكَرَامِ، وَمِثْلُ الْأَيَّامِ إِلَى اللَّيْلِ، وَإِنِّي لِأَخَالُ
بَعْلِكَ صَدُوقًا فِي الْكَلَامِ، بَرِيئًا مِنَ الْمَلَامِ .

অনুবাদ : এই পেশার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে :
আমি এর দ্বারা সম্পদ সঞ্চয় করতাম এবং উপার্জন
করতাম। সুতরাং আপনি আমার বিবরণ শুনুন, যেমন
তার বিবরণ শুনেছেন। আপনি অপেক্ষা করবেন না, যা
কর্তব্য তার নির্দেশ দিন। হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন,
যখন সে তার নির্মিত প্রাসাদ দৃঢ় করল এবং তার কবিতা
আবৃত্তি পূর্ণ করল তখন বিচারক কবিতার প্রতি বিমুগ্ধ
হয়ে থাকার পর যুবতী মহিলাটির প্রতি অভিমুখী হয়ে
বললেন, মোটকথা এই যে, সকল শাসকবর্গ ও
বিচারকগুলোর কাছে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আগমন বন্ধ হয়ে
যাওয়া এবং নিকৃষ্ট লোকদের প্রতি কালের আকর্ষণ
প্রমাণিত হয়েছে। নিশ্চয় আমি তোমার স্বামীকে তার
কথায় সত্যবাদী ও ভরসানা থেকে মুক্ত মনে করি।

শাসিক অনুবাদ : فَهَذِهِ الْحِرْفَةُ الْمُسَارُ إِلَى : আমি এর
দ্বারা সম্পদ সঞ্চয় করতাম উপার্জন করতাম كَمَا أَذْنَتْ لَهَا সুতরাং আপনি আমার বিবরণ শুনুন
যেমন তার বিবরণ শুনেছেন وَلَا تَرَأَيْتَ আর আপনি অপেক্ষা করবেন না يَا كُتُبُهَا তার নির্দেশ দিন
হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন فَلَمَّا أَحْكَمَ مَا شَاءَهُ যখন সে তার নির্মিত প্রাসাদ দৃঢ় করল
কবিতা-আবৃত্তি পূর্ণ করল عَطَفَ الْقَاضِي তখন বিচারক অভিমুখী হয়ে যুবতী মহিলাটির প্রতি
বিমুগ্ধ হয়ে থাকার পর قَالَ বললেন أَمَا إِنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ এটি মোটকথা এই যে, প্রমাণিত হয়েছে
عِنْدَ جَمِيعِ الْحُكَّامِ সকল শাসকবর্গের কাছে وَوَلَاةُ الْأَحْكَامِ ও বিচারকগুলোর কাছে
انْقِرَاضُ جَيْلِ النِّكَرَامِ বন্ধ হয়ে যাওয়া وَمِثْلُ الْأَيَّامِ এবং কালের আকর্ষণ
إِلَى اللَّيْلِ নিকৃষ্ট লোকদের প্রতি আমিনি নিশ্চয় আমি তোমার স্বামীকে তার
কথায় সত্যবাদী ভরসানা থেকে মুক্ত।

শব্দ বিশ্লেষণ

هَذِهِ (اسْمُ الْإِنشَاءِ) : এই, এটি।
الْحِرْفَةُ : (ج) حِرْفٌ : পেশা, নিজ ক্ষেত্রের কাজ।
الْمُسَارُ (مَنْ، مَذ-) إِلَيْهِ : ইঙ্গিতকৃত।
(افْعَال) إِشَارَةٌ - إِلَيْهِ : ইঙ্গিত করা।
كُنْتُ أَخُوِي : আমি (সম্পদ) সঞ্চয় করতাম।
(ض) حَرَابَةٌ، حَبًا : সঞ্চয় করা।
(كُنْتُ) اجْتَلِبُ : উপার্জন করতাম।
(افْتِعَال) اجْتَلِبُ : উপার্জন করা।

إِذْنٌ : আপনি শুনুন।
(س) أَذْنًا : শোনা।
شَرَحَ : (ج) شَرْوَحٌ : শ্রবণ করা।
شَرَحَ (ف) مَعْد : ব্যাখ্যা, বিবরণ।
أَذْنَتْ : আপনি শুনেছেন।
لَا تَرَأَيْتَ : আপনি ভয়/ অপেক্ষা করবেন না।
(مُسَاعَلَةٌ) مُرَاقِبَةٌ : ভয়/ অপেক্ষা করা।
أَحْكَمُ : আপনি নির্দেশ দিন।

(ن) حَكَّمَ : নির্দেশ দেওয়া।
 (مَا) يَجِبُ : [যা] অপরিহার্য/কর্তব্য হয়।
 (ض) وَجُوتَ : অপরিহার্য হওয়া।
 أَحْكَمَ : সে দৃঢ় করল।
 (إِنْعَادَ) إِحْكَامًا : দৃঢ় করা।
 (مَا) شَادَ : [যা] সে উঁচু করে নির্মাণ করল। [সুউচ্চ নির্মিত : প্রাসাদ]।
 (ض) شَيْدًا : উঁচু করা।
 أَكْمَلَ : সে পূর্ণ করল, শেষ করল।
 (إِنْعَادَ) إِكْمَالًا : পূর্ণ করা। শেষ করা।
 إِنشَادَ (إِنْعَال) مَد : কবিতা আবৃত্তি করা, পাঠ করা।
 عَطَفَ : মনোযোগী/অভিমুখী হলেন।
 (ض) عَطَفًا، عَطْفًا : মনোযোগী/অভিমুখী হওয়া।
 الْقَاضِي (فَا، مَذ) (ج) قَضَاءً : বিচারক, বিচারপতি।
 (ض) قَضَاءً : বিচার/ ফয়সালা করা।
 أَلْفَتَاءَ (ج) فَنَيَاتٍ : শুবতী নারী, কিশোরী।
 شَفِيفَ (مَج) : বিমুগ্ধ হলেন।
 (س) شَفَقًا : বিমুগ্ধ হওয়া।
 (ج) الْأَبْيَاتُ، الْأَبْرُوتُ، (و) بَيْتٌ : পঙ্ক্তিমাল্য [কবিতা]।
 قَدْ كَبِتَ : প্রমাণিত হয়েছে।
 (ن) كُبُوتًا : প্রমাণিত হওয়া।
 جَمِيعَ (مَد) : সকল, সমস্ত।
 (ن) جَمًّا : একত্র করা। জমা করা।

(ج) الْحَكَمُ، الْحَاكِمُونَ : শাসনকর্তা, শাসক। (و) حَكَّمَ : শাসনকর্তা, বিচারক।
 (و) وَالِ (وَالِي) : (و) حَكَّمَ : নির্দেশ, ফয়সালা, বিধি-বিধান।
 (ج) الْأَحْكَامُ : (و) حَكَّمَ : শেষ/বন্ধ হয়ে যাওয়া।
 (ج) أَجَلًا، جِيلًا : এক সময়কার লোকজন, প্রজন্ম।
 (ج) الْكَرَامُ، الْكَرَمُ : (و) كَرَّمَ : সম্ভ্রান্ত, দানশীল।
 مَبِلَ : আকর্ষণ।
 مَبِلَ (ض) مَد : আকৃষ্ট হওয়া।
 (ج) الْأَيَّامُ، الْأَيَّامُ : (و) يَوْمٌ : কাল, যুগ।
 (ج) الْبَلَاءُ، الْبُلُوْءُ : (و) نَيْمٌ : কৃপণ/নিকৃষ্ট লোকজন।
 إِخَالَ : আমি মনে করি।
 (س) خَيْلًا، خَيْلَةً، خَيْلًا : মনে করা। ধারণা করা।
 بَعْلٌ (ج) بَعُولٌ، بَعَالٌ، بَعُولَةٌ : স্বামী, মালিক, নেতা।
 صَوَوُ (صَد) (ج) صَدَّقَ : চিত্র সত্যবাদী।
 (ن) صَدَقًا : সত্য বলা।
 الْكَلَامُ : কথা, বক্তব্য, আলাপ-আলোচনা, বাক্য।
 بَرِي (صَد، مَذ) (ج) بَرِيْتُونَ، أَبْرَاءُ - أَبْرَاءُ، بَرَاءُ : মুক্ত, পবিত্র, নির্ভেজাল।
 (س، ف، ك) - مِنْ الرِّضِ : রোগ নিরাময় হওয়া।
 (س، ف) (ن) بَرُوْءًا، بَرَاءً، بَرَاءَةً - مِنْ الْعَيْبِ : দোষমুক্ত হওয়া। মুক্তি পাওয়া।
 الْمَلَامُ : তর্কনা।
 الْمَلَامُ (مَصْدَرِيَّةٌ) : তর্কনা করা।

وَهَا هُوَ قَدْ اعْتَرَفَ لَكَ بِالْقَرْضِ، وَصَرَحَ عَنِ
الْمَحْضِ، وَبَيَّنَّ مُصَدَّقَ النَّظْمِ، وَتَبَيَّنَ
أَنَّهُ مَعْرُوقُ الْعَظِيمِ، وَإِعْنَاتُ الْمُعْذِرِ مَلَأَمَةٌ،
وَحَبْسُ الْمُعْسِرِ مَائِمَةٌ، وَكَيْشَانُ الْفَقْرِ
زَهَادَةٌ، وَانْتِظَارُ الْفَرَجِ بِالضَّبْرِ عِبَادَةٌ.

অনুবাদ : জেনে রাখ সে তোমার স্বণের কথা স্বীকার করেছে এবং পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছে। সে মালার অর্থ বর্ণনা করেছে এবং একথা প্রকাশিত হয়েছে যে, চোষা হাড়। আর ওজর পেশকারীকে কষ্ট দেওয়া নিন্দনীয়, অভাবীকে আটক রাখা গুনাহের কাজ, দারিদ্র্যকে লুকিয়ে রাখা দুনিয়াবিমুখতা এবং ধৈর্যের সাথে স্বচ্ছলতার অপেক্ষায় থাকা ইবাদত।

শাস্তিক অনুবাদ : وَصَرَحَ عَنْ জেনে রাখ, সে তোমার স্বণের কথা স্বীকার করেছে عَنْ থেকে বর্ণনা করেছে وَبَيَّنَّ মালার অর্থ বর্ণনা করেছে وَتَبَيَّنَّ এবং এ কথা প্রকাশিত হয়েছে যে, চোষা হাড় وَإِعْنَاتُ الْمُعْذِرِ الْفَقْرِ সে চোষা হাড় ওজর পেশকারীকে কষ্ট দেওয়া নিন্দনীয় وَحَبْسُ الْمُعْسِرِ এবং অভাবীকে আটক রাখা গুনাহের কাজ وَكَيْشَانُ الْفَقْرِ দারিদ্র্যকে লুকিয়ে রাখা দুনিয়াবিমুখতা وَانْتِظَارُ الْفَرَجِ স্বচ্ছলতার অপেক্ষায় থাকা بِالضَّبْرِ ধৈর্যের সাথে عِبَادَةٌ ইবাদত।

শব্দ বিশ্লেষণ

হ্যা (حَرَفَ النَّبِيَّ): জেনে রাখ।
قَدْ اعْتَرَفَ: সে স্বীকার করেছে।
اِعْتَرَفًا: স্বীকার করা।
الْقَرْضُ: ঋণ।
الْقَرْضُ (ض) مَص: ঋণ দেওয়া।
صَرَحَ: স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে।
تَفَعَّلَ تَصَرُّعًا: স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা।
مَحْضٌ: খাটি।
الْمَحْضُ (س) مَص: খাটি হওয়া/করা।
مُصَدَّقٌ: অর্থ, সত্যবাদিতার সাক্ষ্য।
النَّظْمُ: মালা, কবিতা।
النَّظْمُ (ض) مَص: কবিতা রচনা করা, মালা গাথা।
تَبَيَّنَ: প্রকাশিত হয়েছে।
تَفَعَّلَ تَبَيَّنًا: প্রকাশিত হওয়া।
مَعْرُوقٌ (مَف) مَذ: গোশতহীন হাড়, চোষা হাড়।
(ن) عَرَفًا - الْعَظِيمُ: গাঢ় থেকে সম্পূর্ণ গোশত খেয়ে ফেলা।
الْعَظِيمُ: হাড়, হাড়ি।
(ج) أَعْظَمُ، عَظَامَةً: কষ্ট দেওয়া।
إِعْنَاتُ (إِعْمَال) مَص: ঋণসেবায় মুখে ফেলা দেওয়া।
الْمُعْذِرُ (فَا) مَذ: ওজরপেশকারী।

اِلْعَانَا: ওজর পেশ করা।
مَلَأَمَةٌ: নিন্দনীয়।
مَلَأَمَةٌ (ك) مَص: কৃপণ/নিকৃষ্ট হওয়া।
حَبْسٌ (ج) حَبُوسٌ: বন্দীশালা।
حَبَسَ (ض) مَص: বন্দী করা।
الْمُعْسِرُ (فَا) مَذ: অভাবী।
اِلْعَانَا: অভাবী হওয়া।
مَائِمَةٌ (ج) مَائِمٌ: গুনাহ, গুনাহের কাজ।
كَيْشَانٌ (ن) مَص: গোপন রাখা, লুকিয়ে রাখা।
الْفَقْرُ (ج) مُفْقِرٌ - مَفَاقِرٌ: দারিদ্র্য, অভাব।
زَهَادَةٌ (س, ف, ك) مَص: কোনো কিছুয় প্রতি অনাগ্রহী হয়ে ছেড়ে দেওয়া।
دুনিয়া বিমুখ হওয়া।
اِنْتِظَارُ (اِنْعِيَال) مَص: অপেক্ষা করা।
اَلْفَرَجُ: প্রশান্ততা, স্বচ্ছলতা।
اَلْفَرَجُ (س) مَص: লজ্জাস্থান খুলে যাওয়া।
اَلْقِسْرُ: ধৈর্য, সহনশীলতা।
اَلْقِسْرُ (ض) مَص: নিজেকে বিরত রাখা।
عِبَادَةٌ: ধৈর্য ধারণ করা।
عِبَادَةٌ (ن) مَص: ইবাদত করা।

فَارْجِعْنِي إِلَىٰ خِدْرِكَ، وَأَعِزَّنِي أَبَا عَنَرِكَ،
وَنَهْنِي عَنْ غَرْبِكَ، وَسَلِّمِي لِقَضَاءِ رَبِّكَ،
ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ لَهَا فِي الصَّدَقَاتِ حَصَّةً،
وَنَازِلَهَا مِنْ دَرَاهِمِهَا قُبْضَةً، وَقَالَ لَهَا :
تَعَلَّلَا بِهَذِهِ الْعَلَاةِ، وَتَنَدَّبَا بِهَذِهِ
الْبَلَاةِ، وَأَصْبِرَا عَلَىٰ كَيْدِ الرَّمَانِ وَكَدِّهِ،
فَعَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَا بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ
عِنْدِهِ، فَنَنْهَضَا وَلِلشَّيْخِ فَرْحَةٌ الْمَطْلِقِ
مِنَ الْإِسَارِ، وَهَرَّةٌ الْمَوْسِرِ بَعْدَ الْإِعْسَارِ.

অনুবাদ : অতএব তুমি তোমার পর্দায় ফিরে যাও এবং তোমার স্বামীর ওজর গ্রহণ কর এবং তুমি তোমার মুখরাপনাকে বিরত রাখ এবং তোমার প্রতিপালকের সিদ্ধান্তের সম্মুখে নিজেকে সমর্পিত কর। তারপর তিনি তাদের উভয়ের জন্য সদকার একটি অংশ নির্ধারিত করে দিলেন এবং তাদের দু'জনকে সদকার দিরহাম থেকে এক মুঠো দিরহাম দান করলেন এবং তাদেরকে বললেন, তোমরা উভয়ে এই সাবুনার বস্তু দ্বারা সাবুনা লাভ কর এবং এই সামান্য সিক্ততা দ্বারা পিপাসা নিবারণ কর এবং তোমরা কালের ষড়যন্ত্রের ও কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ কর। অনতিবিলম্বে আল্লাহ তা'আলা প্রশস্ততা দান করবেন অথবা তার পক্ষ থেকে কোনো ফয়সালা করে দেবেন। অতঃপর তারা উভয়ে উঠে গেল এমনতবস্থায় যে, তখন বৃদ্ধের আনন্দ-উৎফুল্লতা ছিল বন্দীদশা থেকে মুক্ত ব্যক্তির আনন্দের মতো; ও অভাবের পর ধনাঢ্য ব্যক্তির উৎফুল্লতার মতো।

শাফিক অনুবাদ : فَأَرْجِعْنِي إِلَىٰ خِدْرِكَ : অতএব তুমি তোমার পর্দায় ফিরে যাও وَأَعِزَّنِي أَبَا عَنَرِكَ তোমার স্বামীর ওজর গ্রহণ কর وَنَهْنِي عَنْ غَرْبِكَ তুমি তোমার মুখরাপনাকে বিরত রাখ وَسَلِّمِي لِقَضَاءِ رَبِّكَ এবং নিজেতে সমর্পিত কর তোমার প্রতিপালকের সিদ্ধান্তের সম্মুখে ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ لَهَا তারপর তিনি তাদের উভয়ের জন্য নির্ধারিত করে দিলেন فِي الصَّدَقَاتِ সদকার একটি অংশ وَنَازِلَهَا مِنْ دَرَاهِمِهَا قُبْضَةً সদকার দিরহাম থেকে এক মুঠো দিরহাম এবং তাদেরকে বললেন تَعَلَّلَا بِهَذِهِ الْعَلَاةِ তোমরা উভয়ে সাবুনা লাভ কর وَتَنَدَّبَا بِهَذِهِ الْبَلَاةِ এই সাবুনার বস্তু দ্বারা সাবুনা লাভ কর وَأَصْبِرَا عَلَىٰ كَيْدِ الرَّمَانِ وَكَدِّهِ এবং তোমরা ধৈর্যধারণ কর فَعَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَا بِالْفَتْحِ অনতিবিলম্বে আল্লাহ তা'আলা প্রশস্ততা দান করবেন অথবা তার পক্ষ থেকে কোনো ফয়সালা করে দেবেন أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ অতঃপর তারা উভয়ে উঠে গেল এমনতবস্থায় যে, তখন বৃদ্ধের আনন্দ-উৎফুল্লতা ছিল বন্দীদশা থেকে মুক্ত ব্যক্তির আনন্দের মতো وَهَرَّةٌ الْمَوْسِرِ بَعْدَ الْإِعْسَارِ অভাবের পর ধনাঢ্য ব্যক্তির উৎফুল্লতার মতো।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَرْجِعْنِي : তুমি ফিরে যাও।
(ض) رَجَعْتُ : ফিরে যাওয়া।
خِدْرٌ : (ج) أَحْدَارٌ خُدْرٌ (جمع) : গুহাভরণী পর্দা।
أَعِزَّنِي : তুমি ওজর গ্রহণ কর।
(ض) عَزَّرَ : ওজর গ্রহণ করা।
أَبَا عَنَرٍ (الرَّمَانِ) : মহিলার প্রথম স্বামী।
نَهْنِي : তুমি বিরত রাখ।

تَعَلَّلَا : বিরত রাখা।
غَرْبٌ : (ج) غُرُوبٌ : তেজস্বিতা, মুখরাপনা।
سَلِّمِي : সম্মুখ থাক : নিজেতে সমর্পিত কর।
(تَعَلَّلَا) : (ض) تَلَبَّسْتُ : সন্ধ্যা বাঁকা : আশ্রয়মর্শণ করা।
قَضَاءٌ : ফয়সালা, সিদ্ধান্ত।
قَضَا : (ض) مَدَّ : ফয়সালা করা।
رَبٌّ (مف. مف. رب-ن) : প্রতিপালক।

رَبٌّ : (ج) أَرْبَابٌ : মালিক।
 فَرَضَ : নির্ধারিত করে দিলেন।
 (ض) فَرَضًا : নির্ধারিত করে দেওয়া।
 (ج) الصَّدَقَاتُ, (و) صَدَقَةٌ : সদকা, দানের মাল।
 حَصَّةٌ : (ج) حِصَصٌ : অংশ, হিসসা।
 نَآوَلَ : দিলেন, দান করলেন।
 (مُفَاعَلَةٌ) مَنَآوَلَةٌ : দেওয়া।
 (ج) دَرَاهِمٌ, (و) دِرْهَمٌ : দিরহাম, রৌপ্য মুদ্রা।
 قَبْضَةٌ : একমুঠো পরিমাণ।
 تَعَلَّلًا : তোমরা উভয়ে সাবুনা লাভ কর।
 (تَتَعَلَّلُ) تَعَلَّلًا : সাবুনা লাভ করা।
 أَلْعَلَّةُ : সাবুনার বস্তু, সামান্য বস্তু।
 تَنَدَّى : তোমরা উভয়ে পিপাসা নিবারণ কর।
 (تَتَعَلَّلُ) تَنَدَّى : পিপাসা নিবারণ করা।
 أَلْبَلَّةُ : সিক্ততা।
 اِصْبَرَا (ض) صَبْرًا : তোমরা উভয়ে ধৈর্য ধারণ কর।
 كَيْدٌ : (ج) كِبَادٌ : ষড়যন্ত্র।
 كَيْدٌ (ض) مَكِيدٌ : ষড়যন্ত্র করা।
 أَلْرَمَانُ : (ج) أَرْمَنَةٌ : কাল, যুগ।
 كَيْدٌ : কষ্ট, পরিশ্রম।
 كَيْدٌ (ن) مَكِيدٌ : কষ্ট/পরিশ্রম করা।

عَسَى (فِعْلٌ مَقَارَنَةٌ) : আশা রয়েছে যে/ অনতি বিলম্বে।
 بَانِي : আসবে।
 (م) آتِيًا, آتِيًا : আসা, আগমন করা।
 بِه - : নিয়ে আসবে।
 الْفَتْحُ : বিজয়।
 الْفَتْحُ (ن) مَصْد : বিজয় দান করা, খোলা।
 أَمْرٌ : (ج) أُمُورٌ : বিষয়, নির্দেশ, ফয়সালা।
 أَمْرًا (ن) مَصْد : নির্দেশ দেওয়া।
 نَهَضًا : তারা উভয়ে উঠে গেল।
 (ن) نَهَضًا, نَهَضًا : উঠে যাওয়া।
 فَرْحَةً : খুশি, আনন্দ।
 الْمَطْلَقُ (مَض, مَض) : মুক্ত, ছাড়া।
 (أَنْتَابُ) إِطْلَاقًا : ছেড়ে দেওয়া।
 الْإِسَارُ : বন্দীদশা।
 الْإِسَارُ (ض) مَصْد : বন্দী করা।
 فَزَعًا (ن) (مَصْدَرٌ عَلَى زَيْنٍ فِعْلَةٌ لِّلْفَرْعِ) : এক ধরনের উৎফুল্লতা।
 الْمَوْتِيرُ (فَا, مَض) (ج) مَيَاسِرٌ : ধনী, ধনাঢ্য ব্যক্তি।
 (أَنْتَابُ) إِسَارًا : ধনী হওয়া।
 الْإِعْسَارُ : অভাব।
 الْإِعْسَارُ (إِقْعَالٌ) مَصْد : অভাবী হওয়া।

قَالَ الرَّأْيُ : وَكُنْتُ عَرَفْتُ أَنَّهُ أُبْرِزِدَ سَاعَةً
بَزَغَتْ شَمْسُهُ، وَتَزَعَتْ عِزُّهُ، وَكِدْتُ أَفْصَحُ
عَنْ أَفْتِنَانِهِ، وَإِنَّمَارِ أَفْنَانِهِ، ثُمَّ أَشْفَقْتُ
مِنْ عُسُورِ الْقَاضِي عَلَى بُهْتَانِهِ، وَتَزَوُّي
لِسَانِهِ، فَلَا يَرَى عِنْدَ عِرْقَانِهِ أَنْ يَرْشَحَهُ
لِإِحْسَانِهِ، فَأَحْبَبْتُ عَنِ الْقَوْلِ إِحْجَامَ
الْمُتَرَاتِبِ، وَطَوَيْتُ ذِكْرَهُ كَطَيِّ السَّجَلِ
لِلْكِتَابِ.

অনুবাদ : বর্ণনাকারী বলেন, তার সূর্য উদিত হওয়ার এবং তার জীবির অভিযোগে উপাধান করার সময় আমি তাকে চিনে ফেলেছিলাম যে, সে আবু যায়দ। আমি তার বহুরূপ ধারণ করা এবং তার শাখা প্রশাখার ফলদানের কথা প্রকাশ করে দেওয়ার উপক্রম করলাম। অতঃপর আমি তার মিথ্যা কথা ও তার ভাষার ভড়ং সম্পর্কে বিচারকের অবগত হওয়ার আশঙ্কা করলাম। কেননা তিনি তাকে চিনে ফেললে তার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইবেন না। তাই আমি সন্দেহ পোষণকারীর পেছনে সরে যাওয়ার মতো সে কথা না বলে পেছনে সরে গেলাম এবং সিজিল নামক ফেরেশতার আমলনামা ভাঁজ করে রাখার মতো তার আলোচনা চেপে রাখলাম।

শাস্তিক অনুবাদ : قَالَ الرَّأْيُ : كُنْتُ عَرَفْتُ أَنَّهُ أُبْرِزِدَ سَاعَةً তার সূর্য উদিত হওয়ার সময় এবং তার জীবির অভিযোগ উপাধান করার সময় আমি তাকে চিনে ফেলেছিলাম যে, সে আবু যায়দ। আমি তার বহুরূপ ধারণ করা এবং তার শাখা প্রশাখার ফলদানের কথা প্রকাশ করে দেওয়ার উপক্রম করলাম। অতঃপর আমি আশঙ্কা করলাম তার মিথ্যা কথা সম্পর্কে বিচারকের অবগত হওয়ার আশঙ্কা করলাম। কেননা তিনি চাইবেন না তার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইবেন না। তাই আমি পেছনে সরে যাওয়ার মতো সে কথা না বলে পেছনে সরে গেলাম এবং সিজিল নামক ফেরেশতার আমলনামা ভাঁজ করে রাখার মতো তার আলোচনা চেপে রাখলাম।

শব্দ বিশ্লেষণ

الرَّأْيُ (রা, মড) : বর্ণনাকারী।
(ض) رَوَايَةً : বর্ণনা করা।
كُنْتُ عَرَفْتُ : আমি চিনে ফেলেছিলাম।
(ض) عَرَفَةً، عِرْقَانًا، مَعْرِئَةً : চেনা। জানা।
(ج) سَاعَةً، سَاعًا : ঘণ্টা, সময়, ওয়াক্ত।
بَزَغَتْ : উদিত হলো।
(ن) بَزَغًا، بَزُوعًا : উদিত হওয়া।
(ج) شَمْسًا : সূর্য।
(ض) مَدًا : রৌদ্রময় হওয়া।
تَزَعَتْ : অভিযুক্ত করল, অভিযোগে উপাধান করল।
(ف) تَزَعًا : অভিযোগ করা।

عِزُّ (জ) أَمْرًا : নববধু, কনে।
عِزُّ (জ) رَأْيًا : বর, নবপরিত্ত স্বামী।
كِدْتُ (স) كَوَدًا، كَعَادًا (فعل المقارئة) : উপক্রম করলাম।
(كُنْتُ) أَفْصَحُ : প্রকাশ করে দেওয়ার উপক্রম করলাম।
(إِنَّمَارًا) أَفْنَانًا : প্রকাশ করা। শব্দ করা।
أَفْتِنَانًا (إِفْتِنَانًا) : নানা রকম কথা বলা। বহুরূপ।
أَشْفَقْتُ : খারব করা।
إِحْسَانًا (إِفْعَالًا) : ফলদান।
إِحْسَانًا (إِفْعَالًا) : ফলদান করা।
(ج) أَفْنَانًا، كُنْتُ، (جمع) أَفْنَانًا : শাখা-প্রশাখা।
أَشْفَقْتُ : আমি ভয় করলাম।

(إِفْعَالٌ) : ভয় করা ।
 (عُثِّرَ) (ন) : অবগত হওয়া, অবহিত হওয়া ।
 (أَلْفَضَى) (ফা, মড) (ج) : বিচারক, বিচারপতি ।
 (ض) : বিচার/ ফয়সালা করা ।
 (بُهْتَانٌ) : অপবাদ, মিথ্যা কথা ।
 (بُهْتَانٌ) (ফ) : অপবাদ দেওয়া ।
 (تَزَوُّيٌ) : ভড়ং ।
 (تَزَوُّيٌ) (تَفْعِيلٌ) : কথার ভড়ং করা ।
 (لِسَانٌ) (ج) : (أَلْسِنَةٌ, أَلْسِنٌ, لِسَانٌ) : ভাষা, মুখ, রসনা ।
 لَا يَرَى : চাইবেন না, ইচ্ছা করবেন না ।
 (ف) : (رَأَى, رُؤِيَ) : দেখা । মনে করা ।
 (عُرِفَانٌ) (ض) : চেনা, জানা ।
 (أَنْ) : (يُرْتَعَ) : উপকানো, ঝরানো ।
 (تَفْعِيلٌ) : (تَرْتِيعًا) : উপকানো । ঝরানো ।
 (إِحْسَانٌ) (إِفْعَالٌ) : সুন্দর করা, অনুগ্রহ করা ।
 (أَحْجَمْتُ) : আমি পেছনে সরে গেলাম ।

(إِحْجَمْتُ) : পেছনে সরে যাওয়া ।
 (أَقُولُ) (ন) : কথা বলা ।
 (أَقُولُ) (জ) : কথা ।
 (إِحْجَمْتُ) (إِفْعَالٌ) : পেছনে সরে যাওয়া । ভয় করে :
 (إِحْجَمْتُ) : বিরত থাকা ।
 (أَلْمَرْتَابَ) (ফা, মড) : সন্দেহ পোষণকারী ।
 (إِفْعَالٌ) : (أَرْتَابًا) : সন্দেহ পোষণ করা ।
 (طَوَّنْتُ) : ভাঁজ করে/ চেপে রাখলাম ।
 (ض) : (طَبَّ) : ভাঁজ করে রাখা । চেপে রাখা ।
 (ذَكَرٌ) (জ) : (أَذْكَارٌ) : স্মরণ, আলোচনা ।
 (ذَكَرٌ) (ন) : (مَد) : আলোচনা করা, স্মরণ করা ।
 (طَيَّ) (ض) : (مَد) : গুটিয়ে রাখা, চেপে রাখা, ভাঁজ করে রাখা ।
 (السَّجَلُ) : আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফিরিশতা ।
 (سَجَلَاتٌ) (জ) : (سَجَلٌ) : রেজিষ্টার, বালাম ।
 (الْكِتَابُ) (জ) : (مُحْتَبٌ) : কিতাব, গ্রন্থ, আমলনামা ।

إِلَّا أَنِّي قُلْتُ بَعْدَ مَا فَصَّلَ، وَوَصَّلَ إِلَى مَا
وَصَّلَ : لَرَأَى لَنَا مَنْ يَنْطَلِقُ فِي أَثَرِهِ،
لَأَنَّا بِفَضِّ خَبْرِهِ، وَمَا يَنْشُرُ مِنْ جَبْرِهِ،
فَأَتْبَعَهُ الْقَاضِي أَحَدَ أُمَّتَانِهِ، وَأَمَرَهُ
بِالتَّجَسُّسِ عَنْ أَنْبَاءِ، فَمَا لَيْثَ أَنْ رَجَعَ
مُتَذَفِّعًا، وَهَقَرَ مَقَهَقَهَا. فَقَالَ لَهُ
الْقَاضِي : مَهَيْمَ، يَا أَبَا مَرْثَمَ! فَقَالَ : لَقَدْ
عَاقَبْتُ عَجَبًا، وَسَيَفُتُ مَا أَنْشَأَ لِي طَرِبًا،
فَقَالَ لَهُ : مَاذَا رَأَيْتَ؟ وَمَا الَّذِي وَعَيْتَ؟
قَالَ : لَمْ يَزَلِ الشَّيْخُ مَذْخَرَجَ بِصَيِّقٍ
بِيَدَيْهِ، وَخَالَفَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ، وَغَرَدَ يَمْلًا
شِدْقِيهِ، وَيَقُولُ :

অনুবাদ : কিন্তু তার পৃথক হয়ে যাওয়ার পর এবং তার
নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে যাওয়ার পর আমি বললাম, যদি
আমাদের এমন এক ব্যক্তি থাকত, যে তার পেছনে যাবে
তবে সে তার সঠিক খবর নিয়ে এবং তার নকশিকরা
চাদর থেকে বিক্ষিপ্ত বিষয়াদি নিয়ে আমাদের কাছে অবশ্য
আসতে পারত। তখন বিচারপতি তার একজন বিশ্বস্ত
ব্যক্তিকে তার পেছনে পাঠালেন এবং তার খবরাখবর
যাচাই করে দেখার জন্য নির্দেশ দিলেন। অতঃপর সে
একটু পরেই লুটোপুটি খেয়ে এবং বিলবিলিয়ে হাসতে
হাসতে উল্টো পায়ে ফিরে এলো। তখন বিচারপতি
তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু মরয়ম (অর্থাৎ, অভিনব
সংবাদ পরিবেশনকারী) ব্যাপার কি? তখন সে বলল,
আমি এক আকর্ষণপূর্ণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছি এবং আমি
এমন বিষয় শুনেছি, যা আমার মধ্যে আনন্দ সৃষ্টি
করেছে। বিচারপতি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী
দেখেছ এবং তুমি কী শুনেছ? সে বলল, বৃদ্ধ লোকটি
বের হয়ে যাওয়ার পর থেকে তার দু'হাতে তালি বাজাতে
রয়েছে এবং সে দু'পায়ে নৃত্য করছে। আর সে তার
আকর্ণ মুখে গান গাইছে এবং সে বলছে :

শাব্দিক অনুবাদ : إِنْ أَنِّي قُلْتُ : কিন্তু আমি বললাম فَصَّلَ পৃথক হয়ে যাওয়ার পর وَوَصَّلَ إِلَى مَا
নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে যাওয়ার পর لَرَأَى যদি আমাদের এমন এক ব্যক্তি থাকত أَثَرِهِ যে তার পেছনে
যাবে وَمَا يَنْشُرُ مِنْ جَبْرِهِ এবং তার সঠিক খবর নিয়ে وَوَصَّلَ তার নকশিকরা
চাদর থেকে বিক্ষিপ্ত বিষয়াদি নিয়ে الْقَاضِي তখন বিচারপতি তার পেছনে পাঠালেন أَحَدَ أُمَّتَانِهِ একজন
বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে وَأَمَرَهُ তাকে নির্দেশ দিলেন أَنْبَاءِ তার খবরা-খবর যাচাই করে দেখার জন্য فَقَالَ لَهُ একটি
পরেই رَجَعَ সে উল্টো ফিরে এলো مُتَذَفِّعًا লুটোপুটি খেয়ে এবং هَقَرَ হাসতে হাসতে فَقَالَ لَهُ
لَقَدْ তখন সে বলল مَهَيْمَ হে আবু মরয়ম কি يَا أَبَا مَرْثَمَ! আমি এক আকর্ষণপূর্ণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছি
وَسَيَفُتُ এবং আমি এমন বিষয় শুনেছি مَا أَنْشَأَ যা আমার মধ্যে আনন্দ সৃষ্টি করেছে فَقَالَ لَهُ বিচারপতি তাকে জিজ্ঞেস করলেন
وَمَا الَّذِي وَعَيْتَ? তুমি কী দেখেছ وَمَاذَا رَأَيْتَ? সে বলল الشَّيْخُ বৃদ্ধ লোকটি রয়েছে مَذْخَرَجَ বের হয়ে যাওয়ার পর থেকে
بِيَدَيْهِ দু' হাতে তালি বাজাতে وَخَالَفَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ এবং সে দু' পায়ে নৃত্য করছে وَغَرَدَ আর সে গান গাইছে يَمْلًا
شِدْقِيهِ আকর্ণ মুখে/দুই চোয়াল ভরে وَيَقُولُ এবং সে বলছে :

শব্দ বিশ্লেষণ

পৃথক হয়ে গেল। : فَصَّلَ :
পৃথক হওয়া। : وَوَصَّلَ :
পৌঁছে গেল। : وَوَصَّلَ :

(অনু.) وَوَصَّلَ : পৌঁছা।
যাবে, চলবে। : يَنْطَلِقُ :
(অনিয়ত) : يَنْطَلِقُ : যাবার। চলা।

أَثَرٌ, إَثَرٌ : (ج) أَثَرٌ, أَثَرٌ : চিহ্ন, পেছন, পদাঙ্ক।

أَتَى : আসত, আসতে পারত।

(ض) أَتَى, أَتَى : আসা, আগমন করা।

فَصَّ (بشليث الفاء, والفتح أَفْصَحُ) (ج) نَصْرَصَ,

نَصَّاصٌ, أَفْصَحَ : নকশা, আংটির উপরের নকশিকৃত অংশ।

خَبَّرَ : (ج) أَخْبَارٌ : সংবাদ, খবর, বার্তা।

(مَا) يَنْشُرُ (مج) : [যা] বিক্ষিপ্ত করা হয়।

(ن) نَشَرَ : বিক্ষিপ্ত করা। ছড়িয়ে দেওয়া।

(ج) جَبَر, (و) جَبَرَةٌ : নকশিকৃত চাদর।

أَتَيْعٌ : পেছনে পাঠালেন।

(إفْعَالٌ) إِنْبَاعًا : পেছনে পাঠানো।

الْقَاضِي (فأ, مذ, مَصْدَقُضَاءُ) (ج) قَضَاءٌ : বিচারক, বিচারপতি।

أَحَدٌ : (ج) أَحَادٌ : একজন, এক ব্যক্তি।

(ج) أَمْنَاءٌ, (و) أَمِينٌ : বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য।

أَمَرَ : নির্দেশ দিলেন।

(ن) أَمَرَ : নির্দেশ দেওয়া।

الْتَجِسَّسُ (تَفْعُلٌ) مَصْد : অনুসন্ধান করা। যাচাই করে দেখা।

(ج) أَنْبَاءٌ, (و) نَبَأٌ : সংবাদ, খবর, বার্তা।

مَا لَيْتَ : সে বিলম্ব করেনি।

(س) لَيْتَ, لَيْتَ : বিলম্ব করা।

(أَن) رَجَعَ : সে ফিরে এলো।

(ض) رَجَعًا : ফিরে আসা।

مَتَدَعِيَةٌ (فأ, مذ) : লুটোপুটি খাওয়া ব্যক্তি।

(فَعْلَلَةٌ) مَبْتَهَةٌ : বিলবিলিয়ে হাসা।

قَهَقَرٌ : সে উল্টো পায়ে হেঁটে আসল।

(فَعْلَلَةٌ) قَهَقَرَةٌ : উল্টো পায়ে হাঁটা।

مَقَهَقَرَةٌ (فأ, مذ) : যে বিলবিলিয়ে হাসে।

(تَفَعَّلٌ) تَدَعَمًا : লুটোপুটি খাওয়া।

مَهِيمٌ (كلمة استفهام) : তোমার কি অবস্থা? কি খবর?

ব্যাপার কি?

أَبُو مَرْثَمٍ : মরিয়মের পিতা। বিশ্বয়ের জনক।

غَدَّ عَائِنَتْ : আমি প্রত্যক্ষ করেছি।

(مُفَاعَلَةٌ) مَعَانَيْتَ : প্রত্যক্ষ করা।

عَجَبٌ : বিস্ময়কর, আশ্চর্যপূর্ণ।

عَجَبٌ (س) مَصْد : আশ্চর্যবোধ করা।

سَمِعْتُ : আমি শুনেছি।

(س) سَمِعًا : শোনা।

(مَا) أُنْشَأَ : [যা] সৃষ্টি করেছে।

(إفْعَالٌ) إِنْشَاءً : সৃষ্টি করা।

طَرَبٌ : আনন্দ, প্রফুল্লতা।

طَرَبٌ (س) مَصْد : আনন্দে বা দুঃখে আন্দোলিত হওয়া।

(مَاذَا) رَأَيْتَ : তুমি [কি] দেখেছ।

(ن) رَأَى, رُؤْيَةً : দেখা। প্রত্যক্ষ করা।

(مَا) وَعَيْتَ : তুমি [কি] শুনেছ।

(ض) وَعَيًْا : শোনা। গ্রহণ করা।

لَمْ يَزَلْ : (س) زَلًا (فعل ناقص) : একাধারে চলল।

(مُذ) كَرَجَ : [যখন থেকে] বের হলো।

(ن) خَرَجًا : বের হওয়া।

(لَمْ يَزَلْ) يَصْفِقُ : তালি বাজাতে রয়েছে।

(تَفْعِيلٌ) تَصْفِيًا : তালি বাজানো।

يَدٌ : (ج) أَيَدٍ, (مج) أَيَادٍ : হাত, ক্ষমতা, সাহায্য।

يَخَالِفُ : بَيْنَ رَجُلَيْنِ : সে নৃত্য করছে।

(مُفَاعَلَةٌ) مَخَالَفَةً, خِلَافًا - بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ : নৃত্য করা।

رَجُلٌ (ج) أَرْجُلٌ : পা, চরণ।

يُغَرِّدُ : গান গাইছে।

(تَفْعِيلٌ) تَغْرِيدًا, (إفْعَالٌ) إِغْرَادًا, (تَفْعُلٌ) تَغْرُدًا, (س) غَرَدًا :

পাখির গান গাইতে আওয়াজ উঠু করা এবং সুর তরঙ্গ সৃষ্টি করা।

مَلَأَ : (ج) أَمْلَأَ : পূর্ণ হওয়া পরিমাণ।

شِدْقٌ : (ج) أَشْدَقُ, شُدُقٌ : চোয়াল।

مِلًا شِدْقِيهِ : দুই চোয়াল ভরে, আকর্ণ মুখে।

كَذَتْ أَصْلَى بَيْلِيَّةَ * مِنْ وَقَاجِ شَمْرِئَةٍ
وَأَزَّوَرُ السَّجْنِ لَوْلَا * حَاكِمُ الْإِسْكَندَرِيَّةِ

فَضَحَكَ الْقَاضِي حَتَّى هَوَتْ دَنِيَّتُهُ، وَذَوَّتْ
سَكِينَتُهُ، فَلَمَّا فَاءَ إِلَى الرِّقَارِ، وَعَقَّبَ
الْإِسْتِغْفَارَ بِالْإِسْتِغْفَارِ، قَالَ : اللَّهُمَّ
بِخُرْمَةِ عِبَادِكَ الْمُتَقَرِّبِينَ، حَرِّمَ حَبْسِي
عَلَى الْمُتَأَدِّبِينَ، ثُمَّ قَالَ لِذَلِكَ الْأَمِينِ :
عَلَيَّْ بِهِ، فَانْطَلَقَ مُجِدًّا فِي طَلَبِهِ، ثُمَّ عَادَ
بَعْدَ لَآئِهِ، مُخْبِرًا بِنَائِهِ، فَقَالَ الْقَاضِي :

অনুবাদ : [কবিতার অনুবাদ-] “আমি এক নির্লজ্জ ধৃত
মহিলার কারণে এক বিপদে আক্রান্ত হওয়ার উপক্রম
করেছিলাম এবং যদি ইসকান্দারিয়ার বিচারপতি না হতো
তবে কারাগার দর্শনের উপক্রম করেছিলাম।” তখন
বিচারপতি হেসে দিলেন। ফলে তার মুকুট পড়ে গেল
এবং তার প্রশান্তি দূরীভূত হয়ে গেল। অতঃপর যখন
তিনি গাঞ্জীয়ে ফিরে এলেন এবং প্রচণ্ড হাসির পর
ইসতিগফার করলেন। তখন বললেন, হে আল্লাহ!
তোমার নৈকট্যশীল বান্দাদের মর্যাদার অসিলায়
সাহিত্যরসিকদের জন্য আমার কারাগার হারাম করে
দাও। অতঃপর তিনি তার সেই বিশ্বস্ত লোকটিকে
বললেন, তাকে তুমি আমার কাছে নিয়ে আস। তখন সে
তার খোঁজে দ্রুত ছুটে গেল এবং কিছুক্ষণ বিলম্বের পর
তার দূরে চলে যাওয়ার সংবাদ নিয়ে ফিরে এলো। তখন
বিচারক তাকে বললেন :

শাব্বিক অনুবাদ : كَذَتْ আমি আক্রান্ত হওয়ার উপক্রম করেছিলাম بِبَيْلِيَّةَ বিপদে بِمِنْ এক নির্লজ্জ
ধৃত মহিলার কারণে وَأَزَّوَرُ السَّجْنِ এবং কারাগার দর্শনের উপক্রম করেছিলাম وَأَزَّوَرُ যদি
ইসকান্দারিয়ার বিচারপতি না হতো فَضَحَكَ الْقَاضِي তখন বিচারপতি হেসে দিলেন فَحَتَّى هَوَتْ دَنِيَّتُهُ ফলে তার মুকুট
পড়ে যায় وَذَوَّتْ سَكِينَتُهُ এবং তার প্রশান্তি দূরীভূত হয়ে গেল فَلَمَّا فَاءَ অতঃপর যখন তিনি ফিরে এলেন إِلَى الرِّقَارِ
গাঞ্জীয়ে وَعَقَّبَ الْإِسْتِغْفَارَ بِالْإِسْتِغْفَارِ এবং প্রচণ্ড হাসির পর ইস্তিগফার করলেন قَالَ বললেন اللَّهُمَّ হে আল্লাহ
بِخُرْمَةِ অসিলায় حَرِّمَ আমার কারাগার হারাম করে দাও حَبْسِي আমার
عَلَى الْمُتَأَدِّبِينَ সাহিত্যরসিকদের জন্য ثُمَّ قَالَ لِذَلِكَ الْأَمِينِ সে বিশ্বস্ত লোকটিকে عَلَيْهِ তাকে তুমি আমার
কাছে নিয়ে এসো فَانْطَلَقَ مُجِدًّا তখন সে দ্রুত ছুটে গেল فِي طَلَبِهِ তার খোঁজে তার দূরে চলে যাওয়ার সংবাদ নিয়ে
ফিরে এলো فَقَالَ الْقَاضِي তখন বিচারক তাকে বললেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

আক্রান্ত হওয়ার উপক্রম করেছিলাম : (كَذَتْ) أَصْلَى (مع)

আতনের তাপ সহ্য করা : (س) عِلَى، مُلِيًّا - الْكَارِيهَا

কোনো বিষয়ের দুরাশয় সহ্য করা : الْأَمْرُ بِالْأَمْرِ

বিলদ, মসিবত : (ج) بَلَايَا

নির্লজ্জ : وَقَاج (ج) رُقِعَ، رُقِعَ

(ض) قَعَّةً، (س) وَقَعًا، (ك) رَقَاعَةً، وَتَوَعَّةً

নির্লজ্জ হওয়া। মন্ব কর্মে দুঃসাহসী হওয়া।

ধৃত/অভিজ্ঞ মহিলা : شَمْرِئَةٍ

দর্শনের উপক্রম করেছিলাম : (كَذَتْ) أَزَّوَرُ

(ن) زَبَاةً : দেখা। জিয়ারত করা

বন্দীশালা, কারাগার : (ج) سَجْنٍ

বিচারপতি, শাসনকর্তা : (ج) حَاكِمٍ، حَكَّامٌ

ইসকান্দারিয়া, আলেকজান্দ্রিয়া, মিসরের

একটি শহর।

হাসলেন, হেসে দিলেন : ضَحِكَ

(س) ضَحِكًا، ضَحِكًا

বিচারক, বিচারপতি : **الْقَاضِي** (ফা, مذ) : **قَضَاءٌ** (জ) : **قَضَاءٌ**

(ض) **قَضَاءٌ** : বিচার/ ফয়সালা করা

هَوَتْ : পড়ে গেল।

(ض) **هَوَتْ**, **هَوَانًا** : পতিত হওয়া, পড়ে যাওয়া।

ذَرِيَّةٌ (نَسَبٌ إِلَى الدِّينِ وَهُوَ تَلَسُّوَةٌ كَبِيرَةٌ شَبَهَتْ بِالدِّينِ) :

বড় টুপি, মুকুট।

ذَوَتْ : শুকিয়ে গেছে। দূরীভূত হয়ে গেছে।

(ض, س) **ذَوِيَ** : শুকিয়ে যাওয়া। দূরীভূত হওয়া।

سَكَنِيَّةٌ (ج) **سَكَانٌ** : গাভীর, প্রশান্তি।

قَاءَ : ফিরে এলেন।

(ض) **قَيْنًا** : ফিরে আসা।

الْوَقَارُ : গাভীর।

الْوَقَارُ (ض) **مَصَد** : গাভীর হওয়া।

عَقَبَ : পরে করলেন।

(تَفَعُّلٌ) **تَعَقَّبًا** : পরে করা।

অত্যধিক হাসা, প্রচণ্ডভাবে হাসা : **الْإِسْتِغْرَابُ** (إِسْتِغْمَالٌ) **مَصَد** :

ইসতিগফার করা, ক্ষমা : **الْإِسْتِغْفَارُ** (إِسْتِغْمَالٌ) **مَصَد** :

প্রার্থনা করা।

اللَّهُمَّ (مَعْنَاهُ يَا لَهِ) : হে আল্লাহ।

حُرْمَةٌ (ج) **حُرْمٌ**, **حُرْمَاتٌ** : মর্যাদা, সম্মান।

(ج) **عَبَادٌ**, **عَبِيدٌ**, (و) **عَبْدٌ** : ভূতা, ক্রীতদাস, গোলাম, বান্দা।

الْمُقَرَّبِينَ (مف, جمع, مذ) : নৈকট্যশীলগণ।

حَرَّمَ : হুমি হারাম করে দাও।

(تَفَعُّلٌ) **تَعَرَّسًا** : হারাম করে দেওয়া।

حَبَسَ : (ج) **حُبْرَسٌ** : বন্দীশালা, কারাগার।

الْمَسَاقِينِ (ফা, جمع, مذ) : সাহিত্যরসিকগণ।

غُلَّتْ **تَادِبًا** : শিষ্ট হওয়া। শিষ্টাচার শেখা।

সাহিত্য চর্চা করা। সাহিত্যের জ্ঞান অর্জন করা।

الْأَمِينُ (صف, مذ) (ج) **أَمَنَاءٌ** : বিশ্বস্ত লোকটি।

(ك) **أَمَانَةٌ** : বিশ্বস্ত হওয়া। আমানতদার হওয়া।

إِنْطَلَقَ : সে গেল।

(إِنْطِلَالٌ) **إِنْطِلَاقًا** : যাওয়া।

مُجِدَّدٌ (ফা, مذ) : সচেঁট।

مُجِدَّدًا : দ্রুত ছুটে।

(إِنْطِلَالٌ) **إِجْدَادًا** : চেষ্টা করা। নতুন করা।

طَلَبٌ : খোঁজ, তালাশ, অন্বেষণ।

طَلَبٌ (ن) **مَصَد** : খোঁজ করা।

عَادَ : সে ফিরে এলো।

(ن) **عَوْدًا** : ফিরে আসা।

لَايٌ : বিলম্ব।

لَايٌ (ف) **مَصَد** : বিরত হওয়া, বিলম্ব করা।

مُتَبَرِّكٌ (ফা, مذ) : সংবাদদাতা, সংবাদবাহক।

(إِنْطِلَالٌ) **إِنْطِلَاقًا** : সংবাদ দেওয়া।

نَائِي : দূরত্ব।

نَائِي (ف) **مَصَد** : দূরে যাওয়া।

الْقَاضِي (ফা, مذ) (ج) **قَضَاءٌ** : বিচারক, বিচারপতি।

(ض) **قَضَاءٌ** : বিচার/ ফয়সালা করা।

أَمَّا أَنْتَ لَوْ حَضَرْتَ، لَكُنْفَى الْحَذَرُ، ثُمَّ لَا أَوْلِيَّتَهُ
 مَا هُوَ بِهِ أَوْلَى، وَلَا رَيْتَهُ أَنْ الْأَخْرَةَ خَيْرٌ لَهُ
 مِنْ الْأَوْلَى. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ : فَلَمَّا
 رَأَيْتُ صَفْوَةَ الْقَاضِيِ إِلَيْهِ، وَقَوْتُ ثَمَرَةَ
 التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ، غَشِيَتْهُ نَدَامَةُ الْفَرَزْدَقِ
 حِينَ أَبَانَ النُّوَّارَ، وَالْكَسْعَى لَمَّا اسْتَبَانَ
 النَّهَارَ.

অনুবাদ : জেনে রাখ, সে যদি হাজির হত তবে ভয় থেকে তাকে মুক্ত রাখা হতো। অতঃপর আমি তাকে তাই দান করতাম, যা তার জন্য উপযুক্ত এবং তাকে দেখাতাম যে, পরবর্তী পুরস্কার পূর্ববর্তী পুরস্কারের চেয়ে উত্তম। হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন, অতঃপর যখন আমি তার প্রতি বিচারপতির আকর্ষণ এবং তার সম্পর্কে অবহিত করার ফল বিনষ্ট হতে দেখলাম, তখন আমি ফরযদকের মতো লজ্জা পেলাম যেমন সে [তার স্ত্রী] নাওয়ারকে তালাক দিয়ে পেয়েছিল এবং কুসাইর মতো লজ্জা পেলাম যেমন সে প্রভাত বিকশিত হওয়ার পর পেয়েছিল।

শাব্দিক অনুবাদ : أَمَّا جেনে রাখ لَوْ حَضَرْتَ যদি সে হাজির হত لَكُنْفَى তবে ভয় থেকে তাকে মুক্ত রাখা হত ثُمَّ অতঃপর لَا أَوْلِيَّتَهُ আমি তাকে তাই দান করতাম مَا هُوَ بِهِ أَوْلَى যা তার জন্য উপযুক্ত এবং তাকে দেখাতাম أَنْ الْأَخْرَةَ পরবর্তী পুরস্কার পূর্ববর্তী পুরস্কারের চেয়ে উত্তম قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন فَلَمَّا যখন আমি দেখলাম إِلَى إِلَيْهِ তার প্রতি বিচারপতির আকর্ষণ وَقَوْتُ এবং বিনষ্ট হতে ثَمَرَةَ তেনবির عَلَيْهِ তার সম্পর্কে অবহিত করার ফল الْفَرَزْدَقِ তখন আমি ফরযদকের মতো লজ্জা পেলাম لَمَّا اسْتَبَانَ যেমন সে নাওয়ারকে তালাক দিয়ে পেয়েছিল وَالْكَسْعَى এবং কুসাইর মতো লজ্জা পেলাম لَمَّا اسْتَبَانَ যেমন সে প্রভাত বিকশিত হওয়ার পর পেয়েছিল।

শব্দ বিশ্লেষণ

(لَوْ) হাজির হত। : (لَوْ) حَضَرْتَ

হাজির হওয়া। : (ن) حَضُرًا

কুফী (مع) : : (كُنْفَى) حَضَرْتَ

যথেষ্ট হওয়া। : (ض) كُنْفَى

ভয়, ভীতি। : (ح) حَذَرُ

ভয় করা। : (س) مَدَّ

আমি দান করতাম, অনুগ্রহ করতাম। : (ت) أَوْلَى

আমি : (ج) أَوْلَى (أَوْلَى) : (ج) أَوْلَى

অধিক উপযুক্ত।

আমি দেখাতাম। : (ر) رَأَيْتُ

দেখানো। : (ع) إِبْرَأْتُ

পরবর্তী [পুরস্কার] : (ف) مَوْ

উত্তম। : (م) خَيْرٌ (إِسْمُ تَفْغِيلٍ, مَذ)

পূর্ববর্তী [পুরস্কার] : (م) الْأَوْلَى (إِسْمُ تَفْغِيلٍ مَوْ)

আমি দেখলাম। : (ر) رَأَيْتُ

দেখা। : (ف) رَأَى, رُؤِيَ

আকর্ষণ, ঝোঁক। : (ق) صَفَرٌ

ঝোঁকা। : (س) مَدَّ

বিনষ্ট হওয়া, হারিয়ে যাওয়া। : (ن) مَدَّ

ফল। : (ج) ثَمَرٌ, ثَمَارٌ (ج) ثَمَرٌ

অবহিত করা। সতর্ক করা। : (م) مَدَّ (إِسْمُ تَفْغِيلٍ)

আচ্ছাদিত করল/-করে ফেলল। : (ت) غَشِيَتْ

আচ্ছন্ন করা। : (س) مَدَّ

লজ্জা। : (م) نَدَامَةٌ

লজ্জিত হওয়া। : نَدَامَةٌ (স) مص : একজন খ্যাতনামা আরবি কবির নাম। : الْفَرَزْدَقُ : সময়, কাল। : حِينٌ : (ج) أَحْيَانٌ, (ج) أَحْيَيْنَ : পৃথক করা, তালাক দেওয়া। : أَبَانَ : তালাক দিয়েছে। : (افْعَالَ) أَبَانَةٌ : কবি ফরযদকের ত্বীর নাম। : النَّوَّارُ :	কুসা গোত্রের এক তীরাদাজ ব্যক্তি, তার নাম : كُوسَى : মুহারিব বা আমির।^২ [যখন] বিকশিত হল। : (أَنْبَتَانَ) (الْإِنْعَمَالَ) أَنْبَتَانَةٌ : দিন, দিবস। প্রভাত থেকে সন্ধ্যা : أَنْهَارٌ, نَهْرٌ (ج) : পর্যন্ত সময়।

১. ফরযদক : নাম হাশাম, পিতার নাম গালিব, পিতামহের নাম সা'সা'আ আত-তামিমী আদ-দারিমী। উপনাম আবু ক্রিসাস। তাঁর এক মেয়ের নামানুসারে যৌবনে উপনাম গ্রহণ করেছিলেন আবু মাক্কীয়া। চেহারার অপছন্দনীয় মাংসবাহুল্য ও অসৌন্দর্যের কারণে উপাধি দেওয়া হয়েছে ফরযদক, মানে আটার খামিরা বা আটার দলা। তাঁর সুনির্দিষ্ট জন্ম তারিখ অজ্ঞাত। বনু উমায়্যার শাসনামলের এক খ্যাতনামা আরবি স্বভাব কবি। বসরার অধিবাসী। কাব্য-লড়াইয়ে জারীর ও আখতালের প্রতিদ্বন্দ্বী। কথিত আছে, কবি ফরযদকের কাব্য সংরক্ষিত না হলে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের এক তৃতীয়াংশ হারিয়ে যেত। তিনি তাঁর ত্বী নাওয়ারকে তালাক দিয়ে পরে নিজের কৃত কর্মের জন্য অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন এবং এ মর্মে একটি কবিতা রচনা করেন। তাঁর এ লজ্জার কারণে পরবর্তীতে نَدَامَةٌ [ফরযদকের লজ্জা] কথাটি আরবি সাহিত্যে প্রবাদে পরিণত হয়। হিজরি ১১০ সালে প্রায় একশ বছরের কাছাকাছি বয়সে বসরার বিয়াবানে এই প্রতিভাধর কবি ইন্তেকাল করেন।

২. কুসাঈ : নাম মুহারিব ইবনে কায়স আল-কুসাঈ। অসমর্থিত এক অভিমত মতাবিক তাঁর নাম আমির ইবনুল হারিহ। ইয়ামানের কুস বংশোদ্ভূত বলে তাঁকে কুসাঈ বলা হয়। আরবি সাহিত্যে লজ্জা ও অনুতাপের এক প্রবাদ পুরুষ। তাঁর জন্ম ও মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত। কথিত আছে যে, তাঁর কতকগুলো ধনুক ছিল। ধনুকগুলো নিয়ে তিনি এক অন্ধকার রাতে নীলপাতী শিকারের উদ্দেশ্যে এক জায়গায় ওঁৎ পেতে বসেন এবং এক পর্যায়ে শিকারের নিকটবর্তিতা অনুভব করে তীর নিক্ষেপ করেন। কিন্তু তাঁর তীর লক্ষ্যেই হয়েছে যেহেতু তিনি একের পর এক তীর নিক্ষেপ করতে থাকেন। তাঁর নিষ্কিণ্ড প্রতিটি তীর সঠিক স্থানে পতিত হলেও প্রচণ্ড অন্ধকারের কারণে তিনি তা বুঝতে পারেন নি। তার ধারণা মতে, তাঁর নিষ্কিণ্ড সবগুলো তীর লক্ষ্যেই হওয়ায় তিনি আক্ষেপে ধনুকগুলো ছেড়ে ফেলে দিয়ে অনুতপ্ত মনে রাত্রি অতিবাহিত করেন। কিন্তু ভোরে উঠে প্রত্যক্ষ করেন যে, তাঁর কোনো তীরই লক্ষ্যেই হয় নি। প্রত্যেকটিতে শিকার মারা পড়েছে। তাই তিনি ভুল বুঝে ধনুক ভাঙ্গার জন্য নিজে নিজে লজ্জিত হন। তাঁর এ লজ্জা আরবি সাহিত্যে প্রবাদরূপ ধারণ করে। কবি ফরযদক যখন বীরী ত্বীকে তালাক দিয়ে লজ্জিত হন তখন তিনি নিজের লজ্জাকে কুসাঈর লজ্জার সাথে উপমিত করে কবিতা রচনা করেন।

المقامة العائرة الرجبية

দশম মাকামা : রাহবার গল্প

● মাকামার সারসংক্ষেপ ●

আলামা হারীরী এ মাকামায় অসংচারিত্রের সংশোধনের উদ্দেশ্যে একটি কাহিনী সৃষ্টি করেছেন। কাহিনীটি এভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, হারিস ইবনে হায্বাম ইরাকের ফোরাতে নদের তীরবর্তী 'রাহবা মালেক' নামক শহরে গমন করেন। সেখানে একদিন তিনি অতি সুন্দর এক কিশোরকে দেখতে পান যে, এক বৃদ্ধ ব্যক্তি তার জামার আতীন ধরে রয়েছে, আর দাবি করছে যে, কিশোরটি তার ছেলেকে হত্যা করেছে। অপরদিকে কিশোরটি এ দাবি প্রত্যাখ্যান করছে। এ নিয়ে বাকবিতণ্ডার এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত হয় যে, তারা বিষয়টির ফয়সালায় জন্য সেই শহরের বিচারকার্যে নিয়োজিত বিচারকের আদালতে যাবে। কিন্তু বিচারকটির বিরুদ্ধে চারিত্রিক দোষের অভিযোগ ছিল। বিচারকের আদালতে গিয়ে বৃদ্ধ লোকটি তার মকদ্দমা উপস্থাপন করল। বিচারক বৃদ্ধ লোকটিকে বললেন, আপনার দাবির সপক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার মতো উপযুক্ত দু'জন সাক্ষী যদি আপনার কাছে থাকে তবে তো ভালো কথা, নতুবা আপনি তার নিকট থেকে কসম নিতে পারেন। বৃদ্ধ বলল, সে নির্জন স্থানে আমার ছেলেকে হত্যা করেছে। আমি সাক্ষী কোথায় পাব। সুতরাং আমি তার নিকট থেকে কসম নেব। তবে তাকে আমার নির্ধারিত শাস্তি ও বাক্যে কসম করতে হবে। কিন্তু কিশোরটি সেই নির্ধারিত শাস্তি ও বাক্যে কসম করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। বিচারক কিশোরটির মোহনীয় অভিজ্ঞি ও মধুর বচনে আকৃষ্টবোধ করে তাকে মুক্ত করে দিয়ে নিজের ঘনিষ্ঠ করে নিতে চাইলেন। তারই অংশ হিসেবে বৃদ্ধের ছেলে হত্যার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ একশ স্বর্ণ মুদ্রা প্রদানের ফয়সালা দিয়ে বৃদ্ধকে বলেন, আপনি একশ স্বর্ণ মুদ্রা পারেন। কিশোরটিকে ছেড়ে দিন। এখন নগদ বিশটি স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে দিচ্ছি। আর বাকিগুলো আগামীকাল পরিশোধ করা হবে। বৃদ্ধ বলল, বাকি অর্থ না পাওয়া পর্যন্ত কিশোরটি আমার তত্ত্বাবধানে থাকবে। বিচারক বৃদ্ধের কথা মেনে নিয়ে চলে যান।

হারিস ইবনে হায্বাম আবু যায়েদ সান্নজীকে চিনে ফেলেন। তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি আবু যায়েদ নন? বৃদ্ধ নিজেই আবু যায়েদ বলে স্বীকার করেন। তারা দু'জনে গল্প-গুজব করে রাত অতিবাহিত করেন; কিন্তু ভোর হওয়ার আগেই সজ্ঞ করে যান। একখানা পত্র হারিসের হাতে দিয়ে বলেন, যখন আমি নিরাপদ দুর্ভেদ্যে চলে যাব তখন এ পত্রখানি বিচারককে দেবেন। পত্রটিতে বারোটি শ্লোকের একটি কবিতা ছিলো, তাতে এইরকম শ্লোক ও চারিত্রিক দোষ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়। এভাবে বিচারকের নিকট থেকে কিছু অর্থ হাতিয়ে নিয়ে আবু যায়েদ পালিয়ে যান। হারিস ইবনে হায্বাম পত্রখানি ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেন।

الْمَقَامَةُ الْعَاشِرَةُ الرَّحِيْبَةُ

দশম মাকামা : রাহবার গল্প

حَكَى الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ : هَتَفَ بِي
دَاعِي الشُّوقِ، إِلَى رَحِيْبَةِ مَالِكِ بْنِ طَوْقٍ،
فَلَبَيْتُهُ مُنْتَضِبًا شِمْلَةً، وَمُنْتَضِبًا عَزْمَةً
مُشْمُولَةً. فَلَمَّا أَلْقَيْتُ بِهَا الْمَرَّاسِي،
وَشَدَدْتُ أَمْرَاسِي، وَرَزَزْتُ مِنَ الْحَمَامِ بَعْدَ
سَبْتِ رَأْسِي، رَأَيْتُ غُلَامًا أَفْرَغَ فِي قَالِبِ
الْجَمَالِ، وَالْيَسَّ مِنَ الْحُسْنِ حَلَّةَ الْكَمَالِ
وَقَدْ اِعْتَلَقَ شَيْخُ بَرْدْنِهِ، بِدَعَايِ أَنَّهُ فَتَكَ
بَابْنِهِ، وَالْغُلَامُ يَنْكُرُ عِرْفَتَهُ، وَيُكِيرُ قِرْفَتَهُ.

অনুবাদ : হারিস ইবনে হাম্মাম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: অনুরাগ-শুহা আমাকে মালিক ইবনে তাওক-এর [পতন করা শহর] রাহবার^১ প্রতি আহ্বান করল। তখন আমি এক দ্রুতগামী উটনীতে আরোহণ করে এবং এক অদম্য সংকল্প নিয়ে তার ডাকে সাড়া দিলাম। অতঃপর যখন আমি সেখানে আমার নোঙ্গর ফেললাম এবং আমার শিবির স্থাপন করলাম, আর মাথা মুগানোর পর স্নানাগার থেকে বেরিয়ে এলাম তখন আমি এমন এক কিশোরকে দেখতে পেলাম, যাকে কাস্তিময়তার হাঁচে টেলে তৈরি করা হয়েছে এবং সৌন্দর্যের পূর্ণ ভূষণ তাকে পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এক বৃদ্ধ তার জামার আতীন চেপে ধরেছে, সে দাবি করছে যে, কিশোরটি তার ছেলেকে হত্যা করেছে, অথচ যুবক তার পরিচিতি অস্বীকার করছে এবং তার অপরাধের অপবাদকে বড় মনে করছে।

শাস্তিক অনুবাদ : الدَّاعِي الشُّوقِ : দশম মাকামা الرَّحِيْبَةُ রাহবার গল্প الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ হারিস ইবনে হাম্মাম বর্ণনা করেন قَالَ তিনি বলেন هَتَفَ بِي আমাকে আহ্বান করল دَاعِي الشُّوقِ অনুরাগ-শুহা إِلَى رَحِيْبَةِ مَالِكِ بْنِ طَوْقٍ মালিক ইবনে তাওক-এর রাহবার প্রতি فَلَبَيْتُهُ তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম مُنْتَضِبًا شِمْلَةً এক দ্রুতগামী উটনীতে আরোহণ করে وَمُنْتَضِبًا عَزْمَةً এবং এক অদম্য সংকল্প নিয়ে مُشْمُولَةً অতঃপর যখন আমি সেখানে নোঙ্গর ফেললাম وَرَزَزْتُ مِنَ الْحَمَامِ আর স্নানাগার থেকে বেরিয়ে এলাম بَعْدَ سَبْتِ رَأْسِي আমার মাথা মুগানোর পর رَأَيْتُ غُلَامًا তখন আমি এক কিশোরকে দেখতে পেলাম أَفْرَغَ فِي قَالِبِ الْجَمَالِ কাস্তিময়তার হাঁচে টেলে তৈরি করা হয়েছে وَالْيَسَّ مِنَ الْحُسْنِ এবং তাকে পরিয়ে দেওয়া হয়েছে حَلَّةَ الْكَمَالِ সৌন্দর্যের পূর্ণ ভূষণ তাকে وَقَدْ اِعْتَلَقَ شَيْخُ بَرْدْنِهِ তার জামার আতীন চেপে ধরেছে أَنَّهُ فَتَكَ দাবি করছে যে, কিশোরটি তার ছেলেকে হত্যা করেছে وَالْغُلَامُ يَنْكُرُ عِرْفَتَهُ আর যুবক তার পরিচিতি অস্বীকার করেছে وَيُكِيرُ قِرْفَتَهُ আর বড় মনে করছে قِرْفَتَهُ তার অপরাধের অপবাদকে।

শব্দ বিশ্লেষণ

বর্ণনা করেন। : حَكَى

বর্ণনা করা। : (ض) حَكَيَّةٌ

আহ্বান করল। : هَتَفَ

আহ্বান করা। : (ي) هَتَفًا، هَتَاةً

১. রাহবা : ইরাকের কোরাড নদীর তীরে এবং বাগদাদ থেকে প্রায় আটশ কি. মি. দূরে সিরিরার পথে অবস্থিত একটি শহরের নাম। এর আর একটি উচ্চারণ রয়েছে। রাহাব। পূর্ণনাম রাহাবা মালিক ইবনে তাওক। আত্মা বালাবুদীর বর্ণনা মতে, মালিক ইবনে তাওক কালী হানুদুর রবীন্দ্রের শাসনামলে এ শহরটি প্রতিষ্ঠা করেন। তবে আত্মা ইরাকুত হামাবী মু'জামুল কুলদানে বলেন, মালিক ইবনে তাওক কালী হানুদুর রবীন্দ্রের শাসনামলে এ শহরের গোড়াপত্তন করেন।

দَاعَى (ফা, مذ) (ج) دَعَا : আহবায়ক, স্পৃহা।

الْشُّوقُ : উৎসাহ, অনুরাগ।

الْشُّوقُ (ن) مَصَد : উৎসাহিত করা।

رَحْبَةً : ইরাকের ফোরাতে নদীর তীরবর্তী একটি প্রসিদ্ধ শহর।

مَالِكُ بْنُ طَرِيقٍ : রাহবা শহরের গোড়া পণ্ডনকারীর নাম।

لَبَّيْتُ : আমি ডাকে সাড়া দিলাম।

تَفَعَّلَ (تَفَعَّلَ) تَلَبَّيْتُ : ডাকে সাড়া দেওয়া।

مُتَمَطِّطٌ (مُتَمَطِّطٌ) مُتَمَطِّطٌ (ফা, مذ) : সওয়ারীতে আরোহণকারী।

إِفْعَالٌ (إِفْعَالٌ) إِنْطِطَّ : বাহন জন্তুতে আরোহণ করা।

شَيْمِلَةٌ (أَي نَاقَةٌ شَيْمِلَةٌ) : দ্রুতগামিনী উটনী।

مُنْتَضِضٌ (مُنْتَضِضٌ) مُنْتَضِضٌ (ফা, مذ) : খাপমুক্তকারী, উন্মুক্তকারী।

عَزَمَ : সংকল্প, প্রত্যয়।

عَزَمَ (ض) مَصَد : সংকল্প করা।

مُشْعِمَةٌ (مُشْعِمَةٌ) مُشْعِمَةٌ (ফা, مَز) : অদম্য, প্রবল।

إِفْعَالٌ (إِفْعَالٌ) إِشْعِمَلًا : প্রফুল্ল/প্রবল/উজ্জ্বলিত হওয়া।

أَلْقَيْتُ : আমি ফেললাম।

إِفْعَالٌ (إِفْعَالٌ) أَلْقَى : ফেলা। রাখা।

(ج) أَلْمَرَّاسِي : নোঙ্গর।

شَدَدْتُ : আমি বাঁধলাম।

(ن) شَدَا : বাঁধা।

شَدَدْتُ أَمْرَاسِي : আমি আমার শিবির স্থাপন করলাম।

(ج) أَمْرَاسٍ مَرَس : রশি, কাছি।

بَرَزْتُ : আমি বের হলাম।

(ن) بَرَزَا : বের হওয়া।

الْحَمَامُ (ج) حَمَامَات : গোসলখানা, স্নানাগার।

سَبَّيْتُ (ن, ض) مَصَد : মাথা মুণালো, মুণ্ডন করা।

رَأْسٌ (ج) رُؤُوسٌ, أُرُوسٌ, أُرَاسٌ, رُؤُوس : মাথা, মস্তক।

رَأَيْتُ : আমি দেখলাম, দেখতে পেলাম।

(ف) رَأَى, رُؤْيَ : দেখা। প্রত্যক্ষ করা।

غَلَامٌ (ج) غُلَامَانٌ, غُلَمَةٌ : ভূতা, চাকর, কিশোর।

أَفْرَعٌ (مَج) : ছাঁচে ঢেলে প্রস্তুত করা হয়েছে।

إِفْعَالٌ (إِفْعَالٌ) أَفْرَعًا : ছাঁচে ঢেলে প্রস্তুত করা।

قَلْبٌ (ج) قَوَالِبٌ : ছাঁচ, ফর্ম।

الْجَمَالُ : সৌন্দর্য, কমণীয়তা।

أَلْبَسَ (ك) مَصَد : সুন্দর হওয়া।

أَلْبَسَ (مَج) : পরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

إِفْعَالٌ (إِفْعَالٌ) أَلْبَسَا : পরানো। পরিধান করানো।

أَلْحَسَنُ (ج) مَحَاسِنٌ : সৌন্দর্য, শোভা।

حُلَّةٌ (ج) حُلَلٌ, حِلَالٌ : ভূষণ, নতুন কাপড়।

الْكَمَالُ : পূর্ণতা।

أَلْكَأَ (ن, ك, س) مَصَد : পূর্ণ হওয়া।

قَدْ اِعْتَلَقَ : চেপে ধরেছে।

إِفْعَالٌ (إِفْعَالٌ) اِعْتَلَقَا : চেপে ধরা। আকড়ে ধরা।

شَيْخٌ (ج) شُيُوخٌ, أَسْبَاحٌ, شَيْخَانٌ, مَشَيْخَةٌ : বৃদ্ধ, নেতা, আলিম, উস্তাদ।

رَدَنٌ (ج) أَرْدَانٌ : আত্মবিশ্বাস, আত্মবিশ্বাসের প্রশস্ত দিক।

يَدْعَى : সে দাবি করছে।

إِفْعَالٌ (إِفْعَالٌ) دَعَا : দাবি করা।

فَتَكَ : অজ্ঞাতসারে হত্যা করেছে।

إِفْعَالٌ (إِفْعَالٌ) فَتَكَا : অজ্ঞাতসারে হত্যা করা।

إِنٌّ (ج) إِنَاءٌ, بَنُونٌ : পুত্র, ছেলে।

يُنْكِرُ : অস্বীকার করছে।

إِفْعَالٌ (إِفْعَالٌ) انْكَارًا : অস্বীকার করা।

عَرَفَهُ : পরিচিতি।

عَرَفَهُ (ض) مَصَد : চেনা, জানা।

يُكْبِرُ : বড় মনে করছে।

إِفْعَالٌ (إِفْعَالٌ) اكْبَارًا : বড় মনে করা।

فَرَفَهُ (ج) فَرَفَ : অপবাদ। মিথ্যা আরোপ।

وَالْخِصَامُ بَيْنَهُمَا مُنْتَطَايِرُ الشَّرَارِ
وَالرَّحَامُ عَلَيْهِمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْأَخْبَارِ
وَالْأَشْرَارِ إِلَى أَنْ تَرْضَابَا بَعْدَ اشْتِطَاطِ
اللَّدِّ بِالتَّنَافُرِ إِلَى وَالِىِ الْبَلَدِ وَكَانَ
مِمَّنْ يَزُنُّ بِالْهَنَاتِ وَيُغْلِبُ حُبَّ النِّبَنِينَ
عَلَى الْبَنَاتِ .

অনুবাদ : আর তাদের পারস্পরিক বাদানুবাদের ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে এবং তাদের উভয়কেন্দ্রিক লোকের সমাগম ভালো-মন্দ লোকদের একত্র করছে। অবশেষে ঋগড়াঝাটি তীব্র রূপ ধারণ করার পর তারা উভয়ে [বিষয়টি নিয়ে] সেই শহরের প্রশাসকের নিকট যাওয়ার জন্য সম্মত হল। অথচ সে ছিল অপকর্মের অভিযোগে অভিযুক্তদের অন্তর্ভুক্ত এবং সে মেয়েদের অপেক্ষা ছেলেদের ভালোবাসাকে অগ্রাধিকার দিত।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْخِصَامُ শ্রীং আর তাদের পারস্পরিক বাদানুবাদ শ্রীং ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে পড়ছে وَالرَّحَامُ তাদের উভয়কেন্দ্রিক লোকের সমাগম ভালো-মন্দ লোকদের একত্র করছে إِلَى أَنْ তরা সম্মত হল اللَّدِّ বাদানুবাদ ঋগড়াঝাটি তীব্র রূপ ধারণ করার পর وَالِىِ الْبَلَدِ সেই শহরের প্রশাসকের নিকট যাওয়ার জন্য وَمِمَّنْ يَزُنُّ بِالْهَنَاتِ অথচ সে ছিল অপকর্মের অভিযোগে অভিযুক্তদের অন্তর্ভুক্ত এবং সে মেয়েদের ভালোবাসাকে অগ্রাধিকার দিত وَيُغْلِبُ এবং সে মেয়েদের অপেক্ষা :

শব্দ বিশ্লেষণ

পারস্পরিক ঋগড়া, বাদানুবাদ : الْخِصَامُ
পরস্পরে ঋগড়া করা : الْخِصَامُ (مُتَعَاَلٍ) مَصَد
বিশেষ : بَيْنَهُمَا (بَيْنَ : طَرَفٌ مُضَافٌ إِلَى ضَمِيرٍ مُجَرَّرٍ مُتَّصِلٌ) :
তাদের উভয়ের মধ্যকার।
বিকিণ্ড : سَرَبَرٌ উভয়ীয়মান : (فَا، مَذ) :
বিকিণ্ড হওয়া। ছড়িয়ে পড়া : (تَفَاعُلٍ) تَطَايُرٌ :
ফুলিঙ্গ, আগুনের ফুলকি : الْشَّرَارُ :
লোকের ভিড়, সমাগম : الرَّحَامُ :
ভিড় করা : (ف) مَصَد :
একত্র করছে, জমা করছে : يَجْمَعُ :
একত্র করা : جَمَعًا :
(ج) الْأَخْبَارُ, الْخَبَارُ (و) خَبَرٌ :
তাল, উত্তম : (ج) الْأَشْرَارُ, الشَّرَارُ, الْأَشْرَادُ (و) شَرٌّ :
মন্দ, নিকট :
অবশেষে : إِلَى أَنْ (إِلَى : تَرْتَابٌ, بَعْدُ أَنْ التَّامَّةُ) :
তারা উভয়ে সম্মত হলো : تَرْضَابَا :
পরস্পরে সম্মত হওয়া : (تَفَاعُلٍ) تَرَاجُعًا :
তীব্ররূপ ধারণ করা : (تَفَاعُلٍ) اشْتِطَاطٌ :

اللَّدِّ : ঋগড়াঝাটি।
اللَّدُّ (س) مَصَد : ঋগড়াটে হওয়া।
التَّنَافُرِ (تَفَاعُلٍ) مَصَد : দুই পক্ষের পারস্পরিক ফয়সালার জন্য প্রশাসক বা বিচারকের কাছে যাওয়া।
وَالِىِ (وَالٍ) (فَا، مَذ) (ج) وَلَاةٌ : প্রশাসক।
(ض) رِلَاةٌ - الشَّيْءُ وَعَلَى الشَّيْءِ :
তত্ত্বাবধায়ক/অভিভাবক/প্রশাসক হওয়া।
الْبَلَدِ (ج) يَلَدٌ, بَلَدَانٌ : শহর, দেশ, এলাকা।
يَزُنُّ (مَج) : অভিযুক্ত করা হয়। অপবাদ দেওয়া হয়।
(ن) زَنًا - يَكْذِبُ : অভিযুক্ত করা। অপবাদ দেওয়া।
(ج) الْهَنَاتِ (و) هَنَةٌ : মন্দ জিনিস, মন্দবস্তু, বারাপ বিষয়।
(كَانَ) يُغْلِبُ : সে অগ্রাধিকার দিত।
(تَفَعُّلٍ) تَغْلِيْبًا : অগ্রাধিকার/প্রাধান্য দেওয়া।
حُبَّ : ভালোবাসা, প্রেম।
حُبَّ (ض) مَصَد : আমাই করা।
(ج) الْبَنِينَ, الْبَنَاتِ, الْإِبْنُ (و) الْإِمْنُ : ছেলে, পুত্র, বালক।
(ج) الْبَنَاتِ (و) بَنَتْ : মেয়ে, কন্যা, বালিকা।

فَاسْرِعَا إِلَىٰ نَذْوَتِهِ، كَالسُّلَيْكِ فِي عَدْوَتِهِ.
فَلَمَّا حَضَرَاهُ، جَدَّدَ الشَّيْخُ دَعْوَاهُ،
وَاسْتَدْعَىٰ عَدْوَاهُ، فَاسْتَنْطَقَ الْغَلَامُ، وَقَدْ
فَتَنَهُ بِمَحَاسِنِ غُرَّتِهِ، وَطَرَّ عَقْلُهُ
بِتَضْفِيفِ طُرَّتِهِ.

অনুবাদ : অতঃপর তারা দ্রুত এগিয়ে গেল সেই প্রশাসকের সভায় নৌড়ের মতো।
সেই প্রশাসকের সভায় দ্রুত এগিয়ে গেল। অতঃপর
যখন তারা উভয়ে সেই প্রশাসকের নিকট হাজির হলো
তখন বৃদ্ধ লোকটি তার দাবি নতুন করে উপস্থাপন করল
এবং তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। তারপর প্রশাসক
কিশোরটির কাছ থেকে বক্তব্য শুনতে চাইলেন
ততক্ষণে সে প্রশাসককে তার চেহারার সৌন্দর্য দ্বারা
বিমুগ্ধ করে ফেলেছে এবং তার জুলফির পারিপাট্য দ্বারা
বিচারকের কাণ্ড-জ্ঞান ছিনিয়ে নিয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ : فَاسْرِعَا অতঃপর তারা দ্রুত এগিয়ে গেল فَاسْرِعَا
সুলাইকের নৌড়ের মতো فَاسْرِعَا অতঃপর যখন তারা উভয়ে সেই প্রশাসকের নিকট হাজির হলো
তখন বৃদ্ধ লোকটি তার দাবি নতুন করে উপস্থাপন করল وَاسْتَدْعَىٰ এবং তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল
فَاسْتَنْطَقَ তারপর প্রশাসক কিশোরটির কাছ থেকে তার বক্তব্য শুনতে চাইলেন وَقَدْ ততক্ষণে সে প্রশাসককে বিমুগ্ধ করে
ফেলেছে فَتَنَهُ তার চেহারার সৌন্দর্য দ্বারা وَطَرَّ এবং বিচারকের কাণ্ড-জ্ঞান ছিনিয়ে নিয়েছে
بِتَضْفِيفِ তার জুলফির পারিপাট্য দ্বারা।

শব্দ বিশ্লেষণ

তারা উভয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল। : فَاسْرِعَا
দ্রুত চলা। : فِي السَّيْرِ
জামাত, মজলিস, সভা। : تَدْرَأُ (ج)
আহিলী যুগের এক দ্রুতগামী। : السُّلَيْكُ (بَنُ السُّلَيْكَةِ)
মানুষের নাম।
এক নৌড়া, নৌড়া। : عَدْوَةٌ (ن) مَصْدُ (الْتَاءُ لِلْمُؤَرَّةِ)
বিশেষ ধরনের নৌড়া। : عَدْوَةٌ (بِكْسَرِ الْعَيْنِ)
তারা উভয়ে হাজির হলো। : حَضَرَا
হাজির হওয়া। : (ن) حَضُرَا
নতুন করল। নতুন করে উপস্থাপন করল। : جَدَّدَ
নতুন করা। : تَجَدَّدَا
বৃদ্ধ। নেতা। আলিম। : الشَّيْخُ (ج) شَيْخٌ، شَيْخَانٌ
দাবি, আবেদন। : دَعَا (ن) مَصْدُ
প্রার্থনা করল। : اسْتَدْعَى
প্রার্থনা করা। : اسْتَدْعَاهُ (اسْتِدْعَالُ)

সাহায্য, রোগ-ব্যথির সংক্রমণ। : عُدْوَى
বক্তব্য শুনতে চাইলেন। : اسْتَنْطَقَ
কথা/ বক্তব্য শুনতে চাওয়া। : اسْتَنْطَقَا
কিশোরটি। : (ج) الْغَلَامُ، غُلَامٌ، غُلَامَةٌ
বিমুগ্ধ করে ফেলেছে। : فَتَنَ
বিমুগ্ধ করা। : فَتَّنَا
সৌন্দর্য। : (و) حُسْنُ
চেহারা। চেহারার শুভতা। গোলাম। বাদী। : (ج) غُرَّةٌ
ছিনিয়ে নিয়েছে। : طَرَّ
(ن) طَرَّا
ছিনিয়ে নেওয়া। : عَقْلُ (ج) عَقُولُ
বিবেক, বুদ্ধি, কাণ্ড-জ্ঞান। : تَضْفِيفُ
পারিপাট্য, বিন্যাস। : تَضْفِيفُ
সারিবদ্ধ করা। : مَصْدُ (الْتَفْعِيلُ)
কপাল, কপালের চুল, জুলফি। : (ج) طُرَّةٌ، طَرَا، طَرَاتُ

১. সুলাইক : লোকটি সুলাইক ইবনে সুলাকা নামে প্রসিদ্ধ। মূলত তার বংশ পরিক্রমা এরূপ : সুলাইক ইবনে উমায়র/মাতারপুত্র আর/ইবনে ইয়াসরিবী ইবনে সিনান ইবনুল হারিস আস-সাদী আত-তামিমী। সুলাকা তার মাতার নাম। তার জন্ম তারিখ অজ্ঞাত। জাহিলী যুগের এক প্রসিদ্ধ দ্রুততম মানুষ। কৃষ্ণকায়। কবি। স্বভাবগতভাবে দুর্ভুক্তিকারী, দুরাছা ও আততায়ী। উপাধি আর-রি'বাল (মানে সিংহ)। কোণে দস্যুভিত্তির ইচ্ছা হলে সে একাই তা করত। অন্য কোনো সাঙ্গপাকের প্রয়োজন হতো না। সে ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী ও সাহসী। পরে বেঁচে অবশ্যোহী ব্যক্তির চেয়ে অধিক পথ অতিক্রম করত। আনুমানিক হিজরি-পূর্ব ১৭ সালে আসাদ ইবনে মুদরিক আল-খাস আদী কর্তৃক সুলাইক ইবনে সুলাকা নিহত হয়।

فَقَالَ : إِنَّهَا أَنْبَكَةُ أَفَّاكَ ، عَلَى غَيْرِ
سَفَاكَ ، وَعَضْبِيْهَا مُعْتَالٍ ، عَلَى مَنْ لَيْسَ
بِمُعْتَالٍ فَقَالَ الرَّوَالِيُّ لِلشَّيْخِ : إِنْ شَهِدَ
لَكَ عَدْلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَإِلَّا فَاسْتَوْرِ
مِنْهُ الْبَيْمِيْنَ ، فَقَالَ الشَّيْخُ : إِنَّهُ جَدْلُهُ
خَاسِبٌ ، وَأَفَّاخَ دَمَهُ خَالِبٌ ، فَأَنَّى لِيْ
شَهِدٌ ؟ وَلَمْ يَكُنْ تَمَّ مُشَاهِدٌ ، وَلَكِنْ وَلِيْنِيْ
تَلْقِيْنُهُ الْبَيْمِيْنَ ، لِيَبَيِّنَ لَكَ أَبْصَدُكُمْ أَمْ
يَبَيِّنُ ، فَقَالَ لَهُ : أَنْتَ الْمَالِكُ لِيْذَلِكَ ، مَعَ
وَجَدِكَ الْمُتَهَالِكِ ، عَلَى ابْنِكَ الْهَالِكِ .
فَقَالَ الشَّيْخُ لِلْغَلَامِ : قُلْ : وَالَّذِي زَيْنُ
الْحَبَابَةِ بِالطَّرْرِ ، وَالْعَيْنُونَ بِالْعَوْرِ .

অনুবাদ : তখন কিশোরটি বলল যে, এটা হত্যাকারী নয় এমন এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যাবাদীর এক মিথ্যা অভিযোগ এবং যে ব্যক্তি আততায়ী নয় তার বিরুদ্ধে এক প্রতারকের মিথ্যা অপবাদ। তখন প্রশাসক বৃদ্ধ লোকটিকে বলল, যদি দুজন মুসলমান ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় তবে ভালো, অন্যথায় তুমি তার কাছ থেকে কসম গ্রহণ কর। তখন বৃদ্ধ লোকটি বলল যে, সে আমার ছেলেকে লোকালয় থেকে দূরে নিয়ে হত্যা করেছে এবং নির্জনে তার রক্ত প্রবাহিত করেছে। সুতরাং আমি কোথায় সাক্ষী পাব, অথচ সেখানে কোনো দর্শক ছিল না। তবে আপনি আমাকে তাকে কসম শেখাবার অধিকার দিন। যাতে আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সে সত্য বলছে কি মিথ্যা বলছে। তখন প্রশাসক তাকে বললেন, তোমার নিহত ছেলের জন্য তোমার প্রাণান্তকর মর্মবেদনা সবেও তোমার এই অধিকার রয়েছে। তখন বৃদ্ধ লোকটি কিশোরটিকে বলল, বল : সেই সন্তার কসম, যিনি সুশোভিত করেছেন ললাটকে জুলফি দ্বারা, চক্ষুগুলোকে সাদা কালো বর্ণের তীব্রতা দ্বারা।

শাব্দিক অনুবাদ : فَقَالَ তখন কিশোরটি বলল إِنَّهَا أَنْبَكَةُ أَفَّاكَ এটা এক মিথ্যাবাদীর মিথ্যা অভিযোগ عَلَى غَيْرِ হত্যাকারী নয় এমন এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে وَعَضْبِيْهَا مُعْتَالٍ এবং এক প্রতারকের মিথ্যা অভিযোগ عَلَى مَنْ لَيْسَ যে ব্যক্তি আততায়ী নয়, তার বিরুদ্ধে فَقَالَ الرَّوَالِيُّ لِلشَّيْখِ তখন প্রশাসক বৃদ্ধ লোকটিকে বলল إِنْ شَهِدَ যদি তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় الْمُسْلِمِيْنَ দুজন মুসলমান ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি, তবে ভালো وَإِلَّا فَاسْتَوْرِ অন্যথায় তুমি তার কাছ থেকে শপথ গ্রহণ কর فَقَالَ الشَّيْখُ তখন বৃদ্ধ লোকটি বলল إِنَّهُ جَدْلُهُ সে আমার ছেলেকে লোকালয় থেকে দূরে নিয়ে হত্যা করেছে এবং دَمَهُ خَالِبٌ এবং নির্জনে তার রক্ত প্রবাহিত করেছে فَأَنَّى لِيْ তবে আপনি শহীদ? وَلَمْ يَكُنْ تَمَّ مُشَاهِدٌ অথচ সেখানে কোনো দর্শক ছিল না وَلَكِنْ وَلِيْنِيْ তাকে কসম শেখাবার অধিকার দিন تَلْقِيْنُهُ الْبَيْمِيْنَ যাতে আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় أَبْصَدُكُمْ أَمْ يَبَيِّنُ সে সত্য বলছে কি মিথ্যা বলছে فَقَالَ لَهُ তখন প্রশাসক তাকে বললেন أَنْتَ الْمَالِكُ لِيْذَلِكَ তোমার এই অধিকার রয়েছে وَمَعَ وَجَدِكَ الْمُتَهَالِكِ তোমার নিহত ছেলের জন্য তোমার প্রাণান্তকর মর্মবেদনা সবেও তোমার এই অধিকার রয়েছে فَقَالَ الشَّيْخُ তখন বৃদ্ধ লোকটি কিশোরটিকে বলল قُلْ বল সেই সন্তার শপথ, যিনি زَيْنُ الْحَبَابَةِ সুশোভিত করেছেন ললাটকে بِالطَّرْرِ জুলফি দ্বারা وَالْعَيْنُونَ بِالْعَوْرِ চক্ষুগুলোকে সাদাকালো বর্ণের তীব্রতা দ্বারা।

শব্দ বিশ্লেষণ

مِيْثَا , অপরূহ , মিথ্যা অভিযোগ : أَنْبَكَةُ (ج) أَنْبَاكَ :
মিথ্যাবাদী : أَفَّاكَ (مب , مذ) (ج) أَفَّاكَ :
মিথ্যা বলা : أَنْكَ : (س) أَنْكَ :

سَفَاكَ , হুসী , হস্তা : (مب , مذ) :
মিথ্যা অপবাদ : عَضْبِيْهَا (ج) عَضْبِيْهَا :
অপবাদ দেওয়া , মিথ্যা বলা : عَضْبِيْهَا (س) عَضْبِيْهَا :

কৌশলী, প্রতারক। : مُحْتَالٌ (ফা, مذ) :
 কৌশল অবলম্বন করা। প্রতারণা করা। : اِحتِمالًا
 আততায়ী, গুপ্তঘাতক। : مُحْتَالٌ (ফা, مذ) :
 অসতর্ক অবস্থায় হত্যা করা। : اِحتِمالًا -
 প্রশাসক। : اَلْوَالِي (ফা, مذ) (ج) وَلَا :
 (যদি) সাক্ষ্য দেয়। : (إِنْ) شَهِدَ :
 সাক্ষ্য দেওয়া। : (س) شَهِدَ :
 ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। : عَدْلٌ (ج) أَعْدَالٌ :
 মুসলমান। : اَلْمُسْلِمِينَ (ফা, جمع, مذ) (و) مُسْلِمٌ :
 ভূমি গ্রহণ কর। : اِسْتَوْفِ :
 (اِسْتَعْمَالَ) اِسْتِيفَاءً :
 পরিপূর্ণরূপে উসুল করা। গ্রহণ করা। ... বুঝে নেওয়া।
 কসম, শপথ। : اَلْيَمِينُ (ج) اَيْسَانٌ :
 ভূমিতে আছাড় দিয়েছে [হত্যা করেছে]। : جَدَلَ :
 ভূমিতে আছাড় দেওয়া। হত্যা করা। : تَجَدَّلًا
 লোকালয় থেকে দূরবর্তী। : (فা, مذ) : حَاسِيٌ
 দূরে যাওয়া। বিতাড়িত হওয়া। : (ف) خَسَا :
 বিতাড়িত করা। বাপসা হওয়া। ক্রান্ত। অক্ষম হওয়া।
 সে রক্ত প্রবাহিত করেছে। : أَفَاحَ :
 রক্ত প্রবাহিত করা। : اِفْأَحَ :
 রক্ত, শোণিত, রুধির। : (ج) دِمَاءٌ, دُمِي :
 জনবিহীন, নির্জন। : (ফা, مذ) (ج) خَلُوٌ, خَلَاءٌ :
 খালি হওয়া। একাকী হওয়া। : (ن) خَلَوْا, خَلَا :
 কোথায় ? কিতাবে ? : (ظرف) : أَنْتَى
 শাহীদ (ফা, مذ) (ج) شَهِدَ, شُهِدَ, أَشْهَدَ :
 সাক্ষী, সাক্ষ্যদাতা।
 সাক্ষ্য দেওয়া। : (س) شَهِدَ - يَشْهَدُ أَوْ عَلَى نَدْنٍ :
 সেখানে, ওখানে। : (ظرف مكان) : نَسَمَ
 দর্শক, প্রত্যক্ষদর্শী। : (ফা, مذ) : مُشَاهِدٌ

প্রত্যক্ষভাবে দেখা। : اِمْتِشَاعَةً مُشَاهَدَةً :
 আপনি অধিকার দিন, দায়িত্ব দিন। : دِي :
 অধিকার দেওয়া। দায়িত্ব দেওয়া। : اِتْعَمِلَ تَوَلَّى :
 সরাসরি বুঝানো, শেখানো। : مَصْدَقٌ
 কসম, শপথ। : (ج) اَيْسَانٌ :
 পরিষ্কার/ স্পষ্ট হয়, - হয়ে যায়। : يَبِينُ :
 পরিষ্কার/ স্পষ্ট হওয়া। : (ض) يَبَّانُ :
 সে সত্য বলছে। : يَصْدُقُ :
 সত্য বলা। : (ن) صَدَقَ :
 সে মিথ্যা বলছে। : يَمِينُ :
 মিথ্যা বলা। : (ض) مِينًا :
 তুমি অধিকারপ্রাপ্ত, মালিক। : اَلْمَالِكُ (ফা, مذ) (ج) مَلِكٌ, مَلَاكٌ :
 মালিক হওয়া। : (ض) وَلَكَ :
 দুঃখ, চিন্তা, মর্মবেদনা। : وَجَدَ :
 দুঃখিত হওয়া। : (ض) مَصْدَقٌ :
 প্রাণান্তকর। : (ফা, مذ) : اَلْمُتَهَالِكُ
 প্রাণসংহারে আত্মহী হওয়া। ... চেষ্টা করা। : اِنْتَعَلَ :
 পুত্র, ছেলে। : (ج) اَبْنَاءٌ, بَنُونَ :
 অলংকার (ফা, مذ) مَلَكِي, مَلَكٌ :
 ধ্বংস হওয়া। মৃত্যু হওয়া। : (ض) مَلَاكٌ :
 নিহত, ধ্বংসপ্রাপ্ত, মৃত। : مَلَاكٌ :
 ক্রীতদাস, ভৃত্য, কিশোর। : (ج) غُلَامٌ, غُلَامَةٌ, غُلَمَةٌ :
 সুশোভিত করেছেন। : زَيْنٌ :
 সুশোভিত করা। : اِتْعَمِلَ تَزَيَّنَ :
 ললাট, কপাল। : (ج) اَلْجَبْهَةُ, اَلْجَبْهَاتُ, (و) جَبْهَةٌ :
 (ج) الطَّرْفُ, اَلْأَطْرَافُ, اَلْأَطْرَافُ, اَلْطَّرَافُ, (و) طَرَفٌ :
 দৃষ্টি, চোখ। : (و) عَيْنٌ :
 চোখের সাদা ও কালো অংশ তীব্র সাদা। : مَصْدَقٌ :
 ও কালো হওয়া।

وَالْحَوَاجِبَ بِالْبَلَجِ، وَالْمَبَاسِمَ بِالْفَلَجِ،
وَالْجُفُونَ بِالسَّقَمِ، وَالْأَنْفَ بِالشَّمِ،
وَالْخُدُودَ بِاللَّهَبِ، وَالْثُغُورَ بِالشَّنْبِ،
وَالْبَنَانَ بِالتَّرَفِ، وَالْخُصُورَ بِالْهَيْفِ،
إِنِّي مَاقَتَلْتُ إِبْنَكَ سَهْوًا وَلَا عَمْدًا، وَلَا
جَعَلْتُ هَامَتَهُ لِسِنِّي غَمْدًا، وَلَا فَرَمَى
اللَّهُ جَفْنِي بِالْعَمَشِ، وَخَذَى بِالنَّمَشِ،
وَطُرْنِي بِالْجَلَجِ، وَطَلَعَنِي بِالْبَلَجِ -

অনুবাদ : জুয়ুগলকে ব্যবধান দ্বারা, দন্ততলোকে সর্ফাক বিন্যাস দ্বারা, চোখের পলককে অঘনত্ব দ্বারা, নাসিকাকে উচ্চতা দ্বারা, গওদেশকে আগ্নেয় দীপ্তি দ্বারা, দন্তরাজিকে ঔজ্জ্বল্য দ্বারা, আঙ্গুলের মাথাগুলোকে কোমলতা দ্বারা এবং কটিদেশকে ক্ষীণতা দ্বারা; নিশ্চয়ই আমি তোমার ছেলেকে ভুলবশত বা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করিনি এবং তার মাথার খুলি আমার তরবারির বাশে পরিণত করিনি। আর যদি তা না হয় তবে আল্লাহ তা'আলা দোষযুক্ত করে দিন আমার চোখের পলককে দৃষ্টি শক্তির দুর্বলতা দ্বারা, আমার গওদেশকে ছুঁদ দ্বারা, আমার জুলফিকে স্বরা দ্বারা, আমার (দন্ত-)কলিকে বিবর্ণতা দ্বারা।

শাব্বিক অনুবাদ : জুয়ুগল ব্যবধান দ্বারা, দন্ততলোকে সর্ফাক বিন্যাস দ্বারা, চোখের পলককে অঘনত্ব দ্বারা, নাসিকাকে উচ্চতা দ্বারা, গওদেশকে আগ্নেয় দীপ্তি দ্বারা, দন্তরাজিকে ঔজ্জ্বল্য দ্বারা, আঙ্গুলের মাথাগুলোকে কোমলতা দ্বারা এবং কটিদেশকে ক্ষীণতা দ্বারা; নিশ্চয়ই আমি হত্যা করিনি তোমার ছেলেকে স্বেচ্ছাচারে বা ইচ্ছাকৃতভাবে হামত লসিনী গমদ এবং তার মাথার খুলি পরিণত করিনি আমার তরবারির বাশে। আর যদি তা না হয় তবে আল্লাহ তা'আলা দোষযুক্ত করে দিন আমার জফনি আলমশ আমার চোখের পলককে দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা দ্বারা, আমের গওদেশকে ছুঁদ দ্বারা, আমার জুলফিকে স্বরা দ্বারা, আমার (দন্ত) কলিকে বিবর্ণতা দ্বারা।

শব্দ বিশ্লেষণ

(ج) الْحَوَاجِبُ، الْعَوَاجِبُ، (و) حَاجِبٌ : ৬।
দুই জুয়ু ব্যবধান :
بَلَجٌ (س) ممد : চোখের দুই জু পৃথক পৃথক হওয়া।
(ج) الْمَبَاسِمُ، (و) مَبِيسٌ : দাঁত, দন্ত।
فَلَجٌ : দাঁতের সর্ফাক বিন্যাস।
أَفَلَجٌ (س) ممد : দাঁতের মধ্যে ফাঁক থাকে।
(ج) الْجُفُونَ، الْأَجْفَانُ، الْأَجْفَنُ، (و) جَفْنٌ : চোখের পলক।
السَّقَمُ : অসুস্থতা, অঘনত্ব।
السَّمُ (س) ممد : অঘন/অসুস্থ হওয়া।
(ج) الْأَنْفُ، الْأَنْفُ، الْأَنْفُ، (و) الْأَنْفُ : নাক, নাসিকা।
السَّمُ : নাসিকায়ের উচ্চতা।

الشَّمُ (س) ممد : নাসিকায় উঁচু হওয়া।
(ج) الْخُدُودُ، (و) خُدٌّ : গওদেশ, গাল, কপোল।
اللَّهَبُ : আগ্নেয় দীপ্তি, অগ্নি-লাভা।
اللَّهَبُ (س) ممد : অগ্নি লাভা উদ্ভিত হওয়া।
(ج) الثُّغُورُ، (و) ثَغْرٌ : সামনের দাঁত, মুখ।
الشَّنْبُ : দাঁতের ঔজ্জ্বল্য ও অহতা।
الشَّنْبُ (س) ممد : ঔজ্জ্বল্য ও অহতা হওয়া।
الْبَنَانُ : আঙ্গুলের মাথা, আঙ্গুলের পিরা।
التَّرَفٌ : কোমলতা, কমদীর্ঘতা, সজীবতা।
التَّرَفٌ (س) ممد : সজীব হওয়া।
(ج) الْخُصُورُ، (و) خَصْرٌ : কোমর, কটিদেশ।

কটিদেশের ক্ষীণতা : **الْهَيْفُ**

কটিদেশ ক্ষীণ হওয়া : **الْهَيْفُ (س) مَصْد :**

আমি হত্যা করিনি : **مَا قَتَلْتُ**

হত্যা করা : **(ن) قَتَلًا :**

পুত্র, ছেলে : **إِبْنٌ : (ج) أَبْنَاءُ, بَنُونَ :**

ভুলবশত : **سَهْوًا :**

ভুলে যাওয়া : **سَهْوٌ (ن) مَصْد :**

ইচ্ছাকৃতভাবে : **عَمْدٌ**

ইচ্ছা করা : **عَمْدٌ (ض) مَصْد :**

আমি পরিণত করি নি : **لَا جَعَلْتُ**

পরিণত করা : **(ف) جَعَلًا :**

মাথা, খুলি, করোটি, দেহ : **هَامَةٌ : (ج) هَامٌ, هَامَاتٌ :**

তরবারি : **سَيْفٌ : (ج) سِيَوٌ, أَسْيَافٌ, أَسْيَفٌ, سَيَفَةٌ :**

তরবারির খাপ : **غِمْدٌ : (ج) غُمُودٌ, أَغْمَادٌ :**

দোষযুক্ত করে দিন : **رَمَى : (دُعَانِيَّة) :**

নিষ্ক্ষেপ করা। কলঙ্কিত করা : **(ض) رَمَى :**

চোখের পলক : **جَفْنٌ : (ج) جَفْنُونَ, أَجْفَانٌ, أَجْفَنٌ :**

দৃষ্টি শক্তির দুর্বলতা : **الْعَمَشُ**

দৃষ্টি শক্তি দুর্বল হওয়া : **الْعَمَشُ (س) مَصْد :**

গণদেশ, গাল, কপাল : **خَدٌ : (ج) خُدُودٌ :**

দাগ, ছুঁদ : **النَّمَشُ**

দাগযুক্ত হওয়া : **النَّمَشُ (س) مَصْد :**

জুলফি : **طُرَّةٌ : (ج) طُرَرٌ, طُرَاتٌ, طِرَارٌ, أَطْرَارٌ :**

টাক, ঝরা : **الْجَلْعُ**

চুল ঝরে পড়া : **الْجَلْعُ (س) مَصْد :**

কলি, মুকুল, [দন্ত-কলি] : **طَلْعٌ**

বিবর্ণতা, হলুদবর্ণ : **الْبَلْعُ**

কাঁচা খেজুর : **الْبَلْعُ**

وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ، وَمَسَكَتْنِي بِالْبَحَارِ،
وَبَدَرْتَنِي بِالْمَحَارِ، وَفَضَّتْنِي بِالْإِحْتِرَارِ،
وَشَعَانِي بِالْأَظْلَامِ، وَدَوَاتْنِي بِالْأَقْلَامِ، فَقَالَ
الْغَلَامُ: الْإِضْطِلَاءُ بِالْبَيْلَةِ، وَلَا الْإِيْلَاءُ
بِهَذِهِ الْأَلْيَةِ، وَالْإِنْقِيَادُ بِالْقَوْدِ، وَلَا الْحَلْفَ
بِمَا لَمْ يَخْلِفْ بِهِ أَحَدٌ، وَأَبَى الشَّيْخُ إِلَّا
تَجَرَّعَهُ الْيَبِينَ الَّتِي اخْتَرَعَهَا، وَأَمَقَّرَهُ
جُرْعَهَا.

অনুবাদ : আমার [কপোল-] গোলাপকে হলুদবর্ণ দ্বারা, আমার [মুখের] মেশককে পুতিময় গন্ধ দ্বারা আমার [অবয়ব-] চন্দ্রকে অন্ধকার রজনী দ্বারা, আমার [গাত্র বর্ণের] রৌপ্যকে বলসে যাওয়া দ্বারা, আমার [সৌন্দর্যের] দীপ্তি-] রশ্মিকে অন্ধকার দ্বারা এবং আমার দোয়াতকে কলম দ্বারা। তখন কিশোরটি বলল, আমি বিপদে আক্রান্ত হওয়াতে গ্রহণ করব, কিন্তু এরূপ কসম দ্বারা কসম খাব না। আমি মৃত্যুদণ্ডকে শিরোধার্য করে নেব, কিন্তু যে কসম কেউ খায়নি সেদুপ কসম আমি খাব না। অথচ বৃদ্ধ লোকটি যে কসম উদ্ভাবন করেছে সেই কসম খাওয়ানো ব্যতীত অন্য কোন কসম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাল এবং এ কসমটি খাওয়া কিশোরটির জন্য তিক্ত করে দিল।

শাব্দিক অনুবাদ : وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ আমার গোলাপকে হলুদবর্ণ দ্বারা وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ আমার মেশককে পুতিময় গন্ধ দ্বারা وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ আমার চন্দ্রকে অন্ধকার রজনী দ্বারা وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ আমার রৌপ্যকে বলসে যাওয়া দ্বারা وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ আমার দোয়াতকে কলম দ্বারা وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ তখন কিশোরটি বলল وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ আমি বিপদে আক্রান্ত হওয়াতে গ্রহণ করব وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ কিন্তু এরূপ কসম দ্বারা কসম খাব না وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ وَمَا لَمْ يَخْلِفْ بِهِ أَحَدٌ আমি মৃত্যুদণ্ডকে শিরোধার্য করে নেব وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ وَلَا الْحَلْفَ কসম সেদুপ কসম খাব না وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ إِلَّا তেই কসম খাওয়ানো ব্যতীত অন্য কোনো কসম গ্রহণ করতে وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ যে কসম সে উদ্ভাবন করেছে وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ এবং এ কসমটি খাওয়া কিশোরটির জন্য তিক্ত করে দিল।

শব্দ বিশ্লেষণ

গোলাপ। : وَوَرَدَةٌ (জ) وَوَرَدَةٌ :
এক প্রকার হলুদ ফুল বা হলুদ উদ্ভিদ। :
মেশকের টুকরো, মেশক [মুখের] : مَسَكَةٌ (জ) مَسَكَةٌ :
সুগন্ধিময় স্রাব। :
ধোয়া, বাশ, [মুখের পুতিময় গন্ধ] : الْبَهَارُ (জ) الْبَهَارُ :
চতুর্দশী চন্দ্র, পূর্ণ চন্দ্র। : بَدَرٌ (জ) بَدَرٌ :
চান্দ্র মাসের শেষ রাতি বা : الشَّيْخُ (জ) الشَّيْخُ :
শেখের তিন রাতি, [অন্ধকার রজনী]। :
রূপা, রজত, চাঁদ, রৌপ্য। : الْغَلَامُ (জ) الْغَلَامُ :
পুড়ে যাওয়া, স্বলসে যাওয়া। : مَسَكَةٌ (জ) مَسَكَةٌ :
সূর্য-রশ্মি। : شَعَانٌ (জ) شَعَانٌ :
অন্ধকার হওয়া। : الْإِضْطِلَاءُ (জ) الْإِضْطِلَاءُ :
দোয়াত, মস্যাধার। : دَوَاتٌ (জ) دَوَاتٌ :
কলম, লেখনী। : الْقَلَمُ (জ) الْقَلَمُ :
ভৃত্য, কিশোর, ক্রীতদাস। : جُرْعَةٌ (জ) جُرْعَةٌ :

আক্রান্ত হওয়া। : الْإِضْطِلَاءُ (জ) الْإِضْطِلَاءُ :
বিপদ, মসিবত, পরীক্ষা। : الْبَيْلَةُ (জ) الْبَيْلَةُ :
কসম খাওয়া। : مَادَةٌ (জ) مَادَةٌ :
কসম, শপথ। : الْيَبِينَ (জ) الْيَبِينَ :
শিরোধার্য করে নেওয়া, অনুত্ত হওয়া। : الْإِنْقِيَادُ (জ) الْإِنْقِيَادُ :
কিনাস। : الْقَوْدِ (জ) الْقَوْدِ :
কসম খাওয়া, শপথ করা। : الْحَلْفَ (জ) الْحَلْفَ :
কসম খাওয়া। : مَسَكَةٌ (জ) مَسَكَةٌ :
কেউ, কোনো ব্যক্তি। : أَحَدٌ (জ) أَحَدٌ :
অস্বীকৃতি জানাল। : أَبَى (জ) أَبَى :
পলাথাক্ষণ করানো, পলানো [বাগ্মন্য]। : تَجَرَّعَهُ (জ) تَجَرَّعَهُ :
কসম, শপথ। : الْيَبِينَ (জ) الْيَبِينَ :
সে উদ্ভাবন করেছে। : اخْتَرَعَهَا (জ) اخْتَرَعَهَا :
তিক্ত কলা, তিক্ত করে দিল। : أَمَقَّرَهُ (জ) أَمَقَّرَهُ :
পানির ঢোক। : جُرْعَةٌ (জ) جُرْعَةٌ :

وَلَمْ يَزَلِ التَّلَاجَىٰ بَيْنَهُمَا يَسْتَعِيرُ، وَمَحَجَّةُ
التَّرَاضَى تَعِيرُ وَالْغُلَامُ فِي ضَمَنِ تَأْيِيهِ،
يَخْلُبُ قَلْبَ الْوَالِي يَخْلُوهُ، وَيُطِيعُهُ فِي أَنْ
يُلَيِّنِيهِ إِلَى أَنْ رَانَ هَوَاهُ عَلَى قَلْبِهِ، وَالْبِ
يَلِيهِ، فَسَوَّلَ لَهُ الْوَجْدَ الَّذِي تَيَسَّمُ، وَالطَّمْعُ
الَّذِي تَوَهَّمَهُ، أَنْ يَخْلِصَ الْغُلَامُ
وَيَسْتَخْلِصَهُ، وَأَنْ يَنْقِذَهُ مِنْ جِبَالَةِ الشَّيْخِ
ثُمَّ يَقْتَنِيصَهُ. فَقَالَ لِلشَّيْخِ: هَلْ لَكَ فِي
مَا هُوَ أَلْيَقُ بِالْأَقْوَى، وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى؟

অনুবাদ : আর তাদের পারস্পরিক গালাগাল বৃদ্ধি পেতে থাকল এবং পারস্পরিক সমঝোতার পথ কঠিন হয়ে যেতে লাগল। আর যুবকটি তার অধীকৃতির মধ্য দিয়ে তার এদিক ওদিক বাঁকা হওয়ার দ্বারা প্রশাসকের অন্তর কেড়ে নিতে লাগল এবং তাঁকে তার ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য লোভ দেখাতে লাগল। ফলে প্রশাসকের অন্তরে তাঁর ভালোবাসা প্রবল হয়ে উঠল এবং তাঁর বিবেকের মধ্যে প্রোথিত হয়ে গেল। সুতরাং যে প্রেম তাকে কাবু করে ফেলেছে এবং যে লোভ সে পোষণ করেছে সেই লোভ ও প্রেম কিশোরটিকে মুক্ত করে নেওয়া ও তাঁকে নিজের জন্য একান্ত করে নেওয়া এবং তাকে বৃদ্ধের জাল থেকে মুক্ত করে নিজে শিকার করা তার কাছে শোভন করে তুলল। তখন প্রশাসক বৃদ্ধ লোকটিকে বললেন, তোমার কি এমন বিষয়ে আগ্রহ রয়েছে, যা অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ব্যক্তির জন্য অধিক উপযুক্ত এবং তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী?

শাস্ত্রিক অনুবাদ : وَلَمْ يَزَلِ التَّلَاجَىٰ بَيْنَهُمَا يَسْتَعِيرُ আর তাদের পারস্পরিক গালাগাল বৃদ্ধি পেতে থাকল وَمَحَجَّةُ التَّرَاضَى আর যুবকটি তার অধীকৃতির মধ্য দিয়ে যেন কেড়ে নিতে লাগল قَلْبَ الْوَالِي প্রশাসকের অন্তর কেড়ে তার এদিক ওদিক বাঁকা হওয়ার দ্বারা ইলী أَنْ رَانَ هَوَاهُ তার ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য লোভ দেখাতে লাগল وَيُطِيعُهُ এবং তাঁকে ফলে প্রশাসকের অন্তরে প্রবল হয়ে উঠল وَالْبِ এবং তার বিবেকের মধ্যে প্রোথিত হয়ে গেল عَلَى قَلْبِهِ ফলে প্রশাসকের অন্তরে প্রবল হয়ে উঠল وَالطَّمْعُ الَّذِي تَوَهَّمَهُ যে প্রেম তাকে কাবু করে ফেলেছে, ও তাকে নিজের জন্য একান্ত করে নেওয়া وَيَسْتَخْلِصَهُ ও তাকে নিজের জন্য একান্ত করে নেওয়া وَأَنْ يَنْقِذَهُ তাকে মুক্ত করে নিজে শিকার করা ثُمَّ يَقْتَنِيصَهُ তখন প্রশাসক বৃদ্ধ লোকটিকে বললেন هَلْ لَكَ তোমার কি এমন বিষয়ে আগ্রহ রয়েছে, যা অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ব্যক্তির জন্য অধিক উপযুক্ত وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى এবং তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী।

শব্দ বিশ্লেষণ

পারস্পরিক গালাগাল : التَّلَاجَى

পরস্পরে গালাগাল করা : التَّرَاضَى (تَفَاعُلٌ) مَصَد

বৃদ্ধি পেতে থাকল : لَمْ يَزَلِ يَسْتَعِيرُ

বৃদ্ধি পাওয়া : (افْتِعَالٌ) اِسْتَعَارَ

রাস্তা, পথ, পথের মাঝ : مَحَجَّةٌ (ج) مَعَاجٍ

পারস্পরিক সম্মুখি : التَّرَاضَى

পরস্পরে সম্মুখি হওয়া : التَّرَاضَى (تَفَاعُلٌ) مَصَد

কঠিন হয়ে যেতে লাগল : لَمْ يَزَلِ تَعِيرُ

কঠিন হওয়া : (ض) وَعَرَّ

الْغُلَامُ : (ج) أَغْلَمَةٌ، غُلْمَةٌ، غُلْمَانٌ

যুবক, কিশোর, ভৃত্য, ক্রীতদাস।

ভেতর, অভ্যন্তর, মধ্য : ضَمِنَ

অধীকৃতি : تَأْيَى

অধীকার করা : تَأَيَّنَ (تَفَاعُلٌ) مَصَد

আকৃষ্ট করতে/ অন্তর কেড়ে নিতে লাগল : يَخْلُبُ

আকৃষ্ট করা। থাবা মেরে ধরা : (ض) خَلَبًا، خَلَبًا

অন্তর, হৃদয় : (ج) قُلُوبٌ :
 প্রশাসক, বিচারক : (ج) رَؤُوسٌ :
 এদিক ওদিক বাঁকা হওয়া : (تَفَعَّلَ) مَدَّ :
 লোভ দেখাতে লাগল : (لَمْ يَزَلْ) يَطْمَعُ :
 লোভ দেখানো : (أَفْعَالٌ) اطْمَاعًا :
 ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য : (أَنْ) يَلِيسَ :
 ডাকে সাড়া দেওয়া : (تَفَعَّلَ) تَلِيْسَةً :
 প্রবল হলো, প্রবল হয়ে উঠল : (رَأَى) :
 প্রবল হওয়া : (ض) رَيْسًا :
 প্রেম, ভালোবাসা : (هَوَى) :
 ভালোবাসা : (م) مَدَّ :
 স্থান করে নিল, প্রোথিত হয়ে গেল : (أَلْبَسَ) :
 স্থান করে নেওয়া : (أَفْعَالٌ) إلبَاسًا :
 বিবেক, জ্ঞান, অন্তর, মজ্জা : (ج) أَلْبَابٌ :
 শোভন করে তুলল [কাম্য করে তুলল] : (سَوَّلَ) :
 শোভন করে তোলা : (تَفَعَّلَ) تَسْوِيلًا :
 প্রেম, ভালোবাসা : (الْوَجْدُ) :
 ভালোবাসা : (ض) مَدَّ - به :
 কাবু/ হেয় করে ফেলেছে। দাসে পরিণত করেছে। : (نَسِمَ) :
 কাবু/ হেয় করা : (تَفَعَّلَ) تَنَسِيمًا :

লোভ, লালাসা : (الطَّمَعُ) :
 লোভ করা : (م) مَدَّ :
 ধারণা করেছে, পোষণ করেছে : (تَوَهَّمَ) :
 ধারণা করা : (تَفَعَّلَ) تَرَهُّمًا :
 মুক্ত করে নেওয়া : (أَنْ) يُخْلِصَ :
 মুক্ত করা : (تَفَعَّلَ) تَخْلِيصًا :
 নিজের জন্য একান্ত করে নেওয়া : (أَنْ) يَسْتَخْلِصَ :
 একান্ত করে নেওয়া : (أَفْعَالٌ) اسْتِخْلَاصًا :
 মুক্ত করে নেওয়া : (أَنْ) يُنْقِذَ :
 মুক্ত করা : (أَفْعَالٌ) انْقِذًا :
 জাল, ফাঁদ : (ج) حَيَائِلٌ :
 শিকার করা : (أَنْ) يَفْتَنِيصَ :
 শিকার করা : (أَفْعَالٌ) اِفْتِنَاصًا :
 তোমার কি এতে আগ্রহ রয়েছে ? : هَلْ لَكَ فِي :
 অধিক উপযুক্ত : (أَلْبَقَ) (إِسْمٌ) تَفْضِيلٌ :
 অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী : (أَلْفَوَى) (إِسْمٌ) تَفْضِيلٌ :
 শক্তিশালী হওয়া : (م) قُرَّةٌ :
 অধিক নিকটবর্তী : (أَقْرَبَ) (إِسْمٌ) تَفْضِيلٌ :
 নিকটবর্তী হওয়া : (ك) قُرْبًا :
 তাকওয়া, পরহেযগারী : (التَّقْوَى) :

فَقَالَ : اَلَمْ تُشِيرْ لِأَقْتِنِيْهِ ، وَلَا أَقِفْ لَكَ فِيْهِ ؟ فَقَالَ : اَرَى اَنْ تُقْصِرَ عَنِ الْفَيْلِ وَالْقَالَ ، وَتُقْصِرَ مِنْهُ عَلَى مَاءٍ مِّثْقَالٍ ، لَا تَحْمِلُ مِنْهَا بَعْضًا ، وَاجْتَنِي الْبَاقِيَ لَكَ عَرَضًا ، فَقَالَ الشَّيْخُ : مَا مِنْنِيْ خِلَافٌ ، فَلَا يَكُنْ لَوْعِدِكَ إِخْلَافٌ .

অনুবাদ : তখন বৃদ্ধ লোকটি বলল, আপনি কিসের প্রতি ইঙ্গিত করছেন [বলুন], যাতে আমি আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি এবং যাতে আমি আপনার অনুসরণ করতে ইতস্তত না করি। উত্তরে প্রশাসক বললেন, আমি ভালো মনে করি যে, তুমি ঝগড়াঝাটি থেকে বিরত থাকবে এবং তার থেকে একশ মিসকাল গ্রহণ করে ক্ষান্ত হবে। তাহলে তার কিছু অংশ আমি বহন করব এবং বাকি অর্থ তোমার জন্য এদিক ওদিক থেকে [বা আসবাবপত্র রূপে] জোগাড় করব। তখন বৃদ্ধ লোকটি বলল, এতে আমার দ্বিমত নেই; তবে আপনার ওয়াদা যাতে বরখেলাফ না হয়।

শাস্তিক অনুবাদ : فَقَالَ তখন বৃদ্ধ লোকটি বলল تُشِيرُ আপনি কিসের প্রতি ইঙ্গিত করছেন لَا أَقْتِنِيْهِ যাতে আমি আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি وَلَا أَقِفْ لَكَ فِيْهِ এবং যাতে আমি আপনার অনুসরণ করতে ইতস্তত না করি فَقَالَ উত্তরে প্রশাসক বললেন اَرَى আমি ভালো মনে করি اَنْ تُقْصِرَ عَنِ الْفَيْلِ وَالْقَالَ তুমি ঝগড়া-ঝাটি থেকে বিরত থাকবে وَتُقْصِرَ مِنْهُ عَلَى مَاءٍ مِّثْقَالٍ এবং তার থেকে একশ, মিছকাল গ্রহণ করে ক্ষান্ত হবে لَا تَحْمِلُ مِنْهَا بَعْضًا তাহলে তার কিছু অংশ আমি বহন করব وَاجْتَنِي الْبَاقِيَ لَكَ عَرَضًا এবং বাকি অর্থ তোমার জন্য এদিক ওদিক থেকে জোগাড় করব فَالْيَاكُنْ لَوْعِدِكَ إِخْلَافٌ তখন বৃদ্ধ লোকটি বলল مَا مِنْنِيْ خِلَافٌ এতে আমার দ্বিমত নেই فَقَالَ তবে আপনার ওয়াদা যাতে বরখেলাফ না হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلَمْ : (إِلَى) حَرْفُ الْجَزَاءِ ، م : مُخَفَّفٌ مِنْ مَا لَا يُحْتَفَلُ بِهِ : কিসের প্রতি

تُشِيرُ : ইঙ্গিত করছেন।

اَقْتِنِيْ : (اِقْنَعُ) : ইঙ্গিত করা।

اَقْتِنِيْ : আমি পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি।

اَقْتِنِيْ : (اِقْنَعُ) : পদাঙ্ক অনুসরণ করা।

لَا أَقِفْ : ইতস্তত না করি।

وَاقِفًا : (وَاقِفًا) : থামা। ইতস্তত করা।

اَرَى : আমি [ভালো] মনে করি।

اَرَى : (رَأَى) : দেখা। মনে করা।

تُقْصِرُ : তুমি বিরত থাকবে।

اَقْتِنِيْ : (اِقْنَعُ) : বিরত থাকা।

اَلْقَالَ : কথা।

اَلْقَالَ : (اِقْنَعُ) : কথা বলা।

اَلْقَالَ : ঝগড়াঝাটি।

اَلْقَالَ : কথা।

اَلْقَالَ : (اِقْنَعُ) : কথা বলা।

اَنْ : (اَنْ) : ক্ষান্ত হবে, যথেষ্ট হবে।

اَقْتِنِيْ : (اِقْنَعُ) : ক্ষান্ত হওয়া।

مَاءٌ : (ج) : শত, একশত।

مِثْقَالٌ : (ج) : মিসকাল, সামান্য বস্তু, পরিমাণ।

اَحْمِلُ : আমি বহন করব।

اَحْمِلُ : (نَحْلُ) : বহন করা।

بَعْضٌ : (ج) : কিছু, অংশ।

اَجْتَنِيْ : চয়ন করব, যোগাড় করব।

اَجْتَنِيْ : (اِقْنَعُ) : চয়ন করা। যোগাড় করা।

اَلْبَاقِيَ : বাকি, অবশিষ্ট। (فَا، مَذ) :

بَاقٍ : বাকি থাকা। অবশিষ্ট থাকা। বেঁচে থাকা।

عَرَضٌ : (ج) : আসবাবপত্র।

عَرَضٌ : দিক, কেনারা।

خِلَافٌ : দ্বিমত।

خِلَافٌ : (مُتَاَعِدٌ) : দ্বিমত পোষণ করা।

وَعْدٌ : ওয়াদা, প্রতিশ্রুতি।

وَعْدٌ : (ض) : ওয়াদা করা।

إِعْثَارٌ : (أَعْمَالٌ) : ওয়াদা করা।

إِعْثَارٌ : (أَعْمَالٌ) : ওয়াদা করা।

إِعْثَارٌ : (أَعْمَالٌ) : ওয়াদা করা।

وَعْدٌ : (أَعْمَالٌ) : ওয়াদা করা।

فَنَقَدَهُ الْوَالِي عَشْرِينَ، وَزَعَّ عَلَى وَزَعِهِ
تَكْمِلَةَ خَمْسِينَ رَدَّقَ ثَوْبَ الْأَجْمَلِ،
وَانْقَطَعَ لِأَجْمَلٍ صَوْبُ التَّخَصُّلِ، فَقَالَ لَهُ :
خُذْ مَا رَاجَ، وَدَعْ عَنكَ اللَّجَاجَ، وَعَلَى فِى
غَدَاً أَنْ تَوْصَلَ، إِلَى أَنْ يَنْصُ لَكَ الْبَاقَى
وَيَتَحَصَّلَ، فَقَالَ الشَّيْخُ : أَقْبَلُ مِنْكَ عَلَى
أَنْ الْأَزِمَةَ لِنَلْتِى، وَرِعَاهُ إِنْسَانٌ مَقْلَتِى،
حَتَّى إِذَا أَعْفَى بَعْدَ إِسْفَارِ الصُّبْحِ، بِمَا
بَقِيَ مِنْ مَالِ الصُّلْحِ، تَخَلَّصْتَ قَائِبَةً مِنْ
قُوْبٍ، وَرَبَّى بَرَاءَةً الذَّنْبِ مِنْ دَمِ ابْنِ يَعْقُوبَ .

অনুবাদ : সেমতে প্রশাসক তাকে বিশটি মিসকাল নগদ প্রদান করলেন এবং তাঁর সহকর্মী ও বন্ধু-বান্ধবদের উপর পঞ্চাশের পরিপূরক অঙ্ক বন্টন করে দিলেন। ততক্ষণে সন্ধ্যার কাপড় পাতলা হয়ে এলো এবং সে কারণে [অবশিষ্ট অর্থ] উপার্জনের বর্ষণ বন্ধ হয়ে গেল। তখন প্রশাসক তাকে বললেন, যা উপস্থিত আছে তা গ্রহণ কর এবং তুমি ঋণদ্বায়াটি ছেড়ে দাও। আর আগামীকাল সকালে আমার এই দায়িত্ব থাকবে যে, তোমার বাকি অঙ্ক সহজে পাওয়ার এবং উসুল হওয়ার জন্য আমি মাধ্যম হবে। উত্তরে বৃদ্ধ লোকটি বলল, আমি আপনার পক্ষ থেকে প্রস্তাবটি এক শর্তে গ্রহণ করছি যে, আমি এই রাতে কিশোরটির কাছে থাকব এবং আমার চোখের পুতুল তাঁর তত্ত্বাবধান করবে। পরিশেষে যখন ভোরের আলো উদ্ভাসিত হওয়ার পর প্রশাসক সন্ধির মালের অবশিষ্টাংশ আদায় করে দেবেন তখন বাচ্চা ডিমের খোশা থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং ইউসুফ ইবনে ইয়াকুবের খুন থেকে নেকড়ে বাঘের মুক্ত হওয়ার মতো প্রশাসক ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন।

[illegible]

শব্দ বিশ্লেষণ

নগদ প্রদান করলেন। : نَقَدَ

(न) नफ़ा : नगद प्रदान करा ।

আশাসক, বিচারক : اَلْوَالِي (ج) وَلَاةٌ :

عشرین : : বিশ, কুড়ি।

বণ্টন করে দিলেন। : وَزَعَ :

(تَنْفِیْل) تَنْفِیْلًا : वन्टन करवा ।

(ج) وَزَعَةٌ، نَزَاعٌ، (و) وَازِعٌ : [বহু-বাক্যব] : সেনাপতি,

পরিপূরক অংক, পরিশিষ্ট। : تَكْمِيْلَةٌ

পূর্ণ করা। : تَكْمِلَةٌ (تَفْعِيلٌ) مَصَد :

পঞ্চাশ। : خَمْسِينَ :

পাতলা হয়ে এসেছে। : رَقِيَ :

পাতলা হওয়া। : (ض) رَقِيَ :

কাপড়, আবরণ। : (ج) أَنْوَابٌ، يَبَابٌ :

আসর ও : (ج) أَصْلٌ، أَصْلَانٌ، أَصَالٌ، أَصَائِلٌ :

মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়। সন্ধ্যা, বিকাল।

বন্ধ হয়ে গেছে। : انْقَطَعَ :

বন্ধ হয়ে যাওয়া। : (انْفِعَالٌ) انْقِطَاعٌ :

কারণ, হেতু। : أَجَلَ :

বর্ষিত হওয়া। : (ن) مَصَد : صَوَّبَ :

বর্ষণ, দান। : صَوَّبَ :

অর্জন। : التَّخَصُّيلُ :

অর্জন করা, হাছিল করা। : (تَفْعِيلٌ) التَّخَصُّيلُ مَصَد :

তুমি নাও, গ্রহণ কর। : خَذْ :

গ্রহণ করা। নেওয়া। : (ن) أَخَذَ :

যা উপস্থিত আছে। : مَا رَاجَ :

প্রস্তুত/ প্রচলিত থাকা। : (ن) رَوَّجًا، رَوَّجًا :

তুমি ছেড়ে দাও। : دَعْ :

ছেড়ে দেওয়া। : (ن) وَدَعَ :

ঝগড়াঝটি। : اللَّجَّاجُ :

ঝগড়া করা। : (ض) مَصَد : اللَّجَّاجُ :

আমার উপর এই দায়িত্ব থাকবে যে, ... أَنْ ... :

আগামীকাল। পরবর্তী এমন যে কোনো দিন যার জন্য :

অপেক্ষা থাকে।

আমি মাধ্যম হব, অসিলা হব। : (أَنْ) اتَّوَسَّلَ إِلَى :

তফেল, তওসল - إِلَى الشَّيْءِ :

পৌছা। পৌছার উপায় বা কৌশল অবলম্বন করা।

সহজে পাওয়া। : (أَنْ) يَنْصِلُ (ض) نَضِيضًا، نَصًّا :

বাকি, অবশিষ্ট। : (ف) مَصَد : بَقَا - (س) :

উসূল হওয়া, একত্র হওয়া। : (ف) يَتَحَمَّلُ (تَفْعِيلٌ) تَحَمُّلاً :

আমি কবুল করছি, গ্রহণ করছি। : جَلَّ :

কবুল করা। গ্রহণ করা। : (ن) قَبُولًا :

আমি কাছে থাকব, সাথে থাকব। : (ن) الْأَزِمَ :

জড়িয়ে থাকা। কাছে থাকা। : (ف) تَلَزَمَ :

রজনী, রাত্রি রাত। : (ج) لَيْلًا، لَيْلِيلٌ :

তত্ত্বাবধান করবে। : رَغَى :

তত্ত্বাবধান করা। : (ن) رَغَى، رَغَاةً :

মানুষ, চোখের পুতুল। : (ج) أَنَايَ، أَنَايَةً، أَنَاْسٌ :

চোখ, চক্ষু ডিঘ। : (ج) مَقَّلَ :

পুরোপুরিভাবে আদায় করে দেবেন। : نَفَى :

পুরোপুরি আদায় করা। : (ف) إِعْفَاً :

ভোরের আলো উদ্ভাসিত হওয়া। : (ف) (إِنْفِعَالٌ) مَصَد :

ভোর, প্রভাত, প্রভুষ। : (ج) أَصْبَحَ :

[যা] অবশিষ্ট রয়েছে। : (مَا) بَقِيَ :

অবশিষ্ট থাকা। : (ن) بَقَاً :

মাল, সম্পদ। : (ج) أَمْوَالٌ :

সন্ধি, শান্তি, শৃঙ্খলা। : صُلِحَ :

পৃথক হয়ে গেছে [যাবে]। : خَلَصَتْ :

পৃথক হয়ে যাওয়া। : (ف) تَخَلَّصًا :

ডিম। ডিম থেকে সদা বিহীন ছানা। বাচ্চা। : (ج) قَرَأَبٌ :

ছানা। ডিম। ডিমের খোঁসা। : (ج) أَقْرَابٌ :

মুক্ত হয়ে যাবে। : رَيَّ :

মুক্ত হওয়া। : (ن) يَرُوْءًا، يَرُوْءًا، يَرَاةً :

মুক্ত হওয়া, রেহাই পাওয়া। : (س) مَصَد :

নেকড়ে বাঘ। : (ج) ذُنَابٌ، ذُوْذَبٌ، ذُوْذَانٌ :

রুধির, রক্ত, খুন। : (ج) رِيْسًا، دُمِيٌّ :

ইয়াকুব তনয় ইউসুফ (আ.)। : (ن) يَعْقُوْبٌ :

فَقَالَ لَهُ الْوَالِي: مَا أَرَاكَ سَمْتُ شَطَطًا، وَلَا
رَمْتُ قَرَطًا. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ: فَلَمَّا
رَأَيْتُ حَجَّجَ الشَّيْخَ كَالْحُجَّاجِ السُّرُجِيِّ،
عَلِمْتُ أَنَّهُ عَلَّمَ السُّرُجِيَّةَ، فَلَبِثْتُ إِلَى أَنْ
زَهَرَتْ نَجْوَمُ الظُّلَامِ، وَأَنْتَشَرَتْ عَقْرُودُ
الرِّيحَامِ، ثُمَّ قَصَدْتُ فِنَاءَ الْوَالِي، فَيَاذَا
الشَّيْخَ لِيَفْتِيَ كَالِي فَتَشَدَّدْتُ اللَّهَ: أَهْوَى
أَبُو زَيْدٍ؟ فَقَالَ: إِي، وَمَجِلَّ الصَّيْدِ، فَقُلْتُ:
مَنْ هَذَا الْغُلَامُ، الَّذِي هَفَّتْ لَهُ الْأَحْلَامُ؟

অনুবাদ : তখন প্রশাসক তাকে বললেন, তুমি কোন
অন্যায় আবদার করেছ কিংবা কোনো বাড়াবাড়ির ইচ্ছা
করেছ বলে আমি মনে করি না। হারিস ইবনে হাম্মাম
বলেন, অতঃপর যখন আমি বৃদ্ধ লোকটির যুক্তি আহমদ
ইবনে সুরাইজের যুক্তির মতো দেখতে পেলাম তখন
আমি বুঝে নিলাম যে, এ লোকটি সারুজবাসীদের মধ্য
থেকে বড় কোনো ব্যক্তি। তাই আমি অন্ধকারের
তারকারাজি বিকশিত হওয়া এবং ভিড়ের মালা [লোক
সমাবেশের জটলা] বিক্ষিপ্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম।
অতঃপর আমি প্রশাসকের বাড়ির আসিনায় গমন
করলাম। তখন দেখি, বৃদ্ধ লোকটি কিশোরটিকে পাহারা
দিচ্ছে। তখন আমি তাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস
করলাম, সে কি আবু যায়দ? উত্তরে সে বলল, হ্যাঁ, শিকার
হালালকারী আল্লাহর কসম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ
কিশোরটি কে, যার কারণে বিবেক-বুদ্ধি উবে গেল?

শাব্দিক অনুবাদ : فَقَالَ لَهُ الْوَالِي: তখন প্রশাসক তাকে বললেন, مَا أَرَاكَ স্মৃ শট্টা, وَلَا রম্ণ্টা কর্ণা। হারিস ইবনে হাম্মাম
বলেন, فَلَمَّا রফ্মা যখন আমি দেখতে পেলাম الشَّيْخَ বৃদ্ধ লোকটির যুক্তি السُّرُجِيَّة আহমদ ইবনে
সুরাইজের যুক্তির মতো عَلِمْتُ তখন আমি বুঝে নিলাম যে السُّرُجِيَّة এ লোকটি সারুজবাসীদের মধ্য থেকে বড়
কোনো ব্যক্তি فَلَبِثْتُ তাই আমি অপেক্ষা করলাম إِلَى أَنْ পর্যন্ত অন্ধকারের তারকারাজির বিকশিত
হওয়া زَهَرَتْ نَجْوَمُ الظُّلَامِ এবং ভিড়ের মালা বিক্ষিপ্ত হওয়া পর্যন্ত الْوَالِي অতঃপর আমি প্রশাসকের
বাড়ির আসিনায় গমন করলাম ثُمَّ قَصَدْتُ فِنَاءَ الْوَالِي তখন দেখি, বৃদ্ধ লোকটি কিশোরটিকে পাহারা দিচ্ছে فَتَشَدَّدْتُ
اللَّه: সে কি আবু যায়দ? أَهْوَى উত্তরে সে বলল, ইয়া, وَمَجِلَّ الصَّيْدِ শিকার হালালকারী فَأَقُلْتُ আমি জিজ্ঞেস করলাম
مَنْ هَذَا الْغُلَامُ যার কারণে বিবেক-বুদ্ধি উবে গেল।

শব্দ বিশ্লেষণ

الْوَالِي: (ج) وَلَا: প্রশাসক, শাসনকর্তা।

مَا أَرَى: আমি মনে করি না।

(ف) رَأَيْتُ: দেখা। মনে করা।

سَمْتُ: দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছ, আরোপ করেছ।

(ن) سَمْتُ: চাপিয়ে দেওয়া। আরোপ করা।

شَطَطٌ (ض) مَد: বাড়াবাড়ি করা, ন্যায্য অধিকার থেকে:

দূরে সরে পড়া, অন্যায় ও জুলুম করা।

لَا رَمْتُ: তুমি ইচ্ছা কর নি।

১. আহমদ ইবনে সুরাইজ: নাম আহমদ, পিতার নাম উমার, পিতামহের নাম সুরাইজ। কখনও আরবীর নিরমানুসারে পিতার নাম উমার
সহে পিতামহের নাম সম্বন্ধ করে আহমদ ইবনে সুরাইজও বলা হয়। উপনাম আবু আকাস। উমাদি আল-বায়ুশ-আশহাব [বৃদ্ধ বায়ু
হিসাবে সারিগুহাশ। কবিতা আছে যে, হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে আল্লাহ তাআলা তাঁর মাথানে সুরতের পুনর্নির্মাণ দান ও বিনয়ভীর
মূল্যোপার্জন করেছিলেন। তিনি উৎপন্নমতিত্বের জন্য বিখ্যাত। মুহাম্মদ ইবনে দাউদ জাহেযীর সাথে তাঁর অনেককাল সুনাবিয়া ও ইসলাম
বিভর্ক সজ্ঞা অনুষ্ঠিত হয়েছে। হিজরি ৩০৬ সালে এ মহান কিকহবিদ মাত্র ৫৭ বছর বয়সে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন।

(ن) رَوَّيَا : ইচ্ছা করা।

فُرِطَ : জুলুম, অন্যায়, অমিতচারিতা।

رَأَيْتُ : আমি দেখতে পেলাম।

(ف) رَأَى، رُؤْيَةً : দেখা। প্রত্যক্ষ করা।

(ج) حُجَّجَ، حُجَّاجٌ : (و) حُجَّةٌ : দলিল, প্রমাণ, যুক্তি।

(الجمع) السَّرْنِجِيَّةُ (نِسْبَةً إِلَى أَحْمَدَ بْنِ سَرِجٍ :

আহমদ ইবনে সুরাইজের যুক্তি।

عَلِمْتُ : আমি জানলাম, বুঝে নিলাম।

(س) عَلِمَا : বুঝা। অবগত হওয়া।

عَلِمَ : (ج) أَعْلَمَ : নেতা, বড় ব্যক্তিত্বের অধিকারী, পতাকা।

السَّرْوَجِيَّةُ (أَيِ الْفَبَائِلِ السَّرْوَجِيَّةُ) : সার্বজের অধিবাসী।

গোত্রসমূহ।

لَيْشًا : আমি অবস্থান করলাম, অপেক্ষা করলাম।

(س) لَيْشًا، لَيْثٌ : অবস্থান করা।

زَهَرَتْ : চমকালো, আলোকিত হলো, বিকশিত হলো।

(ف) زَهَرَا : চমকানো। বিকশিত হওয়া।

(ج) نُجُومٌ، أَنْجَمٌ، نَجْمٌ : (و) نَجْمٌ : তারকা, নক্ষত্র।

الظَّلَامُ : অন্ধকার, তমসা, তিমির।

إِنْتَشَرَتْ : বিক্ষিপ্ত হলো, ছড়িয়ে পড়ল।

(إِفْتِعَالٌ) إِنْتَفَرَا : বিক্ষিপ্ত হওয়া।

(ج) عُقُودٌ، (و) عَقْدٌ : হার, মালা, মণিহার, কণ্ঠহার।

الرَّحَامُ (مُفَاعَلَةٌ) مَدَّ : ভিড়াভিড়ি করা।

الرَّحَامُ : ভিড়।

نَصَدْتُ : রওয়ানা হলাম, গমন করলাম।

(ض) نَصَدًا إِلَى... : রওয়ানা হওয়া। গমন করা।

فَنَاءٌ : (ج) أَفْنِيَّةٌ، فَيْئٌ : বাড়ির আঙ্গিনা, চত্বর।

الْفَيْئُ : (ج) فَيْئَانٌ، فَيْئَةً، فَيْئَةً، فَيْئَةً، فَيْئَةً :

যুবক, কিশোর।

كَالِي (كَالِي) (فَا، مَذ) : পাহারাদার, সংরক্ষক।

(و) كَلَا : সংরক্ষণ/হেফাজত করা।

نَشَدْتُ : আমি [তাকে আল্লাহর] কসম দিলাম, কসম দিয়ে :

জিজ্ঞেস করলাম।

(ن) نَشَدَ - اللَّهُ : কসম দেওয়া।

إِنِّي مَرْتُ الْإِنْعَابَ يَقَعُ قَبْلَ الْقَسَمِ دَانِيًا) : হাঁ

مَعِلٌ (فَا، مَذ) : হালালকারী।

الْإِنْعَالُ (إِنْجَالًا) : হালাল করা।

الصَّيْدُ : শিকার।

الصَّيْدُ (ض) مَدَّ : শিকার করা।

الْغُلَامُ : (ج) أَغْلِيَّةٌ، غُلَمَانٌ، غُلَمَةٌ : কিশোর, ভৃত্য।

هَفَّتْ : উবে গেল, উড়ে গেল।

(ن) هَفَّتَا، هَفَرَا، هَفَرَا : উবে যাওয়া। উড়ে যাওয়া।

(ج) الْأَحْلَامُ، الْعُلُومُ (و) حِلْمٌ : ধৈর্য, স্থৈর্য, গাভীর্য, বিবেক।

قَالَ : فِي النَّسَبِ فَرَحْنِي ، وَفِي الْمُكْتَسَبِ
فَحْنِي ، قُلْتُ : فَهَلَّا اكْتَفَيْتَ بِمَحَاسِنِ
فَطْرَبِهِ ؟ وَكَفَيْتَ الْإِفْتِنَانَ بِطُرَبِهِ ؟
فَقَالَ : لَوْ لَمْ تَبْرِزْ جِبْهَتَهُ السَّيْنِ ، لَمَا
قَنَفْتُ الْخَمْسِينَ . ثُمَّ قَالَ : بَيْتَ اللَّيْلَةِ
عِنْدِي لِنُطْفِي نَارَ الْجَوَى ، وَنُرْبِلَ الْهُوَى
مِنَ السَّوَى .

অনুবাদ : সে বলল, বংশগতভাবে সে আমার ছেলে
এবং উপার্জনের ক্ষেত্রে সে আমার জাল। আমি জিজ্ঞেস
করলাম, তবে তুমি কেন তার হৃদয়বজাত সৌন্দর্য নিয়ে
তুষ্ট থাক নি? এবং কেন তুমি তার জুলফি দ্বারা
প্রশাসককে বিভ্রান্ত করা থেকে বিরত থাক নি? তখন সে
বলল, যদি তার ললাট সীনের মতো জুলফি উৎপন্ন না
করত তবে আমি পঞ্চাশটি মিসকাল সঞ্চয় করতে
পারতাম না। অতঃপর সে বলল, আজ রাত তুমি আমার
কাছে যাপন কর, যাতে আমরা ভালোবাসার অগ্নি
নির্ধাপিত করতে পারি এবং দীর্ঘকালের ব্যবধানের পর
আন্তরিকতা বিনিময় করতে পারি।

শাব্বিক অনুবাদ : قَالَ সে বলল فِي النَّسَبِ فَرَحْنِي বংশগতভাবে সে আমার ছেলে
উপার্জনের ক্ষেত্রে আমার জাল قُلْتُ আমি বললাম فَهَلَّا اكْتَفَيْتَ بِمَحَاسِنِ তার
হৃদয়বজাত সৌন্দর্য নিয়ে وَكَفَيْتَ الْإِفْتِنَانَ بِطُرَبِهِ তার প্রশাসককে বিভ্রান্ত করা থেকে
জুলফি দ্বারা فَقَالَ তখন সে বলল لَوْ لَمْ تَبْرِزْ جِبْهَتَهُ السَّيْنِ যদি তার ললাট সীনের মতো জুলফি উৎপন্ন না করত
بَيْتَ اللَّيْلَةِ عِنْدِي তবে আমি পঞ্চাশটি মিসকাল সঞ্চয় করতে পারতাম না ثُمَّ قَالَ অতঃপর সে বলল
وَإِنِّي لِنُطْفِي نَارَ الْجَوَى যাতে আমরা ভালোবাসার অগ্নি নির্ধাপিত করতে পারি وَنُرْبِلَ الْهُوَى
এবং দীর্ঘকালের ব্যবধানের পর আন্তরিকতা বিনিময় করতে পারি।

শব্দ বিশ্লেষণ

বংশ, আত্মীয়তা : (ج) أَنْسَابُ :
বংশ বর্ণনা করা : (ض) مَصَد :
فَرَحْنِي : (ج) فَرَحًا ، أَفْرَحُ ، أَفْرَحُهُ ، فَرَحَانُ ، فَرُوحُ :
পাখির ছানা, (ছেলে)।
উপার্জন, উপার্জন করা : (ج) الْمَكْتَسَبُ (مَصْدَرٌ مِّنَ الْاِكْتِسَابِ) :
জাল, ফাঁদ : (ج) فَنَاح ، فَنَاحُ ، فَنَاحُ :
কেন ... নয় : (ج) هَلَّا (حَرْفُ التَّعْيِينِ) :
তুমি যথেষ্ট কর নি, ... তুষ্ট থাক নি : (ج) اكْتَفَيْتَ :
সৌন্দর্য, রূপবত্তা : (ر) حَسَنٌ :
হৃদয়, প্রকৃতি : (ج) فَطْرَبُ :
বিরত থাকনি : (ج) كَفَيْتَ :
বিরত থাক : (ض) كَفَايَةً :
প্রশাসক, শাসনকর্তা : (ج) وَلَاءُ :
বিভ্রান্ত করা, বিভ্রান্ত হওয়া : (ض) مَد :
জুলফি, কপালের ছল : (ج) طَرَبُ ، طَرَابُ ، طَرَابُ :
(তুমি) উৎপন্ন না করত : (لَوْ) لَمْ تَبْرِزْ :
প্রকাশ করা : (ض) إِبْرَازًا :
(إِقْمَالُ)

কপাল, ললাট : (ج) جِبَاهُ ، جِهَاتُ :
আরবি স হরফ, এস মত জুলফি : (ض) السَّيْنُ :
দ্রুত সঞ্চয় করতে পারতাম না : (ج) مَا قَنَفْتُ :
সঞ্চয় করা : (ض) قَنَفْتُ :
পঞ্চাশ, পঞ্চাশটি : (ج) الْخَمْسِينَ :
তুমি হ্রাস যাপন কর : (ض) بَيْتَ :
রাত যাপন করা : (ض) بَيْتًا ، بَيْتًا ، بَيْتُونَ :
রাত, আজ রাত, রাতটি : (ج) اللَّيْلَةِ :
আমরা নির্ধাপিত করতে পারি : (ض) نُطْفِي :
অগ্নি, আগুন : (ج) نَارَ ، نَارًا ، نَارًا :
শ্রেম, দূর, ভালোবাসা : (ج) الْجَوَى :
শ্রেম বা দূরত্বের জ্বালা হওয়া : (ض) مَد :
নির্ধাপিত : (ض) نُرْبِلُ :
পালাবদল/ বিনিময় করতে পারি : (ض) لِنُطْفِي :
বিনিময় করা : (ض) لِنُطْفِي :
শ্রেম, ভালোবাসা : (ج) الْهُوَى :
দূরত্ব, বিচ্ছেদ : (ض) السَّوَى :
দূরবর্তী হওয়া : (ض) مَد :

فَقَدْ أَجْمَعْتُ عَلَى أَنْ أُنْسَلَ بِسُحْرَةٍ،
وَأُصْلَى قَلْبَ الْوَالِي نَارَ حَسْرَةٍ، قَالَ :
فَقَضَيْتُ اللَّيْلَةَ مَعَهُ فِي سَمَرٍ، أَنْقَ مِنْ
حَدِيثَةِ زَهْرٍ، وَخَمِيلَةِ شَجَرٍ، حَتَّى إِذَا لَأَلَا
الْأَفْقَ ذَنْبَ السَّرْحَانِ، وَأَنْ أَيْلَاجَ الْفَجْرِ
وَحَانَ، رَكِبَ مَتْنِ الطَّرِيقِ، وَأَذَانَ الْوَالِي
عَذَابَ الْحَرِيقِ، وَسَلَّمْ إِلَى سَاعَةِ الْفِرَاقِ،
رُقْعَةً مُحْكَمَةً الْإِلْصَاقِ .

অনুবাদ : কেননা আমি এ ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করেছি যে, আমি প্রাক-প্রভাতে চুপিসারে বেরিয়ে যাব এবং প্রশাসকের অন্তরে আক্ষেপের অগ্নি প্রবিস্তর করে যাব। বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং আমি সেই রাত্রিটি তার কাছে পুষ্পোদ্যান ও ঘন গাছপালার বাগানের চেয়ে মনোরম আলাপ-আলোচনায় কাটলাম। অতঃপর যখন সুবহে কায়িহ দিগন্তে উদ্ভাসিত হলো, ফজরের আলো বিকশিত হওয়ার সময় এলো এবং উপযুক্ত সময় সৃষ্টি হল তখন সে রাস্তার পিঠে আরোহণ করল [অর্থাৎ, সফর শুরু করল।] এবং প্রশাসককে দহনের শাস্তি চাখিয়ে গেল। আর বিদায়ের সময় আমার কাছে শক্ত করে আঁটা একটি চিঠি দিয়ে গেল।

শাস্তিক অনুবাদ : আমি এ ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করেছি যে কেননা আমি এ ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করেছি যে প্রাক-প্রভাতে চুপিসারে বেরিয়ে যাব وَأُصْلَى قَلْبَ الْوَالِي এবং প্রশাসকের অন্তরে প্রবিস্তর করে যাব نَارَ حَسْرَةٍ আক্ষেপের অগ্নি قَالَ বর্ণনাকারী বলেন فَقَضَيْتُ اللَّيْلَةَ সুতরাং আমি সেই রাত্রিটি কাটলাম أَنْقَ مِنْ পুষ্পোদ্যানের চেয়ে মনোরম وَخَمِيلَةِ شَجَرٍ এবং ঘন গাছপালার বাগানের চেয়ে আলাপ-আলোচনায় অতঃপর যখন সুবহে কায়িহ দিগন্তে উদ্ভাসিত হলো إِذَا لَأَلَا অতঃপর যখন সুবহে কায়িহ দিগন্তে উদ্ভাসিত হলো الْفَجْرِ বিকশিত হওয়ার সময় এলো এবং উপযুক্ত সময় সৃষ্টি হলো وَأَنْ أَيْلَاجَ الْفَجْرِ তখন সে রাস্তার পিঠে আরোহণ করল وَالْحَرِيقِ আর বিদায়ের সময় আমার কাছে দিয়ে গেল رُقْعَةً مُحْكَمَةً الْإِلْصَاقِ শক্ত করে আঁটা একটি চিঠি।

শব্দ বিশ্লেষণ

قَدْ أَجْمَعْتُ : আমি দৃঢ় সংকল্প করেছি।

(إِنْعَال) إِجْمَاعًا : দৃঢ় সংকল্প করা।

أُنْسَلَ : আমি চুপিসারে বেরিয়ে যাব।

(الْإِنْعَال) إِنْصِلَاحًا : চুপিসারে বের হয়ে যাওয়া।

سُحْرَةٍ : রাতের শেষাংশ, সুবহে কায়িহ, প্রাক-প্রভাত।

أُصْلَى : প্রবিস্তর করব, -করে যাব।

(إِنْعَال) إِنْصَالًا : প্রবিস্তর করা। দাখিল করা।

قَلْبَ : অন্তর, হৃদয়। (ج) قَلْبُ :

الْوَالِي : প্রশাসক, বিচারক। (ج) وَلَا :

نَارَ : অগ্নি, বহি। (ج) أَنْوَرُ : নিরান, বিরো।

حَسْرَةٍ : আক্ষেপ।

حَسْرَةٍ (س) مَصَد : আক্ষেপ করা।

فَقَضَيْتُ : আমি অভিবাহিত করলাম, কাটলাম।

(ض) قَضَاءً : অভিবাহিত করা। কাটানো।

اللَّيْلَةَ (ج) لَيْلًا، لَيْلَانِ : রাত্রি, রজনী।

سَمَرٍ (ج) أَسْمَارٌ : রাতের গল্প।

أَنْقَ (إِسْم تَفْعِيل) : অধিক মনোরম।

(س) أَنْقًا - النَّشَى : মনোরম হওয়া।

حَدِيثَةِ زَهْرٍ (ج) حَدَائِقُ : বাগান, উদ্যান।

(ج) زَهْرٍ، أَزْهَرُ، أَزْهَارٌ، زَهْرٌ، (و) زَهْرَةٌ : কলি, মুকুল, পুষ্প।

خَمِيلَةٍ (ج) خَسَائِلُ : চাদর, ঘন গাছপালা, ঘন গাছপালা।

বিশিষ্ট জুমি।

شَجَرٌ : أَشْجَارٌ, شَجَرَاتٌ, شَجَرَةٌ : (و) شَجَرَةٌ : গাছ।

لَا لَأَ : উদ্ভাসিত হলো, চমকালো।

تَعَلَّلَ (لَا لَأَ : চমকানো। উদ্ভাসিত হওয়া।

الْأَفَقُ : (ج) أَفَاقٌ : দিগন্ত, আকাশের কেনারা।

ذَنْبٌ : (ج) أَذْنَابٌ : লেজ, লাম্বুল, পুচ্ছ।

السَّرْحَانُ : (ج) سَرَاحٌ, سَرَاحِينَ : নেকড়ে বাঘ, সিংহ।

ذَنْبُ السَّرْحَانِ : ফজরে কাথিবি।

أَنْ : সময় হলো, সময় এলো।

(ض) أَنَا : সময় হওয়া।

إِنْبِلَاجٌ (إِنْفِعَالٌ) مَصَدَرٌ : বিকশিত হওয়া, আলোকিত হওয়া।

الْفَجْرُ : ফজর, ফজরের আলো।

الْفَجْرُ (ن) مَصَدَرٌ : ফজর হওয়া।

حَانَ : সময় নিকটবর্তী হলো, উপযুক্ত সময় সৃষ্টি হলো।

(ض) حَبْنَا, حَبْنَرْنَا : সময় হওয়া।

رَكِبَ : সে আরোহণ করল।

(س) رَكَبْنَا : আরোহণ করা।

مَتْنُ الطَّرِيقِ : রাস্তার মাঝ।

مَتْنٌ : (ج) مَتْنُونٌ, مَتَانٌ : পিঠ।

الطَّرِيقُ : (ج) طَرِيقٌ, أَطْرَقَ, أَطْرَقُوا : রাস্তা।

رَكِبَ مَتْنُ الطَّرِيقِ : সে সফর শুরু করল।

أَذَانٌ : আব্বাদন করাল, চাখিয়ে গেলো।

(إِنْفِعَالٌ) إِذَانَةٌ : আব্বাদন করানো, চাখানো।

عَذَابٌ : (ج) أَعَذَبَ : শাস্তি, পীড়ন।

الْحَرِيقُ : (ج) حَرَقُوا : আতনের উত্তাপ, দহন।

كَلَّمَ : অর্পণ করল, দিয়ে গেলো।

(تَفْعِيلٌ) تَلَيَّنَا : সমর্পণ করা। সালাম দেওয়া।

سَاعَةٌ : (ج) سَاعَاتٌ : সময়, ঘণ্টা, মুহূর্ত।

الْفِرَاقُ (مُفَاعَلَةٌ) مَصَدَرٌ : বিচ্ছেদ হওয়া, পৃথক হওয়া।

رُقْعَةٌ : (ج) رُقْعٌ, رُقَاعٌ : লিখিত কাগজের টুকরা, চিঠি।

مُحَكَّمَةٌ (مَنْد, مَز) : শক্ত, দৃঢ়।

(إِنْفِعَالٌ) إِمَكَّمَا : দৃঢ় করা। শক্ত করা।

الْإِلْتِصَاقُ (إِنْفِعَالٌ) مَصَدَرٌ : সংযুক্ত করা, আঁটা।

وَقَالَ : اذْفَعَهَا إِلَى الْوَالِي إِذَا سَلِبَ الْفَرَارُ ،
وَتَحَقَّقَ مِنَّا الْفَرَارُ ، فَفَضَّضْتُهَا فَعَلَّ
الْمُتَمَلِّسِ مِنْ مِثْلِ صَحِيفَةِ الْمُتَمَلِّسِ ،
فَإِذَا فِيهَا مَكْتُوبٌ : شِعْرُ :

অনুবাদ : এবং বলল, যখন প্রশাসকের প্রশান্তি উঠে যায় এবং [আমাদের] পলায়ন নিশ্চিত হয়ে যায় তখন এই চিঠিটি প্রশাসককে দেবে। তখন কবি মুতালাখিসের চিঠির অনুরূপ চিঠি থেকে মুক্তিসন্ধানী ব্যক্তির কর্মস্বরূপ আমি চিঠিটি খুলে ফেললাম। দেখি, তাতে লেখা রয়েছে: [কবিতা অনুবাদ-]

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَالَ এবং বলন اذْفَعَهَا إِلَى الْوَالِي এই চিঠিটি প্রশাসককে দিবে إِذَا سَلِبَ الْفَرَارُ যখন প্রশাসকের প্রশান্তি উঠে যায় وَتَحَقَّقَ مِنَّا الْفَرَارُ এবং আমাদের পলায়ন নিশ্চিত হয়ে যায় فَفَضَّضْتُهَا তখন আমি চিঠিটি খুলে ফেললাম الْمُتَمَلِّسِ مِنْ مِثْلِ صَحِيفَةِ الْمُتَمَلِّسِ কবি মুতালাখিসের চিঠির অনুরূপ চিঠি থেকে فَإِذَا فِيهَا مَكْتُوبٌ দেখি তাতে লেখা রয়েছে شِعْرُ কবিতা।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَذْفَعُ : তুমি দাও, দেবে। (ف) دَفَعًا , دَفَاعًا : দেওয়া। الْوَالِي : প্রশাসক, শাসনকর্তা, বিচারক। (ج) وَلَا : سَلِبَ (مع) : ছিনিয়ে নেওয়া হয়, উবে যায়। (ن) سَلَبًا : ছিনিয়ে নেওয়া। الْفَرَارُ : স্বৈর, প্রশান্তি। الْفَرَارُ (س) ص : হির হওয়া। تَحَقَّقَ : নিশ্চিত হয়, -হয়ে যায়। (تَفَعَّلَ) تَحَقُّقًا : নিশ্চিত হওয়া। الْفَرَارُ : পলায়ন। الْفَرَارُ (ض) مَص : পলায়ন করা। فَضَّضْتُ : আমি খুলে ফেললাম।	(ن) فَعَلًا : খুলে ফেলা। فَعِلٌ : (ج) أَعْمَالٌ : কর্ম, কাজ। الْمُتَمَلِّسُ (ف) مَذ : মুক্তিসন্ধানী। (تَفَعَّلَ) تَمَلَّيْتُ - مِنْ الْأَمْرِ : মুক্তি পাওয়া। مِثْلُ (ج) أَمْثَالٌ : মতো, অনুরূপ। صَحِيفَةً (ج) صَحَائِفَ , صُفُفٌ : ছোট গ্রন্থ, চিঠি, পত্র। الْمُتَمَلِّسُ : জাহিলী যুগের এক প্রখ্যাত কবির নাম। فِيهَا (ن) حَرْفُ الْجَرِّ , بَعْدَهُ ضَمِيرٌ مُجَرَّرٌ مُتَعَلِّقٌ : তাতে রয়েছে। مَكْتُوبٌ (مف) مَذ : লিখিত, লেখা বিষয়। (ن) كِتَابَةً , كَتَبًا : লেখা। شِعْرٌ (ج) أَشْعَارٌ : কবিতা, কাব্য।

১. মুতালাখিস : নাম জারীর। পিতার নাম আব্দুল উম্বা। মতান্তরে আব্দুল মাসীহ। রাবী'আ গোত্রের বনু যুবা'ই আ শাখায় জন্ম। জন্ম তারিখ অজ্ঞাত। বাহরাইনের অধিবাসী। জাহিলী যুগের কবি। প্রখ্যাত জাহিলী কবি তারাফা ইবনুল আন্দ-এর মামা। ইরাকের তৎকালীন রাজা আমর ইবনে হিন্দ-এর সভাসদ ও রাজ কবি ছিলেন। পরবর্তীতে কোনো কারণে তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তার বিরুদ্ধে নিদামূলক কবিতা রচনা করার আমর ইবনে হিন্দ তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করেন। টের পেয়ে তিনি শামে পলায়ন করেন এবং তখাকার রাজবংশ জাফার পরিবারের আশ্রয়ে থাকেন। সেখানে তিনি হিজরিপূর্ব আনুমানিক ৫০ সালে সিরিয়ার হায়ওয়ান এলাকার বসরা নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। অপর এক কবীর, তার পলায়নের ঘটনা সম্পর্কে বলা হয় যে, একবার আমর ইবনে হিন্দ কবি তারাফা ইবনুল আন্দ ও তার মামা কবি মুতালাখিস উভয়ের প্রতি কষ্ট হয়ে তাদের হত্যার আদেশ সম্বলিত পৃথক পৃথক দু'টো পত্র দিয়ে তাদেরকে বাহরাইনের গর্ডনের নিকট প্রেরণ করেন। বাহ্যত পত্র দু'টো তাদের অনুদান ও পুরস্কার সংক্রান্ত বলে তাদের জানানো হয়। পথিমধ্যে কবি মুতালাখিস এহেন অব্যাহতি পুরস্কারের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে তার পত্রখানি খুলে ফেলেন এবং এক পথিকের মাধ্যমে পড়িয়ে পত্রের প্রকৃত বিষয় জানতে পেরে সেখান থেকে পালিয়ে শামে ফেরত পান এবং পত্রখানি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে হায়রান নদীতে নিক্ষেপ করেন। এভাবে তিনি হত্যা থেকে রক্ষা পান। মুতালাখিসের সেই চিঠিখানি আরবি সাহিত্যে প্রবাসের মর্যাদা পায় এবং সেদিকেই মাকামার উচ্চ গল্পে ইঙ্গিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কবি তারাফা পুরস্কারের প্রতি অতিশোভিত এবং নিজের প্রতি অত্যাধিক আত্মশীল হওয়ার কারণে তার পত্রখানি ভুলতে সম্মত হন নি। ফলে নিজের অজ্ঞাতসারে নিজের হত্যার নির্দেশনামা নিয়ে শৌছানোর পর বাহরাইনের গর্ডন কর্তৃক মাত্র ২৬ বছর বয়সে কবি তারাফা নিহত হন।

قُلْ لِيَوَالٍ غَادَرْتُهُ بَعْدَ بَيْتِي *
 سَادِمًا نَادِمًا يَعْضُ الْيَدَيْنِ
 سَلَبَ الشَّيْخَ مَالَهُ، وَفَتَاهُ *
 لُبَّهُ، فَاصْطَلَى لَطَى حَسْرَتَيْنِ
 جَادَ بِالْعَيْنِ حِينَ أَعْمَى هَوَاهُ *
 عَيْنَهُ فَاثْنَى بِلَا عَيْنِ
 خَفِضَ الْحُزْنَ يَا مُعْتَى قَمَاجُ *
 دَى طِلَابَ الْأَنَارِ مِنْ بَعْدِ عَيْنِ
 وَلَئِنْ جَلَّ مَا عَرَكَ كَمَا جَلَّ *
 لَدَى الْمُسْلِمِينَ رَزُّ الْحُسَيْنِ

সَادِمٌ (ফা, مذ) : দুঃখিত।

نَادِمٌ (ফা, مذ) : (জ) নদাম : লজ্জিত।

(স) نَدَّمَ، نَدَامَةً، (تَفَعَّلُ) تَنَدَّمَ : লজ্জিত হওয়া।

يَعُضُّ (স) : কতন করে, কামড়ায়।

(স) عَضًا : কতন করা। কামড়ানো। কামড়ে ধরা।

(ত) التَّيْدِينُ (و) يَدُ، (ج) أَيْدٍ، (ج) أَيَادٍ :

হাত, ক্ষমতা, সাহায্য।

سَلَبَ : ছিনিয়ে নিয়েছে, কেড়ে নিয়েছে।

(ن) سَلَبًا : ছিনিয়ে নেওয়া, কেড়ে নেওয়া।

الشَّيْخُ (ج) شَيْخٌ، أَسْبَاحُ، شَيْخَانُ : বৃদ্ধ, নেতা, আলিম, উত্তম।

مَالٌ (ج) أَمْوَالٌ : মাল, সম্পদ।

الْفَتَى (ج) فِتْيَانٌ، فِتْنَةٌ، فِتْنَى : যুবক, কিশোর।

لَبٌ (ج) أَلْبَابٌ، أَلْبٌ، أَلْبَبٌ : জ্ঞান, বিবেক, মজ্জা।

إِضْطَلَى : সে অগ্নিতাপ পেয়েছে।

(إِفْعَالٌ) إِضْطَلَّ : অগ্নিতাপ দেওয়া।

لَطَى (مَعْرِفَةٌ) غَيْرُ مُنْصَرِفٍ : জাহান্নাম।

(س) لَطَى (م) : অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়া।

(ت) حَسَرْتَيْنِ نَصَبًا وَجَرًا، (و) حَسَرَةً، (ج) حَسَرَاتٌ : আক্ষেপ।

جَادَ : সে বখশিশ করেছে।

(ن) جَوَدًا : বখশিশ করা। দান করা।

الْعَيْنُ (ج) عَيُونٌ، أَعْيُنٌ، أَعْيَانٌ : বর্ণমুদ্রা, চক্ষু।

أَعْمَى : অন্ধ করে দিয়েছে।

(إِفْعَالٌ) أَعَمَّا : অন্ধ করে দেওয়া।

هَوَى : প্রেম, ভালোবাসা, আবেগ।

هَوَى (س) مَصَدٌ : ভালোবাসা।

إِنْشَى : সে ফিরে গেছে।

(إِنْفِعَالٌ) إِنْشَى : ফিরে যাওয়া।

(ت) عَيْنَيْنِ، نَصَبًا وَجَرًا، (و) عَيْنٌ، (ج) أَعْيَانٌ، عَيُونٌ، أَعْيُنٌ : চক্ষু, বর্ণমুদ্রা, উদ্ভিষ্ট বস্তু।

خَفَضَ : তুমি উপশমিত কর।

(تَفَعَّلَ) تَخَفَّضًا : সহজ করা। শিথিল করা। উপশম করা।

الْحَزَنُ (ج) أَحْزَانٌ : দুঃখ।

أَحْزَنَ (ن) مَصَدٌ : দুঃখিত করা।

مَعْنَى (مف, مذ) : ক্রোশিত ব্যক্তি।

(تَفَعَّلَ) تَعْنَى - : কষ্টকর বিষয় চাপিয়ে দেওয়া। কষ্ট দেওয়া।

مَا يُجِدُّ : ফায়দা দেয় না, উপকার করে না।

(إِفْعَالٌ) إِجْدَأَ : ফায়দা দেওয়া। উপকার করা।

طَلَبَ (مُفَاعَلَةٌ) مَصَدٌ : অবৈষণ করা, নিজের অধিকার।

পেতে চাওয়া।

(ج) الْأَثَارُ، الْأَثَرُ (و) أَثَرٌ : চিহ্ন, পদাঙ্ক, নিদর্শন।

عَيْنٌ (ج) أَعْيَانٌ، عَيُونٌ، أَعْيُنٌ : চক্ষু, বর্ণমুদ্রা, আসল বস্তু।

(لِئِنْ) جَلَّ : [যদি] বড় হয়। কঠিন হয়।

(ض) جَلَّأَ، جَلَّأَةً : বড় হওয়া।

مَا عَرَا : যে [দুঃখ] সামনে এসেছে, [যা] সামনে এসেছে।

(ض) عَرَبًا : সামনে আসা।

لَدَى : নিকটে, কাছে।

رَذًى (ج) أَرْزَاءُ : মহাবিপদ, বিশদ।

الْحُسَيْنُ (و) : হুসাইন (রা.)।

فَقَدْ اَعْتَصَتْ مِنْهُ فَهْمًا، وَحَزْمًا *
وَاللَّيْبُ الْأَرْبُ يَبْغِي ذِينَ
فَاعِصٍ مِنْ بَعْدِهَا الْمَطَامِعُ، وَاعْلَمُ *
أَنَّ صَيْدَ الطَّيَّاءِ لَيْسَ بِهَيِّنٍ
لَا وَلَا كُلُّ طَائِرٍ يَلِجُ الْفَنَجَ *
وَلَوْ كَانَ مُعَذَّنًا بِاللَّجَبِ
وَلَكِنْ مَنْ سَعَى لِيَضْطَادَ فَاضْطَبَ *
دَ، وَلَمْ يَلْقَ غَيْرَ خَفَى حَنِينٍ
فَتَبَصَّرَ، وَلَا تَشْمُ كُلُّ بَرْقٍ *
رَبِّ بَرْقٍ فِيهِ صَوَاعِقُ حَيْنٍ

অনুবাদ : তবে তুমি তার কাছ থেকে বুদ্ধি ও সতর্কতা
বিনিময় স্বরূপ পেয়েছ। আর বিচক্ষণ জ্ঞানী এ দু'টোই
চায়। অতএব তুমি এরপর লোভ-লালসার বিরুদ্ধাচরণ
কর এবং জেনে রাখ যে, হরিণ শিকার এত সহজ নয়।
না, প্রত্যেক পাখি জালে প্রবেশ করে না, যদিও সে জাল
রূপা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়। নিশ্চয়ই বহু লোক এমন
আছে, যারা শিকারের চেষ্টা করে, কিন্তু নিজেরা শিকার
হয়ে যায়। অথচ হুনায়েনের দু'টো মোজা ব্যতীত কিছুই
পায় না। সুতরাং তুমি শিক্ষা গ্রহণ কর এবং তুমি সব
বিদ্যুতের প্রতি চোখ তুলে তাকিও না। অনেক বিদ্যুতের
মধ্যে ধ্বংসাত্মক বজ্র লুকিয়ে থাকে।

শাশ্বিক অনুবাদ : فَقَدْ اَعْتَصَتْ مِنْهُ তবে তুমি তার কাছ থেকে বিনিময় স্বরূপ পেয়েছ وَحَزْمًا বুদ্ধি ও সতর্কতা
وَاللَّيْبُ الْأَرْبُ আর বিচক্ষণ জ্ঞানী يَبْغِي এ দু'টোই চায় فَاعِصٍ مِنْ بَعْدِهَا অতএব তুমি বিরুদ্ধাচরণ কর এরপর
وَالْمَطَامِعُ লোভ-লালসা وَاعْلَمُ আর জেনে রাখ أَنَّ صَيْدَ الطَّيَّاءِ হরিণ শিকার لَيْسَ بِهَيِّنٍ এত সহজ নয় لَا وَلَا كُلُّ
طَائِرٍ প্রত্যেক পাখি প্রবেশ করে না الْفَنَجَ জাল بِاللَّجَبِ যদিও সে জাল রূপা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়
وَلَكِنْ مَنْ سَعَى লিষ্ট্রয়ই বহু লোক এমন আছে, যারা শিকারের চেষ্টা করে فَاضْطَبَ কিন্তু নিজেরা শিকার হয়ে
যায় وَلَمْ يَلْقَ خَفَى হুনায়েনের দু'টো মোজা ব্যতীত حَنِينٍ সুতরাং তুমি শিক্ষা গ্রহণ কর
فَتَبَصَّرَ এবং তুমি সব বিদ্যুতের প্রতি চোখ তুলে তাকিও না وَلَا تَشْمُ كُلُّ بَرْقٍ অনেক বিদ্যুতের মধ্যে লুকিয়ে থাকে
رَبِّ بَرْقٍ فِيهِ صَوَاعِقُ ধ্বংসাত্মক বজ্র।

শব্দ বিশ্লেষণ

বিনিময় স্বরূপ পেয়েছ : قَدْ اَعْتَصَتْ	বুঝা : فَهْمٌ (স) : مَدَّةٌ
বিনিময় নেওয়া। বিনিময় চাওয়া : مِنْهُ	সতর্কতা : حَزْمٌ
বুখ, বুদ্ধি : فَهْمٌ	সতর্কতার সাথে কাজ করা : حَزْمٌ (ক) : مَدَّةٌ

১. হুনাইনের পরিচয় সম্পর্কে নানারকম মতভেদ রয়েছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধতম অভিমত হচ্ছে এই যে, এককালের হীয়ার অধিবাসী একজন
প্রসিদ্ধ মুচির নাম হুনাইন। কথিত আছে যে, এক ব্যক্তি হুনাইনের কাছে মোজা ক্রয়ের জন্য গমন করে। কিন্তু মোজার নাম নিয়ে উত্তরের
মধ্যে মতানৈক্য হয় এবং তা এক পর্যায়ে বিতর্কের মাত্রায় পৌঁছে। গ্রাহক লোকটি মোজা ক্রয় করতে না পেরে নিজ বাহন জন্তুতে আরোহণ
করে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। এদিকে হুনাইন লোকটিকে বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে দু'টো মোজা নিয়ে লোকটির বাড়ি যাওয়ার পথে পৃথক
পৃথকভাবে কেসে রেখে এক জায়গায় গুঁৎ পেতে থাকে। ক্রেতা লোকটি তার বাড়ি যাওয়ার পথে তার পছন্দকৃত মোজার অনুতপ একটি
মোজা পড়ে থাকতে দেখে মোজাটি পছন্দ হলেও অপর মোজাটি না পাওয়ার সে এ মোজাটি নিয়ে গিয়ে। ইত্যবসরে হুনাইন তার
মোজা সেখে তখন সে সেখানে তার বাহনজন্তুটি রেখে পূর্বের মোজাটির খোঁজ আসে এবং সে মোজাটি খুঁজ নেয়। ইত্যবসরে হুনাইন তার
বাহন জন্তুটি নিয়ে চম্পট দেয়। অবশেষে লোকটি মোজা দুটি নিয়ে গারে হেঁটে বাড়ি পৌঁছে। এ কাহিনীর উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে হযরত
কোনো লোক সামান্য কিছু লাভের পেছনে পড়ে অধিক দণ্ডভাঙ্গার সম্মুখীন হয় তখন তার জন্য আরওিৎ এ প্রবালটি ব্যবহৃত হয় যে, সে
হুনাইনের দুই মোজা ব্যতীত আর কিছুই পায় নি।

الْبَلْبَبُ : (ج) أَلْبَأُ : বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ।
 الْأَرَبُ : (فأ، مذ) : সুদক্ষ, জ্ঞানী [বিচক্ষণ] ।
 (س) أَرَبًا : অভিজ্ঞ হওয়া ।
 (ك) أَرَبَةً، أَرَبًا : জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান হওয়া ।
 يَبْغَى : চায়, অন্বেষণ করে ।
 (ض) بَغَى، بَغَاءً، بَغَى : চাওয়া । অন্বেষণ করা ।
 (ث) ذَيْنَ، ذَانِ، (و) ذَا (إِسْمِ إِشَارَةٍ) : এ দুটো ।
 (عَص) عَصَى : তুমি বিরুদ্ধাচরণ কর ।
 (ض) عَصَبًا، مَعْصِيَةً : বিরুদ্ধাচরণ করা ।
 (ج) أَلْطَمَاعِ، (و) مَطْمَعٌ : লোভ-লালসার বস্তু ।
 (عَلِمَ) : তুমি জেনে রাখ ।
 (س) عَلِمًا : জানা । অবগত হওয়া ।
 صَبَدَ : শিকার ।
 صَبَدَ (ض) مَصْدَ : শিকার করা ।
 (ج) الطَّبَّاءُ، الطَّبَّيَاتُ، الْأَطْيَاسُ، الطُّيُ، (و)
 ظَبْيَةً : হরিণ, হরিণী ।
 لَيْسَ : (فعل ناقص) : নয়, নেই ।
 (ج) هِينًا، هِينُونَ : সহজ, নরম, দুর্বল ।
 طَائِرٌ : (ج) طَيْرٌ : পাখি, পক্ষী ।
 لَا يَلْبِغُ : প্রবেশ করে না ।
 (ض) وَلَوْجًا، لَجَةً : সংকীর্ণ ।
 (ج) فَحَاخٌ، فَحْرُوحٌ : জাল, ফাঁদ ।
 مُحَدَّقٌ (مف، مذ) : পরিবেষ্টিত ।

(إفْعَال) أَحْدَاثًا : বেটন করে নেওয়া ।
 الْحَجِينُ : রূপা, চাঁদী, রৌপ্য, রজত ।
 كَمْ خَبْرِيَّةٌ : বহু, অনেক ।
 (مَنْ) سَعَى : যারা চেষ্টা করে ।
 (ن) سَعَى : চেষ্টা করা ।
 يَصْطَادُ : শিকার করে/ করছে/ করবে ।
 (إفْعَال) إِصْطِيدًا : শিকার করা ।
 (أَصْطِيدٌ مَع) إِفْعَال) إِصْطِيدًا : শিকার হয়ে গেছে [-যায়] ।
 لَمْ يَلَقَ : (পায় নি, পায় না) ।
 (س) لِقَاءً، لِقَاءَةً : পাওয়া । সাক্ষাৎ পাওয়া ।
 (ث) حُفَيْنِ، حُفَانِ، (ج) أَخْفَافٌ، خَفَافٌ، (و) خَفٌ : মোজা ।
 حُنَيْنٌ : হীরার অধিবাসী এক প্রসিদ্ধ মুচির নাম ।
 تَبَصَّرَ : তুমি চিন্তা-ভাবনা কর [শিক্ষা গ্রহণ কর] ।
 (فَعْل) تَبَصَّرَا : চিন্তা-ভাবনা করা । গভীরভাবে দেখা ।
 لَا تَنْسِمُ : তুমি তাকিও না, চেয়ো না ।
 (ض) شَيْمًا - الْبَرْقُ : বিদ্যুতের চমকানি দেখা ।
 بَرَقَ : (ج) بَرْقٌ : বিদ্যুত, তড়িৎ, বিজলী ।
 رَبٌّ : (حَرْفُ التَّجْرِ، تَدَلُّ عَلَى التَّخْفِيلِ أَوْ التَّكْنِينِ) : অনেক, কিছু ।

(ج) صَوَاعِقُ، (و) صَاعِقَةٌ : বজ্র, অশনি, বাজ ।
 حَمِينٌ : ধ্বংস, কষ্ট ও শ্রম ।
 حَمِينٌ (ض) مَصْدَ : ধ্বংস হওয়া ।

وَإِغْضُضِ الطَّرْفَ تَسْتَرِجَ مِنْ غَرَامٍ *
 تَكْتَسِي فِيهِ ثَوْبٌ ذَلِّ وَشَيْنٍ
 فَبَلَاءُ الْفَتَى اتِّبَاعُ هَوَى النَّفْسِ *
 بِسْ، وَيَذَرُ الْهَوَى طَمُوحَ الْعَيْنِ
 قَالَ الرَّأَوِيُّ : فَمَزَقَتْ رُقْعَتَهُ شَذَرَ مَذَرَ، وَلَمْ
 أَبْلُ أَعْدَلَ أَمْ عَذَرَ.

অনুবাদ : তুমি তোমার দৃষ্টি অবনমিত কর। তাহলে তুমি প্রেম-যাতনা থেকে মুক্তি পাবে, যার কারণে তুমি লাক্ষনা ও অবমাননার পোশাক পরিধান কর। কেননা যুবকের আপদ হচ্ছে মানের খেয়াল-খুশির অনুসরণ এবং প্রেমের বীজ হচ্ছে দৃষ্টি নিক্ষেপ।" বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি তার চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেললাম এবং আমি এ পরোয়া করিনি যে, সে আমাকে ভর্সনা করবে, না কি অপারগ মনে করবে।

শাব্দিক অনুবাদ : **وَإِغْضُضِ الطَّرْفَ** তুমি তোমার দৃষ্টি অবনমিত কর **تَسْتَرِجَ** তাহলে তুমি প্রেম-যাতনা থেকে মুক্তি পাবে **فِيهِ** যার কারণে তুমি পরিধান কর **ثَوْبٌ** লাক্ষনা ও অবমাননার পোশাক **فَبَلَاءُ الْفَتَى** কেননা যুবকের আপদ হচ্ছে **اتِّبَاعُ الْهَوَى** খেয়াল-খুশির অনুসরণ **وَيَذَرُ الْهَوَى** আর প্রেমের বীজ হচ্ছে **طَمُوحَ الْعَيْنِ** দৃষ্টি নিক্ষেপ **قَالَ الرَّأَوِيُّ** বর্ণনাকারী বলেন **فَمَزَقَتْ رُقْعَتَهُ** অতঃপর আমি তার চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেললাম এবং আমি এ পরোয়া করিনি যে **أَعْدَلَ** সে আমাকে ভর্সনা করবে **أَمْ** নাকি অপারগ মনে করবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

তুমি [দৃষ্টি] অবনমিত কর। : **إِغْضُضْ**
 (ন) **إِغْضَا** - **غَضَا** - **الطَّرْفُ** :
 দৃষ্টি অবনমিত রাখা।
الطَّرْفُ : (জ) **أَطْرَأَ** :
 দৃষ্টি, চক্ষু, কোনো বস্তুর কেনারা।
 তুমি শাস্তি/মুক্তি পাবে। : **تَسْتَرِجَ**
 (অ) **تَسْتَرِجُ** - **تَسْتَرِجُ** :
 শাস্তি পাওয়া।
غَرَامٍ :
 অনুরাগ, ভালোবাসা, প্রেমের জ্বালা, প্রেম-যাতনা।
 তুমি পরিধান কর। : **تَكْتَسِي**
 (অ) **تَكْتَسِي** - **تَكْتَسِي** :
 বস্ত্র পরিধান করা।
ثَوْبٌ : (জ) **أَتَوَّبَ**, **وَبَابٌ**, **أَتَوَّبَ** :
 কাপড়, বস্ত্র, পোশাক।
 অবমাননা। : **ذَلِّ**
 (অ) **ذَلَّ** - **ذَلَّ** :
 অবমানিত/হেয় হওয়া।
وَشَيْنٍ :
 কলঙ্ক।
 কলঙ্কিত করা। : **شَيْنٍ** (অ) **شَيْنٍ** - **شَيْنٍ** :
 পরীক্ষা, আপদ।
فَبَلَاءُ : (ন) **بَلَاءُ** :
 পরীক্ষা/যাচাই করা।
الْفَتَى : (জ) **فَتَى**, **فَتَى**, **فَتَى** :
 যুবক, কিশোর।
اتِّبَاعُ :
 অনুসরণ করা।
هَوَى : (জ) **هَوَى** :
 প্রেম, খেয়াল-খুশি।
طَمُوحٌ : (স) **طَمُوحٌ** :
 ভালোবাসা।

النَّفْسِ : (জ) **نَفْسٌ**, **نَفْسٌ** :
 মন, আত্মা, রিপু।
يَذَرُ : (জ) **يَذَرُ**, **يَذَرُ** :
 বীজ।
طَمُوحٌ : (ন) **طَمُوحٌ** - **طَمُوحٌ** :
 বীজ বপন করা।
الْعَيْنِ : (জ) **عَيْنٌ**, **عَيْنٌ** :
 দৃষ্টি দেওয়া, দৃষ্টি নিক্ষেপ করা।
الرَّأَوِيُّ : (ফা) **رَأَى** :
 চক্ষু, দৃষ্টি।
فَمَزَقَتْ : (জ) **رَوَاةٌ** :
 বর্ণনাকারী।
أَعْدَلَ : (অ) **أَعْدَلَ** :
 বর্ণনা করা।
أَمْ :
 টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেললাম।
عَذَرَ : (অ) **عَذَرَ** :
 টুকরো টুকরো করে ফেলা।
وَمَزَقَتْ : (জ) **مَزَقَ**, **مَزَقَ** :
 লিখিত কাগজের টুকরো [চিঠি]।
شَذَرَ : (জ) **شَذَرَ**, **شَذَرَ** :
 সোনার টুকরো।
مَذَرَ : (স) **مَذَرَ** :
 নষ্ট হওয়া, পড়ে যাওয়া।
وَشَيْنٍ : (অ) **وَشَيْنٍ** :
 বিক্ষিপ্ত করা।
ثَوْبٌ : (জ) **ثَوْبٌ** :
 টুকরো টুকরো, বিক্ষিপ্ত।
أَبْلُ : (অ) **أَبْلُ** :
 তুমি বর্ণনাকারী করি নি।
أَعْدَلَ : (অ) **أَعْدَلَ** :
 সে ভর্সনা করল [করবে]।
أَمْ : (অ) **أَمْ** :
 নিন্দা/ভর্সনা করা।
عَذَرَ : (অ) **عَذَرَ** :
 ওজর গ্রহণ করল [করবে], অপারগ হব [করবে]।
عَذَرَ : (অ) **عَذَرَ** :
 ওজর গ্রহণ করা।

মাকামাতে ব্যবহৃত কয়েকটি আরবি পদ্যের ছন্দানুবাদ

إِلْخ فَلَوْ تَبَلَّ مَبَكًا مَا

সুন্দর প্রেমের বিলাপ যদি করতাম আগে ভাগে,
মনকে আমার প্রবোধ দিতাম লজ্জা পাবার আগে।
কিন্তু সে যে আগে কেঁদে আমায় কাঁদিয়ে দিল
তাই তো আমার বলতে হলো মর্যাদা তার ভাগে।

إِلْخ عَلَى أُنْتَى رَاضٍ

প্রেমের বোঝা বইতে রাজি, মুক্তি যদি পাই
এইভাবে যে, লাভ না থাকুক, ক্ষতিও যে নাই।

إِلْخ تَبَّ لَطَالِبٍ دُنْيَا

ধ্বংস সেই দুনিয়াদারের
দুনিয়াতে যার আবেগ মনের
ইশ্ব হয় না তার কোনো কালে
প্রেম অতিশয়, ভাবের ফলে
হায় যদি সে পেত দিশা
অল্পতে তার মিটত আশা।

إِلْخ لَيْسَتْ الْخَيْمَةَ

হালুয়া রুটির জন্য কালো চাদর পরেছি,
সকল মাছের গলে আমি বড়শি গেঁথেছি।
আমার উপদেশ হলো, তা শিকার ধরার জাল।
ঝুঁজি আমি নরমাদী সব শিকারের পাল।
বাধ্য হয়েছিলাম আমি ঢুকতে কালের চাপে,
অতি সুকৌশলে, বলে হিংস্র বাঘের ঝোপে।
তবু আমি কালের ফেরে নইকো কড়ু জীত,
কালের ভয়ে আমার বাহু নয়কো প্রকম্পিত।
কালের ফেরে আমার এমন হয়নি অবস্থান,
আখা-লোভী যেথায় আমায় করবে অপমান।
যুগের কাছে ন্যায্য বিচার থাকতো যদি, উয়।
অযোগ্যতা কি করে ফের দেশের শাসক হয়।

إِلْخ مَكُنْتُ بِهِ أَجَلُو

তাকে দেখে ঘুচে যেত দুর্ভাবনা মোর,
জীবন আমার মনে হতো সুখী, দীপ্ত ভোর।
তার মিলনে পেতাম প্রীতি, তার কুটিরে আশা,
তার জীবনে পেতাম জীবন, মিটত প্রাণের তৃষ্ণা।

إِلْخ نَسَا رَاقِيْنَ مَنْ

তার বিরহের পরে আমি গুাই নি এমন জন,
যার মিলনে শান্তি পাবে আমার প্রেমিক মন।
তাহার পরে যে-ই আমায় দিল প্রীতির ডাক,
কোনো ডাকই আমার মনে কাটল না আর দাগ।
গুণ-গরিমায় তাহার মতো পাই নি কোনো জন,
যাহার মাঝে থাকতে পারে এমন স্বভাব-ধন।